শেক্সপীয়ার রচনা সমগ্র

অখণ্ড সংস্করণ



ভাষান্তর : শুভদেব চক্রবর্তী

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

ছত্রিশ, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

Complet Works of Shakespeare

প্রকাশক : বিজয় কৃষ্ণ দাস

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭০

মূল্য : একশত কুড়ি টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ : কুমার রানা

ভেতরের ছবি : দিলীপ দাস

মুদ্রক : এস. ডি. অফসেট
১৩ ভি. আরিফ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৬৭

সূচীপত্র

প্রয়োজন মেটাবে
দারিদ্রমলিন

ভূমিকা

"…. যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিবে তাই,
পাইলে পাইতেপারো অমূল্য রতন.."

কবি ভারতচন্দ্রের লেখা বহুপঠিত এই প্রবচন কতদূর বাস্তব হয়ে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে শেক্সপীয়ার সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গেলে তা মর্মে মর্মে বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে ছোটবেলায় কোনও এক গল্প সংকলনে পড়া একটি কাহিনীর সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরছি—আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছ'শো বছর আগে ইংল্যান্ডের এক গ্রামের জমিদার স্যার টমাস লুসির জমিদারির অন্তর্ভুক্ত গভীর জঙ্গল থেকে প্রায়ই হরিণ চুরির ঘটনা ঘটছে। বেশ কিছুদিন কড়া নজর রাখার পরে ধরা পড়ল হরিণ চোর বয়সে যে নেহাৎই এক সদ্যযুবক। জমিদরের হুকুমে ত্রিশ ঘা চাবুক মেরে হরিণ চোর সেই যুবককে তাড়িয়ে দেয়া হল এলাকা থেকে। লজ্জা আর গ্লানির কালিমা মুখে মেখে ঘাড় হেঁট করে সে যুবক সেদিন সেই এলাকা ছেড়ে চলে গেল, বহু বছর পরে আবার সে ফিরে এল সেই গ্রামে; না, ঘাড় হেঁট করে নয়, এবারে সে ফিরে এল মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া টানটান করে। ইংল্যান্ড সমেত গোটা পৃথিবীর কাছে সেদিন সে এক বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার হিসেবে পরিচিত, নাম যার উলিয়াম শেক্সপীয়ার।

পরবর্তীকালে বহুল প্রচারিত এক ইংরেজী মাসিক ডাইজেস্ট সংকলনে রম্যরচনার আঙ্গিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনও এই প্রসঙ্গ মনে পড়ছে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন মুলুকে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এমন ধারণা গড়ে উঠেছিল যে লেখাপড়া বেশিদূর শেখা দূরে থাক স্কুলের গণ্ডিও যার পেরোনো হয়ে ওঠেনি সেই উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের পক্ষে মিলনাত্মক, বিয়োগান্তক ও ঐতিহাসিক মিলিয়ে মোট সাঁইত্রিশটি কাব্য নাটক, পাঁচটি কাব্য ও উৎকৃষ্ট মানের দেড়শো সনেট লেখাসম্ভব ছিল না; ত ঐসব বুদ্ধিজীবীদের মতে, আসলে উইলিয়াম শেক্সপীয়ার ছদ্মনামে ওসব লিখেছিলেন ফ্রান্সিস বেকন।

শেক্সপীয়ার প্রথম যৌবনে হরিণ চুরি করতেন যিনি রটনা করেছিলেন রো নামে এই ব্যক্তি অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় তাঁর কিছু নাটক সম্পাদনা করেছেন যদিও তার বহু আগেই শেক্সপীয়ার পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। তাঁর রটনার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে শেক্সপীয়ার গবেষকেরা স্যার টমাস লুসি নামে জনৈক গ্রাম্য জমিদারের অস্তিত্বের হদিশ পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সদ্য যৌবন প্রাপ্তির কালে শেক্সপীয়ার যে তাঁর জমিদারির ধারেকাছে থাকতেন না সে বিষয়েও তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন। তবে না থাকলেও শেক্সপীয়ার স্যারটমাস লুসির নাম জানতেন এবং 'দ্য মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর' নাটকে জাস্টিস স্যালো নামে গ্রাম্য বিচারকের চরিত্রটি তৈরি করেছিলেন তাঁরই আদলে এ সম্পর্কেও তাঁরা একইভাবে নিশ্চিত হয়েছেন।

শেক্সপীয়ার বেশিদূর লেখাপড়া শেখেননি এই মতও কতদূর বি ....৩৬২ সন্দেহ আছে। শেক্সপীয়ারের সমসাময়িক বলে যাঁকে পাওয়া যায় ....৩৭৩ মতে, গ্রীক ও ল্যাটিন তাঁর অর্থাৎ! শেক্সইপীয়ারের খুব অল্পই জা ...হল। কিন্তু বেন জনসনের এই মতও আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ কিছু কিছু শেক্সপীয়ার গবেষক জানতে পেরেছেন লন্ডনে যাবার আগে তিনি ছিলেন এক সাধারণ গ্রাম্য স্কুল মাস্টার সেক্ষেত্রে তখনকার হিসেবে ল্যাটিন তাঁর ভালই জানার কথা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উইলিয়াম শেক্সপীয়ার তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'দ্য কমেডি অফ এররস' লিখেছিলেন ল্যাটিন কমেডির আঙ্গিকে ল্যাটিন ভাল জানা না থাকলে যা অবশ্যই সম্ভব হত না। আরও উল্লেখযোগ্য, এইসব বিতর্ক চলার মধ্যেই গত বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জন্মের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মধ্য কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকার লাগোয়া থিয়েটার রোড-এর নতুন নামকরণ হয়েছে শেক্সপীয়ার সরণি।

উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জীবনী সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা হল ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে ইংল্যান্ডের অ্যাভন নদীর ধারে স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামে তাঁর জন্ম, তাঁর বাবার নাম জন আর মায়ের নাম মেরি। জন আর মেরির প্রথম সন্তান ছিলেন উইলিয়াম। কেউ বলেন জন পেশায় ছিলেন কৃষিজীবী, আবার অনেকে বলেন তাঁর দস্তানা ও জামার কলার বিক্রির ব্যবসা ছিল। অনেকে আবার এও বলেন যে কৃষিকাজ ছেড়ে জন মাংসের দোকান করেছিলেন, কিন্তু সে কারবার তেমন লাভের মুখ দেখেনি। তাঁরা বলেন দোকান ভাল না চলার দরুন উইলিয়ামকে খুব অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দোকানে বাবার পাশে বসতে হয়েছিল। কিন্তু আমরা এখানে উইলিয়াম শেক্সপীয়ার সম্পর্কে আলোচনা করতে উদ্যোগী হয়েছি, তাই তাঁর বাবা জনের পেশাগত দ্বন্দ্ব নিয়ে অযথা সময় ও স্থান ব্যয় করব না। জনের পেশা আসলে যাই হোক, তাঁর বড়ছেলে উইলিয়াম যে মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উইলিয়ামের বউ অ্যান হ্যাথওয়ে ছিলেন তাঁদের এক পারিবারিক বন্ধুর মেয়ে বয়সে যিনি ছিলেন উইলিয়ামের চেয়ে অনেক বড়। বিয়ের মাত্র ছ'মাস বাদে জন্মায় তাঁদের প্রথম মেয়ে সুসানা। যিনি পরবর্তীকালে উইলিয়ামকে হরিণ চোর বানিয়েছিলেন সেই রো-এর মতে সুসানা নির্ঘাৎ বিয়ের আগেই তার মায়ের পেটে এসেছিল আর সেই কেলেংকারী চাপা দিতেই উইলিয়াম তাঁকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। যেহেতু বিয়ের মাত্র ছ'মাস পরেই সুসানা জন্মেছিল তাই রো সাহেবের এই রটনা অবশ্যই পুরোপুরি উড়িয়ে দেবার মত নয়। সুসানার জন্মের তিনবছর পরে উইলিয়ামের দু'টি যমজ ছেলেমেয়ে জন্মায়, উইলিয়াম ছেলে নাম রাখেন হ্যামলেট আর মেয়ের নাম রাখেন জুডিথ।

গ্রামের ছেলে উইলিয়াম লন্ডন শহরে আসতে কেন বাধ্য হয়েছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পাওয়া যায় না। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এ একান্ত বিশ্বাস হল যে শুধু ছাইচাপা আগুনের সঙ্গেই প্রতিভার তুলনা দেওয়া যায়, নির্গমনের উপযুক্ত পথ না পেলে সে আগুনের তীব্র উত্তাপ আমরণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে চলে। সম্ভবত সংসারের

প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয়ে সেই সঙ্গে বয়স্কা স্ত্রী রোজ মুখনাড়া আর তিনটি সন্তানের দারিদ্রমলিন মুখ অসহ্য হয়ে উঠেছিল উলিয়ামের কাছে, তাই একসময় কিছু করা তাগিদেই একদিন গ্রাম ছেড়ে তিনি এসে হাজির হয়েছিলেন লন্ডন শহরে। সুসভ্য ইংরেজ জাতি চিরকালই নাটকপ্রিয়, রাজদরবারেও নাটক আর অভিনয়ের যথার্থ সমাদর ছিল সে যুগে।

সেই ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লনডন শহরে 'দ্য থিয়েটার' নমে এক পেশাদার নাট্যদলে পেট চালানোর মত একটি চাকরি জুটিয়ে নিলেন উইলিয়াম। নিয়মিত মহড়া মন দিয়ে দেখার ফলে নাটকের সবক'টি চরিত্রের সংলাপ তাঁর কণ্ঠস্থ হয়েছিল, কোনওদিন কোনও অভিনেতা অনুপস্থিত থাকলে তিনি নিজে মেক-আপ নিয়ে মঞ্চে উঠে তাঁর চরিত্রটি সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন। অভিনয় নিখুঁত হবার ফলে দলে তাঁর প্রভাবও বাড়তে লাগল।

নাটকের পাণ্ডুলিপির খসড়া সংশোধন করার দায়িত্ব পালন করতে হত উইলিয়ামকে, এই কাজ করতে করতে একসময় মৌলিক নাটক লেখার ভাবনা এল তাঁর মাথায়। ১৫৮৯-এ ল্যাটিন কমেডির আঙ্গিকে উইলিয়াম লেখেন তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'দ্য কমেডি অফ্ এররস'। নিছক প্রমোদের উপাদান থাকায় মঞ্চ সফল এই নাটক পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও যে ঐ নাটকের মূল কাহিনীর ছায়ায় 'ভ্রান্তবিলাস' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন তা নতুন করে বলার দরকার নেই। এরপরে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী সম্বলিত নাটক লেখার প্রেরণা অনুভব করেন উইলিয়াম, সেই প্রেরণার ফসল হিসেবে তাঁর কলমে তিনটি পর্বে ফুটল 'হেনরি দ্য সিক্সথ'; এরপরে তিনি আরও আটটি ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক লেখেন। কাব্য নাটকের পাশাপাশি উইলিয়াম কবিতা লেখাতেও মন দেন; ১৫৯২-১৫৯৩ এই সময়ের মধ্যে গ্রিক পুরানের এক উপাখ্যান অবলম্বনে তিনি ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস শীর্ষক এক কাব্য লেখেন। যতদূর জানা গেছে এই কাব্যটিই ১৫৯৪-এ তাঁর প্রথম ছাপানো বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৫৯১-১৫৯৬ এই সময়ের মধ্যে উইলিয়াম মোট একশো চুয়ান্নটি উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেন।

অস্তিক্যে বিলীন, অথবা নাস্তিক্যে বিলোপ, এই দ্বন্দ্বে আমরণ যাঁর সিংহহৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, ডেনমার্কের সেই হতভাগ্য যুবরাজের চরিত্র আঁকবার বহুবছর আগে উইলিয়াম নিজের ছেলে নাম রেখেছিলেন হ্যামলেট যার অভিধানিক অর্থ ছোট গ্রাম। নাম না জানা এক ছোট গ্রামে ছায়া ঘেরা পুকুরের শান্ত জলের সঙ্গে কি সেই যুবরাজের জীবনের তিনি তুলনা করেছিলেন? ঢিল পড়লে পুকুরে জলে যেমন আলোড়ন ওঠে, তেমনই নানা রকমঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল সেই হতভাগ্য যুবরাজের জীবন— হ্যামলেট কি তবে তাঁর মানসপুত্র ছিল? হ্যামলেট মারা যাবার পরে উইলিয়াম লেখেন 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' যা অনেকের মতে, তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ ও কালোত্তীর্ণ বিয়োগান্ত

এক কাব্য নাটক। তাঁর লেখা 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম' রাজকীয় মঞ্চে অভিনীত হয়ে সমাদর পেয়েছে।

এরপরে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে আগুন লেগে লন্ডনের গ্লোব থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঐ সময় সেখানে তাঁর লেখা হেনরি দ্য এইটথ নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। উইলিয়ামের সমসাময়িক কালে লন্ডনের কিছু বুদ্ধিজীবী একের পর এক সাফল্যে তাঁর ওপরে ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছিলেন এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড়কাক বলে ব্যঙ্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। গ্লোব থিয়েটারে আগুন লাগানোর পেছনে এঁদের কারও হাত থাকা বিচিত্র নয় বলে কোনও গবেষক মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনার পরেই উইলিয়াম লন্ডন ছেড়ে ফিরে আসেন স্ট্রাটফোর্ডে তাঁর গ্রামের বাড়িতে।

রোমান্স বাদ দিয়ে উইলিয়াম শেক্সপীয়ারকে ভাবাই যায় না, অথচ হ্যামলেট, ওথেলো, জুলিয়াস সিজার, ম্যাকবেথ ইত্যাদি কালজয়ী নাটকে রোমান্সের বদলে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা, নীচতা, স্বার্থপরতা এসবই প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রামে ফিরে আসার পর লেখা তাঁর নাটকে আবার রোমান্সের আবির্ভাব ঘটেছিল। এইরকম একটি নাটক হল 'দ্য টেম্পেস্ট' যা তাঁর লেখা শেষ নাটক।

লন্ডনে থাকাকালীন নাট্যকার হিসেবে উইলিয়াম যা আয় করেন তা দিয়ে প্রচুর সম্পত্তি কিনেছিলেন, গ্রামে ফিরে আসার পরে সেইসব সম্পত্তির বেশিরভাগ উইল করে বড়মেয়ে সুসানাকে দিয়ে যান।

এর কিছুদিন পরে ঘনিয়ে এল শেষের যবনিকা—অ্যাভন নদীর স্বচ্ছ নির্মল জলে সাঁতার কেটে বেড়ানো গর্বিত রাজহাঁসের সঙ্গে বন্ধু বেন জনসন যার তুলনা করতেন সেই মহাকবি ও অমর নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ার ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন, গ্রামের গির্জার লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রে তাঁর নশ্বরদেহ সমাহিত করা হল। এর অল্প কিছুকালের মধ্যে প্রথমে তাঁর স্ত্রী অ্যান এবং তারপরে বড়মেয়ে সুসানাও দেহত্যাগ করেন, উইলিয়ামের সমাধির পাশে তাঁদেরও সমাহিত করা হল।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্য টেম্পেস্ট'-এর ছায়ায় 'নলিনী বসন্ত' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন তা অনেকেরই জানা নেই। এই নাটকের ভূমিকায় মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে শেক্সপীয়ারের তুলনা দিতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ ঘটেছিল, তা উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ শেক্সপীয়ার সম্পর্কে এটাই শেষ কথা।

-শুভদেব চক্রবর্তী



দ্য টেম্পেস্ট

খানিক আগে সূর্য ডুবেছে। তার হালকা গৈরিক আভা এখনও ছড়িয়ে আছে পশ্চিম দিগন্তে। ভূমধ্যসাগরের ফেনিল জলরাশি কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে কয়েকটি পালতোলা জাহাজের এক বহর। বহরের প্রথম জাহাজটিতে আছেন নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান, আছেন রাজপুত্র ফার্দিনান্দ, বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো। এছাড়া আছেন আড্রিয়ান ও ফ্রান্সিসকো সমেত নেপলসের রাজার বেশ কয়েকজন সভাসদ। হ্যাঁ, আরও একজন আছেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি হলেন অ্যান্টোনিও। সুযোগ আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই অ্যান্টোনিও বারো বছর আগে মিলানের ডিউকের পদ অন্যায়ভাবে অধিকার করেছিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে সন্ধে হল, কিন্তু গাঢ় আঁধার চারদিক ছেয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির চেহারা আচমকা গেল পাল্টে। তার এতক্ষণের শান্ত রূপ যেন যাদুবলে মিলিয়ে গেল। হাজারটা রাক্ষসীর মত পাগল উদ্দাম ঝোড়ো বাতাস কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সাগরের জলে বিশাল ঢেউ তুলে মেতে উঠল তাণ্ডবের খেয়ায়। সেই তাণ্ডবে বহরের জাহাজগুলো অশান্ত ঢেউ-এর মাথায় মোচার খোলার মত অসহায়ভাবে দুলতে লাগল। ঝোড়ো বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ আর ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দে রাজা অ্যালোনসো ভীষণ ভয় পেলেন। প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ দেখে রাজার ভাই আর অমাত্যরাও মনোবল হারালেন, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ডেকে তাঁরা বারবার নিজেদের উদ্বেগের কথা বলতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন অভিজ্ঞ নাবিক। তিনি জানেন, এমন ঝড়ের সময় তীর ছেড়ে জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে গেলে তবেই কিছুটা নিরাপদ হওয়া যায়, নয়ত ঝড়ের দাপটে যেকোনও মুহূর্তে জাহাজ তীরে আছড়ে পড়তে পারে। তেমন কিছু সত্যিসত্যি ঘটে গেলে যাত্রিদের ক'জন প্রাণে বাঁচবেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দেরি না করে তাই ক্যাপ্টেন উঠে এলেন ওপরের ডেকে, মাঝিরা যাতে



জোরে জোরে দাঁড় টেনে জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে যায় সারেংকে ডেকে সেই হুকুম দিলেন তিনি।

"জোরে দাঁড় টানো, ভাইসব!" সারেং চেঁচিয়ে মাঝিদের হুকুম দিল, "জোরে জোরে দাঁড় টেনে যত শীগগির পারো জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে চলো। একবার ওখানে পৌঁছাতে পারলে এই ঝড়ের হাত থেকে আমরা অনেকটা নিরাপদে থাকব। দাঁড় টানো, ভাইসব, শরীরের সব শক্তি দিয়ে আরও জোরে দাঁড় টানো!"

জাহাজের ক্যাপ্টেন আর সারেং যে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন রাজা আর তাঁর সভাসদেরা কেউ তা জানেন না। ঝড়ের বেগ যত বাড়ছে তত বেড়ে চলেছে তাঁদের অস্থিরতা আর উদ্বেগ। একসময় ক্যাপ্টেনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন ডিউক অ্যান্টোনিও। কেবিন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন ওপরের ডেক-এ। ঝড় থেকে তাঁদের সবাইকে বাঁচাতে সামনে যাকে পেলেন তাকেই কাতরভাবে মিনতি করতে লাগলেন। সারেংকে প্রয়োজনীয় হুকুম দিয়ে ক্যাপ্টেন খানিক আগে চলে গেছেন নিজের কামরায়। অ্যান্টোনিওকে অস্থির হতে দেখে বিরক্ত হয়ে সারেং বলল, "আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে নিচে কেবিনে যান। অযথা কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে আমার মাথা গরম করবেন না। মনে রাখবেন আমরা নাবিক, জলই আমাদের ঘরবাড়ি। দয়া করে নিচে কেবিনে গিয়ে ঈশ্বরকে ডাকুন আর আমাদের ওপর ভরসা রাখুন।"

তার কথা শেষ হবার আগেই নেপলসের রাজার বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো নিজেও উঠে এলেন ওপরের ডেকে। সারেং-এর কথার ধরন তাঁর ভাল লাগল না, গলা চড়িয়ে বললেন,"ওহে, এ জাহাজে কে আছেন সে খোঁজ রাখো?"

"একশোবার রাখি, হুজুর," সারেং জবাব দিল, "নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, রাজকুমার ফার্দিনান্দ, রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান, এঁরা সবাই আছেন তা আমি জানি। এছাড়া আছেন আপনি—রাজার অমাত্য গঞ্জালো, আর আছেন মিলানের মহামান্য ডিউক," বলে কিছু তফাতে দাঁড়ানো ডিউক অ্যান্টোনিওকে ইশারায় দেখাল সে। তারপরে বলল," আমায় মাফ মরবেন, হুজুর, ঝড়জলের ওপর কিন্তু আপনার বা আপনার রাজার কোনও হুকুম খাটবে না। সাগরের ঝড় রাজার প্রজা নয় যে তাঁর হুকুম তামিল করবে। তাই আবার বলছি, আপনারা দু'জনেই নিচে যান। ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের কাজ করতে দিন।"

সারেং-এর কথায় যুক্তি আছে বুঝতে পেরে ডিউক অ্যান্টোনিও চুপ করে রইলেন। কিন্তু গঞ্জালো বুড়োমানুষ। তিনি ধরেই নিলেন রাজার অমাত্য জেনেও সারেং তাঁকে পাত্তা দিচ্ছে না। এবার বিরক্তি মেশানো গলায় নিজের মনে বলে উঠলেন, "এই সারেং হতচ্ছাড়াকে দেখতে যেমন বদ্‌খত, কথাবার্তাও তেমনই অসভ্য জংলির মত! এখন



মনে হচ্ছে এ ব্যাটা মরলে তবেই হয়ত আমরা প্রাণে বাঁচব। হে ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করো!" বলতে বলতে গঞ্জালো নিজের বুকে পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন।

"মাস্তুল নামাও, ভাইসব!" চেঁচিয়ে মাঝিদের হুকুম দিল সারেং, "আরও খানিকট নামাও! মনে রেখো যেভাবেই হোক আমাদের মাঝসমুদ্রে যেতেই হবে!" ঠিক তখনই নিচের কেবিনের যাত্রিরা সবাই প্রাণভয়ে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করলেন। খানিক বাদে রাজার ভাই সেবাস্টিয়ানও এসে হাজির হলেন ওপরের ডেকে, জাহাজডুবির হাত থেকে বাঁচাতে সারেংকে কাতরগলায় মিনতি করতে লাগলেন তিনি।

"এবার আপনিও এসে জুটলেন?" সেবাস্টিয়ানকে দেখে রেগে গলা চড়াল সারেং, "যান, এক্ষুণি সবাই নিচে যান! সত্যি বলছি, আপনারা সবাই এমন অস্থির হলে আমরা কিন্তু কাজকর্ম সব ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকব। তখন কিন্তু আর জাহাজটা ভাসিয়ে রাখা যাবে না, আপনারাও কেউ প্রাণে বাঁচবেন না! এখনও বলছি শান্ত হোন, নিচে গিয়ে একমনে মা মেরিকে ডাকুন সবাই। দয়া করে বারবার এখানে এসে আমাদের বিরক্ত করবেন না!"

সারেং-এর ধমক খেয়ে তিনজনেই দমে গেলেন, কথা না বাড়িয়ে তাঁরা ওপরের ডেক থেকে নেমে আসার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে গঞ্জালো আপনমনে বললেন,"জানি ঈশ্বর যা চাইছেন তাই-ই হবে, তবু সমুদ্রের জলে ডুবে মরার চেয়ে শুকনো পাথুরে জমিতেই আমি মরতে চাই।" ডিউক অ্যান্টোনিও বা রাজভ্রাতা তাঁর কথায় সায় দিলেন না। কেবিনে ফিরে এসে প্রার্থনায় বসলেন সবাই, নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিলেন ঈশ্বরের হাতে।

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সেই জাহাজের বহর ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল।

দুই

এবারে একটু পেছনদিকে তাকানো যাক। বারো বছর আগে মিলানের ডিউক ছিলেন অ্যান্টোনিও-র বড়ভাই প্রসপেরো। ছোটভাইকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন তিনি। প্রসপেরোর স্ত্রী বেশিবয়সে একটি মেয়ের জন্ম দিলেন, প্রসপেরো মেয়ের নাম রাখলেন মিরান্দা। বেশিবয়সে সন্তান হবার দরুন প্রসপেরো সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা উজার করে দিলেন মেয়েকে। কিন্তু এটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারলেন না প্রসপেরোর ছোট ভাই অ্যান্টোনিও, বড় ভাই-এর ওপর ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। অ্যান্টোনিও ধরেই নিলেন ভাইঝি মিরান্দা জন্মে প্রসপেরোর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসায় ভাগ বসিয়েছে, সে না জন্মালে এমনটা কখনোই ঘটত না।



মিরান্দা যখন খুব ছোট সেইসময় তার মা মারা গেলেন। স্ত্রী মারা যাবার ফলে মনে খুব আঘাত পেলেন প্রসপেরো, ছোট ভাই অ্যান্টোনিও-র হাতে বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার দায়দায়িত্ব সব সঁপে দিয়ে নিজে ডুবে গেলেন পড়াশোনার জগতে। গুহ্যবিদ্যা আর প্রেততত্ত্বে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। অখণ্ড মনোযোগ আর নিষ্ঠা সহকারে চর্চা করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ঐসব বিদ্যা তিনি সহজেই আয়ত্ত করলেন। কিন্তু দিনরাত পুরোনো বইপত্র আর অধ্যাত্মবিদ্যার জগতে ডুবে থাকার দরুন ছোট ভাই অ্যান্টোনিও গোপনে কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে তা তিনি জানতেও পারলেন না। ইচ্ছেমত পদোন্নতি ঘটিয়ে আর নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে অ্যান্টোনিও গোড়াতেই তাঁর বড় ভাই প্রসপেরোর বিশ্বস্ত আর আজ্ঞাবহ কর্মচারিদের নিজের দলে টেনে নিলেন। এদের সাহায্যে অ্যান্টোনিও ধীরে ধীরে মিলানের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করলেন, সেই সঙ্গে বলে বেড়াতে লাগলেন প্রসপেরো নন, তিনিই মিলানের আসল ডিউক। কিন্তু শুধু মুখে বলে বেড়ালেই সবাই তা মেনে নেবে না। তিনি যে সত্যিই মিলানের ডিউক তার রাজকীয় স্বীকৃতি ত চাই। সেই রাজকীয় স্বীকৃতি আদায় করতে এবার নিজের দেশের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন অ্যান্টোনিও। নেপলস ছিল মিলানের পুরোনো শত্রু, স্বাধীন মিলান হবে নেপলসের শাসনাধীন, এই শর্তে অ্যান্টোনিও গোপনে চুক্তি করলেন নেপলসের রাজার সঙ্গে। ডিউক প্রসপেরোর অনুগত সৈন্যবাহিনীর কিছু সেনানীকে এরপরে প্রচুর টাকাকড়ি আর ধনরত্ন দিয়ে বশ করলেন অ্যান্টোনিও। রাতের আঁধারে নেপলসের সৈন্যবাহিনী মিলান আক্রমণ করতে এলে তিনি সবার নজর এড়িয়ে সেই বিশ্বাসঘাতক সেনানীদের সহায়তায় মিলান নগরীর তোরণদ্বার খুলে দিলেন। দ্বার খোলা পেয়ে নেপলসের সৈন্যবাহিনী বন্যার জলের মত ঢুকে পড়ল ভেতরে, বিনা যুদ্ধেই মিলান দখল করল তারা। এইভাবে স্বাধীনতা হারিয়ে মিলান হল চিরশত্রু নেপলসের অধীন। এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে নেপলসের রাজা অ্যান্টোনিওকে মিলানের ডিউক হিসেবে ঘোষণা করলেন।

অ্যান্টোনিও এরপরে ইচ্ছে করলেই প্রসপেরো আর তাঁর মেয়ে মিরান্দাকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু যেকোনও কারণেই হোক তিনি তা করলেন না, তার বদলে তিনি অন্য পথে এগোলেন—একটা বড় গাছের গুঁড়ির পচা খোল অ্যান্টোনিওর হুকুমে তাঁর লোকেরা জোগাড় করে সমুদ্রের কূলের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল। তারপরে একদিন গভীর রাতে নগরীর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে সেইসময় প্রসপেরো আর তাঁর ঘুমন্ত শিশুকন্যা মিরান্দাকে নৌকোয় তুলল অ্যান্টোনিওর লোকেরা। গাছের গুঁড়ির কাটা খোল যেখানে ছিল দাঁড় বেয়ে নৌকোটা সেখানে নিয়ে এল তারা। এরপরে বাপ আর ঘুমন্ত মেয়েকে নৌকো থেকে নামিয়ে সেই গাছের গুঁড়ির পচা খোলে তুলে



দিল তারা। পেছন থেকে ঠেলে গুঁড়িটা ভাসিয়ে দিল সাগরের গভীর জলে। ঢেউ-এর দোলায় ভাসতে ভাসতে দু'জন জীবন্ত মানুষ সমেত সেই গাছের গুঁড়ির পচা খোল নৌকার মত এগিয়ে গেল গভীর সাগরে। এসব কাজ নিজের হাতে যারা করল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বয়স্ক মানুষ, নাম তাঁর গঞ্জালো। একসময় তিনি ছিলেন প্রসপেরোর বিশ্বস্ত আর কাছের মানুষ। পুরোনো মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অ্যান্টোনিওর দলে ভিড়ে গেলেও প্রসপেরো আর তাঁর মেয়ের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। সেই সহানুভূতির বশেই গঞ্জালো প্রচুর খাবার, পানীয় জল, দু'জনের পরার মত প্রচুর জামাকাপড় আর প্রসপেরোর দিনরাতের সঙ্গি সেই পুরোনো বইগুলো গাছের গুঁড়ির পচা খোলের ভেতর আগেই রেখে দিয়েছিলেন। পরে নেপলসের রাজা সেই গঞ্জালোকে নিজের অমাত্যের পদে বহাল করেন।

করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ছোট্ট মেয়ে মিরান্দাকে নিয়ে প্রসপেরো ভূমধ্যসাগরের জলে ভাসতে ভাসতে একদিন এসে উঠলেন নাম না-জানা জনমানবহীন এক দ্বীপে, সেখানে এক পাহাড়ী গুহার ভেতরে মেয়েকে নিয়ে তিনি আবার নতুন জীবন শুরু করলেন। মিরান্দা তখন ছোট্ট মেয়ে, জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণাই তার তখনও গড়ে ওঠেনি। নাম না জানা সেই দ্বীপে অবাধ প্রকৃতির মাঝখানে মেয়েকে মানুষ করে তুলতে লাগলেন প্রসপেরো, সবরকম বিদ্যায়ও তাঁকে পারদর্শী করে তুললেন। মিলান থেকে নির্বাসিত হবার পরে এইভাবে একে একে কেটে গেল বারোটি বছর। বারো বছর পরে মিরান্দা এখন আর কচি বাচ্চা মেয়েটি নেই, কৈশোর পেরিয়ে সে এখন যুবতী হয়ে উঠেছে। একদিন মেয়ের কাছে বারো বছর আগে তাঁর জীবনে যা যা ঘটেছিল সব খুলে বললেন প্রসপেরো। কতদূর ক্ষমতালোভী আর স্বার্থপর হলে মানুষ তার নিজের বড় ভাই আর ভাইঝির প্রতি এমন নিষ্ঠুর নৃশংস আচরণ করতে পারে একদৃষ্টে প্রসপেরোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাই ভাবছিল মিরান্দা। এমন সময় সমুদ্রের দিক থেকে একসঙ্গে অনেক বিপন্ন মানুষের গলায় আর্তনাদ ভেসে এল। সেই আর্তনাদ শুনে ব্যাকুল হল মিরান্দার হৃদয়। অশান্ত সমুদ্রে জাহাজডুবির ফলে কিছু অসহায় মানুষের গলা থেকে ঐ আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে বুঝতে পারল সে। জাহাজডুবির ফলে বিপন্ন ঐসব মানুষের কি হবে, কে তাদের রক্ষা করবে—প্রসপেরোর কাছে সে তা জানতে চাইল।

"কোনও ভয় নেই মা," মেয়ের উদ্বেগ দেখে হাসলেন প্রসপেরো, আশ্বাস দিয়ে বললেন, "বিশ্বাস করো, দূরে ঐ জাহাজটা ঢেউ-এর ধাক্কায় ডুবেছে ঠিকই, কিন্তু তার যাত্রিদের কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। এও জেনো, শুধু তোমার কথা ভেবেই এ কাণ্ড আমায় করতে হল। যাদুবিদ্যার সাহায্যে যে বিপুল শক্তি আমি অর্জন করেছি তুমি জানো তার বলে প্রকৃতির ওপরে আমি আধিপত্য করতে পারি। হ্যাঁ, আমারই ইচ্ছায়


প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে সমুদ্রে, আমারই ইচ্ছায় জাহাজডুবি হয়েছে, আবার আমারই ইচ্ছায় তারা সবাই প্রাণে বেঁচেছে, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। মিরান্দা, মা আমার! সবকিছু হারিয়ে এই নির্জন দ্বীপে বসে মানুষের সমাজের সব বিদ্যা আমি নিজে তোমায় শিখিয়েছি। তাই অন্যান্য রাজকন্যাদের চেয়ে তুমি অনেক বেশি বিদ্যা আর জ্ঞান অর্জন করেছো।"

"সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, বাবা," মিরান্দা বলল, "কিন্তু কেন তুমি এভাবে সমুদ্রে ঝড় তুলে জাহাজডুবি ঘটালে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"যাদু গণনার সাহায্যে জানতে পেরেছি ভাগ্য এখন আমার সহায়, মিরান্দা," বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে উঠল প্রসপেরোর গলা, "যে দৈব জীবজগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে সেই দৈবের নির্দেশেই আমি সমুদ্রে ঝড় তুলে জাহাজডুবি ঘটিয়েছি। আর এর ফলে আমার পুরোনো শত্রুরা প্রাণ বাঁচাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই দ্বীপে। হারানো সৌভাগ্যকে ফিরে পেতে হলে জাহাজডুবির এই অঘটনের সুযোগ আমায় নিতেই হবে। আজ এই সুযোগ হারালে আর কখনও তা ফিরে পাবো না, মা মিরান্দা।" বলতে বলতে নিজের পোষাক ইশারায় দেখিয়ে প্রসপেরো বললেন, "এই যে পোষাক আমি পরে আছি আমার সব যাদুশক্তি লুকোনো আছে এরই ভেতরে। কিন্তু আর নয়, একনাগাড়ে অনেকক্ষণ আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তোমার চোখের চাউনি দেখেই তা বুঝতে পারছি। ঘুমে তোমার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে, এখন তোমার বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার। নাও, লক্ষ্মীমেয়ের মত এবার চোখ বোঁজ, কিছুক্ষণ ঘুমোও। তোমার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম তাতেই নেয়া হবে, আর সব ক্লান্তিও তখনই যাবে ঘুচে।"

মিরান্দা ঘুমিয়ে পড়তে তার মুখের দিকে স্নেহমাখানো চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন প্রসপেরো, তারপরে এসে দাঁড়ালেন গুহার বাইরে, চারপাশে চোখ বুলিয়ে ওপরে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন কাউকে আহ্বান করছেন এমনইভাবে হাত নাড়লেন। খানিকবাদে এক ঝলক বাতাস তাঁর সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল, সেদিকে তাকিয়ে প্রসপেরো বললেন, "এসো আমার প্রিয়তম অশরীবী এরিয়েল, আমার সামনে এসো। আমি তোমাকে যা করার আদেশ দিয়েছিলাম ঝড়কে দিয়ে সে কাজ কি তুমি করিয়েছো? আমার আদেশ কি তুমি পালন করেছো? বলো, আমার প্রশ্নের জবাব দাও!"

প্রসপেরোর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার, সেই বাতাসের ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে এল পরমাসুন্দরী অশরীরী প্রেতিনী এরিয়েল — যার রূপের বর্ণনা ভাষায় দেয়া যায় না। মাথা নিচু করে প্রসপেরোকে অভিবাদন জানিয়ে সেই প্রেতিনী সরুগলায় বলল, "প্রভু, আমার প্রণাম নিন। আপনার আদেশ পালন করতে আমি



আমার অনুচরদের সাহায্যে সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছি। সেই ঝড়ের তাণ্ডবে জাহাজের নাবিকেরা ভয় পেয়ে গেল, দিক ভুল করে তারা এই দ্বীপের কাছে চলে এল। এরপরে আমার অনুচরেরা রাজার জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিল, দেখতে দেখতে সে আগুন বহরের অন্যান্য জাহাজেও ছড়িয়ে পড়ল। ঝড়ের মধ্যে দিক ভুল হওয়ায় জাহাজের নাবিকেরা এমনিতেই অস্থির হয়ে উঠেছিল, জাহাজে আগুন লেগেছে দেখে এরপরে তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে একে একে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরের জলে, তাদের দেখাদেখি জাহাজের যাত্রিরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

"নষ্টামি আর বজ্জাতিতে যে তোমার জুড়ি নেই তা আমি জানি, এরিয়েল," গম্ভীর গলায় বললেন প্রস্পেরো, "তা ওরা সবাই প্রাণে বেঁচেছে ত? কারও কোনও ক্ষতি হয়নি ত?"

"না প্রভু," এরিয়েল জবাব দিল, "জাহাজের নাবিক আর যাত্রিরা সবাই সাঁতরে নিরাপদে তীরে উঠেছে, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। তীরে ওঠার পরে নাবিকেরা রাজার জাহাজের পাটাতনের নিচে শুয়ে পড়েছে। ঝড়ের মধ্যে জাহাজ চালিয়ে এমনিতেই তারা ক্লান্ত, তার ওপর যে মায়াজাল আমি বিস্তার করেছি আর এমনভাবে যে তারা সবাই এখন বেহুঁশ। নাবিকসমেত রাজার সেই জাহাজটিকে আমার অনুচরেরা বারমুডা দ্বীপের একজায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। জাহাজের যাত্রিদের আমি আর আমার অনুচরেরা নানা দলে ভাগ করে এই দ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। নেপলসের রাজা, তাঁর ভাই, মিলানের বর্তমান ডিউক, রাজার অমাত্যবৃন্দ, সবাই আছেন তাঁদের মধ্যে। নেপলসের রাজার ছেলে ফার্দিনান্দও নিরাপদে তীরে এসে উঠেছেন, ক্লান্ত দেহে তিনি এখন সাগরতীরে বসে আছেন।"

"তোমার কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, এরিয়েল," প্রসপেরো বললেন, "তুমি আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছো।"

"আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে ঠিকই পালন করেছি, প্রভু," বিষণ্ণ গলায় বলল এরিয়েল, "কিন্তু কাজ দেবার সময় চিরদিনের জন্য আমায় মুক্তি দেবেন বলে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কিন্তু আজও পালন করেননি।"

"এরিয়েল," প্রসপেরো আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তোমায় সেদিন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা আমি আজও ভুলিনি। আমার কাজ শেষ হলে তোমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাজ ত এখনও শেষ হয়নি। আবার বলছি, আমার সেই কাজ শেষ হলেই তোমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দেব আমি। এরিয়েল, দুষ্টু ডাইনিবুড়ি সাইকোরাক্স গাছের কোটরে দিনের পর দিন তোমায় আটকে রেখে কেমন যন্ত্রণা দিত এত শীগগিরই তা কি করে ভুলে গেলে!


ডাইনির সেই অকথ্য অত্যাচারের কবল থেকে একদিন আমিই না তোমায় উদ্ধার করেছিলাম! কেমন, মনে পড়ছে সেকথা?"

অনেকদিন পরে প্রসপেরোর মুখে দুষ্টু ডাইনিবুড়ি সাইকোরাক্সের নাম শুনে ভয়ে শিউরে উঠল এরিয়েল। ঐ ডাইনিবুড়ি একসময় তার ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল তা সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল।

অ্যালজিয়ার্সের বাসিন্দা দুষ্টু ডাইনি সাইকোরাক্স যাদুশক্তির সাহায্যে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য অর্জন করেছিল। ইচ্ছেমত মানুষের ক্ষতি করে বেড়ানোই ছিল তার কাজ। এজন্য সাধারণ মানুষ তাকে ভয় পেত, কখন কার উপর কুনজর পড়ে এই ভয়ে সবাই এড়িয়ে চলত তাকে। যাদুশক্তির কাছে সাধারণ মানুষ নিতান্ত অসহায়, তাই মুখ বুঁজে সবাই তার এই অত্যাচার সহ্য করত।

একসময় সাইকোরাক্সের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যেতে অ্যালজিয়ার্সের সাধারণ মানুষ ক্ষেপে উঠে তাকে মেরে ফেলবে ঠিক করল। কিন্তু তার কিছুদিন আগেই বাচ্চা এসেছে ডাইনির পেটে, সেই বাচ্চার কথা মনে রেখে অ্যালজিয়ার্সের সাধারণ মানুষ শেষপর্যন্ত সাইকোরাক্সকে প্রাণে না মেরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল। সেইমত একদিন সবাই দল বেঁধে চড়াও হল তার আস্তানায়, ডাইনিবিদ্যার যত উপকরণ হাতের কাছে পেল সব ভেঙেচুড়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করল তারা। সাইকোরাক্স এসবের জন্য তৈরি ছিল না, তফাতে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল মটকে শয়তানের নামে সে তাদের শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। এরপরে সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, মাথার চুল মুড়িয়ে ন্যাড়া করে মারতে মারতে সাইকোরাক্সকে তুলোধোনা করল তারা, তারপরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল সাগরতীরে। সাইকোরাক্সকে এক কাপড়ে নৌকায় তুলে দিল সবাই, ঠেলতে ঠেলতে সেই নৌকা ভাসিয়ে দিল জলে। নৌকোর মাঝি ভূমধ্যসাগরের বুকে নাম না জানা এক নির্জন দ্বীপে সন্তানসম্ভবা সাইকোরাক্সকে নামিয়ে দিয়ে নৌকো নিয়ে ফিরে গেল অ্যালজিয়ার্সে। ঐ নির্জন দ্বীপে নতুন করে বাসা বাঁধল সাইকোরাক্স। কিছুদিন বাদে ঐ দ্বীপে তার একটি ছেলে হল, সাইকোরাক্স ছেলের নাম রাখল ক্যালিবান।

সেই নির্জন দ্বীপে সুন্দরী প্রেতিনী এরিয়েল তার অশরীরী অনুচরদের নিয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত। সাইকোরাক্স যাদুবিদ্যার সাহায্যে এরিয়েল তার অনুচরদের নিজের গোলাম করল, এরিয়েলকে দিয়ে নানাভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে লাগল। একবার এরিয়েলকে একটা খারাপ কাজ করার হুকুম দিল সাইকোরাক্স, কিন্তু এরিয়েল সে হুকুম তামিল করতে রাজি হল না। এরিয়েলের অবাধ্যতায় ভীষণ রেগে গেল সাইকোরাক্স, এরিয়েলকে সাজা দিতে মন্ত্র পড়ে সে একটা পাইন গাছের ফাটলের মধ্যে তাকে আটকে রাখল। গাছের ফাটলের মধ্যে বন্দি এরিয়েল যন্ত্রণায় চিৎকার



করে কাঁদত, তার আর্তনাদ শুনে বনের ভালুক আর নেকড়ে বাঘেরাও চিৎকার করত। কিন্তু এরিয়েলের আর্তনাদ শুনে সাইকোরাক্স পৈশাচিক আনন্দে নাচত। একটানা বারো বছর ঐভাবে বন্দিজীবন কাটাল এরিয়েল, তার মাঝখানে মারা গেল ডাইনি সাইকোরাক্স, মরার আগে এরিয়েলকে পাইন গাছের কোটর থেকে মুক্তি দেবার কথা একবারও সে ভাবল না।

এর কিছুদিন পরে প্রসপেরো মেয়েকে নিয়ে ঐ দ্বীপে আশ্রয় নিলেন। একদিন ঘটনাচক্রে ঐ পাইন গাছের কাছে এলেন প্রসপেরো, এমন সময় পাইন গাছের ফাটলে বন্দি অশরীরী এরিয়েলের কান্না ভেসে এল তাঁর কানে। সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে গাছের ফাটলে আটক এরিয়েলকে তিনি দেখতে পেলেন। প্রসপেরো যাদুবলে বলীয়ান বুঝতে পেরে এরিয়েল কাতরভাবে মুক্তি চাইল তাঁর কাছে। এরিয়েলকে প্রসপেরো বললেন যে শুধু একটি শর্তে তিনি তাকে পাইন গাছের ফাটল থেকে মুক্তি দিতে পারেন। সে শর্ত জানতে চাইল এরিয়েল। প্রসপেরো বললেন তাঁর কয়েকটা কাজ তাকে করে দিতে হবে। প্রসপেরো এ-ও বললেন যে কাজগুলো শেষ হলেই তিনি তাকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দেবেন। এরিয়েল জানাল সে তাঁর শর্তে রাজি, শুনে প্রসপেরো মন্ত্র পড়ে আর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে ঐ পাইনগাছের ফাটল থেকে এরিয়েলকে মুক্তি দিলেন। এর ফলে প্রেতিনী এরিয়েল আর তার অশরীরী অনুচরেরা সবাই প্রসপেরোর অনুগত হয়ে পড়ল।

ডাইনি সাইকোরাক্স তাকে বারো বছর গাছের ফাটলে আটকে রেখেছিল বলে এরিয়েল তার ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছিল। প্রসপেরো এরিয়েলকে গাছের ফাটলের বন্দিজীবন থেকে মুক্তি দেবার অনেক আগেই মারা গিয়েছিল সাইকোরাক্স—সেকথা গোড়াতেই বলেছি। মুক্তি পাবার পরে সাইকোরাক্সের ওপর বারো বছরের জমে থাকা রাগের ঝাল এবার তার ছেলে ক্যালিবানের ওপর ঝাড়তে শুরু করল এরিয়েল। সুযোগ পেলেই ক্যালিবানের চুল ধরে টানে সে, আবার কখনও এমন জোরে চিমটি কাটে যে ক্যালিবান যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দাপিয়ে বেড়ায়। এরিয়েলের দেখাদেখি তার অশরীরী অনুচরেরাও সুযোগ পেলেই নানাভাবে জ্বালাতন করে ক্যালিবানকে।

"অতীতের কথা আমার সবই মনে আছে প্রভু," বিনীত গলায় এরিয়েল প্রসপেরোকে বলল, "তবে আপনার অনেক কাজ যে আমার এখনও করতে বাকি আছে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন, আপনি যা বলবেন এখন থেকে আমি তাই করব।"

"মনে রেখো আর কখনও আমার সম্পর্কে কোনও ক্ষোভ বা অনুযোগ তোমার মুখে শুনলে আমি কিন্তু ছাড়ব না," গম্ভীর গলায় বললেন প্রসপেরো, "সাইকোরাক্স



তোমায় বারো বছর পাইনগাছের ভেতর আটকে রেখেছিল, আমিও তেমনই একটা ওক গাছের গুঁড়ির ভেতরে তোমায় আবার আটকে রাখব। আগের মত আরও বারো বছর ঐভাবে বন্দিজীবন কাটাবে তুমি, আগের মতই গাছের ভেতর শুধু চিৎকার চেঁচামেচি করে বারোটা বছর কাটাতে হবে তোমায়।"

"কথা দিচ্ছি প্রভু আমি আর কখনও আপনার কাছে কোনরকম ক্ষোভ প্রকাশ করব না," প্রসপেরোর কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল এরিয়েল, "দয়া করে ঐরকম কঠিন সাজা আপনি আমায় দেবেন না।"

"শুনে খুশি হলাম," বললেন প্রসপেরো, "এবার তোমায় কি করতে হবে মন দিয়ে শোনো। জলপরী সেজে এক্ষুনি চলে এসো আমার কাছে, তারপরে তোমায় কি করতে হবে বলছি। আর মাত্র দুটো দিন, তারপরে শুধু তুমি নও, তোমাদের সবাইকে আমি চিরদিনের জন্য মুক্তি দেব।"

এরিয়েল চলে গেল, সুন্দরী জলপরী সেজে খানিক বাদে আবার সে ফিরে এল।

"বাঃ, জলপরীর সাজে তোমায় ত ভারি চমৎকার মানিয়েছে দেখছি," বললেন প্রসপেরো, "এবারে এই জলপরী সেজে চলে যাও সমুদ্রের ধারে। আমার মুখের কাছে মাথা নিয়ে এসো, ওখানে গিয়ে তোমায় কি করতে হবে কানে কানে বলে দিচ্ছি। দেখো, আমি ছাড়া আর কেউ যেন এই সাজে তোমায় দেখতে না পায়।"

"তাই হবে প্রভু," বলে এরিয়েল তার প্রভুর কানের কাছে নিজের মাথা নিয়ে এল, প্রসপেরো তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কিছু নির্দেশ দিলেন।

"আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, প্রভু," বলে জলপরীর সাজে এরিয়েল অদৃশ্য হল।

তিন

একবোঝা কাঠ ঘাড়ে করে জঙ্গলের পথ ধরে ফিরে আসছে প্রসপেরোর চাকর ক্যালিবান, প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙ্গুল মটকে সে প্রভু প্রসপেরোকে কুৎসিৎ ভাষায় শাপ-শাপান্ত করছে। জ্ঞান হবার পরে ক্যালিবান জেনেছে এই দ্বীপ তার মায়ের একার সম্পত্তি, ডাইনি সাইকোরাক্সই এই দ্বীপের মালিক। সাইকোরাক্স মারা যাবার আগে এই দ্বীপের মালিকানা সঁপে দিয়ে গেছে তারই হাতে। কিন্তু তারপরেই বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন প্রসপেরো। ক্যালিবানের চোখের সামনে তাকে এতটুকু পরোয়া না করে তিনিই হলেন এই দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি, ক্যালিবানকে তিনি নিজের ফাইফরমাশ খাটা চাকর বানিয়ে ছাড়লেন।



ডাইনি সাইকোরাক্স শয়তানের উপাসনা করত। শয়তানের শক্তিতে তার গর্ভে এসেছিল ক্যালিবান, তাই ভয়ানক বিশ্রি কুৎসিত চেহারা নিয়ে সে জন্মেছিল। ক্যালিবানের মুখখানা হুবহু বাঁদরের মুখের মত, তার স্বভাব-চরিত্রও বাঁদরের মতই।

ক্যালিবানকে সভ্য-ভব্য করে তুলতে প্রসপেরো তাকে নিজের গুহায় নিয়ে এসেছিলেন, তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু প্রসপেরোর সে চেষ্টা সফল হল না। প্রসপেরোর স্নেহ-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে সে তাঁর মেয়ে মিরান্দাকে উপভোগ করতে চাইল। ক্যালিবানের মতলব টের পেয়ে প্রসপেরো হুঁশিয়ার হলেন, ক্যালিবানকে লেখাপড়া শিখিয়ে সভ্য করা যাবে না বুঝতে পেরে তিনি এবার বন থেকে কাঠ কেটে আনা, গুহার ভেতরে আগুন জ্বালানো, খাবার জল তোলা, এইসব শক্ত কাজের দায়িত্ব তাকে দিলেন। একইসঙ্গে অশরীরী প্রেতিনী এরিয়েলকে ক্যালিবানের ওপর দিনরাত নজর রাখতে বললেন, যাতে ক্যালিবান কাজে ফাঁকি দিতে না পারে, আর তাঁর মেয়ে মিরান্দার ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে।

প্রসপেরো যখন ক্যালিবানকে প্রথম দেখেন তখনও পর্যন্ত মনের ভাব প্রকাশ করার মত কোনও ভাষা তার শেখা হয়ে ওঠেনি, বনের জানোয়ারদের মত গোঙানির আওয়াজ করে সে মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করত। প্রসপেরো তাকে মানুষের মত কথা বলতে শেখালেন। শেখালেন মানুষের ভাষা, এ কাজে মেয়ে মিরান্দাও সাহায্য করল তাঁকে। কিন্তু ডাইনি মায়ের ছেলে ক্যালিবান মানুষের ভাষা শিখে দিনরাত শুধু তাঁকে গালিগালাজ আর শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। প্রসপেরো গোড়ায় বেত মেরে ক্যালিবানের স্বভাব শোধরানোর চেষ্টা করলেন, সেইসঙ্গে এ-ও বুঝিয়ে দিলেন যে তার মায়ের মত তিনিও যাদুবলে বলীয়ান, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করার ক্ষমতা তাঁরও আছে। কথা শুনে না চললে তিনি যাদুবলে তাকে এমন অসুস্থ করে দেবেন যখন দিনরাত শুয়ে অসহায় আর্তনাদ ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকবে না। আর তার সে দুর্দশা দেখে বনের পশুপাখিরাও শিউরে উঠবে বলে ক্যালিবানকে তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন।

প্রসপেরো যে মিছে ভয় দেখাচ্ছেন না তা জানত ক্যালিবান। তাঁর যাদুশক্তির প্রমাণ পেয়ে তার মনে এই বিশ্বাস গড়ে উঠল যে যাদুবিদ্যায় তার মায়ের গুরু সেস্টেসের চাইতেও তিনি ঢের শক্তিশালী, ইচ্ছে করলে খোদ সেস্টেসকেই চাকর বানিয়ে রাখতে পারেন প্রসপেরো।

ডাইনি সাইকোরাক্স যাদুবলে এরিয়েলকে পাইন গাছের ফাটলে বারো বছর আটকে রেখেছিল, সেই বন্দিদশা থেকে এরিয়েল মুক্তি পাবার আগেই মারা গিয়েছিল সাইকোরাক্স তা আগেই বলা হয়েছে। সাইকোরাক্সের ওপর এমনিতেই রেগে ছিল



এরিয়েল, ক্যালিবানের ওপর দিনরাত নজর রাখার হুকুম পেয়ে সেই পুরোনো রাগের ঝাল সে ইচ্ছেমতন তার ওপর ঝাড়তে লাগল। সুযোগ পেলেই অদৃশ্য হয়ে ক্যালিবানকে চিমটি কাটে, কখনও বাঁদর সেজে মুখ ভ্যাংচায়। কখনও হাওয়ায় ঝড় তুলে ক্যালিবানকে ঠেলে কাদার মধ্যে ফেলে দেয় সে। ক্যালিবান সেই কাদা মুছে উঠলে তখনই সজারুর রূপ ধরে এরিয়েল তেড়ে আসে তার দিকে, আর সজারুর কাঁটা গায়ে ফোটার ভয়ে ক্যালিবান দৌড়ে পালায়। এইভাবে সুযোগ পেলেই এরিয়েল জ্বালিয়ে মারে ক্যালিবানকে।

ক্যালিবানকে বশে রাখতে প্রসপেরো একখানা ভারি পাথরে শেকল বেঁধে সেই শেকল এঁটেছেন তার পায়ে। এর ফলে ক্যালিবান দৌড়ে পালাতে পারে না, দিনরাত সেই পাথরের বোঝা বয়ে চলাফেরা করতে হয় তাকে।

প্রসপেরো আর তাঁর অনুচর অশরীরী এরিয়েলকে মনের সুখে শাপ-শাপান্ত করতে করতে কাঠের বোঝা বয়ে এগিয়ে চলল ক্যালিবান প্রসপেরোর গুহার দিকে।

চার

সাগরের কূলে দ্বীপের নির্জন বালুকাবেলায় একা বসে আছে যুবরাজ ফার্দিনান্দ। তার বাবা নেপলসের রাজা জাহাজডুবিতে মারা গেছেন ভেবে তার মন ভীষণ খারাপ। ঠিক এমনই সময় তার কানে এল যুবতীর মিষ্টি সুরেলা গলায় ভালবাসার গান। সে গান শুনে মুগ্ধ হল ফার্দিনান্দ, কিন্তু বারবার চারপাশে তাকিয়েও যে গাইছে তাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই কোনও অশরীরী গান গাইছে এটাই ধরে নিল সে। মন দিয়ে সে গান শুনতে লাগল ফার্দিনান্দ, শুনতে শুনতে চমকে উঠল। ফার্দিনান্দ লক্ষ্য করল গানের কথার ভেতর তার বাবার মৃত্যুসংবাদই শোনানো হচ্ছে তাকে। গান শুনে তার খানিক আগের বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে মনে জাগল কৌতূহল। কৌতূহল মেটাতে ফার্দিনান্দ উঠে দাঁড়াল, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল দ্বীপের ভেতরে কোথায় কি আছে দেখতে।

গুহা থেকে বেরিয়ে গাছের ছায়ায় আছেন প্রসপেরো, মিরান্দা গা ঘেঁষে বসে গল্প করছে তার সঙ্গে। প্রসপেরো আর ক্যালিবান ছাড়া এপর্যন্ত আর কোনও পুরুষকে দেখেনি মিরান্দা। তাই ফার্দিনান্দকে এগিয়ে আসতে দেখে সে তাকে অশরীরী বলেই ধরে নিল, মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করল, "বাবা, ঐ যে অপরূপ সুন্দর সুপুরুষ যুবক পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে, ওকি তোমার আমার মতই মানুষ, না কোনও অশরীরী? এর ত দেখছি শরীর আছে! যারা অশরীরী তাদের কি এমনই শরীর থাকে, বাবা? তারা কি দেখতে এমনই সুন্দর হয়?"



"কার কথা বলছ?" বলে ঘাড় ফিরিয়ে ফার্দিনান্দের দিকে তাকালেন প্রসপেরো, তারপরে মেয়েকে বললেন, "না, মিরান্দা, ঐ যুবক অশরীরী নয়। খানিক আগে যে জাহাজটি ডুবেছে সে ঐ জাহাজের যাত্রীদের একজন। ও এখন জাহাজের আর সব যাত্রীদের খুঁজে বেঁড়াচ্ছে।"

"এমন সুন্দর চেহারার মানুষ আগে ত দেখিনি!" নিজের মনে বলে উঠল মিরান্দা।

যুবরাজ ফার্দিনান্দ ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই নির্জন অজানা দ্বীপে মিরান্দার মত এক অপরূপ রূপবতী যুবতীকে দেখে চমকে উঠল সে। মিরান্দা যেমন খানিক আগে ফার্দিনান্দকে অশরীরী ভেবেছিল তেমনই ফার্দিনান্দের নিজেরও মন হল অপরূপ সুন্দরী এই যুবতী মানুষ নন, দেবী। সে ধরে নিল ঐ দেবী নাম না জানা এই নির্জন দ্বীপের অধীশ্বরী। সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে পদ্যের ভাষায় ফার্দিনান্দ মিরান্দাকে বন্দনা করল।

"আপনি ভুল করছেন," অপরিচিত সেই যুবকের মুখে নিজের রূপের বন্দনা শুনে লজ্জা পেল মিরান্দা, "দেবী নই, আমিও আপনার মতই রক্তমাংসের এক সাধারণ মানুষ। আর হ্যাঁ, আমি এই দ্বীপে থাকি, কিন্তু এখানকার অধীশ্বরী বা রানী নই।"

'তাই ত!' অবাক হয়ে নিজের মনে বলল ফার্দিনান্দ, 'এ যে আমারই মত মানুষের ভাষায় কথা বলছে!'

প্রসপেরো অভিজ্ঞ মানুষ। এতক্ষণ দু'জনকেই তিনি লক্ষ করে যাচ্ছেন। মিরান্দা আর ফার্দিনান্দ প্রথম দর্শনেই যে একে অন্যের প্রেমে পড়েছে তা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। কিন্তু ভালবাসার পবিত্র সম্পর্ক দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠার আগে মিরান্দার প্রতি ফার্দিনান্দের ভালবাসা কতটা নিখাদ তা যাচাই করতে চাইলেন প্রসপেরো। তিনি এগিয়ে এসে কঠিন চাউনি মেলে তাকালেন ফার্দিনান্দের দিকে, বললেন, "তুমি কে, কি তোমার পরিচয়? কোথা থেকে আসছো?"

"আপনি দেখছি নেপলসের ভাষায় কথা বলছেন!" অবাক হয়ে বলল ফার্দিনান্দ, "আমি নেপলসের রাজপুত্র। আমরা জাহাজে চেপে রওনা হয়েছিলাম। আমার বাবা নেপলসের রাজা, তাঁর ভাই, মিলানের বর্তমান ডিউক অ্যান্টোনিও, বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো, পারিষদবর্গ এবং আরও অনেকে ছিলেন সেই জাহাজে। কিছুদূর যাবার পরে আচমকা সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, সেই ঝড়ের তাণ্ডবে উপকূলের কাছাকাছি এসে আমাদের জাহাজ যাত্রীদের নিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল। যাত্রীদের মধ্যে শুধু আমিই কোনওমতে সাঁতরে তীরে উঠতে পেরেছি, তাই প্রাণে বেঁচেছি।"

'যদি তুমি যোগ্য হও,' ফার্দিনান্দকে লক্ষ্য করে নিজের মনে বললেন প্রসপেরো, 'তাহলে মিলানের ডিউক আর তাঁর সাহসী মেয়েই তোমায় চালাবে। সাবাস এরিয়েল,



তুমি ঠিক আমার মনের মত কাজটি করেছো। আর শুধু এরই বিনিময়ে আমি তোমায় মুক্তি দেব।'

"এই যে মশাই, আপনাকে বলছি," ফার্দিনান্দের দিকে তাকালেন প্রসপেরো, "একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছেন আপনি, সে ব্যাপারে একটু কথা বলার আছে।"

"বাবা," মিরান্দা বলল, "এঁকে নিয়ে আমি তিনজন মানুষ দেখলাম। এ দ্বীপে উনি সবে এসেছেন, তাহলে কেন ওঁর সঙ্গে এমন কঠোর ব্যবহার করছ?"

"জানি না তুমি বিবাহিতা কিনা," ফার্দিনান্দ আবেগঢালা গলায় মিরান্দাকে বলল, "যদি কুমারী হও আর কাউকে ভাল না বেসে থাক, তাহলে কথা দিচ্ছি আমি তোমায় নেপলসের যুবরানী করব।"

"এই যে আপনাকে বলছি," ফার্দিনান্দের দিকে দু'চোখ পাকিয়ে তাকালেন প্রসপেরো, "সবে এসেছেন, মুখে যা এল তাই বলে কি ঠিক করছেন? একটু রয়ে সয়ে কথা বলুন, নয়ত মুশকিলে পড়বেন বলে রাখছি। তুমি খানিক আগে নিজের যে পরিচয় দিয়েছো সত্যি সত্যি তা নও। এ দ্বীপ আমার, আমি এই দ্বীপের অধীশ্বর। তুমি যে শত্রুর গুপ্তচর, এ দ্বীপ আর আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার মতলবেই যে তুমি এখানে এসেছো তা জানতে আমার বাকি নেই। এজন্য আমি তোমায় এমন কঠিন সাজা দেব যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।"

"না," ফার্দিনান্দ মাথা উঁচু করে বলল, "আপনি ভুল করছেন, আমি যা বলছি তাতে এতটুকু মিথ্যে নেই। আমি সত্যিই নেপলসের রাজপুত্র, মিথ্যে কথা আমি বলি না।"

"বাবা," মিরান্দা বলল, "অশুভ শক্তিই মিথ্যার উৎস। কিন্তু এঁর দেহ মন্দিরের মত সুন্দর, সুগঠিত। সেখানে কোনও অশুভ শক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আমার মনে হয় ইনি সত্যি কথাই বলছেন।"

"থামো!" মেয়েকে চাপাগলায় ধমক দিলেন প্রসপেরো, "তোমার আর ওর হয়ে কথা বলতে হবে না। ওহে তুমি এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমার হাত-পা লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে গুহার ভেতর আটকে রাখব। শুকনো গাছের শেকড়, তুষ, আর ঝিনুক, এখন থেকে এই খেতে হবে তোমায়। তেষ্টা পেলে পান করতে হবে সাগরের নোনা জল। এসো আমার সঙ্গে।"

"আপনি বললেই আপনার এ ব্যবস্থা আমি মেনে নেব না!" বলেই কোমরে আঁটা খাপ থেকে তলোয়ার বের করল ফার্দিনান্দ, বলল, "যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আপনি আমার কিছুই করতে পারবেন না। আপনি আমার প্রতিপক্ষ। আমার চেয়ে আপনার শক্তি বেশি কিনা প্রমাণ যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ আপনার নির্দেশ আমি মেনে নেব না।"



"বেশ, তাই হোক তবে," বলেই প্রসপেরো তাঁর যাদুদণ্ড রাজপুত্র ফার্দিনান্দের দিকে তুলে যাদুমন্ত্র পড়তে লাগলেন। খানিক পরেই সেই মন্ত্রের প্রভাবে অবশ হয়ে গেল ফার্দিনান্দের সমস্ত শরীর। হাতের মুঠোয় ধরা তলোয়ার তোলা দূরে থাক, নড়াচড়া করার ক্ষমতাও হারিয়ে সে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

"এই অপরূপ সুন্দর মানুষটিকে তুমি কেন মিছিমিছি এত কষ্ট দিচ্ছ, বাবা?" প্রসপেরোর পোষাকের প্রান্ত টেনে মিনতি করল মিরান্দা, "এমন সুন্দর যাকে দেখতে সে কি কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে? ওঁকে ক্ষমা করো, আমি নিজে ওর জামিন থাকছি।

"চুপ করো!" মেয়েকে ধমকে উঠলেন প্রসপেরো, "এই প্রতারকের হয়ে আর কথা বলতে এসো না। ওকে দেখে তুমি এত মুগ্ধ হয়েছো যে ভাবছো এমন সুন্দর চেহারার পুরুষ দুনিয়ায় আর একটিও নেই।"

"ওহে, ওহে যুবক," ফার্দিনান্দকে বললেন প্রসপেরো, "তোমার চেয়ে আমার ক্ষমতা যে ঢের বেশি তা-ও নিজের চোখেই দেখলে। এবার তলোয়ারটা খাপে ঢুকিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো।"

"আমার বাবা, কাকা আর আত্মীয়-বন্ধুদের অকালমৃত্যু আমায় বিহ্বল করে ফেলেছে," ফার্দিনান্দ বলল, "তাই আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। তবু বলে রাখছি চোখ পাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না, আপনার লালচোখকে আমি ডরাই না। আপনি আমায় দেখার পর থেকেই আটকে রাখতে চাইছেন। আমার চেয়ে আপনার শক্তি বেশি তা যখন প্রমাণ হয়েছে তখন আপনার কথা মানতে আমি বাধ্য। তবে গুহার ভেতরে বা অন্য যেখানেই হোক যদি দিনে একবার অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও এই যুবতীকে নিজের চোখে দেখতে পাই তবে বন্দি অবস্থাতেও মুক্তির স্বাদ আমি অনুভব করব।"

"এরিয়েল," যেতে যেতে অশরীরী প্রেতিনী এরিয়েলকে চাপাগলায় বললেন প্রসপেরো, "তুমি খুব নিখুঁতভাবে আমার আদেশ পালন করেছো, ওরা যে সত্যিই পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে তার প্রমাণ পেয়েছি। তোমায় এবার কি করতে হবে তা পরে বলব।"

তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে প্রসপেরোর পেছন পেছন এগোচ্ছে ফার্দিনান্দ, এমন সময় মিরান্দা পা চালিয়ে এলো তার পাশে। সহানুভূতির সুরে বলল, "আমার বাবাকে দয়া করে ভুল বুঝো না। উনি খুব উদার প্রকৃতির মানুষ তবে কেন তোমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করছেন তা বুঝতে পারছি না। তবে শীগগিরই উনি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাই তুমি এ নিয়ে দুঃখ কোর না।"



মিরান্দা এসব কথা চাপাগলায় বললেও তা প্রসপেরো ঠিকই শুনতে পেলেন, কিছু না বলে তিনি নিজের মনে হাসলেন। মিরান্দাকে নিয়ে প্রসপেরো এগিয়ে চললেন গুহার দিকে, রাজপুত্র ফার্দিনান্দ তাদের পেছন পেছন চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে এরিয়েলকে ইশারায় ডাকলেন প্রসপেরো, দ্বীপের অন্যপ্রান্তে ফার্দিনান্দের বাবা, কাকা আর ডুবে যাওয়া জাহজের আর সব যাত্রিদের ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিলেন। প্রভুর নির্দেশ পালন করতে অদৃশ্য অনুচরদের নিয়ে অশরীরী এরিয়েল তখনই বাতাসে ভাসতে ভাসতে গিয়ে হাজির হল দ্বীপের অন্যপ্রান্তে।

পাঁচ

নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান, মিলানের বর্তমান ডিউক অ্যান্টোনিও, রাজার প্রৌঢ় অমাত্য গঞ্জালো, এঁরা দ্বীপের অন্য এক জায়গায় মাটিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। জাহাজডুবির পরে তীরে পৌঁছোবার আগে অনকেটা জল সাঁতরে পেরোনোর ফলে তাঁরা ক্লান্ত, কিন্তু এঁরা যে প্রাণে বেঁচেছেন সে খবর যুবরাজ ফার্দিনান্দ এখনও জানে না। তেমনই ফার্দিনান্দও যে প্রাণে বেঁচেছে আর সে যে এই দ্বীপেই উঠেছে তার বাবা নেপলস রাজ অ্যালোনসোও তা জানেন না। ছেলে সাগর জলে ডুবে মারা গেছে বলেই তিনি মনে করছেন। বারবার তার জন্য চোখের জল ফেলছেন।

"আপনি মিছিমিছি চোখের জল ফেলছেন, মহারাজ," অমাত্য ফ্রানসিসকো আশ্বাসের সুরে বললেন, "যুবরাজ ফার্দিনান্দ বেঁচে আছেন এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি যুবরাজ সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছেন তীরের দিকে। তাই যুবরাজ বেঁচে আছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।" কিন্তু ফ্রানসিসকোর কথা রাজার বিশ্বাস হল না, তিনি আগের মতই ছেলের শোকে কাতর হয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলেন।

"একে ত যুবরাজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না," রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান বললেন, "তার মধ্যে আরও দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হল নেপলসের রাজকন্যা, মানে আমার সুন্দরী ভাইঝি ক্লারিবেলকে শেষকালে কিনা আফ্রিকার এক রাজার সঙ্গে বিয়ে দেয়া হল। আমি জানি ক্লারিবেল এ বিয়েতে খুশি হয়নি, পাছে তার বাবা মনে দুঃখ পান শুধু এই কথা ভেবে এ বিয়েতে মত দিয়েছে।

"রানি ভিডোর মৃত্যুর বহুদিন পরে টিউনিসিয়া ক্লারিবেল-এর মত এক সুন্দরী রাজকুমারীকে রানি হিসেবে পেল," বললেন অমাত্য গঞ্জালো।

"কিন্তু আমি ত যতদূর জানি ভিডো ছিলেন কার্থেজের রানি," বললেন রাজার অমাত্য অ্যাড্রিয়ান।



"ক্লারিবেল-এর যেখানে বিয়ে হয়েছে সেই টিউনিসিয়ারই প্রাচীন নাম ছিল কার্থেজ," বললেন গঞ্জালো, তারপরেই রাজার শোক হাল্কা করতে তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, "মহারাজ, আপনার মেয়ের বিয়ের সময় আমরা যেমন নতুন সুন্দর পোষাক পরেছিলাম এই জাহাজডুবির পরেও আমাদের সবার পোষাক তেমনই নতুন রয়েছে। এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলেই আমার মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমরা নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরতে পারব।"

"এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না," রাজা অ্যালোনসো বললেন, "একে না বুঝে এত দূর দেশে মেয়ের বিয়ে দিলাম, তারপরে এখন ছেলেকেও চিরকালের মত হারাতে হল।" বলেই রাজা হাপুস নয়নে ফের কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান আর মিলানের ডিউক অ্যান্টোনিও ছাড়া বাকি যারা ছিলেন তাঁরাও ঘুমিয়ে পড়লেন।

"আশ্চর্য," অ্যান্টোনিওর দিকে তাকিয়ে বললেন সেবাস্টিয়ান, "কেমন সহজে কথা বলতে বলতে ওরা সবাই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।"

"নিশ্চয়ই এ দ্বীপের জলহাওয়ার প্রভাবেই এটা হয়েছে," বললেন অ্যান্টোনিও।

"কিন্তু তাহলে তুমি আর আমি জেগে আছি কি করে?" সেবাস্টিয়ান বললেন,"আমার ত ঘুম পাচ্ছে না।"

"সবাই যখন ঘুমোয় তখন আমার কল্পনার চোখ জেগে ওঠে! সেবাস্টিয়ান," রাজভ্রাতার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও, "কল্পনার চোখে এই মুহূর্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনার মাথার ওপর নেমে আসছে এক রাজমুকুট।

"রাজমুকুট!" শুনে অবাক হলেন সেবাস্টিয়ান, " কোন দেশের রাজমুকুট?"

"হয়ত নেপলসের," বলেই নিজেকে সামলে নিলেন অ্যান্টোনিও, রাজভ্রাতাকে আরও একটু খেলিয়ে নিতে বললেন, "সেবাস্টিয়ান, আপনি জেগে ঘুমিয়ে আছেন। এভাবে জেগে ঘুমোলে আপনার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকবে।"

"আপনার কল্পনার চোখ যদি এই ছবি দেখে থাকে ডিউক অ্যান্টোনিও," সেবাস্টিয়ান হেসে বললেন, "তাহলে আমি বলব যে স্বপ্ন দেখছেন ডিউক অ্যান্টোনিও। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে না, ঘুমিয়েই তা সম্ভব। তাই দু'চোখ খোলা থাকলেও আপনি নিজেও যে এঁদের মত ঘুমোচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই।"

"রাজভ্রাতা সেবাস্টিয়ান," অ্যান্টোনিও বললেন, "ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে ঠিকই, কিন্তু তার মাথা কাজ করে না। আমার মাথা কিন্তু কাজ করছে। তাই যা বলি মন দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার বড় ভাই অর্থাৎ আমাদের রাজার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। মৃত্যুর পরে মানুষকে যখন কবর দেয়া হয় জানেন ত তখন তার স্মৃতিশক্তি অবশিষ্ট থাকে না। রাজা জলে ডোবেননি, সাঁতরে আমাদের সঙ্গে তীরে এসে উঠেছেন



এটা যেমন সত্যি, তাঁর ছেলে যুবরাজ ফার্দিনান্দ বেঁচে নেই, জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এটাও তেমনই সত্যি।"

"হ্যাঁ, ফার্দিনান্দ বেঁচে নেই একথা সত্যি," সায় দিয়ে বললেন সেবাস্টিয়ান, "বেঁচে থাকলে আমরা তার দেখা নিশ্চয়ই পেতাম। ফার্দিনান্দ মারা গেছে।"

"বেশ," অ্যান্টোনিও বললেন, "ফার্দিনান্দ বেঁচে নেই, তাহলে নেপলসের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে?"

"কেন," সেবাস্টিয়ান বললেন, "আমার ভাইঝি ক্লারিবেল।"

"কিন্তু সে, এখন টিউনিসিয়ার রানি," অ্যান্টোনিও বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "নেপলস থেকে টিউনিসিয়া কত দূরে তা ত আপনার অজানা নয়। কাজেই টিউনিসিয়ার রানি হয়ে নেপলস শাসন করা ত তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা খুবই আক্ষেপের বিষয় যে আমার বক্তব্য আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না।"

"যা বলতে চান দয়া করে স্পষ্টভাবে বলুন, অ্যান্টোনিও!" সেবাস্টিয়ান বললেন, "আপনার কথার ঘোরপ্যাঁচ আমি একেক সময় বুঝে উঠতে পারছি না।"

"একটু চেষ্টা করলেই পারবেন," অ্যান্টোনিও ঘুমন্ত রাজাকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, "দেখুন, রাজা কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন! এই ঘুম ত মৃত্যুরই সমান। আপনি ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে রাজার এই নিদ্রাকে চিরনিদ্রায় পরিণত করতে পারেন।"

"এতক্ষণে আপনার বক্তব্য আর উদ্দেশ্য আমার কাছে সবই স্পষ্ট হয়েছে," বললেন সেবাস্টিয়ান, "অতীতে নিজে মিলানের ডিউক হবার জন্য আপনি আপনার বড় ভাই প্রসপেরোকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।"

"ঠিক ধরেছেন," অ্যান্টোনিও বললেন, "দেখুন, বড় ভাইকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ডিউক হিসেবে আমি নিজে কেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। যারা আমার ভাই-এর অধীনে কাজ করত তারাই হাসিমুখে সবাই এখন কাজ করে চলেছে আমারই অধীনে।"

"ভাইকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আপনার ডিউক হবার ঐ ঘটনা সৌভাগ্য গড়ার এক দৃষ্টান্ত হিসেবে আমায় পথ দেখাচ্ছে। সেদিন আপনি হয়েছিলেন মিলানের ডিউক আর আজ বড় ভাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় বধ করে আমি হব নেপলসের অধিপতি, হব রাজা। তলোয়ার বের করুন, ডিউক অ্যান্টোনিও, আমি ও আমার তলোয়ার বের করছি।"

"আমরা দু'জনেই একসঙ্গে তলোয়ারের আঘাতে রাজাকে হত্যা করব," অ্যান্টোনিও হেসে বললেন, "তারপরে রটিয়ে দেব গঞ্জালো রাজাকে হত্যা করেছেন, বলব আমরা গঞ্জালোকে ঐ জঘন্য কাজ নিজের চোখে করতে দেখেছি।" বলে অ্যান্টোনিও আর সেবাস্টিয়ান দুইজনেই খাপ থেকে তলোয়ার খুললেন।



অশরীরী এরিয়েল এতক্ষণ সবই দেখছিল। সে এবার রাজার ভাই সেবাস্টিয়ানের ওপর মায়া বিস্তার করল। সেই মায়ার প্রভাবে সেবাস্টিয়ান অ্যান্টোনিওকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর কানে কানে কি বলতে লাগলেন। এই ফাঁকে এরিয়েল দেখল যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের মধ্যে গঞ্জালো ছাড়া রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই। "রাজার ভারি বিপদ, শীগগির উঠে পড়ুন," বলে সে ঘুমন্ত গঞ্জালোর কানের কাছে গুন গুন করে গান গাইতে লাগল। ঘুমের মধ্যে সে গান কানে যেতেই চমকে জেগে চোখ মেললেন গঞ্জালো, আর ঠিক তখনই রাজা নিজেও চোখ মেললেন, চোখ মেলে জেগে উঠলেন বাকি সবাই। সেবাস্টিয়ান আর ডিউক অ্যান্টোনিওর কথাবার্তা ততক্ষণে শেষ হয়েছে। রাজাকে বধ করতে দু'জনেই সেখানে ফিরে এলেন। কিন্তু এসে দেখলেন তাঁদের মতলব মাটি হয়ে গেছে, রাজা আর তাঁর অমাত্য-পরিষদেরা সবাই ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন।

"এই যে, সবার ঘুম ভেঙেছে দেখছি," বলতে বলতেই রাজা অ্যালোনসোর চোখ পড়ল তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান আর মিলানের ডিউক অ্যান্টোনিওর দিকে। দু'জনেরই হাতে খোলা তলোয়ার দেখে চমকে উঠে বললেন, "কি ব্যাপার, তোমাদের হাতে তলোয়ার কেন? এত উত্তেজিতই বা কেন দেখাচ্ছে "তোমাদের?"

"আজ্ঞে খানিক আগে আপনারা যখন ঘুমোচ্ছিলেন সেইসময় একটা জানোয়ারের গর্জন শুনে চমকে উঠলাম।" সেবাস্টিয়ান জবাব দিলেন,"ভাবলাম হয়ত কোনও সিংহ তেড়ে আসছে শিকারের খোঁজে। ওফ, সেকি প্রচণ্ড গর্জন। সেই গর্জনের আওয়াজেই কি আপনার ঘুম ভেঙে গেল?" রাজার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন সেবাস্টিয়ান।

"সিংহের গর্জন?" রাজা অবাক হয়ে তাকালেন অমাত্য গঞ্জালোর দিকে বললেন, "গঞ্জালো, তুমিও ত আমারই সঙ্গে ঘুমোচ্ছিলে। তা ঘুমের মধ্যে সিংহের গর্জন শুনতে পেয়েছিলে?"

"একটা আওয়াজ খানিক আগে ঘুমের ভেতর স্পষ্ট শুনেছি, মহারাজ,"গঞ্জালো জবাব দিলেন, "তবে গর্জন নয়, মনে হচ্ছিল নারীকণ্ঠে কে যেন গুণগুণ করে আমার কানের কাছে বলছে, 'ওঠো, আর ঘুমিয়ো না, তোমাদের রাজার ভারি বিপদ, তাঁর জীবনসংশয়।' সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতে দেখি এঁরা দু'জন তলোয়ার হাতে কিসব বলাবলি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠেলে আপনার ঘুম ভাঙালাম।"

"যদি আমার ছেলে ফার্দিনান্দ এখনও বেঁচে থাকে," রাজা বললেন, "তাহলে সে নিশ্চয়ই এই দ্বীপের অন্য কোথাও আছে। চলো, এ জায়গা ছেড়ে দ্বীপের অন্য জায়গাগুলোতে আমরা তার খোঁজ করি।"



"তাই চলুন মহারাজ," সায় দিলেন গঞ্জালো। রাজা অ্যালোনসো সবাইকে নিয়ে দ্বীপের ভেতরে পা বাড়ালেন।

রাজাকে বধ করে সিংহাসন দখল করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতের কাছে এসেও ফসকে যাওয়ায় সেবাস্টিয়ান আর ডিউক অ্যান্টোনিও দু'জনেরই মন ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কিছু করার নেই, তাই তাঁরাও বাকি সবার সঙ্গে রাজার পেছন পেছন এগোলেন।

'রাজার প্রাণ বাঁচাতে যা যা করেছি আমার প্রভু সবই জানতে পারবেন,' নিজের মনে বলল এরিয়েল, রাজা অ্যালোনসোর উদ্দেশে সে বলল, 'যাও রাজা, এখন আর কোনও সমস্যা নেই, এবার নিশ্চিন্ত মনে ছেলেকে খুঁজতে রওনা হও।'

ছয়

ছেলের খোঁজে রাজা অ্যালোনসো সঙ্গিদের নিয়ে রওনা হবার খানিক বাদে দ্বীপের অন্য দিকে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি—থেকে থেকে মেঘের গুরুগর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে বারবার ঝলসে উঠছে রূপোলি বিদ্যুৎ। এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কাঠের বোঝা ঘড়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ক্যালিবান। চলতে চলতে প্রভু প্রসপেরো আর তাঁর যেসব অশরীরী অনুচরেরা তার ওপর দিনরাত নজর রাখে আর সুযোগ পেলেই যন্ত্রণা দেয় তাদের সবাইকে মনের সুখে শাপ-শাপান্ত করছে।

ডুবে যাওয়া জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ছিল নেপলসের রাজা অ্যালোনসোর ভাঁড় ট্রিংকুলো, সাঁতরে দ্বীপে এসে ওঠার আগেই সে সঙ্গিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রাজা আর তাঁর সঙ্গিদের খুঁজতে দ্বীপের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্রিংকুলোও। এমনই সময় শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয়ের সন্ধানে পাগলের মত ছুটতে লাগল ট্রিংকুলো। যে পথে ছুটছে সেই পথেই কাঠের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে আসছে ক্যালিবান। ট্রিংকুলোকে দূর থেকে ছুটে আসতে দেখে সে ভাবল প্রসপেরোর পোষা কোনও আত্মা মানুষের শরীর ধারণ করে তাকে যন্ত্রণা দিতে ওভাবে তেড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে ক্যালিবান পথের পাশে ঝোপের ধারে শুয়ে পড়ল। এদিকে ছুটতে ছুটতে ট্রিংকুলো ততক্ষণে তার কাছে এসে পড়েছে, ঠিক তখনই আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকালো। বিদ্যুতের আলোয় ক্যালিবানকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রিংকুলো, নিজের মনে বলে উঠল, "পথের পাশে ঝোপের ধারে শুয়ে এই বিদঘুটে জীবটা মানুষ না জন্তু-জানোয়ার, জানো? দেখতে অনেকটা মানুষের মত হলেও হতচ্ছাড়ার গা থেকে মাছের মতই বদখত আঁশটে গন্ধ ঠিকরে বেরোচ্ছে।" সাহস করে ট্রিংকুলো এবার ক্যালিবানের গা ছুঁয়ে দেখল গা বেশ গরম।



কিছুক্ষণ ভেবে শেষকালে ট্রিংকুলো ধরেই নিল ক্যালিবান ঐ দ্বীপেরই বাসিন্দা যে খানিক আগে বাজ পড়ে মারা গেছে তাই তার গা এখনও গরম আছে। ঝড়জলের হাত থেকে বাঁচতে সে এবার ক্যালিবানের পোষাকের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঝড়জলের মধ্যে আরও কিছু সময় কাটল। খানিক বাদে রাজা অ্যালোনসোর খানসামা স্টিফানো একটা মদের বোতল হাতে সেখানে এসে হাজির হল। ডোবার আগে জাহাজটাকে বেশি সময় ভাসিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মাঝিমাল্লারা ভারি ভারি জিনিস জলে ফেলে দিচ্ছিল। সেসব জিনিসের মধ্যে ছিল মদের বোতল বোঝাই কয়েকটা কাঠের বাক্স। জাহাজ ডুবে যাবার পরে ঐরকম একটা কাঠের বাক্সে চেপে ভাসতে ভাসতে দ্বীপের বালুকাবেলায় এসে উঠেছে স্টিফানো। ডাঙায় উঠেই বাক্স থেকে বোতল বের করে সে আকণ্ঠ মদ গিলেছে। ঝড়জলের ভেতর বোতল হাতে নেশা জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, হঠাৎ পথের মাঝখানে বিদ্যুতের আলোয় ক্যালিবানকে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"যাব নাকো আর যাব না নীল সাগরের জলে
মরতে হলে মরব আমি শুকনো ডাঙায়, স্থলে।"

নেশার ঘোরে আপনমনে গাইছে স্টিফানো, মাঝেমধ্যে গান থামিয়ে বোতল থেকে মদ ঢালছে গলায়। ওদিকে ক্যালিবানের অবস্থা তখন সঙ্গিন, ট্রিংকুলো তার পোষাকের ভেতর গিয়ে ঢোকায় এমনিতেই তার অস্বস্তি হচ্ছে। আগেই বলেছি ট্রিংকুলোকে প্রসপেরোর প্রেতাত্মাদের একজন বলে ধরে নিয়েছে ক্যালিবান, প্রসপেরোর হুকুম তামিল করতে প্রেতাত্মাটা ঐভাবে তার পোষাকের ভেতর ঢুকেছে—এটাই ভাবছে সে। ভাবতে ভাবতেই এসে হাজির হল স্টিফানো, মাতাল অবস্থায় স্টিফানোকে দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল ক্যালিবান, স্টিফানোকেও ট্রিংকুলোর মতই প্রসপেরোর এক পোষা প্রেতাত্মা বলেই ভাবল সে। আগে কখনও মাতাল আর মাতলামি দেখেনি ক্যালিবান। তাই মাতাল স্টিফানোর মাতলামি দেখে আর তার নেশা জড়ানো গলায় বিটকেল সুরে গান শুনে ভয় পেয়ে সে বলে উঠল, "দোহাই, তোমরা আমায় আর কষ্ট দিও না, এই নিদারুণ যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারছি না।"

'মদ খেলেও বেশ বুঝতে পারছি এই হতচ্ছাড়া হল এই দ্বীপের দানো,' ক্যালিবানকে ইশারায় দেখিয়ে নিজের মনে বলল স্টিফানো, 'ব্যাটাচ্ছেলের চারটে পা-ও আছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ও থেকে থেকে ভয়ে এমন ঠকঠক কাঁপছে কেন? ওর নিশ্চয়ই ভালুকের মত কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। তা আসুক, আমার এই বোতলের কয়েকফোটা ওষুধ গলায় পড়লেই ব্যাটার জ্বর আর পালানোর পথ পাবে না!'

"ওফ্!" ক্যালিবান চাপা গলায় বলে উঠল, "আমার পোষাকের ভেতর ঢুকে এই প্রেতাত্মাটা আমায় খুব কষ্ট দিচ্ছে।"

'দানো হলেও ব্যাটা দেখছি আমাদের ভাষাতেই কথা বলে,' স্টিফানো আবার নিজের মনে বলতে লাগল, "এটাকে পোষ মানিয়ে কোনমতে নেপলসে একবার নিয়ে যেতে পারলে আর আমায় পায় কে! সম্রাট, নয়ত কোনও ধনী ব্যবসায়ীর কাছে চড়া দরে ওকে বিক্রি করতে পারলে বাকি জীবনটা দিব্যি আরাম করে আর মদ গিলে কাটিয়ে দিতে পারব।'

"দোহাই, আর আমায় কষ্ট দিও না," কাতর গলায় বলে উঠল ক্যালিবান, "আমি তাড়াতাড়ি কাঠের বোঝা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।"

"দানো হলেও তোমার যে মৃগী রোগ আছে তা বেশ বুঝতে পারছি," বলতে বলতে ক্যালিবানের কাছে এসে দাঁড়াল স্টিফানো, গলা চড়িয়ে বলল, "এবার হাঁ করো তোমার গলায় কয়েকফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিই। এ ওষুধের এমনই জোর যে দু'ফোটা গলায় ঢাললেই তোমার কাঁপুনি থেমে যাবে। নাও, এবার লক্ষ্মী ছেলের মত হাঁ করো।"

"কী আশ্চর্য এ যে আমার বন্ধু স্টিফানোর গলা," বলতে বলতে ক্যালিবানের পোষাকের ভেতর থেকে মুখ বের করল ভাঁড় ট্রিংকুলো, বিড়বিড় করে বলল, "কিন্তু সে ত জলে ডুবে মরেছে!" বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে স্টিফানোকে দেখে সে চমকে ওঠে।

"স্টিফানো!" চেঁচিয়ে উঠল ট্রিংকুলো, "আমি তোমার বন্ধু, রাজার ভাঁড় ট্রিংকুলো!"

"ট্রিংকুলো!" পুরোনো বন্ধুর গলা শুনে স্টিফানো নিজেও দারুণ চমকে গেল। অবাক হয়ে বলল, "তাইত, এ ত দেখছি সেই ট্রিংকুলোরই মুখ। কিন্তু তুমি এই নচ্ছার দানোটার পোষাকের ভেতরে গিয়ে ঢুকলে কি করে?"

"জাহাজডুবির পরে সাঁতরে এই দ্বীপে ওঠার পরে দেখি আমি একা," বলতে বলতে ট্রিংকুলো ক্যালিবানের পোষাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, "আশেপাশে কাউকে চোখে পড়ল না। খানিকবাদে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। কিছুদূর এসে দেখি এই ব্যাটা দানো পথের একধারে পড়ে গড়াচ্ছে, আর নিজের মনে কাউকে বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে আর শাপ-শাপান্ত করছে। ওর সঙ্গে কথা বলার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না, ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচতে কোনওমতে ব্যাটার পোষাকের ভেতরে সেঁধিয়ে গেলাম। কিন্তু স্টিফানো, জাহাজডুবির পরে তুমি প্রাণে বাঁচলে কি করে?"



"মদের বোতলের একটা বাক্স মাঝিমাল্লারা জাহাজ থেকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল," স্টিফানো বলল, "সেই বাক্সের ওপর চেপে ভাসতে ভাসতে আমি এই দ্বীপে এসে উঠেছি। বলতে বলতে বোতল থেকে আরও খানিকটা মদ সে নিজে খেল, পুরোনো বন্ধু ট্রিংকুলোকেও খাওয়ালো।

"এবার তোমার কথা বলো," স্টিফানো তাকাল ট্রিংকুলোর দিকে, "তুমি কি করে এই দ্বীপে এলে?"

"হাঁসের মত সাঁতার কাটার ক্ষমতা আমার আছে তা ত জানো," ট্রিংকুলো বলল, "ঐ ভাবে সাঁতার কেটেই দ্বীপে এসে উঠলাম। কিন্তু উঠে দেখি আমি একা। ধারেকাছে চেনা কেউ নেই।"

"এতক্ষণ আপনাদের প্রেতাত্মা ভেবে ভুল করেছি," ট্রিংকুলো আর স্টিফানোকে মানুষের ভাষায় কথা বলতে দেখে ক্যালিবান সাহস পেয়ে বলল, "কিন্তু এখন দেখছি আপনারা বীর দেবতা।"

"নাও, হাঁ করো," বলে স্টিফানো এগিয়ে এসে ক্যালিবানের খোলা মুখের ভেতরে খানিকটা মদ ঢেলে দিল।

"আঃ কি চমৎকার।" মদটুকু গিলে তারিফ করল ক্যালিবান, "মা বলেছিল যারা চাঁদে থাকে তারা এমনই চমৎকার ওষুধ খায়। আপনার দু'জনেই কি চাঁদের দেবতা?"

"দানো হোক আর যাই হোক, ব্যাটা আসলে একটা আস্ত আহাম্মক।" বলল ট্রিংকুলো, "হ্যাঁরে ব্যাটাছেলে, আমরা চাঁদ থেকেই আসছি।" বলেই স্টিফানোর দিকে তাকাল ট্রিংকুলো, "স্টিফানো, তোমার কাছে এরকম বোতল আর ক'টা আছে বাপু?"

"আছে, অনেকগুলো আছে ভয় নেই," আশ্বাস দিল স্টিফানো, "ঠিক সময়মত বের করব। ওগুলো আমি পাহাড়ে একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি।"

ক্যালিবানের ততক্ষণে বেশ নেশা হয়েছে, স্টিফানোর দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে জড়ানো গলায় সে বলল, "হে চাঁদের দেবতা, আমি আপনার অনুগত ভক্ত প্রজা। এই দ্বীপের কোথায় কি আছে সব আমি আপনাকে দেখাব।"

"ব্যাটাছেলে একটা আস্ত অপদার্থ!" ক্যালিবানকে লক্ষ করে চাপাগলায় ট্রিংকুলোকে বলল স্টিফানো।

"তা ঠিক," সায় দিল ট্রিংকুলো, "তবে আমার মতে ওকে নিয়ে বেশি হাসিঠাট্টা না করাই ভাল।"

"ওহে আমার ভক্ত প্রজা, কোনরকমে হাসি চেপে ক্যালিবানকে গম্ভীরগলায় হুকুম দিল স্টিফানো,"ঢের হয়েছে, এবার তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।"

"তাই চলুন, প্রভু!" নেশা জড়ানো গলায় বলতে লাগল ক্যালিবান,"প্রভু প্রসপেরো! এতদিন অন্যায়ভাবে আমায় অনেক খাটিয়েছেন। আমি নতুন প্রভু পেয়ে



গেছি তাই আপনাকে এখান থেকেই বিদায় জানাচ্ছি। আপনার আর কোনও কাজ আমি করব না।"

মদের নেশায় মাতাল ক্যালিবান ট্রিংকুলো আর স্টিফানোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সাত

যুবরাজ ফার্দিনান্দকে কয়েকদিন গুহার ভেতরে আটকে রাখলেন প্রসপেরো। তারপরে কিছু কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে দিলেন তার ঘাড়ে। মিরান্দা যে ফার্দিনান্দের প্রেমে পড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তাঁর মনে। তাহলেও তাদের দু'জনকেই প্রসপেরো আরেকটু বাজিয়ে নিতে চান, পরস্পরের প্রতি তাদের এই আকর্ষণ কতটা দৃঢ় তা যাচাই করতে চান তিনি। সেইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়, এক মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষাও করছেন প্রসপেরো। ফার্দিনান্দকে কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ঢোকেন প্রসপেরো, পুরোনো পুথিপত্রের পাতা ওল্টালেও তাঁর কান থাকে সজাগ, ফার্দিনান্দ আর মিরান্দা কি কথা বলছে কান পেতে তাই শোনেন তিনি, আর নিজের মনে মুখ টিপে হাসেন।

এর মাঝে একদিন ফার্দিনান্দকে জঙ্গল থেকে অনেকগুলো ভারি কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনতে বললেন প্রসপেরো। গুহায় নিয়ে এসে কাঠের গুঁড়িগুলোকে সাজিয়ে রাখতেও বললেন।

কিন্তু হাজার হলেও ফার্দিনান্দ নিজে রাজার ছেলে, এত কঠিন দৈহিক পরিশ্রমের কাজ সে আগে কখনও করেনি, তাই কিছুক্ষণ কাজ করার পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফার্দিনান্দের অবস্থা দূর থেকে দেখে কষ্ট পেল মিরান্দা, তার ভারি দুঃখ হল। বাবার চোখ এড়িয়ে মিরান্দা এসে দাঁড়ায় ফার্দিনান্দের কাছে, তাকে সান্ত্বনা দেয়। গুহার বাইরে বেরিয়ে বন থেকে গাছের টাটকা ফল আর ঝর্ণার মিষ্টি জল এনে সে ফার্দিনান্দকে খাওয়ায়। মিরান্দাকে দেখামাত্র ফার্দিনান্দের সব দুঃখকষ্ট নিমেষে দূর হয়ে যায়।

"তুমি একটু জিরিয়ে নাও," ফার্দিনান্দকে পরিশ্রান্ত হতে দেখে তার কাছে এসে সহানুভূতি মেশানো গলায় বলে মিরান্দা, "বাবা এখন পড়ার ঘরে আছেন, তুমি বিশ্রাম নিলে তিনি টেরও পাবেন না।"

"বিশ্রাম নিলে ত ভালই হয়," জবাব দিল ফার্দিনান্দ, "কিন্তু এখনও হাতে অনেক কাজ জমে আছে, সেগুলো চটপট সেরে ফেলতে হবে।"

"কাজ জমে আছে তা ত আমিও জানি," বলল মিরান্দা, "আমি বলি কি তুমি একটু জিরিয়ে নাও, আমি এই ফাঁকে তোমার জমে থাকা কাজ কিছু করে দিচ্ছি।"



"ছিঃ, ছিঃ তা কি করে হয়!" ফার্দিনান্দ বাধা দেয়, "এমন সুন্দর নরম শরীর তোমার, জেনে শুনে আমি তোমায় এমন শক্ত কাজ করতে দিতে পারি না।"

ওদিকে প্রসপেরো অনেক আগেই যাদুবলে অদৃশ্য হয়ে ফার্দিনান্দ আর মিরান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। দু'জনের হাল্কা কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছেন আর মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসছেন।

"তুমি কাছাকাছি থাকলে কী যে ভাল লাগে তা বলে বোঝাতে পারব না," জমে থাকা কাজ গুছিয়ে ফেলতে ফেলতে মিরান্দার দিকে চোখ তুলে তাকাল ফার্দিনান্দ, "সত্যি বলছি আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, কিন্তু এখনও তোমার নাম কি তাই জানি না। তোমার নামটি কি গো 'সোনা'?"

"আমার নাম মিরান্দা," বলেই মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল মিরান্দা, "আমার বাবা কিন্তু তোমাকে আমার নাম বলতে মানা করেছেন, কিন্তু আমি বাবার মানা না শুনে তোমায় আমার নাম বলে দিলাম।"

"শুনলে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না মিরান্দা তবু জেনে রেখো আমি সত্যি সত্যি নেপলসের রাজার ছেলে ফার্দিনান্দ। কাঠের বোঝা বইবার মত এমন কঠিন কাজ আমি আর সইতে পারছি না। তবু তোমায় রোজ দু'চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি বলেই এই কষ্ট মুখ বুঁজে সয়ে যাচ্ছি।"

"ফার্দিনান্দ, তুমি কি আমায় সত্যিই ভালবাসো?" আবেগ জড়ানো গলায় জানতে চাইল মিরান্দা।

"হ্যাঁ মিরান্দা," জবাব দিল ফার্দিনান্দ, "তুমি ছাড়া আর কাউকেই আমি ভালবাসি না। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই, মিরান্দা! আমায় বিয়ে করলে তুমি নেপলসের যুবরাণী হবে।"

ফার্দিনান্দ তাকে বিয়ে করতে চায় শুনে আনন্দে তার সামনেই কেঁদে ফেলল মিরান্দা। চোখের জল মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি আমায় সত্যি সত্যি বিয়ে করলে আমার জীবন ধন্য হবে। আর তুমি আমায় বিয়ে না করলেও আমি শুধু তোমার সেবা করেই বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেব।"

কথা শেষ করে ওরা দু'জনে দু'জনের চোখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। খানিক বাদে হুঁশ হতে মিরান্দা বলল,"অনেকক্ষণ হল এখানে এসেছি বাবার লেখাপড়া খানিক বাদেই শেষ হবে। বাবা তখন তোমার কাজ দেখতে এখানে এসে হাজির হবেন। তার আগেই আমায় যেতে হবে, ফার্দিনান্দ! এখানে বসে আছি দেখলে বাবা আমার ওপর রেগেও যেতে পারেন।"



মেয়ের কথা শুনে চাপা হাসি ফুটল অদৃশ্য প্রসপেরোর ঠোঁটে।

★ ★ ★ ★ ★

স্টিফানো আর ট্রিংকুলোকে বনের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে ক্যালিবান। খানিক দূর যাচ্ছে ট্রিংকুলো আর স্টিফানো। তারপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে বোতল থেকে মদ ঢালছে গলায়। স্টিফানো আর ট্রিংকুলোর সঙ্গে দারুণ নেশা হয়েছে ক্যালিবানেরও।

"অ্যাই ব্যাটা মুখ্যু দানো!" জড়ানো গলায় ক্যালিবানকে বলল ট্রিংকুলো, "এতক্ষণ ধরে শুধু হাঁটিয়ে মারলি, কিন্তু তুই ছাড়া আর কাউকেই ত হাজির করতে পারলি না। এ দ্বীপে কি তুই ছাড়া আর কেউ নেই, নাকি বাকি যারা আছে তারা তোর চেয়েও মুখ্যু আর অপদার্থ?"

প্রচুর মদ খেয়ে ক্যালিবানের তখন এমনিতেই সাংঘাতিক নেশা হয়েছে, তার ওপর ট্রিংকুলো ঐভাবে বারবার খোঁচা দিয়ে কথা বলায় সে তার ওপর ভীষণ রেগে গেল।

"কিহে, চুপ করে আছো কেন?" ক্যালিবানকে বলল স্টিফানো, "আমার বন্ধু যা জানতে চাইতে তার জবাব দাও।"

"আমি আপনার অনুগত ভক্ত প্রজা," গদগদ গলায় স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান, "যদি বলেন আমি কোনও প্রতিবাদ না করে জিভ দিয়ে আপনার পা চাটতেও তৈরি আছি। কিন্তু আপনার ঐ বন্ধুর কোনও সেবা আমি করব না। লোকটা কাপুরুষ, একফোঁটা সাহসও ওর নেই।"

ক্যালিবানের কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল ট্রিংকুলো, সে যা-তা বলে গালাগাল করতে লাগল ক্যালিবানকে। ক্যালিবান মুখ বুঁজে রইল না, নেশার ঘোরে সেও মুখে যা এল তাই বলে পাল্টা গালিগালাজ করল ট্রিংকুলোকে। ট্রিংকুলোর এই ব্যবহার দেখে স্টিফানো তার ওপর খুব রেগে গেল। ক্যালিবানকে এভাবে যা-তা বলে গালাগাল দিতে সে মানা করল তাকে। স্টিফানো তার পক্ষ নিয়ে নিজের বন্ধুকে হুঁশিয়ার করছে দেখে খুশি হল ক্যালিবান। ঘাড় হেঁট করে সে তাকে বলল, "এক অত্যাচারী যাদুকর এতদিন আমাকে তার চাকর বানিয়ে রেখেছিল। মা মারা যাবার সময় আমাকে এই দ্বীপের মালিকানা দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ অত্যাচারী যাদুকর তার যাদুর সাহায্যে আমার কাছ থেকে এই দ্বীপ কেড়ে নিয়েছে।"

এরই মাঝে এরিয়েল এসে সেখানে হাজির হয়েছে, আড়াল থেকে সে এদের সব কথাবার্তা শুনছে। ক্যালিবানের কথা শেষ হতে না হতে সে "চুপ করো মিথ্যেবাদী। তুমি মিথ্যে বলছ!" বলে তাকে ধমকে উঠল। এরিয়েল অদৃশ্য। তাকে দেখতে না পেয়ে স্টিফানো ধরে নিল ট্রিংকুলোই ক্যালিবানকে মিথ্যেবাদী বলে গালি দিচ্ছে।



স্টিফানো দু'চোখ পাকিয়ে তার বন্ধুকে বলল, "ওহে ট্রিংকুলো, তুমি এতক্ষণ ধরে যাকে দানো বলছ সে আমার ভক্ত প্রজা তা যেন ভুলো না। তুমি আবার ওকে যা-তা বললে আমি কিন্তু মুখ বুঁজে থাকব না, এক ঘুঁষিতে তোমার দাঁত ফেলে দেব।"

"নেশার ঘোরে কি যা-তা সব বলছ?" অবাক হয়ে বলল ট্রিংকুলো, "তোমার ভক্ত প্রজা মানে এই অপদার্থ দানোটাকে আমি একবারও মিথ্যেবাদী বলিনি।"

"বেশ, বলোনি ত চুপ করো," স্টিফানো বলল,"এবারে আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ এগিয়ে চলো।"

"তারপর যা বলছিলাম," স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান,"অত্যাচারী যাদুকর প্রসপেরো আমার কাছ থেকে এই দ্বীপ কেড়ে নিয়ে নিজেই এখানকার মালিক হয়ে বসেছে। ঐ যাদুকর আমায় শুধু তার প্রজা নয়, চাকর বানিয়ে ছেড়েছে। দিনরাত ইচ্ছেমত সে আমায় খাটায়। প্রভু, আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার অনুগত সেবক। আমার অনুরোধ ঐ যাদুকর আমার ওপর এতদিন যে অত্যাচার চালিয়েছে আপনি তার প্রতিশোধ নিন। যাদুকরের শক্তির সঙ্গে লড়াই করার সাহস বা ক্ষমতা কোনওটাই আমার নেই বলেই আপনাকে অনুরোধ করছি, প্রভু!"

"তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পেরেছি।" বলল স্টিফানো, "সব শুনে আমারও খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু মুশকিল হল সেই যাদুকর কোথায় থাকে তা ত আমি জানি না।"

"আমি নিজে পথ দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে যাব তার গুহায়," আগ্রহভরা গলায় বলল ক্যালিবান "ও যখন ঘুমিয়ে পড়বে সেইসময় আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাব আপনি ইচ্ছে করলেই তখন তাকে বধ করতে পারবেন।"

"কীভাবে বধ করব কিছু ভেবেছো?" জানতে চাইল স্টিফানো।

"এ আর এমন কি শক্ত কাজ।" ক্যালিবান হাসল, "হাতুড়ির ঘা মেরে আপনি জাদুকরের মাথায় কয়েকটা বড় পেরেক ঠুকে দেবেন। তাতেই ঘুমের মধ্যে ওর দফা রফা হবে। যাদুকর মরে গেলে আপনিই হবেন এই দ্বীপের একমাত্র মালিক আর প্রভু, আমি তখন মন প্রাণ দিয়ে আপনার সেবা করব।"

"তুমি আবার মিথ্যে বলছ!" আড়াল থেকে ক্যালিবানের মতলব কানে যেতে এরিয়েল বলে উঠল, "এমন কাজ তুমি মোটেও করে উঠতে পারবে না।"

ক্যালিবান এরিয়েলকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই এবারও ধরে নিল ট্রিংকুলোই আবার তাকে মিথ্যেবাদী বলে গাল দিচ্ছে। ভীষণ রেগে সে স্টিফানোর দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখুন প্রভু, আপনি মানা করা সত্ত্বেও আপনার এই বন্ধু আমায় আবার মিথ্যেবাদী বলে গাল দিচ্ছে। আপনি ওকে আচ্ছা করে কয়েক ঘা দিন। তারপরে ওর হাত থেকে



ঐ বোতলটা কেড়ে নিন। এই দ্বীপে মিষ্টি জলের ঝর্ণাও আছে কিন্তু সে জায়গাটা আমি ওকে দেখাব না।"

"বারবার মানা করা সত্ত্বেও আবার তুমি আমার এই ভক্ত প্রজার পেছনে লাগছ, ট্রিংকুলো?"পুরোনো বন্ধুকে ধমকে উঠল স্টিফানো, "তোমায় শেষবার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি ফের ওকে মিথ্যেবাদী বললে আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ব না, এমন মার মারব তখন বুঝবে ঠ্যালা।"

"শুধু শুধু আমায় ধমকাচ্ছো কেন?" স্টিফানোর দিকে অবাক চোকে তাকাল ট্রিংকুলো, "আমি ত ওকে মিথ্যেবাদী বলিনি। তাহলে?"

দু'বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া লাগাতে এরিয়েল আড়াল থেকে আবার বলে উঠল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"কি, আমি মিথ্যে কথা বলছি।" কথাটা ট্রিংকুলোই বলল আঁচ করে স্টিফানো তেড়ে এল তার দিকে, "ব্যাটা রাজসভার ভাঁড়, ছুঁচো কোথাকার! দাঁড়া তোর মজা বের করছি!" বলে মনের সুখে সে ট্রিংকুলোকে মারল।

"আবার ওকে মিথ্যেবাদী বলে দ্যাখো," বন্ধু ট্রিংকুলোকে আরেক ঘা দিয়ে বলল স্টিফানো, "আবার আমি তোমায় মারব। কয়েকটা দাঁত আমি নাড়িয়ে দেব তা আগেই বলে রাখছি।"

"আবার বলছি স্টিফানো," ট্রিংকুলো বলল, "তোমার ভক্ত এই অপদার্থ আহাম্মকটাকে আমি একবারও মিথ্যেবাদী বলিনি। আসলে বেশিরকম মদ গিলে ফেলেছো তাই তোমার নিজেরই মাথার ঠিক নেই, তার ওপর বাইরে থেকে নিশ্চয়ই আর কারও গলায় ঐ একই গালি বারবার শুনতে পাচ্ছে। আমি নিশ্চিত এই অপদার্থ দানোর মাথার ভেতরে কোনও শয়তান বাসা বেঁধেছে, নিশ্চয়ই সেই শয়তান ব্যাটাই বারবার মিথ্যেবাদী বলে ওকে গালি দিচ্ছে।"

"এখুনি ওকে রেহাই কেন দিলেন, প্রভু?" ট্রিংকুলোকে ইশারায় দেখিয়ে স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান, "ওকে আরও কয়েক ঘা দিন, তারপরে আমিও আচ্ছা করে মারব।" এরিয়েল সব দেখছে, সে আবার ট্রিংকুলোর গলা নকল করে ক্যালিবানকে গাল দিল মিথ্যেবাদী বলে। সেই গালি শুনে আবার রেগে গেল স্টিফানো, ট্রিংকুলোকে মারধর করে তাড়িয়ে দিল সে। তারপরে ক্যালিবানের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার সেই অত্যাচারী যাদুকরের কথা যা বলছিলে খুলো বলো।"

"তাহলে মন দিয়ে যা বলি শুনুন," ক্যালিবান আগ্রহ ভরে বলতে লাগল, "সেই অত্যাচারী যাদুকর প্রসপেরো রোজ বিকেলে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঐসময় ওর গুহায় ঢুকে ওর যাদুবিদ্যার পুঁথিগুলো আগে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঐ পুঁথিগুলো নাগালের বাইরে চলে গেলেই ব্যাটার সব শক্তি চলে যাবে। ব্যাটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে ঠিক



সেইসময় ভারি কিছু দিয়ে এক ঘা মেরে আপনি ওর মাথার খুলি ফাটিয়ে দিতে পারেন, নয়ত ছুরি দিয়ে কেটে দু'ফাঁক করে দিতে পারেন ওর গলার শ্বাসনালী।"

"শুধু শুধু লোকটাকে খুন করে আমায় লাভ," বলল স্টিফানো, "ওর কাছে প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে কিনা বলতে পারো?"

"ধনসম্পত্তি কি আছে জানি না," ক্যালিবান বলল, "তবে ওর কাছে প্রচুর বাসনপত্র আছে জানি। ব্যাটা যাদুকর প্রায়ই বলে, এই দ্বীপে নিজের বাড়িঘর তৈরী করে ঐসব বাসনপত্র রাখবে বাড়ির রান্নাঘরে। তবে এমন এক সম্পদ ব্যাটার আছে টাকাকড়ির চেয়ে যা অনেক বড়।"

"সেটা কি জিনিস?" জানতে চাইল স্টিফানো।

"জিনিস না প্রভু," গদগদ হয়ে জবাব দিল ক্যালিবান, "আমি যাদুকরের মেয়ে মিরান্দার কথা বলছি। এমন সুন্দর দেখতে মেয়ে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। যাদুকরকে খুন করে যদি ওর মেয়ের সঙ্গে রাত কাটাতে পারেন তাহলে সুন্দর আর সাহসী সন্তানের বাবা হতে পারবেন।"

"তুমি যখন চাইছো তখন তোমার ইচ্ছেমতই আমি কাজ করব," ফের আরেক ঢোক মদ গিলে বলল স্টিফানো, "যাদুকর ব্যাটা বিকেলবেলা যখন পড়ে পড়ে ঘুমোবে সেইসময় তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ওর আস্তানায়। সেখানে পৌঁছে তুমি ওর যাদুবিদ্যের পুঁথিগুলো আগে খুঁজে বের করে দেবে, গুহার বাইরে নিয়ে এসে আমি আগে সেগুলো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব, তারপরে যাদুকরকে খুন করে ওর মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনব বাপের আস্তানা থেকে। যাদুকর মরে গেলে তখন আমিই হব এই দ্বীপের রাজা আর যাদুকরের মেয়ে আমার রানী। ট্রিংকুলো আর তুমি, তোমরা দু'জনে হবে আমার অমাত্য। আমার হুকুমে তোমরা এই রাজ্য চালাবে। ওফ্, যা মতলব ভেঁজেছি তাকে খাড়া করতে পারলে আমায় আর পায় কে!"

ঠিক তখনই বেহায়ার মত টিংকুলো আবার এসে হাজির হল সেখানে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর স্টিফানোর তখন আর তার ওপর রাগ নেই, অত্যাচারী যাদুকরকে খুন করে এই দ্বীপের রাজা হয়ে বসার যে মতলব সে আর ক্যালিবান এঁটেছে তা সে খুলে বলল ট্রিংকুলোকে। শুনে ট্রিংকুলো বলল, "বাঃ, খাসা মতলব এঁটেছো হে, তোমার বুদ্ধিকে তারিফ না দিয়ে পারছি না।"

"আমি এই দ্বীপের রাজা হয়ে বসলে তোমায় কিন্তু আমার সভায় ভাঁড় হতে হবে না ট্রিংকুলো," স্টিফানো বলল, "তুমি আর এই ব্যাটা দানো দু'জনেই হবে আমার সভার অমাত্য। বলো, তুমি রাজি?"

"একশোবার রাজি," বলল ট্রিংকুলো।



"খানিক আগে তোমায় আচ্ছা করে কয়েক ঘা দিয়েছি বলে দুঃখিত," ট্রিংকুলোর হাতে হাত মিলিয়ে বলল স্টিফানো, "কিন্তু তুমিও কথা দাও যে আমার এই ভক্ত প্রজাকে যখন তখন আর যা তা বলবে না, আমার সামনে ওর পেছনে আর লাগবে না!"

"কথা দিচ্ছি স্টিফানো," বলল ট্রিংকুলো, "আমি আর ওকে আগের মত যা তা বলব না!"

"আর বড়জোর আধঘন্টা," আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল ক্যালিবান, "তারপরেই অত্যাচারী যাদুকর প্রসপেরো ঘুমিয়ে পড়বে। আপনি কি তখন তাকে খুন করবেন, প্রভু?"

"নিশ্চয়ই।"

'দাঁড়াও, তোমার মতলব আমি ভেস্তে দিচ্ছি,' আড়াল থেকে অদৃশ্য এরিয়েল বলে উঠল, 'আমি এক্ষুনি গিয়ে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা আমার প্রভুকে জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।'

নিজেদের মতলব কীভাবে হাঁসিল করবে তা নিয়ে ওরা তিনজনে তখন এতই মত্ত হয়ে উঠেছে যে এরিয়েলের কথা তারা কেউ শুনতে পেল না।

"আজ আমাদের ভারি খুশির দিন, প্রভু," স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান, "আসুন, এবার একটু ফূর্তি করা যাক।"

"তাই হোক তবে," বলে আবার গলায় মদ ঢালল স্টিফানো, তার দেখাদেখি মদ গিলল ট্রিংকুলো, সবশেষে ক্যালিবানের গলাতেও খানিকটা মদ ঢেলে দিল তারা। মদের নেশায় তিনজনে এবার বেসুরো গলায় গান গাইতে শুরু করল। খানিক বাদে গান থামিয়ে ক্যালিবান বলে উঠল, "আমাদের গানের সুর ঠিক হচ্ছে না।" সেকথা শুনে এরিয়েল তার অদৃশ্য অনুচরদের ইশারা করল, তার ইশারা পেয়ে তারা সবার নজর এড়িয়ে বাঁশি আর ঢোল বাজিয়ে ঠিক সুর বাজাতে লাগল।

"এটাই আমাদের গানের সঠিক সুর," কান পেতে কিছুক্ষণ শুনে বলল ট্রিংকুলো, "নিশ্চয়ই কেউ অদৃশ্য হয়ে এই সুর বাজাচ্ছে।"

"প্রভু, আপনি কি ভয় পেয়েছেন?" স্টিফানোকে প্রশ্ন করল ক্যালিবান।

"না, ভক্ত আমার," জবাব দিল স্টিফানো, "আমি একটুও ভয় পাইনি।"

"আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই প্রভু," ক্যালিবান বলল, "যে শব্দ আর বাতাস আঘাত না করে মনকে আনন্দ দেয় তেমনই সব সুগন্ধি শব্দ আর বাতাস ভেসে বেড়ায় এই দ্বীপে। একইসঙ্গে অনেক বাজনার আওয়াজ আর সমবেত গলায় গান শুনতে পাই। কিন্তু সে গান আর বাজনা কে বা কারা গাইছে আর বাজাচ্ছে তা জানতে পারি না। কারণ তাদের চোখেই দেখা যায় না। আবার একেক সময় এমন



অদ্ভুত গলা কানে আসে যা শুনলেই ঘুম পায়। এরপরে আছে স্বপ্ন দেখা। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখি, যেমন দেখি আমি মেঘের ভেতর ভাসতে ভাসতে চলেছি।"

"তোমার মুখে এসব শুনে মনে হচ্ছে এই দ্বীপ সত্যিই একটা ভাল রাজ্য," বলল স্টিফানো, "তোমার মত আমিও বিনে পয়সায় এসব গান বাজনা শুনতে পাব।"

"সে ত নিশ্চয়ই," বলল ক্যালিবান, "তবে তার আগে যাদুকর প্রসপেরোকে খতম করতেই হবে, নইলে এসব কিছুই পাবেন না।"

"হ্যাঁ, সেকথা আমার মনে আছে," বলল স্টিফানো, "একে একে সব হবে।"

"খানিক আগের বাজনার আওয়াজটা কেমন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে খেয়াল করেছো?" ট্রিংকুলো খানিকটা মদ গলায় ঢেলে বলল, "চলো, আমরা আগে ঐ আওয়াজের পিছু নিই, দেখি ওটা কোথায় কতদূর পর্যন্ত যায়, যাদুকরের ব্যবস্থা না হয় তারপরে করা যাবে।"

"ওহে! তুমি আগে আগে যাও," ক্যালিবানকে বলল স্টিফানো, "আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। আমি ট্রিংকুলোর পেছন পেছন আসছি।"

আট

ওদিকে রাজপুত্র ফার্দিনান্দকে তাঁর বাবা রাজা অ্যালোনসো আর তাঁর সঙ্গিরা দ্বীপের সবখানে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ এইভাবে খোঁজাখুঁজি করে রাজা অ্যালোনসো আর বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। দ্বীপের ভেতরে ঘন গাছগাছালিতে ছাওয়া একটি জায়গায় বিশ্রাম নিতে রাজা সবাইকে নিয়ে বসে পড়লেন। খানিক বাদে রাজা অ্যালোনসো হতাশভাবে বললেন, "মনে হচ্ছে আমরা শুধু শুধু রাজকুমারকে এভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছি, ফার্দিনান্দ সাঁতরে তীরে ওঠার আগেই জলে ডুবে মারা গেছে।"

"রাজা যে হতাশ হয়েছেন এতে আমাদের ভালই হবে," ডিউক অ্যান্টোনিও রাজার ভাই সেবাস্টিয়ানের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, "আমরা যে মতলব এঁটেছিলাম তা কিন্তু ভুলে যাবেন না। আজ রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা আমাদের মতলব হাঁসিল করব।"

প্রসপেরোর নির্দোষ অশরীরী এরিয়েল আর তার অদৃশ্য অনুচরেরা সবার ওপর নজর রাখছে, কে কি বলাবলি করছে সব টের পাচ্ছে তারা। অ্যান্টোনিওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ভেসে এল অদ্ভুত গম্ভীর লয়ে বাজনার সুর। কোথা থেকে ভেসে আসছে বাজনার আওয়াজ এঁরা বুঝতে পারলেন না। এরপরে এরিয়েলের অদৃশ্য অনুচরেরা অদ্ভুত সাজে সেজে সবার জন্য প্রচুর খাবার দাবার আর পানীয় নিয়ে এল,



রাজা অ্যালোনসোকে অভিবাদন করে তাঁর সামনে ঐসব খাবারদাবার সাজিয়ে রেখে কিছুক্ষণ নিজেদের ইচ্ছেমত নাচগান করল সবাই, তারপরে এক এক করে সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তারা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সেই অদ্ভুত বাজনার সুর।

"ব্যাপার কি, বলুন ত?" গঞ্জালোর দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, "ঐসব কিম্ভুত চেহারার জীব যে সবাই বিদেহী প্রেতাত্মা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অদ্ভুত সুরে বাজনা, নাচগান এতসব খাবারদাবার, এসবের মানে কি? এমন কি আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে যেজন্য ওরা আমাদের এভাবে আপ্যায়ন করছে?"

"বিদেহী প্রেতাত্মা হলেও এদের সমবেত নাচগান আর ঐ বাজনা সত্যিই মনকে মুগ্ধ করে," বললেন গঞ্জালো, "আমার মনে হচ্ছে এই প্রেতাত্মারাই এই দ্বীপের বাসিন্দা। আমরা বিপন্ন অবস্থায় এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছি বলেই হয়ত ওরা আমাদের জন্য এতসব খাবার আর পানীয় নিয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, এসব ঘটনা দেশে ফিরে গিয়ে যখন বলব তখন কেউ তা বিশ্বাস করবে না। মহারাজ, প্রেতাত্মা হলেও এরা যে মানুষের চেয়ে অনেক সভ্য আর অতিথিপরায়ণ তা আপনাকে মানতেই হবে। আমাদের ওপর দয়া হয়েছে বলেই না এরা এতসব খাবারদাবার নিয়ে এসেছে!"

এরিয়েলকে নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি প্রসপেরো, অদৃশ্য হয়ে এসে হাজির হয়েছেন রাজা অ্যালোনসের সামনে। গঞ্জালোর কথা শুনে হাসলেন তিনি। আপনমনে বললেন, "বন্ধু গঞ্জালো, আপনি কি জানেন আপনাদের মধ্যে এমন কয়েকজন লোক আছেন যারা শয়তানের চেয়েও নীচ আর জঘন্য?" কিন্তু প্রসপেরোকে এই মুহূর্তে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তাই তাঁর মন্তব্যও কেউ শুনতে পেল না।

"মহারাজ," গঞ্জালো রাজাকে বললেন, "আমরা ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত, আপনার নিজেরও একই অবস্থা। এবার আপনি অনুমতি দিলে আমরা খাওয়া শুরু করতে পারি।"

"নিশ্চয়ই," রাজা অ্যালোনসো হাত নেড়ে সায় দিলেন, "আসুন, আমরা খেতে শুরু করি।" কিন্তু তিনি খাবারে হাত দেবার আগেই আচমকা আকাশ ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকালো, সেইসঙ্গে কানফাটানো আওয়াজে বাজ পড়ল। সেই প্রচণ্ড আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই দানবী হারপির রূপ ধরে এরিয়েল এসে সেখানে হাজির হল। পৌরাণিক গল্পগাথার দানবী হারপির যে রূপের বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় তার ঘাড় থেকে মাথা যুবতী নারীর, তার নিচে পা পর্যন্ত এক বিশাল পাখির — তার বিশাল দুটি ডানা, আর দু'পায়ের ধারালো নখের দিকে চোখ পড়তে রাজা অ্যালোনসো আর তাঁর সঙ্গিরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। এমন ঘটনা ঘটবে তা স্বপ্নেও



ভাবেননি তাঁরা। এরপরে তাঁদের সবাইকে চমকে দিয়ে জোরে পাখির বিশাল ডানা দু'টি ঝাপটালো হারপিবেশী এরিয়েল, সঙ্গে সঙ্গে রাজার সামনে সাজিয়ে রাখা সেইসব খাবার আর পানীয় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

"এখানে তোমাদের মধ্যে এমন তিনজন আছে যাদের পাপের সীমা নেই," গম্ভীরগলায় বলে উঠল দানবী হারপি, "অমোঘ নিয়তিই তোমাদের টেনে নিয়ে এসেছে এই নির্জন দ্বীপে। তোমরা মানুষের সমাজে থাকার অযোগ্য। যে মহাপাপ তোমরা করেছো তার জন্য শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে, তা থেকে কেউ নিস্তার পাবে না। আমি তোমাদের এমন বিভ্রান্ত করে তুলব যার ফলে তোমরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে, সে সময় আসতে দেরি নেই।"

রাজা অ্যালোনসো তাঁর ভাই সেবাস্টিয়ান আর ডিউক অ্যান্টোনিও খাপ থেকে তলোয়ার বের করে তেড়ে যেতেই হারপিবেশী এরিয়েল ধমকে বলে উঠল, "থামো মূর্খের দল! খাপ থেকে তলোয়ার বের করে কোনও লাভ হবে না। তলোয়ারের ঘায়ে আমার একটি পালকও খসাতে পারবে না। যাক, এবার শোন তোমাদের পাপের কাহিনী — মিলানের ডিউক মহান প্রসপেরো আর তাঁর কচি বাচ্চা মেয়ে মিরান্দাকে তোমরা অতীতে একদিন গাছের গুঁড়ির পচা খোল-এ চাপিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে দেশ থেকে, ভেবেছিলে জলে ডুবে মারা যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা ছিল তাঁদের ওপরে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁরা আশ্রয় নিলেন এই দ্বীপে। শোন রাজা, অতীতের সেই পাপের জন্যই তোমাদের জাহাজ ডুবে গেছে, সবাইকে হারিয়ে তোমাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে এই দ্বীপে। এও জেনো, তোমার ছেলে যুবরাজ ফার্দিনান্দ সাগর জলে ডুবে মারা যায়নি, সে এখনও বেঁচে আছে। তোমার অতীতের পাপের ফলে অনেক কষ্ট পেতে হচ্ছে তাকে, সেই দুঃখের পালা শেষ হলে আবার তুমি তাকে ফিরে পাবে।" দানবীর কথা শেষ হতে আবার বাজ পড়ার আওয়াজ হল, তারপরেই অদৃশ্য হল দানবী হারপিবেশী এরিয়েল।

"ধন্যবাদ এরিয়েল," অদৃশ্য অবস্থায় প্রসপেরো এরিয়েলকে বললেন, "চমৎকার অভিনয় করেছো তুমি। তোমার কথায় আমার শত্রুরা এবার মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হবে। ওরা এখন এখানে যেমন আছে থাক, এই ফাঁকে আমি গুহায় ফিরে চললাম। বেচারা ফার্দিনান্দ এতদিন মুখ বুঁজে অনেক কষ্ট সয়েছে, এবার তার কথা ভাববার সময় এসেছে।"

"কী ভয়ানক! কী ভয়ংকর!" আপনমনে বলে উঠলেন রাজা অ্যালোনসো, "অতীতে বিচার-বিবেচনা না করে যে পাপ করেছিলাম, দানবী হারপি খানিক আগে নিজে মুখে সেকথা আমায় মনে করিয়ে দিল। দানবী বলেছে আমার ছেলে এখনও বেঁচে আছে, তাঁকে খুঁজে বের করতে আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। ছেলেকে জীবিত



খুঁজে না পেলে সে যেখানে শুয়ে আছে তার পাশেই আমিও শুয়ে পড়ব। ওঃ প্রসপেরো! ঢেউ-এর গর্জনে, বাতাসের শনশনাতিতে আর বজ্রের নির্ঘোষে উচ্চারিত হচ্ছে সেই একটি নাম প্রসপেরো। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকেও খুঁজে বের করব!"

"খুঁজে বের করলেও আমি তাকে হত্যা করব," বলে উঠলেন রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান। "আর সেকাজে আমিও তোমায় সাহায্য করব," বললেন ডিউক অ্যান্টোনিও। তাঁরা দু'জনেও রাজা অ্যালোনসোর সঙ্গে এগোলেন।

"দেহের ভেতরে বিষের ক্রিয়া শুরু হবার মতই শুরু হয়েছে এঁদের অতীত পাপের প্রতিক্রিয়া, আর তাই এঁরা সাংঘাতিক কিছু করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন," বলে বাকি সবার দিকে তাকালেন গঞ্জালো, "অপেক্ষা করার সময় নেই, তেমন কিছু করে বসার আগেই ওঁদের যেভাবে হোক থামাতে হবে।"

"বেশ," অমাত্য অ্যাড্রিয়ান বললেন, "চলুন, আমরাও যাচ্ছি ওঁদের সঙ্গে।"

নয়

"তুমি অনেক কষ্ট করেছো, ফার্দিনান্দ," গুহার ভেতরে মুখোমুখি বসে ফার্দিনান্দকে বললেন প্রসপেরো, "স্বীকার করছি আমি তোমার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছি, অনেক রূঢ় কথাও বলেছি। কিন্তু জেনো, শুধু তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আমি এসব করেছি। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো। আমার মেয়ে মিরান্দাকে যে তোমার পছন্দ হয়েছে তা আমি জানি। তাই আমি ঠিক করেছি ওকে তোমারই হাতে সঁপে দেব। মিরান্দা যে স্ত্রীরত্ন তা ভবিষ্যতে তুমি নিজেই বুঝতে পাবে।" মিরান্দা বসেছিল প্রসপেরোর গা ঘেঁষে, বাবার কথা শুনে লজ্জা আর খুশিতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। এরপরে আড়ালে গিয়ে প্রসপেরো এরিয়েলকে ডেকে বললেন, "এবার রাজা অ্যালোনসো আর তাঁর সঙ্গিদের এই গুহায় নিয়ে এসো"।

"তাই আনব প্রভু," ঘাড় হেঁট করে জবাব দিল এরিয়েল।

"তার আগে অবশ্য আরেকটা কাজ বাকি আছে," বলে চুপি চুপি এরিয়েলকে কিছু নির্দেশ দিলেন তিনি। এরিয়েল সেই নির্দেশ পালন করতে তখনই অদৃশ্য হল। এরপরে জাদুবলে প্রসপেরো এক নাচগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন, যাদুর সাহায্যে দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী জুনো, ফসলের দেবী সিরিস, আর রামধনুর দেবী ইরিস, এঁদের তিনজনকে আবাহন করলেন প্রসপেরো। তাঁর আবাহনে সাড়া দিয়ে এঁরা আবির্ভূত হলেন। কয়েকজন জলপরী, আর স্বর্গের নর্তক-নর্তকীও এলেন তাঁদের সঙ্গে। সবার নাচগানের মধ্যে স্বর্গের মিরান্দা আর ফার্দিনান্দের সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করে স্বর্গের দেবীরা আর্শীবাদ করলেন। অনুষ্ঠান শেষ হতে স্বর্গের তিন দেবী



আর তাঁদের সঙ্গিরা অদৃশ্য হলেন। তার খানিক বাদে এরিয়েলকে স্মরণ করলেন প্রসপেরো।

"ক্যালিবান আর তার সঙ্গিরা যে আমার হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছে তা ভুলেই গিয়েছিলাম," বললেন প্রসপেরো, "এবার ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে। এরিয়েল, এই মুহূর্তে ওরা কি করছে?"

"ক্যালিবান আর তার দুই সঙ্গি স্টিফানো আর ট্রিংকুলো, প্রচুর মদ খেয়ে তিনজনেই এখন মাতলামো করছে, প্রভু", বলল এরিয়েল, "মাতলামোর ফাঁকে বারবার ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা বুক ফুলিয়ে জাহির করছে। আমার অনুচরেরা গানবাজনার মায়াজাল তৈরি করে ওদের তিনজনকে পচা পাঁকে ভর্তি একটা ডোবার ধারে নিয়ে গেছে। এখন ওরা সেখানেই মাতাল অবস্থায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।"

"তোমার অনুচরেরা খাসা কাজ করেছে, এরিয়েল," প্রসপেরো গম্ভীর গলায় বললেন, "কিন্তু এবার ওদের উচিত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে, তাই আমি নির্দেশ দিচ্ছি তুমি ওদের তিনজনকে একসঙ্গে এনে হাজির করো এখানে।"

"তাই করছি, প্রভু," বলে অদৃশ্য হল এরিয়েল। প্রসপেরো এবারে গুহার ভেতরে ঢুকে মিরান্দা আর ফার্দিনান্দকে বললেন, "তোমরা দুজনে বিশ্রাম নাও। আমার মনটা বিশেষ কোনও কারণে বড্ড অশান্ত হয়ে আছে, তাই আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসছি।" বলে প্রসপেরো গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

গুহার বাইরে আপনমনে পায়চারি করছেন প্রসপেরো, চাপা উত্তেজনায় কুঁচকে উঠেছে তাঁর ঘন কাঁচাপাকা ভুরুজোড়া। তীক্ষ্ণচোখে চারপাশে তাকিয়ে কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছেন। প্রসপেরোর আহ্বানে খানিক বাদে এরিয়েল এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। এরিয়েলকে কিছু বলতে যাবেন প্রসপেরো এমনই সময় পায়ের আওয়াজ কানে যেতে তিনি চমকে উঠলেন, পরমুহূর্তে এরিয়েলের সঙ্গে তিনিও যাদুবলে অদৃশ্য হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্টিফানো, ট্রিংকুলো আর ক্যালিবান তিনজনে টলতে টলতে এসে হাজির হল সেখানে।

"দোহাই, আপনারা পা টিপে টিপে সাবধানে আসুন," সঙ্গি দু'জনকে বলল ক্যালিবান, " আপনাদের পায়ের আওয়াজ গুহার ভেতরে দুষ্টু যাদুকরের কানে গেলে কিন্তু মুশকিল হবে। ও তখন সব টের পেয়ে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে, তখন যে কাজে এখানে এসেছি তা হাসিল করা যাবে না।"

"কিন্তু ওহে আমার ভক্ত প্রজা," ক্যালিবানের দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে বলল স্টিফানো, "তুমি যে সুন্দরীর কথা বলেছিলে তাকে ধারেকাছে দেখছি না কেন! সেকি লুকোচুরি খেলছে আমাদের সঙ্গে?"



"দয়া করে আপনারা ধৈর্য ধরুন।" ক্যালিবান বলল, "আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। কথা দিচ্ছি সেই সুন্দরীকে আমি তুলে দেব আপনাদেরই হাতে। যতক্ষণ না রাত দুপুর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দয়া করে দু'জনেই চুপ করে থাকুন। কথাবার্তা যা বলার ফিসফিস করে বলুন। এবার পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে গুহার দিকে আসুন।"

"কিন্তু আমার সেই মদের বোতলগুলো, ওগুলো কি হবে?" চাপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল স্টিফানো, "ওগুলো যে সেই পচা পাঁকের ডোবার ধারে ফেলে এসেছি।"

"দোহাই আপনার, দয়া করে চুপ করুন," বলল ক্যালিবান, "শুনতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আগে গুহায় ঢুকে তাকে খতম করুন। তারপরে না হয় কষ্ট করে বোতলগুলো ঐ ডোবার ধার থেকে তুলে নিয়ে আসবেন। যান, গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ুন।" কিন্তু গুহার ভেতরে ঢুকতে তখন স্টিফানোর কোনও আগ্রহ নেই, তার নজর পড়েছে সামনের একটি গাছের দিকে। প্রসপেরোর নির্দেশে এরিয়েলের অনুচরেরা সেই গাছের ওপর এমনই মায়ার প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে এরা তিনজন স্পষ্ট দেখছে হরেক রকম বাহারি সুন্দর সুন্দর পোষাক ঝুলছে সেই গাছের একেকটি ডালে। স্টিফানো আর ট্রিংকুলো পোষাকগুলো পেড়ে নিতে এগিয়ে গেল সেই গাছের দিকে।

"তোমরা শুনতে পাচ্ছো?" ট্রিংকুলো আর ক্যালিবানকে লক্ষ করে গলা চড়িয়ে বলল স্টিফানো, দেখেছো কেমন বাহারি পোষাক ফলেছে গাছে! আমারই জন্য ওসব পোষাক ফলের মত ফলেছে, এসব পোষাক আমার একার, আর কারও নয়।"

"হে মহান রাজা স্টিফানো," গদগদ গলায় বলল ট্রিংকুলো, "এ গাছের সব পোষাক আমরাই হাতিয়ে নেব।"

"তা ত নেবই, কিন্তু তার আগে," বিড়বিড় করতে করতে ক্যালিবানকে গলা চড়িয়ে বলল স্টিফানো, " অ্যাই ব্যাটা অপদার্থ দানো, পচা ডোবার ধারে যেখানে আমার মদের বোতলগুলো অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, এগাছের পোষাকগুলো নিয়ে চল্ সেখানে। ভাল চাস ত আমার হুকুম তামিল কর, নয়ত বলে দিচ্ছি তোকে আমার রাজ্য থেকে মারতে মারতে দূর করে দেব।"

"মহারাজ, দোহাই আপনার, আগে আমার কথা মন নিয়ে শুনুন," নাকি গলায় বলল ক্যালিবান, "এসব পোষাক যে আপনার তা তো আমরা সবাই জানি, এগুলো খানিকবাদে আমি একাই পেড়ে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে যে কাজের মতলব এঁটেছেন সেটা হাসিল করুন।"

"চোপ্! ব্যাটা অপদার্থ আহাম্মক দানো!" ক্যালিবানকে ধমকে উঠল স্টিফানো, "তোর এত বড় বেড়েছে যে আমার মুখের ওপর কথা বলছিস? ভাল চাস্ ত ঐ



পোষাকগুলো গাছ থেকে পেড়ে আন্, নয়ত এই দ্বীপের রাজা হবার পরে তোকে আমার অমাত্য করব না, ঘাড় ধরে দূর করে দেব এখান থেকে।"

স্টিফানোর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এরিয়েলের নির্দেশে তার অদৃশ্য অনুচরেরা শিকারী আর কুকুর সেজে তেড়ে এল।

"জোরে! আরও জোরে দৌড়োও সবাই!" আড়াল থেকে শিকারী আর কুকুরদের হুকুম দিলেন প্রসপেরো, "বদমাসগুলোকে উচিত শিক্ষা দাও!"

শিকারী আর তাদের কুকুরদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে ক্যালিবানের সঙ্গে একসঙ্গে দৌড়োতে লাগল ট্রিংকুলো আর স্টিফানো। কিছুদূর ছুটে যাবার পড়ে তাদের মনে হতে লাগল কেউ যেন অদৃশ্য হয়ে তাদের সারাগায়ে খুব জোরে চিমটি কাটছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছুটতে ছুটতে তারা তিনজনে বুকফাটা চিৎকার করতে লাগল। "ঐ শুনুন প্রভু," প্রসপেরোকে বলল এরিয়েল, "আমার অনুচরেরা ঐ তিন শয়তানকে কেমন যন্ত্রণা দিচ্ছে!"

"ঐ তিন শয়তানকে আরও বেশি করে যন্ত্রণা দিতে বলো," প্রসপেরো বললেন, "মারতে মারতে ওদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দিতে বলো, আঁচড়ে কামড়ে চিমটি কেটে এমনভাবে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতে বলো যাতে বিশ্রি দাগে সারা গা ভরে যায়।"

"তাই বলছি প্রভু," সায় দিল এরিয়েল।

"ওদের মারতে মারতে গোটা দ্বীপের ভেতর পাগলা ঘোড়ার মত ছোটাও!" প্রসপেরো বললেন, "এরপরে আর একটা কাজ বাকি, তারপরেই তুমি মুক্তি পাবে, এরিয়েল!"

দশ

তাঁকে হত্যা করতে ক্যালিবান যে মতলব এঁটেছিল তা ভেস্তে দেবার পরে প্রসপেরো এরিয়েলকে বললেন,"শয়তানদের ত উচিত সাজা দিলে, এবারে বলো রাজা অ্যালোনসো আর আমার ভাই অ্যান্টোনিওর খবর কি? তাদের মনের অবস্থা কি এখনও আগের মতই আছে, নাকি সময়ের সঙ্গে তার কোনও পরিবর্তন ঘটেছে?"

"ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে এমনিতেই ওঁরা আধমরা হয়ে আছেন, প্রভু," এরিয়েল বলল, "খানিক আগে আমার অনুচরেরা আমারই নির্দেশে ভাল ভাল খাবার দাবার আর পানীয় নিয়ে রেখেছিল রাজার সামনে। কিন্তু রাজা সেসব ছোঁবার আগেই আমি দানবী হারপির রূপ ধরে হাজির হলাম সেখানে, আমার ইশারায় সব খাবারদাবার নিমেষে উধাও হয়ে গেল।"

"বাঃ! খাসা নষ্টামি করেছো," এরিয়েলকে তারিফ করলেন প্রসপেরো, "তারপরে কি করলে?"



"অতীতে রাজা অ্যালোনসো আর আপনার ভাই যে অন্যায় অবিচার আপনার আর আপনার মেয়ের ওপর করেছিলেন সেকথা তাঁদের মনে করিয়ে দিলাম," এরিয়েল বলল, "সেইসঙ্গে এ-ও বললাম যে অতীতের সেই মহাপাপের জন্যই আজ তাঁদের এভাবে দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে। এসব কথা আমার মুখ থেকে শোনার পরে ওঁদের যে বিবেকের অনুশোচনা শুরু হয়েছে ওঁদের মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। সত্যি বলছি প্রভু, ওঁদের অবস্থা দেখে তখন আমার সত্যিই করুণা হল।"

"আর লর্ড গঞ্জালো?" জানতে চাইলেন প্রসপেরো, "তাঁকে দেখেছো? তিনি কি রাজার সঙ্গে ছিলেন?"

"আপনার অতীতের সেই মহান বন্ধু লর্ড গঞ্জালো রাজার পাশেই ছিলেন প্রভু," এরিয়েল বলল, "আমার মুখে আপনার কথা শুনে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। আমি নিশ্চিত এইমুহূর্তে রাজা আর তাঁর সঙ্গিদের দেখলে আপনারও মায়া হবে।"

"তোমার তাই মনে হচ্ছে, এরিয়েল?"

"মানুষের মত শরীর যদি আমার থাকত তাহলে তাঁদের জন্য অবশ্যই আমার মনে দয়ামায়া জাগত প্রভু।"

"তাইত এরিয়েল," মুখ টিপে হাসলেন প্রসপেরো, "তুমি ত আমার মত মানুষ নও, তোমার সত্তা পুরোপুরি বায়ু দিয়ে গড়া। সেই তুমি যখন ওদের দুঃখকষ্ট দেখে বিচলিত হয়েছো তখন মানুষ হয়ে আমি বিচলিত হব না তাও কি হয়? যদিও এটা সত্যি যে, যে অন্যায়-অবিচার অতীতে ওরা আমার আর আমার মেয়ের ওপর করেছে সেকথা এতদিন পরে মনে পড়তে আমি প্রচণ্ড ক্রোধে ওদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি প্রতিশোধ না নিয়ে এখন আমার কর্তব্য ওদের ক্ষমা করা। তার ওপর তুমি নিজে যখন বলছ ওরা নিজেদের কাজের জন্য অনুতপ্ত, তখন আর ওদের ওপর প্রতিশোধ নেবার প্রশ্ন ওঠে না। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত আর সেবক, এরিয়েল, তুমি যা চাইছো তাই হবে। রাজা অ্যালোনসো, আর তাঁর সঙ্গিদের ওপর থেকে আমার যাদুমন্ত্রের প্রভাব তুলে নিচ্ছি। যাও সসম্মানে ওদের নিয়ে এসো এখানে।"

★ ★ ★ ★ ★

প্রসপেরোর নির্দেশে এরিয়েল চলে গেল। রাজা অ্যালোনসো সঙ্গিদের নিয়ে যেখানে ছিলেন সেখানে পৌঁছে গান গাইতে লাগল। সেই গানের মোহিনী সুর কানে যেতে



অস্থির হয়ে উঠলেন রাজা অ্যালোনসো, পাগলের মত সেই সুরের অনুসরণ করে সঙ্গিদের নিয়ে এসে হাজির হলেন প্রসপেরোর গুহার সামনে। প্রসপেরোর পরনে যাদুকরের পোষাক, মুখের ধপধপে সাদা দাড়ি গলা ছাড়িয়ে বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে তাই গোড়ায় রাজা অ্যালোনসো তাঁকে চিনতে পারলেন না।

"লর্ড গঞ্জালো," বলে এগিয়ে এলেন প্রসপেরো। বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালোকে অভিবাদন জানিয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মহান বন্ধু গঞ্জালো, একদিন আপনার জন্যই আমি আর আমার মেয়ে প্রচণ্ড দুঃসময়ের মধ্যে প্রাণে বেঁচেছি। যে গাছের গুঁড়ির খোলে চাপিয়ে আমাদের দু'জনকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয় আপনি তাতে খাবার-দাবার, পানীয় জল, জামা-কাপড় আর আমার পুরোনো বইগুলো তুলে দিয়েছিলেন। আপনি ঐটুকু উপকার না করলে আমরা প্রাণে বাঁচতাম না।" প্রসপেরোর মুখে এতদিন পরে এসব কথা শুনে গঞ্জালো শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

"রাজা অ্যালোনসো, আপনি আমার অভিবাদন নিন," বলে রীতি অনুযায়ী ঘাড় হেঁট করে রাজাকে অভিবাদন জানালেন প্রসপেরো। তারপরে বললেন, "মনে পড়ে মহারাজ, মিলানের ডিউক প্রসপেরোকে বিনা অপরাধে পদচ্যুত করে মিলান দখলের আশায় আপনি তাঁর ভাই অ্যান্টোনিওকে বসিয়েছিলেন সেই পদে? ভাল করে চেয়ে দেখুন, আমিই সেই প্রসপেরো। পদচ্যুত হলেও আমিই মিলানের আসল ডিউক।"

"সেদিনের অন্যায়-অবিচারের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, প্রসপেরো!" রাজা অ্যালোনসো বললেন, "একই সঙ্গে মিলানের ডিউকের পদে তোমার ভাই অ্যান্টোনিওর বদলে আবার তোমাকেই প্রতিষ্ঠিত করছি।"

"সেবাস্টিয়ান," রাজার ভাই-এর কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বললেন প্রসপেরো, "আমার ভাই-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আপনি যে কিছুক্ষণ আগে এই দ্বীপে রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করতে উদ্যত হয়েছিলেন তা কিন্তু আমি জানতে পেরেছি। মনে রাখবেন ইচ্ছে করলেই কথাটা আমি রাজাকে জানাতে পারতাম, এখনও পারি। আর তখন আপনারা দু'জনেই রাজদ্রোহী হিসেবে উপযুক্ত শাস্তি পাবেন। কিন্তু যেহেতু সবার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি তাই একথা আমি কোন মতেই রাজার কানে তুলব না।"

"তুমি এক পাকা শয়তান!" প্রসপেরোর উদ্দেশ্যে একইরকম চাপাগলায় বললেন সেবাস্টিয়ান, "আমি নিশ্চিত এসব কথা শয়তানই তোমার মুখ দিয়ে বলছে।"

"আর অ্যান্টোনিও," নিজের ভাই-এর দিকে তাকালেন প্রসপেরো, "রাজা আমায় আবার মিলানের ডিউকের পদে বহাল করলেন বলে তুমি যে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে



মরছ তাও আমার অজানা নয়। তাহলেও জেনো তোমার অতীতের অন্যায় আমি ক্ষমা করলাম। ডিউকের পদ হারিয়ে তুমি যে আবার তা ফিরে পাবার জন্য চেষ্টাচরিত্র করবে তাও আমার অজানা নয়। তুমি আর সেবাস্টিয়ান, তোমার দু'জনেই মহাপাপিষ্ঠ। তোমাদের ভাই বলে ডাকলে নিজের মুখকে নোংরা করা হয়।"

"ডিউক প্রসপেরো" রাজা অ্যালোনসো বললেন,"এই দ্বীপে এসে ওঠার পরে আপনি আমাদের খোঁজ পেলেন কি করে? আপনি কি জানেন, এই জাহাজডুবির ফলে একমাত্র পুত্র ফার্দিনান্দকে আমি হারিয়েছি? আমাদের মত সাঁতরে তীরে ওঠার আগেই ঢেউ-এর ধাক্কায় সে তলিয়ে গেছে সাগরের অতলে।"

"আপনার এ ক্ষতি অপূরণীয়, মহারাজ," প্রসপেরো হাসি চেপে বললেন, "তবে আমিও আমার একমাত্র কন্যাকে হারিয়েছি।"

"হে ঈশ্বর!" রাজা আক্ষেপের সুরে বললেন, "বেঁচে থাকলে তারা দু'জনেই নেপলসে থাকতে পারত। হায়, ওদের দু'জনের বদলে কেন সমুদ্র আমায় নিল না? আমিও ত ওদের মতই সমুদ্রের নিচে পরম শান্তিতে শুয়ে থাকতে পারতাম তা হলে! ডিউক প্রসপেরো, আপনি কীভাবে আপনার কন্যাকে হারালেন জানতে ইচ্ছে করছে।"

"এই ঝড়ে।" বলেই প্রসপেরো রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি যেমন আমার হারানো ডিউকের পদ আমায় ফিরিয়ে দিলেন তেমনই একটি ভাল জিনিস আমি উপহার দেব আপনাকে। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন, গুহার ভেতরে ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন।" বলে রাজা অ্যালেনসো আর তাঁর সঙ্গিদের পথ দেখিয়ে গুহার ভেতরের একটি ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন প্রসপেরো। রাজা আর তাঁর সঙ্গিরা দেখলেন ঘরের ভেতরে যুবরাজ ফার্দিনান্দ অপরূপ রূপবতী এক যুবতীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে দাবা খেলছে। তাঁর ছেলে ফার্দিনান্দ বেঁচে আছে, প্রসপেরো তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন শুনে খুশি হলেন রাজা অ্যালোনসো। আরও খুশি হলেন যখন জানলেন ফার্দিনান্দ-এর মুখোমুখি বসা রূপবতী মেয়েটি প্রসপেরোর একমাত্র মেয়ে মিরান্দা, আর মিরান্দাকে যুবরাজের পছন্দ হয়েছে বলেই মেয়েকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রসপেরো। ভাই, সঙ্গি অমাত্যবৃন্দ আর প্রসপেরোর সামনে রাজা অ্যালোনসো মিরান্দাকে তাঁর পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করলেন। নেপলসে ফিরে গিয়ে রাজকীয় রীতি মেনে ফার্দিনান্দ-এর সঙ্গে মিরান্দার আনুষ্ঠানিক বিয়ে দেবেন বলে রাজা অ্যালোনসো প্রসপেরোকে কথা দিলেন।

ঝড় কেটে যাবার পরে এবার সবার ঘরে ফেরার পালা। প্রসপেরোর নির্দেশে এরিয়েল তার অনুচরদের নিয়ে ছুটে গেল সেই জাহাজে, যে জাহাজে চেপে রাজা



অ্যালোনসো তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। জাহাজের নাবিকেরা পাটাতনের নিচে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, খানিক বাদে তারা সবাই একসঙ্গে জেগে উঠল। এরপরে এরিয়েলের জাদুর প্রভাবে জাহাজ চালিয়ে তারা এসে পৌঁছালো সেই দ্বীপের কাছে, নোঙর ফেলে তীরে নেমে এল তাদের সারেং। এরিয়েল তাকে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিল প্রসপেরোর গুহায়। রাজা আর তাঁর সঙ্গিরা সবাই বেঁচে আছেন দেখে খুশি হল সারেং। আরও কিছুক্ষণ পরে ক্যালিবান, স্টিফানো আর ট্রিংকুলোকেও এনে হাজির করল এরিয়েল। মদের নেশায় তিনজনেরই পা টলছে। খাস খানসামা স্টিফানো আর ভাঁড় ট্রিংকুলোকে ফিরে পেয়ে যেমন খুশি হলেন রাজা অ্যালোনসো তেমনই অবাক হলেন কিম্ভূতদর্শন ক্যালিবানকে দেখে— যার দেহের গড়ন দানবের মত হলেও মুখখানা ঠিক মাছের মত। ক্যালিবানের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসপেরো বললেন একসময় তার মা সাইকোরাক্সই ছিল দ্বীপের অধীশ্বরী। অদ্ভুত যাদুক্ষমতা ছিল সাইকোরাক্স-এর। যাদুর প্রভাবে সে আকাশের চাঁদের গতি-প্রকৃতি যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তেমনই আবার সমুদ্রে জোয়ারভাঁটাও ঘটাতে পারত। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও ক্যালিবান আর তার সঙ্গি দু'জনকেও ক্ষমা করলেন প্রসপেরো।

এরপরে রাজা আর তাঁর সঙ্গিদের সে রাতের মত তাঁর অতিথি হবার অনুরোধ করলেন প্রসপেরো। রাজা তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে সে রাতটা প্রসপেরোর অতিথি হয়ে তাঁর গুহায় কাটালেন। যেসব সুখাদ্য আর দুর্লভ পানীয় নিয়ে এসেও ইচ্ছে করে রাজার সামনে থেকে জাদুবলে উধাও করে দিয়েছিল এরিয়েল, প্রসপেরোর সম্মানে সেসব খাবারদাবার আর পানীয় রাতে অতিথিদের সামনে আবার এনে হাজির করল এরিয়েল। ভাল পরিষ্কার পোষাক পরে ক্যালিবান নিজে হাতে সেসব খাবারদাবার আর পানীয় অতিথিদের পরিবেশন করল। ছেলে ফার্দিনান্দ আর ভাবী পুত্রবধূ মিরান্দাকে দু'পাশে নিয়ে খেতে বসেছিলেন রাজা অ্যালোনসো আর প্রসপেরো।

"মিলান থেকে কীভাবে মিরান্দাকে নিয়ে এই দ্বীপে এসে উঠলেন আর তারপরে কীভাবে এই নির্জন দ্বীপে এতদিন কাটালেন এসব জানতে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে ডিউক প্রসপেরো," খেতে বসে রাজা অ্যালোনসো প্রসপেরোকে বললেন, "আপনার জীবনের সেসব কাহিনী অনুগ্রহ করে আমায় শোনাবেন ত?"

"শুনতে যখন চাইছেন তখন নিশ্চয়ই শোনাব, মহারাজ," প্রসপেরো বললেন, "তবে সে কাহিনী আপনার অলীক রূপকথা বলেই মনে হবে। আগামীকাল জাহাজে করে আমরা এ দ্বীপ ছেড়ে দেশের দিকে রওনা হব। মহারাজ, আমি কথা দিচ্ছি ফেরার সময় সমুদ্র থাকবে শান্ত, বাতাসও থাকবে আমাদের অনুকূলে। নেপলসে পৌঁছে যুবরাজের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান নিজে চোখে দেখব, তারপরে



ফিরে যাব আমার দেশ মিলানে। জীবনের বাকি দিনগুলো সেখানেই কাটাব বলে ইশারায় এরিয়েলকে ডাকলেন প্রসপেরো, সবার কান এড়িয়ে তাকে চাপা গলায় বললেন, "এরিয়েল, শেষ কাজের দায়িত্ব তোমায় দিলাম। আমাদের সবাইকে নিরাপদে নেপলসে পৌঁছে দেবার পরেই চিরদিনের মত মুক্তি পাবে তুমি। এরপরে তুমি নিজের ইচ্ছেমত ভেসে বেড়াতে পারবে এই দ্বীপ আর সমুদ্রের আকাশে বাতাসে।"

পরদিন সকালে দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার আগে নিজের যাদুদণ্ড আর যাদুবিদ্যার পুরোনো যত পুঁথি ছিল সব গুহার পেছনে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেললেন প্রসপেরো, এরপরে মিলানের ডিউকের রাজকীয় পোষাক গায়ে চড়ালেন, খাপে আঁটা তলোয়ার ঝোলালেন কোমরের বন্ধনীতে। রাজা যুবরাজ ভাবী যুবরাণী আর অমাত্যদের সঙ্গে দ্বীপ ছেড়ে জাহাজে চাপলেন মিলানের ডিউক প্রসপেরো। জোয়ারের মুখে নোঙর তুলে পাল খাটিয়ে সারেং জাহাজ নিয়ে রওনা হল নেপলসের দিকে।

★ ★ ★ ★ ★



দ্য টু জেন্টেলমেন অফ ভেরোনা

এক

ইটালির এক প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী ভেরোনা। এই ভেরোনায় থাকে দুই যুবক, প্রোটিয়াস আর ভ্যালেন্টাইন। ভদ্র, শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পরিবারের এই দু'জন যুবক ছোটবেলা থেকে একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছে, তার ফলে এক গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে।

জুলিয়া নামে এক সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়েছে প্রোটিয়াস, দু'জনেই তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে। তবে প্রোটিয়াসের বন্ধু ভ্যালেন্টাইন একটু অন্য ধাতের মানুষ. প্রেম, ভালবাসা আর হৃদয়ের আবেগ সম্পর্কে তার নিজের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণাও অন্যরকম। প্রোটিয়াসের মুখে জুলিয়ার প্রেম নিবেদনের কথা শুনতে শুনতে একেকসময় ক্লান্ত বোধ করে ভ্যালেন্টাইন, মাঝে মাঝে এ নিয়ে সে প্রোটিয়াসকে ঠাট্টা-তামাশা করতেও ছাড়ে না।

একদিন ভ্যালেন্টাইন প্রোটিয়াসকে জানাল সে মিলানে যাচ্ছে, কাজেই বেশ কিছুদিন তাদের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ হবে না। শুনে বেশ মুষড়ে পড়ল প্রোটিয়াস, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুরোধ করল।

"তা কি করে হয়, প্রোটিয়াস?" বন্ধুর অনুরোধের জবাবে বলল ভ্যালেন্টাইন, "তুমি আমার সঙ্গে গেলে তোমার প্রেমিকার অবস্থা কি দাঁড়াবে তা একবারও ভেবে দেখেছো? তোমাকে না দেখে বেচারি জুলিয়া যে দমবন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করে মরবে!"

প্রোটিয়াস বলার মত কিছু না পেয়ে মুখ বুঁজে রইল।

"অল্প বয়সে যখন প্রেমে পড়েছো," খোঁচা দিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন, "তখন এবার বিয়ে করে ঘর-সংসার করো, তারপরে সুন্দরী বউ আর একপাল ছেলেপিলে নিয়ে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দাও। তবু বলছি,



এভাবে প্রেমে পড়ে হাবুডুবু না খেলে আমি তোমায় ঠিকই আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এখন জুলিয়াকে ছেড়ে মিলানে যাবার কথা আমি তোমায় বলতে পারব না। আর তোমায় পক্ষে তা সম্ভবও নয়, তাই আমায় একাই রওনা হতে হবে। তুমি নিজে প্রেমিক মানুষ, এখন দিনরাত জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাও। প্রার্থনা করি, দিনে দিনে তোমাদের প্রেমের সমৃদ্ধি হোক।"

"তাই হোক," প্রোটিয়াস বলল, "তুমি একাই যাও তাহলে। মিলানে থাকার সময় কোনও দুর্লভ দ্রষ্টব্য চোখে পড়লে আমার কথা মনে কোরো। আর হ্যাঁ, কখনও দুঃসময়ে বা সংকটে পড়লে আমায় খবর দেবার চেষ্টা কোরো। কথা দিচ্ছি তেমন সংকটের মুহূর্তে আমি তোমায় সাহায্য করতে সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

"নিশ্চয়ই প্রোটিয়াস, তেমন অবস্থায় পড়লে আমিও কথা দিচ্ছি নিশ্চয়ই তোমায় খবর দেব," বলল ভ্যালেন্টাইন। প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করে সে রওনা হল মিলানের দিকে।

দুই

ভ্যালেন্টাইন মিলানে রওনা হবার খানিক বাদে তার খাস চাকর স্পিড ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে। বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের এই খাস চাকর স্পিড যাকে ভালবাসে লুসেট্টা নামে সেই যুবতী প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়ার বাড়ির কাজের মেয়ে। শুধু এই কারণে প্রোটিয়াস স্পিডকে সবসময় হাতে রাখে, তার হাত দিয়ে প্রেমপত্র পাঠায় জুলিয়াকে। স্পিড সেই প্রেমপত্র পাচার করে তার প্রেমিকা লুসেট্টার হাতে, আবার লুসেট্টা যথাসময় সেই প্রেমপত্র পৌঁছে দেয় তার মনিবনী জুলিয়ার হাতে। এভাবে দূতের কাজ করার বিনিময়ে প্রোটিয়াসের পকেট খসিয়ে মোটা বকশিস প্রায়ই আদায় করে স্পিড।

"কি হল, তুই এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিস কেন?" স্পিডকে প্রশ্ন করল প্রোটিয়াস।

"আজ্ঞে, এসেছি আমার মনিবের খোঁজে," বলল স্পিড, "আপনার সঙ্গে কি ওঁর দেখা হয়েছে?"

"দেখা হয়েছিল বটে," প্রোটিয়াস বলল, "কিন্তু সে ত অনেকক্ষণ আগে। তোর মনিব ত মিলানে যাবে বলে জাহাজঘাটার দিকে এগোল। এতক্ষণে তার জাহাজ হয়ত ছেড়েও দিয়েছে," বলে আড়চোখে তাকিয়ে বলল প্রোটিয়াস, "ইয়ে...... আমার চিঠিটা জুলিয়ার হাতে পৌঁছে দিয়েছিস ত?"

"দিয়েছি, আজ্ঞে," স্পিড মুখ টিপে হাসল,"আপনাকে দেবার জন্য তিনিও একখানা চিঠি আমায় দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মনে করবেন না কত্তা, আপনার এই



প্রেমিকা জুলিয়া বড্ড কিপ্টে, ওঁর হাত দিয়ে জল মোটেও গলে না। চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্য কোনও বকশিস উনি আমায় দিলেন না।"

"তিনি বকশিস না দিলে তোর মন খারাপ করার কিছু নেই," প্রোটিয়াস বলল, "কই, দেখি জুলিয়ার চিঠিখানা।" স্পিড জুলিয়ার লেখা চিঠিখানা বের করতেই প্রোটিয়াস তা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল, তারপরে এক পাউণ্ডের একটা মুদ্রা বের করে তাকে বকশিস দিল। মুদ্রাটা পকেটে গুঁজে স্পিড প্রোটিয়াসকে বলল, "এমন দরাজ হাতে বকশিস দেন বলেই ত আপনার সব কাজ মুখ বুঁজে করে দিই, কত্তা। তবে আপনার প্রেমিকা যেমন ভুলেও একটা আধলা কখনও আমায় বকশিস দেন না, তেমনই ভবিষ্যতে উনি আপনাকেও দু'হাত উজার করে পয়সাকড়ি দেবেন বলে মনে হয় না।"

"ভাগ্ হতচ্ছাড়া!" স্পিডকে ধমকে উঠল প্রোটিয়াস, নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বলল "জুলিয়ার হাতে চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এবার থেকে দেখছি আর কাউকে দিতে হবে।"

তিন

প্রোটিয়াস এর কাছ থেকে নগদ এক পাউণ্ড বকশিস আদায় করে তার ধমক খেয়ে পালাল স্পিড, বাড়ি ফেরার আগে মাঝপথে জুলিয়ার বাড়ির সামনে দাঁড়াল, জুলিয়ার কাজের মেয়ে লুসেট্টাকে বাড়ির ভেতর থেকে ডাকিয়ে এনে কিছুক্ষণ হালকা রসিকতা করল, তারপরে জুলিয়াকে লেখা প্রোটিয়াসের চিঠিখানা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বিদায় নিল। খানিক বাদে বাড়ির বাগানে পায়চারি করতে এল জুলিয়া, সুযোগ বুঝে লুসেট্টাও এসে হাজির হল সেখানে, মনিবনীর পাশে হাঁটতে হাঁটতে যুবতী মেয়েদের প্রেমে পড়ার স্বপক্ষে নানা রসালো বুলি আওরাতে লাগল।

"ব্যাপার কি বল্ তো লুসেট্টা?" ঘাড় না ফিরিয়েই বলল জুলিয়া, "আজই হঠাৎ প্রেমে পড়ার জন্য আমায় এভাবে জ্ঞান দিচ্ছিস কেন? মনে হচ্ছে তুই কোনও পুরুষ মানুষের হয়ে ওকালতি করছিস।"

"আজ্ঞে তা নয় দিদিমণি," নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে মুখ টিপে হাসল লুসেট্টা,"তুমি আমায় ভুল বুঝো না। প্রেম ব্যাপারটা ত চিরকালই পবিত্র আর স্বর্গীয়। আসলে আমি বলতে চাইছি কারও প্রেমে পড়ার আগে ভাল করে সব ভেবে নেয়া দরকার।"

"হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছিস," জুলিয়া সায় দিয়ে বলল, "কিন্তু দ্যাখ্, আমার প্রেম-ভালবাসা পেতে কত পুরুষই ত মুখিয়ে আছে, তাই বলে যাকে-তাকে আর তা বিলিয়ে দেয়া যায় না।"



"সে ত বটেই দিদিমণি," সায় দিল লুসেট্টা।

"এই এগলামুর-এর কথাই ধর না কেন," জুলিয়া বলল, "ওঁর সম্পর্কে তোর কি ধারণা? লোকটা কেমন?"

"এগলামুরকে দেখতে খুবই সুন্দর," বলল লুসেট্টা, "তার ওপর বড় যোদ্ধা হিসেবেও ওঁর সুনাম আছে। তবু দিদিমণি, আমি বলব ঘর-সংসার করার জন্য এ লোককে বিয়ে করা চলে না।"

"তাহলে মার্কোশিয়ো?" আবার জানতে চাইল জুলিয়া, "আমার মুখের একটু হাসি দেখার জন্য উনিও ত কম পাগল নন। মার্কোশিয়োর প্রচুর টাকাকড়ি আছে। সে খবর রাখিস?"

"হ্যাঁ, উনি টাকার কুমির ঠিকই," লুসেট্টা বলল, "কিন্তু মানুষটা যেন কেমন। চলাফেরা, কথাবার্তা, হাবভাব, সবই মনে হয় ধার করা, অপরকে দেখে নকল করা, ওঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। ছোটমুখে বড়কথা শোনাবে দিদিমণি, তবু কথাটা তুললে বলেই বলছি, আমার চোখে মানুষের মত মানুষ একজনই আছেন, তিনি হলেন গে প্রোটিয়াস।"

"এত লোক থাকতে শেষপর্যন্ত কিনা প্রোটিয়াস?" লুসেট্টার মুখে নামটা শুনে অবাক হবার ভান করল জুলিয়া, "ওঁর কথা ত আমার ভুলেও মনে হয় না। তাহলে প্রোটিয়াসের মধ্যে এমন কি তোর চোখে পড়ল যে ওঁর হয়ে কথা বলছিস?"

"কারণ প্রোটিয়াস নিজের মনপ্রাণ সব আপনাকে সপেঁ দিয়েছেন, দিদিমণি! আপনি ছাড়া আর কোনও মেয়েকে উনি মনে ঠাঁই দেননি।"

"কিন্তু প্রোটিয়াস ত কথা বলেন খুব কম," জুলিয়া বলল, "আর যে কম কথা বলে তার মনে ভালবাসাও ত খুব কমই থাকবে।"

"ভুল করছ, দিদিমণি," লুসেট্টা তাকাল জুলিয়ার দিকে, "যে লোক কথা কম বলে জেনে রেখো তার হৃদয় প্রেমে ভরে উঠেছে। এমন পুরুষ মানুষের মন পাওয়া ভাগ্যের কথা।" বলে মুখবন্ধ খামখানা জামার ভেতর থেকে বের করে জুলিয়ার হাতে দিল লুসেট্টা, বলল, "এর ভেতরে যা লেখা আছে তা মন দিয়ে পড়ুন তাহলেই বুঝবেন আমার কথা কতদূর সত্যি।"

"এ ত দেখছি চিঠি।" খামের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল জুলিয়া, "ওপরে আমার নাম লেখা। এ চিঠি কার জুলিয়া, কে দিয়েছে?"

"ভ্যালেন্টাইনকে চেনেন ত দিদিমণি?" জুলিয়া বলল, "ওঁর কাজের লোক স্পিড আমার চেনা, সেই-ই খানিক আগে এটা আমায় দিয়েছে। আমার মনে হয় আপনাকে দেবার জন্য প্রোটিয়াস এ চিঠি স্পিডকে দিয়েছেন।

আসলে জুলিয়ার স্বভাবটাই অদ্ভুত—প্রোটিয়াসকে সে ভালবাসে, তাদের দু'জনের মধ্যে অনেক আগেই গড়ে উঠেছে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক, কিন্তু সেই সম্পর্কের



কথা সে গোপন রাখতে চায় সবার কাছে। কারও চাপে বা ভয়ে নয়, চেনাশোনা সবার কাছে জুলিয়া এটাই প্রমাণ করতে চায় যেন প্রোটিয়াস সম্পর্কে কোনও আগ্রহই তার নেই। তাই প্রোটিয়াসের লেখা চিঠিখানা জুলিয়ার হাত থেকে নিয়েই সে তাকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল,"কেন প্রোটিয়াসের লেখা এ চিঠি তুই নিয়েছিস। যা, এটা নিয়ে এইমুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।" বলে মুখবন্ধ সেই খামখানা তাকে ফিরিয়ে দিল। লুসেট্টা খামখানা নিয়ে ঘরের বাইরে যাবার খানিক বাদেই প্রোটিয়াস তাকে কি লিখেছে তা জানতে জুলিয়ার ইচ্ছে হল। সে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে লুসেট্টার নাম ধরে ডাকল।

জুলিয়ার ধরন-ধারন জানে লুসেট্টা, সে এই ডাকটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ি কি মরি করে এসে হাজির হল। যেন কিছুই হয়নি এমন হাবভাব মুখে ফুটিয়ে জুলিয়া বলল, "এখন ঠিক ক'টা বাজে দেখে আর ডিনারের সময় হল কিনা জেনে আয়।"

"ডিনারের সময় হয়েছে দিদিমণি," বলে প্রোটিয়াসের খামখানা আবার বের করে জুলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল লুসেট্টা, "তুমি আসলে এটার জন্য আমায় ডাকলে ত? নাও, এটা ভাল করে পড়ে দেখো।"

লুসেট্টার কথা শুনে আবার তার ওপর রেগে গেল জুলিয়া, কোনওকিছু চিন্তা ভাবনা না করে খামসমেত প্রোটিয়াসের লেখা সেই চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলল ঘরের মেঝেতে। জুলিয়ার কাণ্ড দেখে মনে ব্যথা পেল লুসেট্টা, চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো কুড়িয়ে নেবে বলে উবু হয়ে বসতে যাবে ঠিক তখনই জুলিয়া চেঁচিয়ে উঠল "খবরদার! ভাল চাস ত ওগুলো একদম ছুঁবি না। যা, তোকে এখন আর আমার কোনও দরকার নেই, চলে যা এঘর থেকে।"

লুসেট্টা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়া। এমন হঠকারিতার জন্য নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হল। এভাবে মাথা গরম করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য সে নিজের মনে আক্ষেপ করতে লাগল।

লুসেট্টা অনেকক্ষণ হল বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ধারেকাছে কেউ নেই দেখে এবার হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসল জুলিয়া, প্রোটিয়াস তাকে কি লিখেছিল জানতে ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো তুলে নিয়ে পরপর সাজানোর চেষ্টা করতে লাগল। জুলিয়ার চোখে পড়ল একটা কাগজের টুকরোয় লেখা 'প্রেম-শরবিদ্ধ প্রোটিয়াস।' আরও কতগুলো ছেঁড়া টুকরোর গায়ে অনেক মিষ্টি প্রেমের বুলি লেখা আছে দেখতে পেল জুলিয়া। গোটা চিঠিতে না জানি আরও কত মিষ্টি মিষ্টি কথা লেখা ছিল অথচ খামোখা মাথাগরম করে ছিঁড়ে ফেলার জন্য সেসব তার পড়া হল না। নিজের



আচরণে অনুতাপ জাগল জুলিয়ার মনে, সে ঠিক করল চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো রেখে দেবে নিজের কাছে, রোজ দু'বেলা নিয়ম করে চুমু খাবে ওগুলোর গায়। এতেও কি আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হবে না?' মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল জুলিয়া।

প্রোটিয়াসের পাঠানো চিঠির জবাবে জুলিয়া এবার নিজে হাতে তাকে একটা চিঠি লিখল। প্রেমিক প্রোটিয়াসকে আগে মিষ্টি বুলিতে অনেক চিঠি সে লিখেছে, কিন্তু সেসব চিঠির চেয়ে এই চিঠির ভাষা ঢের ঢের বেশি মিষ্টি।

★ ★ ★ ★ ★

"অ্যাই ব্যাটাচ্ছেলে প্যানথিনো!" বাড়ির কাজের লোককে ধমকে উঠলেন প্রোটিয়াসের বাবা অ্যান্টোনিও, "সেই কখন থেকে তোকে ডাকতে ডাকতে গলা শুকিয়ে গেল—ছিলি কোথায় এতক্ষণ?"

"আজ্ঞে মঠে," প্যানথিনো জবাব দিল, "আপনার ভাই-এর কাছে ছিলাম।"

"কেন রে হারামজাদা? আবার দাবড়ে উঠলেন অ্যান্টোনিও, তুই এতক্ষণ মঠে কোন ঠাকুরের সেবা করছিলি? নাকি আমার ভাই তোকে আটকে রেখেছিল?"

"না কত্তা," প্যানথিনো বলল," আসলে আপনার ভাই ওঁর ভাইপো মানে আপনার ছেলে প্রোটিয়াসের জন্য খুব চিন্তা-ভাবনা করেন কিনা, তাই নিয়েই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"কি বলছিল আমার ভাই?" জানতে চাইলেন অ্যান্টোনিও।

"আজ্ঞে উনি বলছিলেন সাধারণ মানুষেরা তাদের ছেলেরা যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবার জন্য বাড়ির বাইরে ছেড়ে দেয়।" প্যানথিনো বলতে লাগল, "সেসব ছেলেরা কেউ লেখাপড়া শিখতে ভর্তি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ জাহাজে চেপে বেরোয় নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করতে, আবার কেউ ফৌজে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে যায় সৌভাগ্যের খোঁজে। আপনার ভাই বলছিলেন আপনার ছেলে প্রোটিয়াসেরও এমনই কাজ করা উচিত। আর বলছিলেন তাতে যেন আপনারা বাধা না দেন। উনি বারবার বলছিলেন এতদিনে প্রোটিয়াস যৌবনে পা দিয়েছে, তাই এবার যদি সে নানা দেশে যেতে না পারে তাহলে তার পৃথিবীর চেহারাটা দেখা হবে না। কতরকমের মানুষ দুনিয়ায় আছে, কেমন তাদের স্বভাব, এসব কিছুই জানা হবে না। তাই উনি আপনাকে বলতে বলেছেন যাতে প্রোটিয়াসকে আপনি আর বাড়িতে আটকে না রাখেন।"

"আমার ভাই যদি এসব বলে ত আমি বলব সে খাঁটি কথাই বলেছে," অ্যান্টোনিও সায় দিয়ে বললেন, "পরিশ্রম করলে তবেই মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা আমি



জানি। তা বেশ প্যানথিনো, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুই যখন আমার ভাই-এর সঙ্গে এত কথা বলেছিস, যখন এত ভাবিস তার জন্য, তখন তুই নিজেই বল্ প্রোটিয়াসকে কোথায় কোন দেশে পাঠানো উচিত?"

"এ নিয়ে আর এত কি ভাবনার আছে" বলল প্যানথিনো, "আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন প্রোটিয়াসের বন্ধু ভ্যালেন্টাইন মিলানে সম্রাটের রাজসভায় গেছে উন্নতির আশায়।"

"হ্যাঁ", অ্যান্টোনিও ঘাড় নাড়লেন, "আমি তা শুনেছি।"

"আমার মতে, কত্তা আমাদের প্রোটিয়াসকেও সেখানেই পাঠিয়ে দিলেই ভাল হবে," বলল প্যানথিনো, "সম্রাটের দরবারে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর লোক রোজ আসে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও অনেক কিছু জানতে আর শিখতে পারবে। তারপরে দেখুন, রাজসভায় তীর ছোঁড়া, তলোয়ারের লড়াই, বন্দুকবাজি, এসব অস্ত্র প্রতিযোগিতা বারো মাস লেগেই আছে — প্রোটিয়াস ঐসব প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে সম্রাটের নজরে পড়বে।"

"তুমি ঠিকই বলেছো প্যানথিনো," সায় দিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও, "আমিও প্রোটিয়াসকে যত শীগগির পারি মিলানে সম্রাটের রাজসভায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।"

"আমি বলি কি কত্তা মিছিমিছি দেরি না করে আগামিকালই ছোটকত্তা প্রোটিয়াসকে রওনা করিয়ে দিন।"

"কেন, আগামিকাল কেন?"

"ডন অ্যালফনসোকে চেনেন ত কত্তা?" প্যানথিনো বলল, "কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আগামিকাল উনি মিলানে সম্রাটের দরবারে চাকরির খোঁজে রওনা হচ্ছেন। তাই বলছি, প্রোটিয়াসকেও ওঁদের সঙ্গে আগামিকাল মিলানের জাহাজে চাপিয়ে দিন।"

"খুব ভাল কথা," অ্যান্টোনিও বললেন, "ডন অ্যালফনসো আর ওঁর সঙ্গি সাথীদের সঙ্গে প্রোটিয়াসও তাহলে আগামিকালই রওনা হবে মিলানে। তুই তাহলে আর দেরি করিসনে প্যানথিনো, ওর জামাকাপড় আর দরকারি জিনিসপত্র সব এইবেলা গুছিয়ে বাক্সে ভরে ফ্যাল্।"

ওদিকে বাড়ির পুরোনো চাকরের বুদ্ধিতে বাবা যে তাকে একরকম নির্বাসন দণ্ড দেবার মত মিলানে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন সে খবর তখনও জানে না প্রোটিয়াস। খানিক আগে জুলিয়ার লেখা প্রেমপত্র পেয়ে সে তখন পরম আহ্লাদে ডানা মেলছে কল্পনার আকাশে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা বারবার নতুন করে



গোড়া থেকে পড়ছিল প্রোটিয়াস, মাঝে মাঝে নাকের কাছে তুলে গন্ধও শুঁকছিল, এমনই সময় তার বাবা অ্যান্টোনিও তাকে খুঁজতে খুঁজতে এলেন সেখানে।

"ওটা আবার কার চিঠি?" ছেলেকে মন দিয়ে চিঠি পড়তে দেখে বললেন অ্যান্টোনিও, "কে লিখেছে?"

"লিখেছে আমার বন্ধু ভ্যালেন্টাইন মিলান থেকে," কিছু না ভেবেই বলে বসল প্রোটিয়াস, "ওর এক বন্ধু চিঠিখানা নিয়ে এসেছে।"

"দাও ত চিঠিখানা," অ্যান্টোনিও হাত বাড়ালেন, "তোমার বন্ধু মিলানের কি খবর লিখেছে একবার নিজে পড়ে দেখি।"

'এই সেরেছে!' বিড়বিড় করে নিজের মনে বলে উঠল প্রোটিয়াস, 'জুলিয়ার লেখা এই প্রেমপত্রখানা এবার তুলে দিতে হবে ওঁর হাতে! এটা খুঁটিয়ে না পড়লে আজ রাতে উনি ঘুমোতে পারবেন না এমনই হাবভাব করছেন! এখন আমি কি করি!' সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল প্রোটিয়াস, চিঠিটা জামার ভেতরে গুঁজে রেখে বলল, "আমার বন্ধুর চিঠি পড়ে তুমি কি করবে? তুমি যা ভাবছো মিলানের তেমন কোনও খবর এতে নেই। মিলানে সম্রাটের দরবারে ও কেমন সুখে আছে, দরবারের সব কাজে ওর ডাক পড়ে, আর এসব কারণে সম্রাট ওকে নানা সম্মান দিচ্ছেন—এসবই লিখেছে চিঠিতে, সেইসঙ্গে আমাকেও সেখানে যেতে লিখেছে।"

"লিখেছে বুঝি? বাঃ, তোমার বন্ধু এই ভ্যালেন্টাইন ছোকরাটি বেশ ভাল বলেই ত মনে হচ্ছে," বললেন অ্যান্টোনিও।

"হ্যাঁ," নিজের মনে হাসতে হাসতে বলল প্রোটিয়াস, "ভ্যালেন্টাইন লিখেছে মিলানে সম্রাটের দরবারে গেলে আমিও তার মত সৌভাগ্যবান হতে পারব।"

"তোমার বন্ধুটি গুণী লোক সন্দেহ নেই," অ্যান্টোনিও বললেন, "শুনলে খুশি হবে ও চিঠিতে তোমায় যা লিখেছে তা আমারও ইচ্ছে। বাড়িতে বসে জীবনের অনেকগুলো দিন ত কাজকর্ম কিছুই না করে কাটালে, এবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াও, ভ্যালেন্টাইনের মত তুমিও কিছুদিন মিলানে সম্রাটের দরবারে গিয়ে থাকো, এটাই আমার ইচ্ছে। থাকাখাওয়ার খরচের জন্য ভেবো না, যতদিন না পাকাপাকি কোনও হিল্লে হচ্ছে ততদিন ওটা আমিই তোমায় পাঠাব। আগামিকালই তোমায় মিলান রওনা হতে হবে। হাতে আর সময় নেই, দেরি না করে এইবেলা চটপট তৈরি হয়ে নাও।"

"আগামিকালই?" বাপের কথা শুনে প্রোটিয়াসের মুখ শুকিয়ে গেল, কোনমতে বলল, "কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তৈরি হব কি করে? কম করে দুটো দিন সময় ত দরকার।"



"দুটো কেন," অ্যান্টোনিও বাধা দিয়ে বললেন, "তৈরি হবার জন্য তোমায় একটি দিনেরও দরকার নেই। আগে রওনা হও, তারপরে তোমার যা যা দরকার সব ওখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এখানে আর একটি দিনও থাকার দরকার নেই। প্যান্থিনো, তুই ছোটকত্তার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দে।" বলতে বলতে চাকরকে নিয়ে ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যান্টোনিও।

"হায় রে, এখন আমি কি করি?" নিজের মনে আক্ষেপ করতে করতে বলল প্রোটিয়াস, "আগুনের আঁচ থেকে প্রাণ বাঁচাতে লাফিয়ে পড়লাম সাগরে, কিন্তু কপাল এমনই মন্দ যে শেষকালে সেই সাগরের জলেই ডুবে মরতে হল। জুলিয়ার লেখা চিঠি দেখলে বাবা পাছে রেগে যায় তাই ওটা আমার বন্ধুর লেখা চিঠি বলে চালাতে চাইলাম। কিন্তু তাতে ফল হল উল্টো — বাবা আমায় জোর করে সেই বন্ধুর কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর তার ফলে জুলিয়ার কাছ থেকে আমায় চলে যেতে হচ্ছে বহু দূরে। সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল বসন্তের দিনের সঙ্গে শুধু যার তুলনা করা সাজে আমার সেই প্রেম আচমকা কালো মেঘের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল।"

বাবার সিদ্ধান্তের কোনও নড়চড় হবে না জানে প্রোটিয়াস, তাই সেদিন বিকেলেই প্রণয়িনী জুলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে সে তার সঙ্গে দেখা করল। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তারা একে অপরকে ভালবাসবে, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে জুলিয়া আর প্রোটিয়াস দু'জনে একে অপরের হাতে হাত রেখে এই শপথ নিল। এরপরে তারা দু'জনে আংটি বদল করল। নিজেদের আঙ্গুল থেকে কখনও আংটি খুলবে না, প্রোটিয়াস আর জুলিয়া দু'জনেই বিচ্ছেদের মুহূর্তে এই শপথ নিল।

চার

বন্ধু ভ্যালেন্টাইন সম্পর্কে মুখে যা এল বাবাকে তাই বলে প্রোটিয়াস সেদিন পরিস্থিতি সামাল দিল ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তার সেই কথাই সত্যি হয়ে দাঁড়াল— যত দিন যেতে লাগল তার বন্ধু ভ্যালেন্টাইন ততই মিলানের ডিউকের সুনজরে পড়তে লাগল। অবশ্য এর পাশাপাশি একটা ব্যাপার ঘটল তার সম্পর্কে যা ভাবাই যায় না—ভ্যালেন্টাইন প্রেমে পড়ল। প্রেমিকা আর কেউ নয়। ডিউকের সুন্দরী মেয়ে সিলভিয়া। ভেরোনায় থাকতে যে ভ্যালেন্টাইন প্রেম-ভালবাসা থেকে সবসময় দূরে থাকত মিলানে এসে ডিউকের মেয়েকে দেখে সেই-ই পড়ে গেল তার প্রেমে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবান তরুণ ভ্যালেন্টাইনকেও সিলভিয়ার ভাল লেগে গেল, সবার নজর এড়িয়ে সেও তাকে প্রেম নিবেদন করে বসল। রূপবতী সিলভিয়ার প্রেমের আহবানে ভ্যালেন্টাইন যে সেদিন সাড়া দিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সিলভিয়া আর ভ্যালেন্টাইন এরপর থেকে সবার নজর এড়িয়ে লুকিয়ে প্রেম করতে লাগল, এ



সম্পর্কে ডিউক যাতে কিছু টের না পান সেদিকে সবসময় নজর রাখতে লাগল সিলভিয়া। এর কারণ একটাই—ডিউক ভ্যালেন্টাইনকে খুবই ভালবাসেন, প্রায় রোজই তাকে নিজের প্রাসাদে আনিয়ে একসঙ্গে ডিনার খান। কিন্তু নিজের একমাত্র মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে তিনি থুরিও নামে তারই সভার এক তরুণ সভাসদের সঙ্গে আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু ডিউকের সভার সভাসদ হলেও এই থুরিও ছিল মাথামোটা লোক, বুদ্ধিশুদ্ধিও ছিল তার খুব কম। এজন্য বাপের পছন্দ করা ভাবী পাত্র হওয়া সত্ত্বেও সিলভিয়া নিজে থুরিওকে মোটেও পছন্দ করত না, থুরিওর সঙ্গে দেখা হলেই সে নানাভাবে তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করত।

এরই মাঝে প্রোটিয়াস এসে মিলানে হাজির হল, ডিউকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন প্রোটিয়াসের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এমন প্রশংসা করল যা শুনে ডিউক মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তিনি তাকে তাঁর সভায় যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। এরপরে একদিন ভ্যালেন্টাইন আর প্রোটিয়াস দু'জনকেই নিজের প্রাসাদে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন ডিউক। বন্ধুর সঙ্গে ডিউকের প্রাসাদে এল প্রোটিয়াস, সেখানে ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন তার পরিচয় করিয়ে দিল। এরপরে একফাঁকে বন্ধুকে একপাশে সরিয়ে আনল ভ্যালেন্টাইন, প্রোটিয়াসের কাছে জানতে চাইল তার প্রেমিকা জুলিয়া কেমন আছে। একইসঙ্গে ভ্যালেন্টাইন মুখ ফুটে স্বীকার করল এতকাল সে যা এড়িয়ে চলেছে মিলানে আসার পরে সেই প্রেম তাকে জয় করেছে, প্রেমের শক্তি কত ব্যাপক, তাও সে উপলব্ধি করছে। বন্ধু ভ্যালেন্টাইন যে ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার প্রেমে পড়েছে তা সে নিজে মুখ ফুটে না বললেও প্রেম সম্পর্কে তার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনে প্রোটিয়াসের তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু সিলভিয়াকে দেখে, আর তার সঙ্গে পরিচয় হবার পরে প্রোটিয়াসের নিজের মন ততক্ষণে পুরোপুরি পাল্টে গেছে, জুলিয়াকে মন থেকে সরিয়ে সিলভিয়াকে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে প্রোটিয়াস। এজন্য বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে তাকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে সে সম্পর্কে প্রোটিয়াস সম্পূর্ণ সচেতন।

পরদিনই ভ্যালেন্টাইন কথায় কথায় সিলভিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের কথা খুলে বলল প্রোটিয়াসকে। ডিউক যে স্যর থুরিও নামে তাঁর এক সভাসদের সঙ্গে সিলভিয়ার বিয়ে ঠিক করেছেন তাও বলল, আর বলল সিলভিয়া স্যর থুরিওকে মোটেও পছন্দ করে না।

"কিন্তু সিলভিয়া স্যর থুরিওকে পছন্দ না করলেও তোমার তাতে কি সুবিধা হবে?" প্রোটিয়াস বলল, "ডিউক ত স্যর থুরিওর বদলে তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না!"



"তা দেবেন না আমি জানি," ভ্যালেন্টাইন একটুও দমে না গিয়ে বলল, "সিলভিয়া আর আমি দু'জনেই বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছি। আজই রাতের বেলা এখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে আমরা বিয়ে করব।" বলে পকেট থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি বের করে প্রোটিয়াসকে দেখাল ভ্যালেন্টাইন।

"ওটা কোন কাজে লাগবে?" জানতে চাইল প্রোটিয়াস।

ভ্যালেন্টাইন বলল, "সন্ধ্যের পরে ডিউকের প্রাসাদের কোনও জানালায় এই দড়ির সিঁড়িখানা এঁটে দেব। সিলভিয়াকে আগে থেকেই বলে রাখব তাই জানালাটা সে চিনে রাখবে। এরপরে রাত বাড়লে সবার নজর এড়িয়ে সিলভিয়া এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবে প্রাসাদ থেকে। ঘোড়া তৈরি থাকবে, সিলভিয়া নেমে এলেই তাতে চেপে আমরা মিলান ছেড়ে পালাব।"

"বাঃ!" নিজের মনে বলল প্রোটিয়াস, "সবকিছু ত দেখছি আমারই স্বার্থসিদ্ধির দিকে এগোচ্ছে!" সে ঠিক করল সিলভিয়াকে নিয়ে ভ্যালেন্টাইন মিলান ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগেই তার পরিকল্পনা সে জানিয়ে দেবে ডিউককে। সব শুনে ডিউক রেগে গিয়ে ভ্যালেন্টাইনকে কঠোর সাজা, হয়ত বা প্রাণদণ্ডই দিয়ে বসবেন। ভ্যালেন্টাইন সরে গেলে তখন সিলভিয়ার সঙ্গে প্রেম করতে তার কোনও বাধা থাকবে না। না, একটা বাধা অবশ্য তখনও থাকবে — স্যর থুরিও। কিন্তু সে ত একটা মাথামোটা গবেট, বুদ্ধিশুদ্ধি তার খুবই কম, তাছাড়া সিলভিয়া তাকে কোনদিনই দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কাজেই স্যর থুরিওকে হটিয়ে দিতেও তার বেশি সময় লাগবে না এটাই ধরে নিল প্রোটিয়াস, পথের কাঁটা ভ্যালেন্টাইনকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দেরি না করে তখনই সে গিয়ে দেখা করল ডিউকের সঙ্গে।

পাঁচ

"আসুন প্রোটিয়াস," ডিউক মুখ তুলে তাকালেন, "এখানে আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ত?"

"আজ্ঞে না, মহামান্য ডিউক," বলল প্রোটিয়াস, "বিশেষ প্রয়োজনে এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।"

"আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা নিঃসংকোচে বলতে পারেন," ডিউক বললেন।

"ভ্যালেন্টাইন আমার ছোটবেলার বন্ধু," আমতা আমতা করে বলল প্রোটিয়াস, "কিন্তু সে এমন এক পরিকল্পনা করেছে যা আপনার পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর।"

"তাই নাকি!" ব্যস্ত হয়ে বললেন ডিউক, "ভ্যালেন্টাইনের পরিকল্পনার কথাটা তাহলে এবার খুলেই বলুন।"



"ভ্যালেন্টাইনের মুখ থেকেই শুনেছি সে আজ রাতেই আপনার মেয়ে লেডি সিলভিয়াকে নিয়ে এখান থেকে পালানোর এক পরিকল্পনা করেছে।" প্রোটিয়াস বলল, "সন্ধ্যের পরে রাতের গাঢ় আঁধারে চারদিক ঢেকে এলে ভ্যালেন্টাইন আপনার প্রাসাদের একটা জানালা থেকে একটি দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেবে। সেই সিঁড়ি বেয়ে লেডি সিলভিয়া নিচে নেমে আসবেন। তারপরে ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে তিনি এখান থেকে পালিয়ে যাবেন। দড়ির তৈরি সেই সিঁড়িখানা ভ্যালেন্টাইন লুকিয়ে রাখবে তার আলখাল্লার ভেতরে, ওটা পেলেই বুঝতে পারবেন আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা।"

প্রোটিয়াসের কথা শুনে ডিউক কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রোটিয়াসের মুখের দিকে, খানিক বাদে বললেন, "প্রোটিয়াস সময়মত কথাটা আমায় জানিয়ে আপনি আমার কি যে উপকার করলেন তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। বলুন, এর বিনিময়ে আপনি কি পুরস্কার চান?"

"মহামান্য ডিউক," প্রোটিয়াস বলল, "প্রতিদানে কিছু পাবার আশা করে আমি আপনার কাছে আসিনি, কর্তব্যের তাগিদেই এসব কথা আপনাকে বলতে বাধ্য হয়েছি। তবে আপনি যখন আমায় কিছু দিতে চাইছেন তখন আপনার কাছে চাইবার মত আমার একটি জিনিসই আছে।"

"সেটা কি?"

"মহামান্য ডিউক," প্রোটিয়াস বললেন, "ভ্যালেন্টাইন যত অপরাধই করুক সে আমার ছোটবেলার বন্ধু। আপনাকে এসব কথা বলেছি তা যেন সে কখনও জানতে না পারে এটাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ।"

"বেশ," ডিউক বললেন, "কথা দিচ্ছি ভ্যালেন্টাইনের এই পরিকল্পনার কথা তোমার মুখ থেকে শুনেছি একথা তাকে বলব না।"

"আপনি নিজে না বললেও একথা যে আমিই বলেছি তা সে ঠিক জানতে পারবে, মহামান্য ডিউক"। প্রোটিয়াস বলল, "যেহেতু সে অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন নিজে, আপনার মেয়ে লেডি সিলভিয়া আর আমি, এই তিনজন ছাড়া আর কেউ ভ্যালেন্টাইনের এই পরিকল্পনার কথা জানে না।"

"আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন, প্রোটিয়াস," ডিউক আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভ্যালেন্টাইনকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে এই অপরাধের কথা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করব। কাজেই সে আপনাকে কোনওভাবে সন্দেহ করতে পারবে না।"

"এবার তাহলে আমি আসি?" বিনীতভাবে বলল প্রোটিয়াস।

"আসুন," মুখ টিপে হাসলেন ডিউক, "সন্ধ্যের পরে ভ্যালেন্টাইন আসবে, তাকে হাতের মুঠোয় পাবার সব ব্যবস্থা তার আগেই আমায় করে রাখতে হবে। তবে

এও জেনে রাখুন প্রোটিয়াস, স্যর থুরিওর সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি সিলভিয়াকে দুর্গের কোন চূড়ায় আটকে রেখে সেখানকার চাবি দিনরাত আমার পকেটে রেখে দেব।"



ছয়

প্রোটিয়াস চলে যাবার পরে ডিউক ইচ্ছে করেই আর কোথাও গেলেন না, ভ্যালেন্টাইনকে হাতেনাতে ধরবেন বলে এমন একটা জায়গায় বসে রইলেন যেখান থেকে প্রাসাদে ঢোকার পথটুকু স্পষ্ট চোখে পড়ে। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এল, গাঢ় আঁধারে চারদিক ঢাকা পড়ল, আরও কিছু সময় কাটবার পরে ডিউক দেখতে পেলেন ভ্যালেন্টাইন খুব জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে আসছে প্রাসাদের ফটকের দিকে, তার পা ফেলার মধ্যে যে চাপা অস্থিরতা ফুটে উঠেছে তা লক্ষ্য করলেন ডিউক। ভ্যালেন্টাইন কাছাকাছি আসতে তিনি দেখলেন তার পরনের ঢোলা আলখাল্লার একটা দিক কেমন উঁচু হয়ে আছে। যেন ভেতর থেকে কিছু ঠেলে বেরোতে চাইছে। প্রোটিয়াস যে দড়ির সিঁড়ির কথা বলেছে ডিউক আঁচ করলেন ভ্যালেন্টাইন সেটা ওখানেই গুঁজে রেখেছে।

"ভ্যালেন্টাইন মনে হচ্ছে!" ডিউক জোরগলায় ডাকলেন, "এমনভাবে যাচ্ছেন যেন একগাদা জরুরি কাজ এখুনি সেরে ফেলতে হবে। এদিকে একবার আসুন, কাজের কথা আছে।"

ডিউকের গলা কানে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যালেন্টাইন, পায়ে পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "মহামান্য ডিউক ঠিকই অনুমান করেছেন, আমার হাতে সত্যিই একটা জরুরি কাজ আছে, সেটা সেরে এক্ষুণি আমি আসছি।"

"জরুরি কাজ?" ডিউক বললেন, "সেটা কি জানতে পারি?"

"আজ্ঞে আমার বন্ধুদের কয়েকটা চিঠি লিখেছি," আমতা আমতা করে বলল ভ্যালেন্টাইন, "প্রাসাদের বাইরে আমার চেনা একজন লোক অপেক্ষা করছে, তার হাতে চিঠিগুলো দেব।"

"ওসব পরে হলেও চলবে," ডিউক ভ্যালেন্টাইনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। আপনি যে খুব বুদ্ধিমান তা আমার জানতে বাকি নেই। তাই আপনার কাছে এ ব্যাপারে সব কিছু খোলাখুলি বলছি আপনি বুদ্ধি বাতলে আমায় সাহায্য করতে পারবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

"আজ্ঞে বলুন," ডিউকের কথায় গলে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন বলল, "আমি সাধ্যমত নিশ্চয়ই সাহায্য করব।"



"হয়ত শুনেছেন স্যর থুরিওর সঙ্গে আমার মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে দেব বহুদিন আগেই স্থির করে রেখেছিলাম। কিন্তু সিলভিয়া যত দিন যাচ্ছে ততই ভয়ানক অবাধ্য হয়ে উঠছে, আমার পছন্দ করা পাত্রকে তার মোটেও পছন্দ নয়। আমি তাই ঠিক করেছি এই বুড়োবয়সে আমি আবার বিয়ে করব। সিলভিয়া নিজের পছন্দমত কাউকে বিয়ে করলে আমি সে বিয়েতে তাকে কিছুই যৌতুক দেব না। এছাড়া আমার মৃত্যুর পরে সিলভিয়া আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কানাকড়িও পাবে না।"

ডিউকের কথা শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠছে ভ্যালেন্টাইন, বুড়োটা আর কতক্ষণ তাকে এভাবে আটকে রাখবে মনে মনে তাই ভাবছে সে। কিন্তু মনে মনে ভাবলেও সেকথা মুখে বলা চলে না, তাই সে ঘুরিয়ে বলল, "সবই ত শুনলাম মহামান্য ডিউক, এবার আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তাই বলুন।"

"মন দিয়ে আগে সব শুনুন, ভ্যালেন্টাইন," যেন তাকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলছেন এমনভাবে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে গলা নামিয়ে ডিউক বললেন, "একটি যুবতী মেয়েকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। মেয়েটি যুবতী, দেখতে সুশ্রী, স্বভাবও বেশ নম্র শান্ত। এখন আমি চাই মেয়েটি আমায় প্রেম নিবেদন করুক আর সমস্যা সেখানেই। আপনারা সবাই এ যুগের যুবক-যুবতী, আপনাদের প্রেম-ভালবাসার রীতিও এখন আগের চেয়ে অনেক পাল্টে গেছে। কিভাবে মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করব তা আপনার কাছ থেকে আমি শিখতে চাই। এবার বলুন কিভাবে আপনি আমায় সাহায্য করতে পারেন।"

"এযুগের যুবকেরা মাঝে মাঝে তাদের প্রণয়িনীদের সঙ্গে দেখা করে," ভ্যালেন্টাইন বলল, "তাদের নানারকম শৌখিন জিনিস উপহার দেয়। গোপনে প্রেমপত্র লিখে কারও হাত দিয়ে পাঠায়। ভাল হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়। এইভাবেই তারা তাদের প্রেমিকদের মন জয় করে।"

"যে তরুণীটিকে পছন্দ করেছি," ডিউক বললেন, "আমিও তাকে একটি শৌখিন জিনিস উপহার পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়েছে। মেয়েটির বাবা-মা দিনরাত তাকে কড়া নজরে রাখে, তাঁদের নজর এড়িয়ে কেউ দিনের বেলা তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না, মেয়েটিও বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। তাহলে তার সঙ্গে আমি দেখা করব কিভাবে?"

"দিনের বেলা সম্ভব না হলে রাতের বেলা তার সঙ্গে দেখা করবেন," ভ্যালেন্টাইন বলল।

"রাতের বেলা দেখা করতে বলছেন?" ডিউক ভুরু কুঁচকে বললেন, "কিন্তু রাতের বেলা ত সেই মেয়েটির বাড়ির দরজা বন্ধ থাকে, তাহলে কিভাবে তার সঙ্গে



দেখা করব?”

“দরজা বন্ধ থাকলে কি বাড়ির ভেতরে ঢোকা যায় না?” পরিণতির কথা না জেনেই মুখ ফসকে বলে বসল ভ্যালেন্টাইন।

“কি ভাবে ঢোকা যায়?”

“দড়ির তৈরি সিঁড়ি বেয়ে,” জবাব দিল ভ্যালেন্টাইন। “মহামান্য ডিউক, যদি চান ত ঐরকম দড়ির সিঁড়ি আমিই আপনাকে এনে দেব। আমি যেমন পরেছি তেমনই একটা ঢোলা আলখাল্লা আপনিও পরবেন, দড়ির সিঁড়িটা ভাঁজ করে আলখাল্লার ভেতরে গুঁজে নেবেন। তাহলে বাইরে থেকে কেউ টেরও পাবে না। এরপরে আপনি সহজেই বাইরে থেকে কোনও খোলা জানালায় ঐ সিঁড়িটা আটকে তাতে পা রেখে বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে ঢুকতে পারবেন বাড়ির ভেতরে। তবে হ্যাঁ, তার আগে যাকে পছন্দ করেছেন সেই মেয়েটি কোন ঘরে থাকে তা আপনাকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে। আমার মতে বাড়ির কাজের লোকেদের একটু দরাজ হাতে বকশিস দিলে তারাই তা আপনাকে আগে ভাগে জানিয়ে দেবে।”

“বাঃ সাবাশ।” ভ্যালেন্টাইনের কথা শেষ হতে ডিউক বললেন, “খুব ভাল বুদ্ধি আপনি দিয়েছেন ভ্যালেন্টাইন। এবার তাহলে দয়া করে আরেকটু উপকার করুন, আপনার ঐ ঢোলা আলাখাল্লাখানা আজ রাতের জন্য আমায় ধার দিন।”

ডিউকের আসল মতলব কি তা তখনও আঁচ করতে পারেনি ভ্যালেন্টাইন, ডিউকের কথা মত গা থেকে আলখাল্লাখানা খুলে দিতে ইতস্তত করতে লাগল সে। ডিউকের তখন আর তর সইছে না। তিনি আলখাল্লাটা একরকম জোর করে তার গা থেকে কেড়ে নিলেন। কেড়ে নিয়েই আলখাল্লার ভেতরে হাত ঢোকালেন ডিউক, দড়ির সিঁড়ি আর ভাঁজ করা একখানা কাগজ তাঁর হাতে ঠেকল। জিনিসদুটো বের করে এনে ভ্যালেন্টাইনের সামনেই তিনি খুললেন। দেখলেন জিনিসদুটোর একটা দড়ির তৈরি ভাঁজ করা সিঁড়ি, আর ভাঁজ করা কাগজখানা তাঁর মেয়ে সিলভিয়াকে লেখা একখানা চিঠি। চিঠির বয়ানের নিচে ভ্যালেন্টাইনের সই। চিঠিখানা খুঁটিয়ে পড়লেন ডিউক, দেখলেন সিলভিয়াকে নিয়ে মিলান থেকে পালানোর পরিকল্পনা খোলাখুলিভাবে চিঠির বয়ানে উল্লেখ করেছে ভ্যালেন্টাইন।

“নচ্ছার! বেইমান কাঁহিকা!” চিঠিখানা পড়ে ভ্যালেন্টাইনকে গালি দিলেন ডিউক, “আমার কাছ থেকে এত উপকার আর অনুগ্রহ পেয়ে শেষপর্যন্ত এভাবে তার প্রতিদান দিলেন! এই মুহূর্তে বিতাড়িত করছি, একই সঙ্গে নির্বাসন দণ্ডে আপনাকে দণ্ডিত করছি। মন দিয়ে শুনুন ভ্যালেন্টাইন, এইমুহূর্তে আপনি মিলান ছেড়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যান। মনে রাখবেন কাল সকালে এই নগরীতে দেখা গেলে আপনাকে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব!”



ডিউকের দেয়া নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে ভ্যালেন্টাইন সে রাতেই মিলান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল, যাবার আগে সিলভিয়ার সঙ্গে দেখা করার সুযোগটুকুও পেল না।

সাত

ওদিকে ভেরোনায় মন খারাপ করে বসে আছে প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়া; জুলিয়ার মন খারাপ হবার কারণ, বহুদিন হল প্রোটিয়াসের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। নিয়মিত চিঠিপত্র লিখবে—মিলানে রওনা হবার আগে প্রোটিয়াস তাকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রোটিয়াস মিলান থেকে একটি চিঠিও লেখেনি তাকে। কাজের মেয়ে লুসেট্টার কাছে এসব দুঃখের কথা বলে মনটাকে হালকা করছে জুলিয়া। লুসেট্টা মনিবনীকে অনেক সান্ত্বনা দিল কিন্তু তাতে জুলিয়ার অশান্ত মনের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। লুসেট্টাকে বলল, "তুই যতই আমার বোঝনোর চেষ্টা করিস না কেন, ওসব ছেঁদো সান্ত্বনার কথায় আমি ভুলছি না। তোকে বলে রাখছি শোন্, এভাবে এতদূরে বসে তার পথ চেয়ে দিন গোনা আর আমার পোষাবে না। মিলানে প্রোটিয়াসের কাছে এবার যেভাবেই হোক আমায় পৌঁছাতেই হবে। এই আমার শেষকথা। যদি পারিস ত মাথা খাটিয়ে কিভাবে ওখানে যাব সেই রাস্তা বের কর।"

"তোমার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি," লুসেট্টা বলল, "কিন্তু কিভাবে সেখানে যাবে তা ভেবেছো?"

"মেয়েমানুষ নয়," জুলিয়া বলল, "ভেবে দেখলাম পুরুষমানুষ সেজে গেলে কারও বদ্‌নজর আমার দিকে পড়বে না। তুই আমায় এমন সাজে সাজিয়ে দে যা দেখে সবাই ধরে নেবে আমি কোনও বড় মানুষের বাড়ির চাকর, নিজের মনিবকে খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"কিন্তু ছেলে সাজতে গেলে ত মাথার চুল সব কেটে ফেলতে হবে!" বলল লুসেট্টা।

"না, চুল কাটব না," জুলিয়া বলল, "তুই আমার লম্বা চুল এমনভাবে বেঁধে দে যাতে সবাই ধরে নেয় ব্যাটাছেলে হয়েও শখ করে আমি মেয়েদের মত লম্বা চুল রেখেছি।"

"তাই দেব," বলল লুসেট্টা, "ঈশ্বর তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করুন এই কামনা করি।"

"তাহলে এবার আমায় তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দাও," জুলিয়া বলল, "যাবার আগে আমার জিনিসপত্র, বিষয় সম্পত্তি সব দেখাশোনার দায়িত্ব তোমাকেই দিয়ে গেলাম। তুমি মাঝে মাঝে এখানকার খবর চিঠি লিখে আমায় জানিও।"



মিলানের সীমান্তের কাছেই ম্যান্টুয়া, নির্বাসিত ভ্যালেন্টাইন কোথায় যাবে স্থির করতে না পেরে মিলানের সীমান্ত পেরিয়ে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একদল ডাকাত ঘিরে ধরল তাকে। ডাকাতরা বলল, "ওহে, প্রাণে বাঁচার সাধ থাকলে টাকাকড়ি সঙ্গে যা কিছু আছে সব ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও..........!"

"মিলানের ডিউক আমায় নির্বাসন দিয়েছেন," অসহায় চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন "টাকাকড়ি আমার কাছে কিছুই নেই।"

"তা তুমি এখন কোনদিকে যাবে কিছু ভেবেছো?" ডাকাতদের একজন জানতে চাইল।

"ভাবছি ভেরোনায় যাব," বলল ভ্যালেন্টাইন।

"কতদিন ছিলে মিলানে?" জানতে চাইল আরেকজন।

"তা কমদিন নয়।" মনে মনে হিসেব করে বলল ভ্যালেন্টাইন, "পুরো ষোল মাস। কপাল খারাপ না হলে আরও কিছুদিন থাকতাম।"

"ডিউক তোমায় নির্বাসন দিলেন কেন," প্রথম ডাকাত বলল, "কি এমন করেছিলে তুমি?"

"একজনকে খুন করেছিলাম।" ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল ভ্যালেন্টাইন, "মারপিট করতে গিয়ে এমন বেধড়ক মার দিলাম যে ব্যাটা মরেই গেল। ডিউক নির্বাসন দিয়েছেন বলে আমার দুঃখ নেই, শুধু লোকটার মরা মুখ যতবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মনটা ততবার মুষড়ে পড়ছে। বারবার মনে হচ্ছে কাজটা করা আমার মোটেও উচিত হয়নি, ওকে খুন করে আমি মহা অন্যায় করেছি।"

"যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন শুধু শুধু মন খারাপ কোরো না," ডাকাতদের একজন বলল, "ডাকাত হলেও আমাদের অনেকেই ভদ্রঘরের সন্তান। এক ভদ্রঘরের এক যুবতীর টাকাকড়ি চুরি করায় দায়ে আমিও ভেরোনা থেকে নির্বাসিত হয়েছি।"

"আর মানুষ খুনের অভিযোগে আমি নির্বাসিত হয়েছি ম্যান্টুয়া থেকে," বলল আরেক ডাকাত।

"তুমিও যখন অপরাধ করে মিলান থেকে নির্বাসিত হয়েছো তখন তুমিও আমাদেরই একজন ভাবতে বাধা নেই," প্রথম ডাকাত ভ্যালেন্টাইনকে বলল। "তোমায় দেখতে ভাল, স্বাস্থ্যও চমৎকার, কথাবার্তাও ভালই বলো। তুমি যে বেশ ঠাণ্ডা মাথার লোক আর বেশ বুদ্ধিমান তাতেও সন্দেহ নেই। আজ থেকে তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তুমি হবে আমাদের দলের সর্দার। দল চালাতে তুমি যখন যা বলবে আমরা তাই করব। আমার এই প্রস্তাবে রাজি হও ত ভাল, নয়ত আমরা এক্ষুণি তোমায় মেরে ফেলব।"



"আমার একটা শর্ত আছে," বলল ভ্যালেন্টাইন, "তোমরা সে শর্ত মেনে চলবে বলে যদি কথা দাও তাহলে তোমাদের সর্দার হতে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

"কি শর্ত?"

"সরল অসহায় মেয়েমানুষ আর গরীব লোকের ওপর অত্যাচার করা চলবে না। তাদের কাছে টাকাকড়ি যাই থাক তা কেড়ে নেবার জন্য তোমরা কখনও জুলুমবাজি করবে না। এই আমার শর্ত," বলল ভ্যালেন্টাইন।

"কথা দিচ্ছি তোমার শর্ত আমরা মেনে চলব," ডাকাতরা একসঙ্গে জোরগলায় বলে উঠল।

"তাহলে তোমাদের সঙ্গে থাকতে আর তোমাদের দলের সর্দার হতে আমারও আপত্তি নেই," বলল ভ্যালেন্টাইন।

আট

ভ্যালন্টাইনকে ডিউক নির্বাসন দণ্ড দেয়ায় প্রোটিয়াসের চেয়েও বেশি খুশি হয়েছে স্যর থুরিও যার সঙ্গে ডিউক তাঁর মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। পথের কাঁটা দূর হয়েছে ভেবে ডিউক নিজেও কম খুশি নন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অন্যরকম, ডিউক ভ্যালেন্টাইনকে মিলান থেকে নির্বাসিত করার পর থেকে স্যর থুরিও হয়ে দাঁড়িয়েছে সিলভিয়ার দু'চোখের বিষ। তাকে দেখলেই রেগে আগুন হয়ে উঠছে ডিউকের মেয়ে সিলভিয়া। এরই মধ্যে পরপর ক'বার মেরে দাঁত ফেলে দেবে বলে সিলভিয়া তেড়ে গিয়েছিল স্যর থুরিওর দিকে, ডিউক সময়মত এসে পড়ায় এবারের মত বেঁচে গেছে স্যর থুরিও। স্যর থুরিওর চক্রান্তেই ভ্যালেন্টাইনকে নির্বাসিত হতে হয়েছে এটাই ধরে নিয়েছে সিলভিয়া। ভ্যালেন্টাইনকে নির্বাসিত করেও কোনও লাভ হল না, উল্টে সিলভিয়া আগের মতই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে চলেছে বলে ডিউকের কানের কাছে যখন তখন প্যান প্যান করে স্যর থুরিও।

"অত ভেঙে পড়লে ত চলবে না স্যর থুরিও," মুখ টিপে হাসলেন ডিউক, "প্রেমিকের স্মৃতি হল বরফের পুতুল। আগুনের আঁচ পেলেই তা গলে জল হয়ে যায়। ক'দিন ধৈর্য ধরে সিলভিয়ার মন জয় করার চেষ্টা করো। দেখবে নচ্ছার ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতি একসময় মুছে গেছে তার মন থেকে।" ডিউকের কথা শেষ হতে সেখানে এসে হাজির হল প্রোটিয়াস, তাকে দেখে ডিউক বললেন, "এ ত মুশকিলের ব্যাপার হল হে বাপু প্রোটিয়াস! ভ্যালেন্টাইনকে দেশছাড়া করার ব্যাপারটা আমার মেয়ে সিলভিয়া মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। দিনরাত সে



মুখ কালো করে একা বসে তার জন্য চোখের জল ফেলে, স্যার থুরিও কাছাকাছি গেলে যা তা বলে তাকে গালিগালাজ করে, তেড়ে মারতে পর্যন্ত আসে। এমনভাবে চললে ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে? শোনো প্রোটিয়াস, তোমার বন্ধু ঐ নচ্ছার পাজির পা-ঝাড়া ভ্যালেন্টাইনকে ভুলে সিলভিয়া তার মন প্রাণ স্যার থুরিওকে সঁপে দিক এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছা।"

"এ আর এমন কি কঠিন সমস্যা, মহামান্য ডিউক?" প্রোটিয়াস বলল, "ভ্যালেন্টাইন বিশ্বাসঘাতক, ঠগ, জোচ্চোর , কাপুরুষ, মিথ্যেবাদী — এসব কথা সিলভিয়ার কানের কাছে সুযোগ পেলেই বলতে হবে। সবসময় কানের কাছে সব শুনতে শুনতে একসময় ভ্যালেন্টাইন সত্যিই ওরকম এমনই ধারণা গড়ে উঠবে সিলভিয়ার মনে।"

"এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত," ডিউক বললেন, " কিন্তু সিলভিয়া সত্যিই যাকে ভালবাসে সেই ভ্যালেন্টাইনের নামে এসব গালিগালাজ দেয়ার কাজটা করবে কে বাপু, তুমি নিজে করতে রাজি আছো?"

"ভ্যালেন্টাইন নির্বাসিত হলেও একসময় সে ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু," প্রোটিয়াস বলল, "তার নামে এভাবে গালিগালাজ সে-ই দিতে পারবে বিবেক বলে কোনও বস্তু যার নেই। পাশাপাশি আপনি আদেশ করলে তাও অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একইসঙ্গে এও জানবেন যে আপনার মেয়ে সিলভিয়ার মন থেকে ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতি মুছে গেলেও সে যে স্যার থুরিওকে ভালবাসতে শুরু করবে একথা কোনওমতেই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"সেক্ষেত্রে আমি একটা পথ বাতলাতে পারি," অতি উৎসাহী স্যার থুরিও আগ বাড়িয়ে প্রোটিয়াসকে বলল, "আপনি যদি একই সঙ্গে ভ্যালেন্টাইনের নিন্দা আর আমার প্রসংশা করেন, আমার মত আদর্শ মানুষ আর প্রেমিক মিলানের ভেতরে বাইরে কোথাও পাওয়া যাবে না বলে যদি সুখ্যাতি করেন তাহলে হয়ত কাজ হতে পারে।"

"তোমার ওপর আমি ভরসা রাখি প্রোটিয়াস," ডিউক বললেন, "ভ্যালেন্টাইনের মুখে শুনেছিলাম, তোমার নিজের যখন প্রেমিকা আছে তখন আমার মেয়ের সঙ্গে তুমি নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারো, স্যার থুরিওকে গালিগালাজ না করে মনের দিক থেকে সিলভিয়া যাতে তাকে বিয়ে করতে তৈরি হয় সে বিষয়ে তাকে বোঝাতে পারো। এখন তুমি সিলভিয়ার মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারলে স্যার থুরিও সহজেই তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে।"



"আমি যতদূর সাধ্য করব, কথা দিচ্ছি, মহামান্য ডিউক," প্রোটিয়াস বলল, "আমি ঠিক করেছি একদল গাইয়ে-বাজিয়ে নিয়ে আজ রাতেই যাব আপনার প্রাসাদে। আপনার মেয়ে সিলভিয়া যে ঘরে থাকে তার জানালার ঠিক নিচে বাগানে দাঁড়িয়ে তারা নাচবে গাইবে আর আমি ঐ ফাঁকে জোরগলায় স্যর থুরিওর প্রসংশা করে যাব। তবে আমি কিন্তু একা থাকব না, স্যর থুরিও নিজেও যাবে আমার সঙ্গে। দেখা যাক, এই ওষুধে কাজ হয় কিনা।"

★ ★ ★ ★ ★

ওদিকে পুরুষের ছদ্মবেশে জুলিয়া সত্যিই এসে পৌঁছেছে মিলানে, এক ভদ্রগোছের সরাই-এ উঠেছে জুলিয়া, সরাই-এর খাতায় নিজের নাম লিখেছে সেবাস্টিয়ান। জুলিয়ার চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সরাই-এর মালিক তাকে ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বলে ধরে নিয়েছে। সরাই-এর মালিক লোকটি ভাল, সেবাস্টিয়ান নামে তার নতুন খদ্দের দিনরাত মনমরা হয়ে শুকনো মুখে ঘরে বসে থাকে দেখে সে ধরে নিল কোনও কারণে হয়ত সে মনে আঘাত পেয়েছে। সিলভিয়ার মন ভাল করার জন্য প্রোটিয়াস যে ডিউকের প্রাসাদে নাচ গানের আয়োজন করেছে সে খবর সরাই মালিক জানতে পেরেছিল। সেদিন সকালবেলা সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়াকে সে বলল, "আজ সন্ধের পরে আপনাকে মিলানের ডিউকের প্রাসাদে নিয়ে যাব সেখানে ডিউকের মেয়ের মন ভাল করার জন্য গানবাজনার আয়োজন করেছেন ওঁর প্রেমিক প্রোটিয়াস। প্রেমিকার জানালার নিচে দাঁড়িয়ে গান শোনাবেন প্রোটিয়াস, ওখানে গেলে আপনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাবেন।"

প্রোটিয়াস, তার প্রেমিক আসবে মিলানের ডিউকের মেয়েকে গান শোনাতে? ডিউকের মেয়ে হয়ে উঠেছে প্রোটিয়াসের নতুন প্রেমিকা? আসলে ঝোঁকের মাথায় ভেরোনা থেকে এতদূরে মিলানে পুরুষমানুষের ছদ্মবেশে এসে সে ঠিক করেছে কিনা—এই ভাবনাই এতদিন কুরে কুরে খাচ্ছিল জুলিয়াকে। কিন্তু সরাই মালিকের মুখে ডিউকের মেয়ের প্রেমিকের নাম প্রোটিয়াস শুনেই রেগে আগুন হয়ে উঠল জুলিয়া। সন্ধের পরে ডিউকের বাগানে গিয়ে প্রোটিয়াস তার নতুন প্রেমিকাকে কোন নতুন গান শোনায়, কি করে তার সঙ্গে, জুলিয়া এসব নিজে চোখে দেখবে স্থির করল।

"আমি নিশ্চয়ই যাব," সরাইওয়ালাকে বলল জুলিয়া।

নয়

সাহসে ভর করে এক কমবয়সী ছোকরার ছদ্মবেশে জুলিয়া এসে হাজির হল মিলানের ডিউকের প্রাসাদে, ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার সঙ্গে কৌশলে দেখা করে



আলাপ জমাল। বলল, তার নাম সেবাস্টিয়ান, কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে মিলানে এসেছে। কথায় কথায় সে সিলভিয়াকে জানাল প্রোটিয়াসের পথ চেয়ে বসে আছে তার প্রেমিকা জুলিয়া। প্রণয়ী ভ্যালেন্টাইনের নির্বাসনের জন্য প্রোটিয়াসই দায়ী তা জেনেছে সিলভিয়া, এবার জুলিয়া নামে তার এক প্রেমিকা আছে শুনে সে প্রোটিয়াসের ওপর রেগে গেল। খানিক বাদে ডিউকের প্রাসাদের বাগানে এসে ঢুকল প্রোটিয়াস, সিলভিয়ার ঘরের জানালা খোলা আছে দেখে ভ্যালেন্টাইনের কথা তার মনে পড়ে গেল।

"সিলভিয়াকে পাবার বাসনায় পুরোনো বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি," নিজের মনে বলল প্রোটিয়াস, "আমারই জন্য ডিউক তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন, এবার থুরিওকেও সিলভিয়ার কাছ থেকে সরাতে উদ্যোগী হয়েছি। আমার মুখে সিলভিয়ার রূপের প্রশংসা শুনে থুরিওর অসহ্য ঠেকে, তাই সে আমাকে গালি দেয় প্রেমের খুচরো কারবারী বলে। আবার বলে জুলিয়ার সঙ্গে আমি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমায় চিনতে থুরিওর এখনও বাকি আছে। এত সবের পরেও সিলভিয়াকে নিজের করে পাবার লক্ষ্য থেকে আমি সরে আসতে রাজি নই। এদিক থেকে আমার জেদ স্প্যানিয়েল কুকুরের মত। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?"

সন্ধের অল্প পরে থুরিও এসে হাজির হল, প্রোটিয়াসকে দেখে সে অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপারটা কি স্যর প্রোটিয়াস, আপনি দেখছি আগেভাগেই চলে এসেছেন।"

"কেন, আসতে বাধা কোথায়, স্যর থুরিও," পাল্টা প্রশ্ন করল প্রোটিয়াস, "ভালবাসার ব্যাপারটা কি আপনার একচেটিয়া নাকি, আর কেউ পারে না ভালবাসতে?"

"ভালবাসা?" হাসল স্যর থুরিও "কাকে ভালবাসেন আপনি, সিলভিয়াকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, সিলভিয়াকে।"

"বাঃ, কি সুসংবাদই দিলেন মশাই," বলে স্যর থুরিও গাইয়ে-বাজিয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবারে তাহলে গানবাজনা শুরু করা যাক।"

স্যর থুরিওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সিলভিয়ার ঘরের খোলা জানালার নিচে উপস্থিত শিল্পিরা হৈ হৈ করে বাজনা বাজিয়ে নাচগান শুরু করে দিল, তাদের সঙ্গে প্রোটিয়াস নিজেও গাইতে লাগল।

"কে চেঁচাচ্ছে?" বলতে বলতে সিলভিয়া খোলা জানালায় এসে দাঁড়াল।

"শুভ সন্ধ্যা, প্রিয়া," বলে নত হয়ে সিলভিয়াকে অভিবাদন জানাল প্রোটিয়াস।

"চেনা গলা মনে হচ্ছে," বলল সিলভিয়া, "কে বলল কথাটা?"



"হৃদয়ের ভাষায় এভাবে ত একজনই শুধু কথা বলতে পারে," বলল প্রোটিয়াস, "শীগগিরই গলা শুনে তাকে চিনতে পারবে।"

"ওহো, আপনি! স্যর প্রোটিয়াস!" নিচের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল সিলভিয়া, "তাই বলুন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই, তোমার ভৃত্য ও একনিষ্ঠ সেবক প্রোটিয়াস।"

"তা ত বুঝলাম," সিলভিয়ার গলায় অধৈর্য ফুটে বেরোল, "পুরোনো বন্ধুকে নির্বাসনে পাঠানোর মতলব এঁটেও সাধ মেটেনি, আর কি চান আপনি?"

"সিলভিয়া, প্রেয়সী আমার," গদগদ হয়ে বলল প্রোটিয়াস, "কি চাই তাও বলে দিতে হবে? হৃদয়ের ভাষা শুনেও বুঝতে পারছো না আমি কি চাই?"

"থামুন! বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যেবাদী, ঠগ কোথাকার!" প্রোটিয়াসকে গলা চড়িয়ে ধমক দিল সিলভিয়া। "নিজের প্রেমিকার কথা ভুলে গিয়ে মন পাবার জন্য আমায় গান শোনাতে লজ্জা করছে না? যান, বাড়ি চলে যান, বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে যাকে ভালবাসতেন সেই প্রেমিকার সুন্দর মুখখানা ভাবতে ভাবতে ঘুমোনোর চেষ্টা করুন। ভবিষ্যতে আর কখনও আমায় পাবার জন্য এমন তোষামোদ করবেন না, করলেও তাতে লাভ হবে না?"

"তুমি ঠিকই বলেছো প্রেয়সী," গালাগালি খেয়েও না দমে প্রোটিয়াস বলল,"আমি একসময় সত্যিই একটি মেয়েকে ভালবাসতাম, কিন্তু সে আর বেঁচে নেই, অল্প কিছুদিন হল সে মারা গেছে।

"মিথ্যেবাদী!" বলেই জানালার আড়ালে দাঁড়ানো পুরুষবেশী জুলিয়া নিজেকে সামলে নিল "হায়, এই মুহূর্তে যদি সবার সামনে নিজের আসল পরিচয়টা তুলে ধরতে পারতাম!" বলে নিজের মনে আক্ষেপ করল সে, গলা নামিয়ে সিলভিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, "উনি মিছে কথা বলছেন লেডি সিলভিয়া, স্যর প্রোটিয়াসের সেই প্রেমিকা আজও বেঁচে আছে।"

"আপনি মিথ্যে কথা বলছেন স্যর প্রোটিয়াস," চেঁচিয়ে বলল সিলভিয়া, "আপনার সেই প্রেমিকা যে আজও বেঁচে আছে সে খবর কিন্তু আমার অজানা নয়। তাছাড়া আপনার জন্য যাকে দেশছাড়া হতে হয়েছে সেই ভ্যালেন্টাইনের আমি বাগদত্তা, তাকে বিয়ে করব বলে আমি কথা দিয়েছিলাম। ভ্যালেন্টাইন কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। এই অবস্থায় আপনি যে আমায় প্রেম নিবেদন করছেন তা অন্যায় ও অবৈধ।"

"কিন্তু আমি ত শুনেছি ভ্যালেন্টাইন বেঁচে নেই," প্রোটিয়াস বলল, "শুনেছি সেও মারা গেছে।"



"বাঃ স্যর প্রোটিয়াস," ব্যঙ্গের হাসি হাসল সিলভিয়া, "প্রথমে প্রেমিকা, তারপরে বন্ধু, দুজনকেই কত সহজে মারা গেছে বলে চালিয়ে দিলেন। এরপরে হয়ত বলে বেড়াবেন আমিও বেঁচে নেই, সবাইকে বলবেন লেডি সিলভিয়া বেঁচে নেই, অল্প কিছুদিন আগে সে মারা গেছে। এও জেনে রাখবেন। স্যর প্রোটিয়াস, ভ্যালেন্টাইন যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে তার যে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তা তারই কবরে সমাধিস্থ করব।"

"তেমন হলে ভ্যালেন্টাইনের কবর খুঁড়ে নিজে হাতে তোমার সেই প্রেম আমি তুলে আনব," বলল প্রোটিয়াস।

"আমার প্রেম অতি পবিত্র, স্যর প্রোটিয়াস," সিলভিয়া বলল, "আপনি ভুলেও তা তুলে আনার চেষ্টা করবেন না। কেন, এই ত খানিক আগে বললেন আপনার প্রেমিকা মারা গেছে। তার সমাধি খুঁড়েই নাহয় আপনার পুরোনো প্রেম তুলে আনবেন।"

"হায় প্রেয়সী!" আক্ষেপের সুরে বলল প্রোটিয়াস, "তুমি কি কোনওমতেই আমার প্রতি সদয় হবে না? তাহলে তোমার একখানা ছবিই বরং আমায় দাও, আমি তোমার বদলে তোমার সেই ছবিকেই না হয় ভালবাসব।"

প্রোটিয়াসের কথা শুনে জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়া।

"আমার ছবি পেলেই শান্ত হবেন আপনি?" সিলভিয়া বলল, "বেশ, কাল সকালে দয়া করে একবার আসবেন, আমার ছবি দিয়ে দেব। আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, এবার নিজে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন, আমাকেও বিশ্রাম নিতে দিন।" বলে জানালা বন্ধ করে দিল সিলভিয়া।

সত্যিই ভারি মুশকিলে পড়েছে সিলভিয়া, একদিকে সে জেনেছে তার প্রেমিক মিলান থেকে নির্বাসিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলে, তার কাছে যাবার জন্য ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তার বাবা মিলানের ডিউক স্যর থুরিওর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন তাতেও এক দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে। এই অসহ্য অবস্থা থেকে রেহাই পেতে একসময় সে সবার অজান্তে লুকিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ম্যান্টুয়ার বনে ভ্যালেন্টাইনের কাছেই চলে যাবে স্থির করল। কিন্তু ম্যান্টুয়া জায়গাটা অনেক দূরে, একা অত দূরে তার মত এক যুবতীর পক্ষে গিয়ে পৌঁছোনোর ঝুঁকি অনেক। তাই গোপনে এগলামুর নামে তার বাবার এক বৃদ্ধ কর্মচারীকে তাকে সেখানে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করল। এগলামুর সিলভিয়াকে স্নেহ করেন। তিনি তাই তার এ অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারলেন না। সন্ধ্যের পড়ে আঁধার গাঢ় হলে সিলভিয়া এগলামুরকে প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে সাধু প্যাট্রিকের মঠে থাকতে বললেন, বললেন



তিনি খানিক বাদে সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তারপরে তাঁরা একসঙ্গে রওনা হবেন ম্যান্টুয়ার দিকে।

দশ

লেডি সিলভিয়ার ছবি নেবার জন্য প্রোটিয়াস পরদিন সকালবেলা সত্যিই আবার এসে হাজির হল ডিউকের প্রাসাদে। প্রাসাদে ঢোকার মুখে অল্পবয়সী একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ছেলেটির সুন্দর মুখশ্রী আর দু'চোখের সরল চাউনি দেখে প্রোটিয়াসের মায়া হল, নাম জিজ্ঞেস করতে ছেলেটি বলল তার নাম সেবাস্টিয়ান, কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে এসেছে মিলানের ডিউকের প্রাসাদে। প্রোটিয়াসের নিজের কাজের লোক ক'দিন হল পালিয়েছে, সেবাস্টিয়ানকে তখনই সে সেই পদে বহাল করল। প্রোটিয়াস তাকে চিনতে পারেনি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া। ছেলেটা চটপটে কিনা পরখ করতে এবার প্রোটিয়াস নিজের আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে তাকে দিয়ে বলল, "মন দিয়ে শোন, সেবাস্টিয়ান, এই যে আংটিটা দেখছো, এটা আগে আমার যে প্রেমিকা ছিল তার, সে এটা আমায় দিয়েছিল। এটা এবারে নিয়ে যাও ত ডিউকের মেয়ে লেডি সিলভিয়ার কাছে, ওঁকে এটা দিয়ে বলবে স্যর প্রোটিয়াস এটা ওঁকে দিয়েছেন। আর এটা দিয়ে তাঁর একটা ছবি চেয়ে নিয়ে আসবে।"

পুরুষমানুষ যে নিজের প্রেমিকার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা আগে জানা ছিল না। প্রোটিয়াসের দেয়া আংটিখানা নিয়ে মনে মনে বলল জুলিয়া, আমার নিজের দেয়া আংটি আমারই হাত দিয়ে আরেকটি মেয়ের মন জয় করার জন্য পাঠাচ্ছে। মুখে কিছু না বলে আংটিটা নিয়ে সিলভিয়ার কাছে এল সে, বলল, "এটা আমার মনিব স্যর প্রোটিয়াসের আগের প্রেমিকার আংটি, স্যর প্রোটিয়াস এটা আপনাকে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন। আর আপনার একটা ছবি উনি চেয়েছেন।"

"স্যর প্রোটিয়াসের আগের প্রেমিকার আংটি?" হেসে সিলভিয়া বলল, "ওঁর কি লজ্জা বলে কিছু নেই, তাই আমার মন জয় করতে নিজের প্রেমিকার আংটি পাঠিয়েছেন? ধিক্, স্যর প্রোটিয়াস!" সিলভিয়া মুখ তুলে বলল, "এ আংটি আমি গ্রহণ করতে পারব না, আমি এটা নিলে স্যর প্রোটিয়াসের প্রেমিকাকে অসম্মান করা হবে! আমি তা করতে পারব না!"

"স্যর প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়ার হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি," সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া বলল, "একটি মেয়েই শুধু পারে অন্য একটি মেয়েকে এভাবে মমতা আর সহানুভূতি দেখাতে।"

"তুমি কি জুলিয়াকে চেনো?" জানতে চাইল সিলভিয়া।



"নিশ্চয়ই," বলল জুলিয়া, "যেমন সুন্দর তাকে দেখতে তেমনই সুন্দর তার স্বভাব। আশ্চর্য, প্রোটিয়াস জুলিয়াকে একসময় সত্যিই ভালবাসতেন, তার জন্য গর্ব বোধ করতেন। কিন্তু জুলিয়ার ভাগ্য এত খারাপ কে জানত!" এইটুকু বলে জুলিয়া চলে এল সিলভিয়ার কাছ থেকে, সিলভিয়া প্রোটিয়াসকে মোটেই ভালবাসে না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হল সে।

সেদিনই রাতের বেলায় সিলভিয়া প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এসে হাজির হল সাধু প্যাট্রিকের মঠে। বৃদ্ধ এগলামুর আগেই সেখানে তার অপেক্ষায় বসেছিলেন, এবারে সিলভিয়ার ইচ্ছেমত তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন ম্যান্টুয়ার দিকে। সিলভিয়া এগলামুরকে সঙ্গে নিয়ে যে ম্যান্টুয়ার দিকে রওনা হয়েছে সে খবর সাধু প্যাট্রিকের মুখ থেকে যথাসময় পেলেন ডিউক, প্রোটিয়াস আর স্যর থুরিওকে সঙ্গে নিয়ে এবারে তিনি রেগেমেগে মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে রওনা হলেন ম্যান্টুয়ার দিকে।

ওদিকে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছাতে এগলামুর আর সিলভিয়াকে ঘিরে ধরল ডাকাতেরা। এগলামুর দৌড়ে পালালে দু'জন ডাকাত তাঁর পেছন পেছন ছুটল। বাকি যারা ছিল তারা সিলভিয়াকে নিয়ে দলের সর্দার ভ্যালেন্টাইনের গুহার দিকে রওনা হল। কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার আগেই প্রোটিয়াস এসে হাজির হল সেখানে, ডাকাতদের হাত থেকে সে-ই ছাড়িয়ে আনল সিলভিয়াকে। সিলভিয়া প্রোটিয়াসকে ধন্যবাদ দিতে প্রোটিয়াস ধরে নিল সে এতদিনে সিলভিয়ার মন জয় করতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে গদগদ হয়ে সে তাকে সেই বনের মধ্যেই প্রেম নিবেদন করতে লাগল। প্রোটিয়াস বলল, "সিলভিয়া, আমি তোমায় মন থেকে কতখানি ভালবাসি তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। এখন তুমি রাজি হলেই আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি।"

প্রোটিয়াসের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে তার নতুন সহচর সেবাস্টিয়ানের ছদ্মবেশে জুলিয়া। প্রোটিয়াসের ভাবগতিক দেখে সে ঘাবড়ে গেল। জুলিয়া দেখল এবার সিলভিয়া প্রোটিয়াসকে বিয়ে করতে রাজি হলে সবচেয়ে ক্ষতি হবে তার নিজের। ঠিক তখনই গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ডাকাতদের দলপতি ভ্যালেন্টাইন। খানিকক্ষণ আগে গুহার ভেতরে বসে সে খবর পেয়েছে ডাকাতেরা একটি মেয়েকে ধরেছে। খবর কানে যেতে সেই মেয়েটিকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করতেই সে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এদিকে ভ্যালেন্টাইনকে এতদিন বাদে দেখতে পেয়ে জেগে উঠল প্রোটিয়াসের বিবেক, অনুতপ্ত প্রোটিয়াস ভ্যালেন্টাইনের দু'হাত ধরে বলল, "বন্ধু ভ্যালেন্টাইন, বন্ধু হয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা তোমার সঙ্গে করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো।"



ভ্যালেন্টাইনের মন প্রোটিয়াসের চেয়ে অনেক উদার, প্রোটিয়াসের কথা শুনে সে তার সব অপরাধ ক্ষমা করল। সেইসঙ্গে বলল, "বন্ধু প্রোটিয়াস, আমি তোমায় ক্ষমা করলাম, সেইসঙ্গে সিলভিয়ার ওপর প্রেমিক হিসেবে আমার এতদিনের দাবিও তুলে নিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে সিলভিয়াকে বিয়ে করতে পারো।"

ভ্যালেন্টাইনের কথা শুনে সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া আবার ঘাবড়ে গেল। তার ভয় হল, এবার হয়ত সিলভিয়া সত্যিই প্রোটিয়াসকে বিয়ে করতে চাইবে। আর তেমন কিছু সত্যিই ঘটলে এই জীবনে প্রোটিয়াসের সঙ্গে তার আর মিলন হবে না। এসব ভাবতে ভাবতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। খানিক বাদেই তার জ্ঞান ফিরে এল। আর তখনই তার হাতের আঙ্গুলে জুলিয়ার দেয়া আংটিটা চোখে পড়তে অবাক হল প্রোটিয়াস, বলল, "একি, সেবাস্টিয়ান, এ আংটি ত জুলিয়ার, এটা তুমি কোথায় পেলে?"

"ঠিকই বলেছেন, এটা জুলিয়ারই আংটি," সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া বলল, "জুলিয়া নিজেই ত আংটিটা নিয়ে এখানে এসেছে।"

তার কথার ধরন শুনে অবাক হল প্রোটিয়াস, সেবাস্টিয়ানের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাল সে। একদৃষ্টে খুঁটিয়ে দেখে প্রোটিয়াস বুঝতে পারল তার প্রেমিকা জুলিয়াই ছোকরা সহচর সেবাস্টিয়ানের ছদ্মবেশে এতদিন তার পাশে পাশে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার প্রেম-ভালবাসার আকর্ষণেই যে জুলিয়া সেই ভেরোনা থেকে মিলানে ছুটে এসেছে তা বুঝতে প্রোটিয়াসের বাকি রইল না। বুঝতে পেরেই জুলিয়ার প্রতি হারানো প্রেম-ভালবাসা আবার নতুন করে ফিরে পেল প্রোটিয়াস। সঙ্গে সঙ্গে সে ভ্যালেন্টাইনকে বলল, "তুমি যাই বলো ভ্যালেন্টাইন, লেডি সিলভিয়া তোমারই থাক, ওঁর ওপর আমার আর কোনও দাবী নেই। আমার জুলিয়াকে আমি ফিরে পেয়েছি, তাকে নিয়ে বাকি জীবনটুকু কাটাতে পারলেই আমি সুখী হব। তোমার আর আমার জন্য জুলিয়া আর সিলভিয়া দু'জনেই অনেক কষ্ট করেছে তা ত মানতেই হবে।" প্রোটিয়াসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্যর থুরিওকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন মিলানের ডিউক।

এগারো

"সিলভিয়া আমার বাগ্‌দত্তা, আমার সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়ে আছে," বলতে বলতে সিলভিয়ার কাছে এগিয়ে এল স্যর থুরিও।

"খবরদার থুরিও!" রাগে চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেন্টাইন, "মনে রেখো এটা মিলান নয়, ম্যান্টুয়া। সিলভিয়া তোমার বাগ্‌দত্তা একথা আর একবার বললে কিন্তু তুমি



প্রাণে বাঁচবে না তা আগেই বলে রাখছি। আমার সামান্য ইশারায় আমার অনুচরেরা তোমার গর্দান নিয়ে নেমে, ওদের হাত থেকে কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না। সিলভিয়া আমার প্রণয়িনী, সে তোমার নয়, আমার বাগ্‌দত্তা। গায়ে হাত দিয়ে বা অন্য কোনওভাবে সিলভিয়ার অমর্যাদা করলে তার ফল কিন্তু মারাত্মক হবে মনে রেখো!"

ভ্যালেন্টাইনের ধমক খেয়ে চুপসে গেল স্যর থুরিও। ভ্যালেন্টাইনের অনুগত ডাকাতেরা ততক্ষণে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকের কোমরে খাপে আঁটা ছুরি, হাতে খোলা তলোয়ার। তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্যর থুরিও এক পা এক পা করে পিছিয়ে এসে ডিউকের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

"সিলভিয়ার মত মেয়েকে আমার না পেলেও চলবে," বলল স্যর থুরিও, "আমার ওপর যে মেয়ের ছিটেফোঁটা টান নেই তাকে পাবার জন্য আমি খামোখা লড়াই করতে যাব কেন? যারা বোকা তারাই এমন লড়াই করতে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায়।"

"থামো! অপদার্থ কাপুরুষ কোথাকার!" স্যর থুরিওকে ধমকে ডিউক বললেন, "তোমার মত এক অপাত্রের সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে কখনোই দেব না।" ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকিয়ে ডিউক বললেন, "জানি তুমি আইনভঙ্গকারী ডাকাতদলের সর্দার, তবু স্যর থুরিওকে যা বললে তা প্রকৃত বীরদের মুখেই শোভা পায়। ভেবে দেখলাম তুমিই সিলভিয়াকে বিয়ে করার উপযুক্ত পাত্র, তাই তোমার সঙ্গেই আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব। বলো তুমি কি চাও?"

"আপনার কাছে আমার প্রার্থনা একটিই, মহামান্য ডিউক," সামনে দাঁড়ানো তার অনুচরদের ইশারায় দেখিয়ে বলল, "সমাজবিরোধী খুনে ডাকাত হলেও এরা সবাই ভদ্র সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আপনার আদেশে এরা একদিন আমারই মত নির্বাসিত হয়েছিল মিলান থেকে। এতদিন ওদের সঙ্গে আমি এই জঙ্গলে কাটিয়েছি, ওদের সঙ্গে রোজ ওঠাবসা খাওয়া দাওয়া করেছি। তাতেই লক্ষ্য করেছি মিলান আর ম্যান্টুয়ার মানুষ যাদের নামে ভয়ে কাঁপে ম্যান্টুয়ার গহন জঙ্গলের সেই ডাকাতদের মধ্যে সভ্য সমাজের খাঁটি মানুষের অনেক গুণ এখনও টিকে আছে। তাই আমার অনুরোধ, আপনি ওদের সবাইকে ক্ষমা করুন, সামাজিক জীবনে ওদের প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিন। বিশ্বাস করুন, এদের অনেককে আপনি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বহাল করতে পারবেন যে কাজ ওরা মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে করতে পারবে। এতে আপনার সুনাম যেমন বাড়বে তেমনই মিলানেরও মঙ্গল হবে। এছাড়া আপনার কাছে আর কিছু চাইবার নেই। তারপরে ভেবে দেখুন আপনার আদেশ মাথা পেতে নিয়ে এরা ত নিজেদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এতদিন ধরে করে এসেছে।"



"বেশ," ডিউক হাসিমুখে বললেন, "ভ্যালেন্টাইন, তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করব, আমি এদের সবাইকে ক্ষমা করলাম। কথা দিচ্ছি এরা যাতে মিলানের সামাজিক জীবনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। এবার আরেকটি কাজ বাকি আছে তা হল প্রোটিয়াসের বিচার — আমার মেয়েকে পাবার জন্য এতদিন ধরে তোমার প্রতি সে যত অন্যায় করেছে সেসব আজ তাকে এই জঙ্গলে সবার সামনে নিজে মুখে স্বীকার করতে হবে, এই তার শাস্তি।"

লজ্জায় আর বিবেকের দংশনে প্রোটিয়াস তখন মুখ তুলে তাকাতে পারছে না, তবু ডিউকের আদেশে ভ্যালেন্টাইনের প্রতি যত অন্যায় অবিচার সে এতদিন ধরে করে এসেছে সবার সামনে সেসব স্বীকার করল। অন্যদিকে ডিউকের মার্জনা আর মিলানে প্রিয়জনদের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়ে ডাকাতেরা তখন ভ্যালেন্টাইন আর সিলভিয়া দু'জনকে মাথায় তুলে নাচতে শুরু করেছে।

একদিকে সিলভিয়া আর ভ্যালেন্টাইন, অন্যদিকে জুলিয়া আর প্রোটিয়াস, দু'জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে ডিউক ফিরে এলেন মিলানে, ধুমধাম করে তাদের বিয়ে দিলেন।

★ ★ ★ ★ ★





কোরিওলেনাস

রোমের মানুষ সম্রাটের শাসনে সুখে স্বাচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। আচমকা প্রকৃতির খেয়ালে দেখা দিল অনাবৃষ্টি, আর তার ফলে ঘনিয়ে এল খাদ্যাভাব। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে ঘনিয়ে এল সীমাহীন দুঃখদুর্দশা। খেতে না পেয়ে তারা দলে দলে কুকুরের মত মরতে লাগল। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না, একসময় দেশের মানুষ মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াল, তারা দেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিল। এর কিছুদিন পরে টাল্লাস অফিডিয়াসের নেতৃত্বে কোরিওলি শহরের বাসিন্দা ভলসিয়ানরা সম্রাটের বিরুদ্ধে সত্যিই বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কেইয়াস মার্সিয়াস, কমিনিয়াস আর লারটিয়াস— এই তিন সাহসী সেনাপতি রোমান বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে রওনা হলেন কোরিওলির দিকে।

ভলসিয়ানরা তৈরি হয়েই ছিল। সেনাপতি অফিডিয়াসের নেতৃত্বে তারা রোম্যান বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অফিডিয়াসের বাহিনীর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে রোমান বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হল। এবার রণাঙ্গন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন কেইয়াস মার্সিয়াস।

"তোমরা সবাই কাপুরুষ!" রোমান বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনতে সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াস গলা চড়িয়ে বললেন, "তোমরা বীরের মত লড়াই করে মরতেও শেখোনি। দেশকে যখন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, তখন শুধু শুধু যুদ্ধ করতে এসেছো কেন? যুদ্ধ মানেই যে মৃত্যু, নয়ত পরাজয়— তা ত তোমাদের চেয়ে আর কেউ ভাল জানে না!"

কেইয়াস মার্সিয়াসের জ্বালাময়ী ভাষণে রোমান বাহিনী হারানো মনোবল ফিরে পেল। খানিক বাদে তাদের চোখের সামনেই মার্সিয়াসের সঙ্গে অফিডিয়াসের তুমুল



লড়াই শুরু হল। লড়াই-এ হেরে পালিয়ে গেলেন অফিডিয়াস। এই ঘটনায় সৈন্যরা যুদ্ধ করায় প্রেরণা ফিরে পেল। তারা মার্সিয়াসের নেতৃত্বে ভলসিয়ান বিদ্রোহীদের পাল্টা আক্রমণ করল। অসংখ্য শত্রু সৈন্য বধ করে কেইয়াস মার্সিয়াস রোমান বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়লেন কোরিওলি শহরে। তাঁর পেছন পেছন বাকি দুই সেনাপতি কমিনিয়াস আর লারটিয়াসও তাঁদের বাহিনী নিয়ে ঢুকলেন কোরিওলি শহরের ভেতরে। শহরের ভেতরে লুঠপাঠ চালিয়ে রোমান সৈনিকেরা যে যা পেল তাই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এদিকে মার্সিয়াসের আগ্রহ নেই। বিদ্রোহী ভলসিয়ান বাহিনীর তখনও যে ক'জন টিকে ছিল তিনি এবার তাদের ধ্বংস করতে এগোলেন। বিদ্রোহ দমন করে বীর সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াসকে সামনে রেখে কমিনিয়াস আর লারটিয়াস বিজয়ী রোমান বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন শিবিরে। বিদ্রোহী নেতা অফিডিয়াস প্রাণ বাঁচাতে লড়াই ছেড়ে পালিয়েছেন এ খবর শুনে খুশির হাওয়া বইল সৈনিকদের মধ্যে। খানিক বাদে লারটিয়াস আর কমিনিয়াস প্রশংসা করতে লাগলেন মার্সিয়াসের বীরত্বের। সবার সমানে নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেলেন মার্সিয়াস, তিনি বললেন, "আমিও আপনাদেরই মত এক সাধারণ সৈনিক, দেশের জন্য সাধ্যমত লড়েছি, এনিয়ে এত প্রশংসার কি আছে?"

কোরিওলিওশহরে লুঠপাঠ চালিয়ে রোমান সৈনিকেরা প্রচুর দামি জিনিসপত্র আর ঘোড়া পেয়েছিল। এবারে কমিনিয়াস সেসব থেকে মার্সিয়াসকে তাঁর পছন্দমত কয়েকটি জিনিস ও একটি ঘোড়া বেছে নিতে বললেন। কিন্তু মার্সিয়াস তা নিতে রাজি হলেন না, তিনি বোঝাতে চাইলেন এসব গ্রহণ করলে তা হবে ঘুষ নেবার সমান, তাই তিনি তা নিতে পারবেন না। মার্সিয়াস আবার কমিনিয়াসকে মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি নিজেও আর পাঁচজন সৈনিকের মতই দেশের জন্য লড়াই করেছেন। কাজেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন বলে তিনি আলাদাভাবে কোনও পারিতোষিক গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর কথা শুনে শিবিরে যেসব সৈনিক ছিল সবাই শিরস্ত্রাণ খুলে বর্শা উঁচু করে 'মার্সিয়াস'! 'মার্সিয়াস'! বলে চেঁচিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু সেই সমবেত অভিনন্দন ও অস্বস্তিতে ফেলল মার্সিয়াসকে। এই অভিনন্দন যে তোষামোদের সমান সেকথা তিনি সবার সামনেই বললেন।

"বুঝতে পারছি তুমি খুবই কর্তব্যপরায়ণ," সেনাপতি কমিনিয়াস মন্তব্য করলেন, "নিজের প্রশংসা শুনতে চাও না। তাহলেও যে বীরত্ব তুমি আজ দেখিয়েছো তার স্বীকৃতি হিসেবে আমার সেরা ঘোড়াগুলোর একটা তোমায় দিচ্ছি। আর কোরিওলিও শহর দখলের লড়াই-এর কথা মাথায় রেখে আমরা তোমাকে 'কোরিওলেনাস' পদবীতে



ভূষিত করলাম—কেইয়াস মার্সিয়াস। কোরিওলেনাস আজ থেকে এই হবে তোমার নতুন পরিচয়।"

সেনাপতি কমিনিয়াসের ঘোষণা শেষ হতে উপস্থিত সৈনিকেরা 'কেইয়াস মার্সিয়াস কোরিওলেনাস' বলে কয়েকবার জয়ধ্বনি দিল।

"যে সম্মান আপনারা আমায় দিলেন তাতে ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হলেও আমি গর্ব অনুভব করছি," বললেন কোরিওলেনাস, "সেনাপতি কমিনিয়াসের দেয়া সেরা ঘোড়ায় আমি এখন থেকে চড়ব, আর তাঁর দেয়া পদবী মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করব।"

বিদ্রোহ দমন করে বিজয়ী কোরিওলেনাস এরপরে বাকি দুই সেনাপতি কমিনিয়াস আর লারটিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে রোমান বাহিনীর পুরোভাগে ফিরে এলেন রোমে। সরকারী ঘোষক শহরবাসীদের লক্ষ করে বলল, "....... আমাদের সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াস বিদ্রোহী ভলসিয়ানদের পরাজিত করে কোরিওলি শহর অধিকার করেছেন, যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সেনাপতি কমিনিয়াস তাঁকে কোরিওলেনাস পদবীতে ভূষিত করেছেন। তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখানোর জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।" ঘোষণা শুনে সমবেত জনসাধারণ চেঁচিয়ে কোরিওলেনাসকে অভিবাদন জানাল। ততক্ষণে যুদ্ধের বিররণ পৌঁছেছে সেনেটর আর ট্রিবিউনদের কানেও। সিসিনিয়াস ভেলুটাস আর জুনিয়াস ব্রুটাস নামে দু'জন ট্রিবিউনের কাছে কোরিওলেনাসকে দেয়া এই সম্মান অসহ্য ঠেকল। তাঁরা চাপাগলায় মন্তব্য করলেন, "বিদ্রোহীদের সেনাপতি টাল্লাস অফিডিয়াসের সঙ্গে কোরিওলেনাস দারুণ লড়াই করেছেন শুনছি, কিন্তু অফিডিয়াসকে তিনি যুদ্ধে হত্যা করতে পারেননি, এমনকি বন্দিও করতে পারেননি। তাহলে তিনি এমন কী বীরত্ব দেখালেন? এ যুদ্ধও ত যুদ্ধের নামে খেলাধুলো ছাড়া কিছু নয়।" কোরিওলেনাসের মা ভলুমনিয়া হাসিমুখে এগিয়ে আসতে ঘোড়া থেকে নেমে এলেন কোরিওলেনাস। সবার সামনে মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেলেন তার কপালে।

এরপরে জনতা শোভাযাত্রা করে বিজয়ী কোরিওলেনাসকে নিয়ে এল জুপিটারের মন্দিরের সামনে। সেখানে অপেক্ষমান বিশাল জনতার কাছে সেনাপতি কমিনিয়াস বিদ্রোহ দমনে কোরিওলেনাসের অসাধারণ বীরত্বের কথা জোরগলায় শোনালেন। সেখানে জনতার মাঝখানে একজন সেনেটরও ছিলেন, কমিনিয়াসের ভাষণ শুনে তিনি বললেন, "শুধু কোরিওলেনাস খেতাব দিয়েই কেইয়াস মার্সিয়াসকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়েছে বলে আমি মনে করি না, তাঁকে বীরের প্রাপ্য সম্মান ও পুরস্কার দেয়া হোক।" সেকথা শুনে সেনাপতি কমিনিয়াস বললেন, "শহরে লুঠপাঠ চালিয়ে

যা পাওয়া গেছে তা থেকে পছন্দমত কোনও জিনিস ওঁকে বেছে নিতে বলেছিলাম। কিন্তু উনি তা নিতে রাজি হননি।" জনতার মধ্যে ছিলেন কোরিওলেনাসের বন্ধু মেনেনিয়াস এগ্রিপ্পা। কমিনিয়াসের বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বললেন, "তাহলে বীরত্বের সম্মান হিসেবে কোরিওলেনাসকে কনসাল পদ দেয়ার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি, তাহলেই ওঁকে উপযুক্ত সম্মান জানানো হবে। এবার আমাদের কিছু বলার জন্য জনতার পক্ষ থেকে আমি সেনাপতি কোরিওলেনাসকে অনুরোধ করছি।"

"আমি সৈনিক," জনতার উদ্দেশে বললেন কোরিওলেনাস "এইভাবে সবার সামনে ভাষণ দেবার অভ্যাস আমার নেই। প্রয়োজনে দেশ আর দেশবাসীকে রক্ষা করতে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা আমার পবিত্র কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। আপনারা জানেন বিদ্রোহ দমন করতে তিনজন সেনানায়ককে পাঠানো হয়েছিল। আমি ছিলাম তাঁদেরই অন্যতম। লড়াই-এর গোড়ায় ভলসিয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণে আমাদের বাহিনী যখন পিছু হঠছিল সেইসময় আমি আহত হই। ঐ অবস্থায় আমি আমাদের বাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে শত্রুকে পাল্টা আক্রণ করি। এইভাবে কোরিওলি শহর আমাদের দখলে আসে। এরপরে সেনাপতি কমিনিয়াস আমাকে কোরিওলেনাস পদবীতে ভূষিত করেন। এর বেশি আর কিছু আমার বলার নেই।" বলে কোরিওলেনাস সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

"ব্যাটার বড্ড দেমাক!" কোরিওলেনাস চলে যাবার পরে তাঁর বিরোধী দুই ট্রিবিউন ভেলুটাস আর ব্রুটাস মন্তব্য করলেন, "ভেবেছিলাম ও যুদ্ধে গিয়ে ঠিক খতম হবে। কিন্তু চোট খেয়েও ব্যাটা আবার ফিরে এসেছে। এমন লোককে আবার একজন কনসাল বানানোর প্রস্তাব দিলেন। এ লোক একবার কনসাল হলে দেশের মানুষের দুর্দশা যে বাড়বে বই কমবে না, তা স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন।" তাঁদের কথায় সায় দিয়ে জনতা বলল, "না, না কোরিওলেনাসকে কোনওভাবেই কলসাল পদে বসানো যাবে না!" জনতার সমর্থন পেয়ে খুশি হয় ভেলুটাস আর ব্রুটাস, তারা জনতার উদ্দেশে বলে ওঠে,"এবার তাহলে যা বলি মন দিয়ে শোনো সবাই। তোমাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা যাব কোরিওলেনাসের কাছে, তাঁকে যে তোমরা কনসাল করতে চাও না সেকথা তাঁকে জোরগলায় বলবে।"

"তাই হবে!" জনতা জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠে সায় দিল, "দরকার হলে আমরা সম্রাটের কাছে গিয়ে বলব যাতে কোরিওলেনাসকে রোম সাম্রাজ্যের কনসাল পদ দেয়া না হয়!"



উত্তেজিত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এরপরে ভেলুটাস আর ব্রুটাস এল কোরিওলেনাসের কাছে। কোনওরকম ভূমিকা না করে বলল, "দেশের মানুষ আপনাকে কনসাল হিসেবে পেতে চায় না। দেশে দুর্ভিক্ষের সময় জনসাধারণকে খাদ্যশস্য বিতরণ করার সময় আপনি তাদের ব্যঙ্গ করেছিলেন, মনে পড়ে সেকথা?"

"সেকথা ভুলে গেছি এমন ধারণা আপনার মনে হল কি করে?" মাথা উঁচু করে জবাব দিলেন কোরিওলেনাস, "দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে সেদিন আমার মনে যে ধারণা ছিল আজও তাই আছে। আমি সৈনিক। নিজের জীবনের কথা না ভেবে চিরকাল দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এবার দরকার হলে না হয় বেইমান আর অকৃতজ্ঞদের বিরুদ্ধেই হাতিয়ার ধরব।"

"নিজেকে যতই দেশপ্রেমী হিসেবে প্রমাণ করতে চান না কেন," ট্রিবিউন ব্রুটাস বলল, "আপনার এসব কথা কিন্তু দেশদ্রোহীর মুখেই মানায়। এসব কথা বলার পরে কী করে আপনি কনসাল পদের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন তা বুঝতে পারছি না।"

কোরিওলেনাসের মন্তব্য জনতা তার আগেই শুনতে পেয়েছে। তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "কোরিওলেনাসকে আমরা কনসাল পদে উপযুক্ত বলে মনে করি না। উনি এ পদের অযোগ্য, ওঁকে আমরা কেউ মানি না।"

"আঃ, খামোখা মাথা গরম করে চেঁচিয়ো না!" ট্রিবিউন ব্রুটাস সুর পাল্টে বলল "মাথা গরম করে উত্তেজিত হয়ে কোনও ভাল কাজ করা যায় না। তোমরা সবাই ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে ভেবে দেখ, তারপরে যা সিদ্ধান্ত নেবার নাও।"

"অত ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার ব্যাপার বুঝতে আমরা রাজী নই," জনতা উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "আপনারা যাই বলুন না কেন, কোরিওলেনাসকে আমরা কনসাল হিসেবে পেতে চাই না!"

"আমরা কোরিওলেনাসের মৃত্যু চাই!" সুযোগ পেয়ে চেঁচিয়ে বলল ট্রিবিউন ভেলুটাস।

"বেশ ত, মরার জন্য আমি তৈরি আছি," ভেলুটাসের কথা শুনে খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করলেন কোরিওলেনাস, "কে আমায় মারতে চাও, চলে এস!"

কোরিওলেনাসের ঐ মারমুখী মূর্তি দেখে জনতা ঘাবড়ে গেল। তাঁকে আক্রমণ করার সাহস পেল না কেউই। কোরিওলেনাস আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন সেখান থেকে। মতলব বানচাল হয়ে যেতে ট্রিবিউন ব্রুটাস জনতাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, "তোমাদের ভয় দেখিয়ে ও এইভাবে দিব্যি পালিয়ে পিঠ বাঁচাল। কিন্তু



তোমরা ওকে বাঁচতে দিও না, কোরিওলেনাসকে বাড়ি থেকে বের করে এনে বধ করো।"

"হতভাগা বেইমান কোথাকার!" বলতে বলতে এগিয়ে এলেন কোরিওলেনাসের বন্ধু মেনেনিয়াস এগ্রিপ্পা, ব্রুটাসের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কথাটা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? যে দেশের জন্য লড়াই করে আহত হয়, তাকে বধ করার কথা মনে ঠাঁই দাও কি করে?"

"থাক, ওর হয়ে আর গুণ গাইতে আসবেন না।" ট্রিবিউন ব্রুটাস খেঁকিয়ে উঠল, লড়াই করা তার পেশা। লড়াই-এ জিতলে সে লুঠের মালের বখরা পায়, সেই লোভেই লড়াই করতে যায়!"

"কোরিওলেনাসের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তোমরা ফোরামে যাও," জনতাকে লক্ষ করে বলে উঠলেন এগ্রিপ্পা, "সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করো!"

"বেশ, তাই হবে!" জনতা চেঁচিয়ে সায় দিল। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই বুঝে সবাই এরপরে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল, ট্রিবিউন ভেলুটাস আর ব্রুটাসও নতুন মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে এগোলো। সবাই চলে গেলে এগ্রিপ্পা এলেন তাঁর বন্ধু কোরিওলেনাসের কাছে, ব্রুটাস আর ভেলুটাস কিভাবে জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে তাতিয়ে তুলেছে বিস্তারিতভাবে তা খুলে বললেন। সব শুনে কোরিওলেনাস বললেন তিনিও ফোরামে যাবার জন্য তৈরি। এগ্রিপ্পা নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে নিয়ে এলেন ফোরামের বিচার সভায়। সভার মাঝখানে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন কোরিওলেনাস। তাঁর চোখের চাউনিতে বা হাবেভাবে ভয়ের কোনও চিহ্ন কারও নজরে ধরা পড়ল না। 'কোরিওলেনাস স্বৈরাচারী' এই দুর্নাম তাঁর ওপর প্রয়োগ করে আগেই সেনেটরদের প্রভাবিত করেছে দুই ট্রিবিউন ব্রুটাস ও ভেলুটাস। তাই রোম সাম্রাজ্যের কনসাল পদে তাঁকে বসানোর প্রস্তাব করেও শেষপর্যন্ত তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা চক্রান্তের পরিণতিতে এরপরে কোরিওলেনাসকে গ্রহণ করতে হল নির্বাসন দণ্ড, সেই দণ্ড মাথায় নিয়ে মা ভলুমনিয়া আর স্ত্রী ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলেন কোরিওলেনাস, তারপরে রোম ছেড়ে চলে গেলেন।

★ ★ ★ ★ ★

রোম থেকে বিতাড়িত হয়ে কোরিওলেনাস এসে হাজির হলেন কোরিওলিতে ভলসিয়ানদের মুলুকে তাদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াসের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। অফিডিয়াস গোড়ায় তাঁকে চিনতে পারলেন না, তারপরে যখন শুনলেন



তিনিই কেইয়াস মর্সিয়াস কোরিওলেনাস তখন অবাক হয়ে কয়েকমুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। অফিডিয়াসের মনে পড়ে গেল রোমান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই-এর সময় এই বীরের হাতেই তিনিই পরাজিত হয়েছিলেন।

"এতদিন পরে আপনি কেন আমার কাছে এসেছেন, কোরিওলেনাস?" জানতে চাইলেন অফিডিয়াস।

"যে রোমের হয়ে একদিন আমি আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি," বলতে গিয়ে কোরিওলেনাসের গলা ধরে এল, "সেই রোমের মানুষেরাই আমায় দেশছাড়া করেছে, স্বৈরাচারী অপবাদ দিয়ে তারা আমায় নির্বাসন দিয়েছে। এই অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি, অফিডিয়াস, অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি রোম আক্রমণ করতে চাই।"

"একসময় আপনি ছিলেন আমার শত্রু, কোরিওলেনাস," অফিডিয়াস বললেন, "তবে এইমুহূর্ত থেকে আপনি আমার মিত্র হলেন। বীরত্বের জন্য আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। রোমের মানুষ যখন আপনাকে অন্যায়ভাবে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে, তখন তার প্রতিশোধ নিতে হবে বইকি, আর এ প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে আপনি আমার সম্পূর্ণ সহায়তা পাবেন।"

ভলসিয়ান সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোরিওলেনাস রোম আক্রমণ করতে আসছেন গুপ্তচরদের মুখ থেকে এখবর যথাসময়ে পৌঁছোল রোমের শাসকদের কানে, বিদ্রোহী ভলসিয়ানদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াস নিজে ভলসিয়ান বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা-ও শুনল তারা।

যারা কোরিওলেনাসকে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়েছিল তারা এবার বুঝতে পারল পরিস্থিতি সত্যিই ভয়ের, কোরিওলেনাস রোমে এলে সবার আগে তাদের কচুকাটা করবেন তা বেশ বুঝতে পারল তারা। কোরিওলেনাসকে দেশছাড়া করার চক্রান্ত যারা করেছিল তারা এবার এসে হাজির হল সেনাপতি কমিনিয়াসের কাছে, সেনাপতি কেইয়াস একসময় কমিনিয়াসের খুব কাছের মানুষ ছিলেন, তিনিই তাঁকে কোরিওলেনাস পদবী দিয়েছিলেন। আজ কমিনিয়াস বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোরিওলেনাসকে সংযত করতে পারবেন ধরে নিয়ে তাঁকে ভলসিয়ান শিবিরে গিয়ে কোরিওলেনাসের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাল সবাই। সে অনুরোধ এড়াতে না পেরে সেনাপতি কমিনিয়াস ভলসিয়ান শিবিরে এসে দেখা করলেন কোরিওলেনাসের সঙ্গে, রোম আক্রমণ না করতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোরিওলেনাস জানালেন, এ অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারবেন না, অকৃতজ্ঞ রোমানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তিনি সসৈন্যে রোম আক্রমণ করবেনই।



কমিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। রোম আক্রমণে কোরিওলেনাস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জেনেও পিছু হটল না চক্রান্তকারী ট্রিবিউন ব্রুটাস আর ভেলুটাস। তারা এবার একই দায়িত্ব দিয়ে কোরিওলেনাসের কাছে তাঁর পুরোনো বন্ধু এগ্রিপ্পাকে পাঠাল। কিন্তু এগ্রিপ্পাকেও কমিনিয়াসের মতই ফিরিয়ে দিলেন কোরিওলেনাস। কোরিওলেনাসের চক্রান্তকারীরা তবু হার মানল না, শেষ চেষ্টা করতে তাঁর মা আর স্ত্রীকে কোরিওলেনাসের কাছে পাঠাল তারা।

কোরিওলেনাসের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন তাঁর মা ভলুমনিয়া, নাবালক শিশুপুত্রের হাত ধরে পেছন পেছন এলেন তাঁর স্ত্রী ভার্জিনিয়া। প্রিয়জনদের দেখে অবাক হলেন কোরওিলেনাস, কোনও প্রশ্ন করার আগে তার মা ভলুমিনা নিজেই তাঁকে রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করতে বললেন।

"সংকল্প ত্যাগ করার অনুরোধ কেন করছ?" জানতে চাইলেন কোরিওলেনাস।

"রোম আক্রমণ করলে যে ভয়ানক যুদ্ধ হবে তা আমি জানি, এ-ও জানি সে যুদ্ধে তুমিই জিতবে। কিন্তু মনে রেখো বাছা, যুদ্ধে জিতলেও আমাদের কাউকে তুমি জীবন্ত দেখবে না, সৈনিকরা আমাদের তিনজনকে নিমর্মভাবে বধ করবে। শুধু আমরা কেন, আমাদের মত আরও কত নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটবে তা একবারও ভেবে দেখেছো? তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ হয়ত হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে রোমের মানুষ কোনওদিনই তোমায় ক্ষমা করতে পারবে না। সময় থাকতে এই ধ্বংসের সংকল্প তুমি ত্যাগ করো।"

মা, বউ আর নাবালক সন্তান, একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন কোরিওলেনাস, একই আবেদন তিনজনের চোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

"তাই হবে, মা," ভলুমনিয়ার চোখে চোখ রেখে বললেন কোরিওলেনাস, "নিশ্চিন্ত মনে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। আর হ্যাঁ, ফিরে গিয়ে দেশের মানুষদের ধরে ধরে বোলো শুধু তোমারই জন্য আজ রোম ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল।"

ভলুমনিয়ার সঙ্গে কোরিওলেনাসের কি কথাবার্তা হচ্ছে তা তখনও জানতে পারেনি ভেলুটাস ও ব্রুটাস সমেত কোরিওলেনাস-বিরোধী চক্রের মানুষেরা। কোরিওলেনাস রোম আক্রমণ করতে এসে সবার আগে তাঁদের খুঁজে বের করে নিমর্মভাবে বধ করবেন এবিষয়ে তারা সবাই নিশ্চিত। এই সংকট থেকে উদ্ধারের আশায় তারা তখন একমনে ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে। এমনই সময় একজন দূত এসে খবর দিল, মা ভলুমনিয়ার অনুরোধে শেষপর্যন্ত কোরিওলেনাস রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন।



"মা ভলুমনিয়ার জন্যই আজ রোম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল," বললেন কোরিওলেনাসের বন্ধু এগ্রিপ্পা, "ওঁকে সম্মানিত না করলে ভবিষ্যতের কাছে আমাদের অপরাধী হতে হবে।" এগ্রিপ্পার মন্তব্যে কয়েকজন সেনেটরও সায় দিলেন। কোরিওলেনাস নিজের মা-এর অনুরোধ রাখতে রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন— দেখতে দেখতে এ খবর রটে গেল চারদিকে, রোমের অগণিত মানুষ কোরিওলেনাসের মা ভলুমনিয়ার নামে আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল, ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে তাদের সবার মন খুশিতে ভরে উঠল।

ওদিকে কোরিওলেনাস তাঁর মায়ের অনুরোধ রাখতে রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন শুনে তাঁর ওপর রেগে আগুন হলেন ভলসিয়ানদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াস, সমবেত জনতার সামনে তিনি রোম আক্রমণের পরিকল্পনা এভাবে বানচাল করার জন্য কোরিওলেনাসকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন।।

অফিডিয়াসের বক্তব্য শেষ হতে উপস্থিত ভলসিয়ানরা চেঁচিয়ে বলল, "একজন সাধারণ মহিলার কাতর গলায় অনুরোধ শুনে কোরিওলেনাস রোম আক্রমণের পরিকল্পনা বানচাল করে পেছন থেকে আমাদের ছুরি মেরেছেন। চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। আর বিশ্বাসঘাতকের একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড! আমরা এখানেই কোরিওলেনাসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে চাই!"

"বেশ তবে তাই হোক," জনগণের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বললেন কোরিওলেনাস, "তোমরা আমায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করো। কথা দিচ্ছি আমি তোমাদের বাধা দেব না।"

'আমাদের মনে হচ্ছে আমরা একতরফা ওঁর বিচার করছি," কয়েকজন অভিজাত ভলসিয়ান সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "তাঁরও কিছু বলার থাকতে পারে, সে অধিকারটুকু ওঁকে দেয়া উচিত"।

কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাতের কথার কান না দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে কোরিওলেনাসের ওপর বৃষ্টির ধারার মত আঘাত করতে থাকে। কোরিওলেনাস তাঁর কথা রাখলেন, বাধা দেবার কোনও চেষ্টা না করে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত ভলসিয়ান জনতার মার খেতে লাগলেন। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর কাটা গাছের মত সেনাপতি কোরিওলেনাসের নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, তাঁর দেহের রক্তধারা মিশল পথের ধুলোয়।

"যাক ব্যাপারটা এভাবে শেষ হওয়ায় সবদিক থেকেই ভাল হল।" আড়চোখে কোরিওলেনাসের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে টাল্লাস অফিডিয়াস মন্তব্য করলেন, "উনি বেঁচে থাকলে আমাদের সবারই ক্ষতি হত।" প্রচণ্ড বিদ্বেষেণ তাড়নায় কোরিওলেনাসের

মৃতদেহ দু'পাশে দলে মাড়িয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন অফিডিয়াস, জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ লোকটা বীর হলেও আমাদের কী মারাত্মক বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তা যখন জানবেন তখন ওঁর মৃত্যুর জন্য আপনারা সবাই আনন্দ করবেন। সেনেটের সভায় আমাকে ডাকা হলে এ ব্যাপারে সব আমি সেখানে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করব। তারপরে আপনাদের বিচার মাথা পেতে নেব।"

কোরিওলেনাসের মৃতদেহের প্রতি অফিডিয়াসের অসম্মান প্রদর্শন আর তাঁর বক্তব্য উপস্থিত অভিজাত মানুষদের কাছে অসহ্য ঠেকল। তাঁরা বললেন, "তখন আর ব্যাখ্যা করে কী হবে! যাঁকে নিয়ে এতো কাণ্ড, তিনি ত আপনার মতো বড়ো যোদ্ধার চোখের সামনে একরকম স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন! ওঁর মৃতদেহকে দলে মাড়িয়ে অনেক অপমান করেছেন। এবার দয়া করে ওঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখান। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।" অভিজাতদের কথা শুনে অফিডিয়াস কিছু বলতে পারলেন না। তাঁদের ইচ্ছা মেনে নিয়ে তাঁর সৈনিকেরা কোরিওলেনাসের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতে বেজে উঠল শোকের বাজনা।

★ ★ ★ ★ ★





হ্যামলেট

ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের লাগোয়া এলসিনোর দুর্গ। রাতের বেলা সেখানে পাহারা দিচ্ছে রক্ষী ফ্রানসিসকো। শীতের রাত, পুরু চামড়ার পোষাক ভেদ করে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা গায়ের চামড়া, হাড়, মাংস সব কামড়ে ধরতে চাইছে, জমে আসছে গায়ের রক্ত। দুর্গে রাতের বেলা এই পাহারা দেবার কাজটা রক্ষীদের কাছে খুব ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভীতির কারণ একটাই, গত কয়েক রাত ধরে এক রহস্যময় প্রেতমূর্তি এসে দাঁড়াচ্ছে দুর্গপ্রাচীরে। রক্ষীদের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে সেই মূর্তি। রক্ষীরা যারা তাকে দেখেছে সবারই মনে হয়েছে সেই রহস্যময় প্রেতমূর্তি কি যেন বলতে চায়, কিন্তু পারে না। রক্ষীরা এও লক্ষ করেছে প্রেতমূর্তিকে দেখতে অবিকল আগের রাজার মত— যিনি অল্প কিছু দিন আগে মারা গেছেন। রোজ রাতে ঐ প্রেতমূর্তির আবির্ভাব ঘটায় রক্ষীরা ভয় পেয়ে ব্যাপারটা হোরেশিওর কানে তুলেছিল। মৃত রাজার ছেলে হ্যামলেট, হোরেশিও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই অদ্ভুত খবর শুনে অবাক হয়েছেন হোরেশিও। প্রহরীরা যা বলছে তা সত্যি কিনা যাচাই করতে তিনি নিজে আজ রাতের বেলায় দুর্গে পাহারা দিতে এসেছেন।

দুর্গের পেটা ঘড়িতে ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নীরবে পেরিয়ে যাচ্ছে রাতের প্রহর। হোরেশিওর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল না। শেষে রাতে সেই প্রেতমূর্তি আবার এসে দাঁড়াল দুর্গ প্রাকারে। সত্যি, হ্যামলেটের মৃত পিতা ভূতপূর্ব রাজার সঙ্গে প্রেতমূর্তির চেহারার মিল দেখে হোরেশিও নিজেও অবাক হলেন।

পরের দিনই হোরেশিও বন্ধু হ্যামলেটকে সেই রহস্যময় প্রেতমূর্তির আবির্ভাবের কথা জানালেন। বাবা মারা যাবার সময় হ্যামলেট রাজধানীর বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে মায়ের মুখ থেকে শুনেছেন তাঁর বাবা বৃদ্ধ রাজা একদিন দুপুরবেলা প্রাসাদের বাগানে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই সময় এক বিষাক্ত সাপ তাঁকে কামড়ায়, তারই



ফলে তিনি মারা যান। বাবার অপঘাত মৃত্যুতে হ্যামলেট খুবই দুঃখ পেলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি মনে আরও আঘাত পেলেন যখন বাবা মারা যাবার পরে কয়েকটা সপ্তাহ কাটার আগেই তাঁর কাকা ক্লডিয়াস তাঁর বিধবা মা রানি গারট্রুডকে বিয়ে করে ডেনমার্কের ফাঁকা সিংহাসনে বসে পড়লেন। ক্লডিয়াস হলেন ডেনমার্কের নতুন রাজা। দেশের প্রজারা এই ব্যাপারটা তেমন খুশি মনে মেনে নিতে পারল না ঠিকই, কিন্তু ভয়ে তারা মুখ বুজে রইল। বাবা মারা যাবার পরে পরেই এই বিয়ে আর সিংহাসন অধিকার করার ঘটনায় এক প্রবল সন্দেহ দানা বেঁধেছে তাঁর মনে। তাঁর বাবা সত্যিই বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা গেছেন এই ব্যাপারটা কিছুতেই তিনি মন থেকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। আবার সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল তারও হদিশ পাচ্ছেন না তিনি। এমনই সময় বন্ধু হোরেশিও দুর্গপ্রাচীরে সেই প্রেতমূর্তির নিয়মিত আবির্ভাবের কথা তাঁকে শোনালেন। তাকে দেখতে অবিকল তাঁর বাবার মত— এটুকু শুনেই হ্যামলেট নিজে গিয়ে সেই প্রেতমূর্তির মুখোমুখি দাঁড়াবেন স্থির করলেন।

সেদিনই রাতের বেলা হ্যামলেট বন্ধু হোরেশিওর সঙ্গে এলসিনোর দুর্গে পাহারা দিতে এলেন তখন শেষরাত। অন্যান্য দিনের মত ঠিক একই জায়গায় আবার সেই প্রেতমূর্তি দেখা দিল। সেই প্রেতমূর্তি চোখে পড়তে হ্যামলেট চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাবা! ডেনমার্ক-এর রাজা!" তিনি চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেতমূর্তি হাত নেড়ে তাঁকে ডাকল। কিছু বুঝতে না পেরে হ্যামলেট তাকালেন হোরেশিওর দিকে। হোরেশিও তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "দ্যাখো হ্যামলেট, উনি হাত নেড়ে তোমায় ডাকছেন, হয়ত কিছু বলতে চান। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও।"

হ্যামলেট মোহাবিষ্টের মত পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর যাবার পর ঐ প্রেতমূর্তি যে তাঁর বাবার এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। মৃত রাজা বেঁচে থাকতে যে পোষাক পরতেন প্রেতমূর্তির পরনে সেই একইরকম পোষাক লক্ষ করলেন হ্যামলেট।

"আপনি শুভ বা অশুভ যেরকম প্রেতাত্মাই হোন না কেন," প্রেতমূর্তিকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠল হ্যামলেট," আপনি যে রূপে এসেছেন তাতে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার আমাকে কিছু বলার থাকলে স্বচ্ছন্দে বলুন। কেন আপনি রোজ রাতে এখানে এভাবে দেখা দেন?"

"হ্যামলেট, আমি সত্যিই তোমার নিহত পিতার প্রেতাত্মা," সেই প্রেতমূর্তি চাপা গলায় জবাব দিল।

"নিহত?" চেঁচিয়ে উঠল হ্যামলেট, কী বলছেন আপনি?"



"আগে আমার সব কথা শোন," জবাব দিল সেই প্রেতমূর্তি, "হ্যা, আমার ছোটভাই তোমার কাকা ক্লডিয়াস আমায় হত্যা করেছে। একদিন আমি বাগানে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম এমন সময় ক্লডিয়াস হেবোনা গাছের বিষাক্ত রস সবার চোখ এড়িয়ে ঢেলে দেয় আমার কানে। তার ঐ চক্রান্তে সাহায্য করেছে তোমারই গর্ভধারিনী, আমার স্ত্রী গারট্রুড। এই সব ঘটনায় আমি অশান্তিতে আছি। হ্যামলেট, তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তোমায় আমি সব জানালাম। তুমি এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করো। বিদায়, হ্যামলেট।" বলে প্রেতমূর্তি মিলিয়ে গেল। ঠিক তখনই বিস্ময়ে হতবাক হ্যামলেট অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন দুর্গের ছাতের মেঝেতে। জ্ঞান ফিরে আসার পরে বন্ধু হোরেশিও আর মার্সেল্লাস নামে রক্ষীদের এক সেনানীকে প্রেতাত্মার মুখ থেকে শোনা সব কথা তিনি বিশ্বাস করে বললেন। সেই সঙ্গে তারা এসব কথা আর কাউকে বলবেন না এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন তাদের দুজনের কাছ থেকে।

"যা দেখলাম, আর তোমার মুখ থেকে যা শুনলাম সবই বিচিত্র," মন্তব্য করলেন হোরেশিও, "কিন্তু একটা কথার জবাব দাও ত। প্রেতাত্মারা কি আমাদের মত কথা বলতে পারে?"

"হোরেশিও," বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন হ্যামলেট, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের জানার বাইরে এমন অনেক কিছুই ঘটছে যার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা কোনও বইয়ে নেই......"

সে রাত্রের ঘটনা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলল হ্যামলেটের মনে—'বাবার প্রেতমূর্তির মুখে যা শুনলাম তা কি সত্যি? সত্যি হলে এর উপযুক্ত প্রতিবিধান নিশ্চয়ই আমাকে করতে হবে।' একবার একথা আপন মনে বলল সে, তারপরেই আবার তার মনে হল 'শুধু একটা প্রেতমূর্তির কথার ওপর ভরসা করে উপযুক্ত প্রতিবিধান নেবার মত গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ করা কি ঠিক হবে? এর চেয়েও বাস্তব আর নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ কি পাওয়া যায় না যার ফলে কাকার পাপ সম্পর্কে আমি আরও নিশ্চিত হতে পারব?'

রাতদিন এসব চিন্তাভাবনা করতে করতে হ্যামলেট পাগলের মত হয়ে উঠলেন। রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী পলোনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস, আর মেয়ে অফেলিয়া। অফেলিয়াকে দেখতে অপরূপ সুন্দরী। তরুণ হ্যামলেটকে মন থেকে যেমন ভালবাসত সে, হ্যামলেটও তেমনই ভালবাসতেন তাকে। ভবিষ্যতে অফেলিয়ার সঙ্গে হ্যামলেটের বিয়ে হবে রাজ্যের সবাই এটা একরকম ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু হ্যামলেটের আচরণে কথায়-বার্তায় অস্বাভাবিকতা সবারই চোখে পড়ছে শুনে ভাবনায় পড়লেন পলোনিয়াস—হলেনই বা হ্যামলেট রাজার ছেলে! কিন্তু বাবার মৃত্যুতে তিনি যখন



পাগলই হতে বসেছেন তখন জেনে শুনে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে কোনও বাবা কী দিতে পারেন? বিয়ে দিলেও ভবিষ্যতে তার পরিণতি কী সুখের হবে? এসব ভাবনা স্বাভাবিক কারণেই বাসা বাঁধল পলোনিয়াসের মনে।

এদিকে হ্যামলেট নিজে পড়েছেন সমস্যায়—বাবা মারা যাবার পরেও এক সুগভীর চক্রান্ত যে তাঁর চারপাশে ক্রমেই মাকড়শার মত জাল বিস্তার করে চলেছে তা তিনি ঠিকই টের পেয়েছেন। কিন্তু টের পেলেও কাউকে অপরাধী, বা সেই চক্রান্তের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে তিনি ধরতে পারছেন না। অনেক মাথা খাটিয়ে শেষকালে হ্যামলেট সমাধানের হদিশ পেলেন— রাজা, রানি, পলোনিয়াস, অফেলিয়া প্রত্যেককে আড়াল থেকে লক্ষ করা দরকার। এদের সবার কথাবার্তা, আচার-আচরণ খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার। যাতে আর সবার দিকে নিজে নজর রাখতে পারেন কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না—এই ভেবে হ্যামলেট এমন হাবভাব করতে লাগলেন যেন তাঁর মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে, তিনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। হ্যামলেটের পাগলাটে হাবভাব দেখে আর পাগলের মত কথাবার্তা শুনে রাজপ্রাসাদের সবাই বেশ বিব্রত হল। হ্যামলেটের পাগলামো কিন্তু যেমন-তেমন পাগলামো নয়, মাথামুণ্ডুহীন এলোমেলো কথাবার্তার মধ্যেই তিনি এমন সব সরস অথচ তীক্ষ্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে দেন যার খোঁচা রাজা, রানি, পলোনিয়াস— এঁদের সবাইকে দারুণ আঘাত করে। আর তখনই হ্যামলেট কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে, নাকি সবটাই ওর পাগলামির ভাণ, এই প্রশ্ন জাগে তাঁদের মনে। যদি সবটাই পাগলামির ভাণ হয় তাহলে তার আড়ালে হয়ত ওর মনে কোনও মতলব আছে! কি সে মতলব এই আশংকাও একই সঙ্গে ফণা তোলে।

হ্যামলেটের এই পাগলামির অভিনয়ে সবার চেয়ে কষ্ট পেল তারই ভালবাসার পাত্রী অফেলিয়া। অফেলিয়াকে দেখতে যেমন সুন্দর, তার মনটাও তেমনই সরল খোলামেলা। সেখানে কোনরকম কুটিলতার ছায়া এমনও পড়েনি। হ্যামলেটের অস্বাভাবিক আচরণে সে বেচারি মনে ভারি কষ্ট পেল।

দিন এইভাবেই কাটছে। এলমিনোরের দুর্গ প্রাকারে নিহত রাজার প্রেতমূর্তির আবির্ভাবের ঘটনা আর ঘটছে না। কিন্তু বাবার প্রেতমূর্তির মুখ থেকে শোনা সে রাতের হতাশাভরা কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছেন না হ্যামলেট। বাবার প্রেতমূর্তি তাঁকে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে বলেছেন। কাদের অন্যায়ের কথা তিনি বলতে চাইছেন তা বুঝতে তিনি পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু একা কিভাবে অন্যায়ের প্রতিবিধান করবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না। অনেক মাথা খাটিয়ে শেষকালে এক বুদ্ধি বের করলেন হ্যামলেট, রাজপ্রাসাদে নাটক অভিনয় করতে একদল অভিনেতা



এসে জুটেছে শহরে, রাজা আর রানির মনের ভাব যাচাই করে দেখতে হ্যামলেট তাদের কাজে লাগাবেন স্থির করলেন। সেই অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা করে হ্যামলেট জানালেন, তিনি একখানা নাটক লিখেছেন সে নাটকখানা তাঁদের দিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে অভিনয় করাতে চান। অভিনেতারা তাঁর কথায় খুশি হল। যুবরাজের নিজের লেখা নাটকে তাঁরা অভিনয় করবেন এ ত সত্যিই আনন্দের কথা। অভিনেতারা তাঁর প্রস্তাবে রাজি আছেন জেনে প্রাসাদে ফিরে এসে নাটক লিখতে বসলেন হ্যামলেট। বিষয়বস্তু আগে থেকে তৈরী থাকলে পাত্রপাত্রীর সংলাপ লিখতে বেশি সময় লাগে না আর এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ত আগে থেকেই ঠিক করা আছে। বাবার প্রেতমূর্তির মুখ থেকে তিনি যা শুনেছিলেন হুবহু সেই কাহিনীর ছায়ায় লিখতে হবে নাটক—রাজাকে সরিয়ে সিংহাসন অধিকার করতে রাজার ছোটভাই-এর সঙ্গে রানির চক্রান্ত, বাগানে ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে তাঁকে হত্যা করা, তারপরে রানিকে বিয়ে করে ফাঁকা সিংহাসন দখল করা এমনই সব ঘটনা।

নাটক লেখার পরে হ্যামলেট তা অভিনেতাদের পড়ে শোনালেন। নাটকের কাহিনী অভিনেতাদের ভারি পছন্দ হল, তারপর চুটিয়ে মহড়া দিতে লাগল। মহড়া চলতে চলতে অভিনয়ের দিন তারিখ সব স্থির হয়ে গেল।

অভিনয়ের দিন নাটকের শুরুতেই হ্যামলেট এসে বসলেন বাজারানির খুব কাছে, কাছে বসে পাদপ্রদীপের আলোয় তাঁদের হাবভাব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। নাটক এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাজা ক্লডিয়াসের চোখমুখ যে ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে তা হ্যামলেটের চোখে ঠিকই ধরা পড়ল। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ পরে বাগানে ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দেবার দৃশ্য যখন এল তখন ক্লডিয়াস আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। অস্থির হয়ে নিজের আসন ছেড়ে তিনি চলে গেলেন প্রাসাদের ভেতরে। তাঁর গর্ভধারিণী রানি গারট্রুড নিজেও যে ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তাও হ্যামলেটের চোখ এড়াল না। এরপরে তাঁর মনে আর সন্দেহ রইল না। বাবার প্রেতমূর্তি তাঁকে যা বলেছেন তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ রইল না হ্যামলেটের মনে। নিশ্চিত যখন হয়েছেন তখন এবারে অন্যায়ের প্রতিবিধানের ভাবনা, নাটক দেখতে দেখতে মনস্থির করেন হ্যামলেট, অন্যায়ের প্রতিবিধান করবেন বলে যে শপথ তিনি বাবার প্রেতমূর্তির কাছে করেছেন তা এবার তাঁকে পালন করতেই হবে। যে তাঁর বাবাকে এভাবে হত্যা করেছে, সে যত কাছের সম্পর্কের হোক না কেন, তিনি নিজে হাতে তাকে সাজা দেবেন।

নাটক শেষ হবার পরে রাজা অভিনেতাদের ডেকে তাদের দলগত অভিনয়ের প্রশংসা করলেন। পারিশ্রমিক ছাড়াও সবাইকে মোটা বকশিস দিলেন। সবশেষে জানতে চাইলেন এ নাটক কে লিখেছে। তাঁর ভাইপো হ্যামলেট নিজেই এ নাটক লিখেছে



শুনে রাজা অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন তিনি।

হ্যামলেটের পাগলামি কিন্তু দিনে দিনে বাড়তেই লাগল। রানি আর মন্ত্রি পলোনিয়াসের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্লডিয়াস এই সিদ্ধান্তে এলেন যে হ্যামলেটকে রাজ্যে রাখা আর নিরাপদ নয়, ছলে বলে কৌশলে তাঁকে কিছুদিনের জন্য হলেও পাঠাতে হবে দেশের বাইরে। তাঁকে যে কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে যেতে হবে একথা হ্যামলেটকে ডেকে শোনানোর দায়িত্ব নিলেন তাঁর মা রানি গারট্রুড স্বয়ং। হ্যামলেটকে নিয়ে ক্লডিয়াসের নিজের দুর্ভাবনাও খুব কম নয়। কারণ কীভাবে চক্রান্ত করে তিনি তাঁর বাবাকে হত্যা করেছেন তা যেভাবেই হোক হ্যামলেট জেনে ফেলেছেন। এই অবস্থায় দেশে থাকলে যেকোনদিন যে কোনও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাতে পারেন হ্যামলেট।

মন্ত্রী পলোনিয়াসের লোক এসে হ্যামলেটকে জানাল রানি গারট্রুড তাঁর সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চান। ওদিকে পলোনিয়াস রানিকে বললেন, "শুনুন রানি, হ্যামলেট দেখা করতে এলে তার সঙ্গে খুব স্বাভাবিক আচরণ করবেন। বলবেন তার দুঃখ আপনি সইতে পারছেন না। আমি আপনার ঘরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকব, কাজেই আপনার কোনও ভয় নেই। আমার লোক তাঁকে খবর দিতে গেছে, তিনি এক্ষুণি চলে আসবেন," বলে পলোনিয়াস রানির ঘরের পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। খানিক বাদে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হ্যামলেট, রানিকে দেখে জানতে চাইলেন কেন তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

"তোমার আচরণে আমি মনে আঘাত পেয়েছি, হ্যামলেট!" রানি বললেন, "তুমি তোমার বাবার মনেও খুব দুঃখ দিয়েছো।"

"হতে পারে মা," হ্যামলেট বললেন, "তবে আমি একা নই, তুমি নিজেও আমার বাবার মনে খুব দুঃখ দিয়েছো। তবে হ্যাঁ, এখন যিনি দেশের রাজা আর তোমার স্বামী তুমি তাঁকে খুশি করতে পেরেছো।"

"হ্যামলেট, তুমি কি আমায় ভুলে গেলে?"

"ভুলব কেন মা! ক্রুশবিদ্ধ যিশুর নাম করে বলছি আমি তোমাকে ভুলিনি। তুমি ত এদেশের মানে ডেনমার্ক-এর রানি, আমার গর্ভধারিণী, আর বর্তমানে আমার বাবার ভাই-এর স্ত্রী।"

"তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন, হ্যামলেট?" কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন রানি।

"মা একবার স্থির হয়ে বোস, আমি তোমার সামনে একটা আয়না ধরছি। আয়না মানে তুমি যেসব অন্যায় আর কুকর্ম করেছো তার বিবরণ তোমায় আমি শোনাব।



শুনলেই নিজের আসল চরিত্রটা বুঝতে পারবে। আর বুঝতে পারবে কেন আমি তোমার সঙ্গে এমন করছি।"

"তুই কি আমায় খুন করতে চাস?" ছেলের কথা শুনে ভয় পেয়ে রাণি চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে কোথায় আছ, বাঁচাও! বাঁচাও!"

"ভয় নেই!" রানির আর্তনাদ শুনে পর্দার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন পলোনিয়াস। পর্দার আড়াল থেকে পুরুষ মানুষের গলা ভেসে আসতে হ্যামলেট ধরে নিলেন তাঁর কাকা ক্লডিয়াস নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছেন ঐ পর্দার আড়ালে। একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তলোয়ার খুলে পর্দার ওপর লাফিয়ে পড়লেন, পর্দার ওপর দিয়েই আড়ালে দাঁড়ানো পলোনিয়াসের বুকে সেই তলোয়ার বসিয়ে দিলেন। আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মন্ত্রী পলোনিয়াস, রক্তে চারদিক ভেসে যেতে লাগল।

"ওঃ, এই ব্যাপার, আমি ত ভাবলাম পর্দার আড়ালে একটা ইঁদুর লুকিয়ে চেঁচাচ্ছে, হাঃ হাঃ হাঃ," বলে আবার পাগলামির ভাণ করে হাসতে লাগলেন হ্যামলেট। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে হ্যামলেট মন্ত্রীকে নিজে হাতে খুন করেছেন এখবর দেখতে দেখতে রটে গেল চারদিকে। শুনে প্রাসাদের সবাই ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভয়ের কারণ একটাই হ্যামলেটকে পাগলামিতে পেয়েছে। পাগলামি করতে গিয়ে তিনি কখন কি করে বসেন কে বলতে পারে?

হ্যামলেটকে দেশের মানুষ ভালবাসে তাই ইচ্ছে থাকলেও নতুন রাজা ক্লডিয়াস এতদিন তাঁকে হত্যা করার কোনরকম চেষ্টা করেননি। কোনও ছুতোয় হ্যামলেটকে বিদেশে পাঠিয়ে সেখানে তাঁকে বধ করার সুযোগের অপেক্ষায় তিনি এতদিন বসেছিলেন। মন্ত্রি পলোনিয়াস হ্যামলেটের হাতে খুন হবার ফলে আচমকা সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন ক্লডিয়াস। ভাইপোর জন্য দুশ্চিন্তায় যেন তিনি ঘুমোতে পারছেন না এমন ভাব দেখিয়ে ক্লডিয়াস হ্যামলেটকে বললেন, পলোনিয়াসকে এই ভাবে বিনা কারণে হত্যা করে তিনি যে অন্যায় করেছেন দেশের মানুষের মন থেকে তা মুছে দিতে হলে এখন কিছুদিন তাঁর বিদেশে গিয়ে কাটানো উচিত। সেদিক থেকে ইংল্যাণ্ডই হচ্ছে আদর্শ স্থান।

পলোনিয়াস তাঁর ভালবাসার পাত্রী অফেলিয়ার বাবা, শুধু এই কারণেই হ্যামলেট তাঁকে হত্যা করার জন্য মনে সত্যিই ব্যথা পেলেন। হ্যামলেটকে প্রাণমন সঁপে দিয়ে ভালবাসে অফেলিয়া। এদিক থেকে তার মধ্যে কোনও কুটিলতা বা লোকদেখানো ভাব নেই। আর সেই হ্যামলেটের হাতেই শেষপর্যন্ত তার বাবা খুন হলেন? বাবার কথা ভেবে দিনরাত চোখের জল ফেলে অফেলিয়া। কিছুতেই মনকে সে বোঝাতে পারে না।



হ্যামলেট দেখলেন পাগলামির ভাণ করতে গিয়ে পলোনিয়াসকে হত্যা করে তিনি খুবই ভুল করেছেন। এ ভুল শোধরাতে হলে এখন ক্লডিয়াসের ইচ্ছেমত ইংল্যাণ্ডে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় তাঁর সামনে নেই। হ্যামলেট ক্লডিয়াসকে জানালেন ইংল্যাণ্ডে যেতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। ভাইপোর কথা শুনে মনে মনে হাসলেন ক্লডিয়াস। তাঁর ইংল্যাণ্ডে যাবার সব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। সেইসঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকেও তাঁর সঙ্গে দিলেন। এরপরে পথের কাঁটা দূর করার ব্যবস্থাও করলেন ক্লডিয়াস। ইংল্যাণ্ড তখন ছিল ডেনমার্ক-এর অধীন, সেখানকার রাজাকে একখানা চিঠি লিখলেন ক্লডিয়াস। তাতে উল্লেখ করলেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে হ্যামলেট পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নিজের যে বিশ্বস্ত অনুচরেরা হ্যামলেটের সঙ্গে যাচ্ছে তাদেরই একজনের হাতে চিঠিখানা দিলেন ক্লডিয়াস। কিন্তু ক্লডিয়াসের এই পরিকল্পনা সফল হল না। জাহাজে চেপে ইংল্যাণ্ডে যাবার পথে সে চিঠি হ্যামলেটের হাতে পড়ল। তিনি সেই চিঠিতে নিজের নাম কেটে সেখানে চিঠির বাহক আর তার সঙ্গীর নাম বসিয়ে চিঠিখানা আগের জায়গায় রেখে দিলেন। এদিকে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছানোর আগেই মাঝসমুদ্রে একদল জলদস্যু সেই জাহাজে চড়াও হল। দস্যুরাও এসেছিল জাহাজে চেপে, হ্যামলেট তলোয়ার খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের জাহাজে। সামনে যাকে পেলেন তাকেই কচুকাটা করলেন। হ্যামলেটের সঙ্গে যারা যাচ্ছিল ক্লডিয়াসের সেই বিশ্বস্ত অনুচরেরা কিন্তু সাহায্য করতে এল না, হ্যামলেটকে একা ফেলে রেখে তারা এই ফাঁকে নিজেদের জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেল। জলদস্যুদের সঙ্গে একা লড়াই করতে করতে শেষকালে হ্যামলেট তাদের হাতে বন্দি হলেন। তাঁর সাহস আর বীরত্ব দেখে তারা আগেই মুগ্ধ হয়েছিল। এবার তারা যখন শুনল হ্যামলেট ডেনমার্কের যুবরাজ, তখন তারা তাঁকে নিজেদের জাহাজে চাপিয়ে ডেনমার্কের সমুদ্রোপকূলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দেশে ফিরে এসে হ্যামলেট দেখলেন তাঁর ভালবাসার পাত্রী অফেলিয়া বাবার শোকে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। হ্যামলেট শুনলেন, অফেলিয়া মনের দুঃখে খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছে, সময়মত বাড়ি যায় না, চান-খাওয়া-ঘুম সবই বিসর্জন দিয়েছে। দিনরাত হয় তার বাবার কবরে পড়ে থাকে, নয়ত আপনমনে গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ায় কবরের চারপাশে। আশপাশের গাছ থেকে ইচ্ছেমত ফুল তুলে বাবার কবরে সেগুলো ছড়িয়ে দেয় অফেলিয়া। কবরখানায় কেউ এলে তার হাতে সে ফুল তুলে দেয়, আর বলে, " দাও, দাও, কবরে ফুল দাও!" অফেলিয়ার জন্য অনুতাপ জাগল হ্যামলেটের মনে, কিন্তু তিনি নিজেও ত তারই মত অসহায়।

পলোনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস হ্যামলেটেরই সমবয়সী। হ্যামলেটের মত লিয়ার্টিস নিজেও তলোয়ারের লড়াই ভালই লড়ে। কিছুদিন আগে লিয়ার্টিস গিয়েছিল ফ্রান্সে,



দেশে ফিরে এসেই সে শুনল হ্যামলেট পাগলামির ভাণ করে খুন করেছে তার বাবাকে, আর সেই শোকে পাগল হয়ে গেছে তারই বোন অফেলিয়া। ঘটনার বিবরণ শুনে লিয়ার্টিসের রাগ গিয়ে পড়ল হ্যামলেটের ওপর। ক্লডিয়াস সুযোগ বুঝে তার সেই রাগ আরও বাড়িয়ে দিলেন। লিয়ার্টিসকে ডেকে এনে তিনি বললেন, "তোমার বাবা পলোনিয়াস ছিলেন আমার এক অতি বিশ্বস্ত আর অনুগত মন্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবেই। তাঁর আত্মা শান্তি পাবেন, আর তার ফলেই তোমার পিতৃভক্তির পরিচয় পাবে রাজ্যের সাধারণ মানুষ। হ্যামলেট তার মায়ের সামনে পাগলামির ভান করে খুন করেছে তোমার বাবাকে, তার এই অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি দেয়াই এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রেখো, মাথা গরম করে উত্তেজিত হয়ে কিছু করতে যেয়ো না যেন, তাতে মুশকিলে পড়বে। হ্যামলেটকে দেশের মানুষ এখনও ভালবাসে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি নিজে ভেতরে ভেতরে তৈরি হও। কিন্তু পুরো ব্যপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, যা করার সব আমিই করব!"

হ্যামলেটকে বধ করার এক নতুন মতলব আঁটলেন রাজা ক্লডিয়াস। তিনি রাজ্যে তলোয়ার খেলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করলেন। ডেনমার্কের কমবয়সী যুবকদের মধ্যে হ্যামলেট আর লিয়ার্টিস দু'জনেরই ভাল তালোয়ারবাজ হিসেবে খ্যাতি। হ্যামলেটকে বধ করতে তাঁর এই খ্যাতিকেই কাজে লাগালেন ক্লডিয়াস। প্রতিযোগিতা যে তলোয়ার নিয়ে খেলা হয় তার ফলা থাকে ভোঁতা। দু'দিকে ধারও থাকে খুব কম। কিন্তু লিয়ার্টিসকে ক্লডিয়াস বোঝালেন হ্যামলেট আর তার দু'জনেরই হাতে থাকবে ধারালো তলোয়ার— যার ফলা হবে খুবই ছুঁচোলো। একই সঙ্গে লিয়ার্টিসের তলোয়ারের ফলার আর দু'দিকের ধারে তিনি মারাত্মক বিষ মাখিয়ে রাখবেন। এবিষ তীব্র যা রক্তের সংস্পর্শে এলে যেকোনও মানুষের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এর পাশাপাশি হ্যামেলেটের মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করতে আরও ব্যবস্থার কথা বললেন ক্লডিয়াস— তলোয়ারের আঘাত থেকে যদি বা হ্যামলেট বেঁচে যান তারপরে তিনি যাতে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে তলোয়ার খেলা চলার সময় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সরবতে বিষ মেশানের ব্যবস্থা তিনি করবেন বলেও আশ্বাস দিলেন লিয়ার্টিসকে। খেলার ফাঁকে হ্যামলেটের যখন তেষ্টা পাবে তখন ঐ বিষ মেশানো সরবত যাতে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয় সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

পলোনিয়াসকে হ্যামলেট খুন করেছেন বলে লিয়ার্টিস তাঁর ওপর রেগে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এইভাবে বিষাক্ত তলোয়ার নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁকে বধ করার যে মতলব ক্লডিয়াস এঁটেছেন তা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। ব্যাপারটা তাঁর বিবেকে বাধছে। ঠিক এমনই সময় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেল তাঁর



বোন অফেলিয়া। আর তার ফলে লিয়ার্টিসের মন থেকে বিবেকের বাধা মুছে ফেলার সুযোগ পেলেন ক্লডিয়াস।

ঘটনা ঘটল এরকম। পাগল হবার পরেও হ্যামলেটকে ভুলতে পারেনি অফেলিয়া। একদিন কি কারণে তার মনে ধারণা হল, ঐ দিনই হ্যামলেটের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কথাটা মনে হতে সে ফুলমালায় নিজেকে সাজালো, তারপরে ঐ বেশে এসে হাজির হল নদীর ধারে। কি খেয়াল চাপল মাথায়। নদীর ধারে এক গাছে উঠল অফেলিয়া। গাছের একটি পলকা ডাল বাড়িয়ে দেওয়া হাতের মত এগিয়ে এসেছিল নদীর ওপরে। সেই ডালে চাপল অফেলিয়া।

অফেলিয়ার ভার সইতে না পেরে সেই পল্‌কা ডাল মচ্‌ করে ভেঙে গেল, আর অফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল অথৈ জলে। খরস্রোতা সেই নদীর জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলিয়ে গেল অফেলিয়া। পরদিন তার মৃতদেহ নদীর জলে ভেসে উঠতে সবার আগে খবর পেল লিয়ার্টিস। নদীর ধারে ছুটে এসে দেখল তার পাগলী বোনটার মৃতদেহের পরনে বিয়ের কনের সাজ, হয়ত মরার আগে বেচারির মনে বিয়ের কনে সাজবার সাধ জেগেছিল ভেবে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়ার্টিস।

রাজধানীতে ফিরে আসার পরেই অফেলিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে হ্যামলেট নিজেও ভেঙে পড়লেন। প্রেমিকাকে সমাধি দেবার সময় উপস্থিত থাকবেন স্থির করে বন্ধু হোরেশিওর সঙ্গে তিনি দেখা করলেন, তারপরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন সমাধিস্থলে।

সমাধিস্থলে দু'জন মাটিকাটা মজুর তখন কবর খুঁড়তে খুঁড়তে আপনমনে গান গাইছিল, ভালবাসার গান।

"দেখেছো কী অদ্ভুত ব্যাপার?" হোরেশিওর দিকে তাকালেন হ্যামলেট, "কবর খুঁড়তে খুঁড়তে কোনও মানুষ এমন ভালবাসার গান গাইতে পারে?"

"এ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বন্ধু," জবাব দিলেন হোরেশিও, "কবরের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটে গেছে। তাই মৃত্যুশোক বা কবরের বিভীষিকা কি বস্তু তা ওরা ভুলে গেছে। মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনুভূতি টিকে থাকলে ওরা একাজ কখনোই করতে পারত না।"

"এই যে কবরটা খুঁড়ছো এটা কি কোনও পুরুষের জন্য?" এগিয়ে এসে হ্যামলেট মাটিকাটা মজুরদের একজনকে প্রশ্ন করলেন।

"আজ্ঞে না, হুজুর," এক ঝলক হ্যামলেটের দিকে তাকিয়ে লোকটি জবাব দিল।

"তাহলে সে কি কোনও নারী?"

"না হুজুর, তাও নয়।"

"সে কি!" অবাক হলেন হ্যামলেট, "তাহলে কার জন্য কবর খুঁড়ছো?"



"আজ্ঞে হুজুর যার জন্য কবর খুঁড়ছি তার এখন একটাই পরিচয়— মৃতদেহ," মজুরটি দার্শনিকের মত জবাব দিল, "তবে হ্যাঁ, একদিন সে নারীই ছিল, অপরূপ সুন্দরী এক নারী, বয়সও খুব কাঁচা।" তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অফেলিয়ার মৃতদেহ নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল তার বড় ভাই লিয়ার্টিস, রাজা ক্লডিয়াস আর রানি গারট্রুড এলেন তার সঙ্গে। দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে হ্যামলেট আর হোরেশিও দু'জনে কিছুটা তফাতে এক সমাধিস্তম্ভের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

অফেলিয়ার মৃতদেহ কবরে শোয়ানো হল নিয়ম অনুযায়ী উপস্থিত সকলেই সেই মৃতদেহের ওপরে ছড়িয়ে দিল তিনমুঠো মাটি। আদরের ছোট বোনটিকে শেষ বিদায় জানানোর মুহূর্তে লিয়ার্টিস নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার সেই বুকফাটা কান্না শুনে হ্যামলেট আর চুপ করে লুকিয়ে থাকতে পারলেন না, ছুটে এসে দাঁড়ালেন লিয়ার্টিসের সামনে, হাত-পা নেড়ে পাগলের মত অঙ্গভঙ্গি করে বললেন, "বোনের জন্য মিছেই কান্নাকাটি করছ লিয়ার্টিস! তোমার বোনকে এখনও আমি যতটুকু ভালবাসি তার কাছে তোমার ঐ ভালবাসা কিছুই নয়! তুমি অফেলিয়ার জন্য একটা গোটা কুমির খেতে পার? পারো না, কিন্তু আমি পারি। ঐ কবরের নিচে তার পাশে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারো? পারো না, কিন্তু আমি পারি।"

চরম শোকের মুহূর্তে হ্যামলেটের ঐ ব্যবহারে উত্তেজিত হয়ে উঠল লিয়ার্টিস, খাপ থেকে তলোয়ার খুলে তখনই হ্যামলেটের দিকে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা ক্লডিয়াস হাত ধরে টেনে লিয়ার্টিসকে শান্ত করলেন, তার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললেন, " আঃ, কি করছ, লিয়ার্টিস? জানোই ত, ওর মাথার ঠিক নেই, হ্যামলেট এখন আর সুস্থ মানুষ নেই, ও পাগল হয়ে গেছে। পাগলের সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ, বলো?" লিয়ার্টিস রাজার সম্মান রাখতে তলোয়ার খাপে আঁটতে ক্লডিয়াস আবার বললেন,"আমি যে পরিকল্পনা করেছি তার কথা মনে রেখে শান্ত হও লিয়ার্টিস। চরম শোকের মুহূর্তে নিজেকে অবিচলিত রাখো।"

★ ★ ★ ★ ★

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল তলোয়ার প্রতিযোগিতার দিন, তার আগে লিয়ার্টিসের সঙ্গে দেখা করেছেন হ্যামলেট, অফেলিয়ার মৃতদেহ সমাধি দেবার সময় লিয়ার্টিসের সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন। হয়ত হ্যামলেট অনেক দেরি করে ফেলেছেন ভেবেই এর উত্তরে হ্যামলেটকে একটি কথাও বলেনি লিয়ার্টিস।

হ্যামলেট আর লিয়ার্টিসের তলোয়ার খেলা দেখতে ভেঙে পড়েছে গোটা রাজ্যের মানুষ। তারই মাঝে সবার নজর এড়িয়ে তলোয়ার খেলার চালু নিয়ম ভেঙে রাজা



ক্লডিয়াস ভোঁতা তলোয়ারের বদলে এমন তলোয়ার দুই প্রতিযোগীর জন্য আলাদা করে রেখেছেন যার ফলা ছুঁচোলো আর দু'দিকে ক্ষুরের মত ধার। নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে ক্লডিয়াস লিয়ার্টিসের তলোয়ারের ফলায় আর দু'দিকে মাখিয়ে রেখেছেন তীব্র বিষ— যা একবার রক্তের সঙ্গে মিশলে মৃত্যু নিশ্চিত। পাশাপাশি বিষমেশানো সরবতও তিনি তৈরি করে রেখেছেন হ্যামলেটের জন্য। লড়তে লড়তে হ্যামলেট যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন ঐ বিষমেশানো সরবত তার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন ক্লডিয়াস।

মঞ্চে নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন রাজা ক্লডিয়াস, তাঁর পাশেই বসেছেন রানি গারট্রুড। পদমর্যাদার ক্রম অনুসারে অমাত্য, পরিষদ আর সেনাপতিরা বসেছেন তাঁদের দু'ধারে। মঞ্চের সামনে আর দু'পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের মানুষ।

খেলা শুরু হবার আগে হ্যামলেটের মনে অফেলিয়ার জন্য জেগে উঠল গভীর অনুতাপ, লিয়ার্টিসের দু'হাত ধরে তিনি বললেন, "বন্ধু, অতীতে যদি কোনও অন্যায় বা ত্রুটি করে থাকি তাহলে এই মুহূর্তে তা ভুলে যাও। আজকের এই হ্যামলেট সেসময় স্বাভাবিক মানুষ ছিল না, ছিল পুরোপুরি উন্মাদ পুরোনো বন্ধুত্বের দোহাই, উন্মাদ হ্যামলেটের সেই ব্যবহার মনে রেখো না।"

"তোমার প্রতি আমার মনে আর কোনও ক্ষোভ নেই হ্যামলেট," লিয়ার্টিস বলল, "আজ থেকে তুমি আর আমি দু'জনেই আবার আগের মত পুরোনো বন্ধু।"

রাজা ক্লডিয়াস সুরাভর্তি পাত্রে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বেজে উঠল দামামা আর ভেরি। সেই আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে শুরু হল দুই পুরোনো বন্ধুর তলোয়ারের লড়াই। প্রতিযোগীরা কেউ কাউকে গভীরভাবে আঘাত করবে না— এটাই এ খেলায় চালু নিয়ম। হ্যামলেট সে নিয়ম মেনে খেলতে লাগলেন। কিন্তু লিয়ার্টিসের মানসিকতা অন্যরকম। মঞ্চ থেকে রাজা ক্লডিয়াস হ্যামলেটকে গভীরভাবে আঘাত হানতে বারবার তাকে ইশারা করছেন। কিন্তু হ্যামলেট নিজে যেখানে নিয়ম মেনে খেলছেন সেখানে সে নিয়ম ভাঙবে কি করে তাই ভেবে পাচ্ছে না লিয়ার্টিস। হ্যামলেটকে এভাবে আঘাত করতে তার বিবেকেও বাধছে। খেলতে খেলতে হ্যামলেট একসময় লিয়ার্টিসকে কোণঠাসা করে ফেললেন, আর তার ফলে বিবেকের বাধা ভুলে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল লিয়ার্টিস।

খেলার প্রথম রাউণ্ড শেষ হতে ক্লান্ত হ্যামলেট ছুটে এসে দাঁড়ালেন মায়ের কাছে। ক্লডিয়াসের দিকে তাকিয়ে রানি বললেন, "হ্যামলেট তৃষ্ণার্ত ওকে শরবত দাও।" ক্লডিয়াস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ মেশানো শরবতের পাত্র তিনি তুলে দিলেন রানির হাতে। কিন্তু রানি সেই পাত্র হ্যামলেটের হাতে দেবার আগেই বেজে উঠল দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু হবার বাজনা, সঙ্গে সঙ্গে মার কাছ থেকে



ছিটকে খেলার জায়গায় এসে দাঁড়ালেন হ্যামলেট। চেঁচিয়ে মাকে বললেন শরবত তিনি খেলার শেষে খাবেন। একভাবে খেলা দেখতে দেখতে রানি নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ক্লডিয়াসকে ফিরিয়ে না দিয়ে সেই পাত্রের সবটুকু শরবত নিজেই কয়েক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। এমন ঘটনা যে ঘটবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি ক্লডিয়াস। কিন্তু তখন তাঁর আর কিছু বলার নেই। তাই একরাশ উত্তেজনা বুকে চেপে রেখে তিনি একমনে খেলা দেখতে লাগলেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে লিয়ার্টিসকে তাতিয়ে তুলতে ক্লডিয়াস তার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে লিয়ার্টিস তলোয়ার দিয়ে গভীরভাবে আঘাত করল হ্যামলেটকে।

"এ কী করছ?" বন্ধুকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যামলেট, "খেলার নিয়ম ভুলে গেলে?"

"দুঃখিত বন্ধু," লিয়ার্টিস বলল, "উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম তাই খেয়াল ছিল না।" কিন্তু খানিক বাদে লিয়ার্টিস আবার বিষমাখানো তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানল হ্যামলেটের গায়ে। এবার আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারলেন না হ্যামলেট, তিনিও এবার লিয়ার্টিসকে নিজের তলোয়ার দিয়ে গভীরভাবে আঘাত করলেন।

লিয়ার্টিসের তলোয়ারের আঘাতে হ্যামলেটের গা থেকে তখন রক্ত ঝরছে। মতলব হাসিল হয়েছে বুঝে ক্লডিয়াস চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "থামাও! এখনই খেলা থামাও!" কিন্তু খেলা থামানোর বাজনা বেজে ওঠার আগেই নিজের তলোয়ারের এক ঘায়ে লিয়ার্টিসের হাতের তলোয়ার ফেলে দিলেন হ্যামলেট, তার তলোয়ার মাটিতে পড়ে যেতে সেই বিষমাখানো তলোয়ার তুলে নিয়ে লিয়ার্টিসের বুকে বসিয়ে দিলেন হ্যামলেট।

"রানি বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।" মঞ্চে যারা বসেছিলেন তাঁরা রানিকে এলিয়ে পড়তে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে রানি টের পেলেন, যে সরবত তিনি খানিক আগে পান করেছেন তাতে বিষ মেশানো ছিল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন "আমি মারা যাচ্ছি......হ্যামলেট, তোমার সরবতে বিষ মেশানো ছিল। আমি চললাম.......।"

অবাক হয়ে হ্যামলেট মায়ের দিকে তাকালেন। ঠিক তখনই আহত লিয়ার্টিস বলে উঠল, "বন্ধু হ্যামলেট, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি আর আমি দু'জনেই এই পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাব। তোমায় বধ করার জন্য রাজা নিজে আমার তলোয়ারে বিষ মাখিয়ে রেখেছিলেন। সেই বিষ আমাদের দু'জনেরই রক্তে মিশেছে। বিদায় বন্ধু......" বলতে বলতে এলিয়ে পড়ল লিয়ার্টিস । হ্যামলেট তখন সত্যিই সীমাহীন ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন বিষমাখানো তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে সে ছুটে এসে



দাঁড়াল মঞ্চে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই তলোয়ার তিনি বসিয়ে দিলেন রাজা ক্লডিয়াসের বুকে।

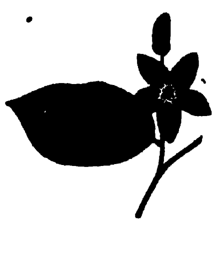
"এ বিষ তুমিই ছড়িয়েছো!" চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যামলেট, "তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম!"

আর্তনাদ করে রাজা ক্লডিয়াস এলিয়ে পড়লেন তাঁর আসনে, তীব্র বিষের ক্রিয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যে শেষনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

রাজা, রানি, ক্লডিয়াস, সবাই মৃত। বাবার প্রেতমূর্তি যা চেয়েছিলেন সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছেন হ্যামলেট। কিন্তু এবার তাঁর নিজেরও মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, পা-ও টলছে। তাঁর নিজেরও মৃত্যুর দেরি নেই বুঝতে পারেন হ্যামলেট। খানিকবাদে তিনি টলে পড়লেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন বহুদিনের পুরোনো বন্ধু হোরেশিও, হ্যামলেটের মাথাটা নিজের কোলে তিনি তুলে নিলেন।

"বন্ধু হোরেশিও," শেষনিঃশ্বাস ফেলার আগে কোনওমতে দু'চোখ মেলে বললেন হ্যামলেট, "ডেনমার্ক-এর হতভাগ্য যুবরাজের কাহিনী সবাইকে শোনানোর জন্য শুধু তুমিই বেঁচে রইলে। চললাম।"

★ ★ ★ ★ ★





কিং লিয়ার

এক

ইংলণ্ডের বৃদ্ধ রাজা লিয়ার দেশ শাসনের দায়ভার হতে মুক্ত হবার জন্য তিন মেয়ে দুই জামাই ও অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে যখন ঢুকলেন তখন সেখানে লর্ড অফ কেন্ট ও লর্ড অফ গ্লস্টার বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কথা বলতে বলতে কেন্ট হঠাৎ গ্লস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, মহামান্য গ্লস্টার, আলবেনির ডিউক আর কর্ণওয়ালের ডিউক, এই দুই জামাইয়ের মধ্যে কে বেশী রাজার প্রিয়, তা কি আপনি অনুমান করতে পারেন?

গ্লস্টার ঘাড় নেড়ে বললেন—না, হে আমার প্রিয় বন্ধু! এ সম্পর্কে সঠিক কিছু ভাবা কঠিন, কেননা এই দুজনেই সমান গুণী, কেউ কম বা বেশী নন।

হঠাৎ কেন্ট দেখলেন গ্লস্টারের পাশে একজন তরুণ বসে আছে। তিনি গ্লস্টারকে বললেন—এই যুবকটি তো আপনার পুত্র?

গ্লস্টার বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু ওকে আমার ছেলে বলে স্বীকার করতে আমার লজ্জা হয়। একটু দোনোমোনো করে আবার বললেন—আমার এই ছেলের আচরণ খুব খারাপ। কিন্তু ওর বড়ভাই আমার খুব প্রিয়। তারপর তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—শোনো এডমণ্ড, ইনি হচ্ছেন কেন্টের লর্ড, আমার প্রিয় বন্ধু।

এডমণ্ড বলল—আপনি যখন আমার বাবার বন্ধু তখন আপনি আমারও সম্মানের পাত্র।

কেন্ট বললেন—আশা করি তোমার উপর আমার স্নেহ ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাবে।

রাজা লিয়ার ঢুকে অন্য বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে গ্লস্টার ও এড়মণ্ডকে চলে যেতে বললেন। দু'জনে চলে যেতে রাজা লিয়ার সঙ্গে করে আনা



তাঁর রাজ্যের সীমানা অঙ্কিত মানচিত্রের উপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর সমবেত লোকজনের সামনেই তিন মেয়ে এবং দুই জামাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমার প্রিয় দুই জামাই এবং মেয়েরা! আমি মনে মনে ইচ্ছা করেছি আমার বুড়ো-বয়সটা, রাজ্যের সব চিন্তা ও কর্তব্যের হাত থেকে মুক্ত হয়ে শেষ জীবনটা আনন্দে কাটাবো। তাই আমার সাম্রাজ্যকে আমি সমান তিনভাগে ভাগ করেছি। ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে যাতে সম্পত্তি বাটোয়ারা নিয়ে কোনো ঝগড়া না হয় সেজন্য এই তিনভাগ আমি আমার তিন কন্যাকে দান করে দিতে চাই এবং এর সাথে সাথেই কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী হিসাবে ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির রাজকুমারের প্রতীক্ষারও শেষ করতে চাই। কিন্তু তার আগে তোমরা বল কন্যাগণ, তোমাদের মধ্যে কে কতখানি আমাকে ভালবাস?

সবার আগে বড় মেয়ে গনেরিল বলল—মানুষের জীবনে অন্ধত্ব, বন্দীত্ব এবং মৃত্যুই হল সব থেকে বড় অভিশাপ। কিন্তু আমার জীবনের যদি আপনার স্নেহ না থাকে তাহলে আমার এই সুন্দর জীবন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কষ্টকর বলে আমার বোধ হবে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা যে কোনো ছেলেমেয়ের পক্ষে কাম্য।

বৃদ্ধ রাজা এই কথা শুনে দারুণ খুশি হলেন। আনন্দের আতিশয্য হয়ে গনেরিলকে এক বিশাল শস্যশ্যামলা রাজ্য দান করলেন। তারপর মেজ-মেয়ে রিগানকে বললেন—বল রিগান, তুমি আমায় কতটা ভালবাস?

রিগান বলল—বাবা, আপনার প্রতি আমার ভালবাসার পরিমাপ করা অসাধ্য, আমি সে চেষ্টাও করব না। তবে জেনে রাখুন, মানুষের জীবনে যা কিছু আনন্দ আছে, যদি আপনার স্নেহে আমি বঞ্চিত হই তাহলে সেই সব আনন্দ আমার কাছে বিষের মতই লাগবে।

বাবার স্নেহদুর্বল মন এই কথায় খুব সন্তুষ্ট হল। তিনি রিগানকেও তাঁর সাম্রাজ্যের এক সুবিশাল সমৃদ্ধশালী অংশ দান করলেন। তারপর খুব আনন্দের সঙ্গে উৎসাহের কণ্ঠে তিনি আর সব থেকে প্রিয় ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়াকে অনুরোধ করলেন, সে তাঁকে কতটা ভালবাসে তা জানাতে।

কর্ডেলিয়া বলল—বাবাকে কন্যা হিসাবে যতটা ভালবাসা উচিৎ আমি আপনাকে ততটাই ভালবাসি।

প্রিয় মেয়ের মুখে এই কথা শুনে রাজা লিয়ারের মনে অবিশ্বাস হতে লাগল। কার্যত তিনি যেন স্বপ্ন থেকে এক ঝটকায় শক্ত মাটিতে পড়লেন! তিনি বললেন—এর থেকে বেশী কিছু তুমি আমাকে ভালবাস না! কথাগুলি ভাল করে আর একবার ভেবে বল কর্ডেলিয়া।

কর্ডেলিয়া দৃঢ় গলায় বলল—বাবা, আমি যা বলেছি ভেবে-চিন্তেই বলেছি। একা আপনাকে যদি আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তাহলে আমার স্বামী ও



অন্যান্যদের প্রতি আমার ভালবাসা কর্তব্য কিছুই থাকে না। আর তা হবে অত্যন্ত অন্যায় কাজ। তাই আপনাকে আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারি না।

কর্ডেলিয়ার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে লিয়ার ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন—এই যদি তোমার মনের কথা হয় তাহলে আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। অসভ্য স্কাইলিয়া রাণীর সঙ্গে যেমন নির্মম আচরণ করেছিল তোমার সঙ্গেও আমার আচরণ তেমন নির্মম হোক। এখুনি, এই মুহূর্তে তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

প্রভুভক্ত কেন্ট এর মধ্যে কিছু বলতে যেতেই রাজা লিয়ার চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর জামাইদের বললেন—প্রিয় ছেলেরা, তোমরা শেষ তৃতীয় ভাগটাও সমান ভাগে ভাগ করে নাও। আমি একশ অনুচর সঙ্গে নিয়ে তোমাদের দু'জনের কাছে পালা করে থাকব। আমি আমার এই মাথার মুকুট দুই ভাগ করে সব শক্তি ও সম্পদ তোমাদের দান করলাম। শুধু রাজা উপাধিটা আমি রাখলাম। তারপর সভাসদদের দিকে ফিরে বললেন—তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন ফ্রান্স এবং বার্গাণ্ডির দুই যুবরাজকে ডেকে আনো।

কেন্ট বললেন—প্রভু, আপনি এই রকম অবিবেচনার কাজ করবেন না। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনার প্রিয় ছোট মেয়ে আপনাকে খুবই ভালবাসে।

কর্ডেলিয়া সম্বন্ধে কেন্ট একথা বলতেই রাজা তরোয়াল তুলে কেন্টকে মেরে ফেলতে গেলেন। কেন্ট বললেন—প্রভু, মরবার ভয়ে আমি মিথ্যে কথা কিছুতেই বলতে পারব না। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমি আপনার ভুলের কথা বলে যাব।

লিয়ার এত রেগে গেছেন যে আজ তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন, তাই তিনি এই পরম বন্ধু কেন্টকে বললেন—তুমি রাজদ্রোহী দুর্বৃত্ত। তোমার এই উদ্ধত আচরণের জন্য আমি তোমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলাম। আজ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে তুমি এরাজ্য ছেড়ে চলে যাবে, নয়তো তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে বালিকা কর্ডেলিয়াকে আশীর্বাদ করে কেন্ট রাজসভা থেকে বিদায় নিলেন।

এমন সময় নেপথ্যে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। দুই যুবরাজ এবং অনুচরদের নিয়ে গ্লস্টার ঢুকল।

তাদের দেখে রাজা লিয়ার বললেন—হে বার্গাণ্ডির যুবরাজ। তুমি আমার ছোট মেয়ের পাণিপ্রার্থীদের অন্যতম। নিশ্চয়ই শুনেছ আমি আমার সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ যৌতুক হিসাবে দান করব বলে আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু বর্তমানে এই

প্রতিশ্রুতি অর্থহীন। কেন না এই নারী এখন পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত, এখন ও শুধু ঘৃণিত তুচ্ছ একটি প্রাণী। এখন বলো, তুমি কি এই ঘৃণিতা, বঞ্চিতা এবং নিঃস্ব ও অভিশপ্তা মেয়ের পাণিগ্রহণে এখন পূর্বের মতোই আগ্রহী?

সব শুনে বার্গাণ্ডির যুবরাজ কর্ডেলিয়াকে বিয়ে করতে অস্বীকার করল। তখন ফ্রান্সের অধিপতিকে উদ্দেশ্য করে রাজা বললেন—এবার প্রিয় ফ্রান্সের যুবরাজ, কর্ডেলিয়া সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

ফ্রান্সের যুবরাজ বলল—আমি এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, একটু আগেই যিনি পিতার প্রাণস্বরূপ ও একমাত্র আশ্রয় ছিল, সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কী কারণে বাবার ভালবাসা থেকে তিনি বঞ্চিত হলো!

সে যাই হোক, প্রকৃত ভালবাসা কখনও স্বার্থ দেখে চলে না। কর্ডেলিয়ার প্রতি আমার প্রেম সত্যিকারের প্রেম, এবং তা কত নিবিড় প্রমাণিত করার জন্য কর্ডেলিয়ার মতো অন্তরে প্রেম-ধন্যা ও সততার পূজারী, সকলের অবজ্ঞার পাত্রী, নিঃস্ব কিন্তু সুন্দরী এই কন্যাকেই ফ্রান্সের রাণী ও আমার চিরকালের সঙ্গী হিসাবে সাদরে গ্রহণ করলাম।

রাজা বললেন—তাহলে তাই হোক। তারপর তিনি কর্ডেলিয়াকে কোনো প্রকার আর্শীবাদ না করেই রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। তার পিছন পিছন বার্গাণ্ডি, কর্ণওয়াল, আলবেনি, গ্লস্টার ও তাঁর অনুচরেরাও বেরিয়ে গেল।

প্রাসাদ ছেড়ে যাবার সময় কর্ডেলিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমার দুর্ভাগ্য যে বাবা আমাকে ভুল বুঝলেন। কিন্তু আমার বড় বোনেরা! তোমাদের প্রতিশ্রুতির উপর আমার বুড়ো বাবার ভবিষ্যত জীবন নির্ভর করছে। আমার অনুরোধ তোমরা কেউ কর্তব্যপালনে ত্রুটি করো না।

এই বলেই তিনি ফ্রান্সের যুবরাজের সঙ্গে চলে গেলেন।

ওরা চলে যেতেই গনেরিল চুপি চুপি বলল—বোন রিগান, আমাদের পিতা বুড়ো হয়ে গিয়ে মানসিক দুর্বলতার কারণে এমনই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন যে তিনি তাঁর প্রিয়তমা কন্যার প্রতিও এমন ব্যবহার করলেন! সত্যি এটা তার অবিবেচক মনেরই পরিচয় দেয়।

রিগান বলল—হ্যাঁ, এবং এটাই তার চিরকালের স্বভাব।

গনেরিল বলল—তাহলে তো আরও ভয়ের ব্যাপার। কারণ তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই স্বভাব আরও বেড়ে যাবে এবং তা আমাদের সহ্য করতে হবে। ভবিষ্যতে এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে বরং এসো, আমরা দুজনে মিলে একটা পরামর্শ করি।



রিগান বলল—সে তুমি ঠিকই বলেছ, পরামর্শ খুব তাড়াতাড়িই করতে হবে।

—অন্যদিকে সেই সময় গ্লস্টারের প্রাসাদে দুই ভাইয়ে চলছিল সম্পত্তি লড়াই। হে ঈশ্বর। কেন তুমি সমাজের এরকম নিয়ম করেছ যে বংশের বড় ছেলেই সমস্ত অধিকারী হবে? অথচ এই বড় ভাইয়ের চেয়ে বয়সে আমি একবছর কিংবা তার থেকে সামান্য কিছু কম—কিন্তু গুণের দিক থেকে অথবা শক্তির দিক দিয়ে আমি কিছুমাত্র কম নই। তাই আমি কেন বঞ্চিত হব। বেশ, এই যদি তোমার নিয়ম হয় জেনে রেখো.......এই বলে এডমণ্ড চুপ করল। তারপর বড় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলল—আমিও বুদ্ধি খাটিয়ে তোমার সব সম্পত্তি অধিকার করব। চিঠি দিয়ে কৌশলজাল বিস্তার করে পিতার স্নেহকে তোমার দিক থেকে সরিয়ে আনব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। এডমণ্ড যখন মনে মনে এই রকম একটা মতলব ভাঁজছিল তখন সেখানে প্রবেশ করলেন তার বাবা গ্লস্টার।

ঘরে ঢুকে গ্লস্টার এডমণ্ডকে বলল—শুনলাম কেন্টকে নাকি রাজা নির্বাসনদণ্ড দিয়েছেন! তিনি নাকি স্বয়ং তার সমস্ত সম্পত্তি ও রাজক্ষমতা দুই জামাইয়ের হাতে ভাগ করে দিয়েছেন এবং মাসে মাসে তাঁর জন্য সামান্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করেছেন। ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়াকেও কার্যত নির্বাসনই দিয়েছেন। কি ব্যাপার এডমণ্ড? তুমি মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছ?

—বিশেষ কিছু নয় পিতা, ভাই এডগারের পাঠানো চিঠি পড়ছি।

—বিশেষ যদি গোপনীয় না হয় তাহলে তুমি তা আমাকে দেখে লুকোতে না। কই দেখি চিঠিটা।

এডমণ্ডের হাত থেকে জাল চিঠিটা নিয়ে গ্লস্টার পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে গ্লস্টারের মুখ ক্রমে লাল হতে হতে একসময় রাগে গনগন করতে থাকল। চিঠিতে লেখা ছিল, "ভাই এডমণ্ড, বৃদ্ধরা তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে আমাদের টাকাপয়সার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমাদের যৌবন ব্যর্থ করে দেয়। তাই বলছি এসো, আমরা দুজন মিলে আমাদের বুড়ো বাবাকে হত্যা করে তাঁর সব সম্পত্তি সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিই এবং আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলি—ইতি এডগার।"

বাবা প্রশ্ন করতেই ইনিয়ে বিনিয়ে এডমণ্ড বলল—এডগার আমাকে আগে আলাপ-আলোচনার মধ্যে এরকমই একটা ইঙ্গিত দিত বটে কিন্তু মনে হয় এ চিঠি তার লেখা নয়, কারণ কে আমার জানলা দিয়ে গলিয়ে ঘরে ফেলে গেছে।

গ্লস্টার বলল—না, এ চিঠি তারই লেখা। এই এডগারকেই আমি সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতাম! সে যে এত বড়ো জঘন্য শয়তান, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। যাও, বর্বরটাকে ধরে আনো।



এডমণ্ড বলল—বাবা, উত্তেজিত হবেন না। আগে আপনি আড়াল থেকে নিজের কানে শুনুন, তবে তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। নয়তো তাঁর প্রতি এ আপনার ঘোরতর অন্যায় করা হবে।

গ্লস্টার বলল—বেশ সেই ব্যবস্থা করো। তার মনের আসল ইচ্ছেটা জানা গেলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল খুঁজে তুমি সেই শয়তানটাকে বার করো। পৃথিবীটা পাপে ভরে গেছে, তাই মধুর স্নেহের সম্পর্ক একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে! প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রীতির ক্ষেত্রে, শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে তাই আজ এত ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, শঠতা ও প্রতারণা। বাবার বিরুদ্ধে ছেলে, ছেলের বিরুদ্ধে বাবার বিদ্রোহ, চক্রান্ত ঘোরতর। যে ভবিষ্যৎবাণী আগে করা হয়েছিল, আজ তা অক্ষরে অক্ষরে মিললো। সততার কোনো দাম নেই। কিন্তু এডমণ্ড, আমি বলছি তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। ভালমতন খুঁজে-পেতে সেই শয়তানটাকে বের করো, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো। যাও! বেশির ভাগ মানুষ নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে। কিন্তু আসলে মানুষ যে চোর, জুয়াড়ী, মাতাল, মিথ্যাবাদী হয়ে ওঠে, তার জন্য দায়ী সে নিজে।

বলে গ্লস্টার চলে গেলেন। আর তখনই এডমণ্ড দেখল, আরে এখানেই এডগার আসছে যে! এডমণ্ড অবাকই হলো।

এডগার ছোটভাইকে বলল—কি হলো, এত গম্ভীর কেন এডমণ্ড?

মুখে নিরীহের ভান্ করে এডমণ্ড বলল—আমি ভাবছি সেইসব অশুভ ভবিষ্যৎবাণীর কথা, যা লিখেছে বাবা-ছেলের সম্পর্কচ্ছেদ, মৃত্যু। এছাড়া আরও কত কি? যাক সেসব কথা। আচ্ছা বলতো, বাবার সঙ্গে তোমার কবে দেখা হয়েছে? বিদায়কালে তোমার আচরণের মধ্যে কি কিছু অসন্তোষ মেশানো ছিল? আমি একথা জানতে চাইছি কারণ, তিনি বর্তমানে তোমার উপর ভীষণ রেগে রয়েছেন, এর কারণ কি?

এডমণ্ডের মুখে একথা শুনে প্রথমে এডগার খুব অবাকই হলো। তারপর বলল—কে আমার এমন ক্ষতি করেছে? গতকাল রাত্রেই তার সঙ্গে আমি দু'ঘন্টা ধরে কথা বলেছি, কই কোনও রাগের চিহ্নও তো মুখে দেখি নি।

এডমণ্ড বলল—তুমি এতে কিছু ভয় পেয়ো না। বাবা যতক্ষণ না শান্ত হন, ততক্ষণ তুমি আমার ঘরে বিশ্রাম করো। তারপর আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। আমার আসার আগে যদি তোমার বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, তুমি অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তবেই বেরিও। আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি। কিন্তু তুমি আর দেরি করো না, আমার ঘরের চাবি নাও এবং শীঘ্রই এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও।

এডগার মায়াজালে আটকে পড়লো। সে চলে গেলে এডমণ্ড মনে মনে খুব খুশী হয়ে বলতে লাগল—হায় নির্বোধ, সরল এডগার! যেহেতু আমার বুদ্ধির জোর বেশি,



আর তোমার বোকা বোকা সততা। তোমার এই সততার সুযোগ নিয়েই আমাকে তোমার সম্পত্তি গ্রাস করতে হচ্ছে, সেইহেতু তোমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তুমি সত্যি সত্যি ঈশ্বরের করুণার পাত্র।

সেই সময় রাজা লিয়ারের বড় মেয়ে তার প্রাসাদে প্রধান অনুচরের সঙ্গে আলোচনারত। গনেরিল দুঃখিত স্বরে বলল—একথা কি সত্য অসওয়াল্ড? যে তাঁর বিদূষককে অপমানের কারণে আমার অনুচরকে আমার বাবা মেরেছেন? অসওয়াল্ড ঘাড় নাড়ল। তখন গনেরিল বলল—উঃ অসহ্য হয়ে উঠেছে বাবার এই নিত্য নতুন অত্যাচার। তাঁর নাইটেরাও বর্বর, অসভ্য। অসওয়াল্ড তুমি এবং অন্যান্য অনুচরেরা এবার থেকে তাঁর প্রতি সবার সামনেই এমনভাবে ভাবভঙ্গী করবে যাতে তিনি রেগে গিয়ে বোনের বাড়ি চলে গিয়ে আমাদের নিষ্কৃতি দেন। আমিও অসুস্থতার ভান করে তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলব না। চিঠি দিয়ে আমার বোনকেও শিখিয়ে দেব তাঁর সঙ্গে আমার মতোই ব্যবহার করতে। সব বিষয়ে তাঁর এই অকারণ তিরস্কার আর সহ্য হয় না। বুড়ো রাজার এই রকম বাচ্চাদের মতো ব্যবহার ঠিক করবার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাও প্রয়োজন। ঐ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাঁর আগমনসূচক বাদ্যধ্বনি। শীঘ্র যাও, এবং আমার আদেশ অনুসারে তোমাদের ব্যবহার ভাল বা খারাপ করবে।

কে তুমি? তোমার পেশা কি?

প্রশ্নকর্তা স্বয়ং রাজা লিয়ার। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছদ্মবেশী ডিউক অব কেন্ট।

কেন্ট বললেন—মহাশয় আমার পোশাকই আমার কর্মক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। আমি একজন সাধারণ দরিদ্র লোক, তবে কখনও বিশ্বাসের অমর্যাদা করি না। সৎ এবং জ্ঞানী লোক আমি পছন্দ করি। আজে-বাজে কারণে যুদ্ধ করি না। মদ খাই না।

রাজার মন করুণায় ভরে গেল। তিনি বললেন—সত্যিই তুমি খুব গরীব। কিন্তু কি চাও তুমি আমার কাছে?

—আপনার মুখের প্রভুত্বের দীপ্তি আমাকে স্বেচ্ছায় আপনার অধীনে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করছে। প্রভু, আমাকে আপনার অধীনে একটা চাকরি দিন।

—কি কাজ করতে পারবে?

—প্রয়োজনীয় কথার গোপনীয়তা রক্ষা করতে, তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়তে, কিংবা সাধারণ মানুষের অন্যান্য সব গুণগুলিরই আমি অধিকারী। তবে আমি খুব স্পষ্টবাদী এবং কঠোর পরিশ্রমে কখনোই ভীত হই না। এবং আমার বর্তমান বয়সও আমাকে সহজে দুর্বল করতে পারবে না।



লিয়ার বললেন, বেশ, আমার ভৃত্য হিসাবে তোমাকে মনোনীত করলাম। একথা বলে রাজা অসওয়াল্ডকে ডেকে বললেন, গনেরিলকে ডাকতে। এমন সময় জনৈক নাইট জানাল যে, লিয়ারের মেয়ে অসুস্থ। লিয়ার বললেন—সে আসবে না! নাইট বলল—প্রভু, আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার মেয়ে-জামাই আর তাদের লোকজনেরা আর আপনাকে আগের মতো শ্রদ্ধা করে না। আপনি এখন এদের কাছে বোঝা মাত্র।

লিয়ার বললেন—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমিও লক্ষ্য করেছি যে, ওদের কর্তব্যবোধের ত্রুটি হচ্ছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওটা বোধহয় আমার মনের ভুল। ভবিষ্যতে আমার দৃষ্টিটাকে এ বিষয়ে আরও তীক্ষ্ণ রাখব। কিন্তু আমার বিদূষক কোথায়?

—মহারাজ, কর্ডেলিয়ার দুঃখে তিনি খুবই দুঃখিত। তাই এ দু'দিন আসেন নি।

—থাক্ থাক্ আমি জানি। আমি এখন আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলব বলে মনস্থ করেছি। যাও তুমি, গিয়ে তাকে ডেকে আন।

এমনি সময়ে অসওয়াল্ডকে ঢুকতে দেখে রাজা বললেন—তুমি জান, আমি কে?

—জানি। আমার প্রভুপত্নীর পিতা।

—কি? আমার আলাদা কোন পরিচয় নেই, এটাই আমার বর্তমান পরিচয়। এছাড়া তুমি আমার ওপর চোখ তুলে কথা বলছ। আমি এর জন্য তোমায় শাস্তি দেব।

রাজা তাকে মারতে শুরু করলেন। কেন্ট তখন বলল—এ মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও নির্বোধ। তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে? কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয় তুমি জান না?

গলা ধাক্কা দিয়ে কেন্ট অসওয়াল্ডকে বের করে দিল। কেন্টের এই আচরণে রাজা খুব খুশী হয়ে তাকে উপহার দিলেন।

এমন সময়ে বিদূষক প্রবেশ করতে রাজা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ বিদূষক?

কেন্টের দিকে তাকিয়ে বিদূষক বলল—স্যার আপনি আমার টুপিটা নিন। কেন না আপনি যাঁর অধীনে চাকরি করেন তিনি স্বয়ং তাঁর দুই মেয়েকে নির্বাসিত করেছেন, অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশীর্বাদ করেছেন তৃতীয় মেয়েটিকে। ভগবান যদি আমায় দুই মেয়ে আর দু'টি টুপি দেন—

তার কথা শেষ না হতেই লিয়ার বললেন—কেন?

—কেননা, তাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে দেবার পরেও আমার নিজের জন্য একটা টুপি অন্তত রেখে দিতাম। আপনাকে এখন আপনার অন্য মেয়ের উপর নির্ভর করতে হয়।



লিয়ার রেগে গিয়ে বললেন—তোমাকে কিন্তু এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।

—মহারাজ, যে নির্বোধ সত্যকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে যায় সে মিথ্যাকেই আরো প্রশ্রয় দেয়। শুনুন মহাশয়। বুদ্ধিমান লোক তার সঞ্চয়ের পরিমাণ কাউকে জানায় না, কম কথা বলে এবং ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশী করে। পায়ে হেঁটে পথ অতিক্রম না করে ঘোড়ায় চড়ে, কোন কিছুতেই থেমে থাকে না এবং বাজি রাখে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে।

—এখানে এই কথার কোন মানে হয় না। তোমার কথাগুলি খুব কঠিন।

—মহাশয়, যে লোকটি আপনাকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করার উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁকে ডাকুন, অথবা সে জায়গায় আপনি দাঁড়ান তাহলে তিক্ত ভাঁড় এবং মিষ্ট ভাঁড়ের কথার পার্থক্য আপনি বুঝতে পারবেন।

কেন্ট ভাঁড়ের বুদ্ধি দেখে বললেন—তুমি মোটেই বোকা নও।

ভাঁড় বলল—মোটেই না, কারণ বোকা হলে আমার চলে না। এই পৃথিবীতে কেউই পুরোপুরি বোকা নয়। তারপর রাজার উদ্দেশ্যে বিদূষক বলতে লাগল—কিন্তু আপনি বোকামি করে আপনার সম্পদ ও শক্তিকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন। এরপর ভাঁড় একটি গান গেয়ে এর সারমর্মটা বোঝাতে লাগল।

লিয়ার বললেন—তুমি কবে কোথায় গান গাইতে শিখেছ?

ভাঁড় বলল—যখন থেকে আপনি আপনার কন্যাদের সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়েছেন।

—মিথ্যাবাদী, আমি তোমায় চাবুক মারব।

ভাঁড় বলল—আপনার মেয়েরা সত্যি কথা বলবার জন্য চাবুক মারে, আর আপনি মারেন মিথ্যা কথা বলার জন্য। আপনাদের মধ্যে আশ্চর্য মিল। ঐ যে আপনার বুদ্ধির দুর্ভাগ্যের একভাগ আসছেন। গনেরিলকে ঢুকতে দেখে রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল—গনেরিল, আজকাল প্রায়ই দেখি তোমার মুখমণ্ডল গম্ভীর। এর কারণ কি?

বিদূষক লিয়ারকে বলল—উনি হচ্ছেন মটর ডালের ভুষি। কোন পদার্থই অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে।

গনেরিল রাগস্বরে বলল—আপনার প্রশ্রয় পেয়ে এই বিদূষক এমনকি আপনার অনুচরেরাও আমার সঙ্গে সর্বদা কলহ করার সাহস পায় এবং তাদের আচরণ অভদ্র হয়ে ওঠে। আপনার একটু আগেকার ব্যবহারে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি এই ভেবে যে আপনার সমর্থন পেয়ে ওরা এত বেড়ে উঠেছে। তাই আমার মনে হয় এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। যদিও এখন বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে তবুও অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এর জন্য আপনার যথোচিত শাস্তি



পাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এতে অন্যায়ের হাত থেকে হয়তো রক্ষা পাওয়া যাবে।

বিদূষক বলল—ঠিক যেমন করে কোকিল ছানা তার পালকপিতা কাকের প্রাণনাশ করে। তাই নয় কি?

রাজা খুব দুঃখ পেলেন। তিনি বললেন—আমি কে তুমি কি তা ভুলে গেছ?

গনেরিল তেমনি উদ্ধত স্বরে বলল—বাবা, আপনার জ্ঞানবুদ্ধি বর্তমানে হারিয়ে গেছে।

লিয়ার বললেন—আমি কি পাগল হয়ে গেছি? আমি কি আগেকার সেই রাজা লিয়ার নই? তাহলে আমি এমন করে বলছি কেন? হাঁটার ধরন এমন পাল্টে গেছে কেন? আগের সেই দৃষ্টিশক্তি আজ কোথায়? হায়, আমার বিচারশক্তিও আজ স্নেহদুর্বল। আমি কে?

বিদূষক বলল—লিয়ারের ছায়া।

লিয়ার বললেন—কিন্তু লোকে যে আমায় বলছে আমি সেই তিন কন্যার বাবা রাজা লিয়ার আর তুমি গনেরিল?

গনেরিল বলল—আপনার এই ভ্রান্তিজনিত মানসিক দুর্বলতার কারণ আপনার বার্ধক্য। আপনি বৃদ্ধ ও সম্মানিত। কিন্তু আপনার সেই পরিমাণে বোঝা উচিত আপনার বর্বর অসভ্য আচরণকারী একশ নাইটের ব্যবহার অত্যন্ত অশোভন। তারা সবসময় মদ খেয়ে থাকে এবং নানারকম কাজে লিপ্ত থাকে। এই জন্য গোটা রাজসভা একটি বিলাসকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেজন্য এই বাধাবিঘ্নকারীদের অপমান করা আমাদের এক্ষুণি উচিত। বাবা আমার কথা শুনুন, আপনি আপনার বয়সের অনুপাতে সঙ্গী ও উপযুক্ত অনুচর রেখে বাকিদের তাড়িয়ে দিন। আর আপনি যদি এ কাজ না করেন তাহলে আমাকেই এ কাজ করতে হবে।

লিয়ার খুব অপমানিত বোধ করলেন। এত বড়ো অপমানের আঘাতে তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন—অকৃতজ্ঞ মেয়ে, এই মুহূর্তে আমি তোমার প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। মনে রেখো আমার আরও সন্তান আছে।

গনেরিল বলল—আপনার অনুচরেরা আমার লোকজনের উপর নিন্দাজনক আচরণ করেছে।

এমন সময় আলবেনিকে প্রবেশ করতে দেখেও রাজা থামলেন না। তিনি সজোরে প্রতিবাদ করলেন— তুমি শুধু লোভী নও গনেরিল, তুমি মিথ্যাবাদী। আমার লোকেরা সবাই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। এমন আচরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর অনুতাপে কষ্ট পেয়ে রাজা নিজের মাথায় নিজেই হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলেন— হায়! হায়! কর্ডেলিয়ার চরিত্রের যে দোষ আমার সমস্ত বিবেকবুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়,



তার প্রতি ঘৃণা ও তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে নির্বুদ্ধিতা প্রবেশ করে আমাকে বিষাক্ত করে তোলে। হায়! হায়! রাজা লিয়ার আজ সেই অনুভূতিকে ধিক্কার জানাচ্ছে।

আলবেনি বলল—রাজা লয়িার, আপনি অকারণে উত্তেজিত হবেন না! দয়া করে শান্ত হোন। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

লিয়ার বললেন—তা হবে কিন্তু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি গনেরিল, সন্তান দানের গৌরব ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে তোমার এই হীন কদর্য নোংরা দেহ। আর যদিও সন্তান জন্মায়, সে যেন হয় অদ্ভুত মতো। তার জন্য দুশ্চিন্তা করতে করতে তোমার এই সুন্দর মুখ বিশ্রী হয়ে যাবে এবং চোখের জল কখনও শুকাবে না। বিষাক্ত সাপের দাঁতের মতোই সে সন্তান হবে তোমার পক্ষে তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক। আমি চলে যাচ্ছি, কারণ যেতে আমাকে হবেই।

লিয়ার চলে যেতেই আলবেনি বলল—এর মানে কি গনেরিল?

রাগে আগুন হয়ে গনেরিল বলল—এটা তার বুড়ো বয়সের হঠকারিতা, তা জেনে রাখো।

লিয়ার আবার ফিরে এলেন, তারপর গনেরিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন—তোমার এত বড় সাহস যে তুমি আমার বিনা অনুমতিতেই পঞ্চাশ জন অনুচরকে এক সপ্তাহের মধ্যে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করবার আদেশ দিয়েছ? ছিঃ গনেরিল, বাবাকে অপমান করে তাঁর বুড়ো দুই চোখ থেকে অশ্রুপাত ঝরানোর প্রবৃত্তি দেখে আমি মনে মনে বড় কষ্ট যত না পেয়েছি তার থেকেও বেশি লজ্জা পেয়েছি। কিন্তু জেনে রাখো, আমার আর এক দয়াময়ী এবং মমতাময়ী কন্যা আছে, সে এর উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে দেবে। আমার অভিশাপে তোমার সারা মন অনুশোচনায় দগ্ধ হবে।

রাজা লিয়ার চলে গেলেন। তাঁর পিছন পিছন কেন্ট ও অন্যান্য অনুচররাও চলে গেল।

গনেরিল তার স্বামী আলবেনিকে বলল—দেখলে, উনি কি রকম ব্যবহার করলেন?

কিন্তু সৎ আলবেনি বলল—তোমার উপর আমার অকৃত্রিম ভালোবাসাই আমাকে বলতে বাধ্য করেছে যে কাজটা তোমার মোটেই উপযুক্ত হয়নি।

—তুমি চুপ কর। তারপর বিদূষককে গনেরিল বলল নির্বোধ, শয়তান, তুমিও পিতার সঙ্গে দূর হয়ে যাও। একশো জন অস্ত্রসজ্জিত নাইটদের শক্তিবলে তার বার্ধক্যজনিত ত্রুটিপূর্ণ আচরণ দিন দিন আরও প্রশ্রয় পেয়েছে। আর এই ধরনের অত্যাচার দীর্ঘদিন সহ্য করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

—তোমার ভয় নিতান্তই অমূলক।

—হয় হোক। ভয় মুক্ত হবার জীবন সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সচেতন হবার প্রয়োজন।



কেননা, ভবিষ্যতে সেখান থেকেই বীরবংশের বীজ উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু আমার বোন যদি একশ'জন নাইটসহ তাঁকে আশ্রয় দেয় তবে—এই যে অসওয়াল্ড সেই চিঠি লিখেছ?

—হ্যাঁ।

—তবে এখনি ঘোড়ায় চেপে সেই চিঠি নিয়ে তার কাছে চলে যাও এবং কিছু অতিরিক্ত কারণ দেখিয়ে আমার যুক্তিগুলোকে বলিষ্ঠ করে তাকেও ভীত করে তোলো। কেমন? যাও এবার। অসওয়াল্ড চলে যেতে আলবেনিকে উদ্দেশ্য করে গনেরিল বলল, তুমি যত না দুর্বল তার থেকে বেশী নির্বোধ।

স্ত্রীর এই ধরনের কথার উত্তরে আলবেনি বলল—জানো তো মানুষ অনেক সময় বেশী লোকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে প্রাপ্তবস্তু থেকেও বঞ্চিত হয়!

—তাহলে কি তুমি বলতে চাও? আমি কিছুই বলতে চাই না, ভবিষ্যতে তার প্রমাণ করবে।

লিয়ার কেন্টের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি এই চিঠি গ্লস্টারের হাতে পৌঁছে দাও এবং মনে রেখো এই চিঠিতে যা লেখা আছে আর কন্যা যা জানতে চায় কেবলমাত্র তার উত্তর দেবে, বেশী কিছু বলবে না। তাড়াতাড়ি যাও নাহলে তোমার আগেই আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

—তাই হবে প্রভু। আপনার আদেশ পালনের পূর্বে মনকে অন্যদিকে পরিচালিত করব না।

বিদূষক বলল—মহারাজ আমাকে সত্য কথা বলার জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার কন্যার ভাবী আচরণ আমার অজানা নয়।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রাজা বলল—বল দেখি, কি বলতে পার?

—তাঁর আচরণটা তাঁর উপযুক্ত দিদির মতোই হবে। মানুষ যেমন করে সহজ পথে না গিয়ে ঘুরপথে গিয়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে তেমনি মানুষের এক চোখ যাতে অপর চোখকে দেখতে না পায় ঈশ্বর তাই নাসিকা সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবধান করে দিয়েছেন।

—আমি জানি, কর্ডেলিয়ার প্রতি আমার আচরণ ভাল হয়নি।

—শামুকেরাও যাতে আশ্রয়হীন না হয়ে পড়ে সেজন্য তাদের মাথা গোঁজবার জন্যও একটা খোলা তৈরী আছে।

—আমাকে আর ওকথা মনে করিয়ে দিয়ো না। আমি জোর করে সব কেড়ে নেব।

—বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বুদ্ধি হওয়া উচিত ছিল আপনার।

— তোমরা আমাকে পাগল করে দিয়ো না, দয়া করো আমায়। হে ঈশ্বর, আমার বিবেক বুদ্ধিকে চঞ্চল করে তুলো না। না, না আমি উন্মাদ হবো না। কখনই না।"

দুই



এডমণ্ড বলল—সুপ্রভাত কিউরান।

—সুপ্রভাত এডমণ্ড। এই মাত্র আপনার বাবার কাছ থেকে আসছি। তাঁকে ডিউক অফ কর্নওয়াল ও রিগানের আগমন সম্বন্ধে আগে থাকতেই সতর্ক করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ভাল কথা । একটা কথা কি আপনি শুনেছেন?

—কি কথা কিউরান?

—কর্নওয়াল ও আলবেনির মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েই যুদ্ধের আয়োজন করেছেন গোপনে।

—উঁহু, শুনিনি তো!

—আচ্ছা আমি চলি স্যার।

—আচ্ছা বিদায়।

কিউরান চলে গেলে এডমণ্ড মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, তাহলে তো ভালই হয়েছে ডিউক আসছেন। এবার তাহলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আমার পূর্ব পরিকল্পনা মত কাজটা শেষ করে ফেলি। গলাটা একটু উঁচুতে তুলে তিনি ভাইকে ডাকলেন, নেমে এস, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। তাড়াতাড়ি এদিকে এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পালাও। তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ পিতা তা জানতে পেরেছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি পিতার পায়ের শব্দ; তুমি তরোয়াল বার করে আত্মরক্ষার ভান কর। কে আছো আলো আন, যাও যাও এবার তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও।

এডগার চলে গেলে এডমণ্ড নিজের চক্রান্তকে আরও যুক্তিপূর্ণ করে তোলার জন্য নিজেই নিজেকে আঘাত করল। তারপর রক্তাক্ত হাত নিয়ে চীৎকার করতে লাগল, কে আছ, আমাকে বাঁচাও। বাবা তুমি কোথায়?

গ্লস্টার ব্যগ্রকণ্ঠে বলল—কি হলো এডমণ্ড। তোমার হাতে এত রক্ত কেন?

—এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এডগার আপন মনে কি সব বলছিল পিতা। আপনি আসতেই সে এই পথ দিয়ে পালিয়ে গেল।

—শয়তানটা কোথায় পালাবে, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তোমরা খোঁজ কর। অনুচররা খুঁজতে চলে গেলে বললেন—কেন সে এসেছিল তোমার কাছে?

এডমণ্ড বলল—আপনাকে হত্যা করবার জন্য আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিল। কিন্তু আমি পিতৃদ্রোহী হবার ঘোরতর অন্যায় কর্মকে মন থেকে কিছুতেই সায় দিলাম না। সে তরবারির সাহায্যে আমাকে আঘাত করে। তাও আমি যখন তার অসৎ উদ্দেশ্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করেছি এবং প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়ে সাহায্যর জন্য ভীত হয়ে চীৎকার করছি তখন সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

পিতার স্নেহশীল হৃদয় এডমণ্ডের ধূর্তামি বুঝতে পারল না, উপরন্তু তার প্রতি করুণায় বিগলিত হলে তিনি বললেন—আমার প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে আমি সমস্ত রাজ্য জুড়ে ঘোষণা করে দেব এই কথা, যে তাকে ধরে এনে দেবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে, তার আশ্রয়কারীর প্রাণদণ্ড হবে।

এডগারের প্রতি পিতার অবিশ্বাসকে আরও ঘনীভূত করে তোলার জন্য এডমণ্ড বলল—পিতা! সে যাবার সময় আমাকে এই ভয় দেখিয়ে গেছে যে, যদি আমি তার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিই তবে সে বলবে যে তার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণ নাকি আমি। আমার প্ররোচনাতেই সে পিতার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করছে। তার মৃত্যু হলে আমার সম্পত্তিলাভের উপায় সহজ হবে নাকি এ ভেবে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি!

—তোমার কিছু ভয় নেই। ওর হাতের লেখাই ওর ষড়যন্ত্রকে প্রমাণ করবে। ঐ শোনো বাদ্যধ্বনি মাননীয় ডিউকের আগমন সূচিত করছে। ওই শয়তান যাতে আমার রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সমস্ত নগর ও বন্দরের দ্বার বন্ধ করে দেব আমি এবং পথে-ঘাটে সর্বত্র তার ছবি ছাপিয়ে দেব। তুমি আজ আমার সন্তানের উপযুক্ত কাজ করেছ। ওকে আমার সন্তান বলে আমি স্বীকার করব না। তুমিই আমার সন্তান, তোমাকেই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করে যাব।

এমন সময় কর্নওয়াল প্রবেশ করে গ্লস্টারকে বলল—কি খবর বন্ধু, এখানে এসে একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম।

—একথা যদি সত্যি হয় তাহলে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। রিগান বলল—আচ্ছা এর নাম কি বাবার ইচ্ছানুসারে রাখা হয়েছিল।

—ম্যাডাম, আমার বুক দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা, তিনি কি পিতার উচ্ছৃঙ্খল নাইটগণের মধ্যে একজন।

—হ্যাঁ ম্যাডাম, ও ছিল ওদেরই দলের একজন। এডমণ্ড জানাল।

—এবার বুঝতে পারছি। এই উচ্ছৃঙ্খল নাইটরাই তাকে প্ররোচিত করেছে বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করতে। তাহলে এডগারের সঙ্গে তারাও সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। এদের সম্বন্ধেই আজ সন্ধ্যায় এক চিঠিতে আমার দিদির সাবধানবাণী আমি পাঠ করেছি। সে বলেছে তারা আসার আগেই আমি যেন এই গৃহ ত্যাগ করে কোথাও চলে যাই।

কর্নওয়াল বলল—ঠিক কথাই বলেছ প্রিয়তমা। এডমণ্ড তোমার কর্তব্যবোধ যথার্থই পুত্রবৎ আন্তরিক।

গ্লস্টার সানন্দে গদগদস্বরে উত্তর দিলেন—ওর এই কর্তব্যবোধের কারণে ও আহত হয়েছে কিন্তু এই অন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেনি।

কর্নওয়াল বলল—তার খোঁজ করার জন্য চারিদিকে চর পাঠান। আমার কাছে এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য আপনি পাবেন। আর এডমণ্ড, তোমার মতো



কর্তব্যপরায়ণ এবং সৎ গুণসম্পন্ন বীর এবং বিশ্বাসযোগ্য যুবকই আমাদের প্রয়োজন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা সহচররূপে তোমার কাছাকাছি থাকা।

—যদি আপনাদের তাই ইচ্ছা হয় তবে সততা এবং বিশ্বস্ততার গুণে আপনাদের স্নেহভাজন হয়ে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

গ্লস্টারও আনন্দের সঙ্গে পুত্রের কথায় সায় দিলেন।

রিগান বলল—হে আমার পুরাতন বন্ধু মাননীয় আর্ল অব গ্লস্টার, এই অন্ধকার রাত্রে আমবা উভয়ে আপনার কাছে এসেছি একটা গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ নিতে আমাদের পিতা ও কন্যার পারস্পরিক মতবিরোধের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত দান করে আমাদের বাধিত করুন।

—আগে আপনারা আমার গৃহে আসুন, তারপর সবাই মিলে একটা পরামর্শ করব, কেমন।

—বেশ তবে তাই হোক চলুন।

অসওয়াল্ড! নমস্কার বন্ধু। আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসাকে দোহাই দিয়ে আমাকে আস্তাবলটা দয়া করে দেখিয়ে দাও।

—তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও ভালবাসা নেই।

—তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

—লিপসবেরি পাউণ্ড নামক জায়গায় গেলে গ্রাহ্য করাটা দরকার হয়ে পড়বে।

—তুমি আমার সঙ্গে এমন ঝগড়া করছ কেন? আমি তো তোমায় চিনি না।

—কিন্তু আমরা উভয়ে উভয়কে চিনি। তুমি হচ্ছ এমনই একজন নিঃস্ব, দুর্বৃত্ত, কাপুরুষ ক্রীতদাস, সে পরান্নে পালিত। মনে কর শয়তান দুদিন আগে রাজার সামনে তুমি আমার আঘাতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলে। অস্ত্র ধরো শয়তান। —চিৎকার করে বলল কেন্ট।

তুমি চলে যাও, তোমার সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই।

তোমার একমাত্র দোষ হল ঘৃণ্য উদ্ধত গনেরিলের পক্ষ নিয়ে তুমি রাজার বিরুদ্ধে লেখা চিঠি বয়ে নিয়ে এসেছ। তুমি যদি তরোয়াল বার না করো, তাহলে পাজী শয়তান, তোমার পা দুটো আমি কেটেই ফেলব।

অসওয়াল্ড ভয় পেয়ে সাহায্যের জন্য যতই চীৎকার করতে লাগল ততই তাকে আঘাত করতে লাগল ছদ্মবেশী কেন্ট।

এডমণ্ড খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিল। ক্রুদ্ধ কেন্ট বলতে লাগল রক্তাক্ত লড়াইয়ে ভীত হচ্ছ কেন? এস হে ছোকরা।



কর্নওয়াল বলল—যদি প্রাণের মায়া না থাকে তো ভীত হচ্ছ কেন? দুজনের মধ্যে ঝগড়ার কারণ কি?

রিগান বলল—আমি এদের চিনতে পেরেছি। এরা আমার বোন ও রাজার দূত।

—আশ্চর্য তো, তাহলে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধল কেমন করে?

অসওয়াল্ড বলল—এই বুড়োটা ভীষণ পাজি, তবে আমি ওর সাদা দাড়ির খাতিরে ছেড়ে দিয়েছি।

—ফের মিথ্যে কথা কেন্ট গর্জন করে উঠল।

—চুপ করো, ভদ্রতাবোধও কি ভুলে গেলে?

—স্যার, এই ধরনের ঘৃণিত লোকেরা মানুষের মধ্যেকার কোমল এবং পবিত্র সম্বন্ধের অবসান ঘটায় এবং এরা ভূতের মতো প্রভুকে নির্মল তোষামোদ করে তাদেরকে আরও ভয়ঙ্কর রকমের করে তোলে। আবার হাসছ, মূর্চ্ছা রোগীর বিবর্ণ মুখখানার ওপর অভিশাপ নেমে আসুক। এই লোকটি এমন বদমাইস লোক আমি আগে কখনও দেখিনি।

—ও কিসে বদমাইস হল?

—ওর মুখটাই সেই প্রমাণ দেবে।

কর্নওয়াল বলল—আমি জানি এই ধরনের লোক স্পষ্টবাদী হওয়ার জন্য সরলতায় অত্যন্ত ভয়ানক বা ধূর্ত হয়।

—কিন্তু আপনার প্রতি আমার সেরকম কোন বদ মতলব নেই। আমি সরল, প্রতারক নই। সাধারণ শ্রেণীর মতো সরল ও সৎ ব্যক্তি পর হয় না।

অসওয়াল্ড বলল—প্রভু ওর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ নেই। তবে কিছুদিন আগে রাজা লিয়ার ভুল বুঝে আমাকে আঘাত করলে এই লোকটাও পিছন দিক থেকে আমাকে আঘাত করে। তারপর রাজার প্রশংসা পাবার জন্য এই হীন জঘন্য প্রকৃতির লোকটা আমার মতো নিরীহ লোককে যাচ্ছেতাই রকমের গালাগালি ও অপমান করে।

কর্নওয়াল রেগে গিয়ে অনুচরদের আদেশ দিলেন—মিথ্যাবাদী শয়তান বুড়োটার পায়ে কাঠের খুঁটো পরিয়ে দাও। আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যে—

—মহাশয় আমি রাজার দূত। রাজার দূতের পায়ে খুঁটো পরালে রাজাকেই পরোক্ষভাবে অপমান করা হবে।

রিগান বলল— আমি ওসব শুনতে চাই না। পায়ে খুঁটো পরে দুপুর অবধি না, রাত অবধি থাকতে হবে।

—হুঁ। গনেরিল যেসব বদমাইসের কথা বলেছিল এ তাদের মধ্যে অন্যতম।



গ্লস্টার বলল—মাননীয় ডিউক, আপনি ওকে চোরের মতো এই কঠিন দণ্ড দেবেন না। ওর অপরাধের শাস্তির ভার ওর প্রভুর ওপরেই ছেড়ে দিন। এমনভাবে রাজদূতকে অপমান করলে রাজা রুষ্ট হবেন।

রিগান বলল—কিন্তু হে মাননীয় গ্লস্টার, ওকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলে আমার অনুচরদের প্রতি অন্যায় করা হবে যে। তাই আমি আপনার এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না। তারপর তিনি কর্নওয়ালের দিকে ফিরে বললেন, চলুন, আমরা চলে যাই।

সকলে চলে গেলে গ্লস্টার কেন্টকে বলল—ডিউক এই অন্যায় খেয়ালের জন্য আমি ওকে অবশ্য অনুরোধ করব।

—না স্যার, বলল কেন্ট— দীর্ঘ পথের ক্লান্তি আমি এই সুযোগে কাটাব।

গ্লস্টারকে চলে যেতে দেখে কেন্ট আপন মনে বলতে লাগল—"হে মূর্খ, তোমার প্রখর কিরণরাশি আমার এ চিঠি পাঠ করতে সাহায্য করুক। আমি কর্ডেলিয়াকে গোপনে আমার সমস্ত কার্যকলাপ বিশদভাবে জানিয়েছি, তাই আশা করি যেন এ সময়ে তিনি এসে আমাদের মহান রাজাকে উদ্ধার করবেন। হে আমার চক্ষুদ্বয়, আমি জানি দীর্ঘদিনের পথশ্রমে তোমরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত। এখন তোমাদের ভাল মতন বিশ্রামের সময় এসেছে। তোমরা বিশ্রাম কর বিদায়। হে সৌভাগ্য দেবী, তোমার শুভদৃষ্টি আমাদের উপর বুলিয়ে দাও।

এডগার পাগলের মতো ঢুকে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, হায় ভাইকে বিশ্বাস করে আজ আমাকে পলাতক আসামীর মতো ঘৃণ্য পোশাক এবং গরীব লোকের মতো নগ্ন দেহে, রুক্ষ ও অবিন্যস্ত চুল নিয়ে গাছের কোটরে গোপন করে ছদ্মবেশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আমার অবস্থা ঠিক যেন সেই সব হতভাগ্য নিরাশ্রয় অপরের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র ভিক্ষুক টম টার্লিগদের মতো। কিন্তু তাদেরও দাম আছে, আমার আজ কোনো দাম নেই।

লিয়ার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার অনুচর এখানে এলো না কেন? অথচ তুমি তো বলছ যে আমার মেয়ে ও জামাই কাল রাত্রেই আচমকা এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সামনে বন্দী অবস্থায় রয়েছে কেন্ট। তিনি অবাক হয়ে বললেন—কে তোমাকে এই রকম নির্মমভাবে বন্দী করেছে।

বিদূষক বলল—প্রভু, ঘোড়ার মাথায় কুকুর ও ভাল্লুকের গলায় কিংবা রাজদ্রোহী লোকের পায়েই এই অসহ্য বেদনাদায়ক কাঠের লাগাম পরানো হয়।



লিয়ার বললেন—বল কে তোমাকে এরকম অবস্থায় আটকে রেখেছে?

কেন্ট বললেন—প্রভু, সে অপরাধী হল আপনার মেয়ে আর জামাই।

—না, না তারা তা করতে পারে না। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, এক ভয়ঙ্কর কাজ করতে তারা কখনই সাহস করবে না।

—আপনার প্রতি ভক্তি রেখেই আমি বলছি তারাই এ কাজ করেছে।

—ওঃ ভগবান, একাজ তো মানুষকে খুন করার চেয়েও ভয়ঙ্কর। বেশ, তোমাকে আমি চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তুমি কি করেছিলে যার জন্য তারা এ কাজ করল?

—প্রভু, আমার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গনেরিলের পক্ষ থেকে আর একজন দূত এসে তাকে চিঠি দিল। তিনি এই দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে আমার প্রতি চরম অবস্থা দেখিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। ওরা চলে যেতেই আমি এই দূতটাকে চিনতে পেরে রাগের মাথায় তরোয়াল বার করে তাকে হত্যা করতে উঠি, তখন তার চীৎকারে আপনার মেয়ে ও জামাই ফিরে এসে আমাকে এই চরম শাস্তি দেন।

বিদূষক বলল—বাবার টাকা-পয়সা কমে যাবার সাথে সাথে সন্তানের ভালাবাসারও কম-বেশি হয়।

দুঃখে রাজা লিয়ারের মন ভেঙে গেল। তিনি দুঃখের স্বরে বললেন—শান্ত হও, ওগো অপ্রমত্ত আবেগে,আমাকে এমন করে অস্থির করে তুলো না। আমি মিনতি করছি তোমরা থামো। কিন্তু আমার মেয়ে কোথায় কেন্ট? বলে তিনি ফিরে চলে গেলেন। তার চলে যাবার পর কেন্ট উৎসুক হয়ে বিদূষককে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, রাজার অন্যান্য অনুচরেরা কোথায়?

হেঁয়ালী করে বিদূষক বলল—শীতকাল এলে একটা পিঁপড়েও কাজ করেনা, যার চোখ আছে সে কখনো নাক বরাবর রাস্তা হাঁটে না, আর কোন বুদ্ধিমান লোক পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে নামছে এমন চাকার গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করে সহজে বিপদের সামনে পড়তে চায় না। যারা স্বার্থপর আর লোভী, এইরকম লোকেরা কখনও বিপদের গন্ধ পেয়ে বন্ধুকে ত্যাগ করতে পিছুপা হয়না। কিন্তু আমি বুদ্ধিহীন একজন বিদূষক মাত্র, তাই যারা এই পথ অনুসরণ করেছেন তারা আমার পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে না।

কেন্ট এই কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বলল—তোমরা উপমাগুলো খুব সুন্দর।

লিয়ার গ্লস্টারের সঙ্গে ঢুকে আপন মনে বলতে লাগল—মিথ্যা কথা, তারা অসুস্থতার ভান করে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এখন আমি কি করব বলে দাও।

—উঃ এত বড়ো অকৃতজ্ঞ। গ্লস্টার, রিগান ও কর্ণওয়ালকে বলে দাও, আমার হুকুম, তারা এখানে আসুক। বলগে যাও, সেই রাগী ডিউককে অবিলম্বে বৃদ্ধ রাগী



স্নেহশীল সম্রাটের আদেশ পালন করতো। নতুবা—কি যে ভাবলেন, তারপর বললেন, না না এ আমি কি বলছি, হয়ত তিনি সত্যি অসুস্থ, আর কে না জানে সুস্থ লোক অসুখে ভুগলে তার আর আগের স্বভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটে। আমার এইরূপ মেজাজকে সংবরণ করে আমি তাদের সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করব।

তারপর হঠাৎ কেন্টের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব পাল্টে গেল লিয়ারের—হায় আমি কি নির্বোধ। আবার এই বৃদ্ধ ভৃত্যের অবস্থাই আমাকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিচ্ছে যে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই চলে গেছে। এটা তাদের পূর্বপরিকল্পনামত একটা কৌশল জাল। কে আছ, শীঘ্র গিয়ে ডিউক ও তার স্ত্রীকে এখানে ডেকে আন। যদি তারা না আসে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে এখানে টেনে নিয়ে আসব।

—প্রভু, আপনি উত্তেজিত হবেন না, আমি যাচ্ছি। গ্লস্টার এই বলে চলে গেলেন।

"হে আমার মন তোমরা এত সহজেই ধৈর্য হারিয়ে আমাকে চঞ্চল করে তুলো না, তোমাদের কাছে রাজা লিয়ার করুণ মিনতি জানাচ্ছে তোমরা থামো, স্থির হও। রাজা লিয়ার বলতে লাগল।

বিদূষক রাজাকে বলল—যেমন করে গরম কড়াইতে আস্ত মাছ ছেড়ে বোকা মেয়েরা তার মৃত্যু কামনা করে। ঘোড়া তৈলাক্ত জিনিস খায় না জেনেও যেমন করে নির্বোধ লোক দয়া করে তার বিচালিতে যেমন তেল মাখায় তেমন করেই আপনি নির্বোধের মতো আপনার ক্রোধকে প্রমাণিত করার মিথ্যা চেষ্টা করেছেন।

রিগান বলল—বাবা আমার নমস্কার নিন।

আগের কথা সব ভুলে গিয়ে লিয়ার বলল—আমি জানি, আমার আগমনে তোমরা দু'জনেই আন্তরিকভাবে খুশী হয়েছ। তারপর কেন্টকে মুক্ত দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন—প্রিয় মেয়ে, আমার বিবেচনায় সে যদি আপনার উজ্জ্বল উদ্ধত নাইটদের আচরণের প্রতিবাদ করে থাকে তাহলে সে ঠিক কাজই করেছে। আপনার এই মানসিক অসুস্থতা ও দোষমুক্ত দুর্বলতা যা বুড়ো হয়ে গেছেন বলে মনে হয়েছে তার জন্য আপনার কারো অনুগত হয়ে থাকা প্রয়োজন। তাই বলছি, তার কাছে অন্যায় স্বীকার করে আপনি ফিরে যান।

রাজা লিয়ার অবাক হয়ে বলল—আমি ক্ষমা চাইব? আমাকে এমন দীনহীন প্রার্থিত ভিক্ষুকের বেশে দেখতে ইচ্ছা কর? তিনি নতজানু হলেন, আমি বৃদ্ধ, নতজানু হয়ে তোমার কাছে পোশাক ও খাদ্য এবং আশ্রয় ভিক্ষা করছি। বৃদ্ধ রাজা ভেঙে পড়ল।

রিগান বলল—না, তা সম্ভব নয়।

রাজা বললেন, গনেরিল আমার অনুচরদের সংখ্যা কমানোর কথা তুলে আমায় অপমান করেছে। রূপ ও শক্তির গর্বে সে এমন কাজ করতে সাহসী হয়েছে। ভগবানের অভিশাপে সে ধ্বংস হবে।



—কিন্তু তোমার স্বভাব অনেক মধুর। তুমি কখনো আমার সখ-আহ্লাদ বন্ধ করে নানাভাবে আমাকে অপমান করতে সাহসী হবে না, সে ইচ্ছেও তোমার হবে না আমি জানি। আমি যে তোমার বাবা এবং আমার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী যে তুমি, তা নিশ্চযই তুমি ভুলে যাবে না? একথা বলে রাজা থামলেন।

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকার পর রাজা লিয়ারের কেন্টের কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, আমি জানতে চাই—কে আমার দূতের পায়ে কষ্টদায়ক এই কাঠের খুঁটোটা পরাতে সাহসী হয়েছে।

এমন সময় দূর থেকে ক্রুদ্ধধ্বনি শুনতে পেয়ে কর্নওয়াল রিগানকে জিজ্ঞাসা করল—কে এল?

—বোধ হয় আমার দিদি গনেরিল। তারই আসার কথা ছিল— রিগান বলল। অসওয়াল্ডকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—দিদি কি আসছেন? তাকে দেখেই রাজা লিয়ার চীৎকার করে উঠল—দূর হয়ে যাও, ঘৃণ্য লোভী গনেরিলের প্রশ্রয়ে উদ্ধত পাজী শয়তান চাকর কোথাকার।

তারপর রিগানকে বলল—রিগান, আশাকরি তুমি নিশ্চয়ই জানো না কে আমার দূতের পায়ে খুঁটো পরিয়েছে? হে ভগবান পৃথিবীর মানুষের প্রতি তোমার সততা আমাকে সাহায্য করুক। ও রিগান, এই ঘৃণ্য নারী তোমার এত প্রিয় যে তুমি তার হাত ধরেছ।

গনেরিল উদ্ধতভাবে উত্তর দিল—তোমার অবুঝের মতো কাজকর্মেই বিচারের শেষ কথা নয়।

রাজা বলল—আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমার সহ্যশক্তির সীমা দেখে বল কে তাকে অপমান করেছে?

কর্নওয়াল বলল—আমি পরিয়েছি। কিন্তু তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হয়নি।

লিয়ার আশ্চর্য হয়ে বললেন—তুমি, তুমি করেছিলে?

রিগান বলল—বাবা আপনি বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়েছেন। তাই এখন আপনার উচিত অনুচরদের ত্যাগ করে একবার আমার কাছে, একবার দিদির কাছে ভাগাভাগি করে সময় কাটানো, ভাগাভাগি করে থাকা। এখন আপনাকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়।

লিয়ার বললেন—তার বদলে আমি বন্য জন্তুর সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করব, দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণ আঘাত সবসময় সহ্য করব, ফ্রান্সের রাজার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করব, তবু অনুচরদের বাদ দিয়ে ওখানে যাব না। কখনোই না, পরিবর্তে এই ঘৃণ্য ক্রীতদাসটারও অনুগত হয়ে থাকব। কিন্তু আমাকে সেরকম দুর্ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিও


না রিগান। জানি তুমি আমার দেহের দুষ্ট ক্ষত, তবু তো তুমি আমার মেয়ে। আমি তোমায় অভিশাপ দেবো না, তুমিই একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে। আমি বরং আমার অপর কন্যা রিগানের কাছেই থাকব। সঙ্গে থাকবে আমার একশো নাইট।

রিগান বলল—না বাবা, আমার ইচ্ছা নয় যে আপনি আমার কাছে থাকুন। আপনি বুড়ো হয়েছেন। তাই আপনার বিচার-বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু আমার দিদি জানে সে কি করেছে।

লিয়ার বললেন—তুমি কি মনে কর তোমার কথা সত্য?

রিগান বলল—হ্যাঁ, মানুষের খুব বিপদের সময় হলেও এত বেশি লোকের প্রয়োজন হয় না। আর বিনা কারণে পঁচিশ জন লোক রাখার কোন মানেই হয় না। আর মালিকানা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে এতজন লোকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা তো স্বাভাবিক।

তারপর গনেরিল ও রিগান দু'জনে একসঙ্গে বলল—বাবা, আপনার আমাদের বাড়িতে না আসার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার প্রতি যাতে কোন অন্যায় না হয় তার প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখব।

কিন্তু, পচিঁশ জনের বেশী নাইট আমি রাখতে পারব না—বলল রিগান।

লিয়ার বললেন—ওরে অকৃতজ্ঞ নারী, তোদের সব সম্পত্তিই যে আমার, তা কি ভুলে গেছিস?

রিগান বলল—আপনার সথাসর্বস্ব আমাদের দান করেছেন।

লিয়ার বললেন—সে সব সম্পত্তি তো আমি ফেরত চাই না। কিন্তু আমার সংরক্ষিত নাইটদের আমি কমাবো কেন? কোন সাহসে তোমরা একথা বলতে পারলে?

রিগান উদ্ধতভাবে আবার তার মত খুলে বলল।

মনে মনে ভীষণ রেগে গিয়েও অসহায় স্বরে রাজা বলল—ওপরে ভালমানুষির ভান দেখালেও তোমার মন যে এত নিচ তা আমি জানতাম না। গনেরিল, পঞ্চাশ-একশোর অর্ধেক হলেও পচিঁশের দ্বিগুণ। তাই রিগান থেকে তোমার উপর ভালবাসাও আমার আজ থেকে দ্বিগুণ হল, আমি তোমার বাড়িতেই থাকব।

গনেরিল বলল—বাবা, এর ডবল লোক সেখানে আপনার সেবা করবে, তাই আপনার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

রাজা বলল—মানুষের প্রয়োজনের সীমা কোথায় তা কেউ জানে না। শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে তোমার পোশাক থাকলেও তার অতিরিক্ত কিছু তুমি যেমন পরেছ তেমনি জেনে রাখো প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে কিন্তু আমার প্রয়োজন এখন সহনশীলতা। হে ভগবান। এই বুড়ো অসহায় লোকটিকে

করুণা করে তার সহ্যশক্তির সীমা বাড়িয়ে দাও। তোমার চক্রান্তেই যদি আমার মেয়েদের মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে তবে তোমার কাছে আমার মিনতি আমার গাল চোখের জলে না ভিজিয়ে আমার রাজ্যকে জ্বলে উঠতে সাহায্য করো। তাই আমি কাঁদব না, চোখের জল ফেলব না। যদিও বাধ্য হয়ে এই ঝড়ের রাতে আশ্রয়হীন হয়ে আমাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তবুও কেঁদে আমি আমার অন্তরকে বেদনায় ভারাক্রান্ত হতে দেব না। সব কষ্ট সহ্য করব। উঃ, আমি কী বোকা, এই সহ্য বেদনা আমাকে পাগল করে তুলেছে। রাজা ছুটে বেরিয়ে গেলে তার সাথে সাথে গ্লস্টার ও বিদূষকও সে স্থান ছেড়ে চলে গেল।

রিগান বলল—এই ছোট বাড়িতে বুড়োটার অনুচরবর্গসহ থাকার জায়গা হতো না।

—নিজেও বোকামির কারণে বিশ্রাম ও সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে এই ঝড়ের রাত্রের দুর্ভোগ সহ্য করার জন্য দায়ী তিনি নিজে।

—তার লোকজন ছাড়া তার ঢুকবার তো কোন বাধা ছিল না।

—নিশ্চয়ই, কিন্তু গ্লস্টারকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কর্নওয়ালের ডিউক বল—তিনি রাজার সঙ্গে গেছেন, আবার ফিরে আসবেন। গ্লস্টার ফিরে এসে বলল—রাজা রাগে পাগল হয়ে গিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে চান।

—কোথায়?

—জানি না।

অসওয়াল্ড বলল—তার চলে যাওয়াই উচিত। গনেরিলও সায় দিয়ে বলল—আর ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করা উচিত না।

কিন্তু প্রভুভক্ত গ্লস্টারের মুখে বিষন্নরেখা পড়ল—এই ঘন গভীর অন্ধকার রাত্রে তার উপর এই প্রচণ্ড ঝড়ে তিনি কি করে যাবেন?

রিগান অমনি তাড়াতাড়ি বলল—একগুঁয়ে লোকের স্বভাবই এরকম। তার সঙ্গীসাথীরা গুণের দিক থেকে আরও এক কাঠি উপরে। যা হোক তারা যাতে আর ঢুকতে না পারে তার জন্য দরজাটা দিয়ে দাও।

কেন্ট চিৎকার করে জানতে চাইল—এই দুর্যোগঘন রাত্রিতে ওখানে কে?

—সেই রকমই লোক যার কাছে এরকম প্রচণ্ড ঝড় নতুন নয়।

—ও গলা শুনে আমি চিনতে পারছি না। তুমি রাজার অনুচর নও? কিন্তু রাজা কোথায় তাড়াতাড়ি বল।



—তিনি আজ পাগল হয়ে গুহায় গুহায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। প্রবল ব্যথাবিদ্ধ সমুদ্রের জলরাশিতে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিনি খালি দু'হাতে মাথার চুল তুলে বাতাবরণ উড়িয়ে দিয়ে বিকৃত এক বীভৎস খেলায় মেতে উঠছেন। মরীয়া হয়ে একমাত্র বিদূষককে সঙ্গেকরে চীৎকার করে চলেছেন অনবরত।

—বিদূষক ছাড়া কি আর কেউ নেই তার সঙ্গে।

—না, রাজার গভীর শোককে সে হাল্কা হাসির মাধ্যমে কম করার চেষ্টা করছে।

কেন্ট বলল—তুমি আমার বিশেষ পরিচিত। শোন তোমাকেএকটা গোপন কথা জানাতে চাই। সেটা হল বাইরে প্রকাশিত না হলেও আলবেনি ও কর্নওয়ালের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। এক অপরকে ঠকিয়ে সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধান করতে চাইলেও তাদের ভৃত্য এবং অনুচরেরা যে সমস্ত ষড়যন্ত্র রাজার উপর আরোপিত বিধিলিপির মাধ্যমে সামান্য অত্যাচারের খবর ইত্যাদি যা কিছু দেখছে সব খবর গোপনে ফ্রান্সে পাঠাচ্ছে। একদল ফরাসি সৈন্য বন্দরে গোপনে অবস্থান করছে। আমার পরামর্শ মতো তুমি তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হয়ে একজন লোককে রাজার এই দুরবস্থার কথা জানাবে। তোমার পারিশ্রমিক হিসাবে এই থলিটা তোমাকে দিচ্ছি। আর ফ্রান্সের রাণি কর্ডেলিয়ার সঙ্গে দেখা হলে এই আংটিটা তাকে দিলেই তিনি তোমাকে আমার পরিচয় জানিয়ে দেবেন। তুমি এখন যাও।

অনুচরটি কিছু দূরে যেতেই কেন্ট তাকে আবার ডাকলেন। বললেন—ওহে। শোন, তোমার সঙ্গে আমার আগের থেকেও আর একটা গোপনীয় কথা আছে। সেটা হল আমাদের রাজাকে আমাদের খুব তাড়াতাড়িই খুঁজে পেতে হবে। তুমি কিংবা আমি যে আগে খবর পাব সেই অন্যকে জানিয়ে দেবো কেমন। কিন্তু সাবধান একথা যেন কেউ কিছুতেই জানতে না পারে।

—আপনি যেমন আদেশ করবেন, তেমনই হবে বলে বিদায় নিল অনুচর।

লিয়ার বললেন—ওগো হাওয়া, সমস্ত শক্তি দিয়ে পৃথিবীটাকে চুরমার করে দাও। আমার রাজ্যের আগুনকে বাড়িয়ে দিয়ে দাবানল সৃষ্টি করো। ওগো মেঘ, তুমি অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীতে নেমে এসো— সমস্ত কিছুকে ধুয়ে মুছে শেষ করে ফেল। গির্জার চূড়াগুলোর উপরে অবিশ্রাম আঘাত করো। ওগো আগুন, তুমি দ্রুতগতিতে এসে আমার এই সাদা দাড়ির গোছাকে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমার প্রভু দুর্মদ বজ্রকে বলো তার অস্বাভাবিক শক্তির আঘাতে পৃথিবী যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মায়াজালে ঘেরা অকৃতজ্ঞ মানুষের বাসস্থান এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলো।

বিদূষক বলল—মহাশয়, আপনি ঘরে এসে বরং ওদের তোষামোদ করুন। আজকের এই রাত্রিটা বড় দুর্যোগের রাত্রি।



লিয়ার আপন মনে বললেন—হে প্রাকৃতিক বস্তু সকল। নিশ্চয় তোমরা তো আমার অকৃতজ্ঞ মেয়ে নও এবং আমার আনুগত্যের অধীনও নও। এক অসহায় দুর্বল অবুঝ বৃদ্ধ তোমাদের কাছে হাত জোড় করে মিনতি জানাচ্ছে, তোমরা আরও প্রবল এবং প্রচণ্ড হয়ে ওঠো। ওগো বিদ্যুৎ, ওগো আগুন, ওগো বাতাস নেমে এসো আমার মাথার উপর। দেরী কোর না। এই দেখ আমি চাকরের মতো তোমাদের সামনে করুণা প্রার্থনা করছি। আমার মতো এক বিনীত ক্রীতদাসকে তোমরা দয়া করো।

রাজা লিয়ার একটু থেমে কান পেতে ঝড়ের ক্ষমতা ও গর্জনের আওয়াজ শুনলেন তারপর বললেন—কী আশ্চর্য! সুদূর আকাশের বজ্র বিদ্যুৎ এবং বৃষ্টি আমার রক্ত সম্পর্কিত না হলেও আমার মতো একজন বুড়োর প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য দুই মেয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে।

বিদূষক বলল—মহাশয়, প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে শিরস্ত্রাণ তারই সাজে যার মাথায় ওপর একটা বাড়ী আছে এবং যে লোক পায়ের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে মনের কাজ করে। কাঁটা তার পায়ে না বিঁধে তার অন্তরে বেঁধে এবং তার সারা রাত্রিকে দুঃস্বপ্নে ভরিয়ে তোলে এবং যে প্রকৃত সুন্দরী কখনও আয়না তার মুখ বিকৃত করে না।

দূর থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো—কে ওখানে সাড়া দাও। তারপর কাছে এসে চিনতে পেরে বলল—হায়, এ দুর্যোগঘন রাত্রে নিশাচর প্রাণীরা পর্যন্ত তাদের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। আর আপনি এখানে এই দুর্যোগের মধ্যে রাজা লিয়ার!

—যে সব হতভাগা মানুষ গোঁপনে নানারকম পাপ কাজের মাধ্যমে মানুষের রক্তে হাত কলঙ্কিত করে, অথচ যারা বাইরে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে সৎ ও ধার্মিকের ভান করে, বন্ধুত্বের ভান করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এত পাপ করার পরেও এই সমস্ত ঘৃণ্য জঘন্য কাজের জন্য এ অকর্ম কোন শাস্তি ভোগ করনি আমি। নিজেদের আচরণ ছিন্ন ভিন্ন করে ঈশ্বরের বিচারের কাঠগড়ায় এই হলো তার পক্ষে উপযুক্ত সুযোগ। আমিও এমনই একজন হতভাগ্য যার শাস্তির পরিমাণ পাপের পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গেছে।

—হে রাজা! আমার বিনীত অনুরোধ, বিশ্বস্ত কয়েকজনের সঙ্গে আপনি কাছের ঐ কুটিরের মধ্যে ঢুকে যান। আমি যাচ্ছি একটু আগে প্রত্যাখ্যাত ও পরিশ্রান্ত ঐ নিষ্ঠুর মানুষগুলির প্রাসাদে।

—চল হে ছোকরা। আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধি হারিয়ে যাচ্ছে। আরে আমার শোবার ঘর কোথায়? বিদূষক ওই বাক্সটায় তুমি শোও। কি আশ্চর্য করুণা! ও আমায় এখনো ছেড়ে যায়নি।



যাবার আগে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করি। পূজারী ও বামনেরা যখন কথা বলবে বেশী, মদে জল যখন বেশী থাকবে, সামন্তরা যখন দর্জির কাজ করবে, নাস্তিকদের শাস্তি শ্রমিকেরা ভোগ করবে এবং বড়লোকরা ধার করবে না, এবং গরীব নাইটের সংখ্যা দুর্লভ হবে, মানুষ মিথ্যা কথা বলা ভুলে যাচ্ছে, এবং চোর ও মানুষের পার্থক্য থাকবে না, তখনই মানুষের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটবে। কিন্তু ব্রিটেন দারুণ বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত হবে।

গ্লস্টার হতাশায় ভেঙে পড়ল। বলল—শোনো এডমণ্ড আমার প্রভুএবং প্রভুপত্নী এতো নির্দয় যে বৃদ্ধ রাজার আশ্রয় দানের মতো কোন সুযোগ আমার না থাকে, সেজন্য আমার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এবং আমায় কড়া করে শাসিয়ে গেছে যে, যদি আমি তা সত্ত্বেও রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করি তাহলে আমাকে চিরদিনের মতো পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে।

এডমণ্ড নিরীহ ভান করে বলল—হ্যাঁ বাবা এ জায়গাটা তাদের পক্ষে খুবই গর্হিতকর।

—চুপ, কেউ শুনতে পাবে এডমণ্ড। গ্লস্টার বলল—তার ছেলেকে বিশ্বাস করে রেখেছি, যাতে কারো চোখে না পড়ে। শোন, রাজার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর একটা অংশ বাইরে থেকে এসে এ রাজ্যে একটা গোপন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। যদি ওরা আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় বলবে আমি অসুস্থ। কিন্তু জেনে রাখো, ওদের বারণ সত্ত্বেও আমার পূর্বতন মনিবকে আমি খুঁজে বার করে তাকে প্রাণপণে সাহায্য করব। তুমি সাবধানে থেকো, কেমন?

গ্লস্টার চলে গেলে তাঁর উদ্দেশ্যে ছুরি শানাতে বসল এডমণ্ড। সে মনে মনে ঠিক করল বাবার সব পরিকল্পনার কথা ডিউককে জানিয়ে দিয়ে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হাত করবে। কেননা যুবকদের উন্নতির জন্য বৃদ্ধদের অপসারণ করা প্রয়োজন।

★ ★ ★ ★ ★

কেন্ট বিনীত স্বরে অনুরোধ করল—প্রভু, এই কুটীরের মধ্যে দয়া করে প্রবেশ করুন।

—আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি কি চাও হৃদয়টা আমার ভেঙে যাক? তুমি ভাবছো এই ভীষণ ঝড়ের কষ্ট আমার কাছে অসহ্য বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু না, তার থেকেও দুঃসহ এক কষ্ট আমি এই দেহে সব সময় সহ্য করছি। আমার মনের এই কষ্ট সমুদ্রের ঝড়ের আঘাত আমার সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছে। চোখের জল আমি আর ফেলব না, আমি আমার সন্তানদের এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ নেবই। উঃ, বুড়ো বাবা মেয়েদের সব দান করে নিঃস্ব রিক্ত আর তাকেই নিরাশ্রয় করে তাড়িয়ে



দেওয়া? যাকগে সেকথা আমি ভুলে যাব। তুমি যাও, এ ঝড় আমাকে এর থেকে বেশী ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করবে। বিদূষক তুমি ঘরে যাও। হে ভগবান, তুমি পরম দয়াবান, সেকথা আমি কোনদিনও ভাবিনি আজ আমাকে তুমি সে কথা ভাববার সুযোগ দিয়েছো, যে দরিদ্র রোগা, নিরাশ্রয়, মানুষগুলো এই ঝড় বৃষ্টির আঘাত কি পরিমাণে সহ্য করে। ওগো বড়লোক মানুষেরা, ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য তোমাদের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা এই অসহায় গরীব জনগণের দুঃখ নিবারণের জন্য দান করো।

হঠাৎ গুহার ভেতর থেকে একটা উদ্ভুত শব্দ শুনে বিদূষক ছুটে বেরিয়ে এল। —ভূত, টম নামে একটা ভূত আছে গুহায়। কে আছ আমায় বাঁচাও।

কেন্ট এগিয়ে এলেন—কে তুমি গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এস।

পাগলের মতো এডগার গুহা থেকে বেরিয়ে এলো—পালিয়ে যাও, আমার পেছনে একটা শয়তান আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

—আচ্ছা তুমি কি মেয়েদের সব দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছ?

—আমার কি আছে? যার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘৃণ্য শয়তান, শয়নে স্বপ্নে স্থলে জলে সব জায়গায় শয়তান ছায়ার মতো অনুসরণ করছে, বিপদের মধ্য দিয়ে যার পথ নির্দিষ্ট করে বাঁধা তার কি থাকতে পারে? ভগবান ভালো করুন, ক্ষুধার্ত টমকে কিছু দাও, তাকে শয়তান অবিরত জ্বালাতন করছে। ওখানে হয়ত সেই শয়তানটা থাকে। বল টম, কে তোমার এই অবস্থা করেছে? মেয়েরা কি তোমার সব কেড়ে নিয়েছে?

না রাজা, বিদূষক বলল—আমি এর সঙ্গে একটা কলঙ্ক দেখেছি।

—তাহলে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, অসময়েই ওর মেয়েদের পতন ঘটবে।

ওর কোন মেয়ে নেই, বলল ছদ্মবেশী কেন্ট।

লিয়ার চীৎকার করে বললেন—তুমি মিথ্যাবাদী। মেয়ে না থাকলে ওর এই অবস্থা কখনো হত না, দেখ না আমার মেয়েরাও তো আমার রক্ত এইভাবেই শোষণ করছে। ওঃ, হোঃ হোঃ।

বিদূষক বলল—আমার মতো নির্বোধের পক্ষেও এ পরিবেশ সহ্য করা অসহ্য।

রাজা টমকে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—তুমি আগে কি করতে?

—আমি আগে মনে অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলাম। কথায় কথায় মিথ্যা শপথ করতাম, যৌবনের নানা পরিকল্পনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতাম ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন হীন কাজ করতাম। মদ খেতাম আর প্রেমের সঙ্গে জুয়া খেলতাম। অলসতায়, লুব্ধতায়, ধূর্তামিতে এবং ভয়ঙ্কর রকমের পাপকাজ করতাম, আর এসবে আমি পশুকেও ছাড়িয়ে গেছিলাম। কিন্তু সাবধান, ওই শয়তান আসছে হর্মন বনের বাতাসের রূপ ধরে।

—ওঃ ভগবান, মানুষের কি কোন দাম নেই? এই বিরাট গুহায় আমরা তিনটে দু'পাওয়ালা পশুর মতো জীবন-যাপন করছি। কেউই স্বাভাবিক নই। —তারপর তিনি



হঠাৎ দুই হাতে নিজের জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে নিজের দেহকে অনাবৃত করে ফেলতে লাগলেন।

বিদূষক বলল—মহাশয় এই শীতের রাত্রে পোশাক খুলবে না। ঐ দেখুন কে মশাল হাতে এদিকেই আসছে?

—আমি জানি ও হচ্ছে শয়তান কিবাগিগিবেট। বলল এডগার, ও সন্ধ্যার পর মানুষকে কৃত্রিম দুর্গতি দেখিয়ে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে।

নেপথ্যে পায়ের শব্দ শুনে রাজা বলল—কে ওখানে? পিছনে কার গলা শোনা গেল। তুমি কে? তোমাদের নাম বল আগে।

—আমি হচ্ছি হতভাগ্য টম। যার খাবার হল কোলাব্যাঙ, বিষাক্ত সাপ, আর টিকটিকি, মরা কুকুর। পানীয় হলো শাওলা পচা জল, যার সম্বল জামা কাপড়, একটা ঘোড়া আর তরোয়াল—এবং সমবসয় যার পিছনে শয়তান তাড়া করছে আমি সেই শয়তান স্থির হও। আমার সঙ্গী হল নরক আর অন্ধকারের রাজা।

গ্লস্টার বলল—জানো, আমার ছেলেদের কাছে আজ আমি ঘৃণিত।

রাজা লিয়ার বলল—আমি আপনার কন্যাদের বারণ সত্ত্বেও আমি আপনাকে নিয়ে আমার কাছে রাখব বলে এসেছি।

আচ্ছা বজ্রের উদ্দেশ্য কি? টম, তোমার জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? রাজা লিয়ার জানতে চাইলেন।

কেন্ট রাজার এহেন অবস্থা দেখে গ্লস্টারকে অনুরোধ করলেন, ওঁর মাথা প্রচণ্ড শোকে বিকৃত হয়ে গেছে স্যার।

—সেজন্য ওঁর মেয়েরা দায়ী। সৎ হতভাগ্য কেন্ট আজ নির্বাসিত। বন্ধু, আমার প্রিয় পুত্রও খুব সম্প্রতি আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। রাজার মতোই আমিও বড় হতভাগ্য। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি মহারাজ আমার কথা শুনুন।

লিয়ার বললেন—আমি ক্ষমা চাইছি। চল সবাই বাড়ির ভেতরে যাই। এসো যুবক বিশ্রাম করবে চল। আমাকে তোমার সঙ্গী করে নাও।

গ্লস্টার বলল—চুপ, আস্তে আস্তে।

তারপর ছদ্মবেশী কেন্টকে অনুরোধ করল, সবাইকে নিয়ে বাড়ির ভেতর যাবার জন্য। সবাই যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকছে, সেই সময় টমরূপী ছদ্মবেশী এডগার বলল, ধিক ধিক, এক ব্রিটিশ বীরের উপস্থিতি আমি টের পাচ্ছি।

কর্নওয়াল বলল—তাহলে দেখছি, তোমার ভাই গ্লস্টারের প্রাণনাশের চেষ্টা করে ঠিকই করেছে। আমিও এ বাড়ি ত্যাগ করার আগে তার উপর প্রতিশোধ নেব।

চালাক এডমণ্ড বলল—না হুজুর, তাহলে লোকে আমায় পিতৃহত্যার অপবাদ দেবে। কিন্তু আমার ভাগ্য বড়ো খারাপ, কারণ আমার পিতা ফরাসিদের অনুকূল সুযোগ

দানের চেষ্টা করেছেন। আর এই চিঠিই তার সেই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ভবিষ্যতে এ মনোভাব থেকে বিরত হন। কিন্তু যদি এ চিঠির কথা সত্যি হয় তবে—

—সত্যি মিথ্যা যাই হোক, তোমার বাবাকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করলে তোমাকেই 'আর্ল' অব গ্লস্টার বলে মেনে নেওয়া হবে। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল এডমণ্ড, এই রকম যদি হয়, তবে রাজার প্রতি বাবার সান্ত্বনা বাক্যই ডিউকের সন্দেহ দূর করে তুলে আমার বর্তমান উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবে। ঈশ্বর, তুমি আমার উদ্দেশ্যকে সফল করো।

—আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখি অন্য আর কিছু করা যায় কিনা কেন্টকে বলে। গ্লস্টার বাইরে চলে গেল। গ্লস্টারের মহানুভবতায় কেন্ট মুগ্ধ হলো। তাই তিনি রাজার প্রতি এই মমতাপূর্ণ আবরণের জন্য ভগবানের কাছে তাঁর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

বিদূষক এডগারকে দেখিয়ে রাজা লিয়ারকে প্রশ্ন করলেন—উনি কে রাজা?

—রাজা, উনি রাজা। বললেন লিয়ার।

বিদূষক বলল—উহুঁ, । নীচুশ্রেণীর মানুষ ছেলেকে ভদ্র হতে দেখলে পাগল হয়ে যায়। উনি এখন একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। যেকোন ভঙ্গুর জিনিস এখন সহজেই ওর বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারবে।

লিয়ার বলল—আমি সামনাসামনি তাদের বিচার করব। ওহে যুবক তুমি এবং আমার বিদূষক তোমরা দুজন এক জায়গায় বসো। আর অকৃতজ্ঞের দল তোমাদের বিচার করব আমি।

এডগার বলল—জঘন্য শয়তানটা আমার নাইটিঙ্গেল পাখির সুরে গান করছে। শয়তান তুমি চুপ করো, আমার কাছে এখন কোনো খাবার নেই।

—ওহে যুবক, তুমি ও তোমার সঙ্গী বিচারক হিসাবে এই বেঞ্চের উপর বসো। তারপর কেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল—আর তুমি, আচ্ছা তুমিও এদের সঙ্গে বসো, আমি বিচার করে দেখব। আগে গনেরিলের বিচার করো। সে তার বুড়ো বাবাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিদূষক অদৃশ্য মহিলার উদ্দেশ্যে বলল—তুমিই কি গনেরিল, আমি তোমাকে নোংরা আবর্জনা বলে মনে করেছিলাম? লিয়ার চীৎকার করে উঠল—এই ক্রুর নারীর মন তার চোখ দেখলেই বোঝা যায়। তাড়াতাড়ি অস্ত্র আনো। বাঃ, তোমরা অবিশ্বস্ত বিচারক, তাকে পালিয়ে যেতে দিলে?

রাজা আজ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন—কেন্টের চোখের জল আর বাধা মানছে না।



—"ট্রে, সুইটহার্ট, ও ব্রাট এই তিনটে কুকুর কি আমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে?

—ভাববেন না, টম, তাদের তাড়া করলেই তারা পালিয়ে যাবে। চল শহরের বাজারে যাই, কিন্তু টমের পুঁজি শূন্য।

লিয়ার আবার বললেন—তোমরা রিগানকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেখো, প্রকৃতি কি দিয়ে ওর অন্তরটা সৃষ্টি করেছে?

তোমরা চীৎকার করো না, এখন আমি বিশ্রাম করব।

গ্লস্টার তাড়াতাড়ি সেখানে এসে পৌছল। কেন্টকে বলল—বন্ধু তাড়াতাড়ি বাইরে যে ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে তাতে করে তাড়াতাড়ি ওঁকে ডোভারে আমার নির্দিষ্ট নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাও। আধঘন্টা দেরী হলে ওর জীবন বিপন্ন হবে। তাড়াতাড়ি আমায় অনুসরণ করে নিরাপদ স্থানে পালাও।

—ওর আত্মা হয়ত এই ঘুমের মধ্য দিয়ে বিশ্রাম পাচ্ছে। তা হে'ক, এসো বিদূষক, রাজাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে আমরা সাহায্য করবো।

সবাই চলে গেলে এডগার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে মনে মনে ভাবল, পৃথিবীর নিয়মই এই। মহান ব্যক্তির দুঃখ ব্যক্তিগত তুচ্ছ দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। অনেকদিন সুখে থাকার পর দুঃখ পেলে তা সহ্য করা খুব কঠিন। দুঃখী লোকের দীর্ঘকাল দুঃখময় জীবন কাটানোর দুঃখ অনেক। আমি এবং আমাদের মহান রাজা দুইজনের বাবা ও সন্তানের মধ্যেকার ভুল বোঝাবুঝিতে কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু না টম, এসব তোমার ভাবার দরকার নেই। যখন দেখবে সব নিরাপদ ঘুচে গিয়ে বাবা ও ছেলের মিলন ঘটবে তখনই সবার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি রাজা নিরাপদে ডোভারে চলে যান।

দিদি তাড়াতাড়ি আলবেনিকে খবর পাঠান যে ফ্রান্সে সৈন্যদল এসে পড়েছে। চাকরেরা চলে গেলে কর্ণওয়াল বলল, সেই বিশ্বাসঘাতক ও গ্লস্টারকে খুঁজে বার করে তার উপর প্রচণ্ড রকমের প্রতিশোধ নেব। কিন্তু তার আগে এডমণ্ড তুমি গনেরিলের কাছে গিয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা করো। আমার দূতেরা যথাসময়ে সংবাদ দেবে।

অসওয়াল্ড ছুটতে ছুটতে এসে বলল—প্রভু, লর্ড গ্লস্টার ষড়যন্ত্র করে আগে থাকতেই রাজা ও তার সামন্ত এবং অনুচরবর্গ ডোভারের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কর্ণওয়াল তৎপর হয়ে উঠল। বলল—শিগ্‌গির করে ঘোড়ায় চড়ে যান। আর আমার অনুচরেরা তোমরা তাকে খুঁজে বার করো। ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

গ্লস্টারকে বন্দী অবস্থায় চাকর সহ দেখে কর্ণওয়াল ও রিগান খুব আনন্দ পেল। তারপর সবাই মিলে পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করে বলল—ধূর্ত, অকৃতজ্ঞ, ওঁর রোগা হাত দুটো বেঁধে ফেল।



গ্লস্টার তাদের আচরণ দেখে অবাক হয়ে বলল—সে কী? কেন? আপনাদের আমি আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি। আশ্রয়দাতাকে এভাবে অপমান করবেন না। আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

—রিগান এরকম অন্যায়ভাবে আমার দাঁড়ি ছিঁড়ো না।

রিগান বলল—বৃদ্ধ শয়তান, তুমি পাজি বদমায়েস।

এই কথা শুনে গ্লস্টার জ্বলে উঠল—নিষ্ঠুর নারী, অতিথির প্রতি এমন জঘন্য আচরণের জন্য তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি। এই ছেঁড়া দাঁড়ির প্রতিটা লোম তোমাকে ভবিষ্যতে চরম শাস্তিদান করবে। বল, তোমরা কেন আশ্রয়দাতাকে এমনভাবে অপমান করছ?

কর্নওয়াল বলল—আমিও তোমায় সেকথা বলতে চাই। বল ফ্রান্সের রাজার চিঠি কোথায় রেখেছ? বিদেশিদের সঙ্গে কি ধরনের ষড়যন্ত্র করেছ?

রিগান বলল—তার সঙ্গে এ-ও বলো ঘৃণ্য-জঘন্য বুড়ো, পাগল রাজা এখন কোথায়?

গ্লস্টার বলল—কোনও বিরোধী পক্ষের নয়, আমার কাছে যে চিঠিটা আছে তা এসেছে কোনও এক নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছ থেকে। রাজাকে আমি ডোভারে পালাতে সাহায্য করেছি।

—কেন করলে? আমরা তোমাকে না করেছিলাম তা কি ভুলে গেছ?

—আমি এখন মরতে বসেছি। তাই কোন ভয়েই আমি অন্যায় কাজ করবো না।

রিগান বলল—কেন তুমি তাকে ডোভারে পাঠালে?

তাকে ছেড়ে দিয়েছি কারণ তাকে তোমাদের হিংস্র নখ আর দাঁতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চাই। যে ঝড়ের রাতে তোমরা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো, তিনি দেবতাদের কাছে সেই দুর্যোগঘন রাত্রিকে তোমাদের ধ্বংস করার জন্য প্রার্থনা করে তার স্নেহশীল অন্তর বৃষ্টিপাতের কামনা করেছে। কিন্তু আমি চাই যত তাড়াতাড়ি হোক, তোমাদের উপর ভগবানের অভিশাপে নেমে আসুক, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও।

রিগান বলল—কর্নওয়াল, ওর চোখ দুটো নষ্ট করে দাও।

গ্লস্টার আঁতকে উঠলো—কি নিষ্ঠুর, কে আছ, মানবিকতার খাতিরেও এই বুড়োকে রক্ষা করো।

গ্লস্টারের এই কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে একজন চাকর এগিয়ে এসে কর্ণওয়ালকে বাধা দিল। চাকরের এই সাহস দেখে রিগান তাকে তরোয়াল দিয়ে মেরে ফেলল। মৃত্যুর পূর্বে ভৃত্য বলল—প্রভু আমার, আমি নিহত হলাম। এই ঘৃণ্য নারীর জীবনের ক্ষতি আপনি দেখবেন।

—যাতে তা আর দেখতে না হয় সেই ব্যবস্থাই করছি। তরোয়াল দিয়ে কর্নওয়াল গ্লস্টারের দু'চোখের জ্যোতিই কেড়ে নিল। তারপর তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।



গ্লস্টার ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। বলল—হ্যাঁ, পুত্র এডমণ্ড, তুমি যখন শুনবে তোমার বাবার উপর এরকম অত্যাচার করেছে, তুমি এদের উপযুক্ত শাস্তি দিও। দু'জনে হা হা করে হেসে উঠল, তারপর ব্যঙ্গমিশ্রিত গলায় রিগান বলল—হায়, যে ব্যক্তি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা ফাঁস করে দিয়েছে আমাদের কাছে। দূর হয়ে যাও কাপুরুষ, সে তোমার মতো অবিবেচক বিশ্বাসঘাতক নয় সে তোমাকে দয়া করবে।

—কি শুনছি। ও কি নির্বোধ আমি। এডমণ্ডকে বিশ্বাস করে আমি এডগারের ওপর চরম অন্যায় করেছি। ভগবান তুমি তার মঙ্গল করো।

রিগান চাকরকে ডেকে বলল—এই লোকটাকে বার করে দাও। তারপর কর্নওয়ালকে বলল, ক্ষতটার কি খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে?

—হ্যাঁ, প্রিয়তমা। অসতর্ক মুহূর্তে ভৃত্যটা আঘাত করেছে আমাকে। চলো ভেতরে চলো।

ওরা চলে গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভৃত্য রাজার পক্ষ অবলম্বন করে এখান থেকে চলে যাওয়ার মতামত প্রকাশ করল। তারপর তাদের মধ্যে একজন গেল গ্লস্টারের রক্তাক্ত চক্ষুর উপর প্রলেপের খোঁজে। অন্যজন বলল তারপর চল আমরা বুড়ো আর্লকে অনুসরণ করে এডগারকে খুঁজে বার করি, ভগবান তার মঙ্গল করুন।

মানুষ সবসময়ই কোন না কোন আশার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্যর্থতার মধ্যেও জীবন ধারণ করে। কিন্তু সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়াটাই হলো শোচনীয় ব্যাপার। কিন্তু বর্তমানে যিনি দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছেন তিনি ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা করে আশায় আশায় বর্তমানের দুঃখকে সহ্য করে এই রকম লোকেদের মধ্যে আমিও একজন। দূর থেকে একজন বৃদ্ধের সাহায্যে গ্লস্টারকে প্রবেশ করতে দেখে এডগার বলল—কি ব্যাপার, বাবা আসছেন একজন দরিদ্র লোককে অবলম্বন করে।

গ্লস্টারকে উদ্দেশ্য করে বৃদ্ধ বলল—প্রভু, আমি আশি বছর ধরে আপনার অধীনস্থ প্রজা।

—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি চলে যাও। নয়তো তোমার ক্ষতি হতে পারে। এখন আমার জীবনের সবকিছুই অন্ধকার। তাই পথ চলতে কোনো সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই। আমার প্রিয় পুত্র এডগার, আমি তোমার উপর ভুলক্রমে যে অন্যায় আচরণ করেছি, তার জন্য আজ আমি অন্তরে ক্ষতবিক্ষত। যদি তোমার কখনও স্পর্শ পাই, তাহলে আমার এই অন্ধত্বদশা থেকে আমি মুক্তি পাব।



পিতার এই অবস্থা দেখে এডগার মনে মনে বলতে লাগল যে, কারও কোনো অবস্থায়ই সবচেয়ে বেশী খারাপ হতে পারে না।

এডগারকে দেখে বৃদ্ধ বলল—ওহে যুবক, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—কে উনি, উনি কি ভিক্ষুক?

না, না, ও মনে হয় পুরোপুরি পাগল নয়। গত রাত্রে ঝড়ের প্রকোপে বিপর্যস্ত এরকম একটা লোককে দেখে আমার পুত্রের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন বিজাতীয় ক্রোধ নির্বুদ্ধিতার বশে আমায় গ্রাস করে রেখেছিল। তাই মনে হয়েছিল মানুষ সামান্য কীট মাত্র। আজ আমি বুঝতে পারছি যে মানুষ বড়ো অসহায়, ভগবানের হাতে পুতুল মাত্র। আমাকে বল, এই লোকটির কি নয় দেহে?

—হ্যাঁ, প্রভু।

—তাহলে তুমি এক্ষুণি গিয়ে এর জন্য কিছু পোশাক নিয়ে এস। তখন এই হবে আমার মতো অন্ধের পক্ষে দৃষ্টি স্বরূপ।

—কিন্তু প্রভু, উনি সম্পূর্ণ পাগল।

—তাহোক, তোমাকে যা বললাম তাই করো। তাড়াতাড়ি যাও।

—বৃদ্ধ রাজি হয়ে চলে গেল। বাবার দুঃখে এডগার কাতর হয়ে পড়েছে। কথা বলার সাধ্য নেই। কিন্তু অন্ধ গ্লস্টার তাঁকে চিনতে পারেননি। তিনি বললেন, বল যুবক জোয়ারের পথ কোন দিকে?

হতভাগ্য টমের ভিতরে ওবিড়িকাঠ, হবিডিডাম্প, মৃদু, আর মোদোর আর তার সঙ্গে বিকারটিগিরেট—এই পাঁচ শয়তান অনবরত নৃত্য করছে। সুতরাং তার কথা অর্থহীন। তবু আপনাদের মঙ্গল হোক আমি জানি ডোভার যাবার পথ।

গ্লস্টার উৎসুক চোখে তাকাল—প্রিয় বন্ধু আমার, এই টাকা নাও, দেবতার অভিশাপগ্রস্ত দুঃখময় জীবনে কিছু শান্তি ভোগ করো। যারা জীবনে সুখকেই বড় করে দেখে তোমার দুঃখ তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তুমি সুস্থ হও।

বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করল এডগার—আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে চলুন।

অসওয়াল্ড গনেরিলকে জিজ্ঞাসা করল—তার প্রভু কোথায়?

—তিনি আশ্চর্য রকমের পাল্টে গেছে ম্যাডাম। ফরাসি সৈন্যের আগমনবার্তা ও গ্লস্টারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনেই বিশ্বাসই করল না। উপরন্তু আমাকেই মিথ্যাবাদী ভাবল।

আলবেনির কথা শুনে গর্জে উঠল গনেরিল। বলল—তোমার মতো নির্বোধ দুর্বল কাপুরুষ ব্যক্তিরাই দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে পারে।

—ওগো অকৃতজ্ঞ, দুর্নীতিপরায়ণ নারী। পাপবোধ সম্পর্কে এখনো সচেতন হবার সময় আছে। আমি এখনও বলছি, নিজে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে তাকে ধ্বংস করো। নইলে অচিরেই তুমি শেষ হয়ে যাবে।



—কি করব দূত?

—হুজুর, গ্লস্টারের চোখ তুলে নেবার সময় সে যে আঘাত পায় তাতে তার মৃত্যু হয়েছে। চক্ষু উৎপাটনকালে এক ভৃত্য তাঁকে বাধা দিলে তিনি রেগে গিয়ে তাকে হত্যা করেন। কিন্তু মরবার আগে ঐ ভৃত্যের তরোয়াল তাঁর বুকে আঘাত করে ঐ ক্ষতের সৃষ্টি করে।

পাপের পরিণতি হয় শাস্তিতে। কিন্তু গ্লস্টারের কি দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, আপনার বোনের একটা চিঠি আছে, তাড়াতাড়ি উত্তর চাই।

—গনেরিল চিঠি নিয়ে মনে মনে ভাবল, এর ভাল-মন্দ উত্তর ঠিকই আছে। আচ্ছা উত্তর দিচ্ছি।

গনেরিল চলে গেলে আলবেনি দূতকে জিজ্ঞাসা করল—ওরা যখন তার চোখ তুলেছিল, তখন এডমণ্ড কোথায় ছিল বলতে পার?

—হ্যাঁ প্রভু। তিনিই তো ডিউককে ফাঁস করে দেন পিতার সব পরিকল্পনার কথা। তিনি তখন ইচ্ছা করেই সে সময় বাড়ি ছিলেন না।

—গ্লস্টার তুমি ধন্য। তোমার প্রভুভক্তি সত্যিই দেখার মতো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার উপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব। এখন এস বন্ধু, তুমি যা জান তা আমাকে নির্ভয়ে বল। চল ভিতরে।

—আচ্ছা, বলতে পার ফরাসী রাজা কাউকে সেনাপতির পদ দান না করে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গেলেন কেন?—কেন্ট বলল।

—মনে হয়, কোন বিশেষ প্রয়োজনেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে।

—আচ্ছা চিঠিখানা পেয়ে রাজা কি করলেন?

চিঠিখানা পড়তে পড়তে বার বার তার চোখ জলে ভরে উঠেছিল। এক বদ্ধ আবেগ তার মনকে মোহিত করে তুলেছিল।

—উনি কি তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

—অতিকষ্টে অন্তর মন্থন করে তার মুখ থেকে পিতা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একবার তিনি চিৎকার করে উঠলেন—শোনো, তোমরা মেয়ে জাতির কলঙ্ক। হায়, সেই ঝড়ের রাত্রে....... তারপর হঠাৎ তিনি চুপ.........

—আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, একই পিতার ঔরসে দুই পরস্পর বিপরীত সন্তানের কি করে জন্ম হয়?

তাঁর সঙ্গে পরে আর কোন কথা হয় না? ঠিক আছে, রাজা লিয়ার এখন এই শহরেই, কিন্তু আজ তার অনুতপ্ত বক্ষ প্রিয় কন্যার উপর আচরণ মনে করিয়ে মনকে অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে।

—আচ্ছা, আলবেনি ও কর্নওয়ালের সৈন্যদলের খবর কি?



—তারা প্রস্তুত।

—একজন দূত এসে বলল, বৃটিশ সৈন্যদল এদিকে এগিয়ে আসছে। আমরাও প্রস্তুত। বাবা তোমার ওপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার জন্যই ফরাসি রাজা আমার অনুরোধে বাবার অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্যই অস্ত্রধারণ করেছেন। বাবা, আপনার সাহচর্যে এনে আমায় ধন্য করুন।

—আচ্ছা অসওয়াল্ড, আমার ভগ্নিপতি কি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সৈন্য পরিচালনা করছেন? রিগান জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ, তবে আপনার বোনই সৈনিক হিসাবে ওঁর থেকে বেশী দক্ষ।

—দিদির চিঠিতে কি লেখা ছিল? নিশ্চয়ই কোন দরকারী কাজের জন্যই তাঁকে ডাকা হয়েছে। আগামী কাল শুরু হবে আমাদের অভিযান, তুমি এখানেই থাকো। —বলল রিগান।

—আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় ম্যাডাম।

—কেন? কি এমন দরকারী কথা আছে তাঁর, সেসব দিদি মুখে না বলে চিঠিতে লিখলেন?

—মহাশয়, আপনার কথামতো খাড়াই পাহাড়টার উপর দিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করেছি—বলল এডগার। আচ্ছা আপনি কি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন?

—কই আমার তো মনে হচ্ছে আমরা বনের উপর দিয়ে হাঁটছি, কোন শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি না। তোমার গলার আওয়াজটা আগের থেকে কিছুটা অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে।

—আমার চোখের দারুণ যন্ত্রণা আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে। পোশাক ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্তন হয়নি আমার। আমরা এখন পাহাড়ের খুব বিপজ্জনক উঁচু জায়গায় এসে পড়েছি। এখান থেকে ভাসমান জাহাজগুলো খুবই ছোট দেখাচ্ছে। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যাবে। শেষ কিনারা এখান থেকে মাত্র এক ফুট দূরে।

—ঠিক আছে বন্ধু, এবার ছেড়ে দিয়ে এই মহামূল্য রত্নটাকে গ্রহণ করো। বিদায়—হে ভগবান তিল তিল করে দুঃখে ক্ষয়ে যাওয়ার থেকে দুঃখের বোঝা কমাবার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করবো স্বেচ্ছায়। এডগার ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বিদায়।

শূন্যে লাফ দিলেন গ্লস্টার। তাই দেখে এডগার ভাবল হায় মানুষ কিভাবে নিজেকে শেষ করে। তারপর মিনিটের মধ্যেই সামনে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল ও মশাই, ও বন্ধু, আপনি কি মৃত না জীবিত?



গ্লস্টার চিৎকার করে বলল—আমাকে মরতে দাও।

—এত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়েও আপনি অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন আর এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আপনার শরীরটা শক্ত ধাতু দিয়ে গড়া।

—ছলনা না করে তুমি সত্যি করে বলতো আমি কি সত্যিই পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়েছি? গ্লস্টার ক্ষুণ্নমনে জানতে চাইল। তারপর করুণায় ভেঙে পড়ে বলল—যাওয়া হল না। মৃত্যুও আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে।

এডগার বলল—আশ্চর্য, আপনি কোন ব্যথাই অনুভব করছেন না। আরো বলুন তো কে আপনাকে এই পাহাড়ের মাথায় নিয়ে এলো?

—সে একটা ভিখারী, কিন্তু তার কথা জানতে চাইছ কেন?"

—তাকে নীচ থেকে দেখে আমার মনে হল তার মুখে হাজারটা নাক আর অসংখ্য শিং। তার সমুদ্রের তরঙ্গের মতো গায়ে অসংখ্য পাহাড় আর মুখের মধ্যে চোখ দুটো বড্ড বড়। সে নিশ্চয়ই কোন শয়তান?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে বারবার বলছিল বটে 'শয়তান'। কিন্তু আমি তাকে মানুষ ভেবেছিলাম। সেই আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যায়। এখন আমার সব মনে পড়েছে। গ্লস্টার আনন্দিত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, ভাল করে চিন্তা করুন। কিন্তু কে আসছে এখানে? এই লোকটি নিশ্চয়ই অসুস্থ।

—আমাকে এখন আর কেউ টাকার লোভে বন্দী করতে আসবে না। কেন না, আমিই এখন রাজা। রাজা লিয়ার মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

—এ যে দেখছি রাজা লিয়ার। উঃ কি ভয়ঙ্কর এই দৃশ্য! আহত যন্ত্রণায় এডগার কেঁপে উঠল।

—ঐ লোকটাকে দেখ, মনে হচ্ছে যে মাঠে কাক তাড়াচ্ছে। দেখ দেখ এটা ইঁদুর। এই সেঁকা রুটিটা আমি দৈত্যের উপর পরীক্ষা করব, নিয়ে এস বাদামী রঙ্গের টাঙ্গি আর বর্শাটা, অব্যর্থভাবে তীরটা বুকে লেগেছে।

—এর গলার আওয়াজ একে রাজা বলেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

—হ্যাঁ, সত্যিই আমি রাজা । কিন্তু আমার তো কোন সৈন্য নেই। ঐ তুষারের মতো সাদা মেয়েটাকে দেখুন, ওর ওপরের দিকে নারীত্বের আবরণের আড়ালে আছে ঘন গভীর শয়তানিতে ভরা নরকের অন্ধকার। সেখানে সর্বনাশের আগুনের জ্বলন্ত শিখা সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সে মেয়েকে শত ধিক্কার জানাই। ওহে রাজবৈদ্য আমরা দূষিত কল্পনাকে মার্জনার জন্য এক ফোঁটা গন্ধ দ্রব্য দাও।

গ্লস্টার বলল—হায়, নিয়তির হাতে নিগৃহীত এক মহান ব্যক্তি আপনি আমাকে চেনেন?



—ভালো করেই চিনি তোমার ঐ চোখের চাউনিকে। কিন্তু আমি তোমায় কিছুতেই ভালবাসব না। ওহো তুমি কি আমারই মতো নিঃস্ব ও দৃষ্টিহীন। তুমি কেমন করে বুঝতে পারছ পৃথিবীর গতি কোন দিকে। এডগার নিজের মনে মনে বলল—নিজের চোখে এই দৃশ্য না দেখলে এক মর্মান্তিকতা অবিশ্বাস্য বলে পরিগণিত হতো।

—তুমি বল কে উন্মাদ আর কে-ই বা চোর। জমকালো পোশাকের তলায় যে পাপটা সহজেই বন্ধু তোমায় বলছি মিথ্যাবাদী রাজনীতিবিদের মতো নকল চোখ বেরিয়ে সব কিছু দেখার ভান করবে। সুতো খুলে দাও, পায়ে খুব ব্যথা লাগছে।

এডগার মনে মনে অবাক হয়ে ভাবল—আশ্চর্য, রাজার কথার আঘাত-উন্মত্ততার মধ্যেও একটা খুশী খুশী ভাব দেখা যাচ্ছে।

—তুমি যদি সমবেদনা দেখাতে চাও তাহলে চোখটাকে ধার করতে হবে তোমায় গ্লস্টার। হ্যাঁ, আমি তোমায় চিনি, তুমি অধৈর্য হয়ো না, কেন না চোখের জল ফেলা আমাদের জীবনের বিধিলিপি। শোনো, পরে সব বুঝিয়ে বলব।

—ওঃ, কি ভয়ঙ্কর পরিণতি!

—এই পৃথিবীতে যখন প্রথম আসি তখন বোকার মত কাঁদি। ঘোড়ায়চড়া সৈনিকের ঘোড়ার পায়ের তলায় মাথায় টুপি পরিয়ে আমি পরীক্ষা করব। কোনোরকমভাবে চুপি চুপি জামাইয়ের কাছে পৌঁছলেই একেবারে মেরে ফেলবে।

—যাবে, আমি এখন অসহায়। একজন ডাক্তার এনে আমার মাথার চিকিৎসা করাব। সেখানে কেউ যাবে না, আমি একা? কিন্তু না শোনো তোমরা, আমি রাজার মতো বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আমাকে ধরা অত সহজ নয়। আমি ছুটব। বলতে বলতে রাজা লিয়ার ছুটতে আরম্ভ করলেন। তার অনুচরেরা তাকে ধরার জন্য তার পিছনে পিছনে গেল।

একজন অনুচর বলল—ওঃ, রাজার এমন করুণ অবস্থা বর্ণনা করা যায় না।

কেন্ট তাকে বললেন—শোনো তুমি কি আসন্ন যুদ্ধের খবর কিছু রাখো? শত্রুদের সৈন্যরা কতোটা কাছে এসে গেছে?

অনুচর বলল—ওরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। এক ঘন্টার মধ্যে প্রধান সৈন্যদল কাছে এসে পড়বে। রাণি বিশেষ কারণে রয়ে গেছেন, কিন্তু সৈন্যদল চলে গেছে।

গ্লস্টার বলল—আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই। বল যুবক তুমি কে?

—জীবনের নানা আঘাতে বিপর্যস্ত এক যুবক, সে অন্যকে সহানুভূতি দেখাতে ভালবাসে, এডগার বলল। তারপর গ্লস্টারের শীর্ণ হাতটা যত্নের সঙ্গে ধরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বের হয়ে গেল।



দূর থেকে গ্লস্টারকে দেখে অসওয়াল্ড মনে মনে খুশী হল। অসওয়াল্ড বলল—ওঃ কী সৌভাগ্য আমার। ওহে বুড়ো, এবার আমার তরোয়ালের আঘাতে তোমার প্রাণ যাবে, এই বলে তরোয়াল বার করল।

গ্লস্টার বলল—আমিও আর বাঁচতে চাই না, তুমি আমাকে মেরে ফেলো।

এডগার অসওয়াল্ডকে বাধা দিল—এই হতভাগ্য বুড়োটার কাছে এসো না, সাবধান করছি তোমরা সরে যাও—এঁকে যেতে দাও। নতুবা আমার লাঠির আঘাতে তোমার জীবন বিপন্ন হবে।

—দূর হয়ে যাও, নোংরা ঘৃণিত চাষী।

এডগার লাঠি তুলে বলল—তবে রে, দেখাচ্ছি মজা।

তারপর কিছুক্ষণ দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ হবার পর লাঠির আঘাতে অসওয়াল্ড মাটিতে পড়ে গেল। পাওয়া গেল একটা চিঠি, তাতে লেখা আছে—

আমাদের দু'জনের দু'জনকে দেওয়া কথা মনে রেখে তাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলো। আর আমাকে এই দেওয়া কথা মনে রেখে তাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলো। আর আমাকে এই অবধি অন্য জনের শয্যাসঙ্গিনী করে না রেখে তোমার শয্যা-সঙ্গিনী করে তোলো দয়া করে।।

ইতি—তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী গনেরিল।

গ্লস্টার বলল—ভগবান তুমি আমাকেও এই অসহ্য দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষার জন্য ধরাকে অসংলগ্ন করে আমাকে পাগল করে দাও।

দূরে রণদুন্দুভির শব্দ কানে যেতে এডগার চঞ্চল হয়ে উঠল—তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরুন। আপনাকে আমার বন্ধুর নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাব।

হে সদাশয়, মহানুভব কেন্ট! আমি এ জীবনে আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। কর্ডেলিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনি আপনার পরা এই ছেঁড়া পোশাকগুলো ছেড়ে ফেলে নূতন ভালো পোশাক পরুন।

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন ম্যাডাম। আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন। আপনিও দয়া করে আমার পরিচয় প্রকাশ করবেন না।

—বেশ। তারপর ডাক্তারকে কর্ডেলিয়া জিজ্ঞাসা করল—রাজা এখন কেমন আছেন?

তিনি ঘুমুচ্ছেন। ওগো ভগবান, আমাকে সন্তানের দ্বারা প্রপীড়িত তাঁর আত্মাকে শান্তি দাও। ওঁকে কি নতুন পোশাক পরানো হয়েছে?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম। উনি এখনও অসুস্থ, আপনি ওঁর কাছে থাকুন।

—মনে মনে বলতে লাগল কর্ডেলিয়া, হে আর প্রিয় পিতা, আর এই চুম্বন তোমার দুরারোগ্য অসুখকে সারিয়ে তুলুক।



—হায়, তুমি রাজা হয়েও শুয়োরের কুঠুরিতে বাজে লোকেদের সঙ্গে ঘাসের বিছানায় শুয়েছ কি করে? ঐ উনি জেগে উঠেছেন।

চিকিৎসক বলল—আপনি তাড়াতাড়ি কথা বলুন ম্যাডাম।

কর্ডেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলল—মহারাজ, কেমন আছেন?

—তুমি স্বর্গীয় আত্মা, কিন্তু আমি নরকের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি, কাঁদছি। লিয়ার চিৎকার করে বললেন।

—আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? এখনো যে উনি উন্মাদ ডাক্তার।

—আমি এখন কোথায়? আমাকে সবাই ঠকিয়েছে। লিয়ার চিৎকার করতে থাকল। আমি জানি না কি বলব। এ হাত তো আমার নয়—না, না এই তো হওয়ার আঘাত আমি টের পাচ্ছি। আমার মতে এ অবস্থায় কেউ যেন কখনো না পড়ে।

কর্ডেলিয়া করুণ গলায় বলল—আমার দিকে তাকিয়ে আমায় আশীর্বাদ করুন।

—আমায় পরিহাস করছ? আমি বোকা স্নেহদুর্বল আশী বছরের এক বুড়ো। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। গতরাত্রে আমি কোথায়, আজই বা আমি কোথায় রয়েছি। আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। আমায় দয়া করো, ব্যঙ্গ করে আমার অন্তরে ব্যথা দিও না। তুমি কি আমার মেয়ে কর্ডেলিয়া? তুমি কেঁদো না মা। বিনা কারণে তোমার বোনরা আমায় অত্যাচার করেছে। আমি বিষ খেয়ে মরব। বল আমি কি ফ্রান্সে আছি?

কর্ডেলিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বলল—না বাবা? এ রাজ্য আপনার।

ডাক্তার বলল—পাগলামির জন্য আগেকার কোন কথা ওর মনে নেই, ম্যাডাম। আপনি ধৈর্য ধরুন।

—কর্ডেলিয়া, কন্যা আমার। এই বুড়ো নিরীহ বাবার সব দোষ ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করো।

কর্ডেলিয়া তার বাবা ও ডাক্তারকে সঙ্গে করে অন্য জায়গায় চলে গেলে কেন্ট চাকরকে বলল—কর্নওয়ালের রাজ্য চালনা করছেন গ্লস্টার পুত্র এডমণ্ড। ডিউকের সম্বন্ধে যা গুজব রটেছে তা অভ্রান্ত।

—কিন্তু গ্লস্টারের নির্বাসিত ছেলে কি জার্মানিতে?

—কিছুই আগে থাকতে বলা যায় না, দ্রুত সেনাদল এগিয়ে আসছে। আমাদের পরিকল্পনার ফলাফল নির্ভর করছে আজকের যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর।

জনৈক অফিসারকে ডেকে এডমণ্ড বলল—অস্থির চিত্তসম্পন্ন ডিউকের কাছে গিয়ে তার শেষ সিদ্ধান্তটা তাড়াতাড়ি জেনে এসো। অফিসার চলে গেলে রিগান



বলল—ওগো আমার প্রিয় লর্ড এডমণ্ড, সত্যি করে বল তো তুমি আমার বোনকে ভালবাস কিনা?

চালাক এডমণ্ড বলল—একথা সত্যি নয় ম্যাডাম।

—তোমার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াটা আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

—এডমণ্ডের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে আমার পক্ষে যুদ্ধে পরাজয়ের সামিল। মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল গনেরিল।

—সুপ্রভাত। ঘরে ঢুকল আলবেনি। রাজা এবং আমাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এখন তৃতীয় মেয়ের আশ্রয়ে। সততার অভাবের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভাল করে যুদ্ধ করতে পারছি না।

রিগান ব্যঙ্গ করে বলল—এটা কি যুক্তির কথা হল।

—আসুন মহামান্য আলবেনি, তাঁবুতে এ সম্পর্কে আলোচনা করি।

কেন বিশেষ প্রয়োজনে চল আমাদের সঙ্গে। বলল রিগান।

রিগান কিছুক্ষণ ভেবে বলল—বেশ, চল।

ছদ্মবেশী এডগার ঘরে প্রবেশ করে আলবেনিকে বলল—আমার মতো গরীবের কথা কি শোনার ইচ্ছা করেন?

—হ্যাঁ বল—আলবেনি বলল।

আলবেনি ও এডগারকে রেখে ওরা চলে গেল। তখন এডগার বলল—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগে এই চিঠি টা পড়ে দেখুন। আমার এই বাইরের ঘৃণ্য হীন পোশাকেও আমি সম্মান রক্ষা করতে জানি। কিন্তু আমি বলছি আপনার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি, সময় হলে আসব।

এডগার চলে যেতেই আবার এডমণ্ড এল।

—আমাদের শত্রুসৈন্য এখনও দুর্বল, তাড়াতাড়ি চলুন, আমাদের সৈন্যদের একসঙ্গে জড়ো করি। এডমণ্ড তাড়া লাগল। আলবেনি চলে গেলে প্ল্যানটাকে মনে মনে আর একবার ঝালিয়ে নিল এডমণ্ড। আমি দু'বোনের সঙ্গেই ভালবাসার অভিনয় করব। বিয়ে করব না। ওদের সব সম্পত্তি এবং আমার বাবার সব সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য ওদের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করব। লিয়ার আর কর্ডেলিয়ার সাহায্যকারী আলবেনিকেও ছাড়ব না—আর এই দু'বোন নিজেদের হিংসায় নিজেরাই মারা পড়বে। আমি এখন চালাকি করে ঝগড়া এড়িয়ে চলব।

—বাবা এই গাছের তলায় বসে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন। এই বলে এডগার চলে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল।

—আমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি আমাকে অনুসরণ করুন। লিয়ার পরাজিত হয়ে মেয়ের সঙ্গে বন্দী হয়েছেন।



গ্লস্টার ভেঙে পড়ে বলল—ওঃ, আমি আর বাঁচতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু মানুষের অধীন নয়।

চিৎকার করে ভৃত্যদের হুকুম দিলো এডমণ্ড। লিয়ার ও কর্ডেলিয়াকে বিচার না হওয়া অবধি কারাগারে রেখে দিতে।

কর্ডেলিয়া বলল—দয়া করে আপনি আমার দিদিদের ডেকে দিন।

—না কর্ডেলিয়া, তাদের ডেকো না। বরং চলো আমরা কারাগারে সৈন্য কারাপ্রাচীরের মধ্যে ষড়যন্ত্রে পতিত সেইসব রাজাদের সমব্যথী হব। আমাদের চোখের জল ওদের সাম্রাজ্য এবং গর্বকে অচিরে ধ্বংস করবে। এখন চল কারাগারে যাই।

রক্ষীসহ লিয়ার ও কর্ডেলিয়া চলে গেলে একটা কাগজ ক্যাপ্টেনের হাতে দিয়ে এডমণ্ড হুকুম করল, মনে রেখো, এই চিঠির নির্দেশ মতো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তোমার উপর দেওয়া হয়েছে, তা নীরবে পালন করলে তোমার পদোন্নতি হবে। যাও কাজটা তাড়াতাড়ি করো।

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। তার সাথে সবে আলবেনি, গণেরিল, রিগান ও সৈনিকের দল ঢুকল। আলবেনি বলল—ধন্যবাদ এডমণ্ড, আজকের যুদ্ধে তুমি জয়ী। কিন্তু বন্দীদের আমি আমার ইচ্ছামত শাস্তি দেব।

এডমণ্ড খুশী হল। বলল—স্যর দেশের জনসাধারণ যাতে হতভাগ্য রাজার ও তার মেয়ে কর্ডেলিয়ার অবস্থা দেখে বিদ্রোহ করতে না পারে সেজন্য তাদের কঠোর প্রহরাধীনে রেখেছি। এখন একদিন ঠাণ্ডা মাথায় তাদের বিচার করা যাবে।

—এডমণ্ড তুমি তোমার পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নও। তুমি বুড়ো রাজার আত্মীয় নও প্রজা মাত্র।

রিগান বলল—মহাশয় আলবেনি, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যই উনি আপনাদের সহকর্মী এবং সমমর্যাদাভুক্ত, একথা দয়া করে ভুলে যাবেন না।

—তোমার শক্তি, একথা বোলো না বোন, উনি নিজেই নিজের শক্তিতে শক্তিমান।

—আমি ওঁকে সম্ভ্রান্ত সমান সম্মান দান করলাম। হে আমার সেনানায়ক, সমস্ত জগতের সামনে তোমাকে আমি আমার স্বামী ও প্রভু হিসাবে বরণ করে তোমার হাতে আমার জীবন অর্পণ করলাম।

গনেরিল ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল—ছিঃ! রিগান ছিঃ।

আলবেনি চিৎকার করে বলল—শোন এডমণ্ড, রাজদ্রোহিতার অপরাধে তোমায় আমি বন্দী করলাম। আর, তার সঙ্গে সঙ্গে এই লর্ডের প্রতি অনুরক্তা আমার ভণ্ড কুটিল স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করলাম। আর গ্লস্টার তুমিও সশস্ত্র। আমার তিনবার ঢাক বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে কোনও লোক এসে তোমাকে এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজদ্রোহিতার প্রমাণ দেবে।



এডমণ্ড হাতের তরোয়াল খুলে বলল—সেই অভিযোগকারী ব্যক্তি হচ্ছে শয়তান। আমিও সাহসের সঙ্গে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি।

আলবেনি বলল—কিন্তু এডমণ্ড, তোমার নিজস্ব সৈন্যদল আমার অনুগত। অতএব তোমার নিজের একার শক্তিই হোল তোমার এখনকার একমাত্র আশ্রয়।

এই সময় হঠাৎ রিগান খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। আলবেনি তার চাকরকে বলল ওঁকে তার তাঁবুতে নিয়ে যেতে।

এদিকে আলবেনির আনা অভিযোগ প্রমাণের জন্য নেপথ্যে ভৃত্যরা ঢাক বাজিয়ে শব্দ করতে লাগল। তৃতীয়বার ঢাক বাজার সঙ্গে সঙ্গে এডগার সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করল।

আলবেনি বলল—ওর আগমনের উদ্দেশ্য কি রক্ষী?

—এখন যদিও আমার নির্দিষ্ট কোন পরিচয় নেই কারণ শয়তানের ষড়যন্ত্রে তা নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও তা জেনে রাখো, আমিও উচ্চবংশীয়।

আলবেনি ছদ্মবেশী এডগারকে প্রশ্ন করল—কে আপনার প্রতিপক্ষ?

—গ্লস্টারের আর্ল এডমণ্ডের প্রতিনিধি কে?

—আমিই স্বয়ং আর্ল এডমণ্ড। বল, কি বলতে চাও? এডগারের সামনে এডমণ্ড এগিয়ে এল।

—যুবক, তরোয়াল নিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুত হও। আমি ঘোষণা করছি, আপনার অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি বিশ্বাসঘাতক। আপনি যদি একথা অস্বীকার করেন তাহলে আমার হাতের এই তরোয়াল সেকথার সাক্ষী দেবে।

—তোমার কথাবার্তা ও চেহারা উচ্চবংশীয় হলেও তোমাকে এই ঘৃণ্য ভাষণ, আমার তরোয়াল তোমাকে এই মুহূর্তে হত্যা করবে।

তরোয়াল নিয়ে উভয়ে যুদ্ধ শুরু করার কিছুক্ষণ পর এডমণ্ড আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে গনেরিল চিৎকার করে উঠল, কে আছ ওকে রক্ষা করো।

আলবেনি চিৎকার করে তাকে ধমক দিয়ে বলল—চুপ করো। কুটিল নারী, তুমি আর এডমণ্ড দু'জনেই তোমাদের পাপ কাজের কথা শোনো। চেয়ে দেখো এডমণ্ড, এই চিঠিই তোমার ঘৃণ্য কাজের সাক্ষী দিচ্ছে।

— বেশ করেছি, চিঠি আমার, আমি ইচ্ছা মতো যা খুশী করতে পারি।

আলবেনি ভৃত্যদের বলল—যাও তোমরা ওঁকে দেখো।

মুমূর্ষু এডমণ্ড বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমি অনেক পাপ কাজ করেছি। কিন্তু আগন্তুক তুমি যদি উচ্চবংশীয় হও তাহলে আমাকে হত্যা করার পাপ থেকে তোমাকে ক্ষমা করব।



—প্রতিদানে আমি তোমায় ক্ষমা করব এডমণ্ড। আমার উপর তুমি যে অন্যায় করেছ—হ্যাঁ, আমি তোমার বড় ভাই এডগার। মানুষকে তার পাপ কাজের জন্য এ জন্মেই ভগবানের কাছে শাস্তি পেতে হয়। আমার বাবাও হয়তো এরকম কোনো পাপের কারণে চোখ হারিয়েছেন।

আলবেনি বলল—হে উচ্চবংশীয় সন্তান, তোমাকে আলিঙ্গন করার থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। তোমার বাবা এবং ছেলে, দু'জনেই আমার পরম প্রিয়। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? বাবার এই দুরবস্থার কথা কে তোমাকে জানাল? আলবেনি উৎসুক চোখে উত্তর শোনার জন্য এডগারের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মরার ভয়ে যখন আমি দিনের পর দিন মৃত্যুর থেকেও বেশী যন্ত্রণা সহ্য করছি তখন পিতার সঙ্গে আমার দেখা হল। দেখলাম তার দুই চোখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পাগলের ভান করে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। পরে তাকে নিজের পরিচয়ও দিলাম। পরে দুঃখে কষ্টে তিনি এতো বেদনার ভার সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন।

আলবেনি বলল—ওঃ, গভীর দুঃখ আমাকে বিচলিত করে তুলেছে।

—মহামান্য ডিউক, এত অল্পেই বিচলিত হবেন না। নির্বোধ লোকেরাই অল্প দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে। থাকগে তারপর শুনুন। পলাতক আসামীর মতো আমি যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি সহানুভূতির সঙ্গে আমার সব কথা শুনে আমার বাবাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল আর আমাকে খুবই সাহস জোগাল। তারপর রাজা লিয়ার ও তাঁর চরম দুঃখের কাহিনী একে একে বলে যেতে লাগল।

আলবেনি উৎসুক হয়ে বলল—কে তিনি?

—উনি হচ্ছেন ছদ্মবেশী হতভাগ্য নির্বাসিত কেন্ট।

হাতে একটা রক্তমাখা ছুরি নিয়ে একজন ভৃত্য চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে প্রবেশ করে বলল—ওগো কে আছ বাঁচাও।

আলবেনি বলল—কেন, কি হয়েছে?

এই রক্তমাখা ছুরিটায় যে রক্ত দেখছেন তা হচ্ছে আপনার স্ত্রীর। এই ছুরিটা দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। আর মরবার আগে বোনকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছেন।

এই বলে চাকরটি কাঁপতে লাগল।

এডমণ্ড বলল—বাঃ ভালই হয়েছে এবার, আমাদের বিয়েটা নির্বিঘ্নে সারতে পারব।

—মহাশয় আলবেনি, কেন্ট আসছেন দেখুন।

দূর থেকে কেন্টকে আসতে দেখে পরম শ্রদ্ধাভরে আলবেনি বলল—আমি ভেবে পাচ্ছি না, কি দিয়ে এই মান্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্মান দেব।

কেন্ট বলল—রাজা কোথায়? আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।



আলবেনির চমক ভাঙ্গলো। তিনি বললেন, তাই তো রাজা আর তার কন্যা কর্ডেলিয়া কোথায়?

—যদিও আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না তবুও তার আগে কিছু কাজ করে যেতে চাই। তাড়াতাড়ি এই পরিচয় চিহ্নটা ও এই তরোয়ালটা নিয়ে প্রাসাদদুর্গে একটা লোক পাঠাতে হবে। ওদের মেরে ফেলার নির্দেশ অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে।

আলবেনি বলল—যাও তাড়াতাড়ি যাও।

তরোয়ালটা নিয়ে প্রাণপণ গতিতে প্রাসাদ দুর্গের দিকে ছুটে গেল এডগার। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে এডমণ্ড বলল—গনেরিল এবং আমার আদেশানুসারে ওরা কর্ডেলিয়াকে ফাঁসি দেবে কিন্তু বাইরে আমরা রটিয়ে দেব যে দুঃখে আর হতাশায় কর্ডেলিয়া আত্মহত্যা করেছে।

মৃত কর্ডেলিয়ার দেহ কোলে করে পাগলের বেশে লিয়ার প্রথমে ঘরে ঢুকলেন। তার পেছন পেছন ক্যাপ্টেন এডগার আর অন্যেরা ঢুকল।

—প্রতিবাদ করো, প্রাণপণে প্রতিবাদ করো। ওগো তোমরা কি পাথর হয়ে গেলে? সে যে আমায় চিরকালের মতো ছেড়ে চলে গেছে? একটা আয়না দাও, তার মাধ্যমে আমি দেখব ওর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে কিনা।

কেন্ট ও এডগার বলল—ওঃ, রাজা লিয়ারের কি ভয়াবহ অপ্রত্যাশিত পরিণতি!

—ওগো দেখ তোমরা, তাঁর আঁচলটা নড়ছে, সে বেঁচে আছে। কে তুমি চলে যাও বলছি।

এডগার বলল—রাজা লিয়ার, ইনি আপনার বন্ধু কেন্ট।

—তোমরা মিথ্যাবাদী, নরহত্যার দায়ে লিপ্ত। আমি তাঁকে বাঁচাতে পারতাম কিন্তু......কর্ডেলিয়া, কর্ডেলিয়া, দাঁড়াও। চেয়ে দেখো তোমার হত্যাকারীকে আমি ফাঁসি দিয়েছি।

—কে তোমরা, আমি ভালো দেখতে পাচ্ছি না। আমি কি আমার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা তুমি কি কেন্ট?

—প্রভু আমিই কেন্ট, যে আপনার দুঃখে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

—তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে রাজা লিয়ার।

—আপনার দুই মেয়ে মৃত তাদের রাজ্য আজ শ্মশান।

—আমারও তাই মনে হয়।



—মাননীয় কেন্ট, উনি এখন মেয়ের শোকে সম্পূর্ণ পাগল। এখন সব কথাই ওঁর কাছে অর্থহীন, বৃথা।

কেন্ট বলল—মহাশয় আলবেনি, এডমণ্ড মারা গেছে।

এ কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে আলবেনি বলল—মাননীয় লর্ডগণ ও বন্ধুগণ আমার মনোগত অভিপ্রায় শুনুন। আমার সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধ রাজাকে দিয়ে দিলাম। আমি নিজেকে ওঁর সেবায় নিযুক্ত রাখব। এডগার ও কেন্ট, আপনারাও আপনাদের সাম্রাজ্য আবার নিজের হাতে নিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

সবাই রাজার দিকে তাকাল। রাজা বলতে লাগল—হায় হতভাগ্য কর্ডেলিয়া কিছু বলছ? চীৎকার করে বলল, কিছু বল আমায়। আমি তোমার সেই বৃদ্ধ হতভাগ্য বাবা রাজা লিয়ার। আমার মেয়ে কি জীবিত? ওঁর ঠোঁট নড়ছে বোধ হয়, এডগার তুমি একবার দেখো তো? ওঃ ভগবান! রাজা অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং মাটিতে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। প্রভুভক্ত কেন্ট কাতর স্বরে বলল—উঃ অসহ্য দুঃখ। শোকেই রাজা লিয়ারের মৃত্যু হল।

এডগার বলল—প্রভু, রাজা চোখ মেলে একবার তাকান।

—ওঃ ভগবান। ওর জীবনকে দীর্ঘায়িত করে আর কষ্ট দিও না, বলল কেন্ট। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে কি প্রচণ্ড কষ্ট উনি দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করেছেন।

আলবেনি বলল—হে বন্ধুগণ, এখন এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করো।

কেন্ট বলল—মহামান্য ডিউক, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রভুর সঙ্গ ছাড়া আমার জীবনের কোন অর্থ নেই। আমি চললাম, তিনি আমায় ডাকছেন।

শেষে এডগার বলল—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে মানুষ অর্জিত দুঃখ যেমন পান তেমনি বহুমূল্য নানান অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন। যাদের বয়স অল্প তারা কিন্তু এ বিষয়ে জানে না। তাই কোনো বিচার-বিবেচনা না করে আমাদের উচিত সত্যকেই অনুসরণ করা ও এখনকার সময়ের ভার বহন করা।

★ ★ ★ ★ ★



ওথেলো

অটোমান তুর্কি নৌবাহিনী আক্রমণ করতে সমুদ্রপথে এগিয়ে আসছে খবর পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন সাইপ্রাসের গভর্নর মনট্যানো। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে চরম অশান্তির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। সাইপ্রাস সমেত ভূমধ্যসাগরের অনেক দ্বীপ আর উপকূলবর্তী দেশ তখন ভেনিসের শাসনাধীন। তাই মনট্যানো দেরি না করে তুর্কি নৌবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের খবর পাঠালেন তাঁর প্রভু ভেনিসের ডিউককে।

মনট্যানোর পাঠানো খবর পেয়ে ভেনিসের ডিউক রাত দুপুরে সেনেটের এক জরুরী সভা ডাকলেন। তুর্কি নৌবাহিনী সাইপ্রাস দখল করতে এগিয়ে আসছে। এরই মাঝে তারা রোড্‌স দ্বীপের কাছে পৌঁছে গেছে শুনে সেনেটের সদস্যরা আঁতকে উঠলেন। তাঁরা জানেন তুর্কিরা দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। স্থলে বা জলে তাদের সঙ্গে লড়াই-এ টিকে ওঠা যে-সে লোকের কাজ নয়। তাঁরা এ-ও জানেন, ভূমধ্যসাগরের বুকে অটোমান তুর্কি নৌবহরের জাহাজ দূর থেকে দেখতে পেলে জলযুদ্ধে পৃথিবীর সেরা বলে সবাই যাদের মানে সেই ব্রিটিশ নৌবাহিনী পর্যন্ত ভয়ে লেজ গুটিয়ে সরে পড়ে।

"এই চরম সংকটের মুহূর্তে আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা হলেন সেনাপতি ওথেলো," ডিউক সেনেটের সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুর্কি আক্রমণ রুখতে তাঁকেই পুরোপুরি কর্তৃত্ব দিয়ে সাইপ্রাসে পাঠানো হোক।" সেনেটের সদস্যরা সবাই তাঁর এ প্রস্তাব একবাক্যে সমর্থন করলেন। ডিউকের হুকুমে তাঁর সৈনিকেরা ওথেলোকে খবর দিতে তখনই রওনা হল।

ভেনিসের বাসিন্দা হলেও ওথেলো কিন্তু সেখানকার আর সব মানুষের মত শ্বেতাঙ্গ নন, তাঁর গায়ের চামড়া কালো। ওথেলোর দেশ আফ্রিকার মরোক্কোতে। জাতিতে মুর ওথেলো যৌবনে ভাগ্যান্বেষণে ভেনিসে এসে গ্রহণ করেছিলেন সৈনিকের পেশা। বহু যুদ্ধে নিজের সাহস ও রণকৌশলের স্বাক্ষর রেখে তিনি জীবনে প্রচুর উন্নতি

করেছেন। বিদেশী হয়েও তিনি আজ ভেনিসের প্রধান সেনাপতির আসন অর্জন করেছেন।

★ ★ ★ ★ ★

ডিউকের সৈনিকদের পাশাপাশি আরও কিছু লোক তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওথেলোকে। এঁদের মধ্যে আছেন সেনেটের অন্যতম সদস্য ব্রাবানশিও, আর তাঁর চেনা কিছু লোক। এত রাতে তাঁদের ওথেলোকে খুঁজে বেড়ানোর কারণ একটাই— অল্প কিছুক্ষণ আগে সেনেটর ব্রাবানশিও খবর পেয়েছেন তাঁর অপরূপ রূপসী মেয়ে ডেসডিমোনা কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, তারপরে ভেনিস শহরের কোনও একজায়গায় সবার নজর এড়িয়ে গোপনে বিয়ে করেছেন ভেনিসের প্রধান সেনাপতি মুর ওথেলোকে। এখবর ব্রাবানশিওকে দিয়েছেন ভেনিসের সেনাবাহিনীর এক পদস্থ সেনানী— নাম তাঁর আয়াগো। আয়াগো একা নন, খবরটা ব্রাবানশিওর কানে তোলার সময় ভেনিসের এক ধনীর জনৈক অপদার্থ পুত্রও ছিল তাঁর সঙ্গে, নাম তার রডরিগো।

খবরটা সেনেটর ব্রাবানশিও গোড়ায় বিশ্বাস করতে চাননি। পরে যখন খোঁজ নিয়ে দেখলেন তাঁর মেয়ে ডেসডিমোনা সত্যিই বাড়িতে নেই, তখন স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহ জাগল তাঁর মনেও। ব্রাবানশিও ভেবে দেখলেন আয়াগো যে খবর তাঁকে শোনালেন তা সত্যি হলেও হতে পারে। প্রধান সেনাপতি ওথেলো কিছুদিন ধরে তাঁর বাড়িতে বেশি যাওয়া-আসা করছেন তা ব্রাবানশিও ঠিকই লক্ষ করেছিলেন। ওথেলো ভেনিসের নামী লোক, দেশের প্রধান সেনাপতি, তাঁর মত মানুষ তাঁর বাড়িতে আসায় ব্রাবানশিও বেশ গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর সুন্দরী মেয়ে ডেসডিমোনা যে ওথেলোকে বেশ পছন্দ করে তাও তাঁর চোখ এড়ায়নি। ওথেলো বাড়িতে এসেছেন খবর পেলেই ডেসডিমোনা যেখানেই থাক ছুটে এসে হাজির হত, হাসিমুখে তাঁকে নিয়ে যেত নিজের মহলে। তাঁর জীবনের নানারকম রোমাঞ্চকর ঘটনা শোনার জন্য বায়না করত। কমবয়সী মেয়েরা বীরপুরুষদের মুখ থেকে তাঁদের জীবনের এমনই হরেকরকম রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতা শুনতে আগ্রহ দেখায়—তাই ব্রাবানশিও তখন এর মধ্যে দোষের কিছু দেখেননি। কিন্তু নিরালায় গল্প করার সুযোগে ওথেলো আর ডেসডিমোনার মধ্যে যে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা এতদিনে বুঝতে পারছেন ব্রাবানশিও। আর তারই পরিণতিতে আজ তাদের এই গোপনে বিয়ের অনুষ্ঠান।

কিন্তু ওথেলো যতবড় মানী লোকই হোন না কেন, ডেসডিমোনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হোক তা কোনওমতেই মেনে নিতে পারবেন না ব্রাবানশিও। একে ওথেলো বিদেশী এবং বিধর্মী, তার ওপর ডেসডিমোনা তাঁর মেয়ের বয়সী। এক্ষেত্রে



ডেসডিমোনার সঙ্গে ওথেলোর বিয়ে তিনি কোনওমতেই মেনে নিতে পারেন না। ওথেলোর কাছ থেকে মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে তাই ব্রাবানশিও নিজেও লোকজন জোগাড় করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়েছেন।

খানিক বাদে দু'টি দলই খুঁজে পেল ওথেলোকে। ডিউকের সৈনিকরা ওথেলোকে জানাল ডিউক বিশেষ প্রয়োজন তাঁকে এই রাত দুপুরে ডেকে পাঠিয়েছেন। আর ব্রাবানশিও বললেন, তাঁর মেয়ে ডেসডিমোনাকে ফুসলে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবার অপরাধে তিনি এই রাতের বেলাই ওথেলোকে আদালতে হাজির করবেন।

ওথেলোর নিজের পক্ষেও লোকজন কিছু কম নেই। তাঁরা সবাই বললেন, ডিউক এমনিতেই ডেকে পাঠিয়েছেন ওথেলোকে। তাঁর বিরুদ্ধে যদি ব্রাবানশিওর সত্যিই কোনও নালিশ থাকে তাহলে তিনি তা ডিউকের কাছেই অনায়াসে পেশ করতে পারেন।

ওথেলো এলেন ডিউকের কাছে। ব্রাবানশিও নিজেও এলেন তাঁর সঙ্গে তাঁর নামে ডিউকের কাছে নালিশ জানাতে। তুর্কি নৌবাহিনী সাইপ্রাসের ধারেকাছে ঘেঁষার আগেই কীভাবে তাদের হঠিয়ে দেয়া যায় রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, ডিউক ও তাঁর পারিষদরা এরই মধ্যে ব্রাবানশিও ওথেলোর বিরুদ্ধে তাঁর মেয়েকে ফুসলে নিয়ে যাবার অভিযোগ পেশ করলেন।

ডিউক পড়লেন মহা ফ্যাসাদে—তুর্কি আক্রমণ রোখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে ব্রাবানশিও নিজেও তাঁর সেনেটের সদস্য, তাঁর অভিযোগের গুরুত্বকেও খাটো করে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক ভেবে ডিউক শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ব্রাবানশিওর অভিযোগের বিচার না সেরে অন্য কাজে হাত দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

উপস্থিত অন্যান্য সেনেটরদের সামনে সেনেটর ব্রাবানশিও এবার ওথেলোর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ডিউককে শোনালেন। ব্রাবানশিও বললেন, ওথেলো যখন আফ্রিকার লোক তখন নিশ্চয়ই জাদু আর তুকতাক জানেন! জাদুবলে তিনি ডেসডিমোনাকে বশ করেছেন, বিধর্মী হয়েও এই জাদুর সাহায্যেই তিনি গোপনে তাকে বিয়ে করেছেন। ওথেলোর পক্ষে এ অতি গর্হিত অপরাধ, আগে এই অপরাধের বিচার হোক।

সেই সামন্ততন্ত্রের যুগে ধনী-গরিব সবাই তুক-তাক, জাদুমন্ত্র ওসবে গভীর বিশ্বাসী ছিল। সেনেটেরদের অনেকেই তাই ধরে নিলেন ব্রাবানশিও সত্যিকথাই বলছেন। আফ্রিকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেশ, সভ্যতা ও শিক্ষার আলো সেখানে পৌঁছোয়নি, সেখানকার মানুষ ভূতপ্রেত পুজো করে, তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র এসব জড়িয়ে আছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। ওথেলো নিজেও আফ্রিকার লোক, তাঁর বাড়ি মরক্কোয়।



কাজেই ঐসব অপবিদ্যায় তাঁর দখল থাকবে এ আর বিচিত্র কী। তা যদি না-ই হবে তাহলে ডেসডিমোনার মত এক অপরূপ রূপসী ওথেলোর মত এক কেলেকুচ্ছিত মুরকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবে এটাই বা কি করে বিশ্বাস করা যায়! অথচ এই ভেনিস শহরে এমন একজনও যুবক নেই যে ডেসডিমোনাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেনি, তাদের অনেকেই তাকে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু ডেসডিমোনা তাদের একজনকেও পাত্তা দেয়নি। আয়াগোর সঙ্গে রডরিগো নামে যে যুবকটি ওথেলোর নামে ব্রাবানশিওর কাছে নালিশ জানাতে গিয়েছিল সেও ঐসব যুবকদেরই একজন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওথেলো তুকতাক করে ডেসডিমোনার ভালবাসা আদায় করেছেন, তারপরে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছেন—এটাই স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিলেন সবাই।

"সেনাপতি ওথেলো," সব শুনে ডিউক বললেন, "সেনেটর ব্রাবানশিও আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন সে সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?"

"আমার বলার মত একটা কথাই আছে, হুজুর," ওথেলো বললেন, "বিভিন্ন যুদ্ধে আমার লড়াই-এর কাহিনী শুনেই আমার প্রতি ডেসডিমোনা আকৃষ্ট হয়েছে। সে নিজেই আমার বিয়ে করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। একথা সত্যি কিনা তা ডেসডিমোনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।"

ডিউক নিজে বসেছেন বিচারকের আসনে ওথেলোর কথার মধ্যে তিনি যুক্তি পেলেন। বললেন "নিশ্চয়ই ওথেলো, ডেসডিমোনার বক্তব্যও শুনতে আমরা বাধ্য। কে আছো, ডেসডিমোনাকে এখানে এনে হাজির করো!"

ডেসডিমোনাকে নিয়ে আসতে ডিউকের সেপাই তখনই রওনা হল। এই অবকাশে উকিলের সাহায্য না নিয়েই নিজের পক্ষ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিলেন ওথেলো। তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা প্রমাণ করতে মহামান্য ডিউক আর সমবেত সেনেটরদের সামনে ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিতে লাগলেন।

"মহামান্য ডিউক আর মাননীয় সেনেটরদের কাছে আমার লুকোনোর মত কিছুই নেই," নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে গিয়ে ওথেলো বলতে লাগলেন "ডেসডিমোনার ভালবাসা পাবার জন্য তুকতাক, যাদুমন্ত্র বা ঐ জাতীয় আর কোনরকম নীচতার সাহায্য কোনওদিনই আমি নিইনি। শুধু তাই না, ডেসডিমোনার ভালবাসা পাবার জন্যও কোনরকম চেষ্টা জেনেশুনে আমি কখনও করিনি। জরুরি কাজে একবার আমাকে সেনেটর ব্রাবানশিওর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যেতে হয়, সেখানেই প্রথম দেখি ডেসডিমোনাকে। অনেক যুদ্ধে জয়ী হবার পরে আজ আমি ভেনিসের প্রধান সেনাপতির পদ অর্জন করেছি শোনার পর থেকেই সে আমার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। অবশ্য এর কারণও ছিল—জ্ঞান হবার পর থেকে বড় হয়ে



ওঠা পর্যন্ত ডেসডিমোনা যেসব পুরুষমানুষ দেখেছে আমায় দেখতে তাদের চেয়ে পুরোপুরি আলাদা। আমার জাতি আলাদা, ধর্ম আলাদা, চামড়ার রং, মুখের গড়ন, মাথার চুলের ধাঁচ, সবই আর পাঁচজনের চেয়ে অন্যরকম। এর ওপর সে শুনেছে আমি মরক্কোর মানুষ যে দেশটা পড়েছে আফ্রিকা মহাদেশে। হুজুর, আফ্রিকা মহাদেশের অনেকটাই গভীর জঙ্গল—যেখানে সিংহ, হাতি, বাইসন, সাপ, নেকড়ে, এইসব হিংস্র পশুরা অবাধে ঘুরে বেড়ায়। এমন দেশ থেকে আসা একজন মানুষের সম্পর্কে ডেসডিমোনার মত এক সদ্যযুবতী যে কৌতূহলী হবে তা কি খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার? এর ওপর ডেসডিমোনাকে যখন প্রথমবার দেখি তখন সে সবে যৌবনে পা দিয়েছে এমন এক কুমারী। মানুষের তৈরি সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা হওয়া দূরে থাক, ধারণাই গড়ে ওঠেনি তার মনে। এইসব কারণেই আমার জীবনের কথা শুনতে সে আগ্রহী হয়েছিল এটাই আমার ধারণা।

"হুজুর, সৈনিক হলেও আমি নিজে রক্তমাংসের মানুষ। তাই আমার কঠোর জীবন সংগ্রামের কাহিনী কেউ ভালবেসে শুনতে চাইলে তাকে বিমুখ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। খুব ছোটবেলায় কীভাবে নিজের ঘড়বাড়ি ছেড়ে খালিহাতে এদেশে এসে সৈনিকের পেশা গ্রহণ করেছি, কীভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়ে ভেনিসের প্রধান সেনাপতির পদ অর্জন করেছি সেসব ঘটনা তাকে দিনের পর দিন শুনিয়েছি। ওর বাবার কাছে যেদিনই কোনও কাজে গিয়েছি সেদিনই কাজের কথাবার্তা শেষ হবার পরে ডেসডিমোনা আমায় টেনে নিয়ে গেছে তার মহলে। যুদ্ধের গল্প শোনার বায়না ধরেছে বাচ্চা মেয়ের মত। আমার মুখ থেকে যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা শুনতে শুনতে একসময় ওর দু'চোখে যে আমার প্রতি নীরব ভালবাসা ফুটে উঠত তা আমারও চোখ এড়ায়নি, হুজুর! হুজুর, বিধর্মী হয়েও বলছি, ডেসডিমোনার ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। কোনও যাদুমন্ত্র বা তুকতাক নয় হুজুর, আমার বীরত্বের কীর্তিগুলোই আমার অজান্তে কোনও একসময় ডেসডিমোনার হৃদয় জয় করেছে। নিজের নির্দোষিতার স্বপক্ষে আমার আর কিছু বলার নেই, মাননীয় ডিউক!"

ওথেলোর বক্তব্য শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের সেপাইদের সঙ্গে ডেসডিমোনা এসে হাজির হল ডিউকের সামনে।

"তুমিই ডেসডিমোনা?" গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন ডিউক।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মাননীয় ডিউক," স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল ডেসডিমোনা।

"সেনাপতি ওথেলো কখনও তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?" ডেসডিমোনার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন ডিউক।

"না, মাননীয় ডিউক," একইরকম গলায় জবাব দিল ডেসডিমোনা, "সেনাপতি ওথেলো নন, আমি নিজেই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সে প্রস্তাব গ্রহণ করে

ওথেলো আমায় সম্মানিত করেছেন। ওথেলো শুধু আমার অনুরোধ তাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলো আমায় শুনিয়েছেন। এছাড়া আমায় বিয়ে করার কোনও বাসনা আকারে-ইঙ্গিতে কখনও তিনি প্রকাশ করেননি।"

ডেসডিমোনার এই বিবৃতি শুনে সেনেট সদস্যেরা সবাই একবাক্যে বললেন, ওথেলো সম্পূর্ণ নিরপরাধ ডেসডিমোনার এই সাক্ষ্যেই তা প্রমাণিত হল। অতএব সেনাপতি ওথেলোর ওপর থেকে সেনেটর ব্রাবানশিওর আনা অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে যে সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে তা থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হোক।

ডিউক নিজেও সেনেটরদের কথায় সায় দিয়ে ওথেলোর বিরুদ্ধে সেনেটর ব্রাবানশিওর আনা অভিযোগ খারিজ করে দিলেন। তারপরে অটোমান তুর্কি নৌবাহিনী যে সাইপ্রাস আক্রমণ করতে আসছে সে খবর তাঁকে জানালেন। ডিউক ওথেলোকে এ-ও জানালেন যে সাইপ্রাসকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। ডিউকের কথা শুনে ওথেলো বললেন, তিনি যুদ্ধের জন্য তৈরি আছেন।

ডিউক এবার ওথেলোকে বললেন, "সেনাপতি ওথেলো, সাইপ্রাস দুর্গের অবস্থা আর অন্যান্য খুঁটিনাটি যে আপনার নখদর্পণে তা আমি জানি। সাইপ্রাসকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনার মধুচন্দ্রিমা যাপন কিছুটা ব্যাহত হবে এজন্য আমি আর আমার সেনেটররা সবাই দুঃখিত।"

"আমি অটোমান তুর্কি নৌবহরকে সাইপ্রাসের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেব না, মাননীয় ডিউক!" ওথেলো বললেন, "আমি এখনই রওনা হচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে আমার স্ত্রী-র নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনাদের নিতে অনুরোধ করছি।"

"এ আর এমন কী ব্যপার!" ডিউক বললেন, "আপনি ইচ্ছে করলে আপনার স্ত্রীকে অনায়াসে তাঁর বাবা সেনেটর ব্রাবানশিওর কাছে রাখতে পারেন।"

"মাফ করবেন, মাননীয় ডিউক," সেনেটর ব্রাবানশিও বললেন, "ডেসডিমোনাকে আমি আর আমার কাছে রাখতে পারব না।"

"আমি নিজেও তা চাই না"। ব্রাবানশিওর মন্তব্যকে সমর্থন করে জবাব দিলেন ওথেলো।

"বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমিও তার কাছে থাকতে চাই না, মাননীয় ডিউক"! ডেসডিমোনা বলল, "যাঁকে ভালবেসে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, দয়া করে তাঁর কাছাকাছি থাকবার অনুমতি আমাকে দিন।"

"আমারও তাই ইচ্ছা, মাননীয় ডিউক," বললেন ওথেলো।

"বেশ তাই হবে," ডিউক ওথেলোকে বললেন, "আপনি তাহলে আজ রাতেই রওনা হন। যাবার আগে আপনার কোনও অধীনস্থ সেনানীর ওপর আপনার স্ত্রীকে সাইপ্রাসে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিন।"



ডেসডিমোনাকে নিরাপদে সাইপ্রাসে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সেনানী আয়াগোর ওপর দিয়ে ওথেলো হানাদার তুর্কি নৌবহরকে রুখতে জাহাজ নিয়ে সেই রাতেই রওনা হলেন সাইপ্রাসের দিকে।

★ ★ ★ ★ ★

সেনানী হিসেবে আয়াগোর যতই দক্ষতা থাক না কেন এককথায় লোক হিসেবে সে ছিল অতি বজ্জাত। ওথেলো ভেনিসের প্রধান সেনাপতির পদ অর্জন করার পরে আয়াগো তাঁর প্রধান সহকারী হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার সব চেষ্টা বিফল করে ওথেলো যে সেনানীকে প্রধান সহকারীর পদে বেছে নেন তিনি ক্যাসিও নামে আরেকজন সেনানী। তবে আয়াগোকে পুরোপুরি হতাশা করেননি ওথেলো। তাকে এক অধস্তন সেনানীর পদে তিনি বহাল করেছিলেন। সেই ঘটনার তিক্ত স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেনি আয়াগো। মনে মনে ওথেলোর ওপর সে অনেকদিনের রাগ পুষে রেখেছে। বাইরে আনুগত্যের ভাব বজায় রাখলেও ওথেলোর চরম শত্রুতা কীভাবে করা যায় আয়াগো তারই মতলব আঁটতে দিনরাত মাথা খাটিয়ে চলেছে। প্রণয়িনী ডেসডিমোনাকে বিয়ে করবেন বলে যে রাতে ওথেলো তাঁকে তাঁর বাবা সেনেটর ব্রাবানশিওর বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যান সে রাতেও আয়াগো তাঁর সঙ্গে ছিল। ডেসডিমোনাকে বিয়ে করতে গেলে আয়াগোর সক্রিয় সহায়তা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু খানিক বাদে সেই আয়াগোই ডেসডিমোনার সঙ্গে ওথেলোর বিয়ের খবর সবার আগে পৌঁছে দিয়েছিল ডেসডিমোনার বাবা সেনেটর ব্রাবানশিওর কানে। ডিউকের কাছে ওথেলোর নামে নালিশ করার প্রেরণা এই আয়াগোই দিয়েছিল সেনেটর ব্রাবানশিওকে। ডিউক সব শুনে ওথেলোকে কঠিন সাজা দেবেন এটাই ধরে নিয়েছিল আয়াগো।

ভেনিসের যেসব বড়লোকের অপদার্থ ছেলেরা এতদিন ডেসডিমোনাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে এসেছে তাদের অন্যতম রডরিগোর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ওথেলো ডেসডিমোনাকে যাদুমন্ত্রে বশ করে বিয়ে করেছেন এখবর আয়াগো যে রাতে সেনেটর ব্রাবানশিওর কানে তুলবে বলে রওনা হয়েছিল তখন এই রডরিগোও মজা দেখবে ভেবে গিয়েছিল তার সঙ্গে। ডেসডিমোনার সঙ্গে তার বিয়ের ঘটকালি করার লোভ দেখিয়ে আয়াগো রডরিগোকে শুষে প্রচুর টাকা আদায় করে নিয়েছে। ডেসডিমোনা তার প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দিলেও এতদিন আশায় আশায় ছিল রডরিগো। কিন্তু শেষকালে ডেসডিমোনা সত্যিই ওথেলোকে বিয়ে করেছে শুনে সে ভেঙে পড়েছে বুঝেছো, তার আর কোনও আশা নেই।



আয়াগো দেখল, রডরিগোকে শুষে নিংড়ে আরও কিছু টাকা কামানোর তার এই একটা বড় সুযোগ। সে রডরিগোকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "তুমি মিছিমিছি ভেঙে পড়ছ রডরিগো! ওথেলোর সঙ্গে ডেসডিমোনার বিয়ে হয়েছে বলেই তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। আমি বলছি ওদের দু'জনের এই যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, এ নিছক খামখেয়াল ছাড়া আই কিছুই নয়। বিশ্বাস করো, আমি বলছি ওদের এ বিয়ে বেশিদিন টিকবে না। চোখ বুঁজে অপেক্ষা করো, ওদের ছাড়াছাড়ি হল বলে। এখন তোমার করার মত শুধু একটাই কাজ আছে, সাইপ্রাসে গিয়ে ডেসডিমোনার পেছনে লেগে থাকতে হবে। দিনরাত ওর কাছাকাছি থাকতে হবে। তুমি যে ওকে এখনও ভালবাসো, ওরই টানে ওর পেছন পেছন সাইপ্রাসে গিয়ে হাজির হয়েছো—এটা বুঝিয়ে দিতে হবে ডেসডিমোনাকে। আর চোখে চোখ পড়লেই ইশারায়, হাবেভাবে বুঝিয়ে দেবে তুমি ওকে এখনও ভালবাস!"

হাঁ করে তাকিয়ে আয়াগোর কথাগুলো এতক্ষণ একমনে শুনছিল রডরিগো, এবার সে বলল,"তাহলে এবার আমায় কি করতে হবে?"

"সাইপ্রাসে গিয়ে ক'দিন থাকতে হবে কে জানে," আয়াগো বলল, "বিদেশ-বিভুঁই বলে কথা। কখন কি দরকার পড়ে তার ঠিক আছে! তাই যেখান থেকে পারো টাকাকড়ি জোগাড় করো। ওখানে যাবার আগে সঙ্গে বেশি করে টাকা নিতে ভুলো না। নগদ টাকা না থাকলে স্থাবর সম্পত্তি কিছু বিক্রি করে টাকা জোগাড় করো। ধরো সাইপ্রাসে পৌঁছোনোর পরে ডেসডিমোনার মত পেতে হয়ত ওকে দামি কোনও উপহার দেবার দরকার হল। তখন ত অনেক টাকা দরকার হবে, সে টাকা কে দেবে তোমায়? তাই বেশি করে টাকা সঙ্গে নিয়ে নিও।"

"আপনি যা বলছেন তাই করব," মিনমিনে হলায় আয়াগোর কথায় সায় দিল রডরিগো।

★ ★ ★ ★ ★

যুদ্ধক্ষেত্রে ওথেলোর ভাগ্যদেবতা চিরকালই সদয়। হয়ত সেই কারণেই বিনাযুদ্ধে এবারও তাঁর জয় হল। সমুদ্রের মধ্যে ওথেলো শত্রু নৌবহরকে আক্রমণ করার আগেই শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। সেই ঝড়ের দাপটে তুর্কি নৌবহর প্রচণ্ড ঘা খেল — তাদের বেশিরভাগ জাহাজ প্রচুর নৌসেনা আর অস্ত্রশস্ত্র সমেত সাগরের অতলে তলিয়ে গেল। অল্প যে কয়েকটা জাহাজ টিকে গেল, পাল ছিঁড়ে, মাস্তুল ভেঙে, গতিপথ হারিয়ে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। অন্যদিকে ভেনিসের নৌবহরের জাহাজগুলোর সেই তুলনায় তেমন ক্ষতি হয়নি। ভেনিসের বিশাল নৌবহর নিয়ে ওথেলো নিরাপদে সাইপ্রাসের মাটিতে পা রাখলেন। ডাঙায় পা রেখে শুনলেন তাঁর আগেই



ডেসডিমোনোকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অধীনস্থ সেনানী আয়াগো এসে পৌঁছে গেছে।

সাইপ্রাসে একই সঙ্গে গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক হয়ে এসেছেন ওথেলো। আগের গভর্নর মনট্যানো তাই তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। এরপরে সাইপ্রাস দুর্গে গভর্নরের আবাসে এসে স্ত্রী ডেসডিমোনার দেখা পেলেন ওথেলো। তুর্কি নৌবাহিনী আক্রমণ করতে এসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিজেরাই বিধ্বস্ত হয়েছে, এই আনন্দে সাইপ্রাসের বাসিন্দারা মেতে উঠল উৎসবে।

উৎসব মানে যে নিয়মকানুনের পরোয়া না করে রাতভর মদ খাওয়া তা জানেন ওথেলো। তাই সহকারী ক্যাসিওকে ডেকে তিনি বললেন, "ক্যাসিও, আমি ক্লান্ত, এবার আমার বিশ্রাম দরকার। তোমার ওপর শহর সমেত গোটা সাইপ্রাস দ্বীপের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। সারা রাত জেগে পুরো এলাকায় শান্তিরক্ষা এবার করতে হবে তোমাকেই। নেশার ঝোঁকে কেউ যাতে গোলমাল বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধায় সেদিকে কড়া নজর রেখো।"

"আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন, সেনাপতি!" আশ্বাস দিয়ে বললেন ক্যাসিও, "আমি সারারাত জেগে চারপাশে কড়া নজর রাখব।" ক্যাসিওর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ওথেলো বিশ্রাম নিতে গেলেন।

ওথেলোর চরম ক্ষতি করার মতলব অনেকদিন থেকে করে আসছিল অধস্তন সেনানী আয়াগো সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এবার সুযোগ বুঝে সে সেই আবার চেষ্টায় উদ্যোগী হল। আয়াগো জানে ওথেলোর সহকারী ক্যাসিও খুব সরল মনের লোক, সবার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করেন। ক্যাসিও যে তাকে বিশ্বাস করেন তা-ও জানে আয়াগো। ওথেলো বিশ্রাম নিতে চলে যাবার পড়ে সে ক্যাসিওকে বলল, "আজ এই আনন্দের দিনে গোটা শহরের মানুষ যেখানে ফূর্তিতে মেতে উঠেছে, সেখানে আমাদেরও একটু ফূর্তি করতে বাধা কোথায়? আসুন আমরাও ওদের মত একটু মদ খেয়ে ফূর্তি করি।" আয়াগোর বদ মতলবের কথা জানেন না ক্যাসিও, তাই তার প্রস্তাবে তিনি দোষের কিছু দেখলেন না।

"বেশ ত," ক্যাসিও সায় দিয়ে বললেন, "অল্প-স্বল্প খেতে বাধা কোথায়?"

ক্যাসিও তার প্রস্তাবে রাজি আছেন জেনে শয়তান আয়াগো দুটো পাত্রে মদ ঢালল। একটা পাত্রে ইচ্ছে করে বেশি মদ ঢালল, তারপরে সেই পাত্রটা রাখল ক্যাসিওর সামনে। নিজের পাত্রে কম পরিমাণে মদ ঢালল আয়াগো।

ক্যাসিও তখনও আয়াগোর মতলব ধরতে পারেননি তাই কয়েক চুমুকে পাত্র শেষ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে আয়াগো তাঁর পাত্রে আবার মদ ঢালল, আবার কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাসিও তা উড়িয়ে দিলেন। ক্যাসিওর পাত্র খালি হতে আয়াগো আবার তাতে



মদ ঢেলে দিল। এইভাবে প্রচুর মদ খাবার ফলে ক্যাসিওর খুব নেশা হল। রাতের বেলা শহরের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব যে ওথেলো তাঁকে দিয়েছেন তা ভুলেই গেলেন তিনি। তবু নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই প্রহরীদের কাজকর্ম তদারক করতে টলতে টলতে বেরোলেন তিনি।

ক্যাসিও বেরিয়ে যেতেই আয়াগো দেখল পথ পরিষ্কার। রডরিগো কাছাকাছিই ছিল। তাকে ডেকে বলল, "আমার ওপরওয়ালা ক্যাসিও প্রচুর মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে প্রহরীদের কাজকর্ম তদারক করতে বেরিয়েছেন। তুমি তক্কে তক্কে থাকো, উনি ফিরে এলে তুমি গায়ে পড়ে এমনভাবে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধাও যাতে উনি ভীষণ রেগে যান। তুমি কিন্তু মোটেও রেগে যাবে না, এমনভাবে ক্যাসিওকে তাতিয়ে তুলবে যাতে উনি তলোয়ার খুলে তোমায় আক্রমণ করেন। হয়ত তাতে তোমার একটু চোটও লাগতে পারে। তবে ক্যাসিও এখন ত সুস্থ নেই, তাই তেমন চোট লাগার আগে তুমি ঠিকই সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। মনে রেখো, তোমার মনের আশা পূরণ করতে হলে আমি যেভাবে বলছি ঠিক সেভাবেই তোমায় এগোতে হবে।"

আয়াগোর কথামত কাজ করতে রাজি হল রডরিগো। সে তখনই বাইরে বেরিয়ে ক্যাসিও যেখানে ফিরবেন সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক বাদে বাইরে রডরিগো আর ক্যাসিওর উত্তেজিত গলায় চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে আয়াগো বুঝল রডরিগো তার নির্দেশ মেনেই চলছে। আয়াগো বাইরে এসে দেখল ক্যাসিও আর রডরিগো তলোয়ার হাতে একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছে। রডরিগো চোট পেয়েছে, তার গায়ের কয়েক জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে দরদর করে। চোট পেয়েও রডরিগো সমানে চেঁচাচ্ছে, মুখে যা আসছে তাই বলে গাল দিচ্ছে ক্যাসিওকে।

সাইপ্রাসের আগের গভর্নর মনট্যানোর বাড়ি কাছেই। রডরিগো আর ক্যাসিওর চেঁচামেচি গালিগালাজ শুনে তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে। রডরিগো আহত হয়েছে দেখে তলোয়ার খুলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্যাসিওর ওপর। ক্যাসিও তখন পুরোপুরি মাতাল, রডরিগোকে ছেড়ে এবার তিনি তলোয়ার হাতে চড়াও হলেন মনট্যানোর ওপর। তাঁর তলোয়ারের খোঁচা লেগে ভাল চোট খেলেন মনট্যানো। ঠিক এমনই পরিস্থিতির অপেক্ষায় ছিল আয়াগো। সে এবার ভিতরে গিয়ে পাগলাঘন্টি বাজিয়ে দিল। সেই ঘন্টার আওয়াজে সাইপ্রাসের বাসিন্দারা চমকে উঠল। কোনও বিদেশী আক্রমণ, নয়ত প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প—এইসব জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েই পাগলাঘন্টি বাজে। ভয় পেয়ে তারা যে যার বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ঘাবড়ে গিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল।

পাগলাঘন্টির আওয়াজ আর বহু লোকের চিৎকার চেঁচামেচিতে দুর্গের ভেতরে ওথেলোর ঘুম গেল ভেঙে। কি ব্যাপার দেখতে তিনি তখনই ছুটে বাইরে বেরিয়ে



এলেন। দুর্গের কিছু তফাতে মনট্যানো আর রডরিগো দু'জনকে আহত অবস্থায় পথের ওপর পড়ে থাকতে দেখে ওথেলো অবাক হলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন তাঁর সহকারী ক্যাসিও বেহেড মাতাল অবস্থায় তলোয়ারের আঘাতে ওদের দু'জনকে এভাবে জখম করেছেন।

ক্যাসিও এমন কাজ করেছেন, তাও বেহেড মাতাল হয়ে? কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না ওথেলো। আয়াগোকে ডেকে আসল ঘটনা কি জানতে চাইলেন। আয়াগো সুযোগ পেয়ে বলল, ক্যাসিও বেসামাল মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে রডরিগো আর মনট্যানো দু'জনকেই তলোয়ারের আঘাতে জখম করেছেন। শুনে ক্যাসিওর ওপরে রেগে গেলেন ওথেলো। সেই মুহূর্তে তাঁকে পদচ্যুত করে সেই পদে আয়াগোকেই বহাল করলেন। শয়তান আয়াগোর বদ মতলব এইভাবে বাস্তবে পরিণত হল।

★ ★ ★ ★ ★

পদচ্যুত হয়ে মনে মনে বড্ড আঘাত পেয়েছেন ক্যাসিও। এমন একটা ঘটনা তাঁর জীবনে কী করে ঘটল তাই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হবার মত লোক ক্যাসিও নন, তবু জীবনের মাঝামাঝি এসে এভাবে নেশা করে নিজের পায়ে কুড়োল মেরে বসলেন? তিনি যে আয়াগোর চক্রান্তের শিকার হয়েছেন সেকথা একবারও ক্যাসিওর মাথায় এল না, এই ঘটনার জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী করলেন।

আয়াগো এল তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। সহানুভূতি মাখানো অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়ে বলল, "এক কাজ করুন, আপনি গভর্নর ওথেলোর স্ত্রী ডেসডিমোনাকে একটু ধরাধরি করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডেসডিমোনা আপনার হয়ে একবার বলে দিলে ওথেলো এবারের মত আপনার দোষ ঠিক মাফ করে দেবেন। আবার আপনাকে তিনি আগের পদেই বহাল করবেন।"

আয়াগোর কথা ক্যাসিওর মনে ধরল। ডেসডিমোনা ক্যাসিওকে ভালই চেনেন, বিয়ের আগে ওথেলো যখন তাঁর কাছে যেতেন তখন ক্যাসিও বহুবার গেছেন তাঁর সঙ্গী হয়ে। ওথেলোর দূত হয়ে বহুবার নানারকম খবর তিনি পৌঁছে দিয়েছেন ডেসডিমোনাকে।

ক্যাসিও দেরি না করে তখনই এসে হাজির হলেন ডেসডিমোনার কাছে, সব কথা তাকে খুলে বললেন, তারপরে কাঁদো কাঁদো গলায় অনুরোধ করলেন, "আপনি আমায় বাঁচান, এই অপমান আর অসম্মান থেকে উদ্ধার করুন!"

ক্যাসিওকে স্বামীর বিশ্বস্ত সহকারী ছাড়াও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে চেনে ডেসডিমোনা। তাঁর মুখে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে সে নিজেও তাই দুঃখ পেল।



ক্যাসিওকে আশ্বাস দিয়ে ডেসডিমোনা বলল, "কথা দিচ্ছি আমার স্বামীকে সব কথা বলে আপনাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করব।"

ওদিকে ওথেলোর ক্ষতি করতে আয়াগো ফের মতলব আঁটছে — ক্যাসিও ডেসডিমোনার কাছে গেছেন, নিজের হারানো পদ ফিরে পাবার জন্য তাকে ধরাধরি করছেন গোপনে। এই খবরটুকু জেনে সে দুর্গের ভেতরে ঢুকে দেখা করেছে ওথেলোর সঙ্গে। যেন বিশেষ কাজ আছে এমন ভাব করে ওথেলোকে কায়দা করে দুর্গের সেই অংশে সে নিয়ে এসেছে যেখানে ক্যাসিও কথা বলছেন ডেসডিমোনার সঙ্গে। তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখে ওথেলোকে শুনিয়ে সে বলে উঠল, "আরে এসব কী হচ্ছে? ছি! ছি! সবার চোখের আড়ালে — না, ভাল কথা নয়, এ মোটেও ভাল কথা নয়?"

"কি বলছ?" সহকারী আয়াগোর মন্তব্য কানে যেতে ওথেলো বললেন, "ভাল কথা নয় মানে কি, কি বলতে চাও তুমি?"

"ও কিছু নয়," আয়াগো সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমি খানিক আগে অন্য একটা কথা ভাবছিলাম!" কিন্তু মুখে একথা বললেও সে যে কিছু চেপে যাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারলেন ওথেলো, কিন্তু ব্যাপারটা জানার জন্য তিনি আর তাকে চাপ দিলেন না।

আয়াগো চলে যাবার পরে ওথেলো এলেন ডেসডিমোনার কাছে, তার খানিক আগে ক্যাসিও বিদায় নিয়েছেন। ওথেলো আসতেই ক্যাসিওকে এবারের মত মাফ করে তাঁর আগের পদে বহাল করার অনুরোধ জানাল ডেসডিমোনা।

ক্যাসিওকে ওথেলো নিজেও খুব ভালবাসতেন। তাঁর মত এক দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ মানুষ কেন যে এমন গর্হিত অপরাধ করে বসলেন তাই তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না।

ডেসডিমোনার কথা শুনে ওথেলো ভেবে দেখলেন ক্যাসিও তাঁর অপরাধের সাজা পেয়েছেন। তাই এবার তিনি অনায়াসে তাঁকে মাফ করতে পারেন। ওথেলো ডেসডিমোনাকে বললেন, ক্যাসিওকে তিনি এবারের মত নিশ্চয়ই মাফ করবেন।

★ ★ ★ ★ ★

আয়াগোর বউ এমিলিয়া ডেসডিমোনার মাইনে করা সহচরী। ওথেলো দুর্গে না থাকলে ডেসডিমোনাকে সঙ্গ দেয়া আর তার সবরকম কাজে সাহায্য করাই তার কাজ। এমিলিয়ার মুখ থেকেই আয়াগো শুনল, ওথেলো ডেসডিমোনার অনুরোধ রক্ষা করতে ক্যাসিওর অপরাধ এবারের মত মাফ করে তাঁকে নিজের সহকারীর পুরোনো পদে বহাল করতে রাজি হয়েছেন। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বদবুদ্ধি চাপল



আয়াগোর মাথায়। ওথেলোর ক্ষতি কীভাবে করা যায় তা ভেবে বের করতে মাথা খাটাতে লাগল আয়াগো।

নিজের মতলব হাসিল করতে বউকে নানাভাবে কাজে লাগায় আয়াগো। পরের ঘরের খবর জোগাড় করা, কি কোনও দামি জিনিস হাতিয়ে আনা, এসব কাজ এমিলিয়াকে দিয়েই করে আয়াগো। এমিলিয়া এসব কাজ করতে রাজি না হলে আয়াগো তাকে বেধড়ক মারধর করে। চাবকে গায়ের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেয়।

বিয়ের আগে ওথেলো একটা রুমাল ডেসডিমোনাকে উপহার দিয়েছিলেন, তাতে নানারকম বাহারি সুন্দর নকশা সেলাই করা ছিল। ঐ রুমালটি ওথেলোর বাবা মিশরের এক বেদেনির কাছ থেকে জোগাড় করেছিলেন, রুমালের সেলাই করা নকশার মধ্যে জাদুশক্তি আছে একথা ওথেলোর মাকে বলেছিলেন তাঁর বাবা। রুমালটি তাঁকে উপহার দিয়ে ওথেলোর বাবা বলেছিলেন, এই রুমাল যতদিন তাঁর কাছে থাকবে ততদিন তাঁদের দু'জনের ভালবাসা বজায় থাকবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বামীর দেয়া সেই রুমালখানা নিজের কাছে রেখেছিলেন ওথেলোর মা। শেষনিঃশ্বাস ফেলার আগে ওথেলোর হাতে রুমালখানা তিনি দেন, বিয়ের পরে নিজের স্ত্রীকে তা উপহার দেবার নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে ঐ রুমালের মধ্যে যে জাদুশক্তি আছে সেকথাও তাঁকে বলেন। মায়ের কথা রাখতে বিয়ের পরে ওথেলো সেই মন্ত্রপূত রুমালখানা উপহার দেন ডেসডিমোনাকে, দেওয়ার সময় তার বিশেষ গুণের উল্লেখও করেছিলেন তিনি। আর এই কারণে রুমালখানা সাবধানে রাখতে বলেছিলেন।

আয়াগো ওথেলোর সেই রুমালের কথা জানত, রুমালখানা চুরি করে তাকে এনে দেবার জন্য সে এমিলিয়াকে চাপ দিতে লাগল।

স্বামীর কথামত কাজ না করলে তাকে বেধড়ক মার খেতে হবে জানে এমিলিয়া। তাই ডেসডিমোনার নজর এড়িয়ে একদিন সে সেই রুমালখানা চুরি করে এনে দিল তার স্বামীকে। আয়াগো নিজের মতলব আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল। রুমাল পেয়েই সে সেটা তখনই চুপিচুপি রেখে এল ক্যাসিওর ঘরে।

বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢোকার পরে সে রুমাল ক্যাসিওর চোখে পড়ল। কিন্তু ঐ রুমালের মালিক যে ডেসডিমোনা নিজে তা আয়াগোর মত জানেন না ক্যাসিও। তিনি ধরে নিলেন হয়ত তাঁর কোনও বন্ধু বেড়াতে এসে ভুল করে ওটা ফেলে রেখে গেছেন, পরে কোনও একদিন এসে ওটা আবার ফেরত নিয়ে যাবেন।

সাইপ্রাসে আসার পরে বিয়াংকা নামে এক রূপসী বারবনিতার প্রেমে পড়েছেন ক্যাসিও। রুমালের নকশা দেখেই তাঁর বিয়াংকার কথা মনে এল। আসলে রুমালের সেলাই-এর নকশাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে। ক্যাসিও ঠিক করলেন, আসল মালিক এসে রুমালটি ফেরত নিয়ে যাবার আগে হুবহু ঐরকম নকশার একখানি রুমাল তিনি



বিয়াংকাকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেবেন। সেদিনই রুমালখানা নিয়ে ক্যাসিও এলেন বিয়াংকার কাছে। রুমালখানা তাকে দিয়ে বললেন, "হুবহু এরকম নকশাদার একখানা রুমাল তুমি আমায় তৈরি করে দাও।" বিয়াংকা ঐরকম একখানা রুমাল তৈরি করে দেবে বলে তাঁকে কথা দিল। ক্যাসিওর অজান্তে তাঁর পেছনে আগেই লোক লাগিয়েছে আয়াগো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি কখন কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা করছেন সব খবর নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আগে থেকে জেনে নিচ্ছে সে।

বিয়াংকা নামে সাইপ্রাসের ঐ বারবনিতার সঙ্গে ক্যাসিওর গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথাও আয়াগোর যেমন অজানা নয়, তেমনই ডেসডিমোনার কাছ থেকে চুরি করে আনা সেই মন্ত্রপূত রুমালখানা তিনি যে বিয়াংকাকে দিয়েছেন নিজের চরের মুখ থেকে তাও আয়াগোর জানতে বাকি নেই। এরপরেই একদিন ওথেলোকে আয়াগো বলল,"সেনাপতি, আপনার স্ত্রীর হাতে একবার একটা রুমাল দেখেছিলাম তাতে ভারি চমৎকার সেলাইয়ের নকশা ছিল।

"ঠিকই দেখেছো," সায় দিলেন ওথেলো, "ওটা আমার মায়ের রুমাল, মাকে আমার বাবা উপহার দিয়েছিলেন। ও রুমাল মন্ত্রপূত, আমার বাবা এটা মিশরের এক বেদেনির কাছ থেকে জোগাড় করেছিলেন।"

"সেকি!" ওথেলোর কথা শুনে আয়াগো অবাক হবার ভান করল, দু'চোখ কপালে তুলে বলল, "সেকি! ঐ রুমাল ত ক্যাসিও ওঁর প্রেমিকা বিয়াংকাকে দিয়েছেন।"

"ক্যাসিও দিয়েছেন ওঁর প্রেমিকা বিয়াংকাকে?" আয়াগোর কথা শুনে ওথেলো নিজেও অবাক হলেন, "ক্যাসিও ঐ রুমাল পেলেন কোত্থেকে?"

ডেসডিমোনা নিজেই হয়ত রুমালখানা দিয়েছেন ক্যাসিওকে একথা মুখ ফুটে না বললেও আকারে-ইঙ্গিতে হাবভাবে ওথেলোকে বোঝাতে চাইল আয়াগো। কিন্তু তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন না ওথেলো। মুখ ফুটে খোলাখুলিভাবেই বললেন, "ডেসডিমোনা ও রুমাল ক্যাসিওকে দেবে কেন? ওটা ত আমারই দেয়া ভালবাসার উপহার, ভালবাসার উপহার হিসেবেই তাকে দিয়েছিলাম।"

"আজ্ঞে তা হলেই বা," আয়াগো মুখ টিপে হেসে বলল,"হয়ত ডেসডিমোনা নিজেও ঐ রুমালখানা ভালবাসার উপহার হিসেবে দিয়েছেন ক্যাসিওকে।"

"কী বলছ তুমি?" আয়াগোর কথা শুনে রাগে ওথেলোর দু'চোখ জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত পিষে কোমরের বেল্ট ঝোলানো খাপে আঁটা ছোরার হাতলটা চেপে ধরলেন শক্তহাতে। ওথেলো ডেসডিমোনার ওপর রেগে গেছেন আঁচ করে আয়াগো বুঝতে পারল তার মতলব হাসিল হয়েছে, ডেসডিমোনা সম্পর্কে সন্দেহ সে জাগাতে পেরেছে ওথেলোর মনে। এবার সাহসে ভর করে আরেকটু এগোল আয়াগো। ডেসডিমোনা



ক্যাসিওকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন, নিশ্চয়ই তাঁদের দু'জনের মধ্যে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—জোরগলায় খোলাখুলিভাবে এটাই ওথেলোকে বোঝানার চেষ্টা করল সে। ক্যাসিওর অপরাধ এবারের মত মাফ করে তাঁকে আগের পদে আবার বহাল করার জন্য ত ডেসডিমোনাই তাঁর হাতে পায়ে ধরেছিল একথা ঠিক তখনই ওথেলোর মনে পড়ে গেল। তিনি ধরে নিলেন, ডেসডিমোনা নিশ্চয়ই ভালবাসে ক্যাসিওকে। আর তাই তাঁকে চাকরিতে আবার বহাল করার জন্য সে তাঁকে ওভাবে অনুরোধ করেছিল।

"আপনি মিছিমিছি মন খারাপ করছেন, সেনাপতি"! ওথেলোর মন সে ভেঙ্গে দিতে পেরেছে বুঝে বলতে লাগল আয়াগো, "আপনার স্ত্রী ডেসডিমোনার বেলায় যা ঘটেছে তা খুবই স্বাভাবিক। কোনও নারীই চিরকাল একজন পুরুষকে ভালবাসতে পারে না, তাছাড়া ক্যাসিওর বয়স আপনার চেয়ে অনেক কম, তাঁকে দেখতেও আপনার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর। কাজেই ক্যাসিওর প্রতি ডেসডিমোনা দুর্বল হয়ে পড়বেন এ ত খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।"

নীচ আয়াগোর মুখ থেকে শোনা এসব কথা বিশ্বাস করতে ওথেলোর মন চাইছে না ঠিকই, তবু বয়ে যাওয়া একের পর এক ঘটনার স্রোত একসময় তাঁর স্ত্রী ডেসডিমোনা অসতী, নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ, এমন ধারণাই গড়ে তুলল তাঁর মনে। তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে নিশ্চয়ই ক্যাসিও ছিলেন ডেসডিমোনার গুপ্ত প্রেমিক, নিশ্চয়ই সবার চোখ এড়িয়ে দু'জনে একে অপরকে ভালবাসতেন। ওথেলোর সঙ্গে ডেসডিমোনার বিয়ে হলে সবসময় তিনি কাছাকাছি থাকতে পারবেন, আর তার ফলে নিজেদের এতদিনের পুরোনো গোপন প্রেমের সম্পর্ক বজায় থাকবে—একথা ভেবেই ক্যাসিও তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজেছিলেন— এটাই ধরে নিলেন ওথেলো। ডেসডিমোনার সঙ্গে ক্যাসিওর যে গোপন প্রেমের সম্পর্ক ছিল সেবিষয়ে তিনি এখন নিশ্চিত। নয়ত তাঁর দেয়া প্রেমের উপহার সেই রুমালখানা ডেসডিমোনা কী করে দিল ক্যাসিওকে! তার ওপর একটা ভয়ানক গুরুতর অপরাধের জন্য তিনি ক্যাসিওকে তাঁর সহকারীর পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। তারপরে আবার তাঁকে মাফ করে পুরোনো পদে বহাল করতেই বা ডেসডিমোনা তাঁর কাছে অনুরোধ করছে কেন? ক্যাসিওর প্রতি তার ভালবাসার টানেই যে সে এমন করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই ওথেলোর মনে। এসব কথা একনাগাড়ে ভাবতে ভাবতে ওথেলোর মাথা গরম হয়ে উঠল।

এরপরেই ডেসডিমোনা আবার একবার এল। কিছু না বুঝেই ক্যাসিওকে তাঁর পুরোনো পদে বহাল করতে সে আবার অনুরোধ করল স্বামীকে। সেকথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ওথেলো, সবার সামনে অসতী, নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ



বলে নোংরাভাষায় গালিগালাজ করলেন ডেসডিমোনাকে! বেধড়ক মারও মারলেন। ক'দিন আগে যিনি তাকে পাগলের মত ভালবেসেছেন তাঁর হাতে আজ এভাবে মার খেতে হবে স্বপ্নেও ভাবেনি ডেসডিমোনা। কী অপরাধ করেছে সে, কেন ওথেলো এমন খারাপ ব্যবহার করছেন— জানতে চাইল সে। তাকে মারতে মারতেই সে প্রশ্নের জবাব দিলেন ওথেলো—"কেন হারিয়েছিস আমার মায়ের দেয়া সেই রুমাল? ভাল চাস ত বল্ কোন ভালবাসার নাগরকে ওটা দিয়েছিস? নয়ত জেনে রাখিস অশেষ দুর্গতি লেখা আছে তোর কপালে।"

"তুমি কি আমায় আর ভালবাসো না?" মার খেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে জানতে চাইল ডেসডিমোনা, "তুমি ত ক'দিন আগেও এমন ব্যবহার করোনি আমার সঙ্গে। তাহলে? তুমি কি আমায় আর আগের মত ভালবাসতে পারো না?"

"না, পারি না," গলা চড়িয়ে বললেন ওথেলো, "আমার ভালবাসা পেতে হলে আমার দেয়া সেই রুমালখানা বের করে দেখাও। শুধু তাহলেই আবার আগের মত তোমায় ভালবাসব আমি, নইলে নয়। হ্যাঁ, এই আমার শেষকথা।"

ওথেলোর মুখে নোংরা গালিগালাজ শুনে আর তাঁর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে বেদনায় মূক হয়ে গেল ডেসডিমোনা। সামান্য একখানা রুমাল হারিয়ে ফেলা যে এমন গুরুতর অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে ওথেলোর কাছে, তা সে আগে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। কোথায় গেল সেই রুমাল তা নিজেও জানে না ডেসডিমোনা, কি করে সেটা হারাল তার হেফাজত থেকে, কেউ কি তবে ওটা চুরি করল? প্রশ্ন জাগল ডেসডিমোনার মনে। যদি রুমালটা সত্যি কেউ চুরি করে থাকে, তবে কে সে? অনেক মাথা ঘামিয়েও এ প্রশ্নের উত্তর পেল না হতভাগিনী ডেসডিমোনা।

★ ★ ★ ★ ★

এরই মাঝখানে রডরিগো একদিন এসে ধরল আয়াগোকে, সরাসরি বলল, "আমার কাজ কতদূর এগাল? আপনি ত গোড়া থেকে শুধু আমায় আশা-ভরসা দিয়ে আসছেন, আর শুধু সবুরে মেওয়া ফলে বলে অপেক্ষা করতে বলছেন। কিন্তু আর কতদিন আমি অপেক্ষা করব? ডেসডিমোনার ভালবাসা পেতে হলে অনেক দামি দামি জিনিস তাকে উপহার দিতে হবে— একথা বারবার আমার কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে শুনিয়েছেন। আমিও আপনার সেই কথায় ভুলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, হিরে-জহরত, আর দামি জড়োয়া গয়নাগাঁটি বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছি আপনার হাতে। সেসব হিরে-জহরত আর জড়োয়া গয়না ডেসডিমোনা আমার দেয়া উপহার হিসেবে হাসিমুখে গ্রহণ করেছে—এ-ও আমায় শুনিয়েছেন। যদিও আপনার কথা কতদূর সত্যি তা আমি



একবারও যাচাই করে দেখিনি। উপহারগুলো সত্যিই সে পেয়েছে কিনা— ডেসডিমোনার সঙ্গে দেখা করে সেই খোঁজও তার কাছ থেকে নিইনি। ধরে নিচ্ছি আপনার কথাই সত্যি, ডেসডিমোনা আমার দেয়া উপহারগুলো সব আপনার কাছ থেকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছে। তাই যদি হয় তাহলে বিনিময়ে ডেসডিমোনা আমার প্রতি কিছু অনুগ্রহ দেখাবে স্বাভাবিকভাবে আমি ত তাই আশা করব, নাকি? আপনার কথা অনুযায়ী সে আমার দেয়া দামি উপহারগুলো ঠিকই নিচ্ছে, অথচ কখনও আমার সঙ্গে দেখা হলে সে এমন হাবভাব দেখাচ্ছে যেন আমাকে চেনে না, আর আমার সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহই নেই! বুঝতেই পারছি, আপনি আমায় ঠকিয়েছেন। এর ফলে একটা সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠছে। কাজেই এবার ভাল চান ত আমার টাকাকড়ি, গয়নাগাটি হয় আমায় ফেরত দিন, নয়ত ডেসডিমোনা যাতে আমায় ভালবাসে, যাতে আমার প্রতি সে আকৃষ্ট হয় সেই ব্যবস্থা যত শীগগির সম্ভব করুন। নয়ত ফল খুব ভাল হবে না তা আগে থেকেই বলে রাখছি।”

রডরিগোর কথা বলার ধরন শুনে এবারে সত্যিই আয়াগো মুশকিলে পড়ল। ডেসডিমোনাকে দামি জড়োয়া গয়নাগাঁটি আর হিরে-জহরৎ উপহার দিলে তবেই সে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে—এই গপ্‌পো শুনিয়ে এতদিন সে বোকাপাঠা রডরিগোর কাছ থেকে ওসব জিনিস আদায় করে দিব্যি নিজের বাড়িতে জমাচ্ছিল। সেইসঙ্গে শুষে নিচ্ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কিন্তু রডরিগো যেসব কথা শুনিয়ে গেল তাতে সে আয়াগোকে রীতিমত সন্দেহ করছে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ডেসডিমোনার ভালবাসার লোভ দেখিয়ে রডরিগোকে শোষণ করায় খেলাটা এবার বন্ধ করতেই হবে—নয়ত রডরিগো হয়ত সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করবে তার নামে। শুধু রডরিগোই নয়, আয়াগো ভেবে দেখল ক্যাসিওর দিক থেকেও তার বিপদ যেকোনও সময় ঘনিয়ে আসতে পারে—ক্যাসিওকে ডেসডিমোনা সত্যিই ওথেলোর দেয়া রুমাল দিয়েছেন কিনা এ প্রশ্ন ওথেলো নিজে ক্যাসিওকে যদি কখনও করেন তাহলেই ক্যাসিও বলবেন, ডেসডিমোনা নয়—অচেনা কোনও লোক ঐ রুমাল তাঁর ঘরে রেখে এসেছিল। ওথেলো যদি এ নিয়ে সত্যিই খোঁজ-খবর নেন তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। তার মতলবও যাবে ফাঁস হয়ে। এসব ভেবে আয়াগো স্থির করল, এবার তাকে হুঁশিয়ার হয়ে এগোতে হবে, নয়ত নিজের চক্রান্তের জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়বে। আয়াগো সবদিক ভেবে দেখল নিজেকে বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে ক্যাসিওকে খতম করা দরকার। অনেক ভেবে আয়াগো দেখল একাজ করার একমাত্র উপযুক্ত লোক হল রডরিগো।

রডরিগোর সঙ্গে গোপনে দেখা করল আয়াগো। বলল, তার দেয়া নানারকম দামি উপহার ডেসডিমোনা নিয়েছে ঠিকই, তবু ক্যাসিওর ওপর তার এক অদ্ভুত মোহ বজায় আছে। সেইসঙ্গে এও বোঝাল, পথের কাঁটা ঐ ক্যাসিওকে খতম করতে না



পারলে রডরিগো কোনদিনই ডেসডিমোনাকে পাবে না। আয়াগোর কথায় রডরিগো ক্যাসিওকে খতম করতে রাজি হল। কিছুদিন বাদে একদিন রাতের বেলা পথের মাঝখানে ক্যাসিওর ওপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রডরিগো। কিন্তু রডরিগোর বরাত মন্দ, তাই ক্যাসিও খতম না হয়ে অল্প চোট পেলেন। পরমুহূর্তে নিজের তলোয়ার খুলে ক্যাসিও পাল্টা আঘাত হানলেন রডরিগোকে। সে আঘাত সামলাতে না পেরে রডরিগো টাল খেয়ে পথের ওপর পড়ে গেল। আয়াগো আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। রডরিগো চোট খেয়ে মাটিতে পরে যেতে সে আর ঝুঁকি নিল না, লোকজন এসে হাজির হবার আগেই সে এগিয়ে এসে নিজেই তলোয়ার বের করে বসিয়ে দিল রডরিগোর বুকে। হৃৎপিণ্ডে চোট লাগায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। খানিক বাদে স্থানীয় লোকজন এসে হাজির হল সেখানে, আহত ক্যাসিওকে সবাই ধরাধরি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিল। ধূর্ত, নীচ আয়াগো অবশ্য তার অনেক আগেই গা ঢাকা দিয়েছে।

এদিকে লোডোভিকো আর গ্র্যাশিয়ানো নামে ভেনিসের দু'জন সেনেটর ভেনিসের ডিউকের এক বিশেষ বার্তা নিয়ে এসে হাজির হলেন সাইপ্রাসে। তাঁরা জানালেন, মরিটানিয়া প্রদেশে অশান্তি শুরু হওয়ায় ভেনিসের ডিউক ওথেলোকে সেখানকার গভর্নরের দায়িত্ব নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁর অবর্তমানে সাইপ্রাস শাসনের দায়িত্ব তিনি ওথেলোর সুযোগ্য সহকারী ক্যাসিওকে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধের জন্য ওথেলো যে এরই মাঝে ক্যাসিওকে পদচ্যুত করেছেন সে খবর পাননি ভেনিসের ডিউক।

ভেনিসের ডিউকের পাঠানো এ নির্দেশ শুনে খুশি হতে পারলেন না ওথেলো। তাঁকে যেতে হবে মরিটানিয়ায় আর এই সাইপ্রাসের শাসনভার পাবেন ক্যাসিও। কিন্তু ডেসডিমোনা, তার কি হবে? মরিটানিয়া যাবার আগে তার দায়িত্বও কি তাঁকে দিয়ে যেতে হবে ক্যাসিওর হাতে? ওথেলোর মনের কোণে এ প্রশ্ন উঁকি দিলেও তার উত্তর তিনি জানেন না। তিনি ধরেই নিয়েছেন, ডেসডিমোনা ক্যাসিওর প্রতি আসক্ত। তাই তাঁকে ছেড়ে সে তাঁর সঙ্গে মরিটানিয়ায় যেতে চাইবে না। নতুন দায়িত্ব নিয়ে দূরে যাবার প্রসঙ্গে তিনি পরে কথা বললেন আয়াগোর সঙ্গে। কথার মাঝখানে ডেসডিমোনার নাম উঠতেই আগুন জ্বলে উঠল ওথেলোর মাথায়। "এখান থেকে রওনা হবার আগে আমি তাকে হত্যা করব, ক্যাসিওর জন্য প্রাণে বাঁচিয়ে রাখব না," এমন একটি মন্তব্যও তিনি করে বসলেন আয়াগোর সামনে।

ডেসডিমোনা মরলে আয়াগো নিজেও বাঁচে, তার সবদিক রক্ষা হয়—তাই সে ওথেলোর কথায় সায় দিয়ে বলল,"ঠিক বলেছেন সেনাপতি, আপনি তাঁকে হত্যা করুন। তবে কোনও হাতিয়ার দিয়ে না, গলা টিপে তাঁকে হত্যা করুন। এমনভাবে

হত্যা করুন যাতে কিভাবে সে মারা গেছে তা লোকে জানতে না পারে।” আয়াগোর কথাগুলো ওথেলোর কানে প্রেরণার মত বাজল।



★ ★ ★ ★ ★

গভীর রাত। বিয়ের দিনের পোষাকটি পরে ডেসডিমোনা শুয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছে না সে। একরাশ অজানা ভয় বারবার তার দু'চোখের পাতায় জমে থাকা ঘুমকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছে করেই শোবার আগে বিয়ের পোষাক পরেছে ডেসডিমোনা। তার মনে আশা তার পরনে বিয়ের পোষাক দেখলে তার প্রতি যে বিশ্বাস হারিয়েছেন ওথেলো সে বিশ্বাসকে আবার অন্তরে ফিরে পাবেন তিনি। এমিলিয়াকে বিদায় দিয়ে দু'চোখ বুঁজে ডেসডিমোনা ওথেলোর অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক বাদে পা টিপে টিপে শোবার ঘরে ঢুকলেন ওথেলো। ডেসডিমোনার দিকে চোখ পড়তে অতীতের হারানো প্রেম-ভালবাসার সুখস্মৃতি বন্যার জলের মত ভাসিয়ে দিল তাঁর অবুঝ হৃদয় মন। হাঁটু গেড়ে স্ত্রীর খাটের পাশে বসলেন ওথেলো। বারবার চুমু খেলেন ডেসডিমোনার ঠোঁটে, গালে, কপালে। উষ্ণ চুম্বনের ছোঁয়ায় জেগে উঠল ডেসডিমোনা, চোখ মেলতেই দেখতে পেল ওথেলো পাশে বসে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে তুলছেন তাকে।

“ওথেলো!” চাপা গলায় ডাকল ডেসডিমোনা, “উঠে এস, প্রিয়তম!”

স্ত্রীর গলা কানে যেতেই নিমেষের মধ্যে আবার পাষাণের মত কঠিন হয়ে উঠলেন ওথেলো। বললেন,“ডেসডিমোনা, আমি তোমায় হত্যা করতে এসেছি।”

ওথেলোর কথা গোড়ায় বিশ্বাস করতে পারল না ডেসডিমোনা। কিন্তু খানিক বাদে বুঝতে পারল ওথেলো সত্যিই এসেছেন তাকে হত্যা করতে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কাতর গলায় মিনতি করল সে, “ওগো, আমি অসতী নই, তুমি আমায় হত্যা কোরো না।” কিন্তু তার মিনতি কানে তুললেন না ওথেলো। খাটে উঠে বসে দু'হাতে গলা টিপে ডেসডিমোনাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করলেন।

খানিক বাদে বাইরে থেকে দরজার ধাক্কা দিল এমিলিয়া। ওথেলো দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল এমিলিয়া, ঢুকলেন লোডোভিগো, মনট্যানো, আহত ক্যাসিওকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁরা, সেইসঙ্গে আয়াগোকেও নিয়ে এসেছেন তাঁরা গ্রেপ্তার করে। তার সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। ডেসেডিমোনাকে মৃত অবস্থায় দেখে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল এমিলিয়া, ওথেলো সবার সামনে নিজে মুখে স্বীকার করলেন তিনিই হত্যা করেছেন ডেসডিমোনাকে। ঠিক তখনই কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান ফিরে পেল ডেসডিমোনা। ওথেলো তাকে হত্যা করেননি, সে আত্মহত্যা

করেছে—একথা সবার সামনে বলে চিরদিনের মত সে জ্ঞান হারাল। ওথেলো আর সমবেত সেনেটরদের সামনে এমিলিয়া জানাল, তার স্বামী আয়াগোর নির্দেশে সে নিজেই ডেসডিমোনার সেই রুমাল চুরি করে রেখে এসেছিল ক্যাসিওর ঘরে। রুমাল চুরির চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আয়াগো। সবার সামনে ছুরি বের করে সে বসিয়ে দিল তার স্ত্রী এমিলিয়ার বুকে।

এমিলিয়ার মুখ থেকে আসল ঘটনা জেনে অনুতপ্ত হলেন ওথেলো। ডেসডিমোনার মৃতদেহের সামনে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

সঙ্গী গ্র্যাশিয়ানোকে ওথেলোর ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করার নির্দেশ দিলেন সেনেটর লোডোভিগো, একই সঙ্গে ভেনিসের ডিউকের তরফ থেকে আয়াগোর উপযুক্ত শাস্তি দেবার দায়িত্ব তিনি দিলেন ক্যাসিওকে।

★ ★ ★ ★ ★



এ মিড-সামার নাইটস্ ড্রিম

এথেন্সের ডিউক থিসিয়াস যুদ্ধে আমাজনদের হারিয়ে দিয়েছেন। আমাজন রানি হিপোলিটাকে তিনি বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন।

রানি হিপোলিটা এথেন্সে এসে পৌঁছেছেন। আর মাত্র চারদিন পরে পূর্ণিমার দিন তাঁদের বিয়ে হবে। এই বিয়ে উপলক্ষে এখন এক উৎসব করতে চান থিসিয়াস, এথেন্সের মানুষ যা আগে দেখেনি। ফিলোস্ট্রেট এমন একজন লোক, যে কোন ওলোক উৎসবে হৈ, হুল্লোর আর আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে সে ওস্তাদ। এই উৎসবের দায়িত্ব ডিউক থিসিয়াস সেই ফিলোস্ট্রেটকেই দিয়েছেন। এথেন্সের প্রাসাদে বসে তাঁদের বিয়েতে কেমন জাঁকজমক হবে ডিউক হিপোলিটাকে তাই বোঝাচ্ছেন, এমন সময় দুই সুশ্রী সুপুরুষ যুবক আর এক সুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন জনৈক বয়স্ক ভদ্রলোক। বয়স্ক ভদ্রলোকের নাম ইজিয়াস, তিনি এথেন্সের এক বিখ্যাত লোক। “মাননীয় ডিউক,” ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন জানিয়ে ইজিয়াস বললেন, “এক গুরুতর অভিযোগ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনি অনুগ্রহ করে অভিযোগের বিচার করুন।”

“ব্যাপার কি ইজিয়াস,” ডিউক বললেন, “আপনার অভিযোগ আগে খুলে বলুন, সব শুনে আমি নিশ্চয়ই তার বিচার করব।”

“মহামান্য ডিউক,” সঙ্গের মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন ইজিয়াস, “এটি আমার মেয়ে হার্মিয়া, ওরই বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।” তাঁর সঙ্গে যে দু’জন যুবক এসেছে তাদের একজনকে ইশারায় দেখিয়ে ইজিয়াস বললেন, “এ হল ডেমিট্রিয়াস, এরই সঙ্গে আমি আমার মেয়ে হার্মিয়ার বিয়ে দেব স্থির করেছি। ডেমিট্রিয়াস হার্মিয়াকে বিয়ে করতে রাজি, তাছাড়া সে নিজেও হার্মিয়াকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে হার্মিয়াকে নিয়ে, সে ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে



করতে রাজি নয়।" বলে দ্বিতীয় যুবকটিকে দেখালেন ইজিয়াস, "এর নাম লাইস্যান্ডার, হার্মিয়া একে ভালবাসে। সে একেই বিয়ে করতে চায়।"

"তা লাইস্যাণ্ডারের অপরাধ কি?" জানতে চাইলেন ডিউক।

"আজ্ঞে হুজুর, এই লাইস্যান্ডার এক পাজির পা-ঝাড়া হাড়ে হারামজাদা!" ইজিয়াস আক্ষেপের সুরে গায়ের ঝাল ঝাড়তে লাগলেন, "হতচ্ছাড়া যেন আমার মেয়েকে তুকতাক করে বশ করেছে। ব্যাটা রোজ রোজ প্রেমের কবিতা লিখে আমার মেয়েকে পাঠায়, চুল বাঁধার গুছি, পেতলের আংটি, কানের দুল, এমনই আরও সব হালকা গয়না আর ফুলের তোড়া তাকে উপহার দেয়। আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও রোজ রোজ ঠোঙাভর্তি মিষ্টি আর অন্যান্য খাবার কিনে হতচ্ছাড়াটা আমার মেয়েকে পাঠায়। চাঁদনি রাতে শোবার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েকে প্রেমের গান শোনায, হুজুর! সে গান শুনে আমার হার্মিয়া মুগ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে ছলাকলার ভেতর দিয়ে হতভাগা আমায় মেয়ের মন ছিনিয়ে নিয়েছে। এতটাই ছিনিয়ে নিয়েছে যে হার্মিয়া এখন আর আমার কোনও কথা শোনে না, ডাক ধমক কানে তোলে না, তার জেদ আর একগুঁয়েমি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এসব দেখে আমি হতাশ হয়ে মেয়েকে হুজুরের কাছে নিয়ে এসেছি। ও আমার কথামত ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করবে কিনা সেকথা হার্মিয়া আপনার সামনে খোলাখুলিভাবে বলুক। যদি না বলে তাহলে হুজুর এথেন্সের আইন অনুযায়ী আপনি ওর বিচার করুন। মেয়ের যা সাজা পাওনা তা ওকে দিন। আপনি আমায় বাঁচান হুজুর!"

"কি গো, হার্মিয়া!" গম্ভীর গলায় ইজিয়াসের মেয়ের নাম ধরে ডেকে ডিউক বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে তোমার বাবার অভিযোগ নিজে কানেই তো শুনলে! বিচার করে তোমায় সাজা দেবার মালিক তো আমি, কিন্তু তা দেবার আগে ভালভাবে সবকিছু ভেবে দেখার একটা সুযোগ তোমায় দিচ্ছি। এই যে তুমি আজ এত সুন্দর দেখতে হয়েছো এর মূলে যে তোমার বাবা, সে কথা ভুলে যাচ্ছো কেন? উনি তোমায় মোমের পুতুলের মত গড়েছেন, আবার ইচ্ছে করলে উনি তোমায় ভেঙেচুরে শেষ করে ফেলতে পারেন তা জানো? ডেমিট্রিয়াস তো কোনও দিক থেকে তোমার অযোগ্য পাত্র নয়। তাহলে বাবার কথা মত তাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছো না কেন?"

"আজ্ঞে হুজুর লাইস্যান্ডারই বা কোনদিক থেকে আমার অযোগ্য?" ডিউককে পাল্টা প্রশ্ন করল হার্মিয়া, "তাহলে বাবা তাকেই বা মেনে নিচ্ছেন না কেন?"

"শোন বাছা," ডিউক এবার গম্ভীর গলায় বললেন, "বাবার পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করতে না চাইলে এথেন্সের আইন অনুযায়ী আমি তোমায় তোমার প্রাপ্য



সাজা দিতে বাধ্য হব। সে সাজা হল প্রাণদণ্ড। হয় তোমাকে মরতে হবে, আর নয়ত যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী হয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে ডায়ানা দেবীর মন্দিরে। তবে আমি বলি কি, সাজা না নিয়ে বাবার ইচ্ছেকেই মেনে নাও, ওঁর পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করে জীবনকে উপভোগ করো।"

"মাপ করবেন হুজুর," দৃঢ় গলায় বলল হার্মিয়া, "দরকার হলে আপনার দেয়া সাজা মাথা পেতে নিয়ে প্রাণ দেব, তবু বাবার পছন্দের পাত্র ঐ ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে পারব না।"

"অন্য সময় হলে তোমার এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমায় তোমার পাওনা সাজা দিতাম।" ডিউক বললেন, "কিন্তু তোমায় আমি বাঁচার আরেকটা সুযোগ দিতে চাই। মন দিয়ে শোন হার্মিয়া, আসছে পূর্ণিমায় আমার বিয়ে, সেদিন পর্যন্ত তোমায় সব ভেবে মত বদলানোর সময় দিচ্ছি। তোমায় আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, বাবার পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করতে রাজি না হলে হয় তোমার প্রাণদণ্ড হবে, নয়ত জীবনে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। মৃত্যু পর্যন্ত চিরকুমারীর জীবন কাটাতে হবে ডায়ানা দেবীর মন্দিরে। এবার কোনটা তুমি বেছে নেবে তা এই ক'দিনে ভাল করে ভেবে স্থির করো। আর যদি বাবার কথামত ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করো তাহলে আলাদা কথা, তখন তোমার বাবার মত আমিও সবদিক থেকে তোমাদের সহায়তা করব।"

"ভেবে দেখার মত সময় দেবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, হুজুর," একইরকম একগুঁয়ে গলায় বলল হার্মিয়া, "তবে তাতে আমার মত পাল্টাবে না, বাবার পছন্দ করা পাত্র ঐ ডেমিট্রিয়াসকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।"

এতক্ষণ মুখ বুঁজে ছিল ডেমিট্রিয়াস। কিন্তু হার্মিয়ার একগুঁয়েমি দেখে তার ধৈর্য্যের সব বাঁধ গেল ভেঙ্গে, হার্মিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "একগুঁয়ের মত বাজে তর্ক কোর না হার্মিয়া। তোমার বাবা যখন ভালবেসে আমাকেই পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছেন তখন তাঁর কথা মেনে আমাকেই তোমায় বিয়ে করতে হবে।" তারপরেই লাইস্যান্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর তুমিও শোন লাইস্যাণ্ডার—ভাল চাও তো হার্মিয়ার জীবন থেকে সরে দাঁড়াও! হার্মিয়া আমার, তার ওপর একমাত্র আমারই অধিকার আছে একথা মেনে নাও!"

"বেশ বললে কথাটা যাহোক!" ভুরু কুঁচকে জবাব দিল লাইস্যান্ডার, "তা এক কাজ করো না ডেমিট্রিয়াস—হার্মিয়ার বাবা যখন ভালবেসে তোমায় পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছে তখন হার্মিয়ার বদলে ওঁকেই বরং বিয়ে করো, তাহলে তো খুব সহজেই সব ঝামেলা মিটে যায়।"



"মুখ সামলে কথা বলো লাইস্যান্ড্যার!" মেয়ের প্রেমিককে ধমক দিয়ে বললেন ইজিয়াস, "মনে রেখো ডেমিট্রিয়াসকে আমি সত্যিই ভালবাসি, আর তাই আমার মেয়েকে আমি তারই হাতে সঁপে দেব!"

"হার্মিয়ার বাবা ইজিয়াস," ধমক খেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল লাইস্যান্ডার, গলা চড়িয়ে বলল, "আপনিও জেনে রাখুন বংশগৌরব আর ধনসম্পদ, দুটোর কোনটাই ডেমিট্রিয়াসের চেয়ে আমার কম নেই। তাছাড়া ওর চেয়ে হার্মিয়াকে আমি অনেক বেশি ভালবাসি, আর হার্মিয়া নিজেও মন থেকে আমাকেই ভালবাসে। আপনি কি জানেন এই ডেমিট্রিয়াস নেদারের মেয়ে হেলেনার সঙ্গে প্রেম ভালবাসার অভিনয় করে তাকে উপভোগ পর্যন্ত করেছে? একথা অনেকেই জানে। হেলেনা কিন্তু ডেমিট্রিয়াসকে এখনও ভালবাসে। নিজের মন প্রাণ সে ওঁকে সঁপে দিয়ে বসে আছে, দেবতার মত সে ওকে পুজো করে। বেচারি হেলেনা, ওর জন্য দুঃখ হয়। প্রেম-ভালবাসা কিছুই ডেমিট্রিয়াসের হৃদয়ে নেই। আসলে মেয়েদের ভুলিয়ে তাদের নিয়ে খেলতেই ও ভালবাসে।"

লাইস্যান্ডারের মুখে ডেমিট্রিয়াসের কীর্তির কথা শুনে অবাক হলেন ডিউক থিসিয়াস। কয়েক মুহূর্ত ভেবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, লাইস্যান্ডার ঠিকই বলেছে, এমন একটা ঘটনার কথা আমার কানেও এসেছে। খানিক আগে কথাটা ডেমিট্রিয়াসকে বলব বলব ভেবেও শেষপর্যন্তও আর বলা হয়ে ওঠেনি। শোন, ডেমিট্রিয়াস আর ইজিয়াস, তোমাদের দু'জনকেই আমি আলাদাভাবে কিছু বলব। কিছু শিক্ষা তোমাদের দু'জনকেই দেয়া দরকার। তোমরা আমার সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা না করে যেন চলে যেয়ো না।" এরপরে ডিউক হার্মিয়াকে কাছে ডাকলেন। খামখেয়ালিপনা ছেড়ে তাকে তার বাবার কথা শুনে চলতে বললেন। কথা শুনে না চললে তাকে মৃত্যুদণ্ড অথবা চিরকুমারীর জীবন, এ দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে তাও তিনি আবার মনে করিয়ে দিলেন।

এরপরে ডিউক আসন ছেড়ে উঠলেন, ভাবী স্ত্রী হিপোলিটাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে পা বাড়ালেন, ডিউকের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতে ডেমিট্রিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে ইজিয়াসও গেলেন প্রাসাদের ভেতরে। ধারে কাছে কেউ না থাকায় হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডার এবার নিজেদের মধ্যে কথা বলার সুযোগ পেল। এথেন্সে থাকলে সেখানকার আইনের বিধান তাদের মিলনে বারবার বাধা দেবে ততক্ষণে হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডার দু'জনের কাছেই তা পরিষ্কার হয়েছে। অনেক ভেবে শেষকালে একটা পথ খুঁজে পেল লাইল্যান্ডার। হার্মিয়াকে সে বলল, "এথেন্স থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে আমার এক বিধবা পিসি থাকেন। পিসির



ছেলেমেয়ে হয়নি, প্রচুর টাকাকড়ির মালিক তিনি। আমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন। চলো আমরা পিসির ওখানে গিয়ে বিয়ে করব। জায়গাটা এথেন্সের সীমানার বাইরে তাই এখানকার আইনের কোনও বিধিনিষেধ ওখানে চলবে না। যে জায়গাটার কথা বলছি সেখানে আছে এক গভীর বন, সেই বনে মে মাসের কোনও একদিন হেলেনার সঙ্গে সূর্য ওঠা সকালকে প্রণাম জানিয়ে ছিলাম। যদি সত্যিই আমায় ভালবেসে থাকো তাহলে কাল গভীর রাতে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসো ঐ বনে, সেখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

লাইস্যান্ডারের এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল হার্মিয়া। এথেন্সের বাইরে সেই গভীর বনে তার সঙ্গে দেখা করবে বলে সে কথা দিল লাইস্যান্ডারকে। তাদের দু'জনের কথা শেষ হতে নেদারের মেয়ে হেলেনা কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হল সেখানে, তার সঙ্গে যে ভালবাসার অভিনয় করে পালিয়েছে সেই ডেমিট্রিয়াসকে সে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে আসতে দেখেই লাইস্যান্ডার আড়ালে সরে গেছে তাই হেলেনা তাকে দেখতে পায়নি। সামনে হার্মিয়াকে দেখেই হেলেনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি হার্মিয়া, শুধু তোমারই জন্য আজ আমায় এমন অসহায়ভাবে চোখের জল ফেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। ডেমিট্রিয়াস আগে আমাকেই ভালবাসত, মাঝখান থেকে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে তুমি তাকে ছিনিয়ে নিয়েছো আমার কাছ থেকে। তোমার বাবা ডেমিট্রিয়াসের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন তা ও আমার কানে এসেছে। তুমি আমার সর্বনাশ করেছো। ছলাকলায় ডেমিট্রিয়াসের মন জয় করে তাকে কেড়ে নিয়েছো আমার কাছ থেকে হার্মিয়া। তুমি কি এমনিতে এত সহজে রেহাই পাবে ভেবেছো? মোটেই না, যে অন্যায় তুমি করেছো তার প্রতিফল তোমায় পেতেই হবে।"

হেলেনার দুঃখের জ্বালা বোঝে হার্মিয়া তাই তার কথায় সে একটুও রাগ করল না, বরং শান্তভাবে বলল, "তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য আমাকেই দায়ি করছ ত, হেলেনা? ভেবো না, আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

"চলে যাচ্ছো?" জানতে চাইল হেলেনা, "কোথায় চলে যাচ্ছো?"

"লাইস্যান্ডার আর আমি দু'জনেই এথেন্স ছেড়ে চলে যাচ্ছি," পরিণতির কথা না ভেবেই কথাটা বলে ফেলল হার্মিয়া, "কাল রাতে আমরা দু'জনে বাড়ি থেকে পালিয়ে শহরের বাইরে গভীর বনে মিলিত হব, তারপর অনেকদূরে চলে যাব --যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। আমি চোখের সামনে থেকে সরে


গেলে ডেমিট্রিয়াস নিশ্চয়ই আবার তোমাকে আগের মত ভালবাসতে শুরু করবে, তখন তুমিও তাকে বিয়ে করে সুখী হবে।"

এইভাবে হেলেনাকে বুঝিয়ে শান্ত করে হার্মিয়া লাইস্যান্ডারকে নিয়ে চলে গেল। হেলেনা আবার বেরোল ডেমিট্রিয়াসের খোঁজে। কিছুক্ষণ পরে পথের মাঝে এক জায়গায় ডেমিট্রিয়াসকে দেখতে পেয়ে নাম ধরে ডাকল হেলেনা, কিন্তু ডেমিট্রিয়াস তাকে আমল দিল না।

ডেমিট্রিয়াসের আচরণে নিমেষে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল হেলেনার মনে। হেলেনা ঠিক করল হার্মিয়ার পালিয়ে যাবার পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেবে ডেমিট্রিয়াসকে, হার্মিয়াকে খুঁজতে গভীর বনের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে ডেমিট্রিয়াস, তারপরে হতাশ হয়ে ফিরে আসবে সে তার কাছে। বাস্তবে হেলেনা ঠিক তাই-ই করল, ব্যঙ্গের হাসি হেসে ডেমিট্রিয়াসকে বলল, "যার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে আমার দিক থেকে তোমার সেই সাধের হার্মিয়া যে লাইস্যান্ডারকে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব এঁটেছে সে খবর রাখো?"

কথাটা শুনেই চমকে ঘুরে দাঁড়াল ডেমিট্রিয়াস, হেলেনার পেট থেকে কথা বের করতে এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালো, অল্প হেসে বলল, "হার্মিয়া পালিয়ে যাবে? যাক না যেখানে খুশি, তাতে তো তোমারই ভাল হবে। ওর কথা ভুলে গিয়ে এবার থেকে আমি আবার আগের মত শুধু তোমারই হব।"

"সত্যি বলছ, তুমি আবার আগের মত আমার হবে?" বলে হেলেনা আগ্রহভরা চোখে তাকাল ডেমিট্রিয়াসের দিকে।

"তা নয়ত কি," গলা চড়িয়ে বলল ডেমিট্রিয়াস, "আমিও লাইস্যান্ডারের মত তোমায় নিয়ে অনেকদূরে পালিয়ে যাব।"

"সে তো ভারি চমৎকার হবে," বলল হেলেনা, "কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়?"

"যেখানে লাইস্যান্ডার আর হার্মিয়া পালিয়ে যাবে আমরাও সেখানেই যাব।"

"ওরা তো আগে শহরের বাইরে ঐ গহন বনে যাবে," বলে হেলেনা। হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডারের বাড়ি থেকে পালানোর পরিকল্পনার কথা সব খুলে বলল ডেমিট্রিয়াসকে।

তাকে ঠকানোর পরেও হেলেনা এখনও তাকে বিশ্বাস করে দেখে আপনমনে হাসল ডেমিট্রিয়াস, একই সঙ্গে সে ফন্দি আঁটল পরদিন রাতে সে নিজেও যাবে ঐ বনে, সেখানে লাইস্যান্ডারকে হত্যা করে হার্মিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে আসবে এথেন্সে।

* * * * *



ডিউক থিসিয়াসকে তাঁর প্রজারা সবাই খুব ভালবাসে। তাঁর বিয়েতে আনন্দ করতে ছোটখাটো কিছু কারিগর একটি নাটক অভিনয় করবে ঠিক করেছে। নাটক যে লিখেছে তার নাম পিটার কুইন্‌স, পেশায় ছুতোর। নাটকের পরিচালক সে নিজেই। পিরেমাস আর থিসবির প্রেমের গল্প নিয়ে লেখা নাটক। কুইন্‌স নাটকের নাম দিয়েছে পিরোমাস ও থিসবির চরম বেদনাদায়ক ও মিলনান্তক শোচনীয় মৃত্যু'। নাটকে যারা অভিনয় করবে তারা সবাই এসে হাজির হয়েছে। সবাই স্থির করল পরদিন জ্যোৎস্না রাতে সবাই বনের ভেতর চাঁদের আলোয় নাটকের মহড়া দেবে।

নাট্যকার কুইন্‌স যে নাটকটি লিখেছে তার গল্পটি এরকম ঃ

পিরেমাস ভালবাসে থিসবি নামে এক যুবতীকে, একসময় পিরেমাস প্রেমিকা থিসবিকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু থিসবির বাবা তাদের বিয়েতে বাধা দিলেন, তাঁর শাসনে থিসবির বাড়ির বাইরে বেরোনো বন্ধ হল। বাবার হুকুমে থিসবি বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছে না। কিন্তু এভাবে ক'দিন আর থাকা যায়? অনেক মাথা খাটিয়ে শেষপর্যন্ত এক বুদ্ধি বের করল দু'জনে—থিসবিদের বাড়িতে যে পাঁচিল ঘেরা বাগান তার একদিকে পিরেমাস অন্যদিকে থিসবি, পাঁচিলের মাঝখানে একটা গর্ত, সেই গর্তে মুখ রেখে তারা দু'জনে একে অপরের সঙ্গে কথা বলে। দু'জনে স্থির করল যে যার বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে চলে যাবে গভীব বনে, সেখানে নিন্নির কবরে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হবে।

থিসবিই আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে গভীর বনে নিন্নির কবরে এসে পৌঁছল। থিসবিকে দেখে একটা সিংহ গজরাতে গজরাতে তেড়ে এল। প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাল থিসবি, পালানোর সময়ে তার গায়ের ওড়না পড়ে গেল মাটিতে। থিসবিকে না পেয়ে রাগের মাথায় সিংহ তার ওড়নাটা চিবিয়ে ছিঁড়ে আধখাওয়া করে রেখে গেল। খানিক আগে বনের ভেতরে সিংহটা জানোয়ার ধরে খেয়েছিল, তার রক্ত লেগেছিল তাঁর ঠোঁটে, মুখে আর দুই থাবাব নখে। দাঁত আর নখ দিয়ে সেই ওড়না চিবিয়ে খাবার সময় সিংহের মুখ থেকে কিছুটা রক্ত লেগে গেল সেই ওড়নায়। খানিক বাদে সেখানে এসে হাজির হল পিরেমাস, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও থিসবির দেখা সে পেল না। যখন বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবছে পিরেমাস ঠিক তখনই ছেঁড়া ওড়নাটা তার নজরে পড়ল। কাছে এগিয়ে এসে ওড়নাটা চোখের সামনে নিয়ে আসতেই রক্তের দাগ দেখতে পেল। খানিক আগে সিংহের গর্জন শুনতে পেয়েছে পিরেমাস, সিংহ এসে থিসবিকে মেরে তার মৃতদেহ টেনে নিয়ে গেছে সে এটাই ধরে নিল। প্রেমিকা থিসবি আর বেঁচে নেই, সে সিংঘের পেটে



গেছে ধরে নিয়ে কোমরে আঁটা ছোরা বের করে পিরেমাস নিজের কলজেয় বসিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে সে মারা গেল। খানিক বাদে সেখানে ফিরে এল থিসবি, পিরেমাস মারা গেছে দেখে তার বুক থেকে সেই ছোরা খুলে নিয়ে সে বসিয়ে দিল নিজের বুকে। ছটফট করতে করতে সে ও খানিক বাদে মারা গেল।

এই হল নাটকের কাহিনী। নাটকের মূলচরিত্র পিরেমাস যে সাজবে তার নাম নিক বটম। পেশায় তাঁতী বটমকে দেখতে যেমন সুন্দর সুপুরুষ তেমনই ভরাট তার গলার আওয়াজ। পিরেমাসের প্রেমিকা থিসবি সাজবে ফ্লুট, হাপর মেরামত করা তার পেশা। ফ্লুটের বয়স কম, দেখতেও মেয়েলি। তাই থিসবি চরিত্রে তাকেই বেছে নিয়েছে কুইনস। থিসবির বাবা আর সূত্রধার চরিত্রে কুইনস নিজেই অভিনয় করবে। এছাড়া পিরেমাসের বাবা সাজবে ঝালাই মিস্ত্রি টম স্নাউট, থিসবির মা সাজবে দর্জি রবিন স্টারডেলিং। দলে স্নাগ নামে যে ছেলেটি আছে সে সংলাপ প্রায়ই ভুলে যায়। তাই তাকে সিংহের চরিত্র দিয়েছে কুইনস, গর্জন করা ছাড়া যার অন্য কোনও সংলাপ নেই। এছাড়া পাঁচিল আর চন্দ্রকিরণ নামে দুটি বাড়তি চরিত্রও আছে। স্নাউট আর স্টারডেলিং ঐ দুটি চরিত্রে অবতীর্ণ হবে। শহরে জায়গা নেই। পথেঘাটে কোথাও মহড়া দিতে গেলে বাইরের লোক এসে ভীড় জমায়, যেন রাতারাতি একেকজন নাট্যবোদ্ধা হয়ে উঠেছে এমনই গম্ভীর গলায় নাটকের গল্প, নয়ত অভিনয় নিয়ে নানারকম ফুট কাটে তারা। তাছাড়া কুইন্স আগে থাকতে সবাইকে তাদের নাটকের কথা জানাতে চায.না। চায় একেবারে আসরে নেমে অভিনয় করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে। এসব ভেবেই পরদিন রাতে বনের ভেতর জ্যোৎস্নার আলোয় ওরা নাটকের মহড়া দেবে ঠিক করল। বন হলেও সেখানে সাপ, বাঘ, ব্যাং, বিছে, পোকামাকড় যেমন নেই, তেমনই নেই আগাছা বা কাঁটাবন। বনের ভেতরে ঝর্ণার জল আপন গতিতে বয়ে চলেছে, নাম না জানা বুনো ফুলের সুবাসে চারদিক মাতোয়ারা, তারই মাঝে কখনও কখনও নাইটিংগেল পাখির মন পাগল করা মিষ্টি সুরে গান। জায়গাটা নামেই বন, আসলে তা এক বড়সড় ফুলবাগান, রাত-বিরেতে সেখানে যেতে তাই কেউই ভয় পায় না।

* * * * *

পরদিন রাতে নাটকের মহড়া দিতে পিটার কুইনস তার দলের শিল্পীদের নিয়ে এল সেই বনভূমিতে। হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডার আগেই এসে পৌঁছেছে সেখানে। হার্মিয়ার খোঁজে ডেমিট্রিয়াসও এসেছে সেখানে আর তার পেছন পেছন ছুটে এসেছে



অভাগিনী হেলেনা। ডেমিট্রিয়াস আর হেলেনাকে এখনও হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডার দেখতে পায়নি।

এরা ছাড়া একদল পরীও সে রাতে এসে হাজির হয়েছে ঐ বনে। জোছনা রাতে এইসব পরীরা দল বেঁধে প্রায়ই এমন সুন্দর বনভূমিতে এসে নামে। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবার চোখের আড়ালে তারা নেচে গেয়ে আমোদ আহ্লাদ করে। কিন্তু আমোদ আহ্লাদ করার মত মনের অবস্থা সেদিন পরীদের নেই, পরীদের রাজা ওবেরন আর তাঁর রানি টাইটানিয়ার মধ্যে দারুণ ঝগড়া হয়েছে। তাই পরীরা সবাই ভাগ হয়েছে দু'টি দলে, একদল রাজার পক্ষে, এক দল রানির।

পরীদের রাজা আর রানির ঝগড়ার কারণ হল, রানি টাইটানিয়া খুব সুন্দর দেখতে একটি মানুষের বাচ্চাকে সুদূর ভারতবর্ষের এক রাজার কাছ থেকে চুরি করে এনেছেন। ছেলেটির মা ছিল টাইটানিয়ার একান্ত অনুগত, পরীরানিকে সে যেমন ভালবাসত তেমনই ভক্তি শ্রদ্ধা করত। সুন্দর দেখতে সেই মানুষের বাচ্চাকে পরীরাণি তাঁর খাস চাকর বানিয়ে রেখেছেন পরীরাজ ওবেরনের এটাই রাগের কারণ। আসলে ছেলেটিকে তাঁর নিজের ভারী পছন্দ হয়েছে, তিনি তাকে নিজের খাস চাকর বানিয়ে রাখতে চান। বহুবার রানির কাছে রাজা ছেলেটিকে চেয়েছেন কিন্তু রানি কিছুতেই তাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে রাজী নন, আর শুধু এই কারণে রোজ ঝগড়া হচ্ছে তাঁদের দু'জনের মধ্যে। কি করে রানিকে জব্দ করে তাঁর কাছ থেকে ছেলেটিকে আদায় করা যায়— দিনরাত সেই চেষ্টায় আছেন পরীরাজ ওবেরন। আর রাজার মতলব টের পেয়ে রানি সবসময় রাজার নজর থেকে ছেলেটিকে বাঁচিয়ে নিজের কাছে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।

রাতের বেলা পরীরা আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনের ভেতরে। পাক নামে এক বালক পরী রানি টাইটানিয়ার এক সহচরী পরীকে দেখে বলল, "কিগো, কোথায় যাচ্ছো?"

"চাঁদ থেকে যোজন দূরে গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই," সহচরী পরী বলল, "নে এবার পথ ছাড়, আমায় যেতে দে।"

"জানো তো," পাক হাসল, "রাজা আর রানির মধ্যে সেই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে আবার ঝগড়া বেঁধেছে। শুনেছি আমাদের রাজা রানি দু'জনেই আজ এই বনে আসবেন।"

"রাজার মতলব কিন্তু ভাল নয় পাক," সহচরী পরীটি ভয়ে ভয়ে বলল, "রানিকে কিভাবে জব্দ করবেন দিনরাত উনি শুধু সেই মতলবই আঁটছেন। ঐ তো পরীরাজ



ওবেরন এদিকেই আসছেন। পাক, তুই রানিকে হুঁশিয়ার করে দিস যাতে রাজার ধারে কাছে না যান"। বলে সহচরী পরী অন্যদিকে চলে গেল।

"নামেই রানি," টাইটানিয়াকে দেখতে পেয়ে পরীরাজ ওবেরন গলা চড়িয়ে বললেন, "আসলে তুমি এক মূর্তিমতী অমঙ্গল।"

"ঐ দ্যাখ্ সেই হিংসুটে পরীরাজ এসে হাজির হয়েছে," পরীরাজকে লক্ষ্য করে সহচরীদের বললেন টাইটানিয়া, "ওর হাওয়া গায়ে লাগলেও পাপ। চল্, আমরা এখুনি এখান থেকে চলে যাই।"

"দেমাক না দেখিয়ে দু'দণ্ড দাঁড়াও টাইটানিয়া," পরীরাজ বললেন, "আমি যে তোমার স্বামি তা কি তুমি মানতে চাও না?"

"স্বামি! হুঃ!" তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন টাইটানিয়া, "তুমি নিজে আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে মানো? পরীর রাজ্য থেকে পালিয়ে, মেষপালক সেজে দিনভর বাঁশি বাজিয়ে আর প্রেমের গান গেয়ে তুমি যে কামুক ফিলিডাকে প্রেম নিবেদন করছো, ভেবেছো সে খবর আমি রাখি না? সবুজ ঘাসে ছাওয়া ভারতবর্ষ ছেড়ে কেন এখানে আমার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছো, তা ও আমার অজানা নয়। ষাঁড়ের মত দেখতে তোমার প্রেমিকা যে বর্ম এঁটে ঘোড়ায় চেপে পুরুষ যোদ্ধা সেজে লড়াই করত এথেন্সের ডিউক থিসিয়াসের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে খবর পেয়ে তুমি বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছো না। আর তাই ছুটে এসেছো এখানে আমায় জ্বালাতে। ভাবো আমি কোনও খবর রাখি না। তাই না?"

"যার কথা বলছ সেই হিপোলিটা শুধু আমার প্রেমিকা নয়," "পরীরাজ ওবেরন বললেন, "সে আমাজনদের রানি। তার নাম তোমার মুখে মানায় না। হ্যাঁ, হিপোলিটা আমার প্রেমিকা ছিল। কিন্তু ডিউক থিসিয়াসের সঙ্গে তোমার গোপন প্রেমের খবর আমারও অজানা নয়। থিসিয়াস পরী জিনিয়াকে ভালবেসে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তুমিই জিনিয়াকে ঠেলে সরিয়ে জোছনা রাতে থিসিয়াসের সঙ্গে প্রেমে মেতে উঠেছিলে। থিসিয়াস কাউকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তা ভেঙে দাও কেন? তোমারই উস্কানিতেই এগলস অ্যারিয়াড্নে আর অ্যান্টিওপা-কে কথা দিয়েও থিসিয়াস বিয়ে করেনি।"

"এ সবই মিছে কথা!" প্রতিবাদের সুরে বলেন রানি টাইটানিয়া, " নিষ্ফল আক্রোশ মেটাতে এসব তোমার বানানো অভিযোগ। 'শোন ওবেরন, তোমার অপকর্মের অন্ত নেই, আর শুধু সেই কারণেই পৃথিবীর মানুষ ছ'টি ঋতুর আলাদা সত্তাকে অনুভব করতে পারে না। দিনরাত আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াচ্ছো বলেই পৃথিবীর পরিবেশ আজ এত অশান্তিতে ভরে উঠেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের



সম্পর্ক একই কারণে হয়ে উঠেছে খাপছাড়া। আমরাই ওদের মা বাবা। ওদের দুর্ভোগের সব দায় আমাদের।"

"তুমি ভারতবর্ষ থেকে ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসেছো।" কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ওবেরন, "আমি শুধু তাকে চেয়েছিলাম। ওকে দিয়ে দিলেই তোমার আর আমার মধ্যে এই অশান্তি মিটে যেত।"

"ছেলেটার মা আমায় ভালবাসত, ভক্তি করত," টাইটানিয়া বললেন, "ওকে জন্ম দিতে গিয়ে সে মারা যায়। ওর মায়ের ভালবাসার কথা মনে রেখেই ওকে আমি কোনওমতে তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না।"

"বুঝলাম," গম্ভীর গলায় বললেন ওবেরণ, "আর কতদিন তুমি এই জঙ্গলে থাকবে ঠিক করেছো?"

এথেনন্সের ডিউক থিসিয়াসের বিয়ের দিন পর্যন্ত আমি আমার সহচরীদের নিয়ে এখানেই থাকব," সহজ ভাবে জবাব দিলেন টাইটানিয়া। "হার মেনে মাথা হেঁট করে যদি আমাদের উৎসবে যোগ দাও তো ভাল, নয়ত যেদিকে মন চায় চলে যেতে পারো।"

"শেষবারের মত বলছি," ওবেরন বললেন, "ঐ ছোঁড়াটাকে দিয়ে দাও, তাহলেই আমি চলে যাব।"

"তুমিও আমার শেষকথা শুনে নাও, ওবেরন," পরীরানী টাইটানিয়া বললেন, "গোটা পরীরাজ্যের বিনিময়েও আমি ঐ ছেলেকে তোমার হাতে দেব না।" কথা শেষ করে রানি সহচরীদের বললেন, "এখানে থাকলে শুধু কথায় কথা বাড়বে, তার চেয়ে চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।"

"ঠিক আছে, যাও," রানি তাঁর সহচরীদের নিয়ে চলে যেতে ওবেরন তাঁর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেন, "কিন্তু মনে রেখো আজকের এই অপমানের বদলা নিয়ে আমি ছাড়ব। আমার নাম ওবেরণ, আমায় চিনতে তোমার এখনও ঢের বাকি, রানি টাইটানিয়া।"

"পাক, এদিকে এসো," বালক পরী পাককে ইশারায় কাছে ডাকলেন রাজা ওবেরন, চুপি চুপি বললেন, "অনেকদিন আগে তুমি আর আমি পাশাপাশি সমুদ্রের ধারে এক পাহাড়ের ওপর বসেছিলাম মনে আছে?"

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে পাক জানাল সেদিনের কথা তার মনে আছে।

"কামদেবের ছোঁড়া তীর পশ্চিম সাগর কূলে এক ধবধবে সাদা ফুলের ওপর আছড়ে পড়ল," নিজের মনে বলতে লাগলেন ওবেরন, "সঙ্গে সঙ্গে সে ফুলের রং সাদা থেকে পাল্টে হয়ে গেল নীল, গাঢ় নীল। ঐ এলাকার মেয়েরা যে ফুলের

নাম রেখেছে অলস-প্রণয়। প্রেম তো অলস গতিতেই বয়ে চলে। পাক, সে ফুল কোথায় গেলে পাওয়া যায় তা তোকে আগেই বলেছি, মনে আছে?”

“আজ্ঞে আছে, মহারাজ, ঘাড়' নেড়ে জবাব দিল পাক।

“এবার শুনে রাখ,” ওবেরন বললেন, “ঐ অলস প্রণয় ফুলের একফোঁটা রস কোনও ঘুমন্ত পুরুষ বা নারীর চোখে একটু লাগিয়ে দিলে আর দেখতে হবে না, চোখ মেলার পরে সে যাকে প্রথমে দেখবে তাকে পাগলের মত ভালবাসতে শুরু করবে তা সে মানুষ বা জানোয়ার কিংবা ভূত প্রেত, যাই হোক না কেন। কিন্তু মনে রাখিস, তুই সে ফুলের খোঁজে রওনা হবার পরে জলে ঘুরে বেড়ায় এমন কোনও জানোয়ার একমাইল পথ পেরোবার আগেই ঐরকম কয়েকটা ফুল তোকে তুলে আনতে হবে। কেমন পারবি ত?”

“এ আর এমন কি কঠিন কাজ, মহারাজ।” পাক বলল, “আধ প্রহর মানে চার ঘণ্টার মধ্যে আমি গোটা দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারি।”

“বেশ,” ওবেরন বললেন, “তাহলে আর দেরি না করে তুই এক্ষুনি সেই ফুল জোগাড় করতে উড়ে যা!” ওবেরনকে অভিবাদন জানিয়ে বালক পরী পাক বাতাসের চেয়ে দ্রুত গতিতে উড়ে গেল অলস-প্রণয় ফুলের দেশে।

“টাইটানিয়ার বড্ড বাড় বেড়েছে,” নিজের মনে বললেন পরীরাজ ওবেরন। “আগে পাক ফুলটা নিয়ে আসুক, তারপরে টাইটানিয়ার মজা আমি বের করছি। টাইটানিয়া ঘুমিয়ে পড়লে আমি নিজে ঐ ফুলের রস মাখিয়ে দেব ওর চোখে। তারপরে চোখ মেলার পরে বনের উল্লুক, ভাল্লুক, বাঁদর যাকে দেখবে রানি তাকে পাগলের মত ভালবাসবে। তাই বলে আমি ওর কোনও ক্ষতিও হতে দেব না। ঐ ফুলের রসের ঘোর কাটিয়ে দেবার মত যে শেকড়টা আমার কাছে আছে সেটা একবার চোখে বুলিয়ে দিলেই এই ফুলের মায়ার ঘোর কেটে যাবে। কিন্তু টাইটানিয়ার ঘোর কেটে যাবার আগে ওর কাছ থেকে সেই ছোঁড়াটাকে আমায় জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।”

* * * * *

ওদিকে বনের ভেতরে ল্যাইস্যান্ডার আর হার্মিয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ডেমিট্রিয়াস, তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে হেলেনা। হার্মিয়া আর লাইস্যাণ্ডারের এথেন্স ছেড়ে পালিয়ে এই বনে আসার কথাটা ডেমিট্রিয়াসকে বলা তার মোটেও উচিত হয়নি এতক্ষণে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে হেলেনা। ওদের দু'জনকে ছেড়ে দেবার



জন্য সে ডেমিট্রিয়াসের হাতে ধরে বারবার মিনতি করছে, কিন্তু ডেমিট্রিয়াস তা কানেও তুলছে না। হয় লাইস্যাণ্ডারকে সে নিজে হাতে হত্যা করবে নয়ত তার সঙ্গে লড়ে নিজে প্রাণ দেবে— এই সংকল্পে অটল ডেমিট্রিয়াস। বকেঝকে খেঁকিয়ে বারবার সে হেলেনাকে চলে যেতে বলছে কিন্তু হেলেনা তাকে ছেড়ে এক পা-ও নড়ছে না। বারবার একই কথা বলছে হেলেনা, "ওদের ছেড়ে দিয়ে চলো আমরা এথেন্সে ফিরে যাই। আমায় দয়া করো! ডেমিট্রিয়াস, আমি তোমায় প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।"

"চোপ!" বারবার হেলেনার মুখে একই ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে রেগে উঠলো ডেমিট্রিয়াস, "আমি তোমায় একটুও ভালবাসি না। হেলেনা কোনওদিনও ভালবাসব না! আমায় পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি এবার এথেন্সে নিজের বাড়িতে ফিরে যাও!"

কিন্তু হেলেনা তার সেই প্রত্যাখ্যান গায়ে না মেখে আগের মতই তার একফোঁটা ভালবাসা পাবার জন্য ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল। তখন রেগে ডেমিট্রিয়াস এক ধাক্কা মেরে হেলেনাকে মাটিতে ফেলে বনের ভেতর দৌড়োল। মাটি থেকে উঠে গা ঝেড়ে হেলেনাও দৌড়োল তার পেছন পেছন।

বেচারি হেলেনাকে এভাবে কান্নাকাটি করতে দেখে তার ওপর পরীরাজ ওবেরনের দয়া হল। অলস-প্রণয় ফুল নিয়ে বালক পরী পাক ফিরে আসতে তিনি ডেমিট্রিয়াসকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, "ঐ হতভাগা ঘুমিয়ে পড়লে ওর চোখে এই ফুলের রস একটু লাগিয়ে দিও, বেচারি মেয়েটার জীবন ঐ ব্যাটা দুর্বিষহ করে তুলেছে!"

"তাই দেব মহারাজ," ঘাড় নেড়ে বলল পাক। একটা ফুল নিয়ে পরীরাজ ওবেরন বেরোলেন রানি টাইটানিয়ার খোঁজে। বনের একদিকে ছোট একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর পাড়ে সবুজ ঘাসের বিছানায় এসে পড়েছে জোছনা। জোছনার চাদর পাতা সেই ঘাসের বিছানায় শুয়ে খানিক আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন পরীরানি টাইটানিয়া। সহচরীরা রানির নির্দেশে যে যার দায়িত্ব পালন করতে উড়ে গেছে একেক দিকে। এই মুহূর্তে রানি একা, ধারে কাছে কেউ নেই। রাজা ওবেরন এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে অলস-প্রণয় ফুলের দু'ফোঁটা রস মাখিয়ে দিলেন পরীরানির দু'চোখের পাতায়। ঘুমের ভেতর রানি দু'একবার অল্প উস্‌খুস্‌ করলেন। তারপরে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগলেন।

"আগে চোখ মেলুক, তারপরে বুঝবে ঠ্যালা!" রানিকে লক্ষ্য করে নিজের



মনে কথাগুলো বলে পরীরাজ ওবেরন সেখান থেকে চলে গেলেন অন্যদিকে।

ওদিকে বনের ভেতর অনেকক্ষণ একটানা চলার ফলে লাইস্যাণ্ডার আর হার্মিয়া দু'জনেই পড়েছে হাঁপিয়ে, ক্লান্তিতে দু'জনের কেউই আর এগোতে পারছে না। দু'জনে ঠিক করল ঘাসের ওপর শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপরে আবার পালাতে শুরু করবে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল গালিচার মত নরম ঘাসের বিছানায়, এখনও বিয়ে হয়নি বলে লাইস্যাণ্ডারের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে শুল। হার্মিয়া শোবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ঘুম এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের চোখে। ডেমিট্রিয়াসের বদলে বালক পরী পাক ভুল করে ঘুমন্ত লাইস্যাণ্ডারের দু'চোখে অলস-প্রণয় ফুলের কিছুটা রস মাখিয়ে দিল, তারপরে পরীরাজ ওবেরনকে গিয়ে বলল, তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

ডেমিট্রিয়াসের পেছনে ছুটতে ছুটতে একসময় হেলেনাও ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ল। একসময় সে লাইস্যাণ্ডারকে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে দেখল। ডেমিট্রিয়াস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে সে তখনই লাইস্যাণ্ডারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। দু'চোখ মেলে হেলেনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অলস-প্রণয় ফুলের রসের কাজ শুরু হল, হার্মিয়ার কথা ভুলে গিয়ে হেলেনাকে সেই বনের ভেতর প্রেম নিবেদন করে বসল লাইস্যাণ্ডার।

লাইস্যাণ্ডারের এই আচরণের জন্য এতটুকু তৈরি ছিল না হেলেনা, সে তখনও ডেমিট্রিয়াসকে পাবার স্বপ্নে বিভোর। মুখে যা এল তাই বলে হেলেনা গালাগালি দিল লাইস্যাণ্ডারকে, তারপরে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। ঘুমন্ত হার্মিয়াকে সেখানে একা ফেলে রেখে লাইস্যাণ্ডারও ছুটল হেলেনার পেছনে।

ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে হার্মিয়া দু'চোখ মেলে জেগে উঠল, লাইস্যাণ্ডারের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে করতে সে উঠে বসল। প্রেমিকাকে ধারেকাছে দেখতে না পেয়ে পাগলের মত চারদিকে ছুটতে লাগল হার্মিয়া।

পরীরানি টাইটানিয়া বনের ভেতরে নদীর ধারে যেখানে শুয়ে আছেন খানিক বাদে পিটার কুইনসের কারিগরেরা সবাই এসে হাজির হল সেখানে। " বাঃ খাসা জায়গা দেখছি" চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল পিটার কুইনস, "নাটকের মহড়া দেবার পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। কই, পিরেমাস এগিয়ে এসো, প্রথমে তোমার সংলাপ শুরু করো। থিসবি, তুমি এসে দাঁড়াও ও-র সামনে।"

তাঁতী নিক বটম গলা ফুলিয়ে সংলাপ বলতে শুরু করল, "থিসবি, ফুলের মধুর গন্ধে চারদিক মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে, তোমার নিঃশ্বাসেও মিশেছে সেই



সুগন্ধ। ওকি, ও কিসের শব্দ? দাঁড়াও ফ্লুট। আমি একবার ওদিকটা দেখে আসছি।" বলে বটম নাটকের মহড়া ছেড়ে ছুটে গেল বনের একদিকে।

এবারে থিসবির সংলাপ বলতে শুরু করল ফ্লুট, "চোখ ধাঁধানো রূপ তোমার পিরেমাস, ফুটন্ত লিলির মত সাদা ধবধবে তোমার গায়ের রং, সেই সাদা রং-এর ভেতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে লাল গোলাপের রক্তিমাভা। বয়স তোমার এখনও কম, হাড়-ভাঙা পরিশ্রমেও তোমার এতটুকু ক্লান্তি নেই। ঘোড়ার মত পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত তুমি—"

"আহা, এখুনি অতখানি সংলাপ বলতে হবে না," বাধা দিয়ে বলে উঠল পরিচালক পিটার কুইনস, " পিরেমাস আবার ঢুকে যখন সংলাপ বলবে তখন তুমি বলবে 'বিশ্বস্ত তুমি,' ইত্যাদি।"

"ও হ্যাঁ, তাই বটে!" ফ্লুট আবার সংলাপ বলতে শুরু করল। আর ঠিক তখনই বটম ফিরে এল। কিন্তু একি তাঁতী নিকবটমের মাথাটা কি করে যেন উধাও হয়ে গেছে, কোন জাদুবলে তার ঘাড়ের ওপর গজিয়ে উঠেছে একটা গাধার মাথা। একি জাদু, না ভুতুড়ে ব্যাপার? বটমের দিকে চোখ পড়তে নাটকের কুশীলবেরা সবাই ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালাল।

আসলে গোলমাল পাকিয়েছে পাক নামে রাজা ওবেরনের আজ্ঞাবহ সেই বালক পরী। এককোণে দাঁড়িয়ে সে নাটকের মহড়া দেখছিল। এমন সময় কুশীলবদের সঙ্গে একটু মজা করার সাধ জেগেছিল তার মনে। খানিক তফাতে গিয়ে শব্দ করেছিল পাক, সেই শব্দ শুনে বটম মহড়া ছেড়ে যেই না এগিয়ে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপর জাদুবলে একটা গাধার মাথা এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছে পাক যেন বটমের ঘাড়ের ওপর সত্যিই একটা গাধার মাথা গজিয়েছে।

কিন্তু দলের সবাই তাকে দেখে কেন ওভাবে দৌড়ে পালিয়ে গেল তা কিন্তু নিক বটম বুঝতে পারল না। কি করেই বা পারবে? তার নিজের ঘাড়ের ওপর যে একটা গাধার মাথা গজিয়েছে তা তো সে নিজে বুঝতে পারছে না। বন্ধুরা যে তাকে দেখে পালিয়েছে, তা সে শুধু নিছক বজ্জাতি বলেই ধরে নিল।

"ওরা আমায় একা ফেলে পালিয়ে গেল, ভেবেছে আমি বনের ভেতর একা ভয় পেয়ে জ্ঞান হারাব। কিন্তু আমিও ভয় পাবার পাত্র নই!" বলেই বটম সেখানে নরম ঘাসের ওপর আরামে শুয়ে পড়ল।

কাছেই ঘাসের গালিচায় ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন পরীরানি টাইটানিয়া, বটমের



গান কানে যেতে তাঁর ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলতে রানি দেখলেন তাঁর সামনে মাটিতে শুয়ে এক পুরুষ, অলস-প্রণয় ফুলের রস তখনও তাঁর দু-চোখে মাখানো। সেই ফুলের রসের গুণে গাধার মাথা সমেত বটমকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেল। রানি উঠে এসে বটমের কাছে বসলেন। তার গাধার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করতে লাগলেন। সহচরীদের ডেকে বটমের সেবা করার আদেশ দিলেন।

পরীরানি নিক বটমকে প্রেম নিবেদন করছেন সে দৃশ্য নিজে চোখে দেখল দুষ্টু বালক পরী পাক, পরীরাজ ওবেরণকে গিয়ে ঘটনাটা জানাল। তখন ওবেরনের সামনে হার্মিয়ার সঙ্গে ডেমিট্রিয়াসের ভীষণ কথা কাটাকাটি হচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণ আগে ডেমিট্রিয়াসের সঙ্গে হার্মিয়ার ওখানেই দেখা হয়েছে, লাইস্যান্ডারকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে হার্মিয়া। মুখে যা এল তাই বলে হার্মিয়া গালি দিল ডেমিট্রিয়াসকে, আর বুকফাটা কান্না কেঁদে লাইস্যান্ডারকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বারবার মিনতি করতে লাগল। কিন্তু হার্মিয়ার গালিগালাজ, মিনতি বা চোখের জল, তিনটের কোনওটিই ডেমিট্রিয়াসকে টলাতে পারল না, লাইস্যান্ডারকে কৌশলে হত্যা করবে বলে সে একাই চলল তার খোঁজে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে না পারলে হার্মিয়ার মন যে জয় করতে পারবেনা তা বুঝতে তার বাকি নেই।

হার্মিয়া আর ডেমিট্রিয়াসের কথা কাটাকাটি আর ঝগড়াঝাঁটি সবই শুনলেন পরীরাজ ওবেরন। 'হতভাগা'—ডেমিট্রিয়াসের চোখে অলস-প্রণয় ফুলের রস মাখিয়ে দেবার সে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন ওবেরন বেশ বুঝতে পারলেন, পাক তা পালন করেনি। পাককে তখনই ডেকে পাঠালেন ওবেরন।

এদিকে হেলেনার পেছনে ছুটতে ছুটতে লাইস্যান্ডার যে তাকে এবার প্রেম ভালবাসার বুলি শোনাচ্ছে তা দেখে ফেলেছে হার্মিয়া, দেখে ঈর্ষায় বুকের ভেতরটা তার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

"তোমার হল কি," লাইস্যান্ডারকে প্রশ্ন করল হার্মিয়া, "তোমার প্রতি এমন কি অন্যায় করেছি যেজন্য এভাবে আমায় কষ্ট দিচ্ছ? আর অপরাধ করে থাকলে তুমি আমায় বকতে পারো, মারধরও করতে পার। কিন্তু ওসব না করে আমায় ভুলে গিয়ে আচমকা হেলেনাকে ভালবাসতে শুরু করলে—এ তোমার কিরকম আচরণ? তোমায় ভালবেসে আমি যে ডিউকের কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ড নিতেও তৈরি ছিলাম তা এত শীগগির তুমি ভুলে গেলে কি করে?"

বেচারি হার্মিয়া ঈর্ষার জ্বলুনিতে পুড়ে ছাই হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু লাইস্যান্ডারের কোনও দোষ নেই, পরী রাজা আর রানির মধ্যে মন কষাকষি



আর অলস-প্রণয় ফুলের রসই যে এজন্য দায়ী তা তো সে জানে না। হার্মিয়ার মুখ থেকে এসব শুনেও লাইস্যান্ডার তাকে এতটুকু পাত্তা দিল না, হেলেনাকে পাবার লোভে আবার সে ছুটল তার পেছনে, আর তার পেছন পেছন ছুটল হার্মিয়া। হেলেনা আর হার্মিয়ার কাণ্ড দেখে তাদের দু'জনেরই ওপর রেগে গেল লাইস্যান্ডার।

বলা বাহুল্য, এ সবই লক্ষ্য করে চলেছেন পরীরাজ ওবেরন, পাক আসতেই তাঁর আদেশ পালন না করার জন্য তিনি তাকে আচ্ছা করে বকুনি দিলেন, বারবার বললেন লোক ভুল করে সে এমন কাণ্ডটা বাধিয়েছে, এজন্য সে একাই দায়ী। পাক নিজের দোষ স্বীকার করে ভুলটা শুধরে নেবে বলল কিন্তু সে কাজ করা এখন বেশ কঠিন তা জানেন তার প্রভু ওবেরন কারণ লাইস্যান্ডার আর ডেমিট্রিয়াস যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছে ততক্ষণ ভুল শোধরানোর মত কিছুই করা যাবে না। ডেমিট্রিয়াস ঘুমিয়ে পড়লে সে এবার তার চোখে অলস-প্রণয় ফুলের রস মাখিয়ে দেবে বলে ওবেরণকে কথা দিল পাক। কিন্তু তার কথার ওপর ওবেরন আর ভরসা করতে পারলেন না। লাইস্যান্ডারকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে ডেমিট্রিয়াস একটা গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছে খবর পেয়ে ওবেরন নিজে এলেন তার কাছে, ডেমিট্রিয়াসের চোখে অলস-প্রণয় ফুলের খানিকটা রস তিনি নিজে হাতে মাখিয়ে দিলেন। খানিক বাদে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল হেলেনা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডেমিট্রিয়াস জেগে উঠল। দু'চোখ মেলে তাকিয়ে হেলেনাকে দেখতে পেয়েই ডেমিট্রিয়াসের তাকে ভাল লেগে গেল, হেলেনাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাকে ভালবাসার নানা কথা সে শোনাতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে হলেও ডেমিট্রিয়াসের মুখে এসব শুনলে উদ্ধার হয়ে যেত হেলেনা, কিন্তু অল্প খানিক আগে লাইস্যান্ডার যে ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, তা দেখার পর থেকে তাকে নিয়ে এরা সবাই হাসাহাসি করছে আর যা-তা বলে মজা লুটছে—এমনই একটা ধারণা গড়ে উঠল তার মনে। এই ধারণার বশে ডেমিট্রিয়াসের কথাগুলো তার আন্তরিক বলে মনে হল না, উল্টে তাকে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে হেলেনা পা চালিয়ে চলে গেল অন্য দিকে। ততক্ষণে লাইস্যান্ডার নিজেও সেখানে এসে হাজির হয়েছে আর তার পেছন পেছন এসেছে হেলেনাও। হেলেনাকে ডেমিট্রিয়াস প্রেম ভালবাসার কথা বলছে শুনে লাইস্যান্ডার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে ডেমিট্রিয়াসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। কোমরে আঁটা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে লাইস্যান্ডার আর ডেমিট্রিয়াস দু'জনে দু'জনের দিকে এগিয়ে এল। তাদের কাণ্ড দেখে মজা পাচ্ছিল পাক, আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ হাসছিল ফিক ফিক করে কিন্তু দু'জনকেই তলোয়ার বের করতে দেখে ঘাবড়ে গেল সে। পাক দেখল এদের মধ্যে



একজন মারা গেলে ওবেরন তাকে রেহাই দেবেন না, এর পুরো দায় চাপাবেন তার ঘাড়ে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই তা থামিয়ে দিতে পাক এবার যাদুবলে জোছনা রাতকে কালো আঁধার দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে ফেলল—সেই গাঢ় আঁধারে ডেমিট্রিয়াস বা লাইস্যান্ডার, কেউ কাউকে দেখতে পেল না, এবারে সেই আঁধারের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাক কখনও লাইস্যান্ডারের গলা নকল করে ডেমিট্রিয়াসকে তাতাতে লাগল, আবার কখনও ডেমিট্রিয়াসের গলা নকল করে শাসালো লাইস্যান্ডারকে। এর ফলে পাকের আওয়াজ লক্ষ্য করে লাইস্যান্ডার চলে গেল বনের একদিকে, আর ডেমিট্রিয়াস চলে গেল অন্যদিকে। দু'জনকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেবার পরে চুপ করল পাক। সারারাত বনের ভেতরে লাইস্যান্ডার আর ডেমিট্রিয়াস একে অপরকে খুঁজে বেড়াল। কেউ কাউকে খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষরাতে দু'জনে যে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানেই ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়ল। এবারে অলস-প্রণয় ফুলের রসের জাদু কাটানোর শেকড় নিয়ে ওবেরন এসে হাজির হলেন, ঘুমন্ত লাইস্যান্ডারের চোখে সেই শেকড় তিনি নিজে হাতে বুলিয়ে দিলেন। খানিকবাদে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হেলেনার প্রতি যেটুকু ভালবাসা জন্মেছিল তা এবার কর্পূরের মত উবে গেল, হার্মিয়াকে পাবার জন্য আবার আগের মত ব্যাকুল হয়ে উঠল লাইস্যান্ডার। হার্মিয়াকে খুঁজে বের করল সে নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল তার কাছে। তখন আবার তাদের দু'জনের মধ্যে আগের সেই শান্তি আর প্রেম-প্রীতি ভালবাসা নতুন করে ফিরে এল।

কিন্তু ডেমিট্রিয়াসের চোখে অলস-প্রণয় ফুলের জাদু কাটাবার শেকড় ইচ্ছে করেই বোলালেন না ওবেরন, তাই ঘুম ভাঙ্গার পর হেলেনাকে দেখতে পেয়ে তার ওপর আবার ডেমিট্রিয়াসের নতুন করে মোহ জাগল। লাইস্যান্ডার আর হার্মিয়ার মধ্যে আগের ভালবাসার সম্পর্ক আবার ফিরে এসেছে দেখে এবারে ডেমিট্রিয়াসের ভালবাসা সহজ সরল মনে গ্রহণ করল হেলেনা, এবার সত্যিই এক নিখুঁত ভালবাসা গড়ে উঠল তাদের দু'জনের মধ্যে।

* * * * *

রাতের শেষ প্রহর। বনের ভেতর ঘাসের ওপর পাশাপাশি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে লাইস্যান্ডার আর ডেমিট্রিয়াস, তাদের খানিক তফাতে একইভাবে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছে হার্মিয়া আর হেলেনা। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের জোছনা এসে পড়েছে দু'জনের মুখে। এদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাধার মাথাসমেত বটমকে পাশে নিয়ে সহচরীদের সঙ্গে ঘুমোচ্ছেন পরীরানি টাইটানিয়া।



ঘুমের ঘোরে বটমের গাধার মাথার বড় বড় কান দুটোতে তিনি হাত বোলাচ্ছেন আর বিড়বিড় করে প্রেমের বুলি আওড়াচ্ছেন। এমন সময় পাককে নিয়ে ওবেরন এলেন সেখানে। ইশারায় বটমকে দেখিয়ে বললেন, “তুমি এখুনি ওর ঘাড়ের ওপর থেকে গাধার মাথাটা খুলে নাও যাতে বেচারা নিজের মাথা নিয়ে এথেন্সে নিরাপদে ফিরে যেতে পারে।” তারপরে রানির দু’চোখে জাদু কাটানোর শেকড় বুলিয়ে গাঢ় গলায় বললেন “ওঠো রানি, চোখ মেলে তাকাও।” পাক সেই ফাঁকে বটমের ঘাড়ের ওপর থেকে গাধার মাথাটা খুলে নিল। পরীরানি চোখ মেলতেই দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামি পরীরাজ ওবেরন।

“রানি, ওঠো!” আবেগ জড়ানো গলায় পরীরাজ ওবেরন বললেন, “দ্যাখো, আমি আবার তোমায় কাছে ফিরে এসেছি।”

“প্রিয় ওবেরন!” রাজার দিকে তাকিয়ে রাণি বললেন, “এক বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখে আমার রাত কেটেছে।” লজ্জা মেশানো গলায় আবার বললেন রানি টাইটানিয়া, “স্বপ্নে দেখছিলাম আমি এক গাধার প্রেমে পড়েছি। বিশ্বাস করো, ঘুমের ঘোরে বারবার মনে হচ্ছিল আমি তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছি। তার বড় বড় কান আর লম্বা মাথা ঘুমের মধ্যেও আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি।”

রানির স্বপ্নের বিবরণ শুনে কোনও মন্তব্য না করে ওবেরন শুধু মুখ টিপে হাসলেন, তারপরে বললেন, “পরীদের সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোল, তোমার আর আমার পুনর্মিলনে বাকি রাতটুকু নেচে গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে ওদের মাতিয়ে তুলতে বলো। আগামিকাল ডিউক থিসিয়াসের প্রাসাদে তাঁর বিয়ের উৎসবেও নাচব আমরা। থিসিয়াস, তাঁর স্ত্রী হিপোলিটার বিয়ের পরে ঐ দু’জোড়া যুবক-যুবতীরও যে বিয়ে হবে শীগগিরই। আহা, ওদের সবার বিবাহিত জীবন মধুময় হয়ে উঠুক, স্বর্গের দেবতাদের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক ওদের ওপর।”

রাত কেটে সকাল হল। ভাবী বধূ হিপোলিটাকে সঙ্গে নিয়ে এথেন্সের ডিউক থিসিয়াস খানিক বাদে সেই বনে এলেন শিকার করতে। হার্মিয়া বাড়ি থেকে পালিয়ে সেই বনে আশ্রয় নিয়েছে শুনে তার বাবা ইজিয়াসও এসেছেন তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। শুধু হার্মিয়া নয়, তার প্রণয়ী লাইস্যান্ডার, তাঁর পছন্দ করা পাত্র ডেমিট্রিয়াস, নেদারের মেয়ে হেলেনা ছাড়া আরও অনেককে ইজিয়াস দেখতে পেলেন সেই বনে। কিন্তু ডেমিট্রিয়াসের আচরণে অবাক হলেন ইজিয়াস, হার্মিয়ার সামনেই সে তাঁকে খোলাখুলিভাবে বলল, “শুনুন হার্মিয়ার বাবা, আপনার মেয়ে হার্মিয়াকে আমি আর বিয়ে করতে চাই না, সে যাকে মন থেকে সত্যিই ভালবাসে সেই লাইস্যান্ডারের সঙ্গে আপনি ওর বিয়ে দিন। হেলেনা আমায় প্রাণের চেয়ে

ভালবাসে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি, তাই স্থির করেছি তাকেই বিয়ে করব।” ডেমিট্রিয়াসের একথায় ডিউক নিজেও এবার লাইস্যাণ্ডারের সঙ্গেই হার্মিয়ার বিয়ে দিতে রাজি হলেন।

তাঁতী নিক বটমকে বনের ভূতেরা গাধা বানিয়ে ধরে নিয়ে গেছে ভেবে পিটার কুইন্‌স আর তার বন্ধুরা অভিনয় হবে না ভেবে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিল। কিন্তু সাতসকালে বটম সুস্থ দেহে ফিরে আসায় তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল, নাটকের মহড়া নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠল তারা।

প্রথমে ডিউক থিসিয়াস আর হিপোলিটা, তারপরে লাইস্যাণ্ডার ও হার্মিয়া আর ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনার বিয়ে হল। বিয়ের রাতে বর কনে আর নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে পিটার কুইন্‌স আর তার দলবল ‘পিরেমাস ও থিসবি’ নাটকটি অভিনয় করে দেখাল। নাটক শেষ হলে সেখানে বসল পরীদের নাচগানের আসর। তবে তাদের তো চোখে দেখা যাবে না। তাই তাদের সেই নাচ গান তিনজোড়া বর কনের চোখে পড়ল না। হার্মিয়া আর হেলেনার বিয়েতে যে বাধা পড়েছিল সে বাধা তো তাদেরই জন্য কেটে গিয়েছে, তাই তাদের বিয়ে উপলক্ষে নাচগানের আয়োজন করে আনন্দ উপভোগ করল তারা।



মার্চেন্ট অফ ভেনিস

ইতালি দেশ যে একটি উপদ্বীপ, ভূমধ্যসাগরের জলরাশি উত্তর ভিন্ন অন্য তিন দিকেই একে বেষ্টন করে আছে। পূর্বদিকের সমুদ্রাংশটি আদ্রিয়াতিক উপসাগর নামেই পারিচিত। একথা ভূগোল পড়ুয়াদের কাছে অজানা নয়। তারা আরও জানে যে এরই উপর অবস্থিত মধ্যযুগীয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর ভিনিস নগরী।

ভিনিস শুধু উপরে নয়া আদ্রিয়াতিকের ভিতরে অবস্থিত। কথাটাকে ঘুরিয়ে এভাবেও বলা চলে যে ভিনিসের নাড়াতে নাড়ীতে, রন্ধ্রে আদ্রিয়াতিকের প্রবেশ ঘটছে, নগর আর সমুদ্র একাত্ম হয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে যেন। এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে কবি জনোচিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি প্রদানের একটি প্রথাও চালু ছিল ভিনিস নগরে। ভিনিসের শাসনকর্তা ডোগবা ডিউক প্রতিবৎসর একটি বিশেষ দিনে আদ্রিয়াতিকের জলে একটি মহামূল্য রত্নাঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করতেন, বিবাহ বন্ধনের এক প্রতীক হিসেবে।

বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে, ভিনিসের নগরে কোনদিন কোন রাজপথ ছিল না। লোক চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হত ছোট বড় সংকীর্ণ প্রশস্ত অগম্য খাল। সেই সব খাল দিয়ে সমুদ্রের জল প্রতি গৃহস্থের অন্দরমহল পর্যন্ত অবাধে প্রবেশ করত। প্রতি দোকানের সিঁড়ি পর্যন্ত ধৌত করে দিয়ে যেত দৈনিক দুবার জোয়ারেব সময়। অন্য নগরের রাজপথে যেমন যানবাহন শকট চলে হাজারে হাজারে, ভিনিসের জলপথে তেমনি চলতো অগণ্য গণ্ডালী নৌকা। কোনটাতে যাত্রী বোঝাই, কোনটাতে আবার বোঝাই শুধু মাল।

এখনও ভিনিসের এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও বিরূপ কালধর্মের বশে তার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এখন প্রায় অবলুপ্ত। মধ্যযুগে সে সমৃদ্ধির কোন সীমারেখা ছিল না, বণিকেরা ছিলেন জন-জনে ধনকুবের। তাঁদের জাহাজ পৃথিবীর


সব দেশেই যাতায়াত করত, আর সকল দেশ থেকে আর্থ আহরণ করে ভিনিস নগরীকে গড়ে তুলতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডার রূপে।

এই ভিনিসীয় বণিকদের ভেতর আন্তেনিও ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। একদিকে তিনি ছিলেন অপরিমিত ধনসম্পদের অধিকারী তেমনি অন্যদিকে ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহারে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। প্রার্থী কখনও বিমুখ মুখ নিয়ে ফিরে যেত না তাঁর দ্বার থেকে। বিপন্নের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়াকে নিজের পবিত্রতম কর্তব্য বলে মনে করতেন।

অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আন্তেনিও, তাই বিলাস-ব্যসন থাকাটাও স্বাভাবিক ছিল বৈকি! নিজের বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও বন্ধুজনের চিত্তবিনোদনের জন্যে তাঁকে বড় বড় ভোজেরও ব্যবস্থা রাখতে হত। আবার দেহ সৌষ্ঠব সম্পাদনও করতে হত মহার্ঘ বেশভূষায়। অভাবগ্রস্ত অভিজাত যুবকগণের সাহায্য তাঁকে সর্বদাই রেখে চলতে হত। ঋণ নিয়ে অনেকেই তা পরিশোধ বিবেচনা করত না, পরিশোধ করতে এলেও ঋণীর কাছ থেকে আন্তেনিও সুদ কোনদিন নিতেন না।

স্যালারিও, ব্যাসিনিও, গ্রাসিয়ানো, লোরেঞ্জ প্রভৃতি অভিজাত যুবকরা সদাই ঘিরে থাকতেন আন্তেনিওকে। আন্তেনিওর অন্তঃকরণ যেমন উদার তেমনি আন্তনিওর অর্থের পরিমাণও প্রচুর—তাই উভয় কারণে সবাই আগ্রহান্বিত ছিল তাঁকে বন্ধুভাবে পাবার জন্য। স্নেহশীল আন্তেনিও সকলের সঙ্গেই সুমিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করতেন, কিন্তু তার সুস্পষ্ট পক্ষপাত লক্ষণীয় ছিল বন্ধু ব্যাসিনিওর ওপর।

এক সম্ভ্রান্ত বংশে, ব্যাসিনিও জন্মগ্রহণ করেন, অর্থসম্পদ তাঁর কিছু কম ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে আন্তেনিওর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। আন্তেনিও যতই ব্যয় করুক না কেন, বাণিজ্যকে তিনি কোন সময় অবহেলা চোখে দেখতেন না। তাঁর বাণিজ্য পোত সপ্ত সমুদ্র আলোড়ন করে ফিরত সর্বদা। তিনি নিজেও প্রভূত পরিশ্রম করতেন ব্যবসাকর্মের তত্ত্বাবধানের জন্য। কিন্তু ব্যাসিনিওর জীবন একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্ফূর্তি করা। নিদ্রার সময়টুকু ব্যতীত অন্য সময় তিনি আনন্দে মেতে থাকতেন, নৃত্যগীত, ভোজ। শিকার, জুয়াখেলা, সুরাপান—একটা না একটা ব্যসনে পিতৃপুরুষের কষ্টার্জিত অর্থ সর্বদাই তিনি দুহাতে উড়িয়ে ফেলতেন অন্তরঙ্গবন্ধুদের সঙ্গে। এইসব উৎসবে আন্তেনিও কখনো যোগ দিতে পারতেন না, কারণ বিলাসী হলেও তিনি কাজের মানুষ। কাজ নষ্ট করে আনান্দ উপভোগ করার ভেতরে কোন আনন্দের অর্থই তিনি খুঁজে পেতেন না।

যতো না আয় তার থেকে অপরিমিতি ব্যয় বেশি। ব্যাসিনিওর ভাণ্ডার ফুরোবে তা জানাই ছিল। দেখতে দেখতে একদিন তা পরিপূর্ণ শূন্য হয়ে গেল। তাতেও



তাঁর চৈতন্যের কোন পরিবর্তন এলো না। ঋণ করেও তিনি তাঁর ঠাঁট বজায় রেখে চলতে লাগলেন।

মফঃস্বলের জমিদারী, শহরের অতিরিক্ত ঘরবাড়ী, অপ্রয়োজনীয় জাহাজ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই একে একে বিক্রির পর্যায়ে চলে এলো। মহাজনের নিকট বন্ধকে আবদ্ধ হল। সবশেষে আণ্তেনিওর কাছে ঋণ।

শুধু ঋণের ওপর এই রাজসিক ব্যয় চিরদিন টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাসিনিওর অর্থকষ্ট মাঝে মাঝেই দেখা যেতে লাগল। একটা কিছু উপায় বার না করলেই নয়। হয় অর্থ পেতে হবে, নয়তো তার পরিবর্তে বাবুগিরি পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যাসিনিও সঙ্কটে পড়লেন। আন্তেনিও আর কতই ঋণ দেবেন? ব্যাসিনিওর লজ্জা হয় বন্ধুর কাছে হাত পাততে।

ব্যাসিনিও এখন সবসময় নিজের মনে চিন্তা করেন—কী উপায়ে ভাগ্য ফেরান যায়। বন্ধু সব সময় এক একজন সুখের পায়রা । তাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া বৃথা। প্রকৃত হিতৈষী বলতে একমাত্র আন্তেনিও। তিনি সর্বদাই বলে "তুমি না হয় মতলব স্থির কর বন্ধু! তোমার মতলব ঠিক ঠিক থাকলে, সেটা যাতে তুমি যথাযথ ভাবে অর্জন করতে পার সে বিষয়ে আমার দিক দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য আমি করব।" কিন্তু মতলব আর অভাগা ব্যাসিনিওর মাথায় আসে না।

অবশেষে এমন একদিন এলো যেদিন ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বেলমণ্ট গ্রামে একটি ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন ওখানকার জমিদার এবং সেই সঙ্গে একজন কোটিপতি লোক। এই ভদ্র ব্যক্তিটির সঙ্গে ব্যাসিনিও তাঁর গৃহে দুই-চারদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন।

এমন কি এক এক সময়ে ব্যাসিনিও তাঁর গৃহ দুই- চারদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন।

এই গতায়ু জমিদারের আপনজন বলতে সংসারে একমাত্র কন্যা পোর্সিয়া। পিতার অগাধ সম্পত্তির তিনি একমাত্র কন্যা উত্তরাধিকারিণী। তিনি এখনও অবিবাহিতা। তাঁর বরমাল্য যে ভাগ্যবান পুরুষ লাভ করবেন, তিনি হবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে অন্যতম। শুধু ধনের দিক দিয়ে নয়, রূপ গুণের দিক দিয়েও পোর্সিয়াকে দেখেছিলেন। নিদাঘ প্রভাতের মতো নির্মল পবিত্র তাঁর সৌন্দর্য। ব্যাসিনিও তা এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। এক একবার ব্যাসিনিওর মনে হয়—সে সময় পোর্সিয়ার অনুগ্রহ দৃষ্টি ব্যাসিনিওর উপর একটুখানি পড়েছিল বোধ হয়।

কিন্তু আজ পোর্সিয়ার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। অগাধ অর্থের, অতুল সম্পদের অধিকারিনী তিনি। এদিকে ব্যাসিনিও আজ কপর্দক শূন্য বললেও অত্যুক্তি হবে



না। দেনায় মাথার চুল বিক্রি হয়ে গেছে, অতি শীঘ্র সু-প্রচুর অর্থ হাতে না এলে মহাজনদের কাছে লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। কারাবাস হওয়াও খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, তা যদি হয় তবে সম্মানিত অভিজাত বংশের সন্তান ব্যাসিনিওর পক্ষে আত্মহত্যা করা ছাড়া, দ্বিতীয় কোন পথ থাকবে না।

একমাত্র পোর্সিয়াকে বিবাহ করতে পারলেই এ সঙ্কট কাটে। শুধু এ সঙ্কট থেকে উদ্ধারই নয়, জীবনে তাকে আর অর্থকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে না। অপার ভোগবিলাসে পরমানন্দে সে তার দিন অতিবাহিত করবে।

এ আশা কি একেবারেই দুরাশা? এক সময়ে পোর্সিয়া ব্যাসিনিওকে অনুগ্রহ করতেন বলেই মনে পড়ে। কিন্তু দিন এখন পাল্টে গেছে। তখন পোর্সিয়া নিদের অগাধ সম্পত্তি আর অতুল ঐশ্বর্যের মুখ দেখেনি তখনও। 'সেই সময় ব্যাসিনিও ছিলেন ধনী এবং সদাপ্রফুল্ল। এখন নিত্য অভাবে ব্যাসিনিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, প্রকৃতিও রুক্ষ হতে বাধ্য হয়েছে। পোর্সিয়ার চিত্তজয় করার মত আকর্ষণী শক্তি এখন কী আর ব্যাসিনিওর মধ্যে অক্ষুণ্ণ আছে?

কিন্তু পোর্সিয়া প্রজাপতি জাতীয়া নারী নয়। ব্যাসিনিও তাঁর প্রকৃতি ভালোভাবেই বোঝার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুশীলা নারী একবার যাকে ভালোবেসেছে তাকে আর প্রাণান্তেও ভুলতে পারে না। এমন যদি হয় যে সেদিন পোর্সিয়ার অন্তরে গভীরতা দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্যাসিনিও? তাহলে এতো শীঘ্র পোর্সিয়া তাঁকে কখনোই বুলে যেতে পারে না। সুতরাং একবার ভাগ্য পরীক্ষা করার দোষ নেই।

দোষ তো, নেই কিন্তু উপায় তেমন নেই। কোটিপতি কন্যার পাণি-প্রার্থনা করতে যে যাবে, তার অন্তত লক্ষপতির জাঁকজমককে যাওয়া খুবই প্রয়োজন। রাজা কোয়েন্টুয়া ভিখারিণী কুমারীকে বিবাহ করেন? এমন একটা প্রবাদ শোনা যায়। কিন্তু কোন রানি সিংহাসন থেকে নেমে এসে ভিখারীর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত কোন শাস্ত্রে বা ইতিহাসে বা উপকথাতেও স্থান পায়নি।

ব্যাসিনিও সাবধানে মনে মনে একটা হিসাব করতে বসেন। পোর্সিয়ার পাণি-প্রার্থীরূপে বেলমেণ্ট যদি যেতেই হয়, নিজের সাজপোষাকেরও দরকার আছে। ভৃত্য আবশ্যক অন্ততঃ দশ-বারোটি, তাদেরও পোষাক হওয়া প্রয়োজন জমকালো! তাছাড়া যান বাহন চাই, নগদ কিছু অর্থ সঙ্গে থাকা চাই—পাথেয় এবং পারিতোষিক বিতরণের জন্য। এসব ব্যয় সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করতে গেলে তিন হাজার দু'কাট স্বর্ণমুদ্রার কমে কোন মতেই সম্ভবপর নয়।

হিসাব কষে ব্যাসিনিও বিষণ্ণ মন নিয়ে বেশ কয়েকদিন নীরবে বসে কাটালেন। কোথায় পাওয়া যাবে তিন হাজার দ্যুকাট? তিন পয়সা যার সম্বল নেই সে এই



টাকার স্বপ্ন দেখে কী করে? তাছাড়া এই এতো টাকা ঋণ তাকে কে দিতে চাইবে? কিন্তু আশা একমাত্র মোহিনী। সে অনবরত উত্তেজিত হয়ে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাসিনিওকে।— দেখে না! একবার আন্তেনিওর কাছে এই প্রস্তাব রেখেই দেখ না! সত্যিই সে ভালো লোক। সে সত্যিই ভালোবাসে আমায়! তাঁর থেকে তুমি পেলেও পেতে পার তিন হাজার দ্যুকাট। ফেলে দেবে না? পোর্সিয়াকে বিবাহ করতে পারলে সেই দিনেই তুমি আন্তেনিওর ঋণ এবং পূর্বের সমস্ত ঋণ শোধ করে মুক্ত হস্ত হতে পারবে। অগত্যা ব্যাসিনিও আন্তোনিওর কাছে যেতে বাধ্য হলেন।

"বন্ধু! তোমার কাছে ঋণের অন্ত নেই আমার। অর্থের ঋণ, কৃতজ্ঞতার ঋণ দুটোই সমান। কোনদিন যে এসব শোধ করতে পারব এমন আশা আমি আর রাখিনা। কিন্তু এদিকে আমার অবস্থা যে কত শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে, তাও তো তুমি জান না। অবিলম্বে প্রচুর অর্থ আমার হাতে না এলে আমি প্রকাশ্যে অপমানিত হবো। মহাজনের নালিশে কারারুদ্ধ হলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। কাজেই যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা না নিলেই হয়। আর সে ব্যবস্থা তুমি ছাড়া অন্য কারো দ্বারা হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

আন্তেনিও বন্ধুর এই বিপন্ন অবস্থা দেখে অতিমাত্র কাতর না হয়ে পারলেন না। কীভাবে এ আসন্ন বিপদের নিরসন হতে পারে? কোন উপায়ই ব্যাসিনিওর মাথায় এসেছে কিনা, ব্যাকুল ভাবেই তা জানতে চাইলেন। ব্যাসিনিও তখন পোর্সিয়া ঘটিত ব্যাপারটা খুলে বললেন আন্তেনিওকে। পোর্সিয়া এককালে ব্যাসিনিওর প্রতি অনুরক্তির আভাস দিয়েছিলেন একথাও বন্ধুকে জানাতে ভুললেন না। এখন সেখানে পাণি-প্রার্থীরূপে উপস্থিত হতে হলে সবার আগে প্রয়োজন তিন হাজার দ্যু'কাট। তাও হিসাব করে বুঝিয়ে দিলেন আন্তেনিওকে। বিবাহটা হয়ে গেলে আন্তেনিওর প্রাপ্য সমস্ত টাকা যে তদ্দণ্ডেই পরিশোধ করে দেওয়া সম্ভবপর হবে, সে কথা জানাতেও দ্বিধা করলেন না।

সমস্ত কথা ধৈর্য্যসহকারে শুনলেন আন্তেনিও। তারপর অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন—"তুমি কি আমাকে চেনো না যে আজ এত করে দুঃখের কাঁদুনি গাইতে বসেছ? আমার হাতে যতক্ষণ একটি পয়সা থাকবে, তার আধ পয়সা তোমার প্রয়োজন সব সময়েই তা থাকবে। ঋণ হিসেবে তোমাকে আমি টাকা দিইনি। তা তুমি পরিশোধ করবে এখন আশাও আমি কোনদিন মনে জন্ম হতে দিইনি। পরিশোধ করতে এলেও আমি নেব না, যদি না সে সময়ে আমি নিজে অর্থাভাব বিষণ্নতার মুখ না দেখি।



"কিন্তু সে সব কথা এখন আলোচনা না করলেই ভাল। উপস্থিত তোমার মাথায় যে মতলবটা এসেছে তা নেহাৎ মন্দ নয়। প্রণয় দেবতার কৃপায় অনেক দুঃস্থ যুবকের দুঃখের হাত থেকে মুক্তি মিলেছে। পাত্র হিসাবে তুমি অবাঞ্ছনীয়, এমন কথাও কেউ বলার সাহস পাবে না। বিলাসী হলেও দুশ্চরিত্রও কখনও তোমায় বলা যায় না। উপরন্তু নিরক্ষের খাতায় নাম লেখালেও বংশমর্যাদায় তুমি ভিনিসের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে গণনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার ওপর তুমি বলছ যে, বেলমন্টে আতিথ্য গ্রহণের কালেও পোর্সিয়া তোমার ওপর কৃপাদৃষ্টি কিরণেও কার্পণ্য দেখায়নি তা যদি সত্যি হয় তবে তো সোনায় সোহাগা! যদি তা সত্য নাও হয় এত তাড়াতাড়ি হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ তোমার প্রার্থনা একেবারে অগ্রাহ্য করে দেওয়া কোন রমণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব তোমার যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। বহুক্ষেত্রেই জুয়াখেলায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তুমি উড়িয়েছো। এতে যদি তিন হাজার দু'কাটি লোকসানও হয় এমন কিছু বিরাট লোকসান তা হবে না। কিন্তু সমস্যা একটাই—ঐ তিন হাজার দু'ক্যাটি নেই। তোমারও নেই আমারও নেই!"

এই অপ্রত্যাশিত কথায় ব্যাসিনিও আকাশ হতে পড়েন। "নেই! সেকি হে! তোমার কাছেও নেই ? তোমার হাতে তিন হাজার দ্যু'কাটি নেই, এ আবার কোন কথার কথা? অন্য কোন লোক যদি একথা বলত আমি নিশ্চয়ই ভাবতাম তার আমাকে সাহায্য করার কোন ইচ্ছে নেই বলেই অর্থাভাবের দোহাই দেখাচ্ছে। তোমার সম্বন্ধে সে কথা মনে আনাও পাপ। আমি তোমাকে কতদিন ধরে দেখছি, আমার মতো ভালো করে কে আর তোমায় চেনে?"

"চেনো যখন, তখন বিশ্বাস কর আমার কথা। আমার হাতে তিন হাজার দ্যুকাট আপাতত নেই। আমি কী একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছি? তা নয় সম্পত্তি আছে বৈকি। গুদামভর্তি পণ্য দ্রব্য আছে, সমুদ্রে সমুদ্রে বিশাল সব জাহাজ বিচরণ করছে আমার! নিঃস্ব নই তবে উপস্থিত এই মুহূর্তে আমার হাতে নগদ কোন টাকা নেই। দু'মাস বাদে তুমি এসো, তিন হাজার কেন? ত্রিশ হাজার দ্যুকাট আমি অক্লেশেই তোমার হাতে তুলে দিতে পারব। কিন্তু আজ এমনই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে তিন হাজারের জায়গায় তিনশো দিতেও আমি অপারগ"। আন্তেনিওর এই কথা শুনে নৈরাশ্যপীড়িত ব্যাসিনিও বলে ওঠেন—"আরে দু'মাসের পরে কী আর পোর্সিয়ার বিবাহ হতে বাকী থাকবে? তুমি তো জানো না--পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ থেকে পাণিপ্রার্থীরা এসে হাজির হয়েছে বেলমন্টের প্রাসাদে। তাদের গুণেরও শেষ করা যায় না, তাদের মতেও নেপলসের রাজা আছেন। জার্মানির কাউন্ট প্যালাটাইন আছেন, ফরাসীদের একজন, ব্রিটেনের একজন, আবার স্কটল্যাণ্ডের



একজন জমিদারও উপস্থিত, মিশরদেশের এক প্রতিনিধি এসেছেন—গোটাকতক মমি উপহার নিয়ে! এই এতো সব প্রার্থীকে বাতিল করে এই দীর্ঘ দু'মাস পোর্সিয়া আইবুড়ি থাকবেন, এটা আশা করার মতো কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না।"

এতসব স্বনামধন্য পাণিপ্রার্থীর কথা শ্রবণ করে আন্তেনিও সত্যিই এবার ভয় পেয়ে যান। সত্যই তো! পোর্সিয়ার বিবাহ কালই স্থির হয়ে যেতে পারে। তাহলে ব্যাসিনিওর সমস্ত আশায় ছাই পড়বে! শেষকালে কী দেনার দায়ে আত্মহত্যা করবে তার এই বেচারী বন্ধু?

অগত্যা তাঁকে বলতেই হয়—"তুমি তাহলে এক কাজ কর বন্ধু। সন্ধান করে দেখ—তিন হাজার দ্যু'কাটি ধার কোথায় পাওয়া যায়। তোমাকে শুধু হাতে ধার কেউ দিতে রাজি হবে না, তাও আমি জানি। তুমি সবাইকে বলতে পার—আন্তেনিও জামিন থাকবে এই দেনার জন্য। আমার জামিনে তিন হাজার দ্যু'কাটি ঋণ পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না নিশ্চয়ই। তুমি খোঁজ খবর নাও। দু'মাসের মধ্যে আমার জাহাজগুলি ফেরত আসবে এরকম আশা আমি রাখি। এলেই বহু টাকা হাতে এসে যাবে, তখন তোমার এই ঋণ শোধ করে দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই শক্তের হবে না।"

ব্যাসিনিও বলেন, "আর ইতিমধ্যে যদি পোর্সিয়ার দয়া লাভ করতে পারি, তাহলে জাহাজ আসা পর্যন্ত আর কোন অপেক্ষাই বা করতে হবে কেন?"

হা হা করে হেসে উঠে আন্তেনিও বলেন—"সে তো বটেই! সে তো ভাল কথাই! আশা রাখি যে, তোমার জাহাজের প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু মন্দটাও মাথায় রাখা উচিত। ধরো যদি পোর্সিয়া তোমায় পছন্দ না করলেও তাহলেও তোমার ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই এই দেনার জন্য। দু'মাসের মধ্যে জাহাজ এসে যাবে, তুমি মহাজনের কাছে সময় চাইবে। তিন মাসের। ব্যাস, তাহলেই যথেষ্ট, তিন মাসের মধ্যে সুদে আসলে কড়া ক্রান্তি হিসাব করে শোধ করে দেব আমরা।"

"তোমার নাম করলে কেউ কী সুদ আর নেবে? তুমি নিজে কখনোও কারও কাছে সুদ নাও না!"—এই কথা বলে উঠলেন ব্যাসিনিও।

"খ্রীষ্টান মহাজনেরা কেউ নেবে না বলেই মনে করি। একে ধার দিয়ে তার সুদ নেওয়া বাইবেল নিষিদ্ধ, তাছাড়া ভিনিসের লোকের কাছে আমার একটা ব্যক্তিগত খ্যাতির আছে। তা তুমি দেখ। খ্রীষ্টানের কাছে না পাও যদি তাতেও ভয় পাবার কিছু নেই। কোনও ইহুদী যদি ঋণ দেয়, তাও আমরা নেব। যে কোনও সুদে ঋণ নেব। কারণ আমাদের অর্থের খুব প্রয়োজন। দরকারের সময় যে কোন শর্তেই রাজি হতে হয়।"



আন্তেনিওর মহত্ত্বে আজ আবার নতুন করে মুগ্ধ হয়ে ব্যাসিনিও ভিনিস শহরে ঋণের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লেন। ব্যাসিনিওকে দেখে ইতিপূর্বে যারা গৃহদ্বার বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভেতরে চুপ করে বসে থাকতে অভ্যস্ত ছিল, আন্তেনিওর নামের দোহাই শুনে তারাও ব্যাসিনিওকে খাতির করে বসাল এবং ঋণের প্রস্তাবটাও ভালো করে বুঝে নিল। কিন্তু ব্যাসিনিওর ভাগ্য নেহাৎই মন্দ। এসময়টা এমনই ছিল যে কোন খ্রীষ্টান বণিকের হাতে বাড়তি টাকা ছিল না। ভিনিসের ধনীরা সবাই প্রায় বণিক। আন্তেনিওর মতো সকলেরই জাহাজ এই সময়ে সমুদ্রে ঘুরে বাণিজ্য করে। আর মাস দুইয়ের মধ্যে সব জাহাজই বন্দরে ফিরবে। আন্তেনিওর নাম করলে সে সময় যে কোন লোকের কাছে যত খুশী অর্থ ঋণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত ঐ জাহাজগুলি ফিরে আসছে, সকলেরই অবস্থা আন্তেনিওর মত সাময়িকভাবে নিঃস্ব। নগদ তিন হাজার দ্যুকাট বার করে দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ব্যাসানিও হতাশ হয়ে পড়েন। মনে হল পোর্সিয়াকে বিবাহ করা ভাগ্যে বোধ হয় নেই। কোথায়ও নেই ভিনিস নগরে। দু'মাসের আগে কোথাও টাকা মিলবে না। অথচ তাই দু'মাস পোর্সিয়ার পাণিপ্রার্থীরা কেউই সাফল্য লাভ করবে না, এমন আশা বাতুল ভিন্ন অন্য কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়।

দ্বারে দ্বারে হতাশ হয়ে ব্যাসানিও একদিন অপরাহ্ণে গৃহে ফিরে আসেন, এমন সময় খাল ধার থেকে কে যেন তাকে ডেকে উঠল। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। এক লম্বা দাঁড়িওয়ালা ন্যুব্জ দেহ তির্যক বৃদ্ধ তাঁকেই ডাকছে। ব্যাসানিও চিনতে পারলেন লোকটাকে—ও আর কেউ নয় ইহুদী শাইলক। প্যালেস্টাইনের আদিবাসীদের নাম হল ইহুদী। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচারের পূর্ব প্যালেস্টাইনে প্রচলিত ছিল ইহুদীধর্ম। এই ধর্মের পুরোহিতদেরই প্ররোচনায় রোমক শাসকেরা যীশুখ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ইহুদীদের কাজ ছিল টাকা-পয়সার লেনদেন করা। ইউরোপের সমস্ত দেশ সমস্ত নগরেই তাদের নাম এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরে অসীম প্রভাব বিস্তার করে আছে। ওরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার বড় একটা ধারে না। অভাবগ্রস্তকে টাকা ধার দিয়ে চড়া হারে সুদ আদায় করত। এই সুদখোরদের ভেতরে শাইলকদের মত নির্মম সুদখোর সারা ভিনিস নগরে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। এমনকি, অন্য ইহুদীরাও পর্যন্ত শাইলকের নিন্দা করতেও ছাড়ত না—তার এই রাগ অমানুষিক অর্থলালসার জন্যে।

এই শাইলক হঠাৎ ব্যাসানিওকে ডাকছিলেন কেন?

ডাকবার কারণ ছিল বৈকি।



ভিনিসের বণিকদের টাকা-পয়সা লেনদেনের স্থান হল রিয়ালতো। এটা হল বড় খালের উপরকার একটা সুপ্রশস্ত পুল। এই পুলের ওপর মিলিত হয়ে ভিনিসের আর্থিক সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনায় রত থাকতেন বণিকরা। শাইলকের ওপর শ্রেষ্ঠীদের বিতৃষ্ণা যতই প্রবল হোক না কেন, তার প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ নয়। নিষেধ করার অধিকার তো যতই প্রবল হোক না কেন, তার প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ নয়। নিষেধ করার অধিকার তো কারও নেই। এই রিয়ালতোর আলোচনা থেকে শাইলক জানতে পেরেছে যে, ব্যাসানিও আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন তিন হাজার দ্যু'কাটি ঋণের জন্য এবং একথাও লোকের মুখে মুখে প্রচার হতে বাকী নেই যে এর জন্য সম্মানিত আন্তেনিও এই ঋণের জামিন হতে রাজী আছেন।

শাইলক ব্যাসানিওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—"কী খবর, বলুন ব্যাসানিও।"

শাইলকের উপর ঘৃণা অন্য কারো চাইতে ব্যাসানিও তিরস্কার করতে ছাড়তেন না ইহুদিকে। কিন্তু এখন হঠাৎ ইহুদীকে সামনে দেখে তাঁর হতাশ অন্তরে একটু ক্ষীণ আলো দেখা দিল। হোক ইহুদি, শাইলকও তো টাকা ধার দিয়ে থাকে। আন্তেনিও তো বলেইছেন—খ্রীষ্টানের কাছে অর্থ না পেলে, ইহুদীদের কাছে চেষ্টা করাতে তাঁর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। শাইলক যখন নিজেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন, প্রস্তাবটা তার কাছে করে দেখতে দোষের কিছু নেই।

সরল হৃদয় ব্যাসানিও একথা মনেই আনতে পারলেন না যে, শাইলক তাঁর প্রয়োজনের কথা আগে থাকতে জানতে পেরেছেন, শুধু তাই নয় আন্তেনিও যে এর ভেতর জড়িয়ে আছেন এখবর সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই ধূর্ত শাইলকের আজ এখানে আগমন।

ডেকে থামিয়েছে শাইলক আজ ব্যাসানিওকে, কিন্তু নিজের মুখে একবারও প্রকাশ করেনি শাইলক, কারণ যার প্রয়োজন প্রস্তাব তার মুখ থেকেই সর্বপ্রথম আসা উচিত।

ব্যাসানিও এত বুঝালেন না, তিনি সহজে শাইলকের পাতা ফাঁদে পা দিতে বিলম্ব করলেন না। তিনি হাসিমুখে বলেন—"এই যে শাইলক! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, খুবই ভালো হল। শহরের মহাজনদের তুমি তো একজন শ্রেষ্ঠ লোক। তা দেখ, তিন হাজার দ্যুকাট তুমি আমায় ধার হিসাবে দিতে পার? বেশী দিনের জন্য নয়, মাত্র তিন মাস। আন্তেনিও এর জন্য জামিন হবেন আর, তুমি যা সুদ চাইবে তাও তিনি দেবেন।"

শাইলক আকাশ থেকে পড়লেন, "টাকা? আন্তেনিও ? কেন? তিনি জামিন না হয়ে তিনি তো নিজেই টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন। তাঁর আবার টাকার অভাব!



হেঃ হেঃ তিনি চাইলে আমার সঙ্গে পাঁচটা সুদখোর ইহুদীকে কিনে ফেলার ক্ষমতা রাখেন।"

ব্যাসানিও বলেন—"তা অবশ্যই পারেন। কিন্তু উপস্থিত একটু অসুবিধার সম্মুখীণ হয়েছেন তিনি। জাহাজগুলো ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর হাতে নগদ টাকার আমদানি নেই। অথচ আমার এখনই তিন হাজার দ্যু'কাট পেলেই নয়। এ অবস্থায় বলি, তুমি এ টাকাটা দিয়ে আমায় সাহায্য করতে পার?"

শাইলক ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ জিনিসটা সে মাথাতেই আনতে পারছে না। মাত্র তিন মাসের জন্য? আবার আন্তেনিও জামিন? যে কোনও সুদ? তাইত...."কত টাকা বললেন আপনি? তিন হাজার দ্যুকাট? অনেকগুলো টাকা কিন্তু!"

"কিন্তু আন্তেনিও নিজে যখন জামিন"—বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন ব্যাসানিও!

"ঠিক! ঠিক!" শাইলক বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"আন্তেনিও জামিন আছেন। তিনি লোক হিসেবেও মন্দ নন।"

শাইলকের বলার ধরনে ব্যাসিনিও ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। না দেয় টাকা না দিন, কিন্তু ওর মতো ঘৃণ্য নরপিশাচের মুখ থেকে আন্তেনিও সম্বন্ধে বিদ্রূপ বা সমালোচনান তিনি শুনতে রাজী নন। তাই তিনি বলে ওঠেন—"আন্তেনিও যে লোক ভালো তা কী ভিনিস সুদ্ধ লোক জানে না? তোমার কী সন্দেহ আছে ওতে?"

জিভ কেটে সঙ্গে সঙ্গে শাইলক বলে—"আরে না, না মশাই! আন্তেনিও সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকবে কেন? তবে কী জানেন, উনি লোক ভালো—একথার অর্থ আপনার বোধগম্য হয়নি। 'ভাল' লোক আমরা তাকেই বলি, যার অবস্থা ভালই। তা আমি যতদূর জানি—আন্তেনিওর অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয়, যাতে তাঁকে তিন হাজার দু'কাট ধার দেওয়া চলে না।"

শাইলক কথার সুরে ব্যাসিনিও বারুদের মতো জ্বলে ওঠেন।........."মাত্র তিন হাজার? তাঁর এক-একখানা জাহাজে মাল থাকে ত্রিশ হাজার দ্যুকাট, তা অজানা নয় নিশ্চয়ই?"

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে শাইলক বলে ওঠে—"তা থাকতে পারে। কিন্তু কথা কি জানেন—জাহাজ তো কাঠ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তৈরী নয়। কাঠের জাহাজ সমুদ্রে মারা যায় কখনো কখনো তা অবশ্যই শুনে থাকবেন। চড়ায় বেঁধে অচল হতে পারে, গোরা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে তলা ফেঁসে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক নয়, আগুন লেগে পুড়ে যেতে পারে, ঝড়ে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা, কোন কিছুমাত্র আটক নেই। তার ওপর আবার জলদস্যুদের উৎপাত! না না। যার বেশী সাহস,



সেই নগদ টাকা নিয়ে মাল কিনে জাহাজে চড়িয়ে সমুদ্রে পাঠাক, শাইলকের অতো সাহস নেই বুকে। তা কী যেন বলছিলেন আপনি? এক হাজার দ্যুকাট আপনি ধার চান?"

"এক নয় তিন হাজার!"—ব্যস্তভাবে বলে ব্যাসানিও "তিন হাজার দ্যুকাট, তিন মাসের জন্য"।

"বলেন কি? মাত্র তিন মাস? আমি তো ভেবেছিলাম এক বৎসর। এক বৎসরের মেয়াদ ধরে দেওয়াই রীতি কিনা! তা যাই হোক, আমি না হয় তিনমাসের কথা ভেবেই দেব। আর সব জাহাজ সমুদ্রে ঘুরছে যদিও আন্তেনিওর, তবু আমি আন্তেনিওর জামিনেই ধার দিতে রাজী আছি। কিন্তু কথাটা কী জানেন—আমি একবার স্বয়ং আন্তেনিওর সঙ্গে দেখা করতে চাই, ব্যাসানিও মহাশয়! তার কোন সুবিধা হতে পারে কি?"

মেঘ না চাইতেই জল! এই সময় অদূরে খালের ধারে আন্তেনিওকে দেখা গেল। ব্যাসানিও তাকে এই সময়ে হঠাৎ এখানে দেখতে পেয়ে এই ব্যাপারটাকে দৈব যোগাযোগ বলেই বিবেচনা করলেন এবং অচিরেই কার্যোদ্ধারের আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। শাইলক কিন্তু আন্তেনিকে দেখেও না দেখার ভান করল। সে যেন আপনমনে প্রার্থিত ঋণের সম্বন্ধেই চিন্তায় মগ্ন, এমনভাবেই সে প্রকাশ করতে লাগল।

আন্তেনিও নিকটে এসেই ব্যাসানিওকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোনদিকে কোন আশার আলোক দেখতে পাওয়া গেছে কিনা। ব্যাসানিও জনান্তিকে বন্ধুকে জানান যে, শাইলকের সঙ্গে এইমাত্র আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল এবং তাতে শাইলকও স্বীকৃত আছে বলেই মনে হয়। তখন আন্তেনিও শাইলককে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন—"কী হে শাইলক। আমাদের এই উপকারটা তুমি করবে নাকি?"

শাইলক সুপ্তোত্থিতের মতো আন্তেনিওর দিকে তাকায়। " এক বৎসরের জন্য এক হাজার দ্যুকাট না?" ব্যাসানিওই জবাব দেন—"না না, তিন মাসের জন্য তিন হাজার দ্যুকাট। এই আন্তেনিও জামিন হবেন, একথা দশবার আমি তোমায় বলেছি। তুমি একটু আগেই বলছিলে যে, একবার আন্তোনিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ভালো হত। এই তো তিনি এসে পড়েছেন। তোমার কী জিজ্ঞাসা করার আছে কর।"

ব্যাসিনিওর কথা কি শাইলকের কানেই প্রবেশ করল না? সে আপন মনে বিড় বিড় করে যেন কী বলছিল! ব্যাসানিও স্পষ্ট শুনতে পেলেন—শাইলক বলছে—"কুত্তা! কুত্তা! আমি কুত্তা! কুত্তার কী টাকা থাকে? কুত্তারা কী তিন হাজার দ্যু'কাট ধার দিতে পারে? তিনমাস তো চুলায় যাক, এক ঘণ্টার জন্যও পারে



না। অথচ এই মহামান্য অভিজাত খ্রীষ্টান মহোদয়রা এসে এই কুত্তার কাছেই—”

ব্যাসানিও ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন—“কী বলছ হে তুমি?”

“বলছি যে আমি তো একটা কুত্তা। ঐ মহামান্য আন্তোনিও হাজার বার আমায় কুত্তা বলে গালাগালি দিয়েছেন। প্রকাশ্য স্থানে হাজার লোকের সম্মুখে সে এই কাজ করেছে। আমি জানি না আমার কী অপরাধ। তিনি বলেছেন—টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া হল কুত্তার কাজ। আমি বলি—আমার টাকা আমি অকারণে ধার দিতে যাব কেন? লোকের উপকারের জন্যে? বেশ তো, আমি যখন লোকের উপকার করতে যাচ্ছি, তখন লোকেরও তো উচিত আমার যৎকিঞ্চিৎ উপকার করা! বিনামূল্যে কারও কাছে কিছু নেওয়া কি অনুচিত নয়? তুমি উপকার চাইছ, বেশ, তাহলে তার দাম দাও। সেই দামই হল সুদ, দাম না দিয়ে রুটি কেনা যায় না, মাংস কেনা যায় না, ঋণ কেনা যাবে কেন? অথচ রুটি বেছে যারা পয়সা নেয়, মাংস বেচে যারা পয়সা নেয়, আন্তোনিওর মত মহানুভব লোক তাদের তো কুত্তা বলেন না!”

আন্তোনিও রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। “আমি তোমায় কুত্তা বলেছি, এ কথা ঠিক। রুটি বেচে পয়সা নেওয়া আর টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া এক কথা নয়। আর তোমার সুদের পেষণও বড় সামান্য নয়। ওর চাপে পড়ে কত লোককে পথের ফকির হয়ে যেতে দেখেছি আমি। আমি নিজে কখনও সুদ নিই না, সুদখোর মাত্রকেই ঘৃণা করে থাকি আমি। আমায় সমস্ত সুদখোরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি তোমাকে। তাই তোমাকে কুত্তা বলে থাকি, এবং চিরদিনই বলব। আজ অবস্থার গতিতে তোমার কাছে তিন হাজার দ্যু'কাট ধার চাইছি বলে মনে করো না অতঃপর আমি তোমাকে অন্য ব্যবহারে আপ্যায়িত করব।”

শাইলক কুটিল হাসি হেসে প্রশ্ন করে—“তুমি তবু আমার কাছ থেকে অর্থ ঋণ পাওয়ার প্রত্যাশা করছ?” “কেন করব না?” আন্তোনিও বলেন— “করব না কেন? ঐ তো তোমার পেশা। তোমার কাছে ধার করলে তো তোমার উপকারই করা হবে! কেউ যদি টাকা না দেয়, তুমি সুদই বা পাবে কোথায়? আর সুদ না পেলে তুমি যে দুদিনে শুকিয়ে উঠবে। অভাবে নয় মনস্তাপে শুকিয়ে উঠবে। আমি সুদ দিয়ে টাকা নেব, তুমি দেবে না কেন? সুদ দেব, সঙ্গে সঙ্গে কুত্তা বলে গালি দেব। হাসিমুখে ধার দেবে তুমি। বল কত সুদ তুমি চাও। এত চড়া সুদ আমি দিতেও রাজী আছি, যা তুমি আজ পর্যন্ত কোনদিন কারো কাছে পাওনি। চড়া সুদ কী জন্য দেব, তাও বলে রাখি। তাতে আমি রিয়ালতোর উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে পারব—'দেখ সবাই—ঐ কুত্তা শাইলক আমার কাছ থেকে এরকম



অদ্ভুত রকম চড়া সুদ আদায় করেছে। আমি ধার নিতে এসেছি বলে যে তোমাকে বন্ধু বলে বিবেচনা করছি, তা তুমি স্বপ্নেও ভেবো না। আর তুমিও বন্ধু মনে করে আমায় ধার দিও না। মনে কর তোমার পরম শত্রুকে ধার দিচ্ছ, তাকে বিপদে ফেলার একটা সুযোগ পাবে এই আশায়।"

পরে আন্তোনিও গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, "কিন্তু তোমার সিদ্ধান্তটা তো বুঝতে পারা গেল না! তুমি টাকা দেবে কিনা সেটা খুলে বল এই বার!"

"টাকা দেব না কেন?" গম্ভীর মনস্তাপের ছায়া ফুটিয়ে তুলে শাইলক বলে ওঠে—"টাকা দেব না কেন? তোমাদের দরকার যখন, আমিই দেব। আমার নিয়ম হচ্ছে— বিনা সুদে টাকা না দেওয়া, তোমাদের ইচ্ছে সুদ না নেওয়া। বেশ তোমাদের নিয়ম অনুসারেই হবে। আমি এক পয়সাও সুদ নেব না। তাতেও যদি তোমাদের বন্ধুত্বের কিছুটাও আমি লাভ করতে পারি, সেটাই বিবেচনা করব পরম লাভ।"

শাইলকের কথাটা আন্তোনিও প্রথমেই বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না। তবে কি এতদিন তিনি শাইলক সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা অন্তরে পোষণ করে রেখেছিলেন? তবে কী সত্যিই ও লোক খারাপ নয়? বেশ, ফলেন পরিচয়তে! লোক যদি সত্যিই ভালো হয়, তা সহজেই বোঝা যাবে এই ঋণের ব্যাপারটাতে।

শাইলক বলে ওঠে—"বেশ শুভস্য শীঘ্রং। আমার নিজের কাছে অবশ্য অত টাকা এখন নেই। কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি নাই। আমার এক আত্মীয় আছে— তুব্যাল নাম তার। আমার যেটা অকুলান আছে, ওর কাছ থেকে আমি নিয়ে নেব ঠিকই। আমি তার বাড়ী থেকে অর্থ নিয়ে আসি। ইতিমধ্যে তোমরা উকিল বাড়ীতে গিয়ে একটা দলিলে লেখাপড়ার কাজটা সেরে ফেল। সুদ-টুদ কিছু নয়, কেবল লেখা থাকবে—অর্থাৎ শুধু একটা তামাসা ছাড়া আর কিছু নয় বন্ধু—দলিলে একটা কথা তোমরা লিখে দিও শুধু—তিন মাসের মধ্যে যদি টাকাটা পরিশোধ না হয়— অর্থাৎ আন্তোনিওর কাছ থেকেই আমি নেব—ব্যাসানিওকে অকারণে আর কেন জড়াব এর ভেতর—যে জামিনদার, প্রকৃতপক্ষে দেনাদারও সে-ই তা দলিলটা আন্তোনিওই দেবেন, আর সুদের পরিবর্তে একটা শর্ত স্রেফ তামাসার জন্য ওই রকম লেখা হবে যে—"

অসহিষ্ণুভাবে আন্তোনিও বলে ওঠেন—"কি লেখা হবে, সেটাই বল না বাপু! তোমার প্যাঁচালো ভূমিকা শুনে সন্দেহ যে আরও ঘনীভূত হচ্ছে।"

"না, না, সন্দেহ করো না ভাই, সন্দেহ করলেই কাজ পণ্ড হয়ে যায়। যে শর্তটা দলিলে লিখতে হবে, সেটা আর কিছু নয়, এই কথা লিখে দিও যে, নির্দিষ্ট দিনে দেনা শোধ না হলে আমি আন্তোনিওর দেহের যেখান থেকে খুশি এক পাউণ্ড মাংস কেটে



নিতে পারবো। হাঃ হাঃ হাঃ! ইহুদী পিশাচ বলেই যখন তোমাদের ধারণা, তখন পৈশাচিক রকমের একটা শর্তই দলিলে রাখা যাক!"

ব্যাসানিও চমকে ওঠেন! "না, না, এরকম শর্ত দলিলে কিছুতেই লেখা হতে পারে না। আমি কখনোই আন্তোনিওকে এরকম দলিলে সই করতে দেব না।"

শাইলক খুব ক্ষুব্ধ হল,—"তার মানে? আমি কি সত্যিই তোমার বন্ধুর মাংস কেটে নিতে যাচ্ছি নাকি? নিয়ে আমার লাভ কি হবে শুনি? ভেড়া বা শূকরের মাংস হলে তবু খাওয়া যেত। মানুষের মাংস কুকুরকে দিলেও সেও মুখ ফিরিয়ে নেবে। যাক্ যাক্ আমি পরিহাসের ছলে তোমাদের মনোভাব পরীক্ষা চাইছিলাম। দেখছি বিনা সুদে টাকা ধার দিতে স্বীকার করেও আমি তোমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা আর অবিশ্বাস দূর করতে পারিনি। তা বেশ! তোমরা যখন আমায় বিশ্বাস কর না, তখন আমার সঙ্গে তোমাদের কারবার করার প্রয়োজনটাই বা কী?"

এই বলে শাইলক নিজের গৃহে যাবার জন্য পথ ধরার উপক্রম করল। আন্তোনিও তাকে ডেকে ফেরালেন। শাইলকের কথা শুনে তিনিও কম বিস্মিত হননি, কিন্তু ভয় পাবার পাত্র নন। শাইলক যদি সুবিধা পায় তবে গায়ের মাংস কেটে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না, এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূলই রয়েছে। কিন্তু তবু তিনি ভয় না পেয়ে ব্যাসানিওকে বোঝান—"ওতে আর ভয় কী? ও লোকটা অবশ্য অভিসন্ধি নিয়ে ঐ রকম অদ্ভুত শর্ত আরোপ করতে চাইছে। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যাবার নয়। দুমাসের মধ্যে আমার অধিকাংশ জাহাজ বন্দরে এসে যাবে। অথচ দলিলে মেয়াদ থাকবে মাত্র তিনমাস। পুরো একটা মাস আমাদের হাতে থাকবে। ওর মধ্যে জাহাজের মাল বেচে তিন হাজার তো সামান্য কথা, লক্ষ দ্যুকাট আমি হস্তগত করতে পারব। তুমি এতো কিছু ভেবো না বন্ধু!" ব্যাসানিওর দ্বিধা এবং আপত্তি সত্ত্বেও শাইলককে বলেছেন—তার কথিত শর্তেই তিনি টাকা ধার করতে রাজী আছেন অতঃপর দুই বন্ধু তাঁদের উকিলের কাছে চলে গেলেন দলিল লেখাতে। কথা রইল—তিন হাজার দ্যুকাট সঙ্গে নিয়ে একটু পরেই শাইলক সেই উকিলের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবে এবং অর্থ গুণে দিয়ে দলিল নিয়ে আসবে।

বাড়ীর দিকে যেতে যেতে শাইলক নিজের মনে মনে বলল—"কে কুত্তা—এবার তা দেখা যাবে। যত অপমান করেছ, এবার তা কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলব!"

॥ দুই ॥

ব্যাসানিও শাইলকের কাছে টাকা পেয়ে পরমানন্দে বেলমণ্ট যাত্রার আয়োজনে লেগে পড়লেন। নিজের জন্য সৌখিন বেশভূষা তৈরী করালেন। সুদর্শন নতুন



চাকর খানসামা খুঁজে আনা, নানা কাজে তাঁর আর তিলার্ধ সময় নেই। এই সময়ে কেদিন পথে তাকে এসে ধরল ল্যান্সলট নাম একজন যুবক। লোকটির চেহারা ভাল, চটপটে কথাবার্তা, একটু রসিক এবং অতি মাত্রায় চঞ্চল। সে পূর্বে শাইলকের ভৃত্য ছিল। কিন্তু সেখানে তার মন টিকল না, ব্যাসানিও যদি তাকে একটা চাকরি ব্যবস্থা করে দেন তবে সানন্দে ল্যান্সলট আজ থেকেই তাঁর কাজে বহাল হয়ে যেতে পারে।

—ঠিক এই রকম ধরনের লোকই ব্যাসানিও চাইছেন এই মুহূর্তে। কাজেই ল্যান্সলটকে চাকরি দিতে তার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তবু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বাপু হে! শাইলক হলেন ধনী লোক, আমি নিতান্তই গরীব। একটা কথা তোমার ভেবে নেওয়া উচিত—ওখান থেকে এসে আমার কাজে কী তোমার মন বসবে?ল্যান্সলট সঙ্গে সঙ্গে জানায় যে, শাইলকের গৃহে বাস করা তার পক্ষে মোটেই আর সম্ভবপর নয়। শাইলক তার নিজের কন্যার ওপর যে রকম কঠোর ব্যবহার করেছেন আজকাল, ভৃত্ত হয়েও ল্যান্সলট তা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে একেবারেই রাজী নয়। বিশেষভাবে ঐ কারণেই সে ওই স্থান আজ ত্যাগ করতে চায়।

ব্যাসানিও শেষপর্যন্ত ওকে চাকরি দিলেন, অন্য ভৃত্যদের তুলনায় তাব জন্য জমকালো পোশাকের ব্যবস্থাও করে দিলেন। ল্যান্সলট বিদায় নিতে গেল শাইলকের কাছে। শাইলকও এই খ্রীষ্টানকে বাড়ী থেকে বিদায় করতে পারলে বেঁচে যায়। আজকাল এদের উৎপাত এতটাই বেড়ে গেছে যে, যার জন্য পারিবারিক শান্তি পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে।

লোরেঞ্জো নামে এক খ্রীষ্টান যুবক যাতায়াত করতে শুরু করেছে তার বাড়ীতে। উদ্দেশ্য—শাইলকের কন্যা জেসিকার সঙ্গে আলাপ করা। জেসিকা তরুণী, সুন্দরী, এবং সেই সঙ্গে অন্তরে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি যথেষ্ঠ অনুরাগিনী। চেষ্টায় আছে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে লোরেঞ্জোর সঙ্গে চলে যাবার জন্য।

ব্যাসানিওর বেলমণ্ট যাত্রার দিন ক্রমে এগিয়ে এল। আর একজন সঙ্গীও সে পেয়ে গেল। ইনি হলেন গ্রাসিয়ানো। ব্যাসানিওর বহু বন্ধুর মধ্যে অন্যতম। এঁর কী রকম একটা আগ্রহ জন্মাল—বেলমণ্টের সঙ্গে এর নিজের ভবিষ্যৎ জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত রয়েছে।

গ্রাসিয়ানোকে সঙ্গে নিতে ব্যাসানিওর আপত্তির কোন কারণ নেই, তবে একটা বিষয়ে গ্রাসিয়ানোকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন ব্যাসানিও।......"জানো তো বন্ধু, তোমার রসিকতা বড়ই হালকা। তুমি যদি সেখানে গিয়েও তোমার রসনা সংযত না করে চল, তাহলে তোমার সহচর হিসাবে আমিও



ঐ সঙ্গে খেলো হয়ে পড়বো খানিকটা। এতে পোর্সিয়ার বিচারে আমার বিবাহ প্রস্তাবটাই তুচ্ছ বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।"

গ্রাসিয়ানো এই সতর্কবাণী শ্রবণ করে জিভ কামড়ে পড়লেন একথার জন্য। "বল কি বন্ধু! তোমার বিবাহ প্রস্তাবের কোন ক্ষতি হয় এমন কাজ কি কখনও আমার দ্বারা সম্ভব? তুমি দেখবে বেলমেণ্টে পৌঁছেই আমি একেবারে লাগাম টিপে ধরে রাখব জিভের উপরে । একটিও বেফাঁস কথা বেরুবে না সেখান থেকে।" অবশেষে একদিন সকালবেলা ব্যাসানিও যাত্রা শুরু করলেন বেলমণ্টের দিকে।

* * *

বেলমেণ্ট প্রাসাদে তখন পোর্সিয়ার পাণি গ্রহণের জন্য সম্মানিত অতিথিরা দলে দলে এসে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করছেন। কেউ নড়তেই চান না, একজন যদি বা বিশেষ প্রয়োজনে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জায়গায় এক বা একাধিক পাণিপ্রার্থী অন্য দেশ থেকে এসে পোর্সিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করবেন। পোর্সিয়া কারও প্রতি অ-সৌজন্য প্রকাশ করতে একবারেই ইচ্ছুক নন, কিন্তু তাঁর ধৈর্য্যের আর বাঁধ মানে না। এরা কেউ সাহস করে পরীক্ষা দিতেও রাজী হবে না। অথচ এদের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে নিজের বিবাহ ব্যাপারে পোর্সিয়ার নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নেই। তাঁর স্বর্গত পিতা তিনটে বাক্স রেখে গেছেন। একটা সোনার, একটা রূপার, একটি সীসার তৈরী। যে কোনও পাণিপ্রার্থী আসুক, তাকে এই তিনটে বাক্সের সম্মুখে হাজির হতে হবে। আগন্তুক নিজের পছন্দ মতো যে কোন একটা বাক্সে হাত রাখবেন। তখন সেই বাক্সটি খোলা হবে। তার ভিতরে থাকবে প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর। সে উত্তর যদি সম্মতিসূচক হয় তবে তাঁর সঙ্গে পোর্সিয়ার বিবাহ হতে পারবে না, আর যদি উত্তর সম্মতিসূচক হয় তবে পোর্সিয়া সেই প্রার্থীকে বরমাল্য দিতে বাধ্য হবেন। পোর্সিয়ার পছন্দের বা অপছন্দের কোন মূল্য দিয়ে যাননি তাঁর পিতা। বাক্সের লটারীর উপরেই ভাগ্য নির্ধারণের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে গেছেন।

এ সমস্ত কিছু জেনেও পাণিপ্রার্থীরা ঠায় বসে আছেন বেলমেণ্টে। তাঁরা না দেবেন পরীক্ষা, না যাবেন প্রাসাদ ছেড়ে। ফলে পোর্সিয়ার সহচরী নেরিসা তাঁদের কথা নিয়ে বিদ্রূপ শুরু করছে আজকাল।

সেদিন সে কর্ত্রীকে কথায় কথায় বলছিল—"ঠাকুরাণি! লটারির ঐ ঝামেলা যদি না থাকত, ইচ্ছামত পতিনির্বাচনের স্বাধীনতা যদি আপনার থাকত, তাহলে কার গলায় মালা দিতেন আপনি? নেপলসের রাজার?"

পোর্সিয়া কুন্দ দন্তে অধর চেপে রেখে হাসি গোপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু চোখের কোণ থেকে হাসির বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়তে লাগল । তিনি তরল কণ্ঠে উত্তর



দিলেন—"তা আর না দিয়ে পারি? অমন পাত্র আর পাব কোথায়? ঘোড়া আর ঘোড়া! নেপলসের রাজাটি দুনিয়ার ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই জানেন না। ওঁর সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় হল এই যে, নিজের হাতে উনি ঘোড়ার পায়ে নাল পরাতে পারেন। কোন নারীর বদলে জুৎসই দেখে একটি অশ্বিনীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে ওর সুখ সম্ভাবনা বেশী!"

নেরিসা খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসি আর থামতেই চায় না তার। অবশেষে অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে সে বলে—"বেশ, নেপলসের রাজা যদি না হয় জার্মানির প্যালাতিন কাউণ্ট? তাঁর সম্বন্ধে আপত্তি কিছু হতে পারে না আপনার?"

"তা কী আর পারে?" পোর্সিয়া দারুণ বিরক্তিভরে উত্তর দেন—"তা কি আর আপত্তি হতে পারে? রাজ্যের অসন্তোষ যেন এসে ওর মাথাতেই বাসা বেঁধেছে। কপালে সর্বক্ষণ একটা না একটা ভ্রূকুটি লেগেই আছে। এই তরুণ বয়সেই যার মেজাজ এমন রুক্ষ, বুড়ো বয়সে সে তো হিরাক্লিতাস হয়ে উঠবে একটি—তাতে কোন ভুল নেই! হিরাক্লিতাসের কথা জানিস তো? সেই যে ক্রোধী দার্শনিক, মুখে হাসি ফুটতে দেওয়াকে যিনি অমার্জনীয় মহাপাপ বলে মনে করেন!"

"তাহলে প্যালাতিন কাউণ্টও বাতিলের তালিকায়?" কৃত্রিম দুশ্চিন্তার ভান করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নেরিসা।

"বাতিল বলে বাতিল? আমি বরং মড়ার মাথাকে বিয়ে করব, তবু ঐ কাউণ্ট প্যালাতিনকে কখনোই নয়।" দৃঢ়স্বরে জবাব দেয় পোর্সিয়া।

নেরিসা আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। "হয়েছে! আপনার মনোমত সে কে এবার আমি তা বুঝতে পেরেছি। ঐ ফরাসী ভদ্রলোকটি নয়? মসিয়ঁ লী-বন?"

পোর্সিয়ার অধর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে দারুণ বিতৃষ্ণায়। "মসিয়ঁ লী-বন? হ্যাঁ, তাঁকে না বলার কোন উপায় নেই কারণ স্বয়ং ভগবান যখন তাঁকে মানুষের আকারে এই ধরণীতে পাঠিয়েছেন। লোককে বিদ্রূপ করা খুবই অনুচিত তা মানতেই হয়। কিন্তু ওরকম লোকের সম্বন্ধে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলা খুবই শক্ত। বানরের মতোই অনুকরণপ্রিয় ঐ লোকটি। যাকে যা করতে হবে তাকে তাইতেই নকল করা ওর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাখী গাইছে, লী-বন মহাশয় আর রাগিনী না ধরে পারলেন না। ছাগলছানা রাস্তায় লাফাচ্ছে?—ঘরের মধ্যে লী-বনের নাচ শুরু হয়ে গেল। নেপলসের রাজার চাইতে ঘোড়ার অনুরাগী, কাউণ্ট প্যালাতিনের চাইতেও ভ্রূভঙ্গবিলাসী, দুনিয়ার এক আজব চীজ ঐ লী-বন। আর হাতে যখন কোন কাজ থাকে না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে অসিযুদ্ধে রত



থাকে। ওর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। পালাক্রমে কখনো হচ্ছে জ্যাকের মত, কখনো ডিকের মত, কখনও জন বা হ্যারিস বা ডেভিডের মত—যতসব অনাসৃষ্টি!"

নেরিসা হতাশভাবে প্রস্তাব করে—"তাহলে অগত্যা ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকটি! ঐ যে ফকনব্রিজ মহাশয়!"

ঘাড় নেড়ে পোর্সিয়া বলেন—"জানি না বাপু! উনি না জানেন ফরাসী, না জানেন ল্যাটিন, না জানেন ইতালীর ভাষা। এদিকে আমি ইংরেজী বুঝি নে। কিন্তু ভাষার অসুবিধার কথা যদি অগ্রাহ্য করা যায়, তাহলে বলতে হবে লোকটি ছবির মত সুন্দর। হ্যাঁ ছবির মতোই সুন্দর তা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

নেরিসা বিজয়গর্বে হেসে বলে—"তাহলে? পথে আসুন এইবার!"

"তাহলে?" পোর্সিয়া বিরক্তিকণ্ঠে বলে ওঠেন—তাহলে আর কি? লোকটি ছবি ছাড়া কিছু নয়। দেখতে বেশ, কিন্তু দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা ছাড়া তাকে নিয়ে আর কোন কাজ চলতে পারে? হাত আছে, পা আছে, মুখে হাসি আছে, চোখে কটাক্ষ আছে, অভাব শুধু কেবল বুকের ভেতর প্রাণ বলে কোন বস্তুর।"

"এ! আপনি বড় নিষ্ঠুরতার কথা কইছেন ঠাকুরাণি!"

"মোটেই না । ওর প্রাণ নেই, নেই কোন ব্যক্তিত্ব! ওর পোশাকটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিস কোনদিন? বহু টাকা দাম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখলেই সহজেই অনুমেয় হয়—জ্যাকেটটা কিনেছেন ভদ্রলোক ইতালী থেকে, পাজামা ফ্রান্স, টুপী? মনে হয় ওরকম টুপি জার্মান দেশ ছাড়া অন্য কোথাও তৈরী হয় না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

নেরিসা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে ওঠে—"তাতে আর হয়েছে কী? যে দেশের যেটা ভালো, তিলে তিলে আহরণ করে উনি তা আত্মসাৎ করেছেন। সে তো ভালো কথাই!"

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—"আত্মসাৎ আর কই করতে পেরেছেন? পাঁচ-মিশেলী জিনিস পাঁচরকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র হয়েই ফুটে রয়েছে তাঁর দেহে। ঠিক সেরকমভাবেই তাঁর আচরণের আদব কায়দার মধ্যেও নানান ঢং পাশাপাশি ফুটে ওঠে যখন তখন, কোনটার সঙ্গে কোনটার খাপ খায় না। আগাগোড়া লোকটাই যেন একটা প্রকাণ্ড গরমিলের মতন প্রতীয়মান হয় লোকের চোখে।"

ইংরেজ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে হতাশ হয়েই নেরিসা তখন বলে ওঠে—"তাহলে ওর পড়শী ঐ স্কটল্যাণ্ড দেশীয় লোকটির দিকেই তাকিয়ে দেখুন একবার!"



"কাপুরুষ! ইংরেজটা তার কান ম'লে দিল দেখলাম সেদিন। তার উত্তরে ও কী বলল জানিস? বলল, সে আচ্ছা ! দেখে নেব সুবিধা পেলে!"

"এঃ হেঃ হেঃ"—নেরিসা বলে—"তাই নাকি? তা হলে যেতে দিন ওর কথা, ঐ জার্মান ব্যারনটির কথাই না হয় বলুন। ঐ যে স্যাক্সনির ডিউকের ভাগনে।"

পোর্সিয়া বললেন "ওকে? সকাল বেলাতেই ওকে চোখ পড়লে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। কারণ রাত্রি ভোর হওয়ার সাথে সাথেই ও মদ গিলতে শুরু করে। কিন্তু বৈকালে? আরে ছিঃ ছিঃ! তখন ওতে আর জানোয়ারের সঙ্গে কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না। সারা জীবন আইবুড়ী থাকাও ভালো তবু ওর গলায় যেন কখনো মালা দিতে না হয়।"

নেরিসার চোখ কৌতুকে নেচে ওঠে। "কিন্তু ও যদি সত্যিই আসল বাক্সটা বেছে বার করে তাহলে তো ওর গলাতেই মালা পরাতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায়ও তখন থাকবে না! সেক্ষেত্রে বিয়ে না করলে আপনার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করা হবে।"

"সেটাও আমি ভেবে নিয়েছি নেরিসা!" পোর্সিয়া বলেন, "তাও ভেবেছি বইকি! ও যাতে আসল বাক্সটার দিকে হাত বাড়াতে না পারে তারও উপায় একটা বার করেছি আমি। ও যদি বাক্সটার পরীক্ষায় নামতেই চায়, তবে বাজে বাক্স দুটোর ওপরে দু'পাত্র ভালো মদের ব্যবস্থা রাখিস বাপু! মদ দেখলে ও সেইদিকেই হাত বাড়াতে চাইবে, আর হাত বাড়ালেই তো বেছে নেওয়া হল।"

"কিন্তু জিনিসটা যে জোচ্চুরি হল, ঠাকুরাণি!"—আপত্তি জানাল নেরিসা।

"হোক বাপু, হোক! মাতালের হাতে যাতে না পড়তে হয় তার জন্য যদি একটু আধটু জোচ্চুরি সাহায্য নিতেও হয়, আমার বাবার আত্মার তাতেও ক্ষুব্ধ হবেন না।"

"আপনাকে আর জ্বালাতন কবব না ঠাকুরাণি! শুনুন তাহলে, ওরা সবাই যে যার দেশে ফিরে যাচ্ছে। বাক্স পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সাহস ওদের নেই।"

"তাহলে যাক! বাবা যে ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, তার অন্যথা আমি কখনো করব না। তিনটি বাক্সের মধ্যে থেকে আসল বাক্সটি যে বাছাই করতে না পারবে, তার গলায় মালা আমি প্রাণ থাকতে দেব না। এতে যদি সারাজীবন অবিবাহিতা থাকতে হয় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। যাক, এ লোকগুলো যে চলে যেতে চাইছে, এ আমার অনেক সৌভাগ্য। ওদের ভেতর এমন একজনও নেই যে চলে যাওয়াতে আমার মন ভারাক্রান্ত হবে।

নেরিসা তখন বেশ একটু দ্বিধার সঙ্গে বলে ওঠে—"ঠাকুরাণি! একটা কথা



বলি, কিছু মনে করবেন না। স্বর্গীয় কর্ত্তার জীবিতকালে মনফেরাতের মার্কুইসের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটি ভিনিসবাসী যুবক এখানে আসতেন। তিনি একাধারে ছিলেন বীর ও বিদ্বান। তাকে আপনার মনে পড়ে কি?"

পোর্সিয়াকে চিন্তা করতে হল না। "কার কথা তুই বলছিস, আমি বুঝেছি। ব্যাসানিও! কী বলিল? তাঁর নাম ব্যাসানিও নয়?"

নেরিসা সাহস পেয়ে বলে ওঠে—"আমার চোখে যত পুরুষ এসেছে, তাতে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করতে হলে পুরুষের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, তা একাধারে কেবল ঐ ব্যাসানিওর মধ্যেই আছে।"

এই সময়ে এক ভৃত্য এসে নিবেদন করে—মরক্কোর সুলতানের কাছ থেকে এক দূত এসেছেন। সুলতান সেই রাত্রেই বেলমেণ্ট এসে পৌঁছবেন। তিনি পোর্সিয়ার পাণিগ্রহণের জন্য যে কোন পরীক্ষা দিতেই প্রস্তুত আছেন।

পোর্সিয়া ক্লান্ত স্বরে বলে ওঠেন—"আর পেরে ওটা যায় না। একদল বিদায় হতে না হতেই আরও একদল এসে জুটতে শুরু করেছে। মরক্কো? তাহলে কালো চামড়া হবে নিশ্চয়। কিন্তু এমনি আমার পিতার ব্যবস্থা। চামড়া কালো হলেও তাকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা দেবার সুযোগ তাকে দিতেই হবে।"

*   *   *

শাইলকের একমাত্র সন্তান—জেসিকা। পিতার সঙ্গে আকৃতি বা প্রকৃতি কোন কোন দিক দিয়েই তার সাদৃশ্য নেই। মুখখানি ওর কচি কোমল, অন্তরখানিও তাই। সে বিবাহ করতে চায় এক খ্রীষ্টান যুবককে, লোরোঞ্জোকে। সে আমার ব্যাসানিওর বিশেষ বন্ধু।

জেসিকা তার পিতাকে ভালভাবেই জানে। একে কন্যার বিবাহ দেওয়াই শাইলকের কল্পনার অতীত। কারণ বিবাহ মানেই অহেতুক অর্থ ব্যয়। অমন মহাপাপ শাইলক করতে পারে না। তার ওপর আবার খ্রীষ্টানের সঙ্গে বিবাহ? অসম্ভব! যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় শাইলকের দু'চক্ষের বিষ, তার হাত কন্যা তুলে দেবে শাইলক? অবশ্য শুধু ক্যাটি নিয়ে যদি খ্রীষ্টানেরা তুষ্ট হন, তাতে বিশেষ আপত্তি শাইলকের নাই হতে পারত। কিন্তু কন্যা যে নেবে, সে তো শাইলকের সিন্দুকের দিকেও হাত বাড়াবে! অপুত্রক শাইলকের একমাত্র উত্তধিকারীতো হল জেসিকা!

লেরোঞ্জোর সঙ্গে তার বিবাহে পিতা সম্মতি দেবেন এমন আশা জেসিকা কল্পনাও করতে পারে না। তাই সে সর্বপ্রযত্নে সমস্ত ব্যাপার গোপন রেখেছে, যা কিছু যুক্তি পরামর্শ তা সে একমাত্র লোরেঞ্জোর সঙ্গেই রেখে চলেছে। লোরেঞ্জো অবশ্য বন্ধু সমাজে কথাটা আর ধরে রাখতে পারেনি। কারণ বন্দোবস্ত মত যদি



তা করতে হয়, তবে সেটা একা লোরেঞ্জোর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয়। সাহায্যের অবশ্যই প্রয়োজন এবং সে সাহায্যের হাত একমাত্র বন্ধুদের কাছে ছাড়া আর অন্য কোথায় পাওয়ার আশা করা যেতে পারে?

আন্তোনিও এসব সামান্য ব্যাপারের অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করে, তাই সে এ নিয়ে তাঁকে উত্যক্ত করতে লোরেঞ্জোর সাহসে কুলোয়নি। ব্যাসানিও অবশ্য সর্বদাই সহানুভূতিশীল, তিনি নিজের বিবাহ সম্বন্ধে এতটাই ব্যতিব্যস্ত এবং উন্মনা যে তাঁকে জেসিকার বৃত্তান্ত বলা এসময়ে একেবারেই নিরর্থক। লোরেঞ্জো ঐ দুজনকে বাদ দিয়ে তার অন্য বন্ধুদের বলেছে এবং গ্রাসিয়ানো, স্যালিরিনো প্রভৃতি অন্তরঙ্গরা একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, তাঁদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব হবে তা তারা নিশ্চয়ই লোরেঞ্জোকে করবে।

সেদিন জেসিকা শাইলকের বিদায়ী ভৃত্য ল্যান্সলটের হাত দিয়ে লোরেঞ্জোর কাছে এক পত্র পাঠিয়েছিল। ল্যান্সলট নিজে খ্রীষ্টান, সে হিসেবে শাইলক তার সঙ্গে কোনদিনই সদয় ব্যবহার করেনি। ল্যান্সলট একটু সৌখীন, সেইসঙ্গে একটু অলস প্রকৃতির। অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির খাস-খানসামারা যে জাতীয় লোক হয়—সেই রকমই। এমন চাকর শাইলকের ঘরে মানায় না, এবং শাইলকের ধাতে সহ্য হয় না। তাই ল্যান্সট অন্য চাকরির চেষ্টায় রত ছিল অনেকদিন ধরেই। দৈবক্রমে ব্যাসানিওর সাক্ষাৎ পেয়ে সে চাকরির সন্ধান পেয়ে গেছে এবং বিদায় নেবার সময় পূর্ব প্রভুর যতটা সম্ভব ক্ষতি করে যেতে চাইছে। জেসিকার যতটা পারে সাহায্য সে করবেই।

জেসিকার পত্র পাওয়া মাত্রই লোরেঞ্জো বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে একখানা পত্র লিখে ল্যান্সলটের হাত দিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে। বার বার লোরেঞ্জো সাবধান করে দিয়েছে ল্যান্সলটকে যাতে পত্রের কথা জেসিকা ভিন্ন অন্য কারো কাছে না পৌছায়।

ব্যাসানিও বিবাহের উদ্দেশ্যে বেলমেন্ট যাত্রা করছেন। ভাগ্য পরীক্ষার যাত্রা করার পূর্বে বন্ধুসমাজকে একটা ভোজ দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রাসিয়ানো প্রমুখ বন্ধুরা পরামর্শ দিল—এই ভোজে শাইলকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। সেই তো তিন হাজার দ্যুকাট ঋণ দিয়েছিল, এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ ঐ অর্থটা না পেলে তাঁর বেলমেন্ট যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না । অবশ্য শাইলক যে ঋণ দিয়েছে সেটার মূলে কোন মহানুভবতার ছাপ নেই। মতলব যে তার ভালো নয়, শুধু ব্যাসানিওই নয়, এ খবর সবারই জানা। তবু যে মতলবেই সে রাজি হোক টাকাটা পাওয়া গেছে এটাই সব থেকে বড় কথা। সেটাই পরম লাভ! এজন্য



কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেদের সৌজন্য প্রকাশে ব্যাসানিও কেন পরান্মুখ হবেন? শাইলককে নিমন্ত্রণ করে পাঠানো হল। নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হল ল্যান্সলটের হাত দিয়ে।

শাইলক ল্যান্সলটকে দেখেই বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠে—"কেমন আছ হে, নূতন মনিবের বাড়ীতে? অনেক তফাৎ হে অনেক তফাৎ! এখানে সকাল-বিকেল অনবরতই গোপনে গিলতে পেতে, সেখানে ঐ একবার সকালে, আর একবার বিকেলে! তাও কি পেট ভরে খেতে দেবে ভেবেছ? রামঃ! খ্রীষ্টানরা সেই পাত্রই ভেবেছ বটে? ক্ষিধের সময় খেতে পাবে না, ঘুম পেলে চোখ বুজতে পাবে না! আর পোশাক? পোশাক ছিঁড়ে ন্যাকড়া হয়ে গেলেও নতুন পোশাক কিছুতেই দেবে না ওরা। তাই বলছি—আছ কেমন নতুন মনিবের কাছে?"

বিনীতভাবে রসিক ল্যান্সলট জবাব দেয়—"না খেয়েও ভালোই আছি, ভূতপূর্ব মনিব মহাশয়! এখন আপনার কাছে আমার এই বর্তমান মনিবের এই যে নিমন্ত্রণটা নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে এর কী হবে? আপনি আসবেন তো?"

শাইলক বিরক্তস্বরেই বলে ওঠেন—"না যাওয়াই আমার উচিত, কারণ ওরা তো আর আমায় ভালবেসে এই নিমন্ত্রণ করেননি! একটা কিছু মতলব আছে হে, মতলব নিশ্চয়ই একটা আছে। খোসামোদ করে আরও কিছু টাকা বার করার ইচ্ছে আছে। কিন্তু সে সব আর কখনোই হবে না। তোমার মন চাইলে তুমি এসব বলে দিতে পার হে ল্যান্সলট, আর ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়! আন্তোনিওর অপর অনেকদিনের ভালোবাসা রয়েছে তাই তার একটা উপকারে এসেছি। এখন সে টাকা আমার সমুদ্রে ভাসছে!"

ল্যান্সলট অবাক হবার ভান করে জিজ্ঞেস করে—"সমুদ্রে ভাসছে কী রকম?"

"তাছাড়া আর কী বলব, বল! নগদ টাকা বার করে কেন যে লোকে মাল কিনে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেয় লাভের আশায়, এ আমি বুঝে উঠতে পারিনে। ঝড়ে ডুবলে তো গেল! বোম্বেটেরা লুটে নিলে তো হয়ে গেল। অথচ দেখ, সমুদ্রে জাহাজ না পাঠিয়েও আমি কেমন দু'পয়সা রোজগার করছি!

ল্যান্সলট বলে—"ও তো সুদের টাকা। লোকদের ঠকিয়ে—" এ পর্যন্ত বলেই জিভ কামড়ে নীরব হল ল্যান্সলট। চাকরি ছেড়ে চলে গেলেও ভূতপূর্ব মনিবের তো অসম্মান করা উচিত নয়। বেরসিক হলেও লোকটি অভদ্রগোছের নয়।

কিন্তু যেটুকু ল্যান্সলটের মুখ থেকে অজান্তে বেরিয়ে পড়েছে, এইটুকুই শালিকের রাগের পক্ষে যথেষ্ট।—"সুদ নেওয়া ঠকানো? আর বিদেশ থেকে সস্তায় মাল কিনে চড়া দামে ভিনিসের বাজারে বিক্রয় করা বুঝি লোক ঠকানো নয়? সাধু যে কে কতখানি তা জানি হে জানি। তফাতের মধ্যে আন্তোনিও খরিদ্দার ঠকায়,



আমি দোকানদারদের। খরিদ্দারও মাল না কিনে পারে না, দেনাদারও টাকা ধার না করে বাঁচে না। তাদের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে আমরা দু'পয়সা লুটে নিচ্ছি, এই আর কি।"

ল্যান্সলট এ আলোচনা থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—"কিন্তু আসল কথার কী হল? আপনি যাবেন তো? ঐ নিমন্ত্রণটার কথাই বলছি।"

"যাওয়া একেবারেই উচিত নয়। তবে ভাবছি ওরা আমার করবে কি? দুটো খোসামোদ করলেই আমি গলে গিয়ে হাজার দু'হাজার দ্যুকাট বিলিয়ে দিয়ে আসব ওদের, এমন কাঁচা ছেলে আমি নই! গিয়ে বরং উল্টে ওদের কিছু খরচা করিয়ে আসা যাক! শুনেছি ওরা খায় ভাল। এক শূকর মাংসটা টেবিলে যদি না দেয় তাহলেই হল।...জেসিকা!"

জেসিকার কাছ থেকে কোন সাড়া মিলল না। তখন শাইলক চিৎকার করে ডাকতে থাকলেন কন্যাকে। জেসিকার এসে পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেই গেল। ততক্ষণে শাইলক অবিরাম বলে চলেছে।—"যাওয়া আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। গেলেই আমার কিছু না কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা আছেই। কাল রাত্রে আমি কেবল টাকার থলে স্বপ্ন দেখেছি। ওটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! রীতিমত অশুভ! না জানি বরাতে আর কি কি আছে।"

সান্ত্বনা দিয়ে ল্যান্সলট বলে ওঠে—"না, না, ওসব চিন্তা মন থেকে একদম ঝেড়ে ফেলুন। কে আপনার কী ক্ষতি করতে পারে? চলুন খানিকটা আনন্দ উপভোগ করে আসবেন। ওখানে নাচ-গানের আসর বসছে আজ। আপনি গেলে প্রভু ব্যাসানিওর খুশির অন্ত থাকবে না। নাচ! গান! স্ফুর্তি! চার বৎসর আগে ইষ্টারের সোমবার বিকেলে যখন আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, তখনই আমি জানতাম যে আজ প্রভু ব্যাসানিওর বাড়ীতে নাচ দেখা আর গান শোনা আর ভোজ খাওয়া আমার অদৃষ্টে আছে।"

শাইলক ইষ্টার সোমবারের রক্তপাতের কথায় কানই দেয় না। আপন মনে বলতে থাকে—"নাচ-গান? ছাই!" এই সময়ে জেসিকাকে নিকটবর্তিনী দেখে বলে—"শুনেছিস জেসিকা! আমার বুঝি একবার না বেরুলেই নয়। তুই দরজা বন্ধ করে বসে থাকিস। আর রাস্তায় যদি জয়ঢাক বা কী ঐ বাঁকা-বাঁশীর তান ওঠেও কদাচ জানলা খুলবি না। খ্রীষ্টানেরা মুখে রং মেখে সং সেজে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে যদি, তা ঘুরুক! তুই কিন্তু ভুলেও তা দেখার জন্য কদাপি রাস্তায় যাবি না।"

জেসিকা সংক্ষেপে উত্তর দেয়—"আচ্ছা"।

"তুই জানলাগুলো খুলবি না বাছা! ওসব শব্দ শুনলেও পাপ। আমি যে কি জন্য যাচ্ছি তা জানি না। তবে না গিয়েও নিস্তার নেই। যাও হে বাপু ল্যান্সলট!



তোমার বর্তমান মনিবকে গিয়ে খবর দাও—তোমার ভূতপূর্ব মনিব একটু বাদেই আসছেন নিমন্ত্রণ খেতে! তাই বলে শূকরের মাংসটা যেন টেবিলে না দেওয়া হয়। ওটা আমাদের খেতে নেই!"

ল্যান্সলট যাবার সময় চুপিচুপি বলে যায় জেসিকাকে—বাবার কথামতো জানলা বন্ধ করে বসে থাকে না যেন সে।

শাইলক জিজ্ঞাসা করে—"কী বলল তোকে ল্যান্সলট, যাবার বেলায়?" জেসিকা বিরক্তস্বরেই বলে ওঠে—"বিশেষ আর কী বলে যাবে? দুঃখ করে গেল—এখান থেকে যাবার পর পেট ভরে খেতে পায়নি একদিনও, আজ যদি ভোজের সুযোগে পেট ভরে উদর পূর্ণ করার একটা সুযোগ মিলে যায় সে আশাতেই আছে।"

শাইলক খিল খিল করে হাসতে হাসতে পোশাক বদলাতে যায়। খ্রীষ্টানেরা যে পেট ভরে খেতে দেয় না ভৃত্যদের এটা তার বদ্ধমূল ধারণা।

কিছুক্ষণ বাদেই শাইলক চললেন তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাত্রি শেষে লরেঞ্জো এসে দাঁড়ায় জেসিকার বাতায়নের নীচে। সঙ্গে রয়েছে গ্রাসিয়ানো, স্যালারিনো প্রভৃতি বন্ধুগণ। ভয়ের কোন কারণও নেই, কারণ শাইলক আজ ব্যাসানিওর বাড়িতে নাচ দেখছে—তা ওদের অজানা নয়। আর গৃহে কোনও ভৃত্যও নেই, ল্যান্সলট বিদায় নেবার পরেই কৃপণ ইহুদী এ যাবৎ অন্য কোন চাকর নিযুক্ত করেনি।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর বাতায়নের পাশে জেসিকা এসে দাঁড়ায়। তার পরিধানে পুরুষের বেশ। সে উপর থেকে একটা বাক্স নামিয়ে দিল দড়ি বেঁধে। লরেঞ্জোকে ডেকে বলে—"সাবধানে ধর এই বাক্সটা। এতে আমার সমস্ত অলঙ্কার আছে। আমি দেখি কিছু স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারি কিনা!"

লরেঞ্জো গহনার বাক্স নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেসিকা বেরিয়ে এল সদর দরজা দিয়ে। দুহাতে দুটো ভারী মোহরের থলি নিয়ে। পথ তখন অন্ধকার, লোক চলাচল নেই বললেই চলে। কেউ তাদের দেখতে পেলনা। ওরা পালাল।

* * *

এদিকে বেলমণ্টে মরক্কোর সুলতান এসে আতিথ্য গ্রহণ করে আছেন পোর্সিয়ার গৃহে। তিনি দেশের রাজা। রাজার রাজ্য ফেলে রেখে বেশী দিন থাকার সময় নেই। কাজেই কালই তিনি নিজেই ভাগ্য পরীক্ষা দিতে চান। পোর্সিয়ার তাতেও কোন আপত্তি নেই। এসব অবাঞ্ছিত অতিথিরা যত শীঘ্র সম্ভব পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, ততই মঙ্গল। নেরিসা পরিহাস ছলে বলে ওঠে—"কিন্তু এসব অবাঞ্ছিতদের মধ্যে থেকে যদি কেউ ঠিক বাক্সটা টেনে বার করে?" এই কথা শুনে পোর্সিয়ার মুখে কালো ছায়া নেমে আসে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি হেসে বলেন—"সে আশঙ্কা আমার একেবারেই নেই। ভগবান কখনোই আমার ওপর অতখানি নিষ্ঠুর হবেন না।"



পরদিন প্রভাত হতেই এক সুপ্রশস্ত সুরম্য কক্ষে মরক্কোর সুলতানকে নিয়ে আসা হয়। সেই কক্ষের একপ্রান্তে এক স্বর্ণরঞ্জিত মখমলের পর্দা ঝুলছে। ওধারে টেবিলের ওপর সারিসারি তিনটি ধাতু নির্মিত আধার স্থাপিত আছে। পর্দা টেনে সরাতেই সুলতানের চোখে পড়ল—একটি আধার সোনার, একটি রূপার এবং শেষেরটি সীসার।

আধার তিনটির নিকটে গিয়ে সুলতান প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রথমটিতে খোদাই করা রয়েছে এই কয়টি কথা ঃ "যে আমায় বেছে নেবে, সে পাবে পৃথিবীর সেই বস্তু, যার জন্য পৃথিবীর লোক সবাই উদগ্রীব।"

রূপার আধারে উৎকীর্ণ আছে ঃ "আমায় যদি বেছে নাও, নিজের যোগ্যতার পুরস্কারই পাবে তুমি।"

সীসার পাত্রের গায়ে লেখা আছে দুটি ছত্র। তা হল এই ঃ "আমায় যে বেছে নেবে, সর্বস্বপণ করতে হবে তাকে। হয়ত হারাতেও হবে সর্বস্ব।"

সব দেখে শুনে সুলতান জিজ্ঞাসা করেন—"কী করে আমি বুঝব যে সঠিক পাত্রটি আমি নির্বাচন করেছি?"

পোর্সিয়া সঙ্গেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দেন—"এই তিনটি আধারের মধ্যে একটাতে আছে আমার প্রতিকৃতি। সেই আধারটি যিনি বেছে নেবেন, আমি তাঁর কোলেই আত্মসমর্পণ করব।

সুলতান আপন মনে আল্লাকে ডাকতে লাগলেন—"হে খোদা! তুমি আমায় জ্ঞান দান কর, যাতে ভুল পথে আমি চালিত না হই।" তারপর তিনি আর একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন পাত্র তিনটির গায়ে উৎকীর্ণ লিপি। এবার প্রথমে সীসার পাত্রটি পরীক্ষা করে দেখেন তিনি। সর্বস্ব পণ করতে হবে! সর্বস্ব? সীসার জন্য সর্বস্ব? বড়ই আবদার যে! এ আধারটা যেন ভয় দেখাতে চাইছে লোককে! বলি সর্বস্বপণ যে করব, প্রতিদানে কী পাব? আমার মতো মহৎ লোক সীসার মত নিকৃষ্ট বস্তুর কাছ থেকে যোগ্য প্রতিদান কী প্রত্যাশা করতে পারে?

না, সীসার সঙ্গে কারবার করা আমার সাজে না।

তারপর রূপার পালা! তুমি কী বলছ? যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার দেবে আমায়? কী স্পর্ধা! আমার আবার যোগাতার অভাব? একটা স্বাধীন দেশের বীর নৃপতি আমি, আমার যোগ্যতার প্রশ্ন তুলতে চায় ঐ নিকৃষ্ট রৌপ্যধার? আমি ওর ছায়াও মাড়াব না।

এইবার সোনা! তুমি কী বলছ?

পৃথিবীতে লোক যা কামনা করে, তাই তোমার কাছ থেকে পাওয়া যাবে? বাঃ! অতএব, এসো স্বর্ণাধার! তোমাকেই আমি বেছে নিলাম।



পোর্সিয়াকে সম্বোধন করে সুলতান বলেন—"চাবিটা দিন তাহলে!"

মুখের হাসি মুখে চেপে পোর্সিয়া চাবি ফেলে দিলেন সুলতানের সম্মুখে। সুলতান কম্পিত হস্তে বাক্সের ডালা খুলে ফেলেন। তাঁর মনে আশা ছিল যে, পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি তিনি এর মধ্যে দেখতে পাবেন নিশ্চই। কিন্তু একী?

প্রতিকৃতি তো নয়! একটা বীভৎস বস্তু সাজানো রয়েছে স্বর্ণধারের ভিতর। তা হল একটা মড়ার মাথা। তার চক্ষুহীন চক্ষুকোটরে একখানা পাকানো কাগজ কেউ ঢুকিয়ে রেখেছে। সুলতান সেটা টেনে পড়ে ফেলেন—

"যা চকচক করছে তাই সোনা নয়। বাহ্যদৃশ্যে বুঝতে নেই—কথাটা বহুবার শুনেছ, কিন্তু তাতেও তোমার চৈতন্য হয়নি। মরীচিকার সন্ধানে ঘুরে বহু লোক জীবন পর্যন্ত হারিয়েছে। সমাধিস্তম্ভের বাইরের দিকেও সোনালী কারুকার্য থাকতে পারে, তার ভেতর থাকে গলিত শব আর গলিত মাংসভুক কীট। সাহসের অনুপাতে বুদ্ধির জোর বেশী থাকলে তাহলে তোমার পরীক্ষার ফলও অন্যরকম হত। এখন যেতে পার, তোমার সুযোগ তুমি জন্মের মত হারিয়েছ।"

অতঃপর ভগ্নহৃদয়ে মরক্কোর সুলতান স্বদেশে ফিরে যান।

পরের দিনই আগমন ঘটল আরাগনের রাজার। ইনিও বীর, তরুণ। কিন্তু সব থেকেও তাঁকে মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধির বিশেষ ধার ধারে না। পোর্সিয়া পরম সমাদরে ওনাকে নিয়ে এলেন পরীক্ষার ঘরে। পাশাপাশি স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসার তিনটি আধার সাজানো রয়েছে। আরাগণরাজ এসে তিনটি আধারে উৎকীর্ণ লিপিই পাঠ করলেন। অনেক চিন্তার পর স্থির করলেন—সোনাও নয়, সীসাও নয়, রৌপ্য-ধারটিই হচ্ছে খাঁটি জিনিস। ওতে স্পষ্ট লেখা আছে—

"তোমার যোগ্যতার অনুরূপ পুরস্কার আমার কাছ থেকে পাবে।"

তা আরাগন রাজের যোগ্যতার তো সারা পৃথিবীতেই স্বীকৃত! তার পুরস্কারের অর্থই হচ্ছে পোর্সিয়ার সঙ্গে বিবাহ! চাবি চেয়ে নিয়ে তিনি দ্রুত হস্তে রৌপ্যাধারটি খুলে ফেলেন।

কী আশ্চর্য! এতে তো পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি নেই। যা আছে সে হল একটা সঙ্‌-এর হাস্যোদ্দীপক মূর্তি, আর সেই মূর্তির দাঁতে আটকানো একখণ্ড কাগজ। রাজা সেই কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়েন ঃ—

"বাইরে দেখতে সুন্দর, ভিতের অন্তঃসারশূন্য, এমন অপদার্থ বহু আছে পৃথিবীতে। তারাই আমার ভেতর পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি খুঁজবে। তুমি এখন যেতে পার, তোমার সুযোগ তুমি জন্মের মতোই হারিয়েছ।"

এই লিপিপাঠ হওয়া মাত্রই আরাগনের রাজা এক মুহূর্তের জন্যও বেলমণ্টে থাকলেন না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন নিজ রাজ্যে।



আরাগনের রাজার অনুচরবাহিনী তখনও পোর্সিয়ার প্রাসাদ অতিক্রম করে যাবে বোধ হয়, এমন সময় জনৈক ভৃত্য এসে সংবাদ দেয়—"ঠাকুরাণি! ভিনিস থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, সঙ্গে রয়েছে প্রচুর মূল্যবান উপহার সামগ্রী যার ইয়ত্তা নেই। এই ভদ্রলোকটি নিজে পাত্র নয়, তিনি কেবল দূত মাত্র, আসল বর আসছেন পশ্চাতে।"

পোর্সিয়া বলেন—"চল দেখি!"

নেরিসা মনে মনে ভাবে—"আর পারা যায় না, বরের পর বরের অভ্যর্থনা করে করে। ভগবান যদি এবার ব্যাসানিওকে পাঠিয়ে থাকেন তাহলেই বাঁচি। আমার মন বলছে ব্যাসানিওই বিধি নির্দিষ্ট স্বামী, তিনি ভিন্ন কারও এই আধার তিনটির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা নেই।

॥ তিন ॥

যে ব্যক্তিটি এসেছে, ভিনিস থেকে সে ব্যাসানিওরই দূত। সে হল গ্রাসিয়ানো। ব্যাসানিও নিজেও অচিরেই প্রবেশ করেন বেলমণ্টে। শাইলকের তিন হাজার দ্যু-কাটের এতো সুন্দর সদ্ব্যবহার করছেন ব্যাসানিও যে তাঁর অশ্ব ও অনুচরদের জাঁকজমক নিরীক্ষণ করলে এমন কেউ নেই যে বিস্ময়ে মূক হবে না। ব্যাসানিও যে রাজা বা রাজপুত্র কোনটাই নন, সাধারণ সম্ভ্রান্ত বংশের ভদ্রলোক মাত্র তা তাঁকে বা তাঁর দলবলকে দেখে কারো ধারণায় এলো না।

কিন্তু ব্যাসানিও তো পোর্সিয়ার পূর্বপরিচিত।

পোর্সিয়ার পিতা জীবদ্দশায় কয়েকবার অতিথিরূপে ব্যাসানিওর আগমন ঘটেছিল এখানে। পোর্সিয়া নিজ মুখে কিছু না বললেও নেরিসাই একমাত্র জানে যে, সেই সাক্ষাতের ফলে পোর্সিয়ার অন্তরে ব্যাসানিও রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই আজ ব্যাসানিওকে দেখে নেরিসা প্রকাশ্যেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। পোর্সিয়ার মুখও আনন্দে উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে পোর্সিয়ার পিতা যা ব্যবস্থা করে গেছেন এ বিষয়ে তার কোন হাতই নেই। পুরো ব্যাপারটাই দৈবের উপর নির্ভরশীল। তিনটি ধাতু নির্মিত আধার রয়েছে। তার মধ্যে থেকে একটি বাছাই করে নিতে হবে! সেটা খুললে তার মধ্যে থেকে যদি পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়, তবে সেই বিবাহার্থী পোর্সিয়াকে লাভ করতে সমর্থ হবেন।

অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে ব্যাসানিওকে। উত্তীর্ণ হতে না পারলে বিবাহ হবে না, কিছুতেই না।

এক-একবার প্রলোভন জাগতে লাগল—আধার তিনটির প্রকৃত রহস্য ব্যাসানিওকে



জানিয়ে দিলেই হয়। কোন আধারের মধ্যে ছবি আছে, পোর্সিয়ার তো অজ্ঞাত নয়। তাঁর একটুখানি ইঙ্গিতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে এই দণ্ডে। কিন্তু না, তা হতে পারে না। সে প্রলোভনকে তখনই মস্তিষ্ক থেকে বিদায় জানালেন। এতে তার পিতার আত্মার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এ কাজ তাঁর দ্বারা কখনোই হবে না। এর ফলস্বরূপ তাঁর জীবনটা যদি ব্যর্থ, অভিশপ্ত হয়ে যায় চিরদিনের জন্য, তাও তাঁকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে।

তাই অচিরেই পরীক্ষার ব্যাপারটা সমাধা করে ফেলতে হবে। তারপর ভাগ্যে থাকে যদি চিরদিনের মিলন! ভাগ্যে না থাকে যদি দিরদিনের জন্য বিরহ যাতনা! যা হবার হয়ে যাক্! অনিশ্চয়ের তুযানল তো নির্বাণ হোক।

পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে নিয়ে আসেন পরীক্ষার ঘরে। আজ তাঁর হৃদয় ভয়ে সন্দেহে, আর আশঙ্কায় এমনভাবে এর আগে কখনোও কম্পিত হয়নি। মরক্কো আর আরাগণ, ওরা পরাজিত হবেন একথা ভাবতেই তাঁর বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল।

ব্যাসানিওর সম্মুখে রেশমী পর্দা ধীরে ধীরে অপসৃত হতে লাগল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিনটি ধাতু নির্মিত আধার, যার একটির মধ্যে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি লুকোন আছে। কোথায় সু-স্বরে সঙ্গীত উঠছে—সে সঙ্গীতের বাণী সত্যই কী চমৎকার!

গান শুনতে শুনতে ব্যাসানিও বলছেন—"বাহ্য দৃশ্যের মূল্য কী? বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে পৃথিবীবাসী চিরদিনই প্রতারিত হয়েছে। আইনের কথাই ধরা যাক। মামলায় কিছুই নেই হয়তো, তবু উকিলের বক্তৃতা শক্তির যদি জোর থাকে তবে এর অন্তঃসারশূন্যতা চোখে আসে না ধর্মমত নামে আসার মতবাদও পৃথিবীতে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, যদি নাকি প্রবীণ আচার্য কেউ বাইবেল থেকে বাণী উদ্ধৃত করে তার পোষকতা করতে পারেন। যে কোন পাপকে স্থানবিশেষে পূণ্যের আচরণে মণ্ডিত করে দেখানো যায়। কাপুরুষ লোকও কর্ম পরিধান করে হারকিউলিসের মতা পালোয়ান বলে প্রতিভাত হতে পারে।

"অতএব সোনাকে আমি উপেক্ষা করব, এবং ঐ একই কারণে রূপাকেও। কিন্তু ঐ তুচ্ছ সীসা—ও যেন কী দুর্নিবার আকর্ষণে আমাকে ওর কাছে টানছে। ওর ওপরে যে লিপি আছে তা প্রতিশ্রুতি তো নয়ই বরং সতর্কবাণী রূপেই তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ওর বিবর্ণতাই আমার কাছে শুচিতার প্রতীক। হে সীসা! তোমাকেই আমি বেছে নিচ্ছি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক আমার ওপরে।"

পোর্সিয়ার মনে হয় তিনি দু'খানা অদৃশ্য ডানায় ভর করে হাওয়ায় রাজ্যে

উড়ে চলেছেন। চারিদিকে রামধনু রঙা নতুন নতুন জগৎ, সেই নানা জগৎ থেকে ভেসে আসে অপূর্ব মধুর রাগিনীর আনন্দ সঙ্গীত। ফুলের মালা হাতে করে দেবাঙ্গনারা যেন ঘিরে দাঁড়িয়েছে পোর্সিয়াকে। না, একা পোর্সিয়াকে তো নয়! পোর্সিয়া—ব্যাসানিও যুগলকে দাঁড় করিয়েছে ওরা কোন সাগরের তরঙ্গশীর্ষে, দুজনকে একত্রে বেঁধেছে পারিজাত মালার বেষ্টনে—এই তো স্বর্গ! অনন্দ সুখের এই তো শুভ সূচনা! সার্থক পোর্সিয়ার নারীজন্ম।

ব্যাসানিও দেখছেন তখনও আধারমধ্যে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতির দিকে। অতি নিপুণ শিল্পীর রচনা এই চিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করতে করতে হঠাৎ ব্যাসানিওর চোখে পড়ে একখানি কাগজ চিত্রের পদতলে পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে ব্যাসানিও পাঠ করেন—

“বাহ্যরূপ দেখে তুমি বিচার করোনি, পৃথিবীতে সাফল্যের আশা সমধিক। সৌভাগ্য যখন দ্বারে এসেছে তোমার, তখন সানন্দে তাকে বরণ করে গৃহে তুলে নাও। সুখের সন্ধানে আর তোমার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুতে হবে না পৃথিবীর বুকে। আজ থেকে তিনি তোমারই হলেন।”

পাঠ সাঙ্গ করে ব্যাসানিও পোর্সিয়াকে বলল—“এই পত্রে যে নির্দেশ আর উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে তা যতই লোভনীয় হোক, আপনার মুখ থেকে তার সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত তাকে কোন মূল্য দিতে পারছি না আমি।”

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—“প্রভু ব্যাসানিও! এই যে আমায় দেখছেন, এই বেলমণ্ট জমিদারীর অধিশ্বরী, এই সুরম্য প্রাসাদের একমাত্র অধিকারিণী, এই অগণিত দাসদাসী, অনুচর পার্শ্বচরের ভাগ্যবিধাত্রী—এই আমাকে আজ থেকে জানবেন আপনার একান্ত অনুগতা বলে। আমি নিজে সামান্য, লোকে আমায় রূপসী বলে, ঈর্ষা করে আমার ঐশ্বর্যে-সম্পদের। কিন্তু আমি জানি আমার রূপ, আমার ঐশ্বর্য, আপনার গ্রহণে একান্তই অযোগ্য। এর চাইতে শতগুণ রূপ কেন আমার নেই? এর চাইতে গুণ কেন আমার নেই? এর চাইতে সহস্রগুণে বৃহৎ রাজখণ্ড কেন আমি পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হইনি? যদি থাকত, যদি পেতাম, একান্তভাবে যথাসর্বস্ব আপনার চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে আমি তৃপ্ত হতাম। তবে যা আছে, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তা আজ থেকে আপনার। আপনি এই প্রাসাদের, এই জমিদারীর, এই অর্থসম্পদের এবং এই আমার সর্বময় প্রভু আজ থেকে। এই অঙ্গুরীয়টি আপনার হাতে পরিয়ে দিয়ে তারই সঙ্গে আমার সর্বস্ব আপনাকে অর্পণ করছি। আপনার কাছে শুধু একমাত্র মিনতি আমার, এই অঙ্গুরীয়টিকে আমার অভিজ্ঞান মনে করে সবদা সযত্নে রক্ষা করে চলবেন। কখনো যদি এটি হস্তান্তর করেন, তবে আমি মনে করব আপনি আমায় আর ভালোবাসেন না।”



ব্যাসানিও জবাবে বলেন—"জীবন থাকতে এ অঙ্গুরীয় আমি অঙ্গুলি থেকে খুলব না।"

এই সময়ে নেরিসা বলে ওঠে—"ঠাকুরাণি এবং প্রভু! এবারে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের সুখে আমরাও সবাই সুখী।"

ওদিক থেকে গ্রাসিয়ানো বলে ওঠে—"বন্ধু ব্যাসানিও! আপনাকে ও ঠাকুরাণীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবার পরেও আমার নিজের তরফ থেকে একটা বক্তব্য আছে আমার। আপনাদের যদি মত হয়, তবে আমিও এই সুযোগে একটি বিবাহ করে ফেলতে চাই। কী বলেন আপনারা?"

হাস্য করে ব্যাসানিও বলে ওঠেন—"এতো অতি উত্তম কথা। কিন্তু পাত্রী কই? বিবাহ করতে হলে একটি পাত্রী তো আগে মনোনীত করা চাই! এবং সে পাত্রীর সম্মতিও তো পাওয়া চাই!"

"সে সব ঠিক আছে!" বলে ওঠে গ্রাসিয়ানো। "এই স্বল্প সময়ের ভেতরেই নেরিসার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছি আমি। সে বলেছিল যে, ব্যাসানিও যদি পোর্সিয়া দেবীকে লাভ করতে সক্ষম হন, তবে সেও আমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না। এখন তাহলে দুটো বিবাহ একসঙ্গেই সম্পন্ন হোক।"

পোর্সিয়া নেরিসাকে জিজ্ঞাসা করেন—কথাটা সত্য কিনা। নেরিসা গ্রাসিয়ানোর কথার সত্যতা স্বীকার করলে সকলের আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে গেল অনেকখানি।

ব্যাসানিও বলে ওঠেন—"দুই বিবাহ একই দিনে একই গির্জাতে নিষ্পন্ন হবে।" আনন্দ কোলাহলে সেই বিশাল প্রাসাদ একেবারে মুখরিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু কে জানত—এই আনন্দে এত শীঘ্রই বিষাদের ছায়া নেমে আসবে?

অদূরে দেখা গেল লরোঞ্জো, জেসিকা এবং স্যালারিনোকে। তারা ভিনিস থেকে আজ ভীষণ দুঃসংবাদ বহন করে এনেছেন। স্যালারিনো একখানি পত্র দিলেন ব্যাসানিওর হাতে। পড়তে পড়তে তাঁর মুখখানি কালো হয়ে গেল একেবারে। তিনি থেকে থেকে আচমকা শিউরে উঠতে লাগলেন।

পোর্সিয়া জানতে চাইলেন—এ কিসের পত্র? তিনি এখন ব্যাসানিওর ধর্মপত্নী, সুতরাং তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সব কিছুতেই অংশ গ্রহণের অধিকার তাঁর থাকা স্বাভাবিক।

ব্যাসানিও তাঁকে সমস্ত কিছুই খুলে বললেন—শাইলকের কাছে অন্তোনিওর ঋণ গ্রহণের কথা—যে ঋণের টাকা দিয়ে বাসানিও আজ বেলমণ্টে উপস্থিত হতে পেরেছেন। চিঠির মর্মও পোর্সিয়াকে জানান। তিনমাস অতিক্রান্ত এখনও আন্তোনিওর একটি জাহাজও ফিরে আসেনি! পিশাচ—শাইলক দলিলের জোরে আন্তোনিওকে



গ্রেফতার করেছে এবং ডিউকের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে যাতে এক পাউণ্ড মাংস সে আন্তোনিওর বুকের পাশ থেকে কেটে নেবার অনুমতি পায়।

দুর্যোগের ঘন মেঘ যেন বেলমণ্টের রৌদ্রজ্জ্বল আকাশ আঁধার হয়ে এল।

।। চার ।।

চিরদিন কারও সমান যায় না। তেমনি আন্তোনিওর ভাগ্যা হঠাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনমাস পূর্বেও তাঁর যে সব জাহাজ বাণিজ্যব্যপদেশে দুরসমুদ্রে বিচরণে রত ছিল, তাদের একখানিও এখন বন্দরের মুখ দেখেনি। কোন খানি চীন-সমুদ্রে চোরাপাড়ের ধাক্কায় জলমগ্ন, কোনওটা বা বার্বারির উপকূলে জলদসুদের কবলে পতিত, আবার অন্যটা বোধহয় মেক্সিকোর বন্দর ছাড়ার পর দুরন্ত বিষুব ঝটিকার তাড়নে ছুটতে ছুটতে কোথায় কোন অজানা সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে! অতএব যে কুবেরের ভাণ্ডার তাঁর হস্তগত হওয়ার কথা ছিল তা আজ বরুণদেবতা গ্রাস করেছেন, তিনি আজ নিঃস্ব হয়ে পাযণ্ড শাইলকের দয়ার প্রার্থী হতে বাধ্য হয়েছেন।

বন্ধু ব্যাসানিওর বেলমণ্ট যাত্রার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় নিজের জামিনে শাইলকের কাছে তিন হাজার দ্যুকাট ঋণ করেন। যে-কোন উচ্চহারে সুদ নিতে তিনি রাজী, কিন্তু ধূর্ত শাইলক সততার অভিনয় করে বিনা সুদেই তাঁকে ঋণ দেয় এই শর্তে যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, শাইলক তাঁর বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে সক্ষম হবে। ব্যাসানিও প্রথম থেকেই এই ভয়াবহ শর্তটা সম্বন্ধে আপত্তি তুলেছিলেন। তার প্রত্যুত্তরে ক্ষোভের ভান করে পাপিষ্ঠ বলেছিল—"কী সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক এই খ্রীষ্টানেরা! ওরা নিজেরা খারাপ, তাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোককে খারাপ ভাবে। আমি যেন সত্যিই আন্তোনিওর মাংস কেটে নিতে যাচ্ছি। বলি, মানুষের মাংস কী খাওয়া যায়? ও দিয়ে আমি করবই বা কী? কেবল দেখতে চাই যে তোমাদের আমার ওপর আস্থা আছে কিনা! যদি না কর বেশ আমার সঙ্গে এই কারবারে লিপ্ত হয়ো না।"

আন্তোনিও নিজেই ব্যাসনিওর কোন আপত্তিতেই আমল দেয়নি। "তিন মাস তো সময় নিচ্ছি দলিলে! অথচ দু'মাসের মধ্যে আমার সবগুলো জাহাজ বন্দরে ফিরে আসবে। অন্তত একখানাও যদি ফিরে আসে হাসতে হাসতে শাইলকের দেনা শোধ করে দিতে পারব। তাছাড়া দু'মাসের জায়গায় আমাদের হাতে থাকছে তিনমাস সময়। সুতরাং কোন দিক দিয়েই প্রশ্ন উঠছে না।"

কিন্তু নিয়তির বিধান খণ্ডাবে কে? ভয়ের যেখানে চিহ্নমাত্র ছিল না, সেখানে আজ দারুণ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল ঋণ

পরিশোধ হল না। শাইলক তার জাতভাই ত্যুবলের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে থেকেই সরকারের কাছে দরখাস্ত দিয়ে সব কাজই গুছিয়ে রেখেছিল। সময় পূর্ণ হতে না হতেই দিনের দিনই অকস্মাৎ সরকারী পেয়াদা এসে আন্তোনিওকে গ্রেপ্তার করল দেনার দায়ে।

ডিউকের কাছে আদালতে বিচার হবে আন্তোনিওর। শাইলক প্রার্থনা করেছে যে, দলিলের শর্ত অনুযায়ী আন্তোনিরও বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস তাকে কেটে নিতে দেওয়া হোক।

এই ব্যাপারে ভিনিসবাসিগণ চমকে ওঠে। আন্তোনিওকে সকলেই যেমন ভালোবাসত, তেমনি শাইলককে ঘৃণার চোখে দেখত না এমন লোক ওদেশে ছিল না বললেই চলে। যারা ঋণী ছিল পাষণ্ড ইহুদীর কাছে, তারা প্রকাশ্যে নিন্দা করার সাহস না পেলেও গোপনে নিয়ত অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকল তার মস্তকে। কিন্তু লোকের এই অভিশাপে শাইলকের কি বা ক্ষতি হতে পারে? আইন তার পক্ষে। ভিনিসের আইন খ্রীষ্টান এবং ইহুদীকে সমান চক্ষে দেখে, নাগরিক রূপে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার আছে আইনে।

দলিলে যে শর্ত আছে, তার অন্যথা কিছুতেই সম্ভব নয়। স্বয়ং ডিউক চাইলেও আন্তোনিওকে কোন সাহায্য করার রাস্তাই খোলা নেই। এ অবস্থায় একমাত্র শাইলক যদি মুখ না খোলেন। তবে অন্তোনিওর এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই। নগরের প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই একত্র হয়ে শাইলকের দ্বারে হত্যে দিয়ে পড়ল। স্বয়ং ডিউকও তাকে শেষ অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন।

সকলের মুখে এক কথা—নগরবাসীরা চাঁদা তুলে আন্তোনিওর ঋণের অর্থ শাইলককে পূরণ করে দেবে। যত উচ্চাহারে সুদ সে চাক, তাতেও তারা রাজী। শুধু আন্তোনিওকে বাঁচার অধিকার দিকশাইলক! এক পউণ্ড মাংস ঠিক বুকের ওপর থেকে কেটে বার করে নিলে কোন মানুষই কী আর বাঁচার আশা রাখে?

—কিন্তু শাইলক তার শর্তে অনড়। কারো কোন কথাতেই সে কর্ণপাত করেন না। আজ আইন তার পক্ষে। চিরশত্রু আন্তোনিওকে দেখার সুযোগ এসেছে এইবার তার হাতে। করুক অনুরোধ ডিউক এবং নাগরিকবৃন্দ!

শাইলক তাদের কী আর ধার ধারে?

সে সবাইকে রূঢ় তিরস্কার বিদায় দিয়েছে।

কয়েদখানার সম্মুখ দিয়ে একদিন শাইলক চলেছে। কারাধ্যক্ষ তাকে দেখতে পেল। সে অমনি আন্তোনিওকে সঙ্গে করে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এল। তার উদ্দেশ্য আন্তোনিও নিজে একবার ওকে মিনতি জানাক। তাহলে হয়তো সে দয়া পেলেও পেতে পারে। একটু চক্ষুলজ্জাও বোধ করতে পারে।



কিন্তু শাইলক আন্তোনিওকে কয়েদখানার বাইরে দেখা মাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কারাধ্যক্ষকে সে ভয়ানক তিরস্কার করতে থাকে। "এ তোমার কিরূপ কর্তব্য-নিষ্ঠা? এমন করে কি সরকারী কাজ করা যায়? তোমার কোন অধিকারই নেই এইভাবে বন্দীকে বাইরে নিয়ে আসার। এক্ষুনি ওকে ওর জায়গায় নিয়ে যাও ও যদি পালায়, তাহলে আমার দলিল তো চিরকালই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এমনিভাবে কী আইনের মর্যাদা রাখবে তোমরা?"

আন্তোনিও তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। "না, না, শাইলক এ ভদ্রলোকের কোন দোষ নেই। আর আমিও পালাব না, আমি কেবল তোমাকে দুটো কথা বলার জন্যই এর অনুমতি চেয়েছিলাম মাত্র। ইনি অনুগ্রহ করে সে অনুমতি দিয়েছেন।"

শাইলক দাঁত খিচিয়ে জবাব দেয়—"আবার দুটো কথা? তোমার একটা কথা শুনতেও আমি প্রস্তুত নই। রিয়ালতোপুলের ওপর, নগরের সমস্ত বণিকের সম্মুখে তুমি আমায় কুকুর বলে গাল দিয়েছ। একবার নয়, বহুবার দিয়েছ। কুকুরের সঙ্গে আবার মানুষের কথা কী? মানুষ সুযোগ পেলেই ককুরকে লাথি মারে, আবার কুকুরও সুযোগ পেলে মানুষের পায়ে দাঁত বসিয়ে দেয়। এই হল উভয়ের সম্পর্ক! তোমার লাথিও আমি কম খাইনি। এবারে তুমি আমার সেই কামড় খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমার কোন কথাই শুনব না। দয়া আমার নেই।"

ইতিমধ্যে নাগরিকরা এসে ভিড় জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আন্তোনিওর বন্ধু স্যালারোনা আছেন। আন্তোনিও তাঁকে অনুরোধ করে, বেলমণ্ট গিয়ে ব্যাসানিওকে এই বিপদের কথাটা জানাতে। বন্ধুর জন্য নিজের জীবন আজ বিপন্ন—এতে আন্তানিওর কোন দুঃখ নেই। তিনি শুধু চান মৃত্যুর পূর্বে ব্যাসানিওকে জানাতে যে, তাঁর ওপর আন্তোনিওর কোন অভিমান বা ক্রোধ নেই।

কারারক্ষক আন্তানিওকে কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। ওদিকে স্যালারোনা আর সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ বেলমণ্ট রওনা হয়ে যান। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় লরোঞ্জা আর জেসিকার। তাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি পোর্সিয়ার ভবনে উপস্থিত হলেন।

* * *

অকস্মাৎ বেলমণ্টের আনন্দ-আসরে সমস্ত আলো নিভে গেল। পরমবন্ধুর এই দারুণ বিপর্যয় ব্যাসানিওকে মর্মাহত করে ফেলল একেবারে। যে অপরিসীম সৌভাগ্য বলে তিনি পোর্সিয়ার ন্যায় অতুলনীয় নারীরত্নকে পত্নীরূপে পেয়েছেন তা মনে হতে থাকল শুধুই একটা শূন্যগর্ভ পরিহাস। আন্তোনিওর সংক্ষিপ্ত পত্রখানি পাঠ করতে করতে তাঁর মুখ ক্লান্তিতে ম্লান হয়ে গেল, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস পতিত



হতে থাকল বিশাল বক্ষ আলোড়িত করে। ক্ষণপূর্বেও যে আয়ত নয়নে আনন্দের দীপ্তি স্ফুরিত হচ্ছিল তাতে অশ্রু বাষ্পের আভাস দেখা দিল।

বাঞ্ছিত দয়িতের এই ভাবান্তর দেখে পোর্সিয়া এর কারণ জানতে আগ্রহী হলেন। ব্যাসানিও পত্রখানি পাঠ করে শোনালেন তাঁকে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ব্যথিত স্বরে বলে ওঠেন—"পৃথিবীতে বন্ধুভাগ্যের দিক থেকে আমি ছিলাম সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। নির্মম নিয়তি সে সৌভাগ্য থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে উদ্যত। আন্তোনিও যদি এই মৃত্যুবরণ করে তবে আমার পক্ষেও জীবনধারণ বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি তোমার মতো অতুলনীয় নারীর পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য জীবনকে আমার কাছে সুখবাহ করে তুলতেও অক্ষম।"

পোর্সিয়া সমবেদনার সুরে তাঁকে বলেন—"ব্যাপার কী? তুমি আমায় এমনভাবে বল যাতে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমি সহজে বুঝতেও পারি। তুমি নিশ্চই জানো আমি তোমার স্ত্রী। বিবাহ বন্ধনে এখনও আমরা বাঁধা পড়িনি তবু ধর্মের চোখে এখন আমরা অভিন্ন। তোমার সুখ ও দুঃখের সব বিবরণ জানার অধিকার আমার আছে। কিছুমাত্র আড়াল রেখো না আমার কাছে।"

ব্যাসানিও তখন নিজের জীবনকথা খুলে বলতে শুরু করেন—"পোর্সিয়া! আমার যে অর্থ সম্পদ বর্তমানে কিছু নেই তা তোমাকে ইতিপূর্বেই বলেছি। এই যে এতো আড়ম্বরের ঘটা করে পরিচারক ও বন্ধুমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হয়ে ভিনিস থেকে বেলমণ্ট পর্যন্ত আসার ক্ষমতা রেখেছি, তাও শুধু ঋণের সাহায্যে। নিজের অর্থ আমার ছিল না, এবং এক সময়ে ভিনিসে আমার যতোই প্রতিপত্তি থেকে থাকুক, বর্তমানে আমায় ঋণ দেবার মতো লোক কেউ নেই। তাই বন্ধু আন্তোনিও আমার জামিন হতে গিয়েছিলেন। তিনি ভিনিসের শ্রেষ্ঠ বণিকগণের অন্যতম। সমুদ্রে সমুদ্রে তাঁর অন্তত এক ডজন জাহাজ সর্বদা বিচরণ করে নানা দেশে-বিদেশে সঙ্গে বাণিজ্যিক কারাবারে লিপ্ত। কিন্তু সেই সময়েই তাঁর হাতে নগদ অর্থ কিছু ছিল না। তাই তিনি বলেন—"বন্ধু! তুমি ঋণ করার চেষ্টা কর। তোমাকে অর্থ কেউ না দেয়, আমি নিজে জামিন হব। আমার জামিনে তিন হাজার ড্যুকাট পাওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।" দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়টা এমনই ছিল যে প্রত্যেক বণিকের জাহাজই তখন বাইরে বাইরে ঘুরছে। সেগুলি বন্দরে না আসা পর্যন্ত নগদ অর্থের প্রাচুর্য কারো নেই। তিন হাজার ড্যুকাট কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময়ে শাইলক নামে এক ইহুদী মহাজন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কিন্তু সে আমার কাছে দলিল নিতে ইচ্ছুক ছিল না। সে বলল যে, দলিলটা আন্তোনিওকে সম্পাদন করতে হবে। আন্তোনিও আমার জন্য তাতেও রাজী হয়ে গেলেন। শাইলক তখন এক অদ্ভুত প্রস্তাব রাখে। সুদ সে চায় না



আন্তোনিওর কাছে, যদিও বিনা সুদে টাকার লেনদেন সে জীবনে কখনো করেনি। সে সুদ চায়না, তার পরিবর্তে দলিলে একটা অদ্ভুত শর্ত রাখতে হল। শর্তটা হল এমন যে, তিন মাসের মধ্যে আন্তোনিও যদি ঋণটা শোধ করতে না পারেন, তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাঁর বুক থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে। এই নৃশংস প্রস্তাবের কথা শুনে আমি এই ঋণ গ্রহণের একেবারেই বিরুদ্ধে ছিলাম। পোর্সিয়াকেও লাভ করার আশাতেও আমার প্রিয় বন্ধুকে এমন বিপদের মুখে নিক্ষেপ করাকে সঙ্গত বলে আমি মনে করিনি। আমি বললাম—বেলমণ্ট যাত্রার কল্পনা আমি ত্যাগ করছি বন্ধু। শাইলক যে কী প্রকৃতির লোক তা আমাদের অজানা নয়। তার সঙ্গে এরকম শর্তে কারবার করতে আমর মোটেই সাহসে কুলোয় না।"

আন্তোনিও কিন্তু একেবারে ভয় পাননি। তিনি প্রথম থেকেই বলতেন—"পাপিষ্ঠ ইহুদীর যতই মন্দ হোক না কেন ও আমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না , কারণ তিন মাসের সময় আমরা পাচ্ছি। দু'মাসের মধ্যেই সমস্ত জাহাজ বাণিজ্য সম্ভারে বোঝাই হয়ে বন্দরে ফিরে আসবে। ওর নৃশংস প্রস্তাবের কবলে আমার পতিত হবার আশঙ্কা মোটেই নেই। অথচ আমরা যদি ঐ প্রস্তাবের ভয়ে ভীত হয়ে ঋণটা গ্রহণ না করি, তাহলে তোমার বেলমেণ্ট কোনদিনই যাওয়া সম্ভব হবে না। পোর্সিযাকে লাভ করার কোন প্রয়াসই তুমি করতে পারবে না। অতএব টাকাটা ঐ শর্তেই আমরা গ্রহণ করব।"

এইভাবে কাহিনীর বর্ণনা করে ব্যাসানিও বলতে থাকেন—"আন্তোনিওর দৃঢ়তার ছোঁয়াচ আমার হৃদয়কেও স্পর্শ করল। আমি আর আপত্তি জানাতে পারলাম না। দলিল সম্পাদন করে দিয়ে তিন হাজার দ্যুকাট আমার বন্ধু ঋণ করেন। ঐ অর্থের প্রতিটি কর্পদক আমার করে সমর্পণ করেন। সেই অর্থের সাহায্যই সপারিষদে আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। এখানে ভগবান আমার ওপর প্রসন্ন হয়েই মুখ তুলে চেয়েছেন। আমার উদ্যম জয়যুক্ত হতে সমর্থ হয়েছে। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমায় লাভ করেছি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমার পরাজয় হয়েছে। বিনা মেঘে ব্রজ্রপাত হয়েছে আমায় মাথায়। আন্তোনিও কারারুদ্ধ হয়েছেন পাপিষ্ঠ ইহুদীর অভিযোগে।"

.পোর্সিয়া ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন—"কী করে এমনটা হল? তার এতগুলি জাহাজ...?"

ব্যাসানিও নৈরাশ্য পীড়িত স্বরে উত্তর দেন—"এতগুলি জাহাজের মধ্যে একখানিও বন্দরে ফিরে আসেনি। সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করতে কোনওটি জলে ডুবেছে, কোনওটা দস্যু কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে, কোনওখানি বা ঝড়ের দাপটে অদৃশ্য হয়ে গেছে অজানা



সমুদ্রে। তিন মাস পূর্বেও যিনি কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার মালিক ছিলেন, আজ তিনি একেবারেই নিঃস্ব। ঋণ পরিশোধের সামর্থ তাঁর নেই, ওদিকে দলিলের নির্দিষ্ট মেয়াদ তিনমাস আজ অতিক্রান্ত।"

"কিন্তু ঋণ তো মোটে তিন হাজার দ্যুকাট? আমরা যদি ঐ অর্থ এখন শোধ করে দিই তাহলে তো ইহুদী তাঁকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য?"

স্যালোরোনা নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মাথা নেড়ে বিমর্ষভাবে বলে ওঠেন "ভদ্রে! তা হবার নয়। ভিনিসের নাগরিকেররা শাইলকের ঋণ চাঁদা করে শোধ দিতে চেয়েছিলেন সে তাতে রাজী নয়। তার বক্তব্য হচ্ছে, দলিলের মেয়াদ যখন পার হয়ে গেছে তখন সে আর এখন ঐ অর্থ নেবে না। দলিলের খেলাপ হলে শাস্তির যে শর্ত দলিলে উল্লেখ আছে, সে তাই এখন চায়। অর্থাৎ এক পাউণ্ড মাংস, আন্তোনিওর বক্ষঃস্থল থেকে।"

"সে কী সর্বনাশ!" পোর্সিয়া বলেন—"এমন নৃশংসতা তো রাক্ষসের মধ্যেই সম্ভব! কোনো মানুষ কী সত্যিই দেনার দায়ে আর একজন মানুষের মাংস কেটে নিতে পারে? সম্ভবত সে ভয় দেখিয়ে আরো বেশী পরিমাণ অর্থ আদায়ের মতলবে আছে। ব্যাসানিও। তুমি এখনই ভিনিস যাত্রা কর। আমি তোমাকে অগণিত অর্থ দিচ্ছি। তিন হাজারের দ্বিগুণ পরিমাণ দ্যুকাট দাও শাইলককে। দু'গুণ, আটগুণ! যত গুণ অর্থ সে চায় তাই দিয়ে তুমি আন্তোনিওকে মুক্ত করে দাও। আমার অর্থ সে তো তোমারই! তুমি আর আমি তো ভিন্ন নই। তোমার অর্থ তুমি তোমার বন্ধুর জন্য ব্যয় করবে এতে আশ্চর্যের কী আছে? বরং তা না করলেই পাপের ভাগীদার হবে। মহাপাপ! আন্তোনিওর জীবনের মূল্যে যদি তোমার এই সমৃদ্ধ ক্রয় করতে হয় তাহলে ও সমৃদ্ধি কোনদিন তোমায় সুখ বা শান্তি কিছুতেই দিতে পারবে না। আর তুমি যদি সুখী নাই হতে পার, আমিই বা সুখী হব কিরূপে?"

তখনই স্থির হয়ে যায় যে সেই মুহূর্তেই গির্জায় গিয়ে অনাড়ম্বরে পোর্সিয়ার সঙ্গে ব্যাসানিওর এবং নেরিসার সঙ্গে গ্যাসিয়ানোর বিবাহ হয়ে যায়। এখন বিবাহটা তো হয়ে যাক, জাঁকজমকের সময় পরে পাওয়া যাবে। বিবাহের পর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ব্যাসানিও ভিনিস যাত্রা করবেন। সঙ্গে থাকবে শুধু গ্রাসিয়ানো। সঙ্গে থাকবে অপরিমিত অর্থ—শাইলককে দেবার জন্য।

সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেল। বিবাহ নির্বিঘ্নে সমাধা করে ব্যাসানিও চলে যান ভিনিসের পথে। একমাত্র গ্রাসিয়ানো হল তাঁর সহচর। আর পরিচারক ও বন্ধুরা বেলমেণ্টে থেকে যায়। কেননা এখন থেকে ব্যাসানিওর গৃহই হবে বেলমণ্টে। এই বন্ধুগণের মধ্যে লোরেঞ্জো এবং তাঁর সদ্য পরিণীতা পত্নী জেসিকাও ছিল। জেসিকাকে আমরা জানি শাইলকের কন্যা বলে।



ব্যাসানিও চলে গেলে পোর্সিয়া এই লরেঞ্জো আর জেসিকাকে নিকটে আহ্বান করেন। তাদের বলেন—"বন্ধু ও বান্ধবী! একটা অনুরোধ আছে আমার। তোমরা যদি তা রক্ষা কর তবে আমি পরম উপকৃত হই।"

তারা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল—অনুরোধের প্রকৃতি না শুনেই।

পোর্সিয়া বলতে থাকেন—"আমার ও নেরিসার স্বামী যতদিন না পর্যন্ত ফিরে আসেন, ততদিন আমি ও নেরিসা দুই মাইল দূরবর্তী একটা মঠে গিয়ে বাস করব এই মনস্থির করেছি। সেখানে আন্তোনিওর মুক্তি ও স্বামীদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকব আমরা। সেই সময়টা আমার এই গৃহস্থলী রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি তোমাদের হাতেই দিয়ে যেতে চাই। আমার লোকজন সবাই তোমাদের দুজনকে প্রভু ও প্রভুপত্নী জ্ঞানে মান্য করবে। এতে কী তোমাদের কোন আপত্তি আছে?"

এতে আর কী ওদের আপত্তি থাকবে? ওরা তো এখন নিরাশ্রয়! এমন একটা সুখের বাসস্থান অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে ওরা তো বেঁচেই গেল।

তখন পোর্সিয়া দাসদাসী ও কর্মচারীদের ডেকে সেই মর্মে আদেশ দেন। তারপর নিজের কক্ষে গিয়ে একখানি পত্র লেখেন। সাবধানে সেখানাতে মোহর আটকে বালথাজার নামক অতি বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্যকে আহ্বান করে গোপনে সে পত্র তিনি তাকে অর্পণ করেন। তাকে আদেশ দেন এরূপ ঃ

"পাদুয়া নগরে আমার এক আত্মীয় আছেন—ডাক্তার বেলারিও তাঁর নাম! চিকিৎসক ডাক্তার নন, আইনজ্ঞ ডাক্তার। সেই বেলারিওর কাছে এ পত্র নিয়ে যাবে তুমি। তিনি তোমাকে কিছু কাগজপত্র ও কিছু পোশাক দেবেন। তুমি বিসম্বে সেগুলি নিয়ে আসবে আমার কাছে। পথে কোথাও একমিনিট বৃথা সময় নষ্ট করবে না। অত দ্রুতগামী ঘোড়ায় তুমি যাবে এবং আসবে। মিরাজ নদীর খেয়াঘাটে আমি অপেক্ষায় থাকব। তুমি সেখানে এসে ঐ কাগজ ও পোশাকগুলি আমাকে অর্পণ কর। সমস্ত ব্যাপারটই যেন গোপন থাকে, এই হল আমার বিশেষ অনুরোধ।"

পাদুয়ার বেলারিও বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তি। দেশ-বিদেশ থেকে জটিল মামলার পরিচলনার জন্য আহ্বান আসে তাঁর কাছে। আইনঘটিত কূট প্রশ্নে তাঁর মতামত প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়। সম্প্রতি ভিনিসের ডিউক তাঁকে নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন-—শাইলক-আন্তোনিও মামলায় সাহায্য করার জন্য। বেলারিও সে সম্বন্ধে পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছেন এবং ভিনিস যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় বেলথাজার এসে উপস্থিত, হাতে পোর্সিয়ার পত্র নিয়ে।

পের্সিয়ার পত্র পড়ে ভদ্রলোক ভীষণ অবাক। তাঁর এই সুন্দরী আত্মীয়টির নানা খেয়াল-খুশির বিষয়েই তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার তাঁর



স্বপ্নাতীত ব্যাপার! কিন্তু পোর্সিয়ার অনুরোধ তিনি ফেলতেও পারলেন না। বেলথাজারের হাতে উকিলের একপ্রস্থ পোশাক, উকিলের মুহুরীর পোশাক এবং সেই সঙ্গে কিছু আইনের পুস্তকও অর্পণ করেন। সবচেয়ে বড় কথা—ভিনিসের শাইলক-আন্তোনিওর মামলার কাগজপত্র তিনি পোর্সিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন বেলথাজারের হাত দিয়ে।

যথাসময়ে মিরাজ নদীর কূলে পৌঁছে বেলথাজারের চোখে পড়ল তার কর্ত্রী ঠাকুরাণী আগে থেকেই সেখানে পৌঁছে গেছেন এবং অধীর আগ্রহে তাঁরই প্রতীক্ষায় আছেন। বেলথাজারকে দেখে ও তার কাছে বেলারিও প্রেরিত জিনিসপত্র দেখে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। তৎক্ষণাৎ নেরিসাকে নিয়ে ভিনিসের পথে অগ্রসর হলেন তিনি।

নেরিসা সব বিষয়ে পোর্সিয়ার বিশ্বাসের পাত্রী। সে জিজ্ঞাসা করে—"ঠাকুরাণি! এতো সব তোড়জোড় কিসের জন্য আমি জানতে পারি কি? এই পুরুষের পোশাকগুলি আমাদের কি কাজে লাগতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার মতলবটা খুলে বললে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। ভিনিসেই বা আমরা যাচ্ছি কেন? যদি যেতেই হবে তাহলে আমাদের স্বামীর সঙ্গেই তো আমরা যেতে পারতাম।"

"না না, তা কোনমতেই পারতাম না। আমরা যে উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছি এসব কথা আগে থাকতে স্বামীদের জানালে, যে জন্যে যাওয়া তা গোড়তেই ব্যর্থ হয়ে যেত।"

নেরিসা অবাক না হয়ে পারে না। তার বেশি জিজ্ঞাসার উত্তরে পোর্সিয়া বলে ওঠেন—"আমরা পুরুষবেশে ভিনিসে চলাফেরা করব, এমনকি ডিউকের বিচারকক্ষেও হাজির হব—বেলারিওর প্রতিনিধি সেজে। আমার স্বামী বা তোমার স্বামী এব্যাপারে বিন্দুমাত্র জানতে পারলে তাঁরা এতোটাই উত্তেজিত হয়ে পড়বেন যে তাঁদের পক্ষে এ গুপ্তরহস্য গোপন রাখা সম্ভব হবে না। ফলে আমাদের ছদ্মবেশের আর কোনও সার্থকতাই থাকবে না। সবাই জানবে যে আমরা নারী মাত্র। তাহলে যে কাজের জন্য আমাদের যাওয়া মাঝপথেই তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু স্বামীরা আমাদের গোপন রহস্য ভেদ না করলেও এমন তো হতে পারে আমরা নিজেরাই ধরা পড়ে যেতে পারি? পুরুষের চালচলন কথাবার্তা নারীদের তুলনায় এতোটাই স্বতন্ত্র যে, ও জিনিস কারো চোখে এড়াবার নয়।"

পোর্সিয়া প্রত্যুত্তরে বলেন—"একথা তুমি যা বলছ তা সত্যিই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ওদিক থেকে আমাদের খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। আমাদের ধরা পড়লে কোনমতেই চলবে না। হাঁটবার সময়ে পদক্ষেপ লম্বা করে ফেলতে হবে, নারীদের চাইতে পুরুষদের পদক্ষেপ ডবল জায়গা নিয়ে থাকে, এটা কোনমতেই ভুললে



চলবে না। ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে কথা কইব আমরা। লড়াই আর খুনোখুনির বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথাই আমাদের মুখ থেকে বেরুবে না। লম্বা একখানা ছোরা কোমরে ঝোলাতে হবে। তারপর গল্প! সব কল্পিত কাহিনী যার তার কাছে করতে হবে। আমি তো করবই, তুমিও তাই করবে। লোকে শুনলে ভাববে—সবে বছর খানেক হল আমরা স্কুলের গণ্ডি পার করেছি, কারণ বালকত্ব পার হয়ে সবে যারা যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে তারাই অতিমাত্রার বাচাল হয়ে থাকে।"

নেরিসাকে এইভাবে উপদেশ দিতে দিতে অবশেষে পোর্সিয়া ভিনিসে পা রাখলেন। সেখানে তার নিজের গৃহ ও আত্মীয়দের গৃহও ছিল। কোথাও তিনি উঠলেন না। নেরিসাকে নিয়ে উঠলেন এক সম্ভ্রান্ত হোটেলে। আশ্রয় নিয়েই লোকের কাছে শাইলক ও আন্তোনিওর মামলার সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকলেন। রাজপথে দু-একবার ব্যাসানিও ও গ্রাসিয়ানোকে চোখেও পড়ল। কিন্তু নিজেরা তা পরিচয় দিলেন না উপরন্তু তাঁরাও নিজেদের পত্নীকে চিনতে পারলেন না। না পারাটাই স্বাভাবিক! কারণ তাঁরা আসন্ন মামলার চিন্তায় এতোটাই অধীর যে কোনদিকেই ভালভাবে মনোযোগ দেবার মত মনের অবস্থা তাঁদের নেই।

॥ পাঁচ ॥

আজ লোকে লোকারণ্য ভিনিস নগরীর সর্বোচ্চ বিচারালয়ে স্বয়ং ডিউক নিজে বিচারাসন অলঙ্কৃত করে আছেন। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে নগরীর শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ উপবিষ্ট—তাদের মুখে বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট। সর্বজনমান্য বণিকশ্রেষ্ঠ আন্তোনিও আজ বিচারার্থ আদালতে আনীত হয়েছেন। শাইলক স্পষ্টভাষায় জানিয়েই দিয়েছে—"আমি দেখতে চাই যে ভিনিসের আইন সত্যই আইন, না মুখের কথা মাত্র। আইন অনুসারে আন্তোনিওর একপাউণ্ড মাংস পাবার অবশ্যই আশা রাখি। তা থেকে যদি বঞ্চিত হই, তাহলে বোঝাই যাবে ভিনিসের আইন যে একটা প্রহসন মাত্র। এ কথা পৃথিবীর লোকও একবাক্যে স্বীকার করবে।"

এ বড় সাংঘাতিক কথা। ভিনিসের বাণিজ্য পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই উপলক্ষে সকল দেশের লোক প্রচুর সংখ্যায় বাস করে এখানে। আবার ভিনিসবাসী জনগণকেও অনবরত নানা দেশ-বিদেশে গিয়ে দীর্ঘকালের জন্য সেখানে থেকে যেতে হয়। তাই ভিনিসের ন্যায়পরায়ণতার ওপর যদি বিদেশিদের শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে এখানে আসতেও তারা ভয় পাবে এবং বিদেশে গেলে ভিনিসবাসীরা সেখানেও পরিহাস ও ঘৃণার পাত্র রূপ বিবেচ্য হবে। এতে ভিনিসের বাণিজ্যিক



সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। এই সমৃদ্ধি যাতে স্থায়িত্ব লাভ করে, তার কথা মনে রেখেই আইন প্রণয়ন করে ভিনিসে স্থায়ী লোকও বিদেশীদের সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন শাইলকের দাবী অগ্রাহ্য করার মতো কোন অজুহাতই বিচারকর্তাদের হাতে নেই।

ডিউক আন্তোনিওকে ডেকে সমবেদনা জানান। আন্তোনিও উত্তরে বলেন—"মহামান্য শাসক মহাশয়! আপনার দয়ার কোন তুলনাই আমার জানা নেই। আমি শুনেছি যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণের জন্য আপনি স্বয়ং অনেক করে অনুরোধ করেছেন শাইলকের কাছে। শুধু উনিই নন, আমার বন্ধু নগরবাসিগণও সকলেই সমবেতভাবে ঐ ইহুদীর কাছে গিয়ে করুণা ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। যে বস্তুর মধ্যে যার অস্তিত্ব নেই, সে বস্তু থেকে ত কী করে পাবার আশা রাখেন? শাইলকের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র নেই, আপনারা তাকে দয়া প্রকাশে উৎসাহিত করবেন কিরূপে তা যখন সম্ভবপর নয়, অতএব আমার ভাগ্যে যা আছে তাই আমায় পেতে দিন। আমি আপনাকে এবং সমস্ত নগরবাসীকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁরা এবং আপনিও যে আমার ওপর স্নেহ প্রকাশ করেছেন তার জন্য আমি মৃত্যুর পরেও কৃতজ্ঞ থাকব।"

অতএব ডিউকের আহ্বানে শাইলক বিচারকক্ষে প্রবেশ করে। তার চক্ষুর ঐ হিংস্র দৃষ্টি ললাটের রেখাসমূহ সুস্পষ্ট ও গম্ভীর। তার কটিতে একখানা দীর্ঘ বক্র ছোরা—সে ছোরা যেন আন্তোনিওর রক্তপানের জন্য তৃষিত।

ডিউক তাকে সম্বোধন করে বলেন—"এ যাবৎ আমরা সকলেই বহুভাবে তোমার কাছে অনুরোধ জানিয়েছি আন্তোনিওর ওপর করুণা প্রদর্শনের জন্য। তুমি তাতেও রাজী হওনি। রুক্ষভাবে আমাদের সমস্ত অনুনয় উপেক্ষা করে কেবল দাবী করেছ যে, দলিলের শর্ত অনুসারে আন্তেনিওর এক পাউণ্ড মাংস কেটে তোমাকে নিতে দেওয়া হোক।" আমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারিনি যে, এই কঠোরতা সত্যিই তোমার আন্তরিক। বরং আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, তুমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই দানবীর নৃশংশতার। ভাণ করছ। সে উদ্দেশ্য এই যে, একেবারে চরমপক্ষে পৌঁছে হঠাৎ দয়ার পরবশ হয়ে তুমি আমাদের বিস্ময়ে মূক করে দেবে। আমাদের ধারণা যদি মিথ্যা না হয় তবে আমি তোমায় বলতে চাই, সেই চরমমুহূর্ত অবশেষে এসে গেছে। এখন আর অপেক্ষা করার কোন উপায়ই নেই। আজ এই কক্ষে উপস্থিত থেকে এই বিচারের ব্যাপারটা মীমাংসা করতে হবে। এখনও যদি তুমি দয়া প্রকাশে অক্ষম থাক, তবে আদালতকে বাধ্য হয়ে ঘোষণা করতে হবে যে আন্তেনিওর মাংস কর্তন তোমার অধিকার আছে। সেজন্য



আমার এবং নগরবাসীর সকলেরই শেষ মিনতি তোমার কাছে যে, তোমার যদি দয়া করার ইচ্ছে থাকে তবে আর বিলম্ব করো না।"

শাইলক খেঁকি কুকুরের মতো দাঁত বার করে, "দয়া দয়া! বলি, ও কথাটার মানে কী? ও অস্তিত্ব কোথায় আছে? আপনারা দয়া প্রকাশ করে থাকেন? আপনারা অর্থ দিয়ে বাজার থেকে দাসদাসী ক্রয় করে আনেন। তাদের ওপর আপনারা দয়া দেখিয়ে থাকেন কি? তারা আপনাদের থেকে সদয় ব্যবহার পায় কি? তাদের কঠোর পরিশ্রমে আপনারা বাধ্য করেন না? তাদের পেটভরে দু'বেলা খেতে দেন? শয়নের জন্য তারা সুকোমল শয্যা পায় কী? না তা করেন না! তারা আপনাদের গৃহে পশুর মতো জীবনযাপন কতে বাধ্য থাকে। "মহাশয়গণ! আন্তোনিও সম্বন্ধে আমারও ঐ একই কথা। আমি ওর এক পাউণ্ড মাংস কিনেছি? তিনি হাজার দ্যুকাট মূল্যে কিনেছি। সেই কেনা জিনিসটি আমায় অধিকার করতে দিন—এটুকুই শুধু দেশের আইনের কাছে আমার প্রার্থনা, সকলের যে অধিকার আছে, আমি বা তার থেকে বঞ্চিত হব কেন? ভিনিসের আইন তো স্বদেশ-বিদেশীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। খ্রীষ্টান-ইহুদীর মধ্যে নেই কোন পার্থক্য! এক পাউণ্ড মাংস আমি কিনেছি, সেটা আমি পেতে চাই। অনেকে আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন—সে এক পাউণ্ড মাংস নিয়ে কী করবে তুমি? এই অবান্তর প্রশ্নের কোন মানেই হয় না। আমি যাই করি না কেন, ক্ষুধার্ত কুকুরকে খেতে দেব—সেই কথা জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকারই পাননি আপনারা!"

একটানা লম্বা বক্তৃতা দেবার পর শান্ত হয়ে শাইলক মুহূর্তের জন্য একটু থামল। ব্যাসানিও আদালতে উপস্থিত ছিলেন আন্তেনিওর পাশে। তিনি সেই সুযোগে বলে ওঠেন—"দেখ শাইলক। তোমায় তিনহাজার দ্যুকাটের তিনগুণ আমি তোমায় ফেরত দিচ্ছি। এই দেখো সেই অর্থ। এক পাউণ্ড অপ্রয়োজনীয় মাংসের জন্য তুমি কী নয় হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিসর্জন দেবে?"

শাইলক কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দেয়—"আমার বাড়ীতে একটা ইঁদুর আছে। সেটা আমার কাপড়-চোপড় আস্ত রাখে না অর্থাৎ কেটে দেয়, খাদ্যদ্রব্য চুরি করে নিয়ে যায়, এমনকি চলতে ফিরতে আমার হাতে পায়ে কামড়ের দাগ বসাতেও সে দ্বিধা করে না। এই ইঁদুর যদি না মরে তাহলে আমার জীবন কোনদিনই শান্তির মুখ দেখতে পাবে না। আমি বাধ্য হয়ে বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রাও দিতে পারি—এই ইঁদুরটা যদি কেউ মেরে দেয়। কারণ, ওটা না মারলে আমিই মারা যাব। বিশ হাজার দ্যুকাট ঐ ইঁদুরটার মাংসের দাম নয়, আমার জীবনের শান্তির মূল্য!"

আন্তেনিও নিষেধ করেন, "কেন ব্যাসানিও, ঐ হিংস্র দানবটার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করে নিজেকে হীন করছ? ও যদি মানুষ হতো তাহলে মানবতার নামে আবেদন



করা চলত ওর কাছে। আমার মনে হয়, মানুষের অবয়বের নীচে যে আত্মা ওর মধ্যে আছে, সেটা কোন বাঘের নেকড়ের আত্মা।"

শাইলক নিজের ছোরায় হাত দিয়ে বলে ওঠে—"বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হবে, যখন নেকড়ে বাঘের এই দাঁত তোমার কলিজায় বিঁধবে।" তারপর সে ডিউককে সম্বোধন করে বলে—"মহামান্য ডিউক মহোদয়! আর কেন সময় নষ্ট করছেন?

"বিচার সমাধা করে বাড়ি গিয়ে আরাম করুন, আমাকেও বাড়ী গিয়ে আরাম করতে দিন।"

ডিউক বলেন—"বিচারের কালে আইনের ব্যাখ্যা করে দেবার জন্য আমি পাদুয়ার ডাক্তার বেলারিওকে আমন্ত্রণ করেছিলাম। এরকম অদ্ভুত মামলা ভিনিসের আদালতে ইতিপূর্বে কস্মিনকালে হয়নি। ভিনিস কেন, পৃথিবীর কোন আদালতেই হয়নি বোধ হয়। এ অবস্থায় খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচারকার্য সমাধা করতে হয়। যার কোন নজীর নেই, তার বিচার পদে পদে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি এ দেশের সবচেয়ে বড় আইনবিশারদ বেলারিওকে ডেকে পাঠিয়েছি। কেউ তোমরা দেখ তো—ডাক্তার বেলারিও আদালতে উপস্থিত হতে পেরেছেন কিনা!

যদি তিনি না এসেও থাকেন, তবে তাঁকে আনবার জন্য আজকের মত আদালতের কাজ মূলতবি রাখতে বাধ্য হব আমি।

একজন রক্ষী বারে চলে যায়। শাইলকও রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে যদৃচ্ছ ভাষায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রক্ষী আবার এসে বিচারকক্ষে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে এক তরুণ যুবক। এই যুবকের বেশভূষা দেখলেই মনে হয়, সে কোন আইনজীবীর কেরানী।

এই কেরানী প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশিনী নেরিসা ভিন্ন আর কেউ নয়। বেলথাজারের হাত দিয়ে বেলারিও দুটি পোশাক পাঠিয়ে ছিলেন—একটি হলো উকিলের, অন্যটি উকিলের মুহুরীর। এই শেষোক্ত পোশাকই নেরিসার পরনে ছিল। ছদ্মবেশে তার প্রকৃত রূপ এমনভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল যে তার স্বামী গ্রাসিয়ানোর পক্ষে পর্যন্ত তাকে চিনতে সম্ভব হলো না।

নেরিসা এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায় ডিউককে। তারপর নিবেদন করে—"ডাক্তার বেলারিও অকস্মাৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন! সেজন্য মহামান্য ডিউকের আহ্বানে নিজেকে অতিশয় সম্মানিত বোধ করেও তিনি পাদুয়া থেকে ভিনিসে আসতে সক্ষম হননি। কিন্তু তিনি একজন সুদক্ষ সহকর্মীকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে ডিউকের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আইনের জটিল প্রশ্নসমূহ ইনি এতো নিপুণভাবে সমাধান করে দেন যে, তাতে বেলারিওর কোন



সন্দেহ থাকে না। তাঁর যা বক্তব্য, তা এই পত্রে তিনি ডিউককে জানিয়ে দিয়েছেন।" যথারীতি নতজানু হয়ে ডিউকের সম্মুখে বেলারিওর পত্রখানি স্থাপন করল ছদ্মবেশিনী নেরিসা।

ডিউক পত্র খুলে পাঠ করেন—

"মহামান্য বাহাদুর সমীপেষু, আপনার আদেশ অনুযায়ী ভিনিস নগরে উপস্থিত হয়ে শাইলক আন্তেনিওর মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং সেজন্য আইনগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হঠাৎ আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হয়ে পড়েছি। এই অবস্থায় আমার ভিনিস যাত্রা একেবারেই অসম্ভব।

রোম থেকে আমার জনৈক বন্ধু ও সমব্যবসায়ী বান্ধবতার খাতিরে ইদানীং আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বয়সে তরুণ কিন্তু আইনবিদ্যায় অতি পারদর্শী। তাঁকে নিকটে পেয়ে শাইলকের মামলাটির সমস্ত বিবরণ আমি তাঁকে জানাই এবং ও বিষয়ে যা কিছু আলোচনা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করার প্রয়োজন ছিল, তা দু'জনে একত্র হয়েই করেছি। এখন আমি নিজে অসমর্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে অনুরোধ করেছি—আমার প্রতিনিধি রূপে ভিনিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর গভীর আইন-জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে সাহায্য করতে।

উক্ত ডাক্তার বেলথাজার তাতে সম্মত হয়েছেন এবং এই পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভিনিস যাত্রা করছেন। আমার প্রার্থনা—বয়সে নবীন দেখে তাঁকে অবহেলা করবেন না। আইনের জ্ঞান তাঁর কোন অংশে আমার চেয়ে ন্যূন নয়। তারওপর এ মামলা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামতও তাঁকে আমি জানিয়েছি। কাজেই তাঁকে পেয়ে প্রকৃতপক্ষে আপনি দু'জন আইনজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পেতে চলেছেন। অধিক বলার মতো আর কিছু নেই।

নিবেদন ইতি—
বশম্বদ বেলারিও

ডিউক এই প্রশ্ন পাঠ করে এই নবীন ব্যবহারজীবকে দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন! নেরিসাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"কেমন হে, তোমার প্রভু এই ডাক্তার বেলথাজার কি বিচারালয়ে আগমন করেছেন?"

ছদ্মবেশধারিণী নেরিসা জানায়—"হ্যাঁ, মহামান্য ডিউক! তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। যদি তাঁকে এই মামলা পরিচালনার ভার অর্পণে আপনার মনোগত ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁকে আমি এখনই ভিতরে নিয়ে আসতে পারি।"

ডিউক তখনই নেরিসার সঙ্গে বিচারালয়ের কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মচারীকে



বাইরে পাঠিয়ে দেন—এই তরুণ আইনবিশারদকে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে আসতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উক্ত কর্মচারীদের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করেন ছদ্মবেশিনী পোর্সিয়া।

বেশভূষায় তাঁকে আইন ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কিছু বলে ভাবার কোন অবকাশ ছিল না। নিজের তারুণ্য ও রমণীসুলভ সৌন্দর্যকে তিনি অটুট গাম্ভীর্যের অন্তরালে এমন করে আড়াল করে ছিলেন, যে তাঁর প্রিয়তম ব্যাসানিও পর্যন্ত তাঁর ছদ্মবেশের রহস্য ভেদ করতে অসফল রয়ে গেলেন।

বেলথাজাররূপিণী পোর্সিয়া বিচারকক্ষে প্রবেশ করেই সবপ্রথমে ডিউককে যথারীতি সসম্মানে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। তারপর সমাগত জনসাধারণকে শিষ্টাচারসম্মত সম্ভাষণ জানিয়ে ডিউককে বললেন—"আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও উপদেষ্টা ডাক্তার বেলারিওর কাছে থেকে উপস্থিত মামলা সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ যা জানার ছিল তা আমি জেনেছি। মামলার কাজ আরম্ভ করার পূর্বে আমি শুধু জানতে চাই যে, আন্তোনিও কে আর শাইলক-ই বা কে?"

ডিউক নিজেই দেখিয়ে দিলেন, কে আন্তেনিও আর কে শাইলক! তারপর বেলথাজারকে অনুমতি দিলেন মকদ্দমার কাজ আরম্ভ করার জন্য।

পোর্সিয়া তখন শইলককে নিকটে ডেকে বলেন—"ভদ্র শাইলক। আপনার মামলাটি একেবারে নতুন ধরনের। কিন্তু নতুন রকম হলেও আইনের দিক দিয়ে এতে কোনও ছিদ্র নেই এবং নতুনত্বের অজুহাতে একে বিচারের আযোগ্য বলে বাতিল করার অধিকারও কারোর নেই।"

শাইলক আনন্দে মাথা নেড়ে বলে ওঠে—"তা তো নেই-ই। আপনার জিনিসটা বেশ ভালভাবেই বোধগম্য হয়েছে দেখছি।"

পোর্সিয়া বলতে থাকেন—"আন্তোনিও স্বেচ্ছায় এই দলিল সম্পাদন করে দিয়েছিলেন যে, একটি বিশেষ শর্তে আপনার কাছ থেকে তিন হাজার দ্যু'কাট ধার করেছেন। সে শর্তটি হলো এই যে,—তিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে—কিন্তু সে কথা পরে আসছে? আন্তোনিও কি তিন হাজার দ্যুকাট শোধ করতে অক্ষম?"

ব্যাসানিও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—"তিন হাজার তো সামান্যই, আমি তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ দিতে প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি।"

শাইলক অধীরভাবে বলে ওঠে—"কিন্তু তা নিচ্ছে কে? শর্তের তিনমাস তো অতিক্রান্ত।"

পোর্সিয়া গম্ভীর মুখে বলে—"সত্যিই তাই। শর্তের তিনমাস উত্তীর্ণ। তাই দলিলের শর্ত অনুযায়ী মহাজন শাইলক আন্তোনিওর বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবার ক্ষমতা রাখেন। সত্যিই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে,



নিজের দাবী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করলে শাইলককে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তিনি নিশ্চয়ই আন্তেনিওর বক্ষ থেকে ঐ পরিমাণ মাংস কেটে নিতে পারবেন।"

শাইলক উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—"আমার দাবী কখনো হাতছাড়া করব না এবং আমায় বাধা দেবার অধিকারও কারোর নেই। সুতরাং আপনারা দয়া করে আদালতের রায় প্রকাশ করে বলুন, সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করে আমরা যে যার বাড়ি চলে যাই।"

শাইলক উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে—"বাঃ বা! আপনি তো এই নবীন বয়সে আইনটি ভালোরকমই আয়ত্ত করেছেন দেখতে পাই। ঠিক যেন দ্বিতীয় দানিয়েল। দানিয়েলের পর এমনক বিজ্ঞ বিচারক পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি।"

পোর্সিয়া বলতে থাকেন—"না, আদালত অনুমতি না দিয়ে পারবে না। শাইলক ইচ্ছে করলেই আন্তোনিওর মৃত্যু ঘটাতে পারেন, মাংস কেটে নিয়ে। কাজেই শাইলক দয়া প্রদর্শন না করলে আর উপায়ও নেই। শাইলককে দয়ার পরবশ হতে হবে।"

শাইলক সঙ্গে সঙ্গে রেগে যায়, "দয়া করতেই হবে? আমাকে বাধ্য করাতে পারে—এমন কোন আইন আছে কি?"

পোর্সিয়া বলে ওঠেন—"বাধ্য করার প্রশ্নই তো উঠছে না। দয়া যেটা, তার সঙ্গে আবার বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক কি? দয়া সহজ, স্বতঃ উৎসারিতভাবে ঝরে পড়ে আকাশ থেকে ব্যথিতের মস্তকে। দুঃখীর দুঃখ হরণ করে, তাপিতাকে শান্তি প্রদর্শন করে, হিংসা ও ক্রোধের আগুনকে নিভিয়ে দেবার শক্তি কারো যদি থাকে তবে তা আছে দয়ার। রাজার রাজদণ্ডের চাইতে দয়ার মহিমাও বেশী। "রাজদণ্ড হলো পার্থিব শক্তির প্রতীক মাত্র, আর অপরদিকে দয়া হলো ভগবানের ঐবরিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ। দয়া যে করে সেও সুখী হয়, দয়া যে পায় সেও সমান সুখী হয়। ন্যায়বিচারের প্রশস্তি গান করতে আমরা সবাই বাধ্য থাকি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ন্যায়ের কঠোরতা যখন দয়ার স্পর্শে কোমল হয়ে আসে, তখনই সে বিচার হয়ে দাঁড়ায় ভগবানের বিচারের মতো মধুর ও মহৎ। এমন দয়া বিতরণের সুযোগ পেয়ে আপনি কি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন না, শাইলক মহাশয়?"

অধীর হয়ে শাইলক বলে ওঠে—"আমি অত কথার ধার-ধারিনা। আদালতের রায় কি তাই বলুন আপনি।"

পোর্সিয়া যেন হতাশ হয়ে বলে ওঠেন—"তাহলে আর উপায় কী? আন্তোনিও, আপনার কিছু বলার আছে?"

আন্তোনিও অবিচলিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—"এইটুকুই মাত্র বলতে চাই যে,



এই কষ্টদায়ক দৃশ্যের শেষ হওয়া উচিত। শাইলক আমার জীবনান্ত না ঘটিয়ে ছাড়বে না। আইন তার পক্ষেই। সুতরাং তাকে তার ইচ্ছায় কাজ করতে দিন। বন্ধু ব্যাসানিও, মনে করো না যে মরতে কাতর হচ্ছি, আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি, তখন বেঁচে থেকে পরের গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়। দরিদ্রের কষ্টের অন্ত নেই এই পৃথিবীতে। বিশেষত সম্পদের শিখর থেকে যারা হঠাৎ দরিদ্রের সম্মুখে পদস্খলিত হয়ে পড়ে, তাদের ভাগ্যে যেমন লাঞ্ছনা জোটে, তেমনই দুঃখ। সে লাঞ্ছনা সে দুঃখ থেকে আমি রেহাই পাচ্ছি, এই আমার সান্ত্বনা, ব্যাসানিও! তুমি যে মনোমত পত্নী লাভ করতে পেরেছে, এর চেয়ে বেশী আনন্দ আমার কী হতে পারে? মৃত্যুকালে ভগবানের চরণে আমার একটাই প্রার্থনা যে, যাতে আমার মরণের দুঃখ তোমাদের বিবাহিত জীবনের আনন্দকে বিন্দুমাত্র ম্লান না করে।"

ব্যাসানিও বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলে ওঠেন—"ভগবান জানেন আমার পত্নী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন। কিন্তু সে নারীরত্নকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করলেও তার পরিবর্তে যদি আমি তোমাকে বাঁচাতে পারতাম, তাতেও আমি কাতর ছিলাম না।"

তরুণ ব্যবহারজীবি এই কাতর খেদোক্তি শুনে সহাস্যে মন্তব্য করেন—"আপনার অনেক সৌভাগ্য যে আপনার স্ত্রী আজ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত নেই। থাকলে আপনি এতো বড় ঔদার্যব্যঞ্জক কথা বলতে কখনই সাহস পেতেন না।"

গ্রাসিয়ানো আন্তোনিওর পাশেই ছিল। সেই বা কেন কম যাবে ব্যাসানিওর চাইতে? সে বলে ওঠে—"আমার পত্নী স্বর্গে গিয়ে দেবদূতের কাছে অনুনয় করলে তাঁরা যদি করুণায় আর্দ্র হয়ে এই পাপিষ্ঠ ইহুদীটার হৃদয় কোমল করে দেন, তাহলে আমি এই মুহূর্তে আমার পত্নীকে স্বর্গে যেতে দিতেও আপত্তি থাকবে না।"

কেরাণীবেশিনী নেরিসা কি এই রকম একটা উক্তির যথাযোগ্য উত্তর না দিয়ে পারে? সে তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দেয়—"মহাশয়, নিজেদের বাড়ীতে বসে স্ত্রীর সম্মুখে বসে এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলে এতক্ষণ ঝগড়া বেধে যেত নিশ্চয়ই।"

এই সব পরিহাস বিদ্রূপ শাইলকের কানে যেন বিষ বর্ষণ করছিল। সে নিজের মনে বলতে থাকে—"খ্রীষ্টান স্বামীরা এই রকম আজগুবি জীবই হয়। ওর চেয়ে সে যদি একটা খুনে ডাকাত ইহুদীকেও বিবাহ করত তাহলেও তার সুখী হবার সম্ভাবনা বেশী থাকত।"

প্রকাশ্যে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে আবার বলে উঠে—"তাহলে কি এরকম রসিকতাই চলতে থাকবে আজ আদালতে? রায় প্রকাশ হবে না ? না যদি হয় তাও বলুন, বাড়ি চলে যাই ভিনিসের আইনের জয়গান করে।"



পোর্সিয়া তখন অনন্যোপাই হয়েই বলেন—"আদালতে তাহলে এই রায়ই দিচ্ছে যে, ইহুদী শাইলক এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারেন আন্তেনিওর বুকের কাছ থেকে। ভালো কথা শাইলক মহাশয়, একজন ডাক্তার এনে রেখেছেন তো?"

"ডাক্তার?"—শাইলক যেন আকাশ থেকে পড়ে একেবারে, "ডাক্তার আবার কী জন্য?"

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—"মাংস কেটে নিলে আন্তেনিওর মৃত্যুও হতে পারে। সেরকম কঠিন অবস্থায় সম্মুক্ষীণ হলে ডাক্তারের দ্বারা অনেক উপকারও পাওয়া যেতে পারবে।"

শাইলক কঠিন স্বরে বলে ওঠে—"দলিলে কী এমন কোথাও উল্লেখ আছে যে, অস্ত্রোপাচারের সময় ডাক্তার রাখতে হবে?"

"না তা নেই! কিন্তু দলিলে যা নাই তাই অগ্রাহ্য করতে হবে, এমন কি কথা? মানবতার খাতিরে একজন ডাক্তারও আপনার রাখা উচিত।"

"আমি মানবতা-টানবতার ধার ধারিনে মশাই! দলিলে যা নেই তা চলবে না। এসো হে আন্তেনিও! তুমি প্রস্তুত হও আমি তোমার মাংস কাটব।"

পোর্সিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করে বলেন—"তাহলে আর কী? শাইলক মাংস কেটে নিতে পারেন। আন্তেনিও বুকের কাছ থেকে! আইন বলছে এ কথা! কাজেই আদালতও সেই আদেশই দিতে বাধ্য হচ্ছে।"

সমস্ত জনতা গভীর অনুশোচনায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এ হত্যা! নিছক এক হত্যা! আইনের নাগপাশে সর্বসাধারণের হাত-পা, আন্তেনিওর উদ্ধারের জন্য অঙ্গুলিটিও তোলার অধিকার কারোর নেই। শাইলক ছুরিতে শান দিচ্ছিল, তারই ঘস্ ঘস্ শব্দ শুধু শোনা যেতে লাগল, নিস্তব্ধ প্রাণহীণ সভাকক্ষ। অবশেষে শাইলকই কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে—"তাহলে এসো হে আন্তোনিও প্রস্তুত হও!"

আন্তোনিও ব্যাসানিওকে আলিঙ্গন করেন,—"তরপর নিজের জামা খুলতে খুলতে ধীরপদে এগিয়ে যান। শাইলকও সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় ছুরিটা হাতে নিয়ে। ছোরার ওপর আলো ঝকমক করে ওঠে। শাইলকের চোখের ঝকমক করে ওঠে জিঘাংসার আলো।

এমন সময় পোর্সিয়া হঠাৎ বলে ওঠেন—"দাঁড়াও তো ইহুদী, একটা কথা আছে!"

আবার কথা! শাইলক বিরক্তভরে ফিরে তাকায়। ছোরা তার হাতে অর্ধোত্থিত! চোখে হিংসার আগুন, বুকে তাক বাগের রক্তপিপাসা!

পোর্সিয়া বলেন "দলিলে যা নেই, তা তো চলবে না?"



"কখনোই না!—বিজয়ীর ন্যায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে শাইলক। "দলিল এক পাউণ্ড মাংসের কথা আছে, এক ফোঁটাও রক্তের কথা কোথাও নেই কিন্তু শাইলক! পোর্সিয়া সহজে, স্বাভাবিক সুরেই এই কথাটি বলেন।

একমুহূর্তে, আদালত গৃহ এমন নিস্তব্ধ যেন কক্ষতলে সূচীপতন হলে সে সব্দ ও জনতার কর্ণগোচর হতে বাধ্য। একমুহূর্ত! কথাটা বোঝার জন্য লমবেত জনগণেক সেই কেটি মুহূর্তেই আবশ্যক ছিল। সেই মুহূর্তে অন্তে অকাশভেদী একটা উল্লাসের ধবনিতে গৃহের ছাদ যেন উড়ে যেতে চালি একেবারে। পোর্সিয়ার ছোট মন্তব্যের গুরুত্বে যে কতটা গভীরতা আছে, তা ও এতক্ষণে বোধগম্য হয়েছে সেই সহস্র নাগরিদের।

শাইলক কিছুই বুঝে উঠতে পারে না প্রথমে। রক্তের কথা দলিলে নেই। না, তা তো নেই! মাংস কাটলে রক্ত পড় জীবন্ত দেহ থেকে, কে না তা জানেৎ জানে বলেই দলিলে তার উল্লেখ নেই। মরে গেলে মানুষের নিঃশ্বাস পড়ে না,এ স্বাভাবিক কথাটা সবারই জানা।

তাই 'মানুষটা মরে গিয়েছে' বললেই যথেষ্ট, তার নিঃশ্বাস পড়ছে না। একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলার কোন প্রয়োজন হয় না। দলিল! দলিলে যা উল্লেখ নেই তা যে চলবে না একথাটি শাইলকই প্রচার করেছে একটু আগে। এখন যদি নিজেরড় পাতা ফাঁদে পা দেয় তবে দোষ তার ছাড়া আর কারো নেই। শাইলকের মাথার ভেতর ঝিমঝিম করতে থাকে, পায়ের তলা থেকে মাঠি সরে যাচ্ছে বোধ হয়! সে হতভম্বের মতো একবার চারিদিকে তাকায়। তারপর বোকার মতই একবার জিজ্ঞাসা করে—"দলিলে নেই রক্তের কথা?"

"এই তো দলিল আছে! নিজের চোখেই দেখে নাও। ওতে লেখা আছে—'শাইলক আন্তেনিওর বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে পারবে। রক্তের উল্লেখ মাত্র এতে নেই। সুতরাং তোমার প্রাপ্য এক পাউণ্ড মাংস তুমি এই মুহূর্তেই কেটে নাও। তাতে কেউ দিতে আসবে না, বাধা দেবার অধিকার নেই। তুমি কেবল লক্ষ্য রাখবে যেন রক্ত না পড়ে। এক ফোঁটা রক্ত যদি পড়ে, তাহলে জানতো? খ্রীষ্টানের রক্তপাত করলে ভিনিসের আইনের ইহুদীদের প্রাণদণ্ড অবধারিত।"

সমবেত জনগণ আবার জয়ধবনি করে ওঠে। গ্রাসিয়ানো সুযোগ পেয়ে এতক্ষণে বলে ওঠে—"দেখ হে ইহুদী, দেখ! দ্বিতীয় দানিয়েল এসেছেন বিচার করতে!" শাইলক হিসাবী লোক। আন্তেনিওর জীবন-মরণ নিয়ে যে খেলা সে শুরু করেছিল তা শেষ হয়ে গেছে, তা বুঝতে বিলম্ব হলো না তার। এই অজাতশত্রু উকিলটাকে



মনে মনে সমগ্র অভিসম্পাত করতে করতে সে বলে ওঠে—"তাহলে থাক, মাংসের ওপর দাবি-দাওয়া আমি ছেড়েই দিচ্ছি! ব্যাসানিও আমার মূল ঋণের তিণগুণ টাকা দিতে চেয়েছিল, তা পেলে আমি আমার নালিশ তুলে নিতে রাজী আছি।"

ব্যাসানিও তো তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। ব্যাগ খুলে স্তূপাকার স্বর্ণমুদ্রা টেবিলের ওপর ঢেলে ফেলেন ঝনঝন শব্দে, "নাও! এই যে নয় সহস্র দ্যুকাট! এ তো আমি তোমার জন্য প্রস্তুত রেখেছি!"

শাইলক ছোরা কোমরে গুঁজে সেই রাশিকৃত স্বর্ণমুদ্রার দিকে অগ্রসর যাচ্ছে, এমন সময়ে পোর্সিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন—"মামলা যখন আদালতে এসেছে, তখন কীভাব তার মীমাংসা হবে, সেটা আদালতের নির্ধারণের ওপরই নির্ভর করবে। এখন আর ব্যাসানিও নিজের ইচ্ছায় টাকা দেওয়া বা শাইলকের নিজের ইচ্ছায় টাকা নেওয়া চলতে পারে না। মামলা শুরু হবার আগে শাইলককে বলা হয়েছিল যে, সে তিনগুণ অর্থ নিয়ে মামলা মিটিয়ে ফেলুক। এই হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে পবিত্র ধর্মাধিকরণে সেই প্রস্তাব সে অগ্রাহ্য করে ছিল। মুক্তকণ্ঠে বলেছিল—দলিলে যে ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা আনুযায়ী কাজ হোক! অন্য কোন ব্যবস্থা অমি মানব না! বেশ! আমরাও এখন সেই একই কথার পুনারাবৃত্তি করছি। দলিলে যা লেখা আছে সেই অনুসারেই কাজ হোক। তিনমাস মেয়াদের মধ্যে টাকা যখন দিতে পারা যায় নি, তখন আন্তোনিওর এক পাউণ্ড মাংস শাইলকের প্রাপ্য। বেশ সে তার প্রাপ্য মাংস কেটে নিক। কিন্তু মাংস কেটে নিতে গিয়ে যদি এক ফোঁটাও রক্ত পড়ে, কর্তিত মাংস দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে নেবার সময় যদি দেখা যায় যে এক পাউণ্ডের চাইতে এক রতি পরিমাণ বেশি বা কম মাংস কাটা হয়েছে, তাহলে আদালত শাইলককে ছাড়বে না। খ্রীষ্টানের রক্তপাতে ইহুদীদের যে সাজা, মাংস কর্তনেও তাই। ওর প্রাণদণ্ড হবে। তিনগুণ অর্থ, কীজন্য তিনগুণ তাকে দেওয়া হবে? সে যদি দয়া দেখাত তাহলে তিন কেন সে ছয়গুণ অর্থ পাবার ক্ষমতা রাখত। দয়ার প্রার্থনা শুনে সে শুধু হিংস্র কুকুরের মতো দাঁত দেখিয়েছে, আইনও এখন তার মতোই দাঁত দেখাবে তাকে। অর্থ সে কোনমতেই পাবে না। পাবে এক পাউণ্ড মাংস। সাবদান ইহুদী! সেই এক পাউণ্ড মাংসের সঙ্গে এক ফোঁটা রক্তও যেন না পরে, আর মাংসের পরিমাণও যেন একচুল পরিমাণ বেশী বা কম না হয়। নাও, ছোরা বার করো! কাটো তোমার পাওনা মাংস।"

শাইলক কাতরকণ্ঠে বলে ওঠে—"তিনগুণ থাক। আমি আসলে যে ঋণ দিয়েছিলাম সেই তিনহাজার দ্যুকাট আমায় ফিরিয়ে দাও তোমরা।"



পোর্সিয়া বলে—"তিন হাজার দ্যুকাটও নয়। কারণ, দলিল সে কথা একবারও লেখা নেই। তিনমাস উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে অর্থ আর তোমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য হলো মাংস!"

গ্রাসিয়ানো বলে ওঠে—"ওহে ইহুদী! সত্যই দ্বিতীয় দানিয়েল কী বলো?"

শাইলক গ্রাসিয়ানোর কথায় কর্ণপাত না করে বলে ওঠে—"তবে আর কী? চাই না তোমাদের অর্থ! আমায় ছুটি দাও। আমি বাড়ী চলে যাই।" অন্তরের হিংস্র রোষ প্রকাশের কোন পথ না পেয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের ন্যায় সে শুধু ক্রমেই ফুসছিল। উপায় থাকলে সে এই ধূর্ত খ্রীষ্টানগুলোর সবারই বুকের মাংস কেটে নিত। কিন্তু উপায় নেই। উপায় নেই!

পোর্সিয়ো সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—"বাড়ী? অত চটপটে নয় হে শাইলক! ও সম্বন্ধে দেশের আইনের আরও কিছু বলার থাকতে পারে। আইন বলে—যদি কোন বিদেশী ভিনিসে এসে কোন ভিনিসবাসীর জীবনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তাহলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে তাকে। সম্পত্তির অর্ধেক যাবে রাজকোষে, অর্ধেক পাবে সেই ব্যক্তি—যার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছিল। ঐ অবস্থায় তোমার সম্পত্তির অর্ধেক এখন থেকে আন্তোনিওর হলো, বাকী অর্ধেক পেলেন মহামান্য ডিউক। তোমার প্রাণদণ্ড হবে কিনা, সে বিষয়ে একমাত্র বিচারক হলেন ডিউক। তাঁর কথার ওপর কোন আপিল নেই।"

জনতা আবার জয়ধ্বনি করে ওঠে। আর গ্রাসিয়ানো আবার টিটকিরি দিয়ে বলে—"দেখছ হে ইহুদী, দানিয়েল দেখছ? কী শুভক্ষণেই উপমাটি উচ্চারণ করেছিল তুমি!"

শাইলক বলে—"আমার সম্পত্তিই যদি তোমরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নাও, তাহলে আমার প্রাণদণ্ড হওয়াই ভালো। অর্থ যার নেই, তার বেঁচে থাকার কোন মানেই নেই। তোমরা আমার মৃত্যুরই ব্যবস্থা কর।"

"ফাঁসির দড়িটা কিনে দেবার পয়সাও তোমার নেই তো! আহা!; বেচারী!" সমবেদনা জানায় গ্রাসিয়ানো।

মহামান্য ডিউক এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন। "খ্রীষ্টানেরা যে ইহুদীর মত ক্রুর আর কঠোর নয়, তারই প্রমাণস্বরূপ তুমি জীবনভিক্ষা করার আগেই আমি তোমায় প্রাণ দান করছি। তবে তোমার ধনৈশ্চর্য বাজেয়াপ্ত করা-না-করা একা আমার ওপর নির্ভর করে না। আইনত ওর অর্ধেকটা অংশ আন্তোনিওর ন্যায্য প্রাপ্য। তিনি যদি দয়া করেন, তবে তুমি দরিদ্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে পার।"

আন্তোনিও বলে ওঠেন—"আমার অংশের সম্পত্তিটা আমি একশর্তে শাইলককে



ফিরিয়ে দিতে পারি। আমি জানি শাইলকের একমাত্র কন্যা জেসিকা এক খ্রীষ্টানের সঙ্গে গোপনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং পিতৃরোষের আশঙ্কায় গৃহত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বেলমন্ট গ্রামে অবস্থান করছে—আমারই বন্ধু এই ব্যাসানিওর পত্নীর আশ্রয়ে। এখন শাইলক যদি এই মর্মে একটা দলিল সম্পাদন করে দেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উক্ত কন্যা এবং তার স্বামী প্রাপ্ত হবেন, তাহলে আমি সম্পত্তিটা শাইলককে প্রত্যার্পণ করতে প্রস্তুত আছি।"

ডিউক বললেন—"এতো অতি উত্তম কথা। রাজকোষে ঐ সম্পত্তির যে অংশটা বাজেয়াপ্ত হবার কথা, তাও আমি ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি শাইলক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিতে রাজী থাকেন। কেমন শাইলক, আমাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সম্পত্তি রক্ষা করতে তুমি কী ইচ্ছুক?"

"ইচ্ছুক না হয়ে করব কি? ভিক্ষুকের বৃত্তি অবলম্বন করতে তো আর পারব না!" উত্তর দিল শাইলক, অপ্রসন্নভাবেই।

তারপরই সে ডিউককে মিনতি করে বলে—"তাহলে আমাকে এখন আদালত থেকে চলে যেতে আদেশ দিন। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে আমি তৎক্ষণাৎ তা সই করে দেব।"

ডিউক বললেন—"আচ্ছা, তুমি যেতে পার! কিন্তু দলিল সই না করলে তুমি বিপদে পড়বে তা মনে থাকে যেন। সম্পত্তি তো ফেরত পাবেই না, জীবন-ভিক্ষা দিয়ে আমি যে দয়া প্রকাশ করেছি, তাও প্রত্যাহার করব।"

গ্রাসিয়ানো নিচুস্বরে বলে ওঠে—"আহা! ইহুদীটির কি এমন সুমতি হবে যে, সই করতে অস্বীকৃত হবে? তা যদি হয়ও, তাহলে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখে ওকে চক্ষুর তৃপ্তি হবে।"

শাইলক নতমস্তকে প্রস্থান করে। তার এতদিনকার আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। আন্তোনিওর জীবনটা নেওয়াই একমাত্র তার বাসনা ছিল। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতেই চলেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল!

একটা বালক ভুঁই ফুঁড়ে উঠে কী একটা হাস্যকর ওজর উপস্থিত করল। তার প্রতিকূলে কোন যুক্তিই শাইলক দেখাতে পারল না! এমন নাম বোধহয় ভবিতব্য! ভগবান কেন যে এই দুষ্ট খ্রীষ্টানের উপর এত সদয়। যতই কৌশল করে ওদের ফাঁদে জড়ানো যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত একটা না একটা উপায়ে ওরা মুক্তি পেয়ে যাবেই!

এদিকে ডিউকও আদালত ভঙ্গ করে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন। উকিলবেশিনী পোর্সিয়াকে নিকটে আহ্বান করে তিনি তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে



তোলেন। এই নবীন বয়সে আপনি যে প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভার পরিচয় দিলেন, প্রবীণ বেলারিওর কাছ থেকেও এর চাইতে অধিক আমরা প্রত্যাশাই রাখতে পারতাম না। আপনি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করুন, আপনার দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাবার আশা রাখে বিপন্ন জনসাধারণ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আপনি যদি আজ আমার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং আমার সঙ্গে একত্র আহার করেন, তাহলে আমি পরম পরিতুষ্ট হব।"

ডিউকের সৌজন্যে পরম আপ্যায়িত হলেও তাঁর নিমন্ত্রণ পোর্সিয়াকে ভীষণ বিপন্ন করে ফেলে। এখানে রাত্রি যাপন করতে হলে, ব্যাসানিওর আগে বেলমণ্টে পৌঁছানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অথচ তিনি আগে থেকেই সঙ্কল্প স্থির করে বসে আছেন যে, বেলমণ্ট থেকে তার অনুপস্থিতির কথা ব্যাসানিওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না। তাই অতি বিনীতভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি ডিউকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাধার কথা বললেন—"মহামান্য ডিউকের নিমন্ত্রণ সর্বদাই আমার শিরোধার্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সম্মান গ্রহণে আজ আমি সত্যিই অপারগ। কালবিলম্ব না করে এখনই আমাকে পাদুয়া নগরে ফিরে যেতে হবে। সেখানেও একটা জরুরী মকদ্দমার পরিকল্পনার ভার আমার ওপর রয়েছে। আপনি তো জানেনই, ব্যবসায়ী লোকেদের সময় অন্য লোকের সম্পত্তি। স্বেচ্ছায় এক মুহূর্ত নষ্ট করার স্বাধীনতা আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে।"

ডিউক দুঃখিত হলেন। কিন্তু উপায় নেই। নবীন ব্যবহারজীবীর ওপর যখন পাদুয়াতে অন্য মকদ্দমা পরিচালনার ভার ন্যস্ত, তখন তাঁকে এখানে ধরে রাখা কোন মতেই সম্ভবপর নয়। তাই তিনি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, ভবিষ্যতে উকিল মহাশয় ভিনিসে এলে যেন অতি অবশ্যই ডিউক প্রাসাদে দেখা দেন। তারপর আন্তোনিও ব্যাসানিওকে সম্বোধন করে বলেন "বলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তবু একবার মনে না করিয়ে পরছি না যে, এই উকিল মহাশয়কে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। অবশ্য যত অর্থই এঁকে প্রদান করুন না কেন, উপকারের তুলনায় তা একান্তই কিঞ্চিৎকর। কারণ যিনি দান করেছেন আন্তোনিওর জীবন, অর্থ দিয়ে জীবনের মূল্য নিধারণ করা যায় না।"

অতঃপর ডিউক সদলে আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন। প্রতীক্ষমান জনতাও ধীরে ধীরে অপসৃত হতে শুরু করল। অবশেষে আদালতে তখন শুধু—এদিকে পোর্সিয়া ও নেরিসা এবং অন্যদিকে আন্তোনিও, ব্যাসানিও, গ্রাসিয়ানো এবং তাঁদের বন্ধুগণ। তখন ব্যাসানিও বিনীতকণ্ঠে নবীন উকিলকে নিবেদন করেন—"ভদ্র! আপনার ঋণ বন্ধু আন্তোনিও বা আমি কেউই এ জীবনে পরিশোধ করতে



পারব না। তবু কৃতজ্ঞতার নির্দশন স্বরূপ আমাদের একান্ত কর্তব্য—যথাশক্তি আপনার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের চেষ্টা করা। ইহুদী শাইলককে যে অর্থটা প্রদান করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম, সেই নয় হাজার দ্যু-কাট এখন আমরাই আপনাকে উপহার দিতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।"

পোর্সিয়া দাঁতে জিভ কামড়ে বলে ওঠেন—"বলছেন কী মহাশয়! একটা উকিলের পারিশ্রমিক নয় হাজার দ্যুকাট। এই প্রভূত পরিমাণ অর্থ আপনাদের কাছ থেকে গ্রহণ করলে লোকে আমাকে যে ইহুদীর চাইতেও ঘৃণ্য জীব বলে মনে করবে!"

ব্যাসানিও যতই অনুরোধ করেন, ততই পোর্সিয়া হেসে উড়িয়ে দেন অর্থের কথা। অবশেষে আন্তোনিও প্রস্তাব রাখেন "তাহলে আসুন, একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। তিন হাজার দ্যুকাট ছিল আমাদের প্রকৃত ঋণ। ওটা শাইলককে দিলে আমাদের পক্ষে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হতো না। আপনার বুদ্ধিবলে এবং তার নিজের কর্মফলে শাইলক তার ঐ নায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখন ঐ তিন হাজার দ্যুকাট তো আপনি স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করতে পারেন! এতে আমাদেরও নায্য ঋণের উপরে এক কানা কড়ি দণ্ড লাগছে না। আপনাকেও লোকে ইহুদীর চাইতে লোভী আখ্যা দিতে পারবে না। কারণ তিন হাজার দ্যুকাট আপনার মত প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবীর পক্ষে মোটেই অতিরিক্ত নয়।"

পোর্সিয়া তবু অর্থ গ্রহণে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—"সৎ কাজ করতে পারলে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। আপনাদের উপকার করতে পেরে আমি সেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। সে মুহূর্ত আপনাদের কাছে আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করব, সেই মুহূর্তেই আমার অন্তরের এই তৃপ্তিটুকু অন্তর্হিত হবে। অথচ তিন হাজার দ্যু-কাটের চাইতে সেই তৃপ্তিটুকুর মূল্য সমধিক বলে আমি জ্ঞান করি। আপনারা দয়া করে আর আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চাইবেন না। ব্যবহারজীবীরা ব্যবসা আরম্ভ করার পূর্বে শপথ গ্রহণ করে থাকেন যে, তাঁর সকল অবস্থাতে এবং সকল সময়েই ন্যায়ের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। অর্থ গ্রহণ করলে তাঁদের সেই পবিত্র কর্তব্যের হানি হয়। যাতে আমি কর্তব্যচ্যুত হই, এমন প্রলোভন আমাকে দেখানো আপনাদের উচিত হবে না।"

এই কথা শ্রবণ করে আন্তোনিও ব্যাসানিওকে নিরুত্তর হতে হলো। অবশেষে আন্তোনিও প্রস্তাব করেন—"অর্থের কথা তাহলে থাকুক, কিন্তু আমরা যে আমরণ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, তাই নিদর্শন স্বরূপ যৎসামান্য কিছু উপহার তো



আমরা আপনাকে দিতে পারি। সেই উপহার বা স্মৃতিচিহ্ন গ্রহণ করলে তো আপনি কতর্ব্যচ্যুত বা প্রত্যাহারগ্রস্ত হবেন না!"

পোর্সিয়া মনে মনে হাস্য করে উত্তর করেন—"না, তা হবে না। উপহার বা স্মৃতিচিহ্ন অবশ্যই আমি নিতে পারি। তাই বলে উপহার স্বরূপ লক্ষমুদ্রা দামের একটা জিনিস আপনি যদি দিতে চান, তা আমি কখনোই নেব না। আমার পছন্দমত দ্রব্য যদি চেয়ে নিয়ে যেতে দেন, তাহলে আমি রাজী আছি।"

আন্তোনিও ও ব্যাসানিও সমস্বরে উত্তর দেন—"বেশ আমরা তাতে রাজী। বলুন, আপনি কী জিনিস নেবেন!"

আন্তোনিও হাতের দিকে নিরীক্ষণ করে পোর্সিয়া বলেন—"বেশ, আপনি আপনার হাতের ঐ দস্তানা জোড়া আমায় দিন। আপনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি সযত্নে ও দুটি রক্ষা করব।"

পোর্সিয়া এত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য বেছে নেওয়াতে আন্তোনিও রীতিমত ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু উপায় কী? তিনি তৎক্ষণাৎ নিজরে হাতের দস্তানা খুলে পোর্সিয়ার হাতে সমর্পণ করেন। পোর্সিয়া তখন ব্যাসানিওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

"আপনার কাছ থেকে আর দস্তানা নেব না। দস্তানার নীচে ওটি কি উঁচু হয়ে আছে যেন? আংটি বোধ হয়? ঐ আংটিটিই না হয় দিন! আপনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ওটি আমি অঙ্গুলিতে পরিধান করব।"

ব্যাসানিওর মাথায় বজ্রাঘাত হলো। আংটি? অবশেষে ঐ আংটিটিই প্রার্থনা করে বসলেন উকিল? ও' যে বিবাহ দিবসে পোর্সিয়ার দেওয়া সেই আংটি! যা বারংবার মাথায় দিব্যি দিয়ে সারাজীবন সযত্নে রক্ষা করতে বলেছেন পোর্সিয়া। সেটা তিনি কেমন ভাবে উকিলের হাতে তুলে দেবেন? পোর্সিয়া যখন তাঁর হাতে আংটি দেখতে না পেয়ে জানতে চাইবেন যে, কোথায় গেল আংটিটা, তখন তাঁর কী বলার থাকবে পোর্সিয়াকে?

ব্যাসানিওর সামনে সত্যি এক মহাসঙ্কট। উকিল হাত বাড়িয়ে আছেন প্রত্যাশায়। ব্যাসানিও দস্তানা খুলে আংটি দেবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না দেখে তিনি তরল পরিহাসের সুরে বলে ওঠেন—"কী মহাশয়! আংটি দেবার কথা শুনেই আপনার বদান্যতা পুরোপুরি উবে গেল একেবারে? দেবেন তো দিয়ে দিন। হাতে সময়ের বড়ই অভাব, এখনও দু-একটা কাজ বাকী। পাদুয়া রওনা হবার পূর্বেই সে সব সমাপ্ত হওয়া চাই।"

ব্যাসানিও তখন জড়িতস্বরে বলেন—"ভদ্র! এ আংটিটা একান্ত তুচ্ছ জিনিস। আপনার হাতে এমন সামান্য বস্তু তুলে দিতে আমি নিজেই লজ্জিত হচ্ছি। আপনি বরং এর পরিবর্তে কোন মূল্যবান উপহার প্রার্থনা করুন।"



পোর্সিয়া মুখে বিরক্তির ভান এনে বলে ওঠেন”—সামান্য জিনিস? আন্তোনিওর কছ থেকে যে দস্তানা আমি গ্রহণ করেছি তার থেকেও সামান্য ঐ আংটিটা? মূল্যবান উপহারের কোন লোভ যদি সত্যিই থাকত তাহলে আমি আপনাদের প্রস্তাবিত নয় হাজার দ্যুকাট কখনোই উপেক্ষা করতাম কি? বেশী বাক-বিতণ্ডা করার সময় আমার নেই। আপনি উপহার দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নেবার জন্য আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই। দিতে যদি হয় তবে ঐ সামান্য আংটিটাই দিন।”

ব্যাসানিও একান্ত নিরুপায়। আন্তোনিও পর্যন্ত সবিস্ময়ে ব্যাসানিওর দিকে তাকিয়ে। অঙ্গুরীয় প্রদানে ব্যাসানিওর এই অনিচ্ছা তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য ঠেকছে। অবশেষে তিনি আর চুপ থাকতে না পেরে সত্যি কথাটাই বলে ফেললেন। তিনি বলে ওঠেন—“ভদ্র! অঙ্গুরীয়টা দেবার বিষয়ে আমি বারবার এক প্রকাণ্ড অসুবিধার সম্মুক্ষীন হচ্ছি। ওটা বিবাহ দিবসে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া উপহার। আমি তাঁর কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, প্রাণান্তেও ঐ আংটি আমি কখনো হাতছাড়া করব না। এই সবে সেদিন আমাদের বিবাহ হয়েছে। আপনি বলুন, এরই মধ্যে কী করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব? করলে আমি আমার স্ত্রীর চোখে অনেক ছোট হয়ে যাব এবং সেই সঙ্গে অবিশ্বাসীও হয়ে উঠব। আমি আপনাকে অনুনয় করছি—ঐ আংটির পরিবর্তে অন্য কোন হীরা, মুক্তা নির্মিত আংটি আপনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুন।”

পোর্সিয়া ব্যাসানিওর কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। “আপনার স্ত্রী যদি সত্যি সত্যিই পাগল না হয়, তবে প্রকৃত ঘটনা শোনার পরেও কখনোই আপনাকে অবিশ্বাসের ভাগীদার বানাবেন না। নতুবা আমার পারিশ্রমিক হিসেবে ওটা প্রদান করার মধ্যেও কোন অসঙ্গত কিছু ফুটে উঠবে না তাঁর চোখে। আসল কথা হচ্ছে—আপনার আমাকে কিছু দেবার মনোমত বাসনা নেই। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মুখে খুব ওদর্য প্রকাশ করলেও কিন্তু কিছু দান করার সময় এলেই নানা অজুহাতে এরা পিছিয়ে আসে। বেশ, নমস্কার! ভিক্ষুকের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা উচিত তা আপনার থেকেই আমি শিক্ষা পেয়ে গেলাম।”

নিদারুণ ক্রোধের অভিনয় করে পোর্সিয়া আদালত গৃহ ত্যাগ করেন। নেরিসা অতিকষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর বদনে তাঁর পাশ্চাদ্বর্তিনী হলো। তখন আন্তোনিও বলেন—“বন্ধু! আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার স্ত্রীর অসন্তোষের ঝক্কি ঘাড়ে নিয়েও আংটিটা এই ভদ্রলোককে দেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই আসল ব্যাপারটা



অনুধাবন করতে পারবেন। যে, এটা না দিয়ে তোমার গত্যন্তর ছিল না। আমিও বরং তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলব, যাতে তোমার ওপর তাঁর অপ্রত্যয় না আসতে পারে কোনমতে। আমার তো মনে হয়, উকিলকে যদি এখন তাঁর প্রার্থিত বস্তুটি না দেওয়া হয়, তাহলে, সমস্ত কথা শোনার পরে তোমার পত্নীই তোমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করবেন। সকল সময়েই অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা নিতে হবে তো!"

আন্তোনিওর কথা শুনে ব্যাসানিও মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। উকিল রাগ করে চলে যাওয়াতে তিনি নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন অতিমাত্রায়। এখন বন্ধুর উপদেশ তাঁর অন্তরের দ্বিধা সম্পূর্ণরূপেই লুপ্ত হলো। তিনি আংটিটা হাত থেকে খুলে নিয়ে গ্রাসিয়ানোর হাতে দেন, এবং তাকে বলেন—গ্রাসিয়ানো, তুমি ছুটে যাও বন্ধু! উকিল এখনও বেশীদুর যেতে পারেন নি। তাঁর কাছে আমাদের পূর্ব অনিচ্ছার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এই আংটিটা তঁকে উপহার দেবে এবং তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আসতে ভুলবে না। আমাদের সঙ্গে নৈশভোজের জন্য।

গ্রাসিয়ানো আংটি নিয়ে ছুটে চলল। পোর্সিয়া তাড়াতাড়ি দৃষ্টির আড়ালে যাবার চেষ্টাই করেনি, তিনি নিকটেই ছিলেন। কারণ, ব্যাসানিওর আংটি সম্বন্ধে মতের কোন পরিবর্তন হয় কিনা, তা দেখতেই তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। যাই হোক গ্রাসিয়ানোকে দেখে তিনি মুখে এমন ভাব আনলেন যে, তিনি তাকে জীবনে এই প্রথম দেখছেন। বিশেষ শিষ্ট সম্বোধনে তাকে সম্ভাষণ করে বলেন—"ভদ্র! ইহুদী শাইলকের বাড়ীটা আমার দেখিয়ে দিতে পারবেন কি? দলিলে তার সই নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমার।"

গ্রাসিয়ানো বলে—"অবশ্য! অবশ্য! শাইলকের বাড়ী আমি দেখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু তাছাড়াও আমি আপনার কাছে অন্য প্রয়োজনে এসেছি। আমি হচ্ছি আন্তোনিও এবং ব্যাসানিও উভয়েরই বন্ধু। আদালতে আমিও উপস্থিত ছিলাম। নিজের দিক থেকে বলতে পারি—আপনার মত এমন চমৎকার উকিল আমি জীবনে দেখিনি। বন্ধু ব্যাসানিওর কাছ থেকে যে অঙ্গুরীয়টি আপনি উপহার হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন—"

বাধা দিয়ে পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—"আমার আর ঐ উপহারের কোন প্রয়োজন নেই। আংটি আমার বাড়ীতে কিছু কম নেই। যদি কমও থাকে আমি কিনে নেবার ক্ষমতা রাখি। উনি নিজেই তোষামোদ করেন একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন নেবার জন্য। আর সেই একটা জিনিস চেয়ে বসলাম, অমনি বললেন—



"উহুঁ, এটা নয়, এটা ছাড়া অন্য কিছু চান। আশ্চর্য! এরই নাম বোধ হয় কি ভদ্রতা?"

গ্রাসিয়ানো তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে অঙ্গুরীয়টি তুলে ধরে পোর্সিয়ার সম্মুখে। "না, না, আপনি ভুল বুঝবেন না আমাদের। ব্যাসানিওর নব-পরিণীতা বধূর প্রথম উপহার এই আংটি। সেজন্যই ওটা আপনাকে দিতে এত কাতর হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু সে কথা যাক আপনার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আমরা সকলেই ঋণের বাঁধনে বাঁধা পড়েছি। অন্য চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আপনার তৃপ্তি সাধন করা একান্তই কর্তব্য আমাদের সেজন্যই ব্যাসানিও এই অঙ্গুরীয়টি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি এটা গ্রহণ করে তাঁকে বাধিত করবেন।"

পোর্সিয়া দেখেন—তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে। তাই আর বেশী কথার মধ্যে না গিয়ে তাড়াতাড়ি আংটিটা তুলে নেন। গ্রাসিয়ানো তারপর তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন আহারের জন্য। তার উত্তরে তিনি পূর্ববৎ জানান যে, অবিলম্বে পাদুয়ার গমন করা তাঁর পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ভোজনের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন না।

অতঃপর পোর্সিয়ার অনুরোধক্রমে গ্রাসিয়ানো কেরানীরূপিণী নেরিসাকে শাইলকের বাড়ী দেখাবার জন্য নিয়ে চলল—সেখানে গিয়ে দলিলে শাইলকের স্বাক্ষর নেবে নেরিসা।

যেতে যেতে নেরিসা বলে—"আপনার বন্ধু ব্যাসানিওর যেটুকু ভদ্রতা জ্ঞান আছে, আপনার তো সেরকম কিছু থাকা উচিত অবশ্যই ছিল। আপনিও তো আন্তোনিওর বন্ধুদের মধ্যে একজন। আন্তোনিওর জীবন রক্ষা করেছি আমরা, এর জন্য আপনার কাছ থেকেও কিছু উপহারও প্রাপ্য আমাদের।"

গ্রাসিয়ানো উত্তরে বলে—"আমার? উচিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই কোন, কিন্তু আমার দেওয়ার মতোই আছেই বা কী? ভদ্রে! আমি যে একেবারেই নিঃস্ব!"

"নিঃস্ব? কিন্তু আপনারও তো হাতে আংটি রয়েছে! ঐ আংটিটা দিয়ে দিলেই আমার পরিশ্রমের যথার্থ পুরস্কার পেলাম বলে মনে করব আমি।"

গ্রাসিয়ানোও ব্যাসানিওর মতো আপত্তি প্রকাশ করল ঐ একইভাবে। কারণ এ আংটিটা সে পেয়েছে তার স্ত্রী নেরিসার কাছ থেকে। কিন্তু নেরিসার বাক্যবাণের কাছে তার কোন আপত্তিই টিকল না।

অবশেষে গ্রাসিয়ানো দেখল যে, ব্যাসানিও যখন তার স্ত্রীর-আংটিটা বিলিয়ে দিয়েছেন তখন সে দিলেও তার ফল এমন মারাত্মক কিছু হবে না। নেরিসা কলহ শুরু করলে সে অনায়াসেই ব্যাসানিও নজিরের দোহাই দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারবে।

আংটি নিয়ে নেরিসা শাইলকের বাড়ীর মধ্যে অন্তর্ধান করে। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই শাইলকের দ্বারা দানপত্র সম্পাদন করিয়ে নিয়ে সে পোর্সিয়ার কাছেই আবার ফিরে আসে। কালবিলম্ব না করে পোর্সিয়া তখনই তাকে নিয়ে বেলমণ্ট অভিমুখে যাত্রা করেন। ব্যাসানিও কালই সেখানে রওনা হবেন আন্তোনিওকে নিয়ে। স্বামীর পূর্বেই তাকে যে করেই হোক বেলমণ্ট পৌঁছতে হবে।

।। ছয় ।।

তার পরদিন সন্ধ্যার পরেই পোর্সিয়ার প্রাসাদ সম্মুখে আনন্দের মেলা বসে গিয়েছে। উপবনে ঝলমল করছে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, তারই নীচে ঐক্যতান বাদকবৃন্দ নানা যন্ত্রের স্বর তুলে এক পুলকের পরিবেশ রচনা করেছে। লরেঞ্জো আর জেসিকা বর্তমানে এ প্রাসাদের গৃহকর্ত্রী। তারা সংবাদ পেয়েছে যে পোর্সিয়া খুব শীঘ্রই মঠ থকে গৃহে ফিরে আসছেন। তাঁর প্রত্যুদগমনের কথা ভেবেই লরেঞ্জো প্রাসাদ সম্মুখে এই গীতবাদ্যের আয়োজন করেছে।

দূর থেকে মধুর ঐকতানের ধ্বনি কানে আসছিল পোর্সিয়ার। তিনি এবং নেরিসা উভয়ে পুরুষের পোশাক পরিবর্তন করে আবার নারীবেশ ধারণ করেছেন। তাঁদের দেখেই লরেঞ্জো ও জেসিকা এসে সাদরে তাঁদের অর্ভ্যথনা জানায়। যথাযোগ্য বান্ধব জনোচিত সম্ভাষণের পরে পোর্সিয়া বলতে শুরু করলেন—দূরে ও নিকটে কোন কোন মঠে ও গীর্জায় তাঁরা আন্তোনিওর কল্যাণ-কামনায় প্রার্থনা জানিয়ে এসেছেন।

এমন সময় ব্যাসানিওর জনৈক ভৃত্য ষ্টিফানো দ্রুতগামী অশ্বারোহণে ভিনিস থেকে এসে পৌঁছায়। সে সংবাদ এনেছে যে, তার প্রভু অচিরেই এসে পড়বেন বন্ধু আন্তোনিওকে সঙ্গে নিয়ে।

দেখতে দেখতে আন্তোনিও এবং গ্রাসিয়ানোকে সঙ্গে করে ব্যাসানিও এসে পুনঃর্মিলিত হন। আন্তোনিওকে মুক্ত করে আনা সম্ভব হয়েছে জেনে পোর্সিয়া আহ্লাদ প্রকাশ না করে পারলেন না। কিন্তু তাঁর ব্যবহার বা আলাপন এমনই ছিল যে কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারল না যে, আন্তোনিওকে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি দান যে করেছে, তা ঐ কৃতিত্ব পোর্সিয়া ভিন্ন কারোর নয়।

পোর্সিয়া আন্তোনিওকে নিজের প্রাসাদে পরম সমাদরে অভর্থনা করছেন। হঠাৎই নেরিসা আর গ্রাসিয়ানোর মধ্যে এক কলহের চাপা গুঞ্জন কানে এল। তিনি হেসে বলে উঠলেন—"কি ব্যাপার? তোমরা এরই মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিলে নাকি? আরে ছিঃ ছিঃ—এখনও যে তোমাদের বিবাহের পরে ত্রিরাত্রি পার হয়নি।"



নেরিসা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—"এমন ব্যবহার করলে ত্রিরাত্রি কেন, তিন মিনিটও তো শান্তি থাকতে পারে না ঠাকুরাণী। বিবাহের দিন এঁকে আমি একটা অঙ্গুরীয় দিয়েছিলাম। ইনি পবিত্র গীজায় দাঁড়িয়ে শপথ করেছিলেন—জীবন থাকতে কখনো এটি অন্য কাউকে দেবেন না। অথচ আজ দেখুন, ওঁর হাতে সে আঁটি নেই, অন্য কাউকে ত বিলিয়ে দিয়ে উনি নাচতে নাচতে আমার সম্মুখে এসে হাজির হয়েছেন। এমন নির্লজ্জতা দেখে পাথরের মূর্তিও চুপ করে থাকতে পারে না।"

পোর্সিয়া গম্ভীর মুখে বলে ওঠেন—"খুব অন্যায় গ্রাসিয়ানো, খুব অন্যায়। তোমার পত্নীর প্রথম উপহার যদি তুমি অন্য কাউকে দিয়ে দাও—"

গ্রাসিয়ানো মরীয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে—"না, না, ঠাকুরাণী! সে একটা সামান্য কেরাণীমাত্র। যে নবীন উকিল আন্তোনিওর জীবন রক্ষা করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন—তাঁরই কেরানী একটা বেঁটে ছোকরা। দেখতে এই আমদের নেরিসার মতোই ছোটখাটো। আর ঐরকমই চোখে মুখে কথা কয়। সে ছোকরা দলিল লেখাপড়া নিয়ে পরিশ্রমও করেছিল খুব। তাই সে যখন ঐ অঙ্গুরীয়টা পুরস্কার চাইল, আমি দ্বিরুক্তি করতে পারলাম না।"

আরও গম্ভীর মুখে পোর্সিয়া বলেন—"উপকার তারা অবশ্যই করেছিল তা অস্বীকার করার কোন উপাই নেই। তার দরুণ অর্থ দিয়ে দিলেই তো হতো! তোমার পত্নীর প্রথম উপহারটা তাকে দিয়ে দেওয়া কখনোও উচিত হয়নি। এই দেখ না। আমিও বিবাহের দিন আমার স্বামীকে একটা অঙ্গুরীয় দিয়েছিলাম। আমার স্বামী তা যে কদাপি কাউকে দেবেন না, এ বিষয়ে আমি স্তির নিশ্চিত।"

আর যাবে কোথায়? গ্রাসিয়ানো নিজের দোষ চাপা দিতে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—"শুনুন ঠাকুরাণী। শুনুন, আপনার স্বামী তাঁর অঙ্গুরীয়টিও ঐ উকিলের হাতে সমর্পণ করেছিলেন বলেই কেরানী ছেলেটা আমার আংটি নেবার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে। আমিও ভেবে দেখলাম—ব্যাসানিও যখন উপহারের আংটি বিলিয়ে দিতে পেরেছেন, তখন আমিও যদি দিয়ে দিই তা এমন কিছু নিশ্চয় মারত্মক অন্যায় হবে না।"

. পোর্সিয়া যেন বজ্রঘাতের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যান। ব্যাসানিওর মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে পোর্সিয়া যেন অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে প্রশ্ন করে ওঠেন—"স্বামী! একথা কি সত্য?" ব্যাসানিও অপরাধীর মতো বিবর্ণ মুখে হাতখানি পোর্সিয়ার সামনে প্রসারিত করে বলেন—"হাতে যখন আংটি নেই দেখতেই পাচ্ছ, তখন তুমিই বিচার করো যে কথাটা সত্য কিনা।"



পোর্সিয়া যেন ঘৃণায় লজ্জায় একেবারে এতটুকু হয়ে যান। "ছিঃ! ছিঃ! এরকম ভাবে বিশ্বস্ত পত্নীর সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতা করতে এতোটুকু বিবেকে বাধল না? দুই বন্ধুর একই দশা-একই পাপে পাপী। বিবাহ হয়ে গেছে, তা আর কোনভাবে ফেরাবার উপায় নেই। ব্যাসানিও পোর্সিয়ার মধ্যে ভালোবাসার অধ্যায়ের সূচনা না হতেই শেষ হয়ে গেছে।"

ঝটিকার বেগে তিরস্কারের পালা চলতে থাকল এভাবেই। ব্যাসানিও মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে বসেন—কিন্তু বন্যার স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতোই তা যেন কোথায় ভেসে যায়। পোর্সিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্যাসানিও ভিনিসে গিয়ে পোর্সিয়ার এ আংটি দিয়ে এসেছেন। উকিলকে আংটি দেবার বৃত্তান্ত একবারেই অর্থহীন। নিছক কল্পিত কাহিনী মাত্র! এমন উকিল পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় না যে ন-হাজার দ্যুকাট প্রত্যাখান করে একটা তুচ্ছ আংটি পুরস্কার স্বরূপ নিয়ে গেল।

উকিলরা যে সাধারণত লোভী হয় এত সকলের জানা। আর এই উকিল যদি এতোটাই নির্লোভ ছিল, তাহলে তো স্ত্রীর উপহার শোনা মাত্রই সে আংটির ওপর সব দাবি-দাওয়া ত্যাগ করত? নির্লোভ লোকের কি সৌজন্য জ্ঞানহীন হওয়া সম্ভব?

আন্তোনিও এখানে বড়ই বিব্রত বোধ করছিলেন। নববিবাহিত দম্পত্তির মধ্যে এই রকম অশান্তির হেতু যে শুধুমাত্র তিনিই, তা স্মরণ করে তা একান্তই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন। বারংবার। ব্যাসানিওর পক্ষ হয়ে তিনি দু-এক কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পোর্সিয়া. তাঁর কোন কথাই কানে তুললেন না। তাঁকে কেবল বলেন—"বন্ধু আন্তোনিও! ভাববেন না যে, স্বামীর ওপর অবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে বলে আপনার ওপর কোনরকম অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করছি আমি। আপনি আমার পরম সম্মানিত অতিথি। আপনার সমাদরের কোন ত্রুটি হবে না আমার গৃহে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখানে ইতি। আমার আংটির যে এরূপ অনাদর করেছে, সে আমার প্রণয়ের কী মর্যাদা দেবে?"

আন্তোনিও বলেন—"অনাদর সত্যিই একটু হয়েছে বটে, তা অস্বীকার করছি না। কোন অবস্থাতেই আপনার উপহার হাতছাড়া করা ব্যাসানিওর উচিত হয়নি, এটা আমরা এখন আস্তে আস্তে অনুধাবন করতে পেরেছি। এটা যদি তখন বুঝতেই পারতাম তাহলে এ সঙ্কটের কখনোই মুখোমুখি হতাম না। কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার অন্য কোন উপায় না পেয়েই, এই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি আমরা। এটা আপনি দয়া করে বিশ্বাস করুন।"

পোর্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেন—"পুরুষকে কোন বিশ্বাস নেই। তবে আপনার কথায় বিশ্বাস না করেও এটা আপোষে আসতে রাজী আছি।"



আন্তোনিও বলেন—"একবার আমি ব্যাসানিওর জন্য আমার জীবন জামিন রেখেছিলাম, এবারে জামিন হিসেবে থাকবে আমার আত্মা। ব্যাসানিও যদি পুনরায় আপনার কাছে অবিশ্বাসী হন, তাহলে অনন্তকালের জন্য আমি নরকস্থ হতে প্রস্তুত আছি।"

পোর্সিয়া মনে মনে একটু প্রসন্ন হলেন। নিজের হাত থেকে একটি অঙ্গুরী খুলে নিয়ে বলেন—"বেশ, তাহলে আপনার খাতিরে. আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি এই দ্বিতীয় একটি আংটি স্বামীকে উপহার দিচ্ছি। এটার ভাগ্য যেন প্রথমটির মতো না হয়ে পড়ে। তবে যদি আবার ঐ একই ঘটনা ঘটে তবে আমাদের আর মুখ দেখাদেখিও থাকবে না।"

ব্যাসানিও আংটিটা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারে না। এ যে সেই প্রথম অঙ্গুরীয়! এই অঙ্গুরীয় তো তিনি গতকল্য ভিনিস নগরে বসে উকিলকে স্বরূপ দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই অবিশ্বাস্য ঘটনা কেমনভাবে সম্ভব হলো?

—ঠিক সেই সময় কর্ত্রীর দেখাদেখি নেরিসাও গ্রাসিয়নোকে দ্বিতীয় একটি আংটি দিয়েছেন এবং গ্রাসিয়ানোও অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে যে, এই সেই একই আংটি, যেটি সে কালই উপহার দিয়েছিল সেই অপয়া কেরানী ছোকরাকে।

তখন শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন! একটু-আধটু উত্তর। হাসি ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পোর্সিয়াই যে উকিল সেজে ভিনিসে গিয়ে আন্তোনিওর জীবন রক্ষা করেছিলেন তা বেলারিও পত্র দেখেই সংশয়াতীত রূপেই প্রমাণ হয়ে যায়। ব্যাসানিওর আনন্দ আর গর্বের সীমা থাকে না, সত্যি তাঁর এমন স্ত্রী!

এমন সময়ে পোর্সিয়া লরেঞ্জোর হাতে শাইলকের দানপত্র প্রদান করেন। শাইলকের দেহান্তের পর তার অগাধ সম্পত্তির অধিকার পাবেন লরেঞ্জো আর জেসিকাই। লরেঞ্জো গদগদকণ্ঠে বলে ওঠে—"ঠাকুরাণী! আপনি যেখানেই যান না কেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ সব সময়েই সেখানে অবিরল ধারায় বর্ষিত হবে। আপনি ধন্য!"

পোর্সিয়া ঈশ্বরের করুণার আরও একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে সবাইকে বিস্ময়ে মূক করে দিলেন। আন্তোনিওর তিনখানি নিরুদ্দেশ জাহাজ বাণিজ্য-সম্ভারে পূর্ণ হয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আদ্রিয়াতিক সমুদ্রে এসে পৌঁছেছে। এ সংবাদ তিনি কালই তার ভিনিসস্থ কর্মচারীদের নিকট থেকে জেনে এসেছেন। তারই খবর



দিতে যাচ্ছিল আন্তোনিওকে, কিন্তু পোর্সিয়া তাদের এই বলে নিরস্ত করেন যে, আন্তোনিওকে সংবাদটা পোর্সিয়াই নিজ মুখে দিতে চান।

সকলের অন্তর তখন কানায় কানায় আনন্দে পরিপূর্ণ। কেবল গ্রসিয়ানো বিরস মুখে বলে ওঠে—"সবই প্রাণ খুলে আনন্দ করছেন, তা করন, বাধা দিতে চাই না। কিন্তু এই আনন্দের মাঝেও একটা ব্যাপারে দারুণ উৎকণ্ঠিত আমি। নেরিসার এই আংটি নিয়ে কখন যে কী বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ব, তার কী ঠিক আছে? সারাজীবন ওটা আমার একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়েই রয়ে গেল।"

সব দুশ্চিন্তার অবসান করে পোর্সিয়া এবার অপকটে বললেনযে "আমিই আইনজীবী আর নোরিসা মুহুরী। আমরা দুজনে ছদ্মবেশ ধারণ করে ভেনিসের উদ্দেশ্যে জাহাজে পাড়ি দিই। তোমরা রওনা হয়েছিলে তার একদিন আগে। আর আমাদের এই সব কাজের সাক্ষী হতে স্বয়ং লরেঞ্জো। সবাই ভেতরে আসুন, এইবার ভোরের আলো ফুটে উঠছে। আরে কোনও চিন্তার কারণ নেই।"



দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু

ইটালির পাদুয়া শহরে থাকেন ব্যাপটিস্টা মিনোলা নামে এক ধনী ভদ্রলোক। তাঁর দুই মেয়ে, ক্যাথারিনা আর বিয়াংকা।

দু'টি মেয়েরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে, দেখতে দু'জনকেই পবমাসুন্দরী। কিন্তু ধনী বাপের সুন্দরী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এখনও তাদের বিয়ে হয়নি, খুব শীগগিরই বিয়ে হবে এমন সম্ভাবনাও নেই। বড় মেয়ে ক্যাথারিনার বিয়েব বড় বাধা হল তার প্রচণ্ড বদ মেজাজ। ক্যাথারিনার মাথা সবসময় গরম, যাকে যা খুশি তাই বলে। অকারণে বকাবকি করে। এমনকি একেক সময় মারধোরও করে। সমান বা কম বয়সের ছেলেমেয়ে হলে তো কথাই নেই, বয়সে যাবা বড়, তাদেবও সে ছেড়ে কথা কয় না। ছোট, বড়, ধনী, গরীব—ক্যাথারিনার হাতে কারও নিস্তাব নেই। বাইরের লোক তো বটেই, একেক সময় নিজের বাপকেও সে এমন কড়া কথা শোনায় যা শুনলে গায়ের ছালচামড়া জ্বলে ওঠে চিড়বিড় করে। জেনেশুনে এমন মেয়েকে উদ্ধার করতে তাই কোনও পাত্রই এগিয়ে আসে না। পাদুয়া শহব তো বটেই, এমনকি শহরতলি আর গ্রামেরও সব ছেলেই ক্যাথারিনার এই বদ মেজাজের কথা জেনে ফেলেছে। বিয়ের সাধ থাকলেও ঐ একটি মেয়ের ভয়ে ব্যাপটিস্টা মিনোলার বাড়ির ধারেকাছে তারা ঘেঁষে না।

তবে বিয়াংকার কথা আলাদা, ব্যাপটিস্টার এই ছোট মেয়েটিকে দেখতে যেমন সুন্দর, স্বভাবও তার তেমনই মিষ্টি। কিন্তু বড় বোন ক্যাথারিনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার নিজের ও বোনের বিয়ের সবচেয়ে বড় বাধা—মেয়েদের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই ব্যাপটিস্টা মিনোলা বলেন, বড় মেয়ে ক্যাথারিনাব বিয়ে না দিয়ে ছোট মেয়ে বিয়াংকার বিয়ের কথা তিনি ভাববেন না।

পাদুয়ার যেসব যুবক বিয়াংকাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে তাদের মধ্যে আছে



হর্টেনসিও আর গ্রেমিও। দু'জনেই ধনী, আর বিয়াংকাকে বিয়ে করায় স্বপ্ন দু'জনেই দেখে বলে তারা দু'জনেই নিজেদের একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবে। ব্যাপটিস্টার সিদ্ধান্ত জেনেও দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে দেখা করল ব্যাপটিস্টার সঙ্গে, তাঁর ছোট মেয়ে বিয়াংকাকে বিয়ে করতে চায় বলে দু'জনেই আলাদাভাবে প্রস্তাব দিল।

"ছোট মেয়ের বিয়ের কথা এখন আমি ভাবছি না তা তো আগেই বলেছি!" তাদের প্রস্তাব শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন ব্যাপটিস্টা, "আগে আমি আমার বড় মেয়ের বিয়ে দেব, তারপরে ছোট মেয়ের ভাবনা! বিয়ে করতে হলে আমার বড় মেয়েকেই করতে হবে! সাধ্য আর সাহস থাকে তো তাকে বিয়ে করার কথা ভাবো, আর নয়ত উপযুক্ত একটি ছেলে জোগাড় করে দাও, তারপরে ছোট মেয়ে বিয়াংকার বিয়ের কথা বলতে এসো!" ক্যাথারিনা আর বিয়াংকা দু'বোনই ঐ সময় তাদের বাবার আশপাশে ঘুরঘুর করছিল। বাবার কথা শুনে গ্রেমিও আর হর্টেনসিও দু'জনকে ক্যাথারিনা আচ্ছা করেই দু'কথা শুনিয়ে দিল। বিয়াংকাও শুনিয়ে দিল সে এখন বিয়ে করবে না। বাড়িতে বসে লেখাপড়া আর গান-বাজনা করে সে সময় কাটাবে। ছোট মেয়ের কথা শুনে ব্যাপটিস্টা তাদের বললেন, তিনি বিয়াংকার জন্য একজন শিক্ষক রাখবেন। গ্রেমিও আর হর্টেনসিও ইচ্ছে করলে একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাঠিয়ে দিতে পারে।

ব্যাপটিস্টা মিনোলা এভাবে প্রত্যাখ্যান করার পরে হর্টেনসিও আর গ্রেমিও নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর রেষারেষি ছেড়ে বন্ধুর মত আলোচনা করতে বসল। দজ্জাল ক্যাথারিনার উপযুক্ত একটি পাত্র খুঁজে বের করে দেবার প্রস্তাব দিল হর্টেনসিও। গোড়ায় আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত গ্রেমিও এই প্রস্তাবে সায় দিল। ক্যাথারিনার জন্য পাত্র খুঁজে বের করে দেবার পরে দু'জনে আবার আগের মতই বিয়াংকাকে পাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে—এ সিদ্ধান্তে দু'জনেই একমত হল।

পাদুয়া থেকে কিছুদূরে পিসা শহর, সেখানে থাকেন ভিনসেনসিও নামে এক ধনী ব্যবসায়ী। ব্যবসার পাওনা টাকাকড়ি আদায়ের কাজে একমাত্র ছেলে লুসেনসিওকে তিনি পাঠিয়েছিলেন পাদুয়ায়। লুসেনসিওর সঙ্গে ছিল তার বিশ্বস্ত ভৃত্য ত্রানিও। শুধু ভৃত্য নয়। ত্রানিওকে হিতৈষী বন্ধুর চোখে দেখে লুসেনসিও। পাদুয়ায় ব্যাপটিস্টা মিনোলা যখন গ্রেমিও আর হর্টেনসিওর সঙ্গে ছোট মেয়ে বিয়াংকার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলছেন ঠিক সেই সময় ঘটনাচক্রে লুসেনসিও এসে হাজির হল সেখানে। রূপসী বিয়াংকাকে দেখে মুগ্ধ হল লুসেনসিও, আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপটিস্টার কথা শুনে সে নিজেই বিয়াংকার শিক্ষক হবে স্থির করল।



ভৃত্য ত্রানিওকে ডেকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা শোনাল লুসেনসিও, বিয়াংকার শিক্ষক সেজে কিভাবে সে তাকে বিয়ে করার চেষ্টা করবে তা-ও বলল। সবশেষে লুসেনসিও ভৃত্য ত্রানিওকে বলল, "আমার দামি পোষাকটা পরে তুই নিজে আমার ছদ্মবেশে লুসেনসিও সেজে পাদুয়ায় আমাদের আড়তে বসে কারবারের বাকি টাকাকড়ি সব আদায় করতে থাক, আর ব্যাপটিস্টার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে ওর ছোটমেয়ে বিয়াংকাকে বিয়ে করার প্রস্তাবটা দেওযার অভ্যাসটাও বজায় রাখ। সেই ফাঁকে আমি শিক্ষক সেজে বিয়াংকার মন পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাই। দু'দিক থেকে এগিয়ে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত অবস্থা কি দাঁড়ায়!"

মনিবের একমাত্র ছেলের হিতৈষী বন্ধু ত্রানিও। তাই তার কথা সে ফেলতে পারল না। দামি পোষাক পরে লুসেনসিও সেজে গিয়ে বসল ভিনসেনসিওর পাদুয়া আড়তে। আসল লুসেনসিও তখন ক্যাম্বিও নাম নিয়ে এক গরীব শিক্ষক সেজে ব্যাপটিস্টা মিনোলার বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল। বিয়াংকাকে সে পড়াবে সাহিত্য।

* * * * *

নিজেব বাড়ি ফিবে আসতে হর্টেনসিও দেখল তাব পুরোনো বন্ধু পেত্রুসিও নিজের চাকব গ্রুমিয়োকে ধরে বেধড়ক মার মারছে। পেত্রুসিও ভেরোনার বাসিন্দা, তুচ্ছ কারণে যখন-তখন রেগে ওঠাই তার স্বভাব।

এগিয়ে এস গ্রুমিওকে তার মনিবের হাত থেকে উদ্ধার কবল হর্টেনসিও। বন্ধুকে দেখতে পেয়ে চটপট রাগ সামলে নিল পেত্রুসিও। তার কথা শুনে হর্টেনসিও বুঝল এক নিতান্ত তুচ্ছ কারণে গ্রুমিওর ওপর সে এমন সাংঘাতিক রেগে গিয়েছিল যে নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি। পেত্রুসিওব কথায় হর্টেনসিও জানল, তার বাবা অল্প কিছুদিন হল মারা গেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পেত্রুসিও ধনী বাপের রেখে যাওয়া এককাঁড়ি টাকা, বিশাল বাড়ি, ফলবাগান, খেত-খামার, গাড়িঘোড়া আর দাসদাসীর মালিক। ভেরোনার সেরা ধনীদের একজন হলেও পেত্রুসিও আজও বিয়ে করেনি। বাপের টাকা খরচ করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে পেত্রুসিও, আর এই ফাঁকে নিজের বিয়ের পাট চুকিযে নেবার সাধও বুকের ভেতরে লালন কবেছে সে। অবশ্য তেমন মনের মত মেয়ে যদি পায় তবেই বিয়ে করবে সে। দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে গোড়াতেই পাদুয়ায় পুরোনো বন্ধু হর্টেনসিওর বাড়িতে এসেছে পেত্রুসিও।

"যাক, এতদিনে বিয়ে করার সুমতি হয়েছে তাহলে!" হাসতে হাসতে মন্তব্য করল


হর্টেনসিও, "কিন্তু ভাই পেত্রুসিও তোমার তো যেমন-তেমন বউ হলে চলবে না।"

"তার মানে!" অবাক হল পেত্রুসিও, "যেমন-তেমন বউ চলবে না মানে! কি বলতে চাইছো?"

"ঠিকই বলছি।" হাসিমুখে বলল হর্টেনসিও, "তুমি নিজে যেমন রাগী আর বদমেজাজী তাতে তোমার জন্য দরকার একটা দারুণ ঝগড়াটে দজ্জাল বউ! তবে সে বউ বড়লোক বাপের আদুরে মেয়ে হলেই ভাল।"

"কি বললে, বড়লোক বাপের আদুরে মেয়ে?" হর্টেনসিওর কথা শুনে বলল পেত্রুসিও, "তুমি হয়ত রসিকতা করছ হর্টেনসিও। কিন্তু তোমায় বলে রাখছি সত্যি সত্যি বড়লোক বাপের তেমন ঝগড়াটে দজ্জাল মেয়ে হাতের কাছাকাছি পাওয়া গেলে অমি তাকে বিয়ে করতে রাজী।" আসলে টাকার ওপর পেত্রুসিওর ভয়ানক লোভ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পেয়েও সে খুশি নয়, সে চায় আরও অনেক অনেক টাকা।

"সত্যি বলছ তো পেত্রুসিও?" অধীর আগ্রহে জানতে চাইল হর্টেনসিও, "বড়লোকের আদুরে মেয়ে। দেখতেও সুন্দরী। কিন্তু স্বভাব ঐ যা বললাম। ভারী দজ্জাল! ঝগড়াটে, এক নম্বরের খাণ্ডারনী। এমন মেয়ের হদিশ দিলে তুমি সত্যিই তাকে বিয়ে করবে?"

"আবার বলছি তেমন মেয়ে পেলে বিয়ে করতে আমার একটুকু আপত্তি নেই," বলেই মুচকি হাসল পেত্রুসিও, "মনে হচ্ছে ঠিক ঐরকম একটি মেয়ে আছে তোমার হাতে। তা মেয়ের বড়লোক বাপ বিয়েতে জামাইকে ভাল দেবে-থোবে তো?"

"হ্যাঁ তা দেবে-থোবে ভালই", বলে ব্যাপটিস্টা মিনোলার বড় মেয়ে ক্যাথারিনার কথা বন্ধুকে খুলে বলল হর্টেনসিও। শুনে পেত্রুসিও বলল, "বেশ, ঐ দজ্জাল মেয়েকে আমিই বিয়ে করব! চলো, এখনই গিয়ে মেয়ের বাপের সঙ্গে দেখা করে বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা করে আসি। তবে হ্যাঁ, আমার ভাল যৌতুক চাই। ভাল যৌতুক পেলে ঐ দজ্জাল মেয়েকে কিভাবে টিট করতে হয় তা অমি ওর বাবা ঐ ব্যাপটিস্টাকে দেখিয়ে দেব, তোমরাও দেখবে।"

পেত্রুসিও ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে রাজি আছে দেখে এবার কায়দা করে নিজের কথা পাড়ল হর্টেনসিও। লাজুক গলায় মিনমিন করে বলল, "তাহলে ভাই, এবারে তুমি আমার একটা উপকার করো। ক্যাথারিনার ছোট বোন বিয়াংকাকে যে আমি বিয়ে করতে চাই তা তো তোমার অজানা নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে গ্রেমিও নামে আমার এক বন্ধু বিয়াংকাকে বিয়ে করার ব্যাপারে



আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শেষপর্যন্ত আমি না গ্রেমিও, কার বরাতে শিকে ছিঁড়বে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, বুঝলে? ভেবে দেখলাম, যদি কোনরকমে একবার ব্যাপটিস্টা বুড়োর অন্দর মহলে ঢুকে মাঝে মাঝে বিয়াংকার সঙ্গে আলাপ জমানোর সুযোগ পাই তাহলে তার মন এমনিতেই আমার দিকে ঝুঁকবে। আর তাকে বিয়ে করাটাও তখন আমার পক্ষে খুব সহজ হবে। মুশকিল একটাই, সে হল বিয়াংকার বাপ ঐ ব্যাপটিস্টা মিনোলা। হতচ্ছাড়া বুড়োটা আমায় হাড়ে হাড়ে চেনে, তাই আমায় সে কোনমতেই অন্দরমহলে ঢুকতে দেবে না। তাই ঠিক করেছি, এবার শিক্ষকের ছদ্মবেশে ওর অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকব। তুমি তো ক্যাথারিনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে ওর বাবার কাছে যাচ্ছ, কথাবার্তার ফাঁকে যদি আমায় শিক্ষক হিসেবে রাখার কথা বলো তো মনে হয় সে রাজি না হয়ে পারবে না।"

হর্টেনসিওর কথা রাখতে রাজি হল পেত্রুসিও। এবারে দু'জনে খাওয়া-দাওয়া করে সেজেগুজে ব্যাপটিস্টার বাড়ির দিকে রওনা হল।

যেতে যেতে পথে গ্রেমিও আর শিক্ষকের ছদ্মবেশধারী লুসেনসিওর সঙ্গে তাদের দেখা হল। অল্প কিছুক্ষণ আগে রাস্তায় গ্রেমিওর সঙ্গে লুসেনসিওর দেখা হয়েছে, গ্রেমিওকে গৃহশিক্ষকের একটা কাজ জোগাড় করে দিতে বলেছে লুসেনসিও। গ্রেমিও তাই শিক্ষকের ছদ্মবেশধারী লুসেনসিওকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাপটিস্টার কাছে। আর গ্রেমিওর দিকে বিয়াংকা যাতে আবেগ মাখানো চোখ মেলে তাকায় এমন কোনও প্রেমের কাব্য তাকে পড়াতে হবে—যেতে যেতে ছদ্মবেশী লুসেনসিওকে সেই তালিমই দিচ্ছে গ্রেমিও। মাঝপথে প্রতিদ্বন্দ্বী হর্টেনসিওকে দেখে অবাক হল গ্রেমিও, উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল বিয়াংকাকে কাব্য পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষকের খোঁজ সে অনেক কষ্টে পেয়েছে, অনেক অনুরোধ করে সে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাপটিস্টার কাছে।

"বাঃ, তুমি তো দেখছি ভারি করিৎকর্মা ছেলে হে গ্রেমিও," গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসল হর্টেনসিও, "এরই মাঝে একজন শিক্ষক ঠিক জুটিয়ে নিয়েছো! তা এঁকে দেখছো তো?" ইসারায় পেত্রুসিওকে দেখাল সে, "ইনি ভেরোনার এক মস্ত ধনী মানুষ, নাম পেত্রুসিও। ক্যাথারিনার কথা সব আমার মুখে শুনে ইনি তাকে বিয়ে করবেন বলেছেন। সেই ব্যাপারে কথাবার্তা বলব বলেই এঁকে ক্যাথারিনার বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

তারা চারজনে মিলে তখন ব্যাপটিস্টার বাড়ির দিকে এগোল। ব্যাপটিস্টার মিনোলার বাড়ির কাছাকাছি আসতে লুসেনসিও দেখল তার ভৃত্য ত্রানিও তারই



দামী পোশাক পড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাপটিস্টার বাড়ির ফটকে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বায়েন্দেলো নামে লুসেনসিওর আরেক ভৃত্য। বায়েন্দেলোর এক হাতে কতকগুলো বই, অন্যহাতে একটা বেহালা। আগে থাকতেই বায়েন্দেলোকে সব কিছু জানিয়ে রাখা হয়েছে নইলে গরীব শিক্ষকের ছদ্মবেশধারী লুসেনসিওকেই সে ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন জানিয়ে বসত। তাই বায়েন্দেলো এমন হাবভাব দেখাল যে লুসেনসিওর দামী পোষাকপরা ত্রানিওই তার আসল মনিব।

ত্রানিওর দামী পোষাক আর হাবভাব দেখে হর্টেনসিও আর গ্রেমিও বেশ বুঝতে পারল যে বিয়াংকার পাণিপ্রার্থী হবার আরও একজন এসে জুটেছে। আলাপ হতে ত্রানিও গোড়াতেই জানিয়ে দিল সে পিসা শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে। নাম লুসেনসিও। ব্যাপটিস্টার ছোট মেয়ে বিয়াংকার রূপ আর গুণের কথা শুনে নিজেই নিজের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছে।

ব্যাপটিস্টা বাড়িতেই ছিলেন, তিনি এদের সবাইকে আদর করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে পেত্রুসিও ব্যাপটিস্টাকে জানাল যে সে তাঁর বড় মেয়ে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে চায়, আর তাই ভাবী পাত্রীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তুলতে সে লিসিয়া নামে এক বড় শিক্ষককে নিয়ে এসেছে যিনি একাধারে গণিত বিশারদ আর সঙ্গীতজ্ঞ। বলে সে ইশারায় হর্টেনসিওকে দেখাল।

* * * * *

পেত্রুসিওর বাবাকে চিনতেন ব্যাপটিস্টা। ভেরোনায় অতবড় এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে যেচে এসে তাঁর বদমেজাজী বড় মেয়ে ক্যাথরিনাকে বিয়ে করতে চাইবে—এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তার প্রস্তাবে খুশি হয়ে তিনি সম্মতি দিলেন, সেই সঙ্গে বড় মেয়েকে কিছু লেখাপড়া আর গানবাজনা শিখিয়ে ভদ্রস্থ করে তুলতে লিসিয়া নামে শিক্ষকের ছদ্মবেশধারী হর্টেনসিওকে তিনি বহাল করলেন।

এবারে এগিয়ে এসে গ্রেমিও ব্যাপটিস্টাকে বলল, বিয়াংকাকে সাহিত্য আর কাব্য পড়ানোর জন্য সেও একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে নিয়ে এসেছে। বলে ছদ্মবেশী লুসেনসিওকে দেখিয়ে বলল, "এঁর নাম ক্যাম্বিও। ইনি গ্রিক, ল্যাটিন ছাড়া আরও অনেকগুলো ভাষায় সুপণ্ডিত। বর্তমানে ইনি রীমস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন।" এমন পাণ্ডিত্যের বহর শুনে ছদ্মবেশী লুসেনসিওকে ছোট মেয়ে বিয়াংকার শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যাপটিস্টা কোনও আপত্তি করলেন না।



যে বড় মেয়ের বিয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না যেচে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে পেত্রুসিওর মত এক সুপাত্র এসে হাজির হওয়ায় তাঁর মন এমনিতেই তখন খুশিতে ভরপুর।

এবারে ত্রানিও নিজেকে লুসেনসিও বলে পরিচয় দিয়ে বিয়াংকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। আর দুই মেয়ের শিক্ষার সুবিধার জন্য বায়েন্দেলোর হাত থেকে বেহালা আর বইগুলো নিয়ে ব্যাপটিস্টাকে উপহার দিল। আনন্দে আত্মহারা ব্যাপটিস্টা খুশিমনে উপহারগুলো গ্রহণ করলেন। তারপরে ছদ্মবেশী হর্টেনসিওর হাতে বেহালাটি তুলে দিয়ে বললেন, "যান, অন্দরমহলে গিয়ে আমার বড় মেয়ে ক্যাথারিনাকে যত্ন করে এই বাজনাটা বাজাতে শেখান।" একইভাবে বইগুলো ছদ্মবেশী লুসেনসিওর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "আপনিও এগুলো নিয়ে ভেতরে আমার ছোটমেয়ের কাছে যান, ওকে যত্ন করে সাহিত্য আর কাব্য পড়ান।" মতলব হাসিল হয়েছে বুঝে ত্রানিও উঠে পড়ল, ব্যাপটিস্টার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বায়েন্দেলোকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল। তারা চলে যাবার পরে পেত্রুসিওর সঙ্গে ব্যাপটিস্টা এবার নিশ্চিন্তমনে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন।

ঠিক তখনই ঘটল ছন্দপতন। "বাপ রে! মা রে! গেছি রে!" বলে প্রাণপণ চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এসে হাজির হল হর্টেনসিও। পেত্রুসিও আর ব্যাপটিস্টা দু'জনেই দেখলেন তার মাথা অনেকটা কেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

"কি হল মশাই?" উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলেন ব্যাপটিস্টা, "আপনার এ হাল কে করল?"

"আপনার বড় মেয়ে ছাড়া আর কে করতে পারে বলুন!" বলল হর্টেনসিও, "আপনার বড় মেয়ে আমার মাথার কি হাল করেছে একবার নিজে চোখে দেখুন!"

"কেন, কি করেছে আমার বড় মেয়ে?"

"আবার জানতে চাইছেন কি করেছে?" খেঁকিয়ে উঠল হর্টেনসিও, "বেহালা বাজাতে গিয়ে ক্যাথারিনা বারবার ভুল করছিল, তাই হাত ধরে শেখাতে যেতেই ও দারুণ চটে গেল, রেগেমেগে বেহালাটা তুলে পরপর কয়েকবার এমন ঘা মারল যে আমার মাথা ফেটে রক্তারক্তি!"

"থাক বুঝেছি, আর আপনাকে বলতে হবে না," বলে ব্যাপটিস্টা হর্টেনসিওকে থামিয়ে দিলেন। অসভ্য বর্বরের মত বড় মেয়ের এই আচরণে লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন।

এতদিনে যদিও বা, যাও বা একজন ধনী উপযুক্ত পাত্র নিজে থেকে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এল, এসব কাণ্ড দেখেশুনে সে আবার পিছিয়ে না পড়ে—এই ভয় জাগল তাঁর মনে। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে



ব্যাপটিস্টা হর্টেনসিওকে বললেন, "তাহলে থাক, ক্যাথারিনার গানবাজনা শিখে কাজ নেই, আপনি বরং আমার ছোট মেয়েকেই ওসব শেখান। দয়া করে আর একবার ভেতরে যান। আমার ছোট মেয়ে বিয়াংকার কাছে গিয়ে সব বলুন, সে নিজে হাতে আপনার ফাটা মাথায় ঠাণ্ডা মলম লেপে দেবে।" শুনে একমুহূর্ত দেরী না করে ভাঙা বেহালা নিয়ে হর্টেনসিও আবার ফিরে গেল অন্দরমহলে, বিয়াংকার ঘরে ঢুকে দেখল ছদ্মবেশী লুসেনসিও তাকে কাব্য পড়াচ্ছে আর বিয়াংকা মন দিয়ে পড়া শোনার ভান করে হাঁ করে তাকিয়ে আছে লুসেনসিওর মুখের দিকে।

পেত্রুসিও যাতে হাতছাড়া না হয় এই ভেবে ব্যাপটিস্টা বড় মেয়ের অন্যায় আচরণের জন্য তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বিয়ের পরে তার বদমেজাজ আপনিই স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তাকে আশ্বাস দিলেন। ঘাবড়ে যাওয়া দূরে থাক, ভাবী পাত্রীর রকমসকম পেত্রুসিও এতক্ষণ বেশ উপভোগ করেছে, কিন্তু আসল মনের ভাব সে ব্যাপটিস্টার কাছে প্রকাশ করল না। ঐ বদমেজাজী ক্যাথারিনার সঙ্গে তার বিয়েটা যত শিগগির সম্ভব সেরে ফেলার কথা সে বলল ব্যাপটিস্টাকে। কিন্তু বললে কি হবে, অল্প কিছুক্ষণ আগে তার লক্ষ্মীমন্ত (!) বড় মেয়ে যে গুণপনা দেখাল ব্যাপটিস্টা তখনও তা ভুলতে পারেননি। তাই পেত্রুসিও বারবার বলা সত্ত্বেও ক্যাথারিনার বিয়ের ব্যাপারে তড়িঘড়ি কোনও আশ্বাস তিনি দিতে পারলেন না। কিন্তু পেত্রুসিও নিজেও বড় ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে, কাউকে বশে এনে নিজের ইচ্ছেমত চালানোর বিদ্যে তার ভালই জানা আছে। তাই ধৈর্য এতটুকু না হারিয়ে সে বসে রইল। শেষপর্যন্ত জয় তারই হল, বিয়ের যৌতুক বাবদ জামাইকে নগদ কুড়ি হাজার মোহর দেবেন— ব্যাপটিস্টার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি সে আদায় করল। তাঁকে দিয়েই বিয়ের দিনও সে স্থির করল। এসব কাজের কথা সেরে উঠে দাঁড়াল পেত্রুসিও, ভাবী শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে একবার নিজে সে দেখা করল ক্যাথারিনার সঙ্গে। বেহালা দিয়ে মেরে হর্টেনসিওর মাথা ফাটিয়ে দেবার পরে ক্যাথারিনার রাগ তখনও পড়েনি। পেত্রুসিওকে সে গানের মাস্টারের দালাল বলে ধরে নিয়ে মুখে যা এল তাই বলে গালাগালাজ করল। পেত্রুসিও প্রতিবাদ না করেই সব মুখ বুঁজে সয়ে গেল। কিন্তু এতে ক্যাথারিনার রাগ আরও বেড়ে গেল, ভাবী বর পেত্রুসিওকে এবার দু'চার ঘা সে লাগিয়েও দিল। পেত্রুসিও এবারেও হাসিমুখে তার মার সহ্য করল, যাবার আগে শুধু বলল, "আজ যাচ্ছি, কিন্তু আসছে রবিবার দিন আবার আসব, সেজেগুজে ঐদিন তোমায় বিয়ে করতে আসব, কাজেই তুমি তৈরি হয়ে থেকো।"



"ওঃ এই মতলব!" দাঁতে দাঁত পিষে জবাব দিল ক্যাথারিনা, "আমায় বিয়ে করলে তোমার হাড়মাস কিভাবে আলাদা করতে হয় তা দেখিয়ে দেব। আমায় বিয়ে করার কি মজা তখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।"

কথা না বাড়িয়ে পেত্রুসিও চলে এল সেখান থেকে। বিয়ের পোষাক কেনার জন্য সে এবার ভেনিসে যাবে, সেখান থেকে নির্দিষ্ট দিনে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে ঠিক সময়মত এসে সে হাজির হবে—এই কয়েকটা কথা বলে সে ব্যাপটিস্টাকে অভিবাদন জানিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিল।

* * * * *

ওদিকে বিয়াংকাকে কাব্য-সাহিত্য আর গানবাজনা শেখাতে ব্যাপটিস্টার অন্দরমহলে হর্টেনসিও আর লুসেনসিওর মধ্যে শুরু হয়েছে দারুণ রেষারেষি। মাথার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হর্টেনসিও তার বেহালার তার বাঁধছে, অন্যদিকে কবিতার একখানা মোটা বই খুলে লুসেনসিও তার ছাত্রী বিয়াংকাকে পড়াচ্ছে—

"হিক ইবার্ট সিমোয়েস, হিক এস্ট সিগিয়া টেলাস, হিক এস্টেটিরাট প্রায়ামি, রিজিয়া সেলসা টেনিস।"

"তা তো হল," বিয়াংকা বলল, "কিন্তু মাস্টারমশাই এসব গুরুগম্ভীর শব্দের মানে কি দাঁড়াচ্ছে?"

"মানে?" লুসেনসিও গলা নামিয়ে বলল, "মন দিয়ে শোন, 'হিক ইবার্ট সিমোয়েস'—এর মানে হল আমার নাম লুসেনসিও, 'হিক এস্ট'-এর মানে—আমি পিসার ভিনসেনসিওর ছেলে। 'সিগিয়া টেলাস'-এর মানে, তোমাকে বিয়ে করব এই আশাতেই আমার আজ তোমার মাস্টারমশাই সাজতে হয়েছে। 'হিক এস্টেটিরাট' - এর মানে—যে লোকটি তোমার বাবার কাছে নিজেকে লুসেনসিও বলে পরিচয় দিয়েছে, "প্রায়ামি'—মানে সে হল আমারই ভৃত্য ত্রানিও। 'রিজিয়া'—মানে এই পাদুকায় আমাদের ব্যবসার আড়তে বসে আমার নামে পরিচয় দিয়ে সে আমার সব কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। আর সবশেষে 'সেলসা টেনিস' তার মানে কি জানো? তার মানে হল—তোমার বুড়ো বাপকে ধাক্কা দেবার জন্যই এসব কাণ্ড করতে হয়েছে।" লাতিন কবিতার মূল শব্দগুলোকে জোর গলায় বলছে লুসেনসিও আর মাথা খাটিয়ে নিজে ঐসব শব্দের যে মানে তৈরি করেছে সেগুলো খুব নিচুগলায় ব্যাখ্যা করে বিয়াংকাকে কাব্যসাহিত্য পড়ানোর নামে সে দিব্যি ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছে।

এবারে হর্টেনসিও বলে উঠল "তার বাঁধা হয়ে গেছে, বিয়াংকাকে এবার আমি গান শেখাব।"



"কেমন বাঁধা হয়েছে একবার বাজিয়ে শোনান দেখি," বলল বিয়াংকা। হর্টেনসিও শুনেই টুংটাং আওয়াজের ঝংকার তুলল বেহালার তারে।

"তার বাঁধা মোটেও ঠিক হয়নি," বলে উঠল বিয়াংকা, "ফের নতুন করে বাঁধুন।" বিয়াংকার কথামত হর্টেনসিও আবার নতুন করে তার বাঁধতে বসল।

"এতক্ষণ যা শেখালাম," লুসেনসিও ছাত্রীকে বলল, "এবারে তুমি তার মানে বলো, দেখি কেমন বুঝেছো, কতটা বুঝেছো।"

"বেশ," চারদিকে তাকিয়ে বলল বিয়াংকা, " 'হিক ইবার্ট সিমোয়েস'—এর মানে হল—আমি তোমায় চিনি না। 'হিক এস্ট্ সিগিয়া টেলাস'—এর মানে হল—আমি তোমায় একটুও বিশ্বাস করি না। 'হিক এস্টেটিরাট প্রায়ামি'—এর মানে হল—হুঁশিয়ার, গানের মাস্টারমশাই যেন এসব কিছু শুনতে না পান বা টের না পান। 'রিজিয়া,'—এর মানে হল—বেশি আশা কোর না, আর 'সেলসা টেনিস'-এর মানে হল—তাই বলে হালও ছেড়ে দিয়ো না।"

"এতক্ষণে তার ঠিকমত বাঁধা হয়েছে," আবার হেঁকে উঠল হর্টেনসিও, বিয়াংকা বলার আগেই সে তারে পিড়িং পিড়িং আওয়াজ তুলতে লাগল।

হর্টেনসিওকেও হাতে রাখতে হবে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দিকে ঘুরে বসল বিয়াংকা। এবার একটা কাগজে খস্‌খস্ করে কি লিখল হর্টেনসিও, সেটা ছাত্রীর হাতে দিয়ে বলল, "এই হল স্বরলিপি, আগে এতে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নাও।"

বিয়াংকা দেখল কাগজে লেখা—

সারেগা—বেচারা হর্টেনসিও তোমায় পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

রেগামা—তুমি হর্টেনসিওকে বিয়ে না করলে তাকে আর বাঁচানো যাবে না।

গামাপা—হর্টেনসিও তোমায় নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসে।

পাধানি—তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।

ধানিসা—সুন্দরী, প্রাণেশ্বরী! কৃপা করে একবার মুখ তুলে তাকাও। এভাবে আমায় না মেরে একটু দয়া করো। তার বেশি কিছুই আমি তোমার কাছে চাই না।

এমনিভাব নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে বিয়াংকাকে কাব্যসাহিত্য আর গানবাজনা শেখাবার নামে দিব্যি ধাপ্পাবাজি দিয়ে প্রেম করতে লাগল হর্টেনসিও আর লুসেনসিও।

*   *   *   *   *



ক্যাথারিনার সঙ্গে পেত্রুসিওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তাই বিয়াংকার বিয়ের কথা আলোচনা করতে এখন আর ব্যাপটিস্টার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার দাঁড়িয়েছে একটাই—গ্রেমিও, হর্টেনসিও আর লুসেনসিও, তিনজনেই বিয়াংকাকে বিয়ে করতে চাইছে। অবশ্য আসল লুসেনসিও শিক্ষক সেজে কাব্যসাহিত্যের মোটামোটা বইপত্র বগলে নিয়ে বিয়াংকার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে আর লুনেসসিও নামে যে বিয়াংকাকে বিয়ে করতে চাইছে আসলে সে হল লুসেনসিওর ভৃত্য ত্রানিও।

"আমি তো আমার ছোট মেয়ের বিয়েতে নগদ কুড়ি হাজার মোহর যৌতুক দেব," তিন উমেদারের মধ্যে কার আর্থিক সঙ্গতি কত জানতে তাদের বললেন ব্যাপটিস্টা, "কিন্তু পাত্রেরা কে কত যৌতুক দিতে চায় স্ত্রীকে? স্বামি আগে মারা গেলে কি পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পাবে বিয়াংকা?" এসব প্রশ্ন সবার সামনে তিন উমেদারকে করলেন ব্যাপটিস্টা, সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন তিনজনের মধ্যে যার যৌতুক সবচেয়ে বেশি হবে তার সঙ্গেই তিনি বিয়াংকার বিয়ে দেবেন।

হর্টেনসিওর টাকা গ্রেমিওর চেয়ে বেশি, তাই ব্যাপটিস্টার সিদ্ধান্ত জেনেই সরে দাঁড়াল গ্রেমিও। বাকি রইল হর্টেনসিও আর লুসেনসিও। হর্টেনসিওর চেয়ে লুসেনসিও বেশি ধনী, কিন্তু লুসেনসিওর বাবা ভিনসেনসিও এখনও বেঁচে, আর তাঁর বিষয়সম্পত্তি সবই আছে বহু দূরে—পিসা শহরে। তাই ব্যাপটিস্টা বললেন, "লুসেনসিওর বাবা ভিনসেনসিও যদি এখানে এসে তাঁর সব বিষয় সম্পত্তি লুসেনসিওকে আর তার অবর্তমানে আমার মেয়েকে দিতে রাজী হন, শুধু তাহলেই আমি লুসেনসিওর সঙ্গে আমার ছোট মেয়ে বিয়াংকার বিয়ে দেব।"

ব্যাপটিস্টার মুখে তার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে হর্টেনসিও ঠিক করল বিয়াংকাকে পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে সে দু'চারদিনের মধ্যে তার এক চেনা বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে ফেলবে।

লুসেনসিওর হয়ে তার বিয়ের যাবতীয় কথাবার্তা বলছে তার ভৃত্য ত্রানিও। মনিবের নির্দেশেই তার দামী পোষাক পরে সে বিয়াংকাকে বিয়ে করতে লুসেনসিও সেজেছে। ব্যাপটিস্টার সিদ্ধান্ত শুনে সে এবারে নিজেই এক কাজ করে বসল। সে যেমন নকল লুসেনসিও সেজেছে, তেমনই একজনকে লুসেনসিওর বাবা সাজিয়ে নিয়ে এল ব্যাপটিস্টার কাছে।

ত্রানিওর কিন্তু কোনও বদ মতলব নেই। মনিবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেই একজনকে লুসেনসিওর বাবা নকল ভিনসেনসিও সাজিয়ে সে এনে হাজির করেছে।

* * * * *



দেখতে দেখতে এগিয়ে এল ক্যাথারিনার বিয়ের দিন। রবিবার সকালবেলা আত্মীয়স্বজনেরা সবাই সেজেগুজে বর কখন আসবে সেই অপেক্ষায় বসে আছে। কিন্তু যার অপেক্ষায় বসে থাকা সেই পেত্রুসিওর দেখা নেই! বেলা বাড়তে লাগল। বিয়ে দেবার জন্য পাদরি তৈরি হয়ে এসেছেন। তিনিও অস্থির হয়ে উঠলেন। ব্যাপটিস্টা ঘাবড়ে গেলেন। কথা দিয়েও শেষপর্যন্ত পেত্রুসিও তাঁর বড় মেয়েকে বিয়ে করতে সত্যিই আসবে কিনা, এই ভয় দেখা দিল তাঁর মনে। যাঁরা বিয়ে দেখতে এসেছেন সেই আত্মীয়রা ক্যাথারিনাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলল ক্যাথারিনা।

ক্যাথারিনার বিয়ে হবে না বলেই যখন সবাই ধরে নিয়েছে ঠিক তখনই এসে হাজির হল পেত্রুসিও। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সঙ্গে কেউ নেই, একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে হাড় জিরজিরে এক বুড়ো ঘোড়ায় চেপে এলেন তিনি। না, হবু বড় পেত্রুসিওর পরনে বরের দামী পোষাক নেই, নানা রঙের কাপড়ের তালি দেয়া একটা কিম্ভূত আলখাল্লার মত পোষাক তিনি পরেছেন—সাধারণত রাস্তায় বুড়ো ভিখিরিদের যা পরতে দেখা যায়। তাঁর দু'পায়ে দু'রকমের দু'টি জুতো। একটায় ফিতে বাঁধা, অন্যটার বকলস আঁটা।

পেত্রুসিওর বাহারি সাজ দেখে মেয়ের বাড়ির কারও মুখে কথাটি নেই। ক্যাথারিনা রেগে আগুন, চেঁচামেচি করে কড়া কথা বলে সে পেত্রুসিওকে গালিগালাজ করতে লাগল।

পেত্রুসিও কিন্তু ক্যাথারিনার কথায় মোটেও রাগল না, তার মুখে এক জবাব—"বলি তুমি কাকে বিয়ে করবে, আমাকে না, আমার পোষাককে? আগে ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হয়ে যাক তারপরে পোষাক কিনতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

আত্মীয়রা সবাই শেষপর্যন্ত পেত্রুসিওর মতে সায় দিতে বাধ্য হল। এরপরে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সবাই বর-কনেকে গির্জায় নিয়ে এল। সেখানে পেত্রুসিও যা শুরু করল তাকে পাগলামি ছাড়া কিছু বলা যায় না।

"তুমি পেত্রুসিওর স্ত্রী হতে রাজী আছো?" ক্যাথারিনাকে পাদ্রি জিজ্ঞেস করলেন। সে মুখ খোলার আগে পেত্রুসিও চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিলক্ষণ রাজী আছে, একশোবার রাজী আছে।" তার চিৎকারে পাদরি মশাই চমকে উঠলেন। তাঁর হাত ফসকে পবিত্র বাইবেলটি পড়ে গেল মেঝেতে। সেটি কুড়িয়ে তুলে নেবেন বলে পাদরি নিচু হতেই পেত্রুসিও তাঁকে মারল এক ধাক্কা, সেই ধাক্কা খেয়ে পাদরি নিজেও পড়ে গেলেন। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে টেনে তুলল। যাই হোক, প্রচলিত নিয়ম মেনে বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। বিয়ের পরে মেয়ে-জামাই আর আত্মীয়দের নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ব্যাপটিস্টা। এবারে বর-কনেকে



নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার পালা, সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনেক লোককে নেমন্তন্ন করেছেন ব্যাপটিস্টা।

"কিন্তু আমার পক্ষে এখন বিয়ের ভোজ খেতে বসা অসম্ভব," শ্বশুরকে বলল পেত্রুসিও, "বাড়িতে আমার খুব জরুরি কাজ পড়ে আছে, আমি এখনই বাড়ি ফিরে যাব। হ্যাঁ, একা নই, ক্যাথারিনাও আমার সঙ্গে যাবে।"

"এখনই ফিরে যাব, নিজের বিয়ের ভোজ না খেয়ে?" বরের কথা শুনে রেগে উঠল ক্যাথারিনা। সাফ বলে দিল পেত্রুসিও চাইলে একা বাড়ি চলে যেতে পারে, কিন্তু নিজের বিয়ের ভোজ না খেয়ে সে এক পা'ও নড়বে না।

"তা হয় না মা," ব্যাপটিস্টা নিজে ক্যাথারিনাকে বোঝালেন, "এখন তোমার বিয়ে হয়েছে, স্বামির ইচ্ছে মেনেই তোমায় চলতে হবে। নয়ত সবাই একা তোমাকেই দোষ দেবে। ও যখন বাড়ি ফিরে যেতে চাইছে তখন তা মেনে নিয়ে তোমাকেও ওর সঙ্গে যেতে হবে।"

বাপের কথা শুনে নিজের বিয়ের ভোজ না খেয়েই স্বামির সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে চলল ক্যাথারিনা। দুটো ঘোড়া নিয়ে বিয়ে করতে এসেছে পেত্রুসিও। দুটো ঘোড়ারই হাল ভিখিরিরও অধম—পাঁজরার হাড় ক'খানা বেরিয়ে পড়েছে, গায়ের লোম উঠে গিয়ে টাক পড়েছে এককে জায়গায়। দুটো ঘোড়ার একটাতে উঠল পেত্রুসিও আর তার ভৃত্য, আর একটায় উঠল নতুন বউ ক্যাথারিনা। কিছুদূর পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিকভাবেই এগোল সবাই, তারপরেই পেছন থেকে পেত্রুসিওর তাড়া খেয়ে ঘোড়া এমন দৌড় লাগাল যে টাল সামলাতে না পেরে কাদামাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ক্যাথারিনা, তার পরনের কনের দামী পোষাক কাদামাটিতে মাখামাখি হল। ক্যাথারিনাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল তার ঘোড়া। তখন পেত্রুসিও বউকে নিজের ঘোড়ার পেছনে বসিয়ে এগোল। কাদামাখা কনের পোযাক পরে স্বামির পেছনে বুড়ো ঘোড়ার পিঠে ঝুলতে ঝুলতে শ্বশুড়বাড়িতে এলো ক্যাথারিনা। লজ্জায় অপমানে তার মাথা তখন হেঁট হয়ে পড়েছে, অত যে তার দাপট সে সব এরই মাঝে উবে গেছে কর্পূরের মত।

বাড়িতে ঢুকেই চাকর-বাকরদের সবাইকে ডেকে ধমকে গালিগালাজ করে ভূত ভাগিয়ে দিলে পেত্রুসিও। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কেন তারা তাকে আর তার বউকে অভিবাদন জানায়নি—এটাই তাদের অপরাধ। শুধু ধমকেই ক্ষান্ত হল না পেত্রুসিও, ক্যাথারিনার সামনেই চাকরবাকরদের গালে চড়-থাপ্পর মারল। পেত্রুসিওর রকমসকম দেখে ঘাবড়ে গেল ক্যাথারিনা, শেষকালে পেত্রুসিও তাকেও মেরে না বসে ভেবে সে ভয় পেল। স্বামিকে শান্ত হবার জন্য মিনতি করতে লাগল ক্যাথারিনা।



"যাও, এবার চটপট তোমাদের গিন্নিমার জন্য খাবার দাবার নিয়ে এসো।" নিমেষে রাগ ঝেড়ে ফেলে চাকরদের হুকুম দিল পেত্রুসিও, "তাড়াহুড়োর মধ্যে নিজের বিয়ের ভোজ ওঁর খাওয়া হয়নি।"

মনিবের হুকুম পেয়েই চাকরবাকরেরা কয়েক পদ খাবার প্লেটে সাজিয়ে এনে রাখল মনিব আর তাঁর স্ত্রীর সামনে। কিন্তু প্লেটে হাত দিয়েই লাফিয়ে উঠল পেত্রুসিও, বলল, "একি! মাংসটা দেখছি পুড়ে গেছে! ছিঃ! এ খাবার কি মানুষে খায়? তোদেরও বুদ্ধির বলিহারি! আরে বাপু, এ মাংস খেলে যে তোদের গিন্নিমার শরীর খারাপ হবে, সে হুঁশটুকুও তোদের নেই? এ অখাদ্য! বিষ!" বলতে বলতে মাংস আর অন্যান্য সব খাবারদাবার টান মেরে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল পেত্রুসিও।

ক্যাথরিনার অবস্থা তখন শোচনীয়, খিদেয় তার পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। বমির মত উগড়ে ওঠা কান্না কষ্টে চেপে সে বলল, "খাবারদাবারগুলো মিছিমিছি নষ্ট করলে। আমি তো নিজে চোখে দেখেছি খাবারগুলো। মাংসটা মোটেও নষ্ট হয়নি। ছিঃ ছিঃ কষ্ট করে ওরা এসব রেঁধেছিল। আর তুমি ওগুলো এভাবে নষ্ট করলে?"

"বুঝতে পারছি কেটি, খিদের সময় খেতে না পেয়ে তোমার ভারি কষ্ট হচ্ছে," মিষ্টি করে পেত্রুসিও ক্যাথারিনাকে বোঝাতে লাগল, "কিন্তু এসব অখাদ্য কুখাদ্য খাবার না খেয়ে উপোস করা ঢের ভাল। জেনে রেখো, একদিন উপোস করে থাকলে কেউ মরে না, ররং তার পেটের ভেতরে যেসব কলকব্জা আছে তারা বিশ্রাম পায়, তোমার মত তাদেরও যে বিশ্রাম দরকার তা ত মানবে! যাক ওসব কথা। পথে আসতে আমাদের প্রচুর কষ্ট হয়েছে, চলো এবার গিয়ে ঘুমোনো যাক। তুমি মুখ ফুটে বলছ না বটে, কিন্তু পথে এত কষ্ট সহ্য করে আসার ফলে ব্যথায় তোমার গা-হাত-পা যে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তোমার চোখেমুখেই তা ফুটে উঠেছে। খালি পেটে এক ঘুম দিলেই দেখবে গায়ের ব্যথা কোথায় পালিয়ে গেছে। এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দাও, তারপরে কাল সকালে পেট ভরে খাবে।"

ক্যাথারিনার তখন আর কথা বলার ক্ষমতা নেই। এই পাগলের পাল্লায় পড়ে তার হাল কি দাঁড়াবে তা ভেবেই ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠছে। গলার ভেতরটা যাচ্ছে শুকিয়ে।

শোবার ঘরে নতুন বউকে নিয়ে ঢুকল পেত্রুসিও। বিছানার দিকে চোখ পড়তেই বাইরে দাঁড়ানো চাকরবাকরদের লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলল, "একি বিছানা? ছিঃ ছিঃ! এটা বালিশ? এটা চাদর? এর নাম লেপ? এসব রাস্তার জিনিস তোরা আমার বউয়ের শোবার জন্য পেতেছিস কি বলে? সাহস তো তোদের কম নয়!



তোরা আমায় কি ভেবেছিস? রাস্তায় যে রাত কাটায় সেই পথের ভিখিরিও যে এমন বিশ্রি ইঁটের মত শক্ত বিছানায় শোয় না—সে খেয়াল নেই তোদের? খানিক আগে আমার হাতে এমন বেধড়ক মার খেলি সবাই, তারপরেও দেখছি তোদের এতটুকু শিক্ষা হয়নি! আমার খাবি আমারই পরবি, আমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দু'হাতে ওড়াবি। আর আমারই কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা! ফাঁকি দেবার মতলবে যেমন তেমন করে কাজটা সেরে ফেলা, কেমন? দাঁড়া, তোদের মজা আমি বের করছি। কালকের দিনটা কাটুক ভালোয় ভালোয়, গিন্নি মা তোদের সবার কাজকর্ম বুঝে নিক, তারপরে পরশু সকালে আমি তোদের সব ক'টাকে ঘাড় ধরে দূর করে দেব আমার বাড়ি থেকে। আমার মর্জিমত না চললে আমি কাউকে ছাড়ব না তা আগেই বলে রাখছি, সে তুমি চাকর হও আর যে-ই হও!" বলতে বলতে মোলায়েম রেশমী চাদরে ঢাকা সেই বিছানা খাট থেকে টেনে তুলে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল পেত্রুসিও। খাটের শক্ত কাঠে ঠেস দিয়ে ক্যাথারিনা ঠায় বসে রইল সারা রাত। না খেয়ে তার গা মাথা কেমন করছে। ক্যাথারিনার ঘুম পাচ্ছে টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে কোনও না কোনও একটা প্রসঙ্গ তুলে পেত্রুসিও এমন চেঁচামেচি করছে যার ফলে ঘুম যাচ্ছে পালিয়ে।

পরের দিনটাও একইভাবে কাটল। পেত্রুসিওর উৎপাতে সারাদিন জল ছাড়া আর কিছু খেতে পেল না ক্যাথারিনা। আগের দিনের মতই পেত্রুসিও রাতের বেলাও তার দু'চোখের পাতা এক করতে দিল না। পরপর দু'দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে আধমরা হয়ে পড়ল ক্যাথারিনা। কথায় কথায় মাথাগরম করার চর্বি অনেকটা ঝরেছে বুঝে রান্নাঘরে ঢুকে কয়েক টুকরো পোড়া রুটি জোগাড় করল পেত্রুসিও, একটা প্লেটে সেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে ফিরে এল সে শোবার ঘরে। ক্যাথারিনা চোখে মুখে জল দিয়ে উঠে বসেছে দেখে প্লেটখানা তার সামনে রেখে আদর করে বলল, "দ্যাখো কেটি, নিজের হাতে তোমার জন্য আমি এগুলো তৈরি করে এনেছি।" খাবারের দিকে চোখ পড়তে ক্যাথারিনার দু'চোখ ফেটে জল এল। বেচারি কি করবে, সেই অখাদ্য পোড়া চার টুকরো রুটিই রাজভোগ ভেবে গপগপ করে খেয়ে দু'দিনের খিদের জ্বালা মেটাতে হল তাকে।

এরপরে পেত্রুসিও এক বড় দর্জিকে নিয়ে এলেন ক্যাথারিনার কাছে। দর্জি ক্যাথারিনার জন্য গাউন আর টুপি তৈরি করে নিয়ে এসেছে। দামি কাপড় কেটে তৈরি সেসব পোযাক ক্যাথারিনার ভারি পছন্দ হল। কিন্তু সেকথা স্বামীকে বলতেই ঘটল বিপত্তি! পেত্রুসিও নাক কুঁচকে গলা চড়িয়ে দর্জিকে বলল, "পেয়েছো কি



তুমি? এটা একটা গাউন হয়েছে? এর নাম টুপি? এর চেয়ে একটা রান্নার বাটি কিনে এনে আমার বউয়ের মাথায় পরিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ছিঃ! ছিঃ! তুমি কি আমার বউকে কুলি কামিনের মেয়ে পেয়েছো যে যেমন খুশি একটা বদ্‌খত ঢোলা আলখাল্লা এনে তা গাউন বলে তাকে গছাতে চাইছো? এসব আজেবাজে রদ্দি মাল এ বাড়িতে ঢুকবে না তা বলে রাখছি!"

পেত্রুসিওর কথা শুনে দর্জি অবাক। সেরা দর্জি হিসেবে তার দেশজোড়া নামডাক! রাজা-উজীর, আমীর আর বড় ব্যবসায়ীদের বাড়ির বউ-মেয়েরা সবাই তার তৈরি পোষাকের তারিফ করে। সেখানে পেত্রুসিওর মত এক সাধারণ ব্যবসায়ী তার তৈরি পোষাকের খুঁত ধরে, এ ত ভাবাই যায় না!

দর্জির ভাবনা আঁচ করে পায়ে পায়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল পেত্রুসিও। তাকে টেনে আড়ালে নিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "পোষাকগুলো নিয়ে এক্ষুনি বাড়ি চলে যাও, আমি খানিক বাদে এসবের দাম তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

তার তৈরি পোষাক অপছন্দ করার পেছনে যে অন্য কোনও কারণ আছে পেত্রুসিওর মুখে একথা শুনেই সে বিষয়ে দর্জি নিঃসন্দেহ হল। একটি কথাও না বলে পোষাকগুলো থলেয় পুরে সে নিজের দোকানে ফিরে গেল।

"নতুন পোষাক তোমার না হয় না-ই হল," ক্যাথারিনার দিকে তাকিয়ে বলল পেত্রুসিও, "পুরোনো পোষাক পরেই চলো পাদুয়ায় যাই। বুঝলে কেট্‌, জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হল টাকা, টাকাই হল আমার ঈশ্বর, আমার দিবারাত্রির ধ্যানজ্ঞান। যার পকেটে টাকা আছে, সে ছেঁড়া পোষাক পরেও যদি কোথাও যায় তাহলে লোকে তাকে ঠিকই মাথায় করে রাখবে।" বাপের বাড়ি যাবার কথা শুনে আনন্দে নেচে উঠল ক্যাথারিনা। বলল, "পাদুয়ায় যাবে চলো, এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক।"

"এখন বাজে সকাল সাতটা," ঘড়ি না দেখেই পেত্রুসিও বলল, "এক্ষুনি বেরিয়ে পড়লে দুপুরে খাওয়ার পাট চুকে যাবার আগেই তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারব।"

"সকাল সাতটা কি বলছ?" স্বামির কথা শুনে অবাক হল ক্যাথারিনা, "এখন তো দুপুর দুটো। এখন রওনা হলে কোনরকমে হয়ত রাতের খাবার সময় গিয়ে পৌঁছানো যাবে।"

ব্যস্‌, যাও-বা রাগে এসেছিল, ব্যাস্‌, আর যায় কোথায়? পেত্রুসিও যেটুকু বা রাগে এসেছিল বউ-এর কথায় সে ঠিক ততটুকুই বিগড়ে গেল।

"কি বললে, এখন দুপুর দুটো?" দু'চোখ পাকিয়ে বউ-এর দিকে তাকাল



পেত্রুসিও, "এখন সকাল সাতটা নয়? ব্যাটা সামান্য এক ঘড়ি সেও আমার ইচ্ছে মতন চলবে না। সময় দেবে না? বেশ, ঠিক আছে। আমি এই বাড়ি ছেড়ে এক পা-ও বেরোবো না। যতদিন না আমার ঘড়ি আমার ইচ্ছেমতন সময় দিচ্ছে ততক্ষণ ভেরোনা থেকে পাদুয়া—পিসা, মিলান, ভেনিস কোথাও আমি যাব না!"

মাথা না নোয়ালে কোনও কাজই যে হাসিল করা যাবে না তা এতক্ষণে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে ক্যাথারিনা। তার নিজের বদমেজাজ আর জেদ এবাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তার চেয়ে তার স্বামি যে ঢের বেশি জেদী আর বজমেজাজী এ বাড়িতে পা দেবার পর থেকেই তা নিজের চোখে দেখছে ক্যাথারিনা, সে বেশ বুঝতে পারছে যে এই স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে ঘর-সংসার করতে হলে নিজের জেদ, বদমেজাজ, এমনকি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাও তাকে বিসর্জন দিতে হবে। নয়ত পদে পদে দুর্ভোগ পোয়াতে হবে, সইতে হবে অশান্তি। তাই সে চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলছ, হয়ত আমিই দেখতে ভুল করেছি। হ্যাঁ, এখন তো সবে সকাল সাতটা। এখন বেরিয়ে পড়লে দুপুর নাগাদ আমরা নিশ্চয়ই পাদুয়ায় পৌঁছোতে পারব।"

বউ-এর জবাব শুনে নিজের মনে হাসল পেত্রুসিও। বুঝল, ব্যাপটিস্টার বড় মেয়ে তার হাতে পড়ে এই ক'দিনে বেশ টিট হয়েছে।

"এখন তাহলে দুপুর দুটো নয়," হাসিমুখে বউ-এর দিকে তাকিয়ে পেত্রুসিও বলল, "সকাল সাতটা! কেমন? চলো, তাহলে আর দেরি না করে এবার বেরিয়ে পড়া যাক।"

পাদুয়ার কাছাকাছি পৌঁছে পথে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের দেখা হল। বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করে পেত্রুসিও জানতে পারল তিনি পিসা নগরীর ধনী ব্যবসায়ী ভিনসেনসিও। ভদ্রলোক তাঁর নিজের ছেলে লুসেনসিওকে বেশ কিছুদিন আগে ব্যবসার আদায়পত্রের কাজে পাদুয়ায় পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য ত্রানিও। কিন্তু পাদুয়ায় রওনা হবার পর থেকে ছেলে আর তাঁর ভৃত্যের কোনও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। বৃদ্ধ ভিনসেনসিও বললেন, তাদের খোঁজখবর নিতেই তিনি পাদুয়ায় তাঁর কারবারের আড়তে যাচ্ছেন।

লুসেনসিও আর ত্রানিও দুটো নামই পেত্রুসিও আর ক্যাথারিনার চেনা ঠেকল, তার ছোট শ্যালিকা বিয়াংকা সুন্দরীকে বিয়ে করবে বলে যে বাপের সুপুত্তুর ধনুক ভাঙা পণ করে বসে আছে সেই গুণধর লুসেনসিও যে এই বৃদ্ধেরই ছেলে তা বুঝতে পেত্রুসিওর বাকি রইল না। লুসেনসিও যে পাদুয়ায় ধনী লোক ব্যাপটিস্টা মিনোলার ছোট মেয়ে বিয়াংকাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে ফেলেছে ইচ্ছে



করেই সেকথা বৃদ্ধ ভিনসেনসিওকে আগেভাগে শুনিয়ে রাখল পেত্রুসিও, সেই সঙ্গে এতদিনে হয়ত তাদের বিয়ে হয়েও গেছে এই কথাটুকুও তাঁকে শুনিয়ে রাখতে ভুলল না।

লুসেনসিওর কথামতই তার ভৃত্য ত্রানিও যে লুসেনসিও সেজেছে তা গোড়াতেই বলা হয়েছে। ত্রানিওর পাঠানো নকল ভিনসেনসিও ব্যাপটিস্টার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছে যে বিয়াংকার সঙ্গে লুসেনসিওর বিয়ে দিলে পাত্রপক্ষের তরফে মেয়েকে মোটা যৌতুক দেয়া হবে। লোভী ব্যাপটিস্টা এ আশ্বাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে টোপ গিলেছেন, স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে এ বিয়েতে তিনি রাজী। আর ছেলে হাতছাড়া হয় এই ভয়ে বলেছেন, তাঁর ছোট মেয়ে বিয়াংকার সঙ্গে লুসেনসিওর বিয়ের বাগদানের দলিলটা সে রাতেই পাদুয়ায় ভিনসেনসিওর আড়তে বসে পাকাপাকিভাবে তিনি লিখে ফেলতে চান। ব্যাপটিস্টা বলেছেন, বিয়াংকা একজন কাজের লোক সঙ্গে নিয়ে আগেই পৌঁছাবে ভিনসেনসিওর আড়তে, তারপরে তিনি নিজে পৌঁছোবেন সেখানে। মুখে সায় দিলেও ত্রানিওর ধান্দা কিন্তু অন্যরকম। সে মতলব এঁটেছে বিয়াংকা পাদুয়ায় ভিনসেনসিওর আড়তে গিয়ে পৌঁছোলেই তার মনিব আসল লুসেনসিও তাকে নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হবে গির্জায়। সেখানে বিয়েটা তারা দু'জনে সেরে ফেলবে। কাজটা নির্বিঘ্নে যাতে সম্পন্ন হয় সেজন্য ত্রানিও গির্জার পাদরি আর দলিল লেখকের সঙ্গে আগেভাগে চুক্তিও করেছে।

ত্রানিওর মতলব মতই কাজকর্ম এগোচ্ছিল। বিয়াংকাকে নিয়ে লুসেনসিও নিজেও বিনা বাধায় পৌঁছে গেল গির্জায়। পাদুয়ায় ভিনসেনসিওর আড়তে বেশি রাতে বসে ব্যাপটিস্টা আর নকল ভিনসেনসিও বিয়ের বাগ্‌দানেব কথাবার্তা বলছেন ঠিক এমন সময় আসল ভিনসেনসিও এসে হাজির হল সেখানে। এবার নকল আর আসল, দুই ভিনসেনসিওর মধ্যে বেঁধে গেল দারুণ ঝগড়া আর কথা কাটাকাটি। এ বলে 'আমি আসল ভিনসেনসিও,' ও বলে, 'না, তুমি নকল, আমিই আসল ভিনসেনসিও'। একসময় আসল ভিনসেনসিওকেই জাল ভিনসেনসিও বলে সবাই যখন জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে ঠিক তখনই বর-কনের পোষাক পরে ফুলের মালায় সেজে বিয়াংকা আর লুসেনসিও এসে হাজির হল সেখানে। অল্প কিছুক্ষণ আগে দু'জনে গোপনে গির্জায় বিয়ে করেছে। এবার এতদিন বাদে নিজের বুড়ো বাপকে দেখে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল লুসেনসিও, বিয়ের পরে তাঁর আশীর্বাদও চাইল। তার দেখাদেখি বিয়াংকাও তাই করল। ছেলে ধনী ব্যবসায়ী ব্যাপটিস্টার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে দেখে ভিনসেনসিও তাদের দু'জনকেই প্রাণভরে আর্শীবাদ করলেন। আসল ভিনসেনসিওকে সবাই স্বীকৃতি



দিচ্ছে দেখে নকল ভিনসেনসিও বুঝেছে হাওয়া খারাপ, ধরা পড়ার আগেই সে সরে পড়েছে সেখান থেকে।

বুড়োকর্তা নিজের ছেলে, ছেলের বৌকে আশীর্বাদ করছেন দেখে এবার এগিয়ে গেল ত্রানিও, বিয়াংকার সঙ্গে লুসেনসিওর বিয়ে দেবার আগে যা যা ঘটেছে দোষ স্বীকার করার ভঙ্গিতে সব তাঁকে খুলে বলল। ত্রানিওর মুখ থেকে সব শুনে ভিনসেনসিও আর ব্যাপটিস্টা দু'জনেরই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার জোগাড়। ক্যাথারিনা আর বিয়াংকা, দু'বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে এত মজার ঘটনা ঘটে গেছে ভাবতে পারেননি ব্যাপটিস্টা, দুই বেয়াই এবার তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ের উৎসব করতে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন।

* * *

নেমন্তন্ন পেয়ে বউ ক্যাথারিনাকে নিয়ে সেই ভোজসভায় এসে হাজির হল ব্যাপটিস্টার বড় জামাই পেত্রুসিও। বিয়াংকাকে পাবার সম্ভাবনা নেই জেনে ক'দিন আগে এক চেনা সুন্দরী বিধবা যুবতীকে বিয়ে করেছে হর্টেনসিও, বউ নিয়ে সেও এল ভোজ খেতে। সবাই গলা পর্যন্ত ঠেসে ভোজ খেল, তারপরে এল নানা রকমের সুস্বাদু মদিরা। মেয়েরা এসব খায় না বলে ক্যাথারিনা আর বিয়াংকা দু'বোন হর্টেনসিওর বউকে নিয়ে ঢুকে পড়ল অন্দরে।

মদিরা চুমুক দেবার ফাঁকে শুরু হল হাসি-ঠাট্টা-তামাসা। পেত্রুসিওর পেছনে সবাই মিলে লাগল—ক্যাথারিনার মত এক ঝগড়াটে দজ্জাল মেয়েকে বিয়ে করে সে খুব ঠকেছে, বাকি জীবনটা তাকে পস্তাতে হবে, বউয়ের ব্যবহারে তাকে নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হবে—এমনই সবার মনোভাব। নতুন তিন বউয়ের মধ্যে ক্যাথারিনাই সবচেয়ে খারাপ হবে, একথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই পেত্রুসিওকে বোঝাতে চাইছে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে। পেত্রুসিও কিন্তু এসব হাসি-ঠাট্টা গায়ে না মেখে নিজের মনে মদিরায় চুমুক দিতে লাগল। কিন্তু শেষকালে তার শ্বশুর ব্যাপটিস্টা নিজেও যখন সবার কথায় সায় দিয়ে বললেন বউ-এর জন্য পেত্রুসিওকে জীবনভর অশান্তি ভোগ করতে হবে তখন সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। মুখ ফুটে বলেই ফেলল, "হর্টেনসিওর বৌ আর বিয়াংকার চেয়ে ক্যাথারিনা অনেক বেশী লক্ষ্মী আর সুশীলা। স্বামীর কথা যে বাইবেলের অনুশাসনের মত তা সে জানে। এ-ও জানে যে তা পালন না করলে স্ত্রীকে মহাপাতকের ভাগীদার হতে হয়।" পেত্রুসিওর রসিকতায় সবাই হেসে উঠল।

"আপনারা বিশ্বাস করছেন না?" বলে উঠল পেত্রুসিও, "আমার কথা যে সত্যি তা যাচাই করতে চান? বেশ, বাজি ধরুন।" আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পেত্রুসিও।

লুসেনসিও আর হর্টেনসিও দু'জনে ক্যাথারিনার ধাত ভালভাবে জানে। তাই



পেত্রুসিও যে বাজিতে হারবে সে বিষয়ে তারা দু'জনেই নিশ্চিত। নিশ্চিত হয়ে তারা দু'জনেই বাজি ধরল একশো মোহর। খাওয়া দাওয়ার শেষে পুরুষদের মদিরা পানের আসরে তাদের বউ-এরা কেউ থাকে না। তারা আগেই সরে যায়, জানে সবাই। এই প্রচলিত রীতির ওপরেই বাজি ধরার সিদ্ধান্ত নিল সবাই। ঠিক হল—হর্টেনসিও, লুসেনসিও আর পেত্রুসিও তিনজনে যে যার বউকে তাদের টেবিলে আসবার জন্য ডেকে পাঠাবে। যে বউ স্বামির নির্দেশ শুনে এসে হাজির হবে তার স্বামিই বাজি জিতবে।

প্রথমে লুসেনসিও ডেকে পাঠাল তার বউ বিয়াংকাকে। কিন্তু বিয়াংকা এল না।, খবর পাঠাল যে সে এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছে তাই আসতে পারবে না।

এরপরে হর্টেনসিও নিজের বউকে খবর পাঠাল, মিনতি করছি তুমি এক্ষুণি একবার খাবার টেবিলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু হর্টেনসিওর স্ত্রীও এল না, বলে পাঠাল, "তোমরা ছেলেরা এক সঙ্গে বসে মদিরা খাচ্ছো। ওখানে মেয়েদের যাবার নিয়ম নেই, তাই আমিও যেতে পারছি না।"

সবশেষে পেত্রুসিওর পালা। সে নিজের ভৃত্যকে বলল, "যা তো ভেতরে গিয়ে আমার বউকে বল বিশেষ দরকারে আমি ডাকছি। ও যেন সব কাজ ফেলে এক্ষুণি চলে আসে।"

দজ্জাল ক্যাথারিনা, ঝগড়াটে ক্যাথারিনাও নিজে আসবে না, না এসে একটা কড়া জবাবই পাঠাবে। এটাই ধরে নিল সবাই। কিন্তু সবার সব অনুমানকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে ক্যাথারিনা সত্যিই এসে হাজির হল খাবার টেবিলে। এসেই পেত্রুসিওকে বলল, "কি ব্যাপার, আমায় কেন ডেকেছো?"

"তোমার বোনকে লুসেনসিও আর নিজের বউকে ডেকে পাঠিয়েছিল হর্টেনসিও, কিন্তু ওরা কেউ আসেনি। স্বামি ডাকলে যে সব বাধা সরিয়ে সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়, সে বোধ ওদের নেই, কেউ শোনায়ও নি। কিন্তু তুমি এসেছো। এসে প্রমাণ করেছো তুমি ওদের দু'জনের চেয়ে অনেক সুশীলা। তোমার জায়গা ওদের দু'জনের অনেক ওপরে। এবারে যাও, ভেতরে গিয়ে ওদের দু'জনকে নিয়ে এসো।" ক্যাথারিনা ভেতরে চলে গেল। খানিক বাদে হর্টেনসিওর বৌ আর ছোটবোন বিয়াংকাকে নিয়ে আবার ফিরে এল।

পেত্রুসিওই বাজি জিতল। তার মত স্বামির হাতে পড়ে বদমেজাজী মেয়ে ক্যাথারিনার স্বভাব পুরো পাল্টে গেছে দেখে খুশি হলেন তার বাবা ব্যাপটিস্টা। নিজেও বড় জামাই পেত্রুসিওকে মোটা পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন সবার সামনে।



টুয়েলফথ্ নাইট

গ্রিসদেশের মেসালিনায় থাকে দুই যমজ ভাইবোন, ভায়োলা আর সেবাস্টিয়ান। দু'জনকে দেখতে এত সুন্দর যে একবাব তাদের দিকে নজর পড়লে আর চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। দুই ভাইবোনের চেহারার এত মিল যে একরকম জামাকাপড় পরলে কে ভায়োলা আর কে সেবাস্টিয়ান তা বলা কখনও কখনও মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ভাযোলা আর সেবাস্টিয়ান খুব ছোটবেলায় তাদের বাবা মাকে হারিয়েছে। বাড়িতে আর কোনও আপনজন বা স্নেহ ভালবাসা বিলিয়ে দেবার লোক নেই তাই তারা একে অপরকে খুব ভালবাসে, বেশিক্ষণ একজন আবেক জনের চোখের আড়াল হলে ওবা অস্থির হয়ে ছটফট করে।

বড় হয়ে দু'জনেই যৌবনে পা দিল, তারপরে ইলিরিয়া যাবে বলে একদিন দু'ভাইবোন এক যাত্রিবাহী জাহাজে চেপে রওনা হল। পুরো দু'দিন দু'বাত কাটল স্বাভাবিকভাবে। তৃতীয দিন জাহাজ পৌঁছল ইলিরিয়া উপকূলে। সন্ধের পরে আকাশের এক কোণে এক টুকরো ঘন কালো মেঘ চোখে পড়তে জাহাজের ক্যাপ্টেন আর অভিজ্ঞ মাঝিমাল্লাদের মুখ থমথমে হল। দেখতে দেখতে অল্প কিছুক্ষণের ভেতর সেই একটুকরো কালো মেঘ দৈত্যের মত ফুলে ফেঁপে গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। ঝড়ের দাপট বারবার গোটা জাহাজটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে মাঝিমাল্লারা অনেক কষ্টে জাহাজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখল। ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমুদ্রও এবার উত্তাল হয়ে উঠল, পাহাড়ের মত উঁচু বিশাল একেকটি ঢেউ বারবার আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজের ওপর। ঢেউ-এর আঘাতে জাহাজের হাল ভাঙ্গল, পাল ছিঁড়ে কুটিকুটি হল, ঢেউ-এর মাথায় জাহাজটা মাঝিমাল্লা আর যাত্রিদের নিয়ে অসহায়ভাবে দুলতে লাগল। ইলিরিয়ার তীরের

কাছাকাছি পৌঁছোনোর পরে ক্যাপ্টেন আর জাহাজকে বাঁচাতে পারলেন না। জাহাজ ডুবল। মাঝিমাল্লা আর যাত্রিদের বেশিরভাগ জাহাজের সঙ্গে তলিয়ে গেল সাগরের অতলে। ক্যাপ্টেন আর কয়েকজন মাঝিমাল্লার সঙ্গে ভায়োলা একটা ছোট নৌকোয় উঠে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচল। ইলিরিয়ার তীরে এসে ওঠার পরে ভাই সেবাস্টিয়ান বেঁচে আছে কিনা এই প্রশ্নই জাগল তার মনে।

"আমার ভাই সেবাস্টিয়ান কি বেঁচে আছে?" এই প্রশ্ন ক্যাপ্টেনকে করল ভায়োলা।

"খুব সম্ভব সেও প্রাণে বেঁচেছে," তাকে আশ্বস্ত করে ক্যাপ্টেন বললেন, "জাহাজ যখন ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় চোখে পড়ল তোমার ভাই একটা ভাঙা মাস্তুলের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ভেসে যাচ্ছে, সাগরের ঢেউ হয়ত তাকেও তীরে এনে ফেলেছে। আশা করছি ঈশ্বরের কৃপায় সে ভালই আছে।"

"আপনি এ জায়গাটা চেনেন?" ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করল ভায়োলা।

"হ্যাঁ, খুব ভালো করেই চিনি," ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, "ইলিরিয়ার যে এলাকায় আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, এখান থেকে তিনঘণ্টা হাঁটলে সেখানে পৌঁছোনো যায়।" তাঁর মুখ থেকে একথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হল ভায়োলা।

* * * * *

সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু নেই, সে এবার কোথায় যাবে, কি-ই বা করবে এবার? এসব প্রশ্ন জাগল ভায়োলার মনে, এই সুদূর বিদেশে কে-ই বা সাহায্য করবে তাকে? একমাত্র ভরসা ছিল ভাই। ক্যাপ্টেন যতই বলুন সে সত্যিই বেঁচে আছে কিনা কে জানে। বেঁচে থাকলেও কোনও সাহায্য তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে কিনা কেউ জানে না। তাছাড়া সেবাস্টিয়ান বেঁচে থাকলেও কবে কোথায় তার সঙ্গে দেখা হবে তার নিশ্চয়তাই বা কোথায়? তাহলে এখন তার নিজের পেট নিজেকেই চালাতে হবে এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ভায়োলার কাছে। মেসালিনায় ফিরে যাবার খরচও তার নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। কিন্তু এই অজানা অচেনা মুলুকে কিভাবে রোজগার করবে সে, কে দেবে তাকে চাকরি? হাজার হলেও সে যুবতী মেয়ে, রোজগারের ধান্দায় পথে বেরোলে তার অন্যরকমভাবে বিপন্ন হবার সম্ভাবনাও আছে।

"এ দেশের শাসক কে?" জানতে চাইল ভায়োলা।

"ডিউক অর্সিনো," বললেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।



"তিনি লোক কেমন?"

"খাঁটি সৎলোক বলতে যা বোঝায় ডিউক অর্সিনোকে তাই বলা চলে। পূর্ণ যুবক ডিউক এখনও বিয়ে করেননি। অলিভিয়া নামে একটি মেয়েকে তিনি ভালবাসেন। ভদ্রমহিলার বাড়ি কাছেই। ডিউককে তাঁর বিয়ে করার আদৌ ইচ্ছে নেই একথা অলিভিয়া তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ডিউক অর্সিনো সেকথা শুনেও হার মানতে রাজি নন, অলিভিয়া ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন না একথা তিনিও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।"

"অলিভিয়া কে?" জানতে চাইল ভায়োলা।

"অলিভিয়া এক সম্ভ্রান্ত বংশের কাউন্টের মেয়ে," ক্যাপ্টেন বললেন, "বছরখানেক আগে কাউন্ট মারা গেছেন। কাউন্ট মারা যাবার পরে অলিভিয়ার দাদা তাঁর অভিভাবক হন। কিন্তু অল্প কিছুদিন হল তিনিও মারা গেছেন। বড় ভাই-এর অকাল মৃত্যুতে অলিভিয়া প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন। তিনি বাড়ির বাইরে বেরোন না। বাইরের কেউ এলে তার সঙ্গে দেখাও করেন না।"

অলিভিয়াকে তখনও পর্যন্ত নিজের চোখে দেখেনি ভায়োলা, কিন্তু তাহলেও বড় ভাইকে হারিয়েছেন শুনে সহানুভূতি জাগল তার মনে, মনে পড়ল হারিয়ে যাওয়া নিজের ভাই সেবাস্টিয়ানের কথা। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলা বলল, "লেডি অলিভিয়ার অবস্থা তো দেখছি আমারই মত, নিজের বড় ভাইকে উনি চিরদিনের মত হারিয়েছেন আর আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি জাহাজডুবির ফলে নিখোঁজ আমার ছোট ভাইকে!"

"সেদিক থেকে তোমাদের দু'জনের অবস্থা একইরকম বলা যায়," সায় দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

"আচ্ছা উনি মানে লেডি অলিভিয়ার তো প্রচুর টাকাকড়ি আর বিষয়-সম্পত্তি আছে, ইচ্ছে করলে উনি কি আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন না? আপনি যদি চেষ্টা করেন তাহলে হয়ত আমার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।"

"আমি চেষ্টা করতে পারি," ক্যাপ্টেন বললেন, "তবে লেডি অলিভিয়ার কাছে চাকরি পাবার সম্ভাবনা খুবই কম, নেই বললেই চলে।"

"কিন্তু আমায় যে রোজগারের চেষ্টা করতেই হবে," ভায়োলা ক্যাপ্টেনের হাত ধরে মিনতি করল, "অলিভিয়ার কাছে চাকরি পাবার সম্ভাবনা না থাকলে ডিউক অর্সিনোকেই দয়া করে আমার জন্য অনুরোধ করুন।"

ভায়োলার মিনতি শুনে ক্যাপ্টেন তার চাকরির জন্য ডিউক অর্সিনোকে অনুরোধ করতে রাজি হলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যদিকে — হাজার হলেও ভায়োলার মত এক সুন্দরী সদ্য যুবতীকে ডিউক কি চাকরি দেবেন? সমস্যা আঁচ করতে



পেরে তার সমাধান ভায়োলা নিজেই করল। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে একটি পুরুষের পোষাক নিয়ে সে গায়ে চাপাল। তারপরে তাকে কেমন মানিয়েছে দেখতে দাঁড়াল আয়নার সামনে। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই চমকে গেল ভায়োলা, তার বারবার মনে হতে লাগল আয়নার বুকে তার হারানো যমজ ভাই সেবাস্টিয়ানের ছবি ফুটে উঠেছে। ক্যাপ্টেন নিজেও তাকে ঐ পোষাকে দেখে চমকে গেলেন। ভায়োলাকে যে যুবতী বলে মোটেও মনে হচ্ছে না একথা তিনি বারবার জোর দিয়ে বললেন। এরপরে ক্যাপ্টেন পুরুষের সাজে সজ্জিত ভায়োলাকে নিয়ে এলেন ডিউকের কাছে, তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ইশারায় ভায়োলাকে দেখিয়ে বললেন, "এ ছেলেটি আমার বিশেষ পরিচিত, হালে বেচারা খুবই আর্থিক কষ্টে আছে। আপনার তো অনেকরকম কাজকর্মের জন্য লোক দরকার হয়, তা একে একটা কাজকর্ম দিলে খুব উপকার হয়।"

"কথাটা ঠিক বলেছেন বটে।" ক্যাপ্টেনের কথায় সায় দিয়ে ডিউক বললেন, "হরেক রকম কাজের জন্য আমার হরেক রকম লোক দরকার হয় ঠিকই।" ভায়োলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে ডিউক বললেন, "তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে সিজারিও, হুজুর," চটপট জবাব দিল ভায়োলা।

"বেশ মন দিয়ে আমার কাজকর্ম করবে তো?" জানতে চাইলেন ডিউক।

"ক্যাপ্টেনের সামনে কথা দিচ্ছি হুজুর, আপনাকে সন্তুষ্ট করতে আমি ত্রুটি রাখব না," বলল ভায়োলা।

"বেশ," হেসে ডিউক বললেন, "তোমাকে আমি আমার খাস চাকরের কাজে বহাল করলাম। খুব পরিশ্রমের কাজ নয় সব সময় আমার পাশেপাশে থাকবে, ফাইফরমাস খাটবে, কোনও কাজ দিয়ে বাইরে পাঠালে ভালভাবে সেটা করে আসবে। কেমন, রাজি তো?"

"আপনার সেবা করার সুযোগ অনুগ্রহ করে একটিবার আমায় দিয়েই দেখুন।" ভায়োলা বলল, "আশা করছি আমার জন্য আপনাকে হতাশ হতে হবে না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

ইলিরিয়ার ডিউক অর্সিনোর কাছে ভায়োলার চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পেরে ক্যাপ্টেন নিজেও স্বস্তি অনুভব করলেন। ডিউকের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি এবার নিজের কাজে রওনা হলেন।

*   *   *   *   *

সিজারিও নাম নিয়ে যুবতী ভায়োলা ডিউককে খুশি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।



সে সব সময়েই ডিউকের পাশেপাশে থাকে, ডিউকের কাজের একঘেয়েমি দূর করতে তাঁকে গান গেয়ে শোনায়, কখনও কোনও কারণে ডিউকের মনখারাপ হলে নানারকম মজার কথা বলে সে তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে। আর এসবের ফাঁকে ফাঁকে লেডি অলিভিয়াকে তিনি কতটা গভীরভাবে ভালবাসেন, হৃদয়ের কোন গহন কন্দরে কন্দরে আরাধ্য দেবীর মত তাকে পূজো করেন। এসব সে শোনে ডিউকের মুখ থেকে। এত গভীরভাবে ভালবাসা সত্ত্বেও লেডি অলিভিয়া ডিউককে মোটেও আমল দিচ্ছেন না শুনে মনে মনে ভারী কষ্ট পায় ভায়োলা।

ডিউকের খুব কাছাকাছি থেকে কাজ করতে গিয়ে ভায়োলা তাঁর প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু তার এই প্রেম ভালবাসার কথা সে নিজের হৃদয়ে লুকিয়ে রাখল, ডিউক তার কিছুই টের পেলেন না।

ক'দিন পরে ডিউক একখানা সিলমোহর আঁটা মুখবন্ধ খাম ভাযোলার হাতে দিয়ে বললেন, "এই চিঠিখানা নিয়ে তুমি এখুনি লেডি অলিভিয়ার কাছে চলে যাও, নিজে হাতে এটা ওঁকে দিয়ে বলবে আমি তাঁকে কত ভালবাসি। এও বলবে যে সে আমার প্রতি নিষ্ঠুর নির্দয় হলেও যতদিন বাঁচব ততদিন আমি শুধু তাকেই ভালবাসব। তুমি যুবক, দেখতেও তোমায় আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর, তাই প্রেমের বার্তাবাহকের কাজ তোমায় দিয়েই হবে।"

ডিউকের কথা শুনে ভায়োলার মন খারাপ হয়ে গেল। ডিউককে সে ভালবেসে ফেলেছে, অথচ সেকথা তাঁকে মুখ ফুটে বলতে পাবছে না, উল্টে ডিউকের লেখা প্রেমপত্র এমন এক মহিলার কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছে যিনি তাঁকে মোটেও আমল দেন না। শুধু প্রেমপত্র নিয়ে যেতে হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে ডিউক তাঁকে একনিষ্ঠভাবে ভালবাসেন, তাঁকে বিয়ে করতে চান—একথাও তাকেই বলতে হবে নিজে মুখে।

লেডি অলিভিয়ার প্রাসাদের একতলায় থাকেন তাঁর দূর সম্পর্কের কাকা স্যার টোবি বেলচ্ আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু স্যার অ্যান্ড্রু অগচিক। এঁরা দু'জনেই পাঁড় মাতাল আর সেই কারণেই দু'জনের কেউই বিয়ে করেননি। দূর সম্পর্কের হলেও তিনি লেডি অলিভিয়ার কাকা তাই ভাইঝির প্রাসাদে থাকবার পুরোপুরি অধিকার আছে বলে মনে করেন স্যার টোবি। তবে তাঁর আসল স্বার্থ অন্য জায়গায়। সম্পর্কে কাকা বলে ভাইঝি লেডি অলিভিয়ার বিয়ের ব্যাপারে স্যার টোবি মাঝে মাঝে নাক গলান। কিন্তু অলিভিয়া তা মোটেই পছন্দ করেন না। এক গেলাসের বন্ধু স্যার অ্যান্ড্রু অগচিককে ভাইঝি অলিভিয়া বিয়ে করুক এটাই চাইছেন স্যার টোবি। বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে হলে প্রাসাদের ভেতরে তাঁর কর্তৃত্ব



বাড়বে, বন্ধুর মাধ্যমে ভাইঝির সম্পত্তির ওপর তাঁর অধিকারের সীমাও বাড়বে—এই স্বপ্নই দেখছেন স্যার টোবি। স্যার টোবির মতলব যে সুবিধের নয় তা আঁচ করতে লেডি অলিভিয়ার বাকি নেই। তাই তাঁকে আর তাঁর বন্ধু স্যার অ্যান্ড্রু অগচিককে দয়া করে প্রাসাদের একতলায় একটা কামরায় তিনি আশ্রয় দিয়েছেন বটে, তবে একতলা ছেড়ে ওপরে তাঁরা যাতে উঠতে না পারেন প্রাসাদের রক্ষি আর কাজের লোকেদের সেই নির্দেশ তিনি আগেই দিয়ে রেখেছেন। আর লেডি অলিভিয়া তাঁদের আমল দেন না বলেই তাঁর সঙ্গে যখন যে দেখা করতে আসে তাকেই ওঁরা ধমকে, এমন কি ঘাড়ে ঘাক্কা দিয়েও প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেন দু'জনে। বাইরের কোনও লোক লেডি অলিভিয়াকে বিয়ে করলে তাঁদের কপাল পুড়বে তা বুঝেই যে তাঁরা এমন করেন তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ডিউক অর্সিনোর লোক যে প্রায়ই লেডি অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসে তাও ঐ দুই পাঁড় মাতালের অজানা নয়। তবে লেডি অলিভিয়া ডিউককে বিয়ে করতে রাজি নন এটুকু জেনেই এখন পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন।

লেডি অলিভিয়ার প্রাসাদে এসে পৌঁছাল সিজারিওবেশী ভায়োলা, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল তাঁর খাস চাকর ম্যালভোলিও। ডিউক অর্সিনো যে নিজের লোকের হাত দিয়ে লের্ডি অলিভিয়ার কাছে প্রায়ই প্রেমপত্র পাঠান তা জানে ম্যালভোলিও। তাই ভায়োলাকে দেখেই সে ধমকে বলল, "যাও! যাও! লেডি অলিভিয়ার সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

"কেন!" লোকটি অভদ্র রুক্ষ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে ভায়োলা বলল, "দেখা হবে না কেন?"

"কারণ তিনি অসুস্থ।"

"উনি অসুস্থ খবর পেয়েই তো আমি তাঁকে দেখতে এসেছি," ভায়োলা বলল।

"কিন্তু লেডি অলিভিয়া এখন ঘুমোচ্ছেন, তাই দেখা হবে না," বলল ম্যালভোলিও।

"ঠিক আছে," একটুও না দমে ভায়োলা বলল, "যতক্ষণ না উনি জেগে উঠছেন ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব।"

"এ ত ভারী জ্বালা হল দেখছি," বিরক্তি ভরা গলায় বলে উঠল ম্যালভোলিও, "বারবার তো বলছি উনি অসুস্থ, ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না, তবু আপনি জোর করছেন।"



"বেশ তো উনি সুস্থ হয়ে উঠুন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব," একগুঁয়ের মত বলল ভায়োলা। খাস চাকরের কাছ থেকে বাধা পেয়ে তার নিজেরও জেদ চেপে গেছে। যেভাবেই হোক লেডি অলিভিয়ার সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে। ডিউক তাকে লেডি অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর আদেশ তাকে পালন করতেই হবে। তাছাড়া লেডি অলিভিয়ার মধ্যে এমন কি আছে যেজন্য ডিউক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তাও দেখার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে।

ভায়োলাকে নাছোড়বান্দা দেখে ম্যালভোলিও চলল তার মনিবনীর কাছে, যাবার আগে ভায়োলাকে বলল, "আমি আমার মনিবনীর কাছে চললাম। যদি তিনি অনুমতি দেন শুধু তাহলেই তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব, ততক্ষণ আপনি অপেক্ষা করুন।"

ম্যালভোলিও লেডি অলিভিয়ার কাছে এসে বলল, "ডিউকের লেখা একখানা চিঠি নিয়ে ওঁর একজন দূত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আমি তাকে বসিয়ে রেখেছি।"

"দেখা করতে চাইলেই তুমি বসিয়ে রাখবে?" চাপা ধমক দিয়ে বললেন লেডি অলিভিয়া, "তোমায় না বলেছি ডিউকের কোনও লোকের সঙ্গে আমি দেখা করব না!" বলে গলা চড়ালেন লেডি অলিভিয়া, "ওকে এক্ষুণি দূর করে দাও! চলে যেতে বলো আমার প্রাসাদ থেকে!"

"আজ্ঞে চলে যাবার কথা বারবার বলছি তো," বলল ম্যালভোলিও, "কিন্তু লোকটা বারবার বলছে আপনার সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই যাবে না!"

"আশ্চর্য!" তার কথা শুনে অলিভিয়া অবাক হয়ে বললেন, "এমন নাছোড়বান্দা লোক তো আগে দেখিনি। তা লোকটাকে দেখতে কেমন?"

"আজ্ঞে ওর বয়স খুব বেশি হয়নি তা দেখেই বোঝা যায়," ম্যালভোলিও বলল, "তাই ওকে লোক না বলে ছেলে বললেই ঠিক বলা হবে। আর যদি বলেন দেখতে কেমন তাহলে বলতেই হবে খুব সুন্দর। হ্যাঁ, ছেলেটাকে দেখতে ভারী সুন্দর।"

ম্যালভোলিওর মুখে ডিউকের দূতের বয়স আর চেহারার বর্ণনা শুনে অলিভিয়ার তাকে দেখার ভারী কৌতূহল হল। পাতলা রেশমের একটা ওড়নায় নিজের মুখ ঢেকে তিনি বললেন, "বেশ তো ম্যালভোলিও, ডিউকের দূত যখন আমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না বলে গোঁ ধরেছে তখন ওকে আর ফিরিয়ে দিই কি করে। ওকে সোজা এখানে আমার সামনে এনে হাজির করো।"

"জো হুকুম," বলে ম্যালভোলিও সেলাম ঠুকে চলে গেল, খানিক বাদে



সিজারিওরূপী ভায়োলাকে এনে হাজির করল তার মনিবনী লেডি অলিভিয়ার সামনে।

কী বিচিত্র নারীর মন! ডিউক অর্সিনো এতদিন বহু চেষ্টা করে যার কৃপা পাননি, সেই লেডি অলিভিয়া পুরুষবেশী ভায়োলাকে মাত্র একবার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সে আসবার আগে ওড়নায় মুখ ঢেকেছিলেন অলিভিয়া, ঘরে ঢুকে ভায়োলা অনুরোধ করতে সে ওড়না তিনি সরিয়ে দিলেন। অলিভিয়ার মন ভোলাতে যেসব কথা ডিউক বলেছিলেন সেসব কথা তাকে পাখি পড়ানোর মত শিখিয়ে দিয়েছেন সে সবই বলল ভায়োলা। কিন্তু প্রেম নিবেদনের সেসব একঘেয়ে বস্তাপচা কথায় অলিভিয়া মোটেও কান দিলেন না, অনিন্দ্যসুন্দর সিজারিওর রূপের দিকে তিনি তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।, এত সুন্দর মুখশ্রীর কোনও যুবক আগে দেখেননি অলিভিয়া। খানিকবাদে লাজলজ্জা ভুলে লেডি অলিভিয়া বললেন, "তোমার মুখ থেকে তোমার মনিবের আর কোনও কথাই আমি শুনতে চাই না, তবে তুমি নিজে যদি কখনও আমার কাছে আসতে চাও তো যখন ইচ্ছে আসতে পারো। আমার প্রাসাদের দরজা সবসময় তোমার জন্য খোলা রইল।"

"আপনার উদারতার জন্য ধন্যবাদ," ভায়োলা বলল, "কিন্তু শুধু শুধু এসে আর কী হবে? বলে বিদায় চাইল সে। কিন্তু এত শীগগির তাকে ছেড়ে দিতে লেডি অলিভিয়ার মন চাইল না, আরও কিছুক্ষণ তাকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে জানতে চাইলেন, "তোমার বংশপরিচয় কী?"

"আমার এখনকার যা অবস্থা তার চেয়ে আমার বংশের ইতিহাস অনেক ভাল", বলল ভায়োলা, "তাছাড়া আমি একজন ভদ্রলোক।" লেডি অলিভিয়া উপহার হিসেবে তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু ভায়োলা তা নিতে চাইল না। "আমার প্রভুর প্রতি আপনি কৃপা করুন," শুধু এটুকু বলে ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন জানিয়ে সে বেরিয়ে এল তাঁর প্রাসাদ থেকে। সিজারিওরূপী ভায়োলা চলে যেতে লেডি অলিভিয়ার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাকে আবার দেখার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। হিরে বসানো একখানা আংটি হাতের আঙ্গুল থেকে খুলে ম্যালভোলিওর হাতে দিয়ে বললেন, "এক্ষুনি ছুটে যাও, ডিউক অর্সিনোর যে দূত খানিক আগে এসেছিলেন তাঁকে গিয়ে ধরো। ডিউক ওঁর দূতের হাত দিয়ে যে আংটি আমায় পাঠিয়েছেন তা আমি ফেরত পাঠালাম এই কথাটা দূতকে মনে করে বলবে। সেই সঙ্গে দূতকে এও বলবে যে কাল যদি উনি একবার আসেন তাহলে কেন আমি ডিউককে বিয়ে করতে পারব না সেকথা ওঁকে বুঝিয়ে বলব। আমার হয়ে আগামীকাল ওঁকে একবার এখানে আসার অনুরোধ তুমি কোর, ম্যালভোলিও।"



হিরের আংটি নিয়ে লেডি অলিভিয়ার খাস চাকর ম্যালভোলিও বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে, পা চালিয়ে কিছুদূর গিয়েই ধরে ফেলল ভায়োলাকে, মনিবনীর কথামত সব বলে আংটিখানা গুঁজে দিল তার হাতে। তার কথা শুনে ভায়োলা অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু আমি তো কোনও আংটি নিয়ে আসিনি।"

"আমার মনিবনী তো আর মিছে কথা বলেন নি," ম্যালভোলিও বলল, "তিনি বলেছেন বলেই আমি ছুটে এসেছি, এটা আপনাকে ফেরত দিতে আমি এতদূরে ছুটে এসেছি।"

"কিন্তু আমি ও আংটি নিতে পারব না।" বলল ভায়োলা।

"আপনি ফেরত না নিলে আমি এটা এই পথের মাঝখানে ফেলে রেখে ফিরে যাব।" ম্যালভোলিও বলল, "মাঝখান থেকে আজেবাজে লোক এটা কুড়িয়ে নেবে।" বলে সত্যিই আংটিটা পথের ওপর রেখে সে চলে গেল। ভায়োলা আর কি করে, বাধ্য হয়েই আংটিটা তাকে তুলে নিতে হল। লেডি অলিভিয়ার মত সে নিজেও যুবতী মেয়ে, তিনি যে তার প্রেমে পড়ে গেছেন তা বুঝতে তার বাকি নেই। ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াবে তা একবারও তার মাথায় আসেনি। লেডি অলিভিয়া তার প্রেমে পড়েছেন একথা জানতে পারলে ডিউক যদি তাকে তাড়িয়ে দেন, এই ভয় দেখা দিল ভায়োলার মনে।

* * * *

ভায়োলা না চাইলেও মনিব ডিউক অর্সিনোর আদেশে ভায়োলাকে আবার লেডি অলিভিয়ার কাছে যেতে হল। এবার অলিভিয়ার প্রাসাদে ঢুকতে সে কোনও বাধা পেল না। প্রাসাদের রক্ষি আর চাকর-বাকরদের লেডি অলিভিয়া বলে রেখেছেন, ডিউক অর্সিনোর দূত হয়ে যে সুন্দর দেখতে যুবকটি তাঁর কাছে এসেছিল সে আবার এলে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ডিউক অর্সিনো আবার তাঁকে প্রেম নিবেদন করেছেন ভায়োলার মুখ থেকে একথা শুনে লেডি অলিভিয়া রেগে উঠে বললেন, "আমি তো আগেই বলেছি ডিউকের হয়ে ঐসব বস্তাপচা প্রেমের ঘ্যানঘ্যানানি তোমার মুখ থেকে শোনার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, এসব আমি মোটেও বরদাস্ত করতে পারি না।" পরমুহূর্তে শান্ত হয়ে বললেন, "তবে ডিউক ছাড়া অন্য কেউ যদি আমায় বিয়ে করতে চায় তো তার কথা তুমি আমায় স্বচ্ছন্দে বলতে পার।" বলে এমন ভাবে তিনি ভায়োলার চোখের দিকে তাকালেন যাতে সে বুঝতে পারল পুরুষ ভেবে লেডি অলিভিয়া তাকেই বিয়ে করতে চাইছেন। ভায়োলা লজ্জায় মাথা নিচু করে

রইল। তাকে নীরব দেখে লেডি অলিভিয়া বললেন, "সিজারিও, তুমি কি ডিউকের ভয় করছ? ডিউককে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আমি তোমায় ভালবেসেছি একথা আর চেপে রেখে লাভ নেই। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তুমি আমায় বিয়ে করলে ডিউকের মতই ক্ষমতাশালী হবে।"

একথা শোনার পরে ভায়োলা সেখানে আর দাঁড়াল না, কোনও কথা না বলে চলে যাবে বলে পা বাড়াল। বিদায় নেবার মুহূর্তে শুনতে পেল লেডি অলিভিয়া পেছন থেকে বলছেন, "সিজারিও! আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি, তুমি আবার এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব!"

লেডি অলিভিয়ার কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সিজারিওবেশী ভায়োলা, প্রাসাদের বাইরে বেরোতে পড়ল সংকটে। প্রাসাদের একতলার দুই বাসিন্দার একজন স্যর অ্যান্ড্রু অগচিক টের পেয়েছে ডিউকের দূত সিজারিও ছোকরাকে লেডি অলিভিয়া নিজের মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন। ব্যাপারটা ভয়ের, কারণ এরপরে লেডি অলিভিয়ার সঙ্গে ছোকরার বিয়ে হলে তখন তাঁদের দু'বন্ধুকেই এ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই লেডি অলিভিয়ার দূর সম্পর্কের কাকা স্যার টোবির সঙ্গে কথা বলে স্যর অ্যান্ড্রু ঠিক করেছে তলোয়ারের দ্বন্দ্বযুদ্ধে সিজারিওকে সে হত্যা করবে। এক গেলাসের বন্ধু স্যর টোবি বেল্‌চ-এর উস্কানিতেই এই সিদ্ধান্ত নিল স্যর অ্যান্ড্রু, এক নির্দিষ্ট দিনে তলোয়ারের দ্বন্দ্বযুদ্ধে সিজারিওকে আহ্বান করে সে চিঠি পাঠাল। স্যর অ্যান্ড্রু যে এক পয়লা নম্বরের কাপুরুষ তা জানে স্যর টোবি, ভায়োলাকে তার বন্ধু দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে চিঠি লিখেছে শুনে সে মনে মনে হাসল, অন্যদিকে ভায়োলা অর্থাৎ সিজারিও যে এক ওস্তাদ তলোয়ারবাজ সেকথা বলে স্যর অ্যান্ড্রুকে সে ভয় পাইয়ে দিল।

সেদিন সকালে অ্যান্টোনিও নামে এক ক্যাপ্টেনের জাহাজে চেপে ভায়োলার ভাই সেবাস্টিয়ান এসে পৌঁছোল ইলিরিয়ায়, জাহাজডুবি হবার পরে ইনিই তাকে প্রাণে বাঁচাতে তুলে নেন নিজের জাহাজে। ঘুরতে ঘুরতে একসময় তাঁদের জাহাজ এসে ভিড়েছে এখানকার বন্দরে। বন্দর থেকে ডিউক অর্সিনোর প্রাসাদ খুবই কাছে।

সেবাস্টিয়ান ক্যাপ্টেনকে বলল, "চলুন ডাঙায় নেমে শহরটা একবার ঘুরে আসি, ডিউকের প্রাসাদটাও সেই ফাঁকে দেখে আসা যাবে।"

"তোমার ইচ্ছে হলে ঘুরে এস," বললেন ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও, "কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া চলবে না।"

"কেন?"

"কারণ ক'দিন আগে এক নৌ-যুদ্ধে ডিউক অর্সিনোর ভাইপো আমার হাতে



জখম হয়েছিল। ডিউকের রক্ষিরা আমায় দেখতে পেলেই গ্রেপ্তার করে সোজা গারদে ঢোকাবো। কাজেই নগর দেখতে হলে তোমায় একাই যেতে হবে।"

ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওর সমস্যার কথা শুনে সেবাস্টিয়ান একাই নগর দেখতে যাবে স্থির করল।

"মনে রেখো এটা বিদেশ," জাহাজ থেকে নামার আগে সেবাস্টিয়ানকে বললেন ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও, "চোখ কান খোলা রেখে খুব হুঁশিয়ার হয়ে ঘোরাফেরা করবে। আমি 'এলিফ্যান্ট' সরাইখানায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" বলে টাকা ভর্তি একটা থলে তার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা সঙ্গে রাখো। এটা অচেনা জায়গা, এখানে ঘুরে বেড়াতে গেলে নিশ্চয়ই কিছু খরচ হবে। কোনও সংকোচ না করে নিজের মনে করে এখান থেকে তুমি খরচ করবে।"

"এত টাকা দিয়ে কি হবে?" বলল সেবাস্টিয়ান।

"সঙ্গে রাখো," অ্যান্টোনিও বললেন, "খিদে পেলে খাবার কিনতে তো দাম দিতে হবে। অজানা অচেনা জায়গা, তাই সঙ্গে কিছু বেশি টাকা থাকা ভাল।"

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে জাহাজ থেকে ডাঙায় নামল সেবাস্টিয়ান।

* * * * *

নির্দিষ্ট দিনে সিজারিওরূপী ভায়োলার সঙ্গে তলোয়ারের দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামল স্যর অ্যান্ড্রু অগচিক। প্রচণ্ড উত্তেজনায় পাঁড় মাতাল স্যর অ্যান্ড্রুর মুঠোয় ধরা তলোয়ার কাঁপছে। একইভাবে ভয়ে সিজারিওর তলোয়ার ধরা ডান হাতখানা কাঁপছে। সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে এই ভয়ে সে হয়ত জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেত। কিন্তু তার আগেই ঠিক ঈশ্বরের পাঠানো দেবদূতের মত এক অচেনা লোক কোথা থেকে এসে হাজির হল সেখানে, স্যর অ্যান্ড্রুর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, "থামুন! এর বদলে আপনি আমার সঙ্গে লড়াই করুন! আমি এর হয়ে লড়ছি!"

এই লোকটি যে ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও তা জানে না ভায়োলা। সেবাস্টিয়ানের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েই তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন, সিজারিওকে দেখে তিনি সেবাস্টিয়ান বলে ভুল করলেন। তাকে সাহায্য করতে এসেছেন বলে অচেনা লোকটিকে ধন্যবাদ দিল সিজারিও। আর তার ঠিক তখনই একদল রক্ষি এসে সেখানে হাজির হল, তাদের সঙ্গে যে সেনানী ছিলেন তিনি ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওকে গ্রেপ্তার করলেন।

"বন্ধু সেবাস্টিয়ান," সিজারিওর দিকে তাকিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও, "তোমায়



সাহায্য করতে এসে আমি মাঝখান থেকে বিপদে পড়লাম। যাক্, যে টাকার থলেটা তোমায় দিয়েছিলাম সেটা এবার আমায় দাও। গারদে ক'দিন আটক থাকতে হবে কে জানে! ওখানে তো আমায় টাকার দরকার হবে।"

অচেনা লোকটির মুখে সেবাস্টিয়ান নাম শুনে ভায়োলা বুঝতে পারল তার ভাই সেবাস্টিয়ান এখনও বেঁচে আছে, আর এই লোকটি তাকে চেনে, তাই তাকে তার ভাই বলে ভুল করছে। ভাই বেঁচে আছে বুঝতে পেরে কিছুটা স্বস্তি পেল ভায়োলা। কিন্তু টাকার থলের ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল না। রক্ষীদের হাতে আটক লোকটিকে সে বলল, "বিপদের সময় আমায় রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন বলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনার টাকার থলের খবর তো আমি জানি না। তবে আমার নিজের সঙ্গে কিছু টাকা আছে, দরকার হলে আপনি তা নিতে পারেন, তবে এর পরিমাণ খুব কম।" বলে নিজের টাকার থলেটা বের করে সে তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

"ছিঃ সেবাস্টিয়ান! তুমি এত নীচ। এত বেইমান!" চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও, "জাহাজডুবি থেকে বাঁচিয়ে আশ্রয় দিলাম, বন্ধুর মত এতদিন নিজের কাছে রাখলাম, আর তুমি এভাবে তার প্রতিদান দিলে! আমার বন্ধুত্বকে অস্বীকার করলে!" ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তারই মাঝখানে রক্ষিরা তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকলে পাছে স্যর অ্যান্ড্রু আবার তার ওপর চড়াও হয় এই ভেবে ভায়োলা পায়ে পায়ে এগোল ডিউকের প্রাসাদের দিকে।

* * * * *

ভায়োলা যে চলে গেছে তা স্যর অ্যান্ড্রু বা তার বন্ধু স্যর টোবি দু'জনের কেউই লক্ষ করেনি। ঘটনাচক্রে খানিকবাদে সেখানে হাজির হল সেবাস্টিয়ান। তাকেই ঐ দুই শয়তান সিজারিও বলে ধরে নিল। স্যর টোবির ইশারায় স্যর অ্যান্ড্রু তলোয়ার উঁচিয়ে তেড়ে এল তার দিকে। কিন্তু সেবাস্টিয়ানের কোমরেও ঝুলছে খাপে আঁটা তলোয়ার। আর সে যে সত্যিই এক ওস্তাদ তলোয়ারবাজ তা ঐ দুই শয়তানের জানা নেই। মার্কামারা বদ্খত বদমাসের মত দেখতে একটা লোককে তলোয়ার নিয়ে তেড়ে আসতে দেখেই সেবাস্টিয়ান খাপ থেকে নিজের তলোয়ার বের করল, তারপরে স্যর অ্যান্ড্রুর মুখে এক মোক্ষম আঘাত হানল। বন্ধুকে চোট খেতে দেখে তলোয়ার নিয়ে তেড়ে এল স্যর টোবি, কিন্তু সেবাস্টিয়ানের তলোয়ারের আঘাতে তাকেও জখম হতে হল।



সামনেই লেডি অলিভিয়ার প্রাসাদ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের খবর পেয়ে তিনি দৌড়ে তখনই নিজে এসে হাজির হলেন, আহত স্যর অ্যান্ড্রু আর স্যর টোবি দু'জনকেই ধমকে তাড়িয়ে দিলেন, রক্ষিদের হুকুম দিলেন তাদের যেন ভবিষ্যতে কখনও প্রাসাদে তারা ঢুকতে না দেয়। এরপরে সেবাস্টিয়ানকে সিজারিও ভেবে লেডি অলিভিয়া প্রাসাদের ভেতরে আসতে আহ্বান জানালেন। রাজরানির মত সুন্দরী লেডি অলিভিয়ার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারল না সেবাস্টিয়ান, সে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকল। তার প্রতি এই অচেনা সুন্দরী যুবতীর অপরিসীম দয়া দেখে অবাক হল সেবাস্টিয়ান। সেবাস্টিয়ান লক্ষ করল যুবতী তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন যেন সে তাঁর পরিচিত, শুধু তাই নয়, কথা বলতে গিয়ে তিনি তাকে প্রেম নিবেদন করছেন তাও সে লক্ষ করল। মেয়েটির কি মাথার ঠিক নেই? গোড়ায় এই প্রশ্ন জাগল তার মনে, কিন্তু তারপরেই সে দেখল যুবতীর মাথার কোন গোলমাল নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁর কাজের লোকেদের নানারকম কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। যুবতীর মুখের কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই লাগছে সেবাস্টিয়ানের। এবার সেও এমনভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগল যা শুনে লেডি অলিভিয়ার মনে হল এবারে সিজারিওর মন নরম হয়েছে, তাই তাঁর প্রেমের আহ্বানে সে সাড়া দিচ্ছে। দূরে ঠেলে না দিয়ে সিজারিওকেও তাঁর প্রতি নিজের অনুরাগ ফুটিয়ে তুলতে দেখে খুশি হলেন লেডি অলিভিয়া। পাছে সিজারিওর মনমেজাজ পাল্টে যায় এই ভয়ে লেডি অলিভিয়া তাঁর সঙ্গে বিয়ের বাগদান সেবাস্টিয়ানকে তখনই সেরে রাখতে বললেন। তাঁর প্রস্তাবে রাজি হল সেবাস্টিয়ান। এবারে লেডি অলিভিয়া দেরি না করে তখনই সেবাস্টিয়ানকে গির্জায় নিয়ে এলেন, সেখানে পাদরির সামনে বিয়ের বাগদানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠান শেষ হতে ভাবী স্বামিকে নিয়ে লেডি অলিভিয়া ফিরে এলেন প্রাসাদে। খাওয়াদাওয়া সেরে গল্পগুজব করে দু'জনে কিছু সময় কাটালেন তারপরেই ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওর কথা সেবাস্টিয়ানের মনে পড়ল। ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও তার জন্য এলিফ্যান্ট সরাইখানায় অপেক্ষা করবেন বলেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেখানে বসে তার জন্য চিন্তা করছেন। অলিভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেবাস্টিয়ান সেই সরাইখানায় যাবে বলে বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে অজানা অচেনা সুন্দরী ধনবতী মহিলা তাকে রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাগদান অনুষ্ঠান করিয়েছেন—এসব কথা প্রিয় বন্ধু ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওকে তার নিজে মুখে খুলে বলতেই হবে।

নিজে মুখে খুলে বলবে সে, তারপরে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইবে।

* * * * *



"আমায় মাপ করবেন, মাননীয় ডিউক," প্রাসাদে পৌঁছে ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে বলল ভায়োলা, "সাধ্যমত চেষ্টা করেও আমি সফল হতে পারিনি, লেডি অলিভিয়া আপনার কোনও কথা শুনতে চাইছেন না।"

"তোমায় আর চেষ্টা করতে হবে না, সিজারিও," ডিউক বললেন, "এবারে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আমি নিজেই যাব।"

কয়েকজন দেহরক্ষি আর সিজারিওবেশী ভায়োলাকে সঙ্গে নিয়ে ডিউক অর্সিনো লেডি অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলেন। অলিভিয়ার প্রাসাদের সামনে আসতে রক্ষিদের হাতে বন্দী ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বন্দী ক্যাপ্টেনকে দেখিয়ে ভায়োলা তাঁকে বলল, "এই অচেনা লোকটি কিছুক্ষণ আগে আমায় তলোয়ারের দ্বন্দ্বযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন প্রভু!"

"দ্বন্দ্বযুদ্ধ ! তার মানে?" কিছু বুঝতে না পেরে ডিউক অবাক হয়ে তাকালেন ভায়োলার দিকে। ভায়োলা তখন তাঁকে সব খুলে বলল, সবশেষে এ-ও বলল যে ধরা পড়ার পরে উনি তার কাছে একটা টাকা ভর্তি থলে চাইছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে সে কিছু জানে না।

"এখন বুঝতে না পারার ভান তুমি ছাড়া আর কে করবে? ছিঃ তুমি যে এত বেইমান তা আগে ভাবতেও পারিনি।" বলে ইশারায় ভায়োলাকে দেখিয়ে ডিউকের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও বললেন, "মাননীয় ডিউক! জাহাজডুবি হবার পরে একে আমি জল থেকে আমার জাহাজে তুলে নিয়েছিলাম। গত কয়েকমাস আশ্রিত হিসেবে আমার জাহাজেই ওর দিন কাটছে। আজ সকালে আমার জাহাজ ভিড়েছে ইলিরিয়া বন্দরে। ও বলল শহর দেখতে যাবে, শুনে আমি এক থলে স্বর্ণমুদ্রা দিলাম ওর হাতে। ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েও আমি নেমে এলাম ডাঙায়। কিছুদূর এগিয়ে দেখি ও এক আধবুড়ো পাঁড় মাতালের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করছে। কিন্তু দারুণ ভয়ে আর উত্তেজনায় ওর তলোয়ার ধরা হাতটা কাঁপছে থরথর করে। হাত থেকে তলোয়ারটা হয়ত খসেই পড়ত কিন্তু তার আগেই আমি এগিয়ে এসে ওর হয়ে লড়াই করতে নামলাম। হুজুর, আমার কপাল খারাপ, ঠিক তখনই আপনার রক্ষিরা আমায় গ্রেপ্তার করল। তারপরে এখন ও আমায় না চেনার ভান করছে, বলছে আমায় আগে কখনও দেখেনি! তাই আমার দেয়া কোনও টাকার থলেও নেই ওর কাছে। হুজুর, ওর এই বেইমানির বিচার আপনি নিজে করুন এই আমার প্রার্থনা।"

"তুমি বলছ আজই তোমার জাহাজ ইলিরিয়া বন্দরে ভিড়েছে?" ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওকে বললেন ডিউক, "কিন্তু যার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ সে তো



তার অনেক আগে থেকে কাজ করছে আমার কাছে, তাই তোমায় অভিযোগ আমি সত্যি বলে মেনে নিতে পারছি না" বলে ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওকে ইশারায় দেখিয়ে ডিউক রক্ষিদলের অফিসারকে প্রশ্ন করলেন, "একে কোন অপরাধে তোমরা বন্দী করেছো?"

"হুজুর," রক্ষিদের প্রধান বলল, "নৌ যুদ্ধে আপনার ভাইপো এঁরই সঙ্গে লড়তে গিয়ে দারুণ জখম হয়েছিলেন। সেই অপরাধে এঁকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি।"

"তুমি একে তোমার জাহাজে আশ্রয় দিয়েছিলে বলছ," ডিউক ভায়োলাকে দেখিয়ে বললেন, "বলছ আজই সকালে তোমায় জাহাজ ইলিরিয়া বন্দরে ভিড়েছে। কিন্তু এই ছেলেটি তো তার আগে থেকে আমারই প্রাসাদে আছে! ও তো আমারই দূত, কাজেই তুমি ওকে টাকার থলে আজ সকালে দিয়েছো এটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না।" কথা শেষ করে তিনি রক্ষিদের হুকুম দিলেন, "এই বন্দীকে এখন নিয়ে যাও, ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে তা পরে শুনব।"

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন লেডি অলিভিয়া, ডিউক আশপাশের সবকিছু সবাইকে ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কিন্তু ডিউক ঐভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকায় লেডি অলিভিয়া যেমন অস্বস্তি বোধ করলেন তেমনই যার-পর-নাই বিরক্তও হলেন। ডিউকের সঙ্গে যে তাঁর দূত সিজারিও এসেছেন তা তখনই যেন তাঁর চোখে পড়ল। ডিউককে পাত্তা না দিয়ে তাঁর সামনেই তিনি সিজারিওর সঙ্গে হাসিমুখে প্রেমালাপ শুরু করলেন। লেডি অলিভিয়া সিজারিওকে ভালবাসেন আঁচ করে ডিউক ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেন, নাম ধরে সিজারিওকে ডেকে তিনি বললেন, "চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।" সিজারিও তার প্রভুর সঙ্গে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বাধা দিলেন লেডি অলিভিয়া, মিনতিভরা গলায় বললেন, "যেও না, প্রাসাদে এসো, তোমার বলার মত অনেক কথা জমে আছে যে!"

"আজ্ঞে না," সিজারিও বলল, "আমায় আমার প্রভুর সঙ্গেই যেতে হবে। ওঁকে আমি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি, কোনও নারীকেও এত ভালবাসতে পারব না।"

"সিজারিও, তুমি আমার স্বামি," জোর গলায় বলে উঠলেন লেডি অলিভিয়া, "কথা রাখো, এভাবে আমার কাছ থেকে চলে যেয়ো না, সিজারিও!"

ডিউক অবাক হলেন, "তুমি লেডি অলিভিয়ার স্বামি?"

"না, মহামান্য ডিউক," সিজারিও বলল, "আমি ওঁর স্বামি নই। শুধু উনি নন,



আমি কোনও নারীর স্বামি হতে পারব না।"

"হ্যাঁ, ও আমার স্বামি," বলে উঠলেন লেডি অলিভিয়া, "সিজারিও যে আমার স্বামি তার প্রমাণ আমি এখুনি দিচ্ছি।" বলে লোক পাঠিয়ে গির্জার পাদরিকে ডাকিয়ে আনলেন তিনি, ডিউকের সামনে সিজারিওকে দেখিয়ে লেডি অলিভিয়া সেই পাদরিকে বললেন, "ফাদার সিজারিও নামে এই যুবকের সঙ্গে আজই কি গির্জায় আমার বিয়ের বাগদান অনুষ্ঠিত হয়নি?'

"নিশ্চয়ই হয়েছে," সিজারিওর মুখখানা ভাল করে দেখে পাদরি সায় দিলেন, "বাগদান তো আমারই সামনে হয়েছে, এখনও দু'ঘণ্টা কাটেনি। এমন সুন্দর মুখ, এ মুখ কি এত সহজে ভোলা যায়?"

সিজারিও যে সত্যিই লেডি অলিভিয়ার স্বামি পাদরির কথা শুনে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন ডিউক। সিজারিও এভাবে তাঁকে টপকে নিজেই লেডি অলিভিয়াকে বিয়ে করে বসবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। ডিউক একবার ভাবলেন সিজারিওর প্রাণদণ্ড দেবেন। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে তাকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে যা করলে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। আর কখনও তুমি আমার কাছে এসো না।"

ডিউকের বিধান শুনে ভেঙে পড়ল সিজারিওরূপী ভায়োলা। এই বিদেশে ডিউকের প্রাসাদে তার একটা স্থায়ী রোজগার, আর বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এবার সেটাও গেল। অন্যদিকে মনিবের সামনে সিজারিও তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইছে দেখে লেডি অলিভিয়া নিজেও ব্যথা পেয়েছেন মনে। এরই মাঝে সেখানে এসে হাজির হল দুই পাঁড় মাতাল স্যর টোবি বেলচ আর স্যর অ্যান্ড্রু অগচিক, তাদের দু'জনেরই ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

"এই তো এই সেই লোক!" সিজারিওকে দেখিয়ে তারা একসঙ্গে বলে উঠল, "ঐ লোকটাই খানিক আগে আমাদের জখম করেছে!"

"কি সব আজেবাজে বকছ?" ডিউক বিরক্ত চোখে তাকালেন তাদের দিকে। সিজারিওকে দেখিয়ে বললেন, "এ তো আজ সকাল থেকে আমারই সঙ্গে আছে, তাহলে তোমাদের ও জখম করল কি ভাবে?"

"মাননীয় ডিউক," স্যর টোবি আর স্যর অ্যান্ড্রু একসঙ্গে বলল, "আমরা এতটুকু মিথ্যে বলছি না অথবা বাড়িয়ে বলছি না। এই লোকটিই সত্যিই খানিক আগে আমাদের জখম করেছে।"

ডিউক পড়লেন মুশকিলে, তাদের বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যা শুনলে মিথ্যে বলে মনে হয় না। তাহলে আসল ঘটনা কি?

এমনই ধাঁধার মধ্যে পড়ে ডিউক অর্সিনো কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন



না, আর ঠিক তখনই তাঁর সমস্যার সমাধান করতে সেখানে এসে হাজির হল ভায়োলার ভাই সেবাস্টিয়ান। এসেই স্যর টোবি বেলচ আর স্যর অ্যান্ড্রু অগচিককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জখম করার জন্য মাপ চাইল লেডি অলিভিয়ার কাছে।

লেডি অলিভিয়া অবাক হয়ে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দু'জন স্বামি, দু'জনকে একইরকম দেখতে—উচ্চতা, চেহারা, গায়ের রং এমনকি পোষাকও তাদের একরকম। এই দু'জনের মধ্যে কে তাঁর আসল স্বামি তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

ডিউক দেখালেন নবাগত যুবকটিকে দেখতে হুবহু তাঁর দূত সিজারিওর মত। রক্ষিদের হাতে বন্দী ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও নিজেও ডিউক আর লেডি অলিভিয়ার মত একই সমস্যায় পড়লেন। নবাগত যুবকটিকে দেখতে সেবাস্টিয়ানের মত, অথচ সেবাস্টিয়ান তো দাঁড়িয়ে আছে ডিউকের পাশে। তাহলে এ কে? এই কি তাহলে আসল? কিন্তু নবাগত যুবককে চিনতে একজনের ভুল হয়নি সে হল ভায়োলা। ছুটে এসে যুবককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সে, আনন্দের আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তুমিও আমায় চিনতে পারছো না সেবাস্টিয়ান, আমি যে তোমার বোন ভায়োলা।"

তারপরে সবার সামনে সিজারিও জানাল যে সে পুরুষ নয়, পুরুষের ছদ্মবেশে এক যুবতী, নাম তার ভায়োলা। তাঁর দূত সিজারিও আসলে নারী শুনে অবাক হলেন ডিউক অর্সিনো! ডিউক দেখলেন তিনিও মনে মনে ভায়োলা নামে এই যুবতীকে একান্তভাবে ভালবেসে ফেলেছেন। তিনি ভেবে দেখলেন লেডি অলিভিয়ার সঙ্গে যখন সেবাস্টিয়ানের বিয়ের বাগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন আর মিছিমিছি তাঁর পেছনে ছুটে আর লাভ নেই, তার চেয়ে তিনি এবার অনায়াসে ভায়োলার মত এক রত্নকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেন।

"ভায়োলা," ভায়োলার দিকে তাকিয়ে ডিউক বললেন, "তুমি কি আমায় ভালবাসো?"

ভায়োলার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কিছু না বলে সে মুখ নিচু করল।

"ভায়োলা," ডিউক আবার বললেন, "আমায় বিয়ে করবে?"

লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না ভায়োলা, মাটির দিকে তাকিয়ে কোনও রকমে ঘাড় নেড়ে জানাল সে রাজী।

এরপরে একই দিনে দু'টি বিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। এই বিয়ে উপলক্ষে ডিউক অর্সিনো ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিওকে বেকসুর খালাস করে দিলেন।



দ্য উইন্টার্স টেল

সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্টিস আর বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস ছোটবেলায় একই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। অনেকগুলো বছর একসঙ্গে কাটানোর ফলে তাঁদের দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বড় হয়ে সিংহাসনে বসার পরেও ছোটবেলার সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কে এতটুকু ফাটল ধরেনি। সিসিলিয়া আর বোহেমিয়া, দু'টি রাজ্য একটি অন্যটির থেকে বহুদূরে অবস্থিত, তাই মন চাইলেও তাঁরা একে অপরের কাছে যেতে পারেন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা এখনও নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছেন—একে অপরকে লেখা চিঠিপত্র আর দামি উপহার নিয়ে বোহেমিয়ার দূত সিসিলিয়ায় আর সিসিলিয়ার দূত বোহেমিয়ায় প্রায়ই যাওয়া আসা করে।

লিওন্টিস আর পলিক্সেনিস দু'জনেই সময়মত বিয়ে করেছেন। কিন্তু বিয়ের কয়েক বছর পরেই একটি ছেলে রেখে মারা গেছেন পলিক্সেনিসের স্ত্রী। এই ঘটনায় পলিক্সেনিসের মন গেছে ভেঙে—রাজকার্যে অনেক চেষ্টা করেও তিনি মন বসাতে পারেন না। নাবালক ছেলে ফ্লোরিজেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে দিনরাত শুধু চোখের জল ফেলছেন। ছেলেকে মানুষ করার কথা ভেবে হিতৈষী অমাত্যরা তাঁকে স্ত্রীর শোক ভোলার পরামর্শ দিলেন, অনেকে দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু পলিক্সেনিস তাঁদের জানিয়েছেন দ্বিতীয়বার বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে স্ত্রী মারা যাওয়ায় পলিক্সেনিস ভেঙে পড়েছেন এখবর পৌঁছেছিল রাজা লিয়ন্টিসের কানেও, তিনিই তাঁকে কিছুদিন সিসিলিয়ায় কাটিয়ে যাবার অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন। পলিক্সেনিস যেন বন্ধুর এই আহ্বানের অপেক্ষাতেই ছিলেন। লিয়ন্টিসের চিঠি পেয়েই জাহাজে চেপে তিনি বোহেমিয়া ছেড়ে সিসিলিয়ায় পাড়ি দিলেন।



রানি হার্মিওন, মন্ত্রী আর অমাত্যদের নিয়ে বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন রাজা লিয়ন্টিস। রাজা পলিক্সেনিস জাহাজ থেকে ডাঙায় নামতেই দু'বন্ধু একে অপরকে বহুদিন পরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজকীয় অভ্যর্থনার ভেতর পলিক্সেনিস অতিথি হয়ে এসে উঠলেন সিসিলিয়ার রাজ প্রাসাদে। হাসি আর চোখের জলের ভেতর দু'বন্ধু অনেকদিনের না বলা কথা একে অপরের কাছে উজার করে দিলেন। বন্ধু পলিক্সেনিসের ভেঙে পড়া মনকে চাঙ্গা করার সব আয়োজন করে রেখেছেন রাজা লিয়ন্টিস। তার অঙ্গ হিসেবে সিসিলিয়ার রাজপ্রাসাদে শুরু হল একটানা উৎসব—খানাপিনা, নাচগান, অভিনয়, শিকার। আনন্দের উপকরণের অভাব রাখলেন না লিয়ন্টিস।

কয়েকমাস আনন্দের মধ্যে কেটে গেল, তারপরে একদিন লিয়ন্টিসকে পলিক্সেনিস বললেন, 'অনেকদিন তো তোমার রাজ্যে কাটালাম বন্ধু, এবার আমায় বিদায় দাও।"

"এ মাসটা থেকে যাও," বললেন লিয়ন্টিস। বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না পলিক্সেনিস। একমাস পরে আবার যখন তিনি বিদায় নিতে চাইলেন তখন লিয়ন্টিস বললেন, "আর কটা দিন থেকে যাও। অন্তত এই সপ্তাহটা।" এভাবে পরপর কয়েকবার লিয়ন্টিস তাঁর বন্ধু পলিক্সেনিসকে দেশে ফিরতে দিলেন না। শেষবার পলিক্সেনিস আবার বিদায় নিতে চাইলে লিয়ন্টিস আবার বাধা দিলেন, আরও ক'টা দিন কাটিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু পলিক্সেনিস এবারে আর বন্ধুর অনুরোধ মানতে চাইলেন না। বললেন, ছেলেকে ধাই-এর কাছে রেখে এসেছেন, তার কথা ভেবে তাঁর মন বড্ড বিচলিত হয়েছে, এবার তাঁকে যেতেই হবে। পলিক্সেনিস বললেন পরদিন খুব ভোরবেলাই তিনি বোহেমিয়ায় রওনা হবেন।

"ও তো কাল ভোরবেলায় রওনা হবে বলছে," রানি হার্মিওনকে বললেন লিয়ন্টিস, "অনেক করে বোঝালাম কিন্তু এবার ওকে আর থাকতে রাজি করাতে পারলাম না। ছেলের জন্য চিন্তা ভাবনা হচ্ছে বারবার এই এক কথাই বলছে। তুমি দ্যাখো ওকে বুঝিয়ে আর দু'একটা দিন এখানে রাখতে পারো কিনা।" স্বামির কথায় রানি হার্মিওন পলিক্সেনিসকে আরও দুটো দিন থেকে যেতে অনুরোধ করলেন।

পলিক্সেনিস পড়লেন মুশকিলে—লিয়ন্টিস তাঁর ছোটবেলার বন্ধু। তাঁর অনুরোধ তিনি বারবার রেখেছেন। এবার তাঁর অনুরোধ না রাখলেও তাঁর বন্ধু তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু বন্ধু স্ত্রী রানি হার্মিওন তাঁকে এই ক'মাসে কোনও অনুরোধ করেননি। তাই তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না পলিক্সেনিস সিসিলিয়ায় আরও দু'টো দিন থেকে যেতে তিনি রাজি হলেন।



পলিক্সেনিস আর দু'দিন সিসিলিয়ায় থাকতে রাজি হয়েছেন শুনে রাজা লিয়ন্টিস কিন্তু রেগে গেলেন। তাঁর অনুরোধের চেয়ে তাঁর স্ত্রীর অনুরোধকে পলিক্সেনিস বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এই ব্যাপারটাই তাঁর মাথায় সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। একনাগাড়ে কয়েক মাস রাজপ্রাসাদে কাটানোর ফলে হার্মিওনের প্রেমে পড়েছেন পলিক্সেনিস, তাঁদের দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছে অবৈধ প্রণয়, এটাই ধরে নিলেন লিয়ন্টিস। পলিক্সেনিসের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের বন্ধুত্ব আর গভীর ভালবাসার কথা তিনি ভুলে গেলেন। পলিক্সেনিসকে তিনি ভাবলেন অকৃতজ্ঞ চরিত্রহীন, সেইসঙ্গে তাঁর নিজের রূপসী স্ত্রী হার্মিওনকে ভাবলেন নষ্টচরিত্রা ভ্রষ্টা, কুলটা, কলঙ্কিনী।

এসব ভাবতে ভাবতে লিয়ন্টিসের মাথায় জ্বলে উঠল আগুন, প্রতিশোধের আগুন। স্ত্রী হার্মিওন আর বন্ধু পলিক্সেনিস, দু'জনকেই উপযুক্ত শাস্তি দেবেন স্থির করলেন। পলিক্সেনিসের ওপর লিয়ন্টিস এতটাই রেগে গেলেন যে তিনি তাঁকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিশ্বস্ত অমাত্য ক্যামিলোকে গোপনে ডেকে পলিক্সেনিসকে সবার চোখের আড়ালে বধ করার দায়িত্ব দিলেন লিয়ন্টিস।

রাজার আদেশ শুনে রীতিমত মুশকিলে পড়লেন ক্যামিলো। বিশ্বস্ত হলেও মানুষটি বুদ্ধিমান, বিবেচক। তিনি ভেবে দেখলেন যতই গোপনে পলিক্সেনিসকে বধ করা হোক না কেন, একদিন তা ঠিকই জানাজানি হবে। পলিক্সেনিস যে সিসিলিয়ার রাজার আহ্বানে তাঁর দেশে বেড়াতে এসেছেন সে খবর তাঁর নিজের দেশ বোহেমিয়ার কারও অজানা নেই। তিনি দেশে ফিরে না গেলে শুরু হবে খোঁজাখুঁজি, আর তাঁকে যে লিয়ন্টিস নিজে খুন করিয়েছেন সে খবর তখনই ফাঁস হবে। একবার এখবর ফাঁস হলে আর রক্ষা নেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সিসিলিয়া আর বোহেমিয়া—দু'টি দেশের মধ্যে বাধবে অনিবার্য যুদ্ধ। ঘটনা কি ঘটেছে লিয়ন্টিসের মুখ থেকে শুনে ক্যামিলো বুঝলেন তাঁর প্রভু মিছিমিছি পলিক্সেনিসকে সন্দেহ করছেন, আসলে ঈর্ষায় তাঁর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। রানি হার্মিওনকেও বহুদিন দেখছেন ক্যামিলো, তাঁর চরিত্র সবরকম সন্দেহের উর্ধ্বে! এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কিন্তু মুশকিল হল এসব যুক্তি লিয়ন্টিসকে বোঝাবে কে! ঈর্ষার জ্বালায় তাঁর নিজের মাথাই এখন কাজ করছে না। ক্যামিলো জানেন তিনি পলিক্সেনিসকে বধ করতে রাজি না হলে লিয়ন্টিস অন্য এমন কাউকে সে দায়িত্ব দেবেন যে এতকিছু না ভেবে সত্যিই রাজ অতিথি পলিক্সেনিসকে বধ করে ডেকে আনবে ঘোর বিপর্যয়।

ক্যামিলো তাই এসব যুক্তি না দেখিয়ে তাঁর প্রভুকে জানালেন তিনি তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালন করবেন।



বিশ্বস্ত অমাত্যের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন রাজা লিয়ন্টিস। এরপরে ক্যামিলো লুকিয়ে রাজা পলিক্সেনিসের সঙ্গে দেখা করলেন, ঘটনা যা ঘটেছে সব তাঁকে খুলে বললেন, সেই সঙ্গে সে রাতেই তাঁকে সিসিলিয়া ছেড়ে পালিয়ে যেতে বললেন। লিয়ন্টিস তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, মিথ্যে সন্দেহ করে তাঁর জীবন নিতে চাইছেন ক্যামিলোর মুখে একথা শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর প্রতি লিয়ন্টিসের ব্যবহার রাতারাতি বদলে গেছে তা লক্ষ্য করেছেন পলিক্সেনিস, কিন্তু তার মূলে যে অকারণ সন্দেহ আর ঈর্ষা তা আগে বুঝতে পারেননি তিনি।

পলিক্সেনিসকে ক্যামিলো বললেন, প্রভুর ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে রক্ষা করার সব ব্যবস্থা তিনি করেছেন। সিসিলিয়া বন্দরে বোহেমিয়ার রাজার নিজের জাহাজ অপেক্ষা করছে। পলিক্সেনিসের যেসব দেহরক্ষী, পার্শ্বচর আর অমাত্য তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁরা প্রাসাদের একেক মহলে দল বেঁধে আছেন। ক্যামিলো বললেন, রাত বাড়লে তাঁরা সবাই দু'তিনজন করে বেরিয়ে যাবেন প্রাসাদ থেকে, শহরে ঢোকার প্রধান তোরণ পেরিয়ে বন্দরে পৌঁছে চুপিচুপি চেপে বসবেন নিজেদের জাহাজে। প্রাসাদের রক্ষি আর নগরের প্রহরীরা কেউ যাতে তাদের না আটকায় সে ব্যবস্থা তিনি আগেই করেছেন।

ক্যামিলোর কথায় আশ্বস্ত হলেন পলিক্সেনিস, সেদিন গভীর রাতে ক্যামিলো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বোহেমিয়ার রাজার সঙ্গে যে ক'জন এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে শহরের মূল তোরণ পার করিয়ে দিলেন। সবশেষে ছদ্মবেশে পলিক্সেনিসকে নিয়ে তিনি নিজেও বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছে ক্যামিলো তাকালেন পলিক্সেনিসের দিকে, বললেন, "মহারাজ, বধ না করে আপনাকে নিরাপদে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এ খবর কানে গেলে আমার প্রভু আগামীকাল আমারই গর্দান নেবেন। তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আমাকেও দয়া করে নিয়ে চলুন আপনার সঙ্গে।

"অবশ্যই, ক্যামিলো!" চাপা গলায় সায় দিলেন পলিক্সেনিস, "আপনি নির্ভয়ে চলুন আমার সঙ্গে, ভবিষ্যতে বোহেমিয়ায় আপনাকে আমার দরকার হবে।" নিজের সঙ্গিসাথী আর ক্যামিলোকে নিয়ে পলিক্সেনিস এবার চেপে বসলেন তাঁর নিজের জাহাজে। তাঁর আদেশে ক্যাপ্টেন নোঙর তুলে পাল খুলে দিল। রাতের আঁধারে সবার নজর এড়িয়ে বোহেমিয়ার জাহাজ সিসিলিয়ার বন্দর থেকে বেরিয়ে গভীর সমুদ্রে পড়ল।

* * * * *

রাতের আঁধার কেটে একসময় ভোর হল। আগের দিন গভীর রাতে সবার নজর



এড়িয়ে পলিক্সেনিস আর তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে অমাত্য ক্যামিলো সিসিলিয়া ছেড়ে পালিয়ে গেছেন সাত সকালে—এ খবর শুনে রেগে পাগল হয়ে উঠলেন লিয়ন্টিস। ক্যামিলোকে হাতের কাছে না পেয়ে তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল রানি হার্মিওনের ওপর, তিনি তখনই গিয়ে হাজির হলেন তাঁর মহলে। রানি হার্মিওন তখন তাঁর ছেলে ম্যামিলিয়াসের সঙ্গে খেলছেন, লিয়ন্টিস সেখানে হার্মিওনকে সরাসরি ব্যভিচারিণী, কলঙ্কিনী বলে দোষারোপ করতে লাগলেন। আচমকা স্বামির মুখে এসব অভিযোগ শুনে চমকে গেলেন রানি হার্মিওন। বারবার বোঝাতে চাইলেন লিয়ন্টিস তাঁকে ভুল বুঝছেন। রাজা পলিক্সেনিসের সঙ্গে তাঁর কোনওরকম গোপন প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু রানির কথা কানেই তুললেন না লিয়ন্টিস, শিশুপুত্র ম্যামিলিয়াসকে তাঁর কোল থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিলেন, তারপরে রানি হার্মিওনকে কারাগারে আটকে রাখার হুকুম দিলেন। প্রহরীরা রানিকে যখন কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে সেইসময় লিয়ন্টিস বললেন, "কারাগারে রানির দেখাশোনা করার জন্য বড়জোর দু'জন সহচরী থাকতে পারে, তার বেশি নয়।"

শিশুপুত্র ম্যামিলিয়াস দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে যেতে চাইল মায়ের কাছে, কিন্তু রাজা তাকে কিছুতেই যেতে দিলেন না। মায়ের কাছে যেতে না পেরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ম্যামিলিয়াস, স্বামির নিষ্ঠুর আচরণে রানির নিজের দু'চোখ বেয়েও তখন জল গড়াচ্ছে। রাজার ইশারায় প্রহরীরা রানিকে টানতে টানতে মহল থেকে বের করে নিয়ে গেল কারাগারে, মহলের দু'জন সহচরীও তাঁর দেখাশোনার জন্য ঠাঁই পেল সেখানে। রানি হার্মিওনের প্রতি রাজা লিয়ন্টিসের এই নির্মম অত্যাচারের নমুনা দেখে অন্দরমহলে রানির আরও যত সহচরী ছিল সবাই অবাক হল। বিনা অপরাধে রানির এই শাস্তির কোনও কারণ খুঁজে পেল না তারা। রানির অসহায় শিশুপুত্র ম্যামিলিয়াসকে তারা কোলে তুলে নিল, সাধ্যমত তার যত্ন করতে লাগল। কিন্তু মায়ের অভাব তো আর কাউকে দিয়ে মেটানো যায় না। তাই বেচারা ম্যামিলিয়াস খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিনরাত শুধু কেঁদেই চলল। ঘুমের মধ্যেও সে মায়ের জন্য চোখের জল ফেলতে লাগল। মায়ের বুকের দুধ আর আদর না পেয়ে দিনে দিনে তার শরীর খারাপ হতে লাগল। মহলের সহচরীরা অনেক ভুলিয়ে, গল্প বলে, গান শুনিয়েও তাকে খাওয়াতে পারে না, পারে না কান্না থামাতে। অন্যদিকে বোহেমিয়ায় নিরাপদে পৌঁছোনোর পরে রাজা পলিক্সেনিস তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ক্যামিলোকে তাঁর যোগ্য পুরস্কার দিলেন, বোহেমিয়ার রাজসভায় উপদেষ্টার পদে তাঁকে বহাল

করলেন। নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে ক্যামিলো রাজসভার প্রধান উপদেষ্টার পদও অর্জন করলেন।



*   *   *   *   *

রানি হার্মিওন যে সচ্চরিত্র নারী, তাঁর চরিত্রের কোনও কলঙ্কের ছিটেফোঁটা কালিমা নেই রাজসভার মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র, অমাত্য সবাই সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। রানিকে এভাবে চরিত্রের বদনাম দিয়ে কারাগারে আটকে রাখার ব্যাপারটা যে তাঁরা খুশি মনে নিচ্ছেন না, রাজা লিয়ন্টিস তা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। তিনি তাই সভার মাঝখানে রানির চরিত্র নিয়ে বদনাম দিতে শুরু করলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা বারবার একইকথা বললেন—"রানি- হার্মিওন নির্দোষ। তাঁর স্বভাব চরিত্রে কোনরকম গলদ আছে এ অভিযোগ আমরা বিশ্বাস করি না।" রাজা বুঝলেন এভাবে রানির নামে বদনাম দিয়ে তিনি কাউকে নিজের মতে আনতে পারবেন না।

এদিকে কারাগারে রানি হার্মিওনের একটি মেয়ে হল। সুন্দর ফুটফুটে সেই মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি শান্তি পান। কারাগারের অন্ধকারে রাজার সেই মেয়ের দিন কাটে অনাদরে, শুধু মায়ের বুকের দুধ আর আদর যত্ন ছাড়া আর কোনও সুখ সেই ছোট রাজকন্যার কপালে জোটে না।

রাজা লিয়ন্টিসের সভার অমাত্যদের একজন অ্যান্টিগোনাস। তাঁর স্ত্রী পলিনা হার্মিওনের পুরোনো বান্ধবী. হার্মিওনের মেয়ে হয়েছে শুনে একদিন তিনি কারাগারে তাঁকে দেখতে এলেন, বান্ধবীর এই কষ্ট আর অপমান পলিনা সহ্য করতে পারলেন না। কারাগারের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি রানির খোঁজখবর নিলেন, তারপরে হার্মিওনকে বললেন, তাঁর হয়ে তিনি নিজে রাজার কাছে আবেদন করবেন। বিদায় নেবার সময় হার্মিওনের নবজাত মেয়েটিকে পলিনা চেয়ে নিলেন তাঁর কাছ থেকে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটিকে দেখলে রাণি হার্মিওনের ওপর থেকে রাজার সব রাগ চলে যাবে এটা ধরে নিয়ে পলিনা শিশুটিকে নিয়ে এলেন রাজসভায়। মেয়েটি রানি হার্মিওনের, ক'দিন আগে কারাগারে সে জন্মেছে বলে শিশুটিকে পলিনা রাজার পায়ের কাছে চাদর পেতে শুইয়ে দিলেন। একবার শিশুটির দিকে তাকালেন রাজা লিয়ন্টিস, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রাজার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেন পলিনা, সভাসদদের সামনে জোরালো ভাষায় রানির প্রতি রাজা যে নিষ্ঠুরতা করে চলেছেন তার নিন্দা করলেন। সেইসঙ্গে বললেন, রানি হার্মিওন সম্পূর্ণ নিরপরাধ, রাজা মিছেই তাঁকে ভুল বুঝে কষ্ট দিচ্ছেন। কিন্তু



পলিনার এসব কথায় রাজা এতটুকু টললেন না। পায়ের নিচে পলিনা যাকে শুইয়ে দিয়েছেন সেই মেয়ের বাবা তিনি নন এটাই সবাইকে তিনি বোঝাতে চাইলেন, সবশেষে পলিনাকে ধমকে তাড়িয়ে দিলেন সভা থেকে।

এরপরে রাজার আদেশে পলিনার স্বামি পার্শ্বচরদের অন্যতম অ্যান্টিগোনাস এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। খানিক আগে পলিনা যেভাবে তাঁর সমালোচনা করেছেন সে প্রসঙ্গ তুলে রাজা বললেন তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাই এবার তিনি অ্যান্টিগোনাসকে শাস্তি দেবেন। হার্মিওনের নবজাত শিশু কন্যাটিকে তাঁর সামনে বধ করার আদেশ তিনি দিলেন অ্যান্টিগোনাসকে। প্রভুর ঘোষণা করা শাস্তির বয়ান শুনে শিউরে উঠলেন অ্যান্টিগোনাস। বললেন, এমন ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজ তিনি কোনমতেই করতে পারবেন না। এছাড়া অন্য যে কোন আদেশ তিনি পালন করবেন। তখন রাজা কচি মেয়েটিকে সমুদ্রের ওপারে বোহেমিয়ার কোনও নির্জন প্রান্তরে রেখে আসার আদেশ দিলেন। লিয়ন্টিস বললেন, সেই নির্জন প্রান্তরে মেয়েটি হয় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা যাবে, নয়ত শেয়াল কুকুর ছিঁড়ে খাবে তাকে। আদেশ পালন না করলে অ্যান্টিগোনাস আর তাঁর স্ত্রী পলিনা দু'জনকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে তা তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন লিয়ন্টিস। মেয়েটিকে বাঁচানোর অন্য কোনও উপায় নেই দেখে অ্যান্টিগোনাস মেয়েটিকে নিয়ে তখনই রওনা হলেন।

রাজার এই নিষ্ঠুর আচরণে মন্ত্রী আর সভাসদেরা ক্ষুব্ধ হলেন। রানি হার্মিওন সত্যি নির্দোষ কিনা, তা যাচাই করতে তাঁরা এবার সবাই রাজা লিয়ন্টিসকে ডেলদি মন্দিরের দৈববাণীর সাহায্য নেবার পরামর্শ দিলেন।

গ্রিসের ডেলদি নগরে আছে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মন্দির, সেই মন্দির কয়েকজন সাধিকা সারা বছর নিষ্ঠাভরে সূর্যদেবের উপাসনা করেন। কারও কিছু জানার থাকলে মন্দিরে পূজো দিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করতে হয়। সাধিকারা গভীর ধ্যানের মাধ্যমে সেই প্রশ্ন রাখেন তাঁদের উপাস্য দেবতার কাছে, দেবতা দৈববাণীর মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেন। রাজা লিয়ন্টিস তাঁর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠালেন ডেলদির সূর্যমন্দিরে। কিন্তু দৈববাণী শোনার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নন লিয়ন্টিস। রানির স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, তিনি কলঙ্কিনী—এসব অভিযোগে সবার সামনে প্রকাশ্য আদালতে তিনি তাঁর বিচার করতে অস্থির হয়ে পড়লেন। সভাসদরা জানেন বিচার হবে নামেই, আসলে রাজ্যের ছোট বড় সবার সামনে নির্দোষ রানিকে চরিত্রের বদনাম দিয়ে অপদস্থ করাই লিয়ন্টিসের উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট দিনে রানিকে রাজার আদেশে



কারাগার থেকে প্রকাশ্য আদালতে এনে হাজির করল রক্ষিরা। মন্ত্রী, পাত্র, অমাত্য, সভাসদ আর প্রজাদের সামনে চরিত্রের বদনাম দিয়ে যা তা বলে রানিকে অপমানের চূড়ান্ত করলেন লিয়ন্টিস। অপমানিত হয়েও রানি হার্মিওন মাথা উঁচু করে জানালেন তিনি নির্দোষ, রাজা মিছিমিছি তাঁর চরিত্র নিয়ে বদনাম দিচ্ছেন। রানি এ-ও বললেন স্বামির ভালবাসা তিনি আগেই হারিয়েছেন। তাঁর ছেলেমেয়ে দু'জনকেই অন্যায়ভাবে তাঁর স্বামি কেড়ে নিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে। এই অবস্থায় জীবনের ওপর তাঁর কোনও মায়া নেই। আর তাই মরতে তিনি এতটুকু ভয় পান না। রানির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার দুই বিশ্বস্ত অনুচর ডেলদি মন্দির থেকে ফিরে এল। খামে আঁটা দৈববাণী তারা তুলে দিল রাজার হাতে। রাজার আদেশে একজন সভাসদ খাম খুলে সেই দৈববাণী পড়তে লাগলেন, তাতে লেখা ঃ

"......লিয়ন্টিস এক অত্যাচারী ঈর্ষাপরায়ণ রাজা। তাঁর স্ত্রী রানি হার্মিওন সম্পূর্ণ নির্দোষ। রাজা পলিক্সেনিসও নির্দোষ, আর ক্যামিলো এক বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। যে শিশুকন্যাকে রাজা লিয়ন্টিস পরিত্যাগ করেছেন তার বাবা তিনি নিজে, তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে তাঁর বংশে কেউ বেঁচে থাকবে না..... ।"

দৈববাণী পড়া শেষ হতে সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা যেন এক অব্যক্ত চাপা যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেলেন, শুধু একজন ছাড়া। তিনি রাজা লিয়ন্টিস স্বয়ং। তিনি ধরেই নিলেন এই দৈববাণীর ব্যাপারটাই ভাঁওতা, হার্মিওনের বান্ধবী পলিনা তাঁর মনকে দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্যে দৈববাণীর নামে এসব মনগড়া কথা লিখে মুখবন্ধ খামে পুরে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। নতুন করে দৈববাণী নিয়ে আসার জন্য তিনি ডেলদিতে আবার দু'জন লোক পাঠাবেন স্থির করলেন। কিন্তু ঠিক তখনই প্রাসাদের অন্দরমহল থেকে খবর এল লিয়ন্টিসের একমাত্র ছেলে ম্যামিলিয়াস—হার্মিওন কারাগারে যাবার পর থেকেই খাওয়া দাওয়া ছেড়েছিল, খানিক আগে সে মায়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে মারা গেছে। ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে সভার মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়লেন রানি হার্মিওন। রাজার আদেশে প্রহরীরা তাঁকে কারাগারে না নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল প্রাসাদের অন্দরমহলে।

ম্যামিলিয়াসের মৃত্যুসংবাদে ভেঙে পড়লেন রাজা লিয়ন্টিস, এতদিন পরে অনুতাপের দহন শুরু হল তাঁর মনে। রানি হার্মিওনের ওপর তিনি যে অত্যাচার করেছেন, আর সেই কারণেই মারা গেছে ম্যামিলিয়াস তা স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে।

কিন্তু লিয়ন্টিসের জন্য আরও কিছু দুর্ভোগ তৈরি হয়েছিল। খানিক বাদে



পলিনা ছুটে এলেন রাজসভায়, কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "পুত্রশোক সইতে না পেরে অল্প কিছুক্ষণ আগে মারা গেছেন রানি হার্মিওন।"

"হার্মিওন মারা গেছে?" কোনওমতে প্রশ্নটা করে ফ্যালফ্যাল করে পলিনার দিকে তাকিয়ে রইলেন রাজা লিয়ন্টিস।

"হ্যাঁ, রানি মারা গেছেন।" সুযোগ পেয়ে দাঁতে দাঁতে পিষে রাজাকে বললেন পলিনা, "আর এ-ও জেনে রাখুন তাঁর এই অকালমৃত্যুর জন্য আপনি একাই দায়ী। আপনি ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে আপনার বন্ধু রাজা পলিক্সেনিসকে মিথ্যা সন্দেহ করেছেন, আপনার বিশ্বস্ত অমাত্য ক্যামিলোকে দিয়ে তাঁকে বধ করানোর ষড়যন্ত্র করেছেন, রানির নবজাত শিশুকন্যার বাবা অন্য কেউ, এই সন্দেহ করে তাকে সাগরের ওপারে কোনও নির্জন প্রান্তরে ফেলে আসার দায়িত্ব দিয়েছেন আমার স্বামি অ্যান্টিগোনাসকে যিনি ক্যামিলোর মতই আপনার এক বিশ্বস্ত সভাসদ। আপনারই জন্য মাকে হারিয়ে তাঁর বুকের দুধ না পেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে মারা গেছে আপনার একমাত্র পুত্র ম্যামিলিয়াস, পরপর দু'টি সন্তানকে হারিয়ে মারা গেলেন রানি হার্মিওন। মহারাজ, হার্মিওন সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাঁকে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন, তাতেও খুশি না হয়ে সবার সামনে বিচার করবেন বলে তাঁকে এনে হাজির করেছিলেন রাজসভায় আসামি সাজিয়ে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! নিরপরাধ রানির বিচার করার সুযোগ তিনি আপনাকে দেননি। তার আগেই তিনি তাঁকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন। মনে রাখবেন মহারাজ, আপনার অপরাধের বিচার এখনও বাকি। কবে সে বিচার শুরু হবে তা কেউ জানে না। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির জন্য এখন থেকেই তৈরি থাকবেন।" ঘৃণার সঙ্গে কথাগুলো বলে পলিনা সভাস্থল ছেড়ে চলে গেলেন। এভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য রাজা যে তাঁকে কঠোর সাজা দিতে পারেন তা একবারও তাঁর মনে এল না।

"হ্যাঁ পলিনা, তুমি ঠিকই বলেছো," রাজা লিয়ন্টিস বললেন, "আমার বিরুদ্ধে তোমার প্রত্যেকটি অভিযোগই ঠিক। আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, সে সবকিছুর জন্য একা আমিই দায়ী, তাই তোমার অভিযোগ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।" রাজা লিয়ন্টিসের মুখে এসব কথা শুনে পলিনা সমেত সভাসদেরা সবাই অবাক হলেন, পলিনা তাঁকে আর কিছু বললেন না।

রাণি হার্মিওন মারা যাবার পরে রাজা লিয়ন্টিসের বারবার মনে হতে লাগল ডেলফির সূর্যমন্দিরের দৈববাণী পুরোপুরি সত্যি। দৈববাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে হারানো শিশুকন্যাকে খুঁজে না পেলে তাঁর আর কোনও বংশধর থাকবে না। আর সত্যিই ঘটেছে তাই—দৈববাণী পড়া শেষ হবার পরেপরেই মায়ের জন্য কেঁদে

কেঁদে মারা গেছে তাঁর শিশুপুত্র ম্যামিলিয়াস। সত্যিই, এইমুহূর্তে লিয়ন্টিসের আর কোনও বংশধর নেই। শিশুকন্যাটিকে ফিরে পাবার জন্য এখন নিজের সিংহাসন ছাড়তেও তিনি তৈরি আছেন। নিজের কৃতকার্যের জন্য এবারে বেদনা আর অনুশোচনা জাগল তাঁর মনে। সেই জ্বালায় প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন। এভাবে অদৃশ্য নিয়তির বিধানেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই অনুশোচনার জ্বালা সহ্য করে বেঁচে রইলেন রাজা লিয়ন্টিস।

* * * * *

এবারে ষোল বছর আগের পুরোনো ঘটনাবলীর দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক। রাজা লিয়ন্টিসের আদেশে তাঁর সদ্যোজাত মেয়েটিকে নিয়ে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন পলিনার স্বামি অ্যান্টিগোনাস। তাঁর প্রভু রাজা লিয়ন্টিসের আদেশে জাহাজ আগেই তৈরী ছিল, মেয়েটিকে নিয়ে সেই জাহাজে উঠলেন অ্যান্টিগোনাস। সমুদ্রের ওপারে বোহেমিয়া রাজ্যের এক নির্জন জায়গায় অ্যান্টিগোনাসের নির্দেশে জাহাজের মাঝিমল্লারা নোঙর ফেলল। আকাশ তখন কালোমেঘে ছেয়ে গেছে, বাতাস পড়ে গেছে, সেই থমথমে পরিবেশ ইশারায় দেখিয়ে মাঝিমল্লারা অ্যান্টিগোনাসকে বলল, খানিক বাদে ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। তিনি যেন তার আগেই কাজ সেরে ফিরে আসেন জাহাজে। এরপরে রানি হার্মিওনের কচি মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে অ্যান্টিগোনাস সেই জাহাজেরই একটি ছোট নৌকোয় চেপে এসে নামলেন ডাঙায়। কিছুদূর এগিয়ে খোলা আকাশের নিচে ঘাসের ওপর কচি ফুটফুটে মেয়েটিকে তিনি শুইয়ে দিলেন। একটুকরো কাগজও এঁটে দিলেন মেয়েটির জামায়। সেই কাগজে লেখা ছিল, "এই শিশুটির নাম পার্ডিটা। এ অতি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।" এবারে তার জামাকাপড়, কিছু স্বর্ণমুদ্রা আর একরাশ দামি মণিমুক্তো বসানো গয়না ভর্তি একটি পুঁটলি মেয়েটির পাশে নামিয়ে রেখে অ্যান্টিগোনাস ফিরে চললেন জাহাজের দিকে, ঝড়বৃষ্টি শুরু হতে তখন আর দেরি নেই। কোনও হিংস্র জানোয়ার মেয়েটিকে খেয়ে ফেললে তাঁর প্রভুর মনের সাধ মিটবে তা জানেন-অ্যান্টিগোনাস, কিন্তু তা না হয়ে যদি মেয়েটিকে কেউ খুঁজে পায় তাহলে ঐ সোনাদানার বিনিময়ে সে হয়ত তাকে লালন পালন করার দায়িত্ব নেবে এটাই ভাবলেন তিনি। কিন্তু জাহাজে ফিরে আসার সুযোগ তিনি পেলেন না। তার আগেই এক হিংস্র ভালুক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর, তার আক্রমণে তিনি মারা গেলেন। বোহেমিয়ার সাগরকূলে পড়ে রইল তাঁর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ।



অ্যান্টিগোনাস ফিরে আসছেন না, এদিকে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। অপেক্ষা না করে মাঝিমল্লারা নোঙর তুলে জাহাজ নিয়ে রওনা হল। কিছুদূর যাবার পরে মাঝসমুদ্রে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব, সেই ঝড়ের দাপটে জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে গেল সাগরের অতলে, মাঝিমল্লাদের একজনও প্রাণে বাঁচল না। অ্যান্টিগোনাস আর রানি হার্মিওনের কচি মেয়েটির কি হল তা কেউ জানতে পারল না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যান্টিগোনাস ফিরে না আসায় আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাজা লিয়ন্টিস।

* * * * *

হিংস্র ভালুকের হাতে অ্যান্টিগোনাস মারা যাবার কিছুক্ষণ পরে এক স্থানীয় মেষপালক বোহেমিয়ার সাগরকূলের কাছে কচি ঘাসের ওপর সোয়ানো রানি হার্মিওনের মেয়েটিকে দেখতে পেল। একনজর তাকিয়ে সে বুঝতে পারল কেউ তাকে ওখানে ফেলে রেখে গেছে। মেয়েটির রং, নাক মুখের গড়ন আর তার পরনের দামি পোষাক দেখে মেষপালক বুঝতে পারল সে খুব বড়ঘরের সন্তান। ঠিক তখনই তার জামায় আঁটা কাগজখানাও তার চোখে পড়ল। কৌতূহল বশে কাগজটা জামা থেকে খুলে চোখ বোলাতে মেষপালক দেখল তাতে লেখা মেয়েটির নাম পার্ডিটা। এও লেখা আছে যে সে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। এরপরে মেয়েটির পাশে রাখা কাপড়ের পুঁটলিটাও তার নজরে পড়ল। পুঁটলির মুখ খুলে উপুড় করতেই ভেতর থেকে ঝরে পড়ল একরাশ স্বর্ণমুদ্রা আর হীরে জহরতের গয়না। মেয়েটির নাম লেখা সেই কাগজের টুকরো আর সোনাদানা সব আগের মত পুঁটলিতে পুরে সে কোমরে গুঁজে ফেলল, তারপরে বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ফিরে এল নিজের বাড়িতে। পরে সেদিনই এক যুবক তাকে বলল, ঝড়বৃষ্টি শুরু হবার আগে সাগরকূলে বুনো ভালুকের হাতে একটি লোককে মরতে নিজে চোখে দেখেছে সে, এছাড়া মাঝসমুদ্রে জাহাজডুবির ঘটনা ঘটার কথাও সে শুনেছে। যুবকের কথা শুনে বৃদ্ধ মেষপালক ধরে নিল, ভালুকের হাতে নিহত লোকটিই ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে কোনও কারণে সাগরকূলে ফেলে রেখে গেছে, কিন্তু তারপরে সে নিজে আর প্রাণে বাঁচেনি।

মেষপালক লোকটি সত্যিই দয়ালু, কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতই আদরযত্নে সে বড় করে তুলতে লাগল। পার্ডিটা নামেই মেয়েকে ডাকে সে। কিন্তু পাছে পার্ডিটাকে আর কেউ দাবি করে এই ভয়ে মেষপালক কারও কাছে বলেনি যে তাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে। সাধ্যমত লেখাপড়া আর ঘর

সংসারের কাজ শিখিয়ে মেষপালক তার কুড়োনো মেয়ে পার্ডিটাকে মানুষ করতে লাগল।

* * * * *

দেখতে দেখতে কেটে গেল পুরো ষোলটা বছর। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ক্যামিলো এই ষোল বছরে বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিসের ডানহাত হয়ে উঠেছেন, রাজ্যশাসনের কোনও ব্যাপারেই তাঁর উপদেশ ছাড়া এক পা-ও চলেন না পলিক্সেনিস।

কিন্তু শুধু সম্মান আর পদমর্যাদা পেয়েই খুশি নন ক্যামিলো, মাঝবয়স পেরিয়ে তিনি এখন প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে পৌঁছেছেন। আর তাই জন্মভূমি সিসিলিয়ায় ফিরে যাবার জন্য তাঁর মন থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। লিয়ন্টিস নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনেকদিন থেকেই তাঁকে দেশে ফিরে আসার অনুরোধ করে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু পলিক্সেনিস কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চাইছেন না। যখনই দেশে ফেরার জন্য তৈরি হন, তখনই কিভাবে টের পেয়ে তা বানচাল করে দেন পলিক্সেনিস। এই কারণে রাজার চোখে ধুলো দিয়ে সিসিলিয়ায় কিভাবে পালিয়ে যাওয়া যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন ক্যামিলো।

পলিক্সেনিসের একমাত্র ছেলে ফ্লোরিজেলও এতদিনে বড় হয়ে উঠেছে, সে এখন বোহেমিয়ার যুবরাজ। একদিন সাগরকূলের জঙ্গলে শিকার করতে গেল ফ্লোরিজেল। জঙ্গলের কাছেই একটি গ্রাম, সেই গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে এক মেষপালকের বাড়ির জানালায় অপরূপ সুন্দরী এক সদ্যযুবতীকে তার চোখে পড়ল। মেয়েটিকে দেখে তার এত ভাল লাগল যে তাকে জীবন সঙ্গিনী করবে বলে সে স্থির করল। খোঁজখবর নিয়ে ফ্লোরিজেল শুনল, মেয়েটির নাম পার্ডিটা, তার বাবা এক বয়স্ক মেষপালক।

সবার অজান্তে ফ্লোরিজেল ডোরিক্লিস ছদ্মনামে পার্ডিটার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল, সে যে রাজার ছেলে, বোহেমিয়ার যুবরাজ তা একবারও পার্ডিটাকে জানতে দিল না। ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পার্ডিটার হৃদয় মন জয় করল ফ্লোরিজেল, পার্ডিটাও তাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করল।

কিন্তু পার্ডিটাকে বিয়ে করার কাজটা যে খুব সহজে হবে না তাও ফ্লোরিজেলের অজানা নয়। এও জানে বোহেমিয়ার যুবরাজ হয়ে সে এক মেষপালকের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে একথা জানতে পারলে তার বাবা রেগেমেগে যে কোনও কাণ্ড বাধাতে পারেন। কিন্তু এসব কথা মনে এলে কি হবে ছেলের চালচলন, কথাবার্তা সবই যে আচমকা পাল্টে গেছে তা কিছুদিন ধরেই পলিক্সেনিস লক্ষ্য



করছেন। খোঁজখবর নিয়ে একসময় তিনি এর আসল কারণ ঠিকই জানতে পারলেন—ছেলে শেষকালে এক বুড়ো মেষপালকের মেয়ের প্রেমে পড়েছে খবরটা জেনে তিনি যেমন লজ্জা পেলেন তেমনই রেগে গেলেন ছেলের ওপর। অঙ্কুরেই এ প্রেমের বিনাশ কিভাবে ঘটানো যায় তা নিয়ে আলোচনার জন্য পলিক্সেনিস তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ক্যামিলোকে ডেকে পাঠালেন। ক্যামিলো এলে পলিক্সেনিস তাঁকে সব খুলে বললেন, তাঁর ছেলে যাতে মেষপালকের মেয়েকে বিয়ে করতে না পারে সেই ব্যবস্থা তাঁকে করার অনুরোধ করলেন। বিয়েতে বাধা দেবার ব্যাপারে ক্যামিলো কোনও কথা দিলেন না, শুধু তাঁর ওপর ভরসা রাখতে বললেন।

এর কিছুদিন পরে এল মেষপালকদের এক উৎসবের দিন। ঐ উৎসবের দিনে মেষপালকেরা পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাইকে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়ায়, সবাই একসঙ্গে নাচে, গায়, ফূর্তি করে। এই আনন্দের মধ্যে তারা গৃহপালিত মেষের গায়ের লোম এক বিশেষ পদ্ধতিতে কাটে। যুবরাজ ঐ উৎসবের দিন তাঁর প্রণয়িনীর বাড়িতে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যাবেন এখবর আগেই পেয়েছেন পলিক্সেনিস, ক্যামিলোকে নিয়ে তিনিও সেখানে যাবেন স্থির করলেন।

উৎসবের দিন ফুলের মালায় সাজানো বৃদ্ধ মেষপালকের ছোট বাড়িতে অতিথিরা এসে হাজির হল, সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে পলিক্সেনিসও সেখানে এলেন ক্যামিলোকে নিয়ে। পলিক্সেনিস দেখলেন তাঁর ছেলে যুবরাজ ফ্লোরিজেল বাড়ির ভেতরে একেবারে অপরূপ রূপসী এক যুবতীর সঙ্গে বসে একমনে গল্পগুজব করছে। মেয়েটির বয়স খুব কম তা একনজর দেখেই রাজা বুঝলেন। তার রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন, মনে মনে ছেলের পছন্দের তারিফ না করে পারলেন না।

"ছিঃ ছিঃ পার্ডিটা!" বলতে বলতে এগিয়ে এল গৃহস্বামি বৃদ্ধ মেষপালক, মেয়েকে চাপা ধমক দিয়ে বলল, "তোমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন প্রতিবছর তিনি নিজেই অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করতেন। আজ তিনি নেই বলে তুমি গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছো। অতিথিরা তোমার এই আচরণে কি মনে করছেন ভেবে দেখেছো?"

বাবার কথায় লজ্জা পেয়ে উঠে এল পার্ডিটা, ছদ্মবেশী পলিক্সেনিস আর ক্যামিলোকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। পার্ডিটার কথা বলার ধরন, তার ভাবভঙ্গি দেখে অবাক হলেন পলিক্সেনিস, সে সত্যিই সাধারণ গ্রাম্য মেষপালকের মেয়ে কিনা এই সন্দেহ জাগল তাঁর মনে। বারবার তাঁর মনে হল এ মেয়ে সাধারণ ঘরের নয়। এর খানিক বাদে শুরু হল উৎসবের নাচ। অতিথিদের সামনে পার্ডিটা নাচতে লাগল, ডোরিক্লিসের ছদ্মবেশে যুবরাজ ফ্লোরিজেলও তার সঙ্গে নাচে



যোগ দিল। কয়েকমুহূর্ত মুগ্ধচোখে তাদের নাচ দেখলেন পলিক্সেনিস, তারপরে গৃহস্বামিকে বললেন, "ঐ যে মেয়েটি নাচছে, ঐ বুঝি আপনার মেয়ে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" গৃহস্বামি জবাব দিল, "ও আমার একমাত্র সন্তান পার্ডিটা।"

"আর যে ছেলেটি ওর সঙ্গে নাচছে? তার নাম কি?"

"ওর নাম ডোরিক্লিস," গৃহস্বামি মেষপালক জানাল, "শুনেছি ছেলেটি খুব অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ওরা দু'জনেই দু'জনকে গভীরভাবে ভালবাসে, আর ওরা শীগগিরই বিয়ে করবে স্থির করেছে। বিয়েতে মেয়েকে আমি প্রচুর যৌতুক দেব...।" এটুকু বলেই নিজেকে সামলে নিল সে। ষোলবছর আগে শিশু পার্ডিটাকে কুড়িয়ে পাবার সময় তার পাশে যে পুঁটলিটা পড়েছিল তা বাড়ি নিয়ে এসেছিল সেই মেষপালক। তার ভেতরে স্বর্ণমুদ্রা আর হীরে জহরতের যত গয়না ছিল সে সবের কিছুই সে বিক্রি করেনি, এমনকি স্ত্রী যতদিন বেঁচেছিল তাকেও পরতে দেয়নি। মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেবে বলে সব সে যত্ন করে তুলে রেখেছে। পাছে সেদিনের কথা বেফাঁসে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই ভেবে সে চুপ করে গেল।

নাচ শেষ হতে ফ্লোরিজেলকে ডেকে পলিক্সেনিস বললেন, "আজ উৎসবের দিনে সবাই দেখছি কিছু না কিছু উপহার সঙ্গে এনেছে। দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি এই পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ, তাহলে সঙ্গে কিছু উপহার আনোনি কেন?"

"আমার পুরো হৃদয়টাই তো আমি দিয়েছি পার্ডিটাকে।" পার্ডিটার হাত দু'খানি নিজের হাতে নিয়ে ফ্লোরিজেল বলল, "তাই আলাদা করে কোনও উপহার আনার দরকার নেই।" বলে সে পার্ডিটার মুখের পানে তাকাল, তারপরে রাজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আজ এই উৎসবের আনন্দমুখর দিনে শপথ করছি এই পার্ডিটা ছাড়া আর কাউকেই আমি বিয়ে করব না।" তার কথায় সায় দিতে পার্ডিটাও তার হাতে হাত রাখল। এরপরে ফ্লোরিজেল রাজাকে বলল, "আজ ওকে বিয়ে করব বলে আমি এই যে কথা দিলাম, আপনি তার সাক্ষী থাকুন।"

"কী! এতবড় সাহস!" ছেলের দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়ে যেতে নিজেকে আর চেপে রাখতে পারলেন না পলিক্সেনিস। ছদ্মবেশ খুলে ফেলে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, "এবারে দ্যাখো আমি কে, কি আমার পরিচয়! ধিক্ তোমায় ফ্লোরিজেল, বোহেমিয়ার যুবরাজ হয়ে এরকম এক সাধারণ মেষপালকের মেয়েকে বিয়ে করার শপথ নিতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? আমিও বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস, তোমার বাবা। কি করে তোমাদের এ বিয়ে হয় আমি দেখব!" বলে মেষপালকের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি, যাবার আগে



সাতদিন সময় দিয়ে গেলাম। এই সাতদিনের মধ্যে আমার ছেলেকে বিয়ে করার কথা যদি তোমার মেয়ে ভুলতে না পারে তাহলে তুমি আর তোমার মেয়ে দু'জনকেই আমি প্রাণদণ্ড দেব, আর আমার ছেলেকে করব ত্যাজ্যপুত্র! এমন ছেলে নিয়ে আমার দরকার নেই!" বলে রেগেমেগে রাজা পলিক্সেনিস পা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন মেষপালকের বাড়ি থেকে। যাবার সময় ক্যামিলোকে সঙ্গে নেবার কথা রাগের মাথায় ভুলে গেলেন তিনি।

উৎসবের আনন্দের মাঝখানে এভাবে ছন্দপতন ঘটায় মেষপালক যত না আঘাত পেল তার চেয়ে বেশি আঘাত পেল তার পালিতা কন্যা পার্ডিটা। মেষপালক আর ক্যামিলোর সামনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সে ফ্লোরিজেলকে বলল, "তুমি রাজপুত্র, আমাদের যুবরাজ! তা আগে জানলে তোমার ভালবাসায় আগে নিশ্চয়ই দু'বার ভাবতাম। কিন্তু যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবতে বসার মানে হয় না তাই তোমায় একথা এখন বলে কোনও লাভ নেই। তোমার কাছে আমার একটিই অনুরোধ, আর কখনও আমার কাছে এসো না, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো না, দূর থেকে শুধু আমার স্মৃতিকে ভালবেসো যদি পারো। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই বাড়িতে বসে বসে ভেড়াগুলোর দেখাশোনা করব আর দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে এক শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকব।"

"দোহাই আপনার, যা হোক কিছু করুন! সংকট থেকে উদ্ধারের পথ দেখান! আপনি ছাড়া এই সংকটে আমার পাশে দাঁড়ানোর মত আর একজনও নেই!" ক্যামিলোর দু'হাত ধরে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল ফ্লোরিজেল। রাজসভার প্রধান উপদেষ্টা ক্যামিলোকে যে তার বাবাও মানেন তা সে জানে।

"অত অস্থির হবেন না যুবরাজ," ফ্লোরিজেলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ক্যামিলো, "সংকটে ধৈর্য ধরুন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শিখুন।"

"কিন্তু এবার আমি কি করব? বোহেমিয়ার যুবরাজ আমি হতে চাই না, ভবিষ্যতে বোহেমিয়ার সিংহাসনে বসার কোনও বাসনাও আমার নেই। কিন্তু পার্ডিটাকে আমি ভালবাসি, কোনও কিছুর বিনিময়েই ওকে আমি হারাতে পারব না। ওদিকে বাবা কি বলে গেলেন নিজে কানেই তো শুনলেন—আমায় ভুলতে না পারলে পার্ডিটা আর তার বাবা দু'জনকেই তিনি প্রাণদণ্ড দেবেন। আপনি নিজেই বলুন। এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা কি সত্যিই সম্ভব?"

"আবার বলছি ধৈর্য ধরুন," ক্যামিলো বললেন, "আমায় একটু ভাববার মত সময় দিন। দেখা যাক, দু'দিক রক্ষা করার মত কোনও উপায় মাথা খাটিয়ে বের করতে পারি কিনা। তবে একটা কথা মনে রাখবেন যুবরাজ, আপনার বাবাকে



দোষ দেয়া যায় না। ওঁর জায়গায় অন্য যে কেউ হলেও একই কথা বলতেন।" এইটুকু বলে ক্যামিলো যুবরাজকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এলেন মেষপালকের বাড়ি থেকে।

যুবরাজ ফ্লোরিজেলকে ধৈর্য ধরে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলে নিজে মুশকিলে পড়লেন ক্যামিলো, গ্রামের সাধারণ মেষপালকের মেয়ে হলেও পার্ডিটা যে সবদিক থেকে ফ্লোরিজেলের স্ত্রী আর বোহেমিয়ার রানি হবার উপযুক্ত সে বিষয়ে ক্যামিলো নিজে নিঃসন্দেহ। পার্ডিটার চেহারা ছাড়াও কথা বলার ভঙ্গি আর আচার-আচরণের মধ্যে যে রাজবংশ অথবা সম্রান্ত বংশের ছাপ ফুটে উঠছে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ চোখে তা ঠিকই ধরা পড়েছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এসব কথা তিনি রাজাকে বোঝাতে পারলেন না। ক্যামিলো রাজাকে অনেক বুঝিয়েও বাগে আনতে পারেননি টের পেল ফ্লোরিজেল। এবারে সে প্রেমিকা পার্ডিটাকে নিয়ে বোহেমিয়া ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে স্থির করল।

যুবরাজ ফ্লোরিজেলের নিজের একটি ছোট মজবুত জাহাজ ছিল, পার্ডিটাকে নিয়ে সেই জাহাজে চেপেই সে বোহেমিয়া ছেড়ে পালাবে স্থির করল। যুবরাজ নিজে না বললেও তিনি কি মতলব এঁটেছেন তা ক্যামিলোর জানতে বাকি রইল না। আর জানতে পেরেই যুবরাজকে সংকট থেকে উদ্ধার করার উপায় খুঁজে পেলেন তিনি। নিজের দেশ সিসিলিয়াতে ফিরে যাবার জন্য ক্যামিলোর নিজের মন যে অনেকদিন ধরেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ফ্লোরিজেলকে বললেন, "শুনুন যুবরাজ, আপনি আর পার্ডিটা যদি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন তাহলে আশা করছি আপনাদের কোনওভাবে সাহায্য আমি করতে পারব। এবার মন দিয়ে আমার কথা শুনুন—দেরি না করে পার্ডিটাকে নিয়ে এখনই সিসিলিয়ার দিকে রওনা হন। সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্টিস আপনার বাবার ছোটবেলার বন্ধু, আমি নিজে দীর্ঘদিন তাঁর রাজসভায় অমাত্যের কাজ করেছি। লিয়ন্টিস আমায় তাঁর কাছে ফিরে যাবার অনুরোধ করে বারবার চিঠি পাঠাচ্ছেন, দেশে ফেরার জন্য আমি নিজেও অস্থির হয়ে উঠেছি। কিন্তু আপনার বাবা কিছুতেই আমায় যেতে দিচ্ছেন না। সিসিলিয়াতে পৌঁছে আপনি রাজা লিয়ন্টিসের সঙ্গে দেখা করুন, আপনার সমস্যার কথা সব তাঁকে খুলে বলুন। আপনাদের পেয়ে তিনি শুধুই খুশি হবেন তাই নয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার ইচ্ছাকে মেনে নিতে তিনি আপনার বাবাকে রাজিও করাতে পারবেন।" ক্যামিলোর কথা শুনে যুবরাজ ফ্লোরিজেল পার্ডিটাকে নিয়ে তাঁর জাহাজে চাপল। পার্ডিটা তার প্রণয়ীকে নিয়ে সিসিলিয়ায় যাচ্ছে শুনে তার পালকপিতা সেই মেষপালকও তাদের সঙ্গে জাহাজে চাপল, ছোট্ট পার্ডিটার পাশে স্বর্ণমুদ্রা আর হীরে জহরতের



গয়না ভর্তি যে পুঁটলি পড়ে ছিল তাও সে সঙ্গে নিল আর নিল। তার নাম লেখা কাগজের টুকরোটা যা মারা যাবার আগে তার জামায় আটকে দিয়েছিলেন লিয়ন্টিসের অন্য অমাত্য অ্যান্টিগোনাস। দেশে ফিরে যাবেন বলে রাজাকে না জানিয়ে ক্যামিলো নিজেও চেপে বসলেন সেই জাহাজে।

* * * * *

সিসিলিয়ায় পৌঁছোবার আগে জাহাজে ক্যামিলোকে সেই মেষপালক গোপনে জানাল যে পার্ডিটা তার নিজের মেয়ে নয়, ষোল বছর আগে বোহেমিয়ার সাগরকূলে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল সে। এরপরে স্বর্ণমুদ্রা আর হীরে জহরতের গয়না ভর্তি সেই পুঁটলিটাও ক্যামিলোকে দেখাল সেই মেষপালক, দেখাল পার্ডিটার নাম লেখা কাগজের টুকরোটাও যা কুড়িয়ে পাওয়ার সময় তার জামায় আটকানো ছিল। মেষপালকের কথা শুনে আর পুঁটলি ভর্তি ধনরত্ন দেখে পার্ডিটা যে সত্যিই কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে এবিষয়ে নিশ্চিত হলেন ক্যামিলো। একই সঙ্গে এক প্রবল সন্দেহ দেখা দিল তাঁর মনে। পুঁটলিতে রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলো যে সিসিলিয়ার সেগুলো হাতে নিয়েই সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন ক্যামিলো। এবারে আরেক সন্দেহ উঁকি দিল তাঁর মনে। সিসিলিয়ার রানি হার্মিওনের কথা আচমকাই ভেসে উঠল তাঁর মনের পর্দায়। যুবরাজের প্রণয়িনী মেষপালকের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে পার্ডিটার মুখের সঙ্গে রানি হার্মিওনের মুখের অনেক মিল আছে তা এতদিন পরে তাঁর চোখে পড়ল। মেষপালকের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে পার্ডিটার মা কি আসলে রানি হার্মিওন— এই প্রশ্ন জাগল ক্যামিলোর মনে। কিন্তু মেষপালককে সে প্রশ্ন করে লাভ নেই তাই তখনকার মত চুপ করে গেলেন ক্যামিলো।

পুরো দু'দিন দু'রাত সমুদ্রে কাটিয়ে তৃতীয় দিন সকালে সিসিলিয়ার বন্দরে নোঙর ফেলল যুবরাজ ফ্লোরিজেলের জাহাজ, একজন দূতকে পাঠাল রাজা লিয়ন্টিসের কাছে। বন্ধু পলিক্সেনিসের ছেলে বোহেমিয়ার যুবরাজ বউ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুনে আনন্দে অধীর হলেন রাজা লিয়ন্টিস। মন্ত্রী আর অমাত্যদের পাঠিয়ে তিনি তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন রাজসভায়। কূটনৈতিক রীতিনীতি অনুযায়ী আগে থেকে খবর পাঠাতে হয়, অথচ তা না করে এভাবে এসে হাজির হতে অস্বস্তি আর সংকোচ বোধ করল যুবরাজ ফ্লোরিজেল, আর কিছু না পেয়ে সে এবার এক গল্প বানিয়ে ফেলল।

লিয়ন্টিসকে অভিবাদন জানিয়ে ফ্লোরিজেল বলল, "আমার বিয়ে হয়েছে লিবিয়ায়, সেখান থেকে ফেরার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বাবাই



বলেছিলেন। আমার সঙ্গে আরও যে সব জাহাজ ছিল সেগুলো আমারই নির্দেশে বোহেমিয়ায় ফিরে গেছে, আমরা নিরাপদে লিবিয়া থেকে ফিরেছি এই খবর বাবাকে জানাতেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শুধু আপনার আশীর্বাদ নেবার জন্য বউ নিয়ে সিসিলিয়ায় এসেছি।"

"তা বেশ করেছো", বললেন রাজা লিয়ন্টিস। "তোমরা আমার নিজের ছেলেমেয়ের মত, তাই তোমরা আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি।"

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই একজন দূত ভেতরে এসে বলল, বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন মহারাজ!

পলিক্সেনিস সত্যি এসেছে? এতদিন পরে আমার কথা মনে পড়ল তা হলে? আপন মনে কথাগুলো বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লিয়ন্টিস। সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় এসে ঢুকলেন পলিক্সেনিস। ফ্লোরিজেল, পার্ডিটা, বৃদ্ধ মেষপালক আর ক্যামিলো, এদের সবাইকে একসঙ্গে দেখে রাগে উত্তেজনায় তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে উঠল।

"এসো বন্ধু।" তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন লিয়ন্টিস। আমার পাশে এসে বোস।

"বসব তো বটেই।" পলিক্সেনিস বললেন, "তবে তার আগে এদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা একবার সেরে নিই।"

"তার মানে?" বন্ধুর রাগরাগ মুখ আর উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে অবাক হলেন লিয়ন্টিস, কিসের বোঝাপড়া? কি ওদের অপরাধ?"

"আমার এই গুণধর পুত্রটি খানিক আগে বানিয়ে বানিয়ে যে গল্প তোমায় বলছিল বাইরে দাঁড়িয়ে তার পুরোটাই আমি শুনেছি"। যুবরাজকে ইশারায় দেখিয়ে পলিক্সেনিস বললেন, "লিবিয়ায় বিয়ে হয়েছে বলে এতক্ষণ ও তোমায় যা বলেছে তার পুরোটাই মিথ্যে বানানো। ওর এখনও বিয়েই হয়নি। হবেই বা কি করে ও যে সুন্দরী মেয়েটির পেছন পেছন দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আসলে গ্রামের এক বুড়ো মেষপালকের মেয়ে"। বলতে বলতে পার্ডিটা আর তার পালক পিতাকে তাঁর চোখে পড়ল। "এই তো ওরা বাপ-বেটি দু'জনেই এখানে আছে দেখছি!" বলে উঠলেন তিনি।

"মাফ করবেন মহারাজ," বলে এবার এগিয়ে এলেন ক্যামিলো, পার্ডিটাকে ইশারায় দেখিয়ে দুই রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পার্ডিটা যে ওই মেষপালকের মেয়ে নয় তা আমি জেনেছি।"

"এই মেষপালকের মেয়ে নয়?" ক্যামিলোর কথা শুনে অবাক হলেন পলিক্সেনিস। "তাহলে পার্ডিটা কে, কি ওর পরিচয়?"

"সে কথা আপনি এর মুখ থেকেই শুনুন। বৃদ্ধ মেষপালককে ইশারায় দেখালেন ক্যামিলো। তাঁর সাহস পেয়ে এগিয়ে এল সেই বৃদ্ধ মেষপালক, ষোল বছর আগে বোহেমিয়ার সাগরকূলে কিভাবে কুড়িয়ে পেয়েছিল পার্ডিটাকে সেকথা খুলে বলল।

"তোমার কথা যে সত্যি, বানানো গল্প নয়, তার কোনও প্রমাণ দিতে পার?" গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন রাজা পলিক্সেনিস।

"আজ্ঞে প্রমাণ আছে হুজুর, এই দেখুন বলে স্বর্ণমুদ্রা আর হিরে জহরতের গয়না ভর্তি সেই পুঁটলি পলিক্সেনিস আর লিয়ন্টিস দু'জনকে দেখাল, "এটা আমার ছোট্ট পার্ডিটার পাশে পড়েছিল। ও বড় হলে এসব ওর বিয়েতে যৌতুক দেব ভেবে এটা আমি তুলে নিয়েছিলাম। এতদিন যত্ন করে লুকিয়ে রেখেও দিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী কিছুদিন হল মারা গেছেন। তাঁকেও এই পুঁটলির কথা বলিনি।"

"কি আশ্চর্য! পুঁটলির ভেতরের স্বর্ণমুদ্রাগুলো হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে লিয়ন্টিস বললেন, "এগুলো দেখছি সিসিলিয়ার স্বর্ণমুদ্রা, এগুলো তোমার কাছে গেল কি করে?"

"আমার কাছে আরও একটা প্রমাণ আছে হুজুর" বলে বৃদ্ধ মেষপালক পার্ডিটার পরিয়ে লেখা সেই কাগজের টুকরোটা লিয়ন্টিসের হাতে দিয়ে বলল, "ষোলবছর আগে যখন পার্ডিটাকে কুড়িয়ে পাই তখন এটা ওর জামায় আটকানো ছিল।"

"এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!" লিয়ন্টিস সেই কাগজটা খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "এ লেখা তো আমার চেনা, এ যে আমার হারিয়ে যাওয়া অমাত্য অ্যান্টিগোনাসের হাতের লেখা। বলতে বলতে পার্ডিটার দিকে এগিয়ে এলেন লিয়ন্টিস। তার মুখখানা ভাল করে দেখতে দেখতে পলিক্সেনিসকে বললেন, "হ্যাঁ, অবিকল তার মুখ, নাক, চোখ, কপাল, সব তারই মত।"

"কার কথা বলছ?" জানতে চাইলেন পলিক্সেনিস।

"সে কি, এখনও তোমার চোখে পড়েনি?" বললেন লিয়ন্টিস। "পার্ডিটার মুখখানা যে অবিকল আমার স্ত্রী হার্মিওনের মত তা কি এখনও দেখতে পাওনি তুমি! বন্ধু পলিক্সেনিস, আমি নিশ্চিত এই পার্ডিটা হার্মিওনের সেই মেয়ে, আজ থেকে ষোল বছর আগে আমার আদেশে অ্যান্টিগোনাস যাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি।" বলে রাজা লিয়ন্টিস ষোল বছর আগের সেসব ঘটনা খুলে বললেন পলিক্সেনিসকে।

"পার্ডিটা, তুমি আমার সেই হারানো মেয়ে।" বলতে বলতে রাজা লিয়ন্টিসের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। "আমার পাশটিতে একবার এসে বোস, তুমি ছাড়া আমার আর কোনও বংশধর নেই, সোনা।"



"যাও মা," বৃদ্ধ মেষপালক তার কুড়োনো মেয়ে পার্ডিটাকে বলল, "রাজার পাশে গিয়ে বোস, উনিই তোমার বাবা, তুমি ওঁর মেয়ে!"

"ডেলদির সূর্যমন্দিরের দৈববাণীতে লেখা ছিল রানি হার্মিওনের হারানো মেয়েকে খুঁজে পাওয়া না গেলে আমার আর কোনও বংশধর থাকবে না।" নিজের মনেই আক্ষেপের সুরে বললেন লিয়ন্টিস, "সেই দৈববাণী সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, আমার হারিয়ে যাওয়া বংশধরকে ষোল বছর পরে আমি ফিরে পেয়েছি। হায়, আজ যদি হার্মিওন বেঁচে থাকত, তাকেও যদি একইভাবে ফিরে পেতাম।"

"পার্ডিটাকে তুমি যখন তোমার নিজের মেয়ে বলে মেনে নিচ্ছ," পলিক্সেনিস বললেন, "আর তার যথেষ্ট প্রমাণও যখন আছে তখন তার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে আমার আর আপত্তি নেই।"

"ঈর্ষার জ্বালায় একদিন তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম," পলিক্সেনিসের দু'হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন লিয়ন্টিস, "তার ফলে তোমার বন্ধুত্ব যেমন হারিয়েছি তেমনই আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও একে একে হারাতে হয়েছে। আমার পার্ডিটা আর তোমার ফ্লোরিজেলের একনিষ্ঠ প্রেম-ভালবাসা আমাদের ভেঙে যাওয়া বন্ধুত্বকে আবার নতুন করে গড়ে তুলেছে। বন্ধু পলিক্সেনিস, আমায় সেদিনের ব্যবহারের জন্য তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, অতীতে যে ভুল আমি করেছি আজ এই আনন্দের দিনে তা দয়া করে ভুলে যাও।"

"অনেক আগেই আমি সেকথা ভুলে গিয়েছি," লিয়ন্টিসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন পলিক্সেনিস, ইশারায় ক্যামিলোকে দেখিয়ে বললেন, "তবে এঁকে যেন ভুলো না। তোমার আমার বন্ধুত্ব নতুন করে গড়ে তোলার পেছনে এঁর বুদ্ধিও যথেষ্ট কাজ করেছে।"

"ক্যামিলো একসময় ছিলেন আমার রাজসভায় সেরা রত্ন," লিয়ন্টিস বললেন, "আজ যখন ফিরে পেয়েছি তখন আর ওঁকে তোমার কাছে ফিরে যেতে দিচ্ছি না।"

"সে ত বটেই," সায় দিলেন পলিক্সেনিস, তারপরে তিনিও আক্ষেপের সুরে বললেন, "হায়, আজ এই আনন্দের দিনে যদি হার্মিওন আমাদের মধ্যে থাকতেন!"

"লিয়ন্টিস আর পলিক্সেনিস, আপনারা দু'জনে আমার অভিবাদন নিন," বলতে বলতে পরদিন সকালে রাজসভায় এসে ঢুকলেন রানি হার্মিওনের বান্ধবী পলিনা। ষোল বছর পরে হার্মিওনের হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেছে, বোহেমিয়ার যুবরাজ তাকে বিয়ে করতে চলেছে শুনে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ল তাঁর দু'গাল বেয়ে। খানিক বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে পলিনা লিয়ন্টিসকে



বললেন, "আপনার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি মহারাজ। একজন ভাস্করকে দিয়ে আমার বাড়িতে আপনার স্ত্রী হার্মিওনের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরি করিয়েছি। সেই মূর্তিটি দেখবার জন্য আমার বাড়িতে একবার যেতে আপনাকে অনুরোধ করছি।"

পলিনা নিজের বাড়িতে তার পুরোনো বান্ধবী হার্মিওনের মূর্তি তৈরি করিয়েছেন শুনে তা দেখার জন্য অধীর হলেন রাজা লিয়ন্টিস, পলিনার অনুরোধ রাখতে তখনই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে এসে হাজির হলেন, যাবার সময় পার্ডিটাকেও সঙ্গে নিলেন।

যে ঘরে মূর্তিটি বসানো হয়েছে রাজা লিয়ন্টিস আর পার্ডিটাকে সেখানে নিয়ে এলেন পলিনা, তারপরে মূর্তির সামনে টাঙ্গানো পর্দাটি সরিয়ে নিলেন। মৃতা স্ত্রীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন লিয়ন্টিস। মূর্তিটি যে এত নিঁখুতভাবে গড়া হয়েছে পলিনার মুখ থেকে শুনে তা তিনি ভাবতে পারেননি। হাতে গড়া মূর্তি নয়, এ যেন স্বয়ং হার্মিওন এতদিন পরে ফিরে এসেছেন তাঁকে দেখা দিতে জীবনের ওপার থেকে। মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না লিয়ন্টিস। তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। বারবার তাঁর মনে হতে লাগল, এ মূর্তি জীবন্ত, মূর্তির বুক জীবন্ত মানুষের মত ওঠানামা করছে বলেও তাঁর মনে হল। রাজার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে দেখে পলিনা আবার মূর্তির সামনে পর্দা টেনে দিলেন।

"মাফ করবেন মহারাজ," পলিনা বললেন, "আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন দেখেই এটা করতে হল। নয়ত খানিক বাদে আপনার মনে হত ঐ মূর্তি জীবন্ত মানুষের মতই নড়াচড়া করছে।"

"হায় দুর্ভাগ্য!" আক্ষেপের সুরে বললেন লিয়ন্টিস, "যদি তোমার কথামত সত্যিই এই মূর্তি প্রাণ পেত, যদি সত্যিই নড়াচড়া করত!"

"এ আর এমন কি কঠিন কাজ," হাসলেন পলিনা, "আমি যখনই চাই তখনই এই মূর্তি প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। চাইলে আপনাকেও এর নড়াচড়া দেখাতে পারি। তখন আমার ইচ্ছে হলে এই মূর্তি এগিয়ে এসে আপনার হাতও ধরবে। আমি কোন ডাকিনীর অপবিদ্যা বা তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে আমি এসব করছি আপনি হয়ত এটাই ভাববেন।"

"সে আমি যাই ভাবি না কেন তুমি একটিবার হার্মিওনের ঐ মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করো," অধীর আগ্রহে বলে উঠলেন রাজা লিয়ন্টিস, "একটিবার, শুধু একটিবার তাকে দেখতে পেলেই আমি শান্তি পাব। আমার অনুরোধ, একটিবার তাকে জীবন্ত করে তোল। তার মুখে কথা ফোটাও তাহলে ষোল বছর আগের



সেই শান্তিঘেরা দিনগুলোতে আমি ফিরে যেতে পারব। তার গলা শুনলেও আমি শান্তি পাব।"

"তাহলে তাই হোক্," বলে পলিনা ইশারা করতেই পর্দার ভেতরে বেজে উঠল অপূর্ব সুন্দর গানের সুর। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা আবার একপাশে সরে গেল আর রানি হার্মিওনের সেই মূর্তি প্রাণ পেল। রাজা লিয়ন্টিস আর তাঁর মেয়ে পার্ডিটার অবাক চোখের সামনে সেই মূর্তি স্বাভাবিক মানুষের মত ধীরে ধীরে পা ফেলে সামনে এগিয়ে এল, লিয়ন্টিসের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে পরম আনন্দে জড়িয়ে ধরল তাঁর গলা। গলায় মূর্তির হাতের ছোঁয়া অনুভব করে চমকে উঠলেন লিয়ন্টিস—মাটি নয়, এ যে জীবন্ত মানুষের হাতের ছোঁয়া, তেমনই তপ্ত, প্রাণময়! এ তো মূর্তি নয়। তাহলে কি? তাহলে কি? ভাবার মত মানসিক অবস্থা তখন লিয়ন্টিসের নেই, তিনি জ্ঞান হারিয়ে রানি হার্মিওনের গায়ে এলিয়ে পড়লেন।

রানি হার্মিওন মারা যাননি। ষোল বছর আগে রাজসভায় এসে লিয়ন্টিস যখন তাঁর বিচার করছিলেন সেইসময় ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি জ্ঞান হারান। পলিনা তখন বিশ্বস্ত সহচরীদের সাহায্যে রানিকে প্রথমে নিয়ে যান প্রাসাদের অন্দরমহলে, তারপরে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে রাজাকে তাঁর মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ দেন। রানির ওপর রাজা এতই রেগেছিলেন যে তাঁর মৃতদেহ তিনি দেখতে চাননি। এমনকি রীতি মেনে তা সৎকারের ব্যবস্থা পর্যন্ত তিনি করেননি। সেই থেকে বান্ধবী পলিনার বাড়িতেই গোপনে দিন কাটাচ্ছিলেন হার্মিওন। হারানো মেয়েকে যদি ফিরে পান তবেই আত্মপ্রকাশ করবেন এই সংকল্প নিয়েই এতদিন বেঁচেছিলেন হার্মিওন। তাঁর হারানো মেয়েকে এতদিন পরে ফিরে পাওয়া গেছে জেনেই পলিনা তাঁর সঙ্গে রাজার মিলন ঘটাতে এই নাটকের অবতারণা করলেন।

লিয়ন্টিসের জ্ঞান ফিরে এলে পলিনা সব কথা বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। পলিনার অসাধারণ বুদ্ধির প্রশংসা করে রাজা তাঁকে ক্ষমা করলেন। হারানো মেয়েকে এতদিন পরে ফিরে পেয়ে খুশি হলেন হার্মিওন। এরপরে লিয়ন্টিস তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন প্রাসাদে, সেখানে বহুদিন পরে পলিক্সেনিস আর তাঁর ছেলে ফ্লোরিজেল-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি খুশি হলেন। ফ্লোরিজেল পার্ডিটাকে ভালবাসে। দেশে ফেরার পরে শীগগিরই পার্ডিটার সঙ্গে তার বিয়ে হবে শুনে আনন্দে হার্মিওন কি করবেন ভেবে পেলেন না। এত দুঃখের পরে ঈশ্বর যে শেষপর্যন্ত তাঁকে এত শান্তি দেবেন তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

ক্যামিলো লিয়ন্টিসের রাজসভায় প্রধান অমাত্যের পুরোনো মর্যাদায় নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হলেন, পার্ডিটা আর ফ্লোরিজেলের বিয়ের ফলে লিয়ন্টিস আর পলিক্সেনিসও আবার নতুন করে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হলেন।



রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট

ইটালির এক প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সুন্দর শহর ভেরোনা। এই শহরে আছে দুটি অভিজাত বংশ, ধনসম্পদ আর সম্মানে যাদের প্রভাব দেশের রাজার সমান। এ দুটি বংশ হল ক্যাপুলেট ও মন্টেগু।

কিন্তু অভিজাত হলেও এ দু'টি বংশের মধ্যে বহু বছর ধরে বজায় আছে প্রচণ্ড শত্রুতা। কে বা কারা, কবে, কত বছর আগে, কি কারণে শত্রুতার বীজ এই দুটি বংশের মধ্যে বপন করেছিল বর্তমানে তা কারও জানা নেই। তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়ও কারও নেই। মন্টেগু আর ক্যাপুলেটদের মধ্যে সম্পর্ক সাপে-নেউলের মত। যতদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকবে ততদিন এ রেষারেষি বজায় থাকবে—দু'টি পরিবারের সদস্যরাই তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। লক্ষ্য করার বিষয়, দুই পরিবারের কর্তারা যে শত্রুতা এতদিন নিজেদের মধ্যে জিইয়ে রেখেছে, বর্তমানে তার প্রভাব তাঁদের বাড়ির চাকর বাকরদের মধ্যেও পড়ছে— পথে ঘাটে, হাটেবাজারে একে অপরের মুখোমুখি হলেই তারা কোনও না কোনও ছুতোয় ঝগড়া আর মারামারি বাঁধায়, দু'পক্ষের প্রচণ্ড রক্তপাতের মধ্যে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। হ্যাঁ, পথেঘাটে দেখা হলেই তারা তলোয়ার খুলে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক্যাপুলেট পরিবারের দুই চাকর স্যাম্ফসন আর গ্রেগরি কোনও ছুতোয় মন্টেগুদের বাড়ির চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধানোর মতলবে সাতসকালে এসে হাজির হয়েছে শহরের এক ব্যস্ত জনবহুল এলাকায়।

"দ্যাখ গ্রেগরি", স্যাম্ফসন বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, "রোজ রোজ আমি এভাবে কয়লার বোঝা বইতে পারব না সাফ বলে দিচ্ছি।"

"সে ত বটেই", সায় দিল গ্রেগরি, "নয়ত সবাই আমাদের কয়লা খনির কুলিকামিন বলবে।"



"অ্যাই গ্রেগরি?" গলা অল্প চড়াল স্যাম্ফসন, "আমি ভীষণ রেগে আছি তা ভুলে যাস না যেন? তুই ত জানিস, রেগে গেলেই আমি খাপ থেকে তলোয়ার বের করি!"

"তোর আবার রাগ আছে নাকি যে তলোয়ার বের করবি?"

গ্রেগরি ইচ্ছে করেই স্যাম্ফসনকে তাতাতে লাগল।

"অ্যাই ভাল হচ্ছে না কিন্তু"।

স্যাম্ফসন খেঁকিয়ে বলল, "জানিস, মন্টেগুদের বাড়ির একটা কুকুর আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে?"

গ্রেগরি কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল আব্রাহাম আর বালথাজার নামে মন্টেগুদের বাড়ির দু'জন বয়স্ক চাকর দূর থেকে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

"ঐ ত মন্টেগুদের বাড়ির দুটো ধেড়ে চাকর এদিকেই আসছে," গ্রেগরি বলল, "তোর তলোয়ার বের কর, স্যাম্ফসন।"

"উহুঁ", কি ভেবে স্যাম্ফসন বলল, "ঝগড়াটা আগে ওদেরই শুরু করতে দে, তাহলে আইন আমাদের পক্ষে থাকবে।"

"তাহলে চল্ আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই," গ্রেগরি বলল, "যেতে যেতে আমি ওদের দিকে বারবার ভুরু কুঁচকে এক চোখ বুঁজে ভ্যাঙাব।"

"ধ্যাত্, ওতে কাজ হবে না!" বলল স্যাম্ফসন, "তার চেয়ে বরং আমি ওদের দিকে বুড়ো আঙুল তুলে নাচাব, তাতে ওরা ঠিক রেগে যাবে!"

"ওহে ছোকরা," স্যাম্ফসন তাদের দিকে বুড়ো আঙুল তুলে নাচাচ্ছে দেখে মন্টেগুদের বয়স্ক চাকর আব্রাহাম এগিয়ে এসে বলল, "তুমি আমাদের বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছো?"

"হ্যাঁ, দেখাচ্ছি," গলা চড়িয়ে জবাব দিল স্যাম্ফসন, কিন্তু ঠিক তখনই পাশে দাঁড়িয়ে তার পেছনে জোরে চিমটি কাটল গ্রেগরি। চিমটি খেয়েই সুর পাল্টে স্যাম্ফসন বলল, "না, মানে ঠিক তোমাদের দেখাব বলে নয়, আমি এমনিই আমার বুড়ো আঙুলটা এভাবে তোমাদের দিকে তুলে নাচাচ্ছি।"

"তোমরা কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে চাও?" জানতে চাইল গ্রেগরি।

"ঝগড়াঝাঁটি করতে চাই কিনা জানতে চাইছো?" অবাক হল আব্রাহাম, "তার মানে? বলা নেই, কওয়া নেই, খামোখা তোমাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করতে যাব কোন দুঃখে?"

"কিন্তু ধরো যদি ভুল করে করেই বসো," গোঁয়ারের মত বলল স্যাম্ফসন,



"তাহলে আমরাও কিন্তু ছাড়ব না তা আগেই বলে রাখছি, হ্যাঁ! কেমন করে ঝগড়া বাঁধাতে হয় তা তোমার মত আমরাও জানি।"

"সে কি হে ছোকরা," হালকা গলায় বলল আব্রাহাম, "আমার মত বলছ কেন, আমার চেয়েও ঢের বেশি ভাল জানো না বুঝি?"

"বলে দে তোমার চেয়ে ভালই জানি," স্যাম্ফসনের কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল গ্রেগরি।

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস," গর্দভ স্যাম্ফসন গলা চড়াল, আগের মত বুড়ো আঙ্গুল নাচাতে নাচাতে বলল, "কি করে ঝগড়া বাঁধাতে হয় তা তোমার চেয়ে ভালই জানি!"

"এই সেরেছে!" সামনের দিকে চোখ পড়তে চাপা গলায় নিজের মনে বলে উঠল গ্রেগরি, "মন্টেগু কর্তার ভাইপো সেনর বেনভোলিও এদিকেই আসছেন দেখছি।"

"তুমি মিছেকথা বলছ হে ছোকরা," এতক্ষণে গলা চড়াল আব্রাহাম, "আমার চেয়ে ভাল ঝগড়া বাঁধাতে তুমি মোটেও জানো না, সে খ্যামতাই তোমার নেই!"

"কি, আমি মিছে কথা বলছি!" রাগে ফুঁসে উঠল স্যাম্ফসন, "আমায় মিথ্যেবাদী বলা! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!" বলেই কোমরে আঁটা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে সে চড়াও হল আব্রাহামের ওপর। স্যাম্ফসনের আক্রমণ রুখতে আব্রাহামও বাধ্য হয়ে তলোয়ার বের করল। দেখাদেখি গ্রেগরিও তলোয়ার হাতে চড়াও হল আব্রাহামের সঙ্গি বালথাজারের ওপর।

"নাঃ! এ গাড়োলগুলো দেখছি সাতসকালেই খুনোখুনি না ঘটিয়ে ছাড়বে না!" বলতে বলতে ছুটে এলেন মন্টেগু কর্তার ভাইপো সেনর বেনভোলিও, নিজের তলোয়ার খুলে তিনি দু'পক্ষের তলোয়ারে আঘাত হেনে থামতে বললেন।

"থামো গর্দভের দল!" চেঁচিয়ে বললেন সেনর বেনভোলিও, "তোমরা জানো না তোমরা কি করছ! জলদি হাতিয়ার ফেলে তফাতে যাও সবাই!" ঠিক তখনই সেখানে এসে হাজির হল ক্যাপুলেট গিন্নির ভাইপো টিবল্ট। বেনভোলিওকে দেখেই সে বলে উঠল, "ব্যাপার কি হে, বেনভোলিও, তুমি আবার এইসব ছোটলোক চাকর-বাকরদের বাজে ঝুটঝামেলায় নাক গলিয়েছো কেন? তা বেশ মরার সাধ যখন হয়েছে, তখন বের করো তোমার তলোয়ার, সব সাধ চিরদিনের মত মিটিয়ে দিচ্ছি!" বলে টিবল্ট খাপ থেকে তলোয়ার খুলে সেনর বেনভোলিওর দিকে তেড়ে এল।

"ভুল করছ টিবল্ট," জবাব দিল বেনভোলিও, "আমি শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছি।" বলেই টিবল্টকে রুখতে সে নিজের তলোয়ার বের করল।



"হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে শান্তির কথা বলছ?" হাসল টিবল্ট, "তুমি আর তোমার মন্টেগু পরিবারে যত লোক আছে তাদের সবাইকে আমি ঘেন্না করি! আমার কাছে তোমরা শেয়াল-কুকুরেরও অধম! নাও, মৃত্যুর জন্য তৈরি হও!" বলে টিবল্ট তলোয়ার হাতে চড়াও হল বেনভোলিওর ওপর। শুরু হল তলোয়ারের ঝনঝনানি, ক্যাপুলেট আর মন্টেগু পরিবারের দুই সদস্য আর তাদের দু'জোড়া চাকর রাজপথে খোলা তলোয়ার হাতে লড়াইয়ে মেতে উঠল। মন্টেগু আর ক্যাপুলেটরা ফের নিজের মধ্যে লড়াই শুরু করেছে খবর নিমেষে রটে গেল চারদিকে। সে খবর পেয়ে জনৈক শান্তিরক্ষক পদস্থ কর্মচারি তখনই ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে, কয়েকজন স্থানীয় নাগরিকও দাঙ্গাবাজদের রুখতে ছুটে এলেন হাতিয়ার হাতে।

"ওদের ধরে ধরে মারো!" স্থানীয় নাগরিকদের লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠলেন আইনরক্ষক, "মেরে সব কটাকে একদম শেষ করে দাও! ব্যাটাদের ধরে এমন শিক্ষা দাও যাতে মারামারি করার সাধ বরাবরের মত মিটে যায়!"

"নিপাত যাক!" নাগরিকেরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "মন্টেগু আর ক্যাপুলেট, দু'দলই নিপাত যাক!" দেখতে দেখতে দাঙ্গাবাজ দু'পক্ষকে ঘিরে জমে উঠল জনতার ভিড়, শুরু হল চেঁচামেচি, হৈ হট্টগোল। ঝামেলার খবর কানে যেতে বুড়ো ক্যাপুলেট তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে হাজির হলেন, গোলমাল দেখে বলে উঠলেন, "শয়তানগুলো আবার বুঝি ঝামেলা শুরু করেছে?" স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলি শুনছ? কাউকে পাঠিয়ে বাড়ি থেকে আমার তলোয়ারগুলো একবার এনে দিতে বলো, তারপরে আমি ওদের মজা দেখাচ্ছি!"

"তুমি বুড়ো মানুষ তলোয়ার দিয়ে কি করবে শুনি?" স্ত্রী বললেন, "বলো কাউকে দিয়ে তোমার ঠেঙ্গোটা পাঠিয়ে দিই যার ওপর ভর দিয়ে তুমি হাঁটাচলা করো!"

"না, না, ঠেঙ্গো নয়! তলোয়ার চাই," বললেন ক্যাপুলেটদের বুড়োকর্তা, "ঐ দ্যাখো, বুড়ো মন্টেগুও ওর গিন্নিকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ওর হাতে তলোয়ার আছে দেখতে পাচ্ছো না?"

"অ্যাই শয়তান বুড়ো ক্যাপুলেট!" ক্যাপুলেটদের বুড়োকর্তাকে দেখে হেঁকে উঠলেন মন্টেগুদের বুড়োকর্তা, "প্রাণে বাঁচতে চাস্ ত যেখানে আছিস সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক্, আমাকে বাধা দিস না!"

"হ্যাঁ, হুঁশিয়ার!" স্বামির সুরে গলা মিলিয়ে বললেন মন্টেগু গিন্নি, "ভাল চাও ত আর একটি পা-ও এগিয়ো না!" এবার দু'পক্ষের বুড়ো বুড়িদের মধ্যে শুরু হল ঝগড়া।



ভেরোনার রাজা এসকেলাস তাঁর সভাসদদের নিয়ে ঐ পথেই যাচ্ছিলেন। গোলমাল দেখে তিনি ঘোড়া থামালেন, 'দাঙ্গাবাজদের লক্ষ করে বললেন, "আবার! আবার তোমরা রাজপথে ঝামেলা পাকিয়ে শান্তিভঙ্গ করছ! ভালো চাও ত সবাই তলোয়ার ফেলে দাও!" রাজার হুকুমে স্যাম্ফসন, গ্রেগরি, আব্রাহাম, বালথাজার, টিবল্ট, বেনভোলিও আর দুই পরিবারের দুই বুড়ো—সবাই হাত থেকে তলোয়ার ফেলে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

ক্যাপুলেট আর মন্টেগু দুই পরিবারের দুই বুড়োর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রাজা বললেন, "কোথায় আপনারা এদের সংযত হতে বললেন, তা নয়, উল্টে আপনারাও এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তিভঙ্গ করছেন! আজ নিয়ে ভেরোনা শহরে পরপর তিনবার আপনারা একই ঘটনা ঘটালেন। আমি বলে দিচ্ছি ভবিষ্যতে আবার এমন ঘটনা ঘটলে আমি কিন্তু আপনাদের প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হব, কথাটা মনে রাখবেন। যাও, ভিড় হটিয়ে সবাই যে যার কাজে যাও! ক্যাপুলেট, আপনি এখনই আমার সঙ্গে চলুন। আর মন্টেগু, আজ দুপুরে আপনি সাধারণ বিচারসভায় আসবেন। আপনাকে যা বলার তখনই বলব।" বলে রাজা তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। মন্টেগু, তাঁর স্ত্রী আর সেনর বেনভোলিও ছাড়া সবাই সেখান থেকে চলে গেল।

"ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলো ত," আশেপাশে কেউ নেই দেখে মন্টেগু পরিবারের বুড়োকর্তা তাঁর ভাইপোর দিকে তাকালেন, "এতদিন বাদে পুরোনো ঝামেলা আবার নতুন করে কে বাধাল? তুমি সে সময় ছিলে?"

"আমি এই পথেই যাচ্ছিলাম," সেনর বেনভোলিও তাঁর কাকার প্রশ্নের জবাবে বললেন, "হঠাৎ দেখি দু'বাড়ির কয়েকজন চাকর তলোয়ার বের করে মারামারি করছে। আমি ওদের ছাড়িয়ে দিতে যাচ্ছি এমন সময় টিবল্ট কোথা থেকে খবর পেয়ে ছুটে এল, তলোয়ার নিয়ে ও তেড়ে এল আমার দিকে। টিবল্টের হাত থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে তখন আমাকেও তলোয়ার বের করতে হল। তারপরে বেঁধে গেল দারুণ মারামারি। কপাল ভাল রাজা এপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, উনি ধমকে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। রাজা সময়মত এসে না পড়লে আজ দু'পক্ষেরই কয়েকটা লাস রাস্তায় পড়ত।"

"তবু ভাল যে আমার রোমিও এর মধ্যে ছিল না," বললেন মন্টেগু গিন্নি, "ও কোথায় আছে জানো?"

"আমার নিজের মনটা ভারি হয়েছিল," বেনেভোলিও জবাব দিল, "তাই খুব সকালে সূর্য ওঠার কিছু আগেই বাইরে বেরিয়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম শহরের পশ্চিমদিকে। সেখানে একটা গাছের নিচে রোমিওকে ঘুরে বেড়াতে

দেখলাম। আমায় এগিয়ে আসতে দেখে ও পা চালিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। নিজের ব্যাপারে অনেক চিন্তা ভাবনা মাথায় ছিল তাই সত্যি বলতে কি, ওকে নিয়ে আমি আর কিছু ভাবিনি, আর ঠিক এই কারণেই রোমিওকে তখন আমি ডাকিনি। শুনলাম আজকাল প্রায়ই নাকি রোমিওকে ভোরবেলা ঐ জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।"

* * * * *

সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান তরুণ যুবক রোমিও বৃদ্ধ মন্টেগুর একমাত্র ছেলে। রোমিও শুধু দেখতে সুন্দর তাই নয়, তার মত সাহসী বীর ভেরোনায় খুব কমই আছে। আচার-ব্যবহারও তার খুবই ভদ্র। মন্টেগু বংশের এই যুবক সব দিক থেকেই এক আদর্শ পুরুষ।

কিন্তু রোমিওর মন ক'দিন হল বড্ড খারাপ হয়েছে। মন খারাপ হবার মূলে আছে এক সুন্দরী যুবতী, নাম তার রোজালিন। রোমিও রোজালিনকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু রোজালিন নিজে তার ওপর খুশি নয়। বেশ কিছুদিন হল রোজালিনের দেখা পাচ্ছে না রোমিও, আর সেই কারণেই তার মন এত খারাপ হয়েছে যে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করছে না রোমিও, না করে বিষণ্ণ মনে সে বনে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্টেগু কর্তার ভাইপো সেনর বেনভোলিও আর রাজার আত্মীয় মার্কুলিও, দু'জনেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাজপথে মন্টেগু আর ক্যাপুলেটের দাঙ্গা থেমে যাবার পরে রোমিওকে খুঁজতে খুঁজতে মার্কুলিও আর বেনভোলিও এসে ঢুকল গভীর জঙ্গলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তারা রোমিওর দেখা পেল, যার জন্য রোমিও পাগল হয়ে উঠেছে সেই রোজালিনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করল বেনভোলিও আর মার্কুলিও। কিন্তু রোমিও তাতে এতটুকু দমল না, বারবার বন্ধুদের হাত ধরে বলতে লাগল, "একটিবার শুধু একটিবার যাতে তার দেখা পাই সে উপায় করে দাও।"

গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তিন বন্ধু রাজপথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এমনই সময় একটি লোক এসে একখানা কাগজ তাদের সামনে মেলে ধরল।

কাগজটা একটা তালিকা, তিনজনে চোখ বুলিয়ে দেখল ভেরোনা শহরের সব অভিজাত পুরুষ ও মহিলার নাম সেই তালিকায় আছে নেই শুধু মন্টেগুদের নাম। লোকটি আসলে ক্যাপুলেটদের বাড়ির চাকর যে লিখতে পড়তেই জানে না। কিন্তু তার যে অক্ষর পরিচয় নেই, তার মনিব ক্যাপুলেট পরিবারের কর্তা-গিন্নি তা জানেন না। কাগজখানা তার হাতে ধরিয়ে বুড়োকর্তা বলেছেন, "এই কাগজে যাদের নাম লেখা আছে ঘুরে ঘুরে তাঁদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসো।



ওঁদের বিনীতভাবে জানাবে আজ রাতে আমার বাড়িতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করবেন। এইসঙ্গে নাচগানের আয়োজনও যে করা হয়েছে তা-ও ওঁদের বলতে ভুলো না যেন।"

"আজ্ঞে তাই বলব কর্তা," বলে চাকর সেই কাগজখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে, সে যে লিখতে পড়তে জানে না সেকথা মনিবকে লজ্জায় জানায়নি। পথে-ঘাটে যাকে দেখছে তাকেই দাঁড় করিয়ে কাগজখানা সে পড়িয়ে নিচ্ছে। মন্টেগুরা যে বংশানুক্রমে ক্যাপুলেটদের শত্রু তা লোকটি জানত-কিন্তু রোমিও আর তার দু'বন্ধুকে সে চিনত না, চিনলে সে কখনোই কাগজখানা তাদের দেখতে দিত না।

"সেনর মার্টিনো, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েরা, কাউন্টি অ্যানসেলমি আর তাঁর সুন্দরী বোনেরা, ভিত্রুভিওর যুবতী বিধবা স্ত্রী, সেনর প্লাসেনটিও আর তার সুন্দরী ভাইঝিরা, মার্কুসিও আর তাঁর ভাই ভ্যালেন্টাইন, আমার কাকা ক্যাপুলেট, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েরা, আমার সুন্দরী ভাইঝি রোজালিন ও লিভিয়া, সেনর ভ্যালেনশিও আর তাঁর জ্ঞাতি টিবল্ট, লুসিও আর রূপসী হেলেনা। বাঃ, এ তো দেখছি চাঁদের হাট বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে।" কাগজখানা লোকটিকে ফিরিয়ে দিয়ে রোমিও জানতে চাইল, "তা এঁদের কোথায় যাওয়া ঠিক হয়েছে?"

"আজ্ঞে ওপরে, কত্তা," লোকটি জবাব দিল।

"তার মানে? জায়গাটা কোথায়?"

"আজ্ঞে আমাদের বাড়িতে রাতের বেলা ওঁদের খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্ন করা হয়েছে," লোকটি বলল, "নাচগানও হবে শুনেছি, কত্তা বললেন।"

"কত্তা মানে?" জানতে চাইল রোমিও, "কে তোমার মনিব?"

"আজ্ঞে ক্যাপুলেটদের বুড়োকত্তা," লোকটি বলল, "আপনি যদি মন্টেগুদের বাড়ির কেউ না হন, তাহলে আপনিও বন্ধুদের নিয়ে আসবেন, আমার কত্তার বাড়িতে আজ রাতে খানাপিনা করবেন। আচ্ছা, আজ তাহলে যাচ্ছি, হুজুর"। বলেই লোকটি চলে গেল।

রোজালিন! রোজালিন! বারবার ঐ একটি নাম রোমিওর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল—রোজালিনের নাম আছে ঐ তালিকায়। রোমিও ঠিক করল কপালে যা থাকে থাকুক শুধু রোজালিনকে দেখবে বলেই রাতের বেলা ক্যাপুলেটদের বাড়িতে নৈশভোজে সে যাবে। রোমিও মনে মনে কি ভাবছে বুঝতে পেরে বেনভোলিও ঠাট্টা করে বলল, "এত চিন্তা ভাবনার কি আছে বাপু? রোজালিনের কথা [illegible] এতই খারাপ হয়ে পড়েছে তখন বিপদের ঝুঁকি নিয়েই ক্যাপুলেটদের বাড়ি গিয়ে ওকে একবার খুব কাছ থেকে নিজের চোখে দেখে এসো গে—"



"হ্যাঁ যাব ত বটেই," বন্ধুর ঠাট্টা বুঝতে না পেরে রোমিও বলল, "আশা মিটিয়ে দেখে আসব।"

"হ্যাঁ, যাও," বেনভোলিও বলল, "কে জানে, আজই হয়ত তোমার জীবনের শেষ দিন। রোজালিনকে দেখার পরে হয়ত ক্যাপুলেটরা তোমার মুণ্ডুখানা তলোয়ারের এক কোপে নামিয়ে দেবে ধড় থেকে—"

"যতই বিপদের ঝুঁকি আর প্রাণের ভয় থাকুক না কেন," মার্কুসিও বলল, "আমার মতে, তোমার ওখানে গেলে ভালই হবে। ভেরোনায় যত ডানাকাটা পরী আছে নেমতন্ন খেতে সবাই ঝেঁটিয়ে আসবে ক্যাপুলেটদের বাড়িতে। তাদের মধ্যে হয়ত এমন কাউকে চোখে পড়বে যার পাশে রোজালিন দাঁড়াতে পারে না। তখন রোজালিন সম্পর্কে তোমার এই মোহ আপনা থেকে কেটে যাবে।"

মোহ কাটাতে নয়, আশ মিটিয়ে রোজালিনকে দেখবে বলেই রোমিও ক্যাপুলেটদের বাড়িতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও যাবে বলে স্থির করল। তবে একা নয়। মার্কুসিও আর বেনভোলিও, দু'বন্ধুও যাবে সঙ্গি হয়ে। শত্রুর চোখে ধুলো দিতে ছদ্মবেশে তাদের আস্তানায় যাবার সিদ্ধান্ত নিল তারা তিনবন্ধু।

* * * * *

ফুল আর আলোয় সেজেছে ক্যাপুলেটদের বিশাল প্রাসাদ। দামি ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। বিশাল হলঘরে ভেরোনা শহরের কমবয়সী ছেলেমেয়েরা মেতে উঠেছে নাচগানে। রূপযৌবন উপছে পড়ছে তাদের দেহে। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, মনে হয় এরা কেউ মানুষ নয়। মানুষের বেশ ধরে উঠে এসেছে রূপকথার অলীক জগৎ থেকে। হলঘরের দরজায় দামি পোষাক পড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ক্যাপুলেট পরিবারের বুড়োকর্তা, হাসিমুখে অতিথিদের তিনি অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন বুড়োকর্তার পাশে দাঁড়িয়ে বাড়ির এক সুন্দরী কাজের মেয়ে। তার হাতের ফুলের সাজিতে একরাশ লাল ফুটন্ত গোলাপের আধফোটা কুঁড়ি। হলঘরে ঢোকার আগে অতিথিদের হাতে বুড়োকর্তা একটি করে গোলাপের কুঁড়ি তুলে দিচ্ছেন।

খানিক বাদে এলেন কাউন্ট প্যারিস, তাঁকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বুড়োকর্তা। কাউন্ট প্যারিসকে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই প্রচুর ধনসম্পদেরও অধিকারী তিনি। বুড়োকর্তার একমাত্র মেয়ে জুলিয়েটকে তাঁর বিয়ে করার সাধ জেগেছে।

বুড়োকর্তার আর সব ছেলেমেয়েরা বহুদিন হল মারা গেছে, বেঁচে আছে শুধু এই এক ফোটা মেয়ে জুলিয়েট-বয়স যার মাত্র চৌদ্দ। কাউন্ট প্যারিসের সঙ্গে



মেয়ের বিয়ে দিতে বুড়োকর্তার আপত্তি নেই ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ঐটুকু মেয়েকে এখনই বিয়ে দিতে তাঁর মন চাইছেনা, তাই প্যারিসকে আরও দুটো বছর অপেক্ষা করতে বলেছেন তিনি। হ্যাঁ, জুলিয়েট যখন ষোলয় পা দেবে তখন তাকে বিয়ে দিয়ে স্বামির ঘরে পাঠাতে তাঁর আপত্তি হবে না বলেছেন বুড়োকর্তা। তবে হ্যাঁ, বুড়োকর্তা কাউন্ট প্যারিসকে এও বলেছেন যে দু'বছর প্রচুর সময়। তিনি ইচ্ছে করলে এই দুটো বছর তাঁর মেয়ে জুলিয়েটের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন। সেদিক থেকে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। জুলিয়েটও এই মেলামেশার মাধ্যমে কাউন্ট প্যারিসকে নিজের ভাবী স্বামি হিসেবে মেনে নিতে মনের দিক থেকে তৈরি হয়ে উঠবে। মেয়ের বিয়ে এখনই দিতে বুড়োকর্তার আপত্তি থাকলেও এটা ঠিক যে ক্যাপুলেট গিন্নি আরও কম বয়সে জুলিয়েট সমেত আরও অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মা হয়েছিলেন।

* * * * *

গাইয়ে বাজিয়ের ছদ্মবেশে রোমিও অপর তার দুই বন্ধু বেনভোলিও আর মার্কুসিও অতিথিদের ভিড়ে গা মিশিয়ে এক ফাঁকে এসে ঢুকে পড়ল ক্যাপুলেট প্রাসাদে। বুড়োকর্তা আর তাঁর পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের ধারেকাছেও ঘেঁষছে না এরা। বাড়ির মেয়েরা যেখানে জড়ো হয়েছে সেখানেই ঘোরাফেরা করছে, তাদের তিন জোড়া চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে রোমিও যাকে দেখবে বলে পাগল হয়ে উঠেছে সেই রোজালিনকে। কিন্তু রোজালিনকে খঁজতে গিয়ে যে এখন একটা কাণ্ড ঘটবে তা রোমিও আর তার দুই বন্ধু বেনভোলিও আর মার্কুসিও কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

রোজালিনকে যদি অন্তত একটিবার চোখের দেখা দেখা যায় এই আশায় বাড়ির মেয়ে-বউদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল রোমিও, এমনই সময় আচমকা একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তে তার পা দু'টো আপনিই থেমে গেল, স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে হাঁ করে সেই মেয়েটির দিকে সে তাকিয়ে রইল। যাকে দেখে রোমিও মুগ্ধ হয়েছে সে মেয়েটির বয়স খুবই কম, অভিজ্ঞ যে কোনও পুরুষ একনজর তাকিয়েই বলবে বয়স তার এখনও ষোলও পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এত কম বয়সে এমন সুন্দরী মেয়ে আগে কখনও দেখেনি রোমিও তা সে হলফ করে বলতে পারে।

"এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকো না," পেছন থেকে দু'বন্ধু বারবার খোঁচা মারছে, "চলো, এগোও!" কিন্তু বন্ধুদের কথায় রোমিওর হুঁশ নেই, হাঁ করে চোখের পলক না ফেলে মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে, আর মাঝে



মাঝে ফিসফিস করে বলছে, "ঐ মেয়েটা কে রে? নামটা একবার জোগাড় করে দে না। দোহাই তোদের!"

কিন্তু রোমিওর কপাল সত্যিই খারাপ তাই মেয়েটির পরিচয় জানার আগেই তার নিজের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গেল। আর ফাঁস হল যার কাছে সে হল ক্যাপুলেট পরিবারের সবচাইতে বদমেজাজী লোক— টিবল্ট, মন্টেগুদের নাম কানে এলে রাগে যার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। গাইয়ে বাজিয়ের ছদ্মবেশ গায়ে যখন মন্টেগুদের বাড়ির রোমিও তাদের বাড়িতে এসে ঢুকেছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে ছোঁড়ার মনে, এটা ধরে নিয়েই সে চাকরকে ডেকে বলল, "অ্যাই হতভাগা যা একদৌড়ে গিয়ে আমার তলোয়ার নিয়ে আয়!"

চাকর তলোয়ার আনতে যাবার আগেই টিবল্টের বাবা ক্যাপুলেটদের বুড়ো কর্তা এসে হাজির হলেন সেখানে, টিবল্ট চাকরকে ডেকে তলোয়ার আনার হুকুম দিচ্ছে এটুকু তাঁর কানে গেছে, আর তাতেই তিনি বুঝেছেন উৎসবের মাঝখানে নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।

"বলি ব্যাপার কি?" বুড়োকর্তা টিবল্টকে বললেন, "তোর চোখমুখ অমন লাল হয়ে উঠেছে কেন, আজকের দিনে খামোখা মাথা গরম করতে আছে?"

"খামোখা নয়," ইশারায় রোমিওকে দূর থেকে দেখাল টিবল্ট, "ঐ যে ছেলেটাকে দেখছো গায়ে বাজনদারের পোষাক, ও হল মন্টেগুদের রোমিও। নিশ্চয়ই কোনও কু-মতলবে বাজনদার সেজে ঢুকে পড়েছে আমাদের বাড়িতে। তলোয়ার দিয়ে ওর কান দু'খানা আমি কেটে নেব।"

"খবরদার টিবল্ট!" বুড়োকর্তা চোখ পাকিয়ে তাকালেন তার দিকে, "দুপুরে রাজার ধমক খেয়েও মারামারি করার সাধ যায়নি? রোমিওকে আমি নিজে চোখে দেখেছি। আহা, কী সুন্দর সুপুরুষ তাকে দেখতে, কেমন চমৎকার শরীর। শত্রু হয়েও সে যখন যেচে এবাড়িতে এসেছে তখন সে আমাদের অতিথি। অতিথির সম্মান দিতে না চাও দিও না, কিন্তু তাই বলে তার কান দু'টো কেটে নেবে এসব কেমনতর কথা! ছিঃ! ক্যাপুলেটদের বাড়ির ছেলে হয়ে একথা তোমার মুখে মানায় না টিবল্ট। আমি তোমায় আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তার পরেও যদি তুমি রোমিওর গায়ে হাত তোল, তাহলে তার পরিণতি একা তোমাকেই ভোগ করতে হবে জেনো। বিচারের সময় আমি তোমায় বাঁচাতে যাব না বলে রাখলুম!" বুড়ো কর্তার ধমক খেয়ে শান্ত হল টিবল্ট।

এদিকে তাকে যে ক্যাপুলেটরা চিনে ফেলেছে রোমিও তখনও তা জানতে পারেনি, সেই একফোঁটা কচি সুন্দরী মেয়েটির চিন্তাতেই সে তখনও বিভোর। সাহসে ভর করে আলাপ করলে তবেই সুন্দরী মেয়েদের মন জয় করা যায় সে



জানে। তাই চারপাশে এত হৈচৈ-এর মাঝখানে একফাঁকে এগিয়ে এসে সে যেচে আলাপ করেছে সেই মেয়েটির সঙ্গে, মেয়েটিও ভদ্রভাবে তার কথার উত্তর দিয়েছে। আর তারই ফলে মেয়েটির তার পছন্দ হয়েছে। মনে মনে এটাই ধরে নিয়েছে রোমিও। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মেয়েটির পরিচয় তখনও তার জানা হয়নি। তার নাম কি, এই প্রশ্ন কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করছে মাথার ভেতর। খানিক বাদে মেয়েটির আধবুড়ি ধাই তাকে ডাকতে এলে রোমিও মেয়েটির নাম জানতে চাইল। ধাই-এর মুখ থেকে রোমিও শুনল ঐ কচি অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি ক্যাপুলেট পরিবারের বুড়োকর্তার একমাত্র মেয়ে, নাম জুলিয়েট। জুলিয়েটের বয়স সবে চৌদ্দ, ধাই তাও বলল তাকে।

"হা ঈশ্বর, এভাবে আমাকে বঞ্চনা করলে!" মনে মনে আক্ষেপ করল রোমিও, "এমন যার রূপ সে কিনা আমার চিরশত্রু ক্যাপুলেটদের বুড়োকর্তার একমাত্র মেয়ে?" কিন্তু জুলিয়েটকে রোমিও ততক্ষণে এতটাই মনে মনে ভালবেসেছে যে শত্রুর মেয়ে জেনেও সে তাকে কোনমতেই ছেড়ে থাকতে পারবে না।

ওদিকে রোমিওর মত জুলিয়েট নিজেও পড়েছে একই সমস্যায়। রোমিওকে দেখে তার কথাবার্তা শুনে তার ভারি ভাল লেগেছে, তার নাম জিজ্ঞেস করেনি বলে এখন তার ভারি রাগ হচ্ছে নিজের ওপরেই। কিন্তু ধাই যখন তাকে ডাকতে এসেছিল তখন ছেলেটি যে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কথা বলছিল তা ঠিকই লক্ষ করেছে জুলিয়েট, এবার তাই সে ধাইকেই ডেকে বলল, "ধাই মা, ঐ ছেলেটার নাম কি গো?"

"ছেলে তো অনেক এসেছিল", জুলিয়েট কার কথা বলছে বুঝতে পেরেও বুড়ি বলল, "নাচল, গাইল, খেয়ে-দেয়ে বিদেয় হল তা তুমি কার কথা বলছ?"

"ঐ যে গো, সেই ছেলেটি," বুড়ি ধাই-এর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবদার করল, জুলিয়েট, "সেই যে রাজার ছেলের মত দেখতে বাজনদার সেজে এসেছিল, মুখে নাচিয়েদের মত রংও মেখেছিল। তুমি যখন আমায় ডাকতে এলে একটা ছেলে তোমায় ডেকে কথা বলছিল না? আমি তার কথা বলছি গো!"

"ও আমার কপাল! এত ছেলে এল, গেল, তাদের মধ্যে শেষপর্যন্ত ওকেই তোমার মনে ধরল?" কথা বলেই ধাই নিজেকে সামলে নিল। সে নিজে মেয়েমানুষ, একসময় তার নিজেরও যৌবন ছিল, অজানা অচেনা রূপ এমন যুবকদের পরিচয় জানার প্রচণ্ড কৌতূহল কমবয়সে সব মেয়েরই মনে জাগে তা সে জানে। ধাই-এর মনে হল, রোমিও-র আসল পরিচয় আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে হয়ত তার ওপর থেকে জুলিয়েটের আকর্ষণ আপনা থেকেই কেটে যাবে।

"ঐ ছেলেটির নাম জানতে চাইছো সোনা?" জুলিয়েটের কানের কাছে মুখ



এনে ফিসফিস করে ধাই বলল, "তোমাদের চিরশত্রু মন্টেগু গুষ্টির নাম শুনেছো ত? ও হল গে সেই মন্টেগুদের একমাত্র ছেলে রোমিও। খবরদার, ভুলেও যেন এবাড়িতে ওর নাম কখনও মুখে এনো না, জানতে পারলে তোমার বাবা ভীষণ রেগে যাবেন! রোমিও এবাড়িতে এসেছে দেখে টিবল্ট তো ওর কান কেটে নিতে চেয়েছিল, আমাদের বুড়োকর্তা অনেক বকেঝকে ওকে ঠাণ্ডা করেছেন।"

রোমিওর নাম আগেও শুনেছে জুলিয়েট, ভেরোনায় কমবয়সী যুবকদের মধ্যে তার মত সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান সাহসী বীর আর একজনও নেই তাও জানে। কিন্তু সেই রোমিও তাদের পরমশত্রু মন্টেগুদের বাড়ির ছেলে শুনেই তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

* * * * *

তখন অনেক রাত। চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারছে না জুলিয়েট। রোমিওর মুখখানা যতবার মনে পড়ছে ততবার ঘুমের রেশ কেটে যাচ্ছে। একভাবে বালিশে মাথা রেখে বারবার এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় বিরক্ত হয়ে উঠে বসল জুলিয়েট। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আধবুড়ি ধাই একপাশে কুঁকড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ধাই টের না পায় এমনভাবে খাট থেকে নেমে এল জুলিয়েট। বিশাল শোবার ঘরের এক প্রান্তে খোলা জানালায় নিচে উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাগান, শোবার ঘরের মোমবাতির নিভু নিভু আলোয় বাগানের লতাপাতা, গাছপালা-ফুল, ফল কিছুই দেখা যায় না। রোমিও আর দুই বংশের শত্রুতার কথা ভাবতে ভাবতে জুলিয়েটের মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। বাগান থেকে ছুটে আসা একঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া তার গা জুড়িয়ে গেল।

"রোমিও! রোমিও!" নিজের অজান্তেই মনের অতলে গুমরে ওঠা কথাগুলো আক্ষেপের সুরে বেরিয়ে এল জুলিয়েটের মুখ থেকে, "কেন তুমি মন্টেগু বংশে রোমিও নামে জন্মালে? তুমি যে মন্টেগু পরিবারের ছেলে এটাই তোমার আর আমারি মিলনের পথে একমাত্র বাধা তা কি তুমি জানো না? তোমার নাম যদি পাল্টে নাও তবে তাতে কি এমন ক্ষতি হবে? নামে কি আসে যায়? গোলাপকে গোলাপ না বলে অন্য যে নামেই ডাকো না কেন, তাতে তার সুগন্ধ নষ্ট হয় না, তা কি কি তুমি জানো না, রোমিও?"

ওদিকে রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে রোমিওকে নিয়ে তার দু'বন্ধু অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে এসেছে ক্যাপুলেট প্রাসাদ থেকে, কিছুদুর যাবার পরে রোমিও বন্ধুদের নজর এড়িয়ে ক্যাপুলেটদের পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়ল ভেতরের



বাগানে। রোমিওর নাম ধরে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করল বেনভোলিও আর মার্কুসিও। কিন্তু তার সাড়া পেল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা, কিন্তু রোমিওর দেখা না পেয়ে শেষপর্যন্ত দু'জনে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

বাগানের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে একসময় জুলিয়েটের শোবার ঘরের জানালার নিচে গাছগাছালির আড়ালে এসে দাঁড়াল রোমিও। খানিক বাদে ওপার থেকে জুলিয়েটের নিজের গলায় আক্ষেপ শুনে মুখ তুলে তাকাল সে, বলল, "তুমি ঠিকই বলেছো, এখন থেকে রোমিও না বলে তুমি আমায় প্রিয়তম বলে ডেকো।"

"কে?" চমকে উঠে জুলিয়েট বলল, "কে ওখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আমার মনের কথা শুনছো? নিজের পরিচয় দাও।"

"নিজের পরিচয় আমি দিতে পারব না।" রোমিও বলল, "কারণ নিজের নামটাকে আমি ঘেন্না করি। এ নাম আমার শত্রু।"

"নাম না বললেও গলা শুনে আমি তোমায় চিনতে পেরেছি বলেই মনে হচ্ছে।" খুশিভরা গলায় বলল জুলিয়েট, "তুমি নিশ্চয়ই রোমিও মন্টেগু, তাই না?"

"ও নাম যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে ওটা আমার নাম নয়," জবাব দিল রোমিও।

"তুমি এখানে এলে কি করে?" জুলিয়েট বলল, "আমাদের বাগানের পাঁচিল এমনিতেই বেশ উঁচু, তুমি তা টপকে ভেতরে এলে কি করে?"

"কোনও বাধাই প্রকৃত প্রেমকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না," জবাব দিল রোমিও, "প্রেমিকেরা যা সাহস করে করার চেষ্টা করে তাই-ই করতে পারে।"

"কিন্তু আমার পরিবারের লোকেদের ত চেনো?" জুলিয়েট বলল, "তোমায় এখানে দেখতে পেলে তারা ঠিক খুন করবে।"

"খুন করবে, আমায়?" আবেগে জড়ানো গলায় বলল রোমিও, "তাহলে জেনে রাখো তোমার ঐ সুন্দর চোখের চাউনির জন্য তাদের তলোয়ারের যে কোনও আঘাত আমি সইতে পারি।"

ওদিকে শোবার ঘরে জুলিয়েটের ধাই-এর ঘুম এক সময় গেল ভেঙে, চোখ মেলে জুলিয়েটকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জুলিয়েটের নাম ধরে ধাই কয়েকবার ডাকল, শুনে রোমিওকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তাড়াতাড়ি খাটে উঠে শুয়ে পড়ল জুলিয়েট। শোয়া নামেই, বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতে পারল না সে, বারেবারে ছুটে এল সেই খোলা জানালার ধারে। জানালায় নিচে গাছের আড়ালে রোমিও তখনও দাঁড়িয়ে, সারা রাত জেগে



ভালবাসার অনেক কথা তার সঙ্গে বলল। হৃদয় আর মন দেয়ানেয়ার অনেক শপথ নিল দু'জনে। একসময় রাত শেষ হয়ে এল। আকাশে ভোরের আলো ফোটার আগে থেকে ক্যাপুলেট প্রাসাদের বাগান থেকে বেরিয়ে এল রোমিও।

রোমিও, জুলিয়েটের তাকে পছন্দ হয়েছে সে তাকে বিয়ে করতে রাজি—যাবার আগে এই কথাটা প্রেমিকার মুখ থেকে আদায় করে নিয়েছে রোমিও। বেলা হবার আগেই তার ধাইকে রোমিওর কাছে পাঠাবে বলে কথা দিয়েছে জুলিয়েট, তাদের বিয়েটা কবে কোথায় হবে তা ধাইকে জানিয়ে দেবে রোমিও।

শহরের বাইরে এক গুহায় থাকেন লরেন্স নামে এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। রোমিও অবসর সময়ে চলে আসে তাঁর কাছে, নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করে তাঁর সঙ্গে। সন্ন্যাসী লরেন্স নিজেও খুব ভালবাসেন রোমিওকে। শেষরাতে ক্যাপুলেটদের প্রাসাদের লাগোয়া বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়ি না গিয়ে রোমিও এসে হাজির হল সন্ন্যাসী লরেন্স-এর গুহায়। রোজালিন নামে একটি রূপবতী মেয়েকে দেখার জন্য রোমিও যে পাগল হয়ে উঠেছে সে খোঁজ রাখতেন এই সন্ন্যাসী।

ক্যাপুলেটদের বাড়ির মেয়ে জুলিয়েটকে সে ভালবেসে ফেলেছে সেকথা সন্ন্যাসী লরেন্সকে মুখ ফুটে বলল রোমিও, তারা দুজনে বিয়ে করবে বলে পরস্পরকে কথা দিয়েছে তাও জানাল। কিন্তু বিয়েটা হতে হবে গোপনে। জানাজানি হলে মন্টেগু আর ক্যাপুলেট দু'পক্ষই এ বিয়ে বন্ধ করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। আর তার ফলে দু'চারটে খুনখারাবিও হয়ে যেতে পারে।

"সব কথাই ত আপনাকে খুলে বললাম প্রভু," সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করল রোমিও, "এবার এ বিয়ে দেবার দায়িত্ব আপনি নিয়ে আমাদের দু'জনকে বাঁচান।"

দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে হয়ত মন্টেগু আর ক্যাপুলেট দুই পরিবারের মধ্যে এতদিনের পুরোনো শত্রুতার অবসান ঘটতে পারে—শুধু এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই সন্ন্যাসী লরেন্স রোমিওর অনুরোধ রাখতে রাজি হলেন। সন্ন্যাসী লরেন্স-এর আশ্বাস পেয়ে খুশিমনে বাড়ি ফিরে এল রোমিও। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। সারা রাত খোলা আকাশের নিচে কাটানোর ফলে তার শরীরও বইছে না। প্রচণ্ড ব্যথায় শরীর যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে, তবু চারপাশের এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পাওয়া আশ্বাস জুলিয়েটের সঙ্গে মিলনের লক্ষ্যে তাকে পৌঁছে দেবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে বুক বেঁধে সব কিছুকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে রোমিও।

জুলিয়েট তার কথা রাখল, বেলার দিকে নিজের ধাইকে পাঠাল রোমিওর



কাছে। ধাইকে রোমিও জানাল জুলিয়েটের সঙ্গে তার বিয়ের সব ব্যবস্থা তৈরি, বিকেলের দিকে জুলিয়েট ভেরোনা শহরের বাইরে সন্ন্যাসী লরেন্স-এর গুহায় যদি আসে তাহলে ঐদিনই সেখানে রোমির সঙ্গে তার বিয়েটা হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী নিজেই তাদের বিয়ে দেবেন। ধাই তখনই বাড়ি গিয়ে জুলিয়েটকে খবর দিল। মাকে গির্জায় যাবার কথা বলে জুলিয়েট বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, সবার নজর এড়িয়ে সে এসে হাজির হল সন্ন্যাসী লরেন্স-এর গুহায়। সব জোগার-যন্তর আগে থেকেই তৈরি ছিল। সেই গুহায় ভেতরে সন্ন্যাসী লরেন্স রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

জুলিয়েটের সঙ্গে বিয়ে হবার ক'দিন বাদেই দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল রোমিওর জীবনে। বেনভোলিও আর মার্কুসিওর সঙ্গে আচমকা রাজপথে টিবল্টের দেখা হয়ে গেল। উৎসবের দিন রাতে রোমিওকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছু করতে পারেনি বলে নিজের মনে গুমরে মরছে টিবল্ট। এতদিন পরে রোমিওর বন্ধুদের দেখতে পেয়ে পথের মাঝখানে তাদের নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। টিবল্ট যে আজ ছেড়ে কথা কইবে না বেনভোলিও আর মার্কুসিও দু'জনেই তা জানে। তাই ঝামেলা বাধবার আগেভাগেই তারা তাকে নিরস্ত করতে চাইল, কিন্তু ঠিক তখনই রোমিও সেখানে এসে হাজির হল। তাকে দেখেই টিবল্ট খাপ থেকে তলোয়ার বের করল।

অন্যদিকে রোমিও এখন জুলিয়েটের বিবাহিত স্বামী, জুলিয়েটের কচি মিষ্টি মুখখানা দিনরাত ভেসে বেড়াচ্ছে তার চোখের সামনে। টিবল্ট সম্পর্কে জুলিয়েটের ভাই, তাই তলোয়ার খুলে তাকে পাল্টা আক্রমণ করার কথা ভাবতে পারে না রোমিও। টিবল্টের কথায় না রেগে রোমিও একথা সেকথা বলে তাকে শান্ত করতে চাইল। কিন্তু এতে ফল হল উল্টো—রোমিও তাকে ভয় পাচ্ছে এটাই ধরে নিল টিবল্ট। সে এবার ইচ্ছে করে রোমিও আর মন্টেগু পরিবারের সবার নামে গলা চড়িয়ে যা তা বলতে লাগল।

রোমিও ইচ্ছে করলে তখনই উচিত শিক্ষা দিতে পারত টিবল্টকে, কিন্তু সে সম্পর্কে জুলিয়েটের ভাই শুধু একথা মনে করেই ভেতরের রাগ ভেতরে পুষে রাখল। কিন্তু রোমিওর এই অপমান মার্কুসিওর অসহ্য ঠেকল, সে নিজের তলোয়ার বের করে তেড়ে গেল টিবল্টের দিকে।

রোমিও দেখল সর্বনাশ! টিবল্ট যেমন জুলিয়েটের ভাই, তেমনই মার্কুসিও তার পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু। টিবল্ট বা মার্কুসিওর মধ্যে একজনও মারা গেলে বা চোট খেলে তার নিজের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। দু'জনকে থামাতে রোমিও এবার



তাদের দুটো তলোয়ারের ঠিক মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মার্কুসিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের তলোয়ার টেনে নিল, কিন্তু টিবল্ট তা করল না, উল্টে রোমিওকে ঢালের মত সামনে রেখে তার আড়াল থেকে আঘাত হানল মার্কুসিওকে। সে আঘাত সামলাতে না পেরে মার্কুসিও পড়ে গেল মাটিতে, খানিক বাদে সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

মার্কুসিওকে চোখের সামনে এভাবে মরতে দেখে রোমিওর মাথায় খুন চড়ে গেল, জুলিয়েটের কথা মন থেকে সরিয়ে সে তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টিবল্টের ওপরে, দেখতে দেখতে তার তলোয়ার টিবল্টের হৃৎপিণ্ডে বিঁধে গেল। হাত পা ছড়িয়ে রক্তাক্ত দেহে রাজপথে লুটিয়ে পড়ল টিবল্ট।

টিবল্ট মারা যেতে রোমিওর হুঁশ ফিরল। হায়! হায়! উত্তেজনার ঘোরে একি সর্বনাশ হল মনে মনে ভাবল সে। এবার জুলিয়েট কি ভাববে তাকে? তার সামনে দাঁড়াবে কেমন করে?

পাশাপাশি পড়ে আছে মার্কুসিও আর টিবল্টের রক্তাক্ত মৃতদেহ। কৌতূহলী মানুষের ভিড় বাড়ছে। রাজপথে যে দাঙ্গা বাঁধাবে তারও প্রাণদণ্ড হবে এ আদেশ বহুদিন আগে জারি করেছেন ভেরোনার রাজা। সে আদেশ লঙঘন করে কে দুটো মানুষকে ভর দুপুরে এভাবে খুন করল? খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন ভেরোনার রাজা। বেনভোলিও তাঁকে সবকথা খুলে বলল, তার মুখ থেকে রাজা শুনলেন ক্যাপুলেটদের টিবল্টই প্রথম তাদের আক্রমণ করেছিল। তার তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দেয় মার্কুশিও। তখন রোমিও পাল্টা আক্রমণ করে টিবল্টকে। তার তলোয়ারের আঘাতে মারা যায় টিবল্ট। নিহত টিবল্টই গোড়ায় আক্রমণ করেছিল। টিবল্টকে আক্রমণ করতে চায়নি রোমিও—একথা শুনে প্রাণদণ্ডের বদলে রাজা রোমিওকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রাজার আদেশে রোমিওকে তখনই ভেরোনা শহর ছেড়ে মান্টুয়ায় আশ্রয় নিতে হল। যাবার আগে জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা করার সময়ও রাজা দিলেন না রোমিওকে।

* * * * *

বিয়ের পরেপরেই রোমিওর হাতে টিবল্টের মৃত্যুর ঘটনা আর তার শাস্তি হিসেবে রোমিওর নির্বাসন দণ্ডের খবর শুনে দুঃখে ভেঙে পড়ল জুলিয়েট। খাওয়া ঘুম সব বিসর্জন দিয়ে দিনরাত সে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। মা, বাবা, ধাই মা তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু জুলিয়েটের চোখের জল তাতে বাধা মানল না।



একমাত্র মেয়েকে দিনরাত চোখের জল ফেলতে দেখে ব্যাকুল হলেন বৃদ্ধ ক্যাপুলেট, তাঁর মনের শান্তি ঘুচে গেল, রাতের ঘুম বিদায় নিল দু'চোখ থেকে। অনেক ভেবে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে শেষকালে তিনি একটা উপায় বের করলেন। কাউন্ট প্যারিসকে তিনি কথা দিয়েছেন জুলিয়েটের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। ক্যাপুলেট কর্তা ঠিক করলেন আর দেরি না করে দু' তিনদিনের মধ্যেই প্যারিসের সঙ্গে জুলিয়েটের বিয়েটা দিয়ে দেবেন। ক্যাপুলেট কর্তা আর তাঁর গিন্নি এটাই ধরে নিলেন যে বিয়ের আনন্দে ভরপুর জুলিয়েট নিশ্চয়ই টিবল্টের মৃত্যুর শোক ভুলে যাবে।

জুলিয়েটের সঙ্গে কাউন্ট প্যারিসের বিয়ে উপলক্ষে তৈরি হল ক্যাপুলেট পরিবার, শুরু হল ঘরদোর সাজানো। জুলিয়েটের জন্য রাতারাতি গড়ানো হল গা-ভর্তি গয়না। এসব জোগাড়যন্ত্র দেখে মুশকিলে পড়ল জুলিয়েট। তার বিয়ে যে ক'দিন আগেই হয়ে গেছে, আর হয়েছে তাদের চিরশত্রু মন্টেগুদের রোমিওর সঙ্গে। বুক ভেঙে গেলেও একথা মুখ ফুটে বলতে পারল না বেচারি। চোখের জলে বুক ভিজিয়ে সে শুধু বাবা-মাকে বারবার কাতরগলায় অনুরোধ করতে লাগল তার মন বড্ড অস্থির হয়ে আছে, তাই বিয়েটা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দেয়া হোক। জুলিয়েট এটাই বোঝাতে চাইল যে এই মুহূর্তে বিয়ে করতে হলে সে তাতে এতটুকু আনন্দ পাবে না।

কিন্তু জুলিয়েটের চোখের জলে তার বাবা ক্যাপুলেট কর্তার মন একটুও ভিজল না, তাঁর অনুরোধও কানে তুললেন না তিনি। জুলিয়েটকে ডেকে তিনি বললেন, তাঁর কথামত কাউন্ট প্যারিসকে নির্দিষ্ট দিনে তাকে বিয়ে করতে হবে, নয়ত তিনি তাকে এককাপড়ে দূর করে দেবেন বাড়ি থেকে। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তিনি রাখবেন না।

একগুঁয়ে বাপের সিদ্ধান্ত শুনে জুলিয়েট পড়ল মহা মুশকিলে। কিভাবে এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবে ভেবে পেল না সে। অনেক চিন্তা ভাবনা পরে যিনি রোমিওর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন সেই সন্ন্যাসী লরেন্স-এর কথা তার মনে পড়ল। কাউকে কিছু না বলে বাড়ির সবার চোখ এড়িয়ে সেদিনই শহরের বাইরে সন্ন্যাসী লরেন্স-এর গুহায় গেল জুলিয়েট। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের সংকটের কথা শোনাল।

"বাবার কথায় আপত্তি কোরো না," সব শুনে বললেন সন্ন্যাসী লরেন্স, "কাউন্ট প্যারিসকে বিয়ে করতে তুমি রাজি হয়ে যাও, কান্নাকাটি আর কোর না, ফুল থেকে তৈরি একটা ওষুধ আমি তোমায় দিচ্ছি, এটা তুমি সাবধানে নিজের কাছে



রেখে দেবে, দেখো এটা যেন কেউ দেখতে না পায়। কাউন্ট প্যারিসের সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে ঠিক হবে, ঠিক তার আগের দিন রাতে এই ওষুধটা খেয়ে তুমি শুয়ে পড়বে। এর প্রভাবে তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে, আর তখন তোমার দেহে মৃতদেহের সব লক্ষণ স্পষ্ট ফুটে উঠবে, পরদিন সকালে তোমায় দেখে মৃত বলে মনে হবে। তখন বিয়ে বন্ধ করে তোমার বাবা বাধ্য হয়ে তোমার দেহ কবর দিতে গির্জায় পাঠাবেন। কবরখানায় ক্যাপুলেটদের নিজেদের একটি কক্ষ আছে, পারিবারিক রীতি অনুযায়ী সেখানে তোমায় দেহ পুরো একটি দিন রেখে দেয়া হবে। এবার মন দিয়ে শোন, যে ওষুধ তোমায় খাবার জন্য দিচ্ছি তার প্রভাব চব্বিশ ঘণ্টা পরে আপনা থেকেই কেটে যাবে। এর মানে কবরখানায় ক্যাপুলেটদের কক্ষে রাত ফুরোবার আগেই তোমার জ্ঞান ফিরে আসবে। চোখ মেলার পরে দেখবে রোমিও তোমার পাশে বসে আছে, তুমি কখন চোখ মেলবে সেই আশায় সে অপেক্ষা করছে। তোমার জ্ঞান ফিরে এলে রাত থাকতে থাকতেই রোমিও তোমায় নিয়ে মান্টুয়া পৌঁছে যাবে, সেখানে তোমরা দু'জনে নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধতে পারবে। আমি এখনই একজন বিশ্বস্ত লোককে মান্টুয়ায় রোমিওর কাছে পাঠাচ্ছি যে তার যা করণীয় সব তাকে জানিয়ে রাখবে আগে থেকে। যাও, এবার নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও।"

সন্ন্যাসী লরেন্স-এর কথায় জুলিয়েট মনে ভরসা পেল। বাড়ি গিয়ে সে বাবাকে বলল, "বাবা, তুমি যেদিন বলবে সেদিনই আমি কাউন্ট প্যারিসকে বিয়ে করব।"

বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার ধমক খেয়েই ভয় পেয়ে জুলিয়েট তাঁর কথায় রাজি হয়েছে ক্যাপুলেট কর্তা এটাই ধরে নিলেন, তিনি এবার নিশ্চিন্তে মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করলেন।

বিয়ের আগের দিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে শোবার ঘরের খোলা জানালার ধারে এসে দাঁড়াল জুলিয়েট, প্রথম পরিচয়ের রাতে রোমিও যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলে সারারাত কাটিয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, তারপরে ধাইকে ধারে কাছে দেখতে না পেয়ে সন্ন্যাসী লরেন্স-এর দেয়া সেই ওষুধটা মুখে পুরে জল দিয়ে দিয়ে গিলে ফেলল। এরপরে জানালা থেকে সরে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল জুলিয়েট, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা জুলিয়েটকে ডাকতে গিয়ে ধাই দেখল সে কাঠের মত স্থির হয়ে পড়ে আছে, নাকে শ্বাস বইছে না, বুক ওঠা-পড়া করছে না। জুলিয়েটের বুকে কান ঠেকাল ধাই, কিন্তু কলজের ধুকপুকুনি শুনতে পেল না। জুলিয়েটের



চোখের পাতা টেনে দেখল দু'চোখের মণি কপালে উঠেছে। ভয় পেয়ে ধাই খবর দিল জুলিয়েটের বাবা-মাকে, তাঁরা ছুটে এসে মেয়ের হাল দেখে ঘাবড়ে গেলেন, চাকর পাঠিয়ে তখনই ডাক্তার ডাকিয়ে আনলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন জুলিয়েট অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে, ঘুমের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে সে। ক্যাপুলেট প্রাসাদে উৎসবের মধ্যে এবার কান্নার রোল উঠল, ক্যাপুলেট কর্তা, তাঁর গিন্নি, আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর সবাই বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। এতবড় সর্বনাশ যে ঘটবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

কাঁদতে কাঁদতেই মেয়ের মৃতদেহ ফুল দিয়ে সাজালেন জুলিয়েটের বাবা মা। তারপরে সমাধি দেবার জন্য মৃতদেহ গির্জায় পাঠালেন। ক্যাপুলেট পরিবারের রীতি অনুযায়ী এক রাত সমাধি কক্ষে দেহটি রাখার ব্যবস্থা করা হল।

ওদিকে সন্ন্যাসী লরেন্সও বসে নেই। একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তিনি মান্টুয়ায় রোমিওর কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর পাঠানো সেই লোক রোমিওকে সব খুলে বলবে, জুলিয়েটের মৃতদেহ যখন সমাধিকক্ষে রাখা হবে তখন সে রোমিওকে নিয়ে আসবে সেখানে। সন্ন্যাসী লরেন্স জানেন জুলিয়েট তাঁর দেয়া যে ওষুধ খেয়েছে তার প্রভাব কখন কাটবে, রাতের বেলা তিনিও সমাধিকক্ষে চলে আসবেন যাতে চোখ মেলেই জুলিয়েট তাঁকে আর রোমিওকে দেখতে পায়। এরপরে রোমিও আর জুলিয়েটকে নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে মান্টুয়ায় পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন।

কিন্তু রোমিওর এমনই দুর্ভাগ্য যে সন্ন্যাসী লরেন্স-এর বিশ্বস্ত লোক গিয়ে পৌঁছানোর আগেই ভেরোনা থেকে আসা অন্য আরেকজন লোকের মুখে শুনল জুলিয়েট আর বেঁচে নেই। কাউন্ট প্যারিসের সঙ্গে বাড়ির লোক তার বিয়ে ঠিক করেছিল, বিয়ের দিন সকালের আলো দেখার সুযোগ আর পায়নি জুলিয়েট। আগের দিন রাতেই ঘুমের মাঝে তার মৃত্যু ঘটেছে। জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ শুনে রোমিওর মন ভেঙ্গে গেল। আত্মহত্যা করবে বলে এক ওঝার কাছ থেকে মারাত্মক বিষ জোগাড় করে রোমিও ভেরোনায় এসে পৌঁছালো। ফাদার লরেন্স-এর লোক মান্টুয়ায় পৌঁছে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু রোমিওর হদিশ সে পেল না।

ওদিকে কাউন্ট প্যারিসের অবস্থাও রোমিওর মতই দাঁড়িয়েছে, জুলিয়েটের রূপে মুগ্ধ হয়েছিল বলেই সে তাকে বিয়ে করবে বলে পাগল হয়ে উঠেছিল। জুলিয়েট বিয়ের আগেই মারা গেছে শুনে কাউন্ট প্যারিস সত্যিসত্যিই পাগলের মত হয়ে উঠল। পরদিন সকালেই মাটি খুঁড়ে কবর দেয়া হবে জুলিয়েটকে তাই



শেষবারের মত তার মুখখানা দেখতে রাতের বেলা সে এসে হাজির হল কবরখানার লাগোয়া ক্যাপুলেটদের সমাধি কক্ষে। নিয়তি এমনই নিষ্ঠুর যে তার অসার কিছুক্ষণ আগেই রোমিও নিজেও এসে হাজির হয়েছে সেখানে, সমাধি কক্ষে ঢোকার আগে আশে পাশে কেউ পাহারায় আছে কিনা তাই দেখছে সে খুঁটিয়ে।

সমাধি কক্ষে কাউন্ট প্যারিস ঢুকতে যাবে এমন সময় রোমিওকে দরজার কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সে চমকে উঠল। রোমিও ক্যাপুলেটদের চিরশত্রু জানে কাউন্ট প্যারিস, অল্প ক'দিন আগে জুলিয়েটের ভাই টিবল্টকে রাজপথে খুন করার দায়ে রাজা তাকে মান্টুয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়েছেন তাও তার অজানা নয়। তাহলে সেখান থেকে এত রাতে সীমান্ত পেরিয়ে রোমিও আবার চোরের মত ভেরোনায় ফিরে এসেছে কেন—এই প্রশ্ন জাগল প্যারিসের মনে। কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই রোমিও এত রাতে ক্যাপুলেটদের সমাধি কক্ষের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এটাই ধরে নিল সে। জুলিয়েটের সঙ্গে বিয়ে নাহলেও নিজেকে ক্যাপুলেট বংশের পরমাত্মীয়ের আসনে মনে মনে বসিয়েছে কাউন্ট প্যারিস। আর সেই আত্মীয়তার কথা মাথায় রেখেই তলোয়ার বের করে কাউন্ট প্যারিস তখনই আক্রমণ করল রোমিওকে। রোমিও শত্রুর চোরাগোপ্তা আক্রমণের জন্য তৈরি হয়েই এসেছিল। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার খুলে পাল্টা আক্রমণ করল। রোমিওর সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই-এ এঁটে উঠতে পারল না কাউন্ট প্যারিস। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সে রক্তঝরা দেহে ক্যাপুলেটদের সমাধি কক্ষের দোরগোড়ায় লুটিয়ে পড়ল। কোনও মতে জুলিয়েটের নাম উচ্চারণ করে শেষনিঃশ্বাস ফেলল কাউন্ট প্যারিস।

শত্রুকে ধরাশায়ী করে রোমিও এবার ঢুকল সমাধি কক্ষে। মোমবাতির ম্লান আলোয় দেখল কিছু তফাতে কাঠের কফিনে শুয়ে আছে তার প্রিয়তমা, দেহে প্রাণের লক্ষণ নেই। সন্ন্যাসীর দেয়া ওষুধের প্রভাব তখনও কাটেনি তাই জুলিয়েট তখনও বেহুঁশ, জীবনের লক্ষণ তার দেহে ফিরে আসতে তখনও কিছু দেরি আছে। সন্ন্যাসী লরেন্স-এর ওষুধের কথা রোমিও তখনও জানে না তাই জুলিয়েট সত্যিই মারা গেছে এটাই সে ধরে নিল। মান্টুয়া থেকে আসার সময় ওঝার কাছ থেকে জোগাড় করা মারাত্মক বিষের শিশি বের করল জামার ভেতর থেকে, বেহুঁশ জুলিয়েটের ঠোঁটে শেষবারের মত চুমু খেয়ে শিশির সবটুকু বিষ গলায় ঢেলে দিল রোমিও, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিষের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সে জুলিয়েটের কফিনের পাশেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।



এর কিছুক্ষণ বাদে ওষুধের প্রভাব কেটে যেতে চোখ মেলে তাকাল জুলিয়েট, কফিন থেকে বাইরে বেরোতেই দেখল রোমিও শুয়ে আছে সমাধি কক্ষের হিমশীতল মেঝেতে। রোমিওর নাম ধরে অনেকবার ডাকল জুলিয়েট। কিন্তু সাড়া পেল না। সন্দেহ হতে রোমিওর নাকের কাছ হাত নিয়ে এল জুলিয়েট, দেখল শ্বাস বইছে না। আর ঠিক তখনই মেঝেতে একটা ছোট শিশি পড়ে আছে দেখে এক প্রচণ্ড সন্দেহ উঁকি দিল মনে। শিশিটা কুড়িয়ে ভেতরটা শুঁকল জুলিয়েট। তীব্র গন্ধে নাক জ্বলে যেতে বুঝল তার ভেতরে ছিল মারাত্মক কোনও বিষ। প্রিয়তম রোমিও যে ঐ বিষ খেয়েই জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছে সে সম্পর্কে জুলিয়েটের মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না। সন্ন্যাসী লরেন্স খানিক বাদে আসবেন বলেছিলেন জুলিয়েট ভোলেনি, কিন্তু তাঁর আসা না আসা এখন সমান। নিমেষে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল জুলিয়েট। রোমিওর কোমরে আঁটা খাপ থেকে শানানো ছুরিটা তুলে নিয়ে শক্ত হাতে তার ফলাটা বসিয়ে দিল নিজের বুকে। কয়েকবার ছটফট করে তার দেহটা চিরদিনের মত স্থির হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী লরেন্স ঠিক সময়েই এলেন। রোমিও আর জুলিয়েটের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে আছে দেখে 'হায় হায়' কার করে উঠলেন তিনি।

খবর পেয়ে মন্টেগু আর ক্যাপুলেট দুই পরিবারের দুই কর্তা ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে। এলেন ভেরোনার রাজাও। সন্ন্যাসী লরেন্স সবার সামনে বললেন কিভাবে তিনি রোমিও আর জুলিয়েটের ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করেছিলেন, আর নিষ্ঠুর নিয়তি কিভাবে তা ব্যর্থ করে দিয়েছে সেই কাহিনী। অতীতের তুচ্ছ এক শত্রুতা কিভাবে দুটি পরিবারের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছে বুঝতে পেরে রোমিও আর জুলিয়েটের বাবা সবার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ভেরোনা শহরের বুকে সোনা দিয়ে জুলিয়েট আর রোমিওর দুটি মূর্তি বসানোর শপথ একসঙ্গে নিলেন দু'জনে, সেই সঙ্গে তাঁদের এতদিনের শত্রুতার অবসানের কথাও তাঁরা একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঘোষণা করলেন।



জুলিয়াস সিজার

"দাঁড়াও!" উপছে পড়া ভিড়ের মধ্যে দুই যুবক-যুবতীর উদ্দেশ্যে জোরগলায় হেঁকে উঠলেন ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস, "এই যে তোমাদেরই বলছি! দাঁড়াও, কথা আছে!" ট্রিবিউন মেরুলাস পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলেন। ইশারায় তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে এসে সেই যুবক-যুবতীর সামনে দাঁড়ালেন ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস। ইশারায় যুবককে দেখিয়ে যুবতীকে বসলেন, "এ তোমার কে হয় গো মেয়ে?"

"আজ্ঞে ও আমায় সোয়ামি, ট্রিবিউন"—লজ্জার হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে জবাব দিল যুবতী।

"হুম, কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

"আজ্ঞে গাঁ থেকে, ট্রিবিউন"—এবার ভয়ে ভয়ে জবাব দিল যুবকটি।

"কাজকম্মো কিছু করা হয়?"

"আজ্ঞে আমি কামার, ট্রিবিউন"—যুবক উৎসাহিত হয়ে বলল, "আমার বাবার কামারশালা আছে, আমি তার কাজকম্মো দেখাশোনা করি।"

"কাজকম্মো ফেলে সাতসকালে কোন রাজকম্মো করতে বৌকে নিয়ে এতদূরে ছুটে এসেছো শুনি?" চাপাগলায় ধমক দিলেন ফ্লেভিয়াস, "দুজনের হাতে তো সাজিভর্তি ফুল দেখছি, এগুলো কোন ঠাকুরকে দেবে?"

"ঠাকুর নয় গো ট্রিবিউন," হেসে যুবতী বউটি জবাব দিল, "শুনেছি জুলিয়াস সিজার অনেক দেশ জয় করে আজ রোমে ফিরে আসবেন। খানিক বাদে রথে চেপে এই পথ দিয়েই উনি যাবেন। ওঁকে দেব বলেই গাছ থেকে এই একটু ফুল নিয়ে এসেছি আমরা।"



"জুলিয়াস সিজার!" চাপা গলায় বললেন ফ্লেভিয়াস, "যুদ্ধে সিজার কাকে হারিয়েছেন সে খোঁজ রাখো?"

"আজ্ঞে জানি ট্রিবিউন," যুবক বলল, "সিজার পম্পিকে যুদ্ধে হারিয়ে বধ করেছেন, তাই তো তাঁকে সম্মান দেখাব বলে আমরা দু'জনে গাঁ থেকে এতদূরে ছুটে এসেছি।"

ফ্লেভিয়াসের সঙ্গী ট্রিবিউন মেরুলাস খানিক তফাতে একা দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। দুই গ্রাম্য যুবক-যুবতীর সঙ্গে ফ্লেভিয়াস এত কী কথা বলছেন জানার কৌতূহল চাপতে না পেরে এবার তিনি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তাঁকে দেখতে পেয়ে কিছু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন ফ্লেভিয়াস, "ব্যাপারটা দেখুন, মেরুলাস! যুদ্ধে পম্পিকে হারিয়ে সিজার তাঁকে বধ করেছেন— এ খবর জেনে এদের আনন্দ উপচে পড়ছে! যুদ্ধ জয় করে জুলিয়াস সিজার এই পথেই রোমে ফিরবেন বলে এরা সাতসকালে গাঁ থেকে এসে হাজির হয়েছে রোমে। সিজার যখন এ পথে যাবেন তখন এরা ফুল ছুঁড়ে তাঁকে সম্মান জানাবে।"

"একা ওরাই নয় ফ্লেভিয়াস," ট্রিবিউন মেরুলাস বললেন, "আরও শত শত মানুষ যে একই উদ্দেশ্যে এসে জুটেছে তা তো নিজের চোখেই দেখছেন?"

"তাই তো দেখছি বন্ধু।" নিজের মনে আক্ষেপ করলেন ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস, "সিজার যাকে যুদ্ধে হারিয়ে নিজ হাতে বধ করেছেন সেই সেনাপতি পম্পিকেও কাছ থেকে দেখবে বলে এই রোমের মানুষ একদিন পাগলের মত রাজপথে ভিড় করে দাঁড়াত। পম্পিকে সম্মান জানাবে বলে কত যুবতীকে দুধের বাচ্চা কোলে নিয়ে সাজিভর্তি ফুল হাতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একভাবে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর আজ রাতারাতি ছবিটা পাল্টে গেল? পম্পিকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁকে বধ করে যে দেশে ফিরে আসছে তাকেই ফুল ছুঁড়ে সম্মান দেখাতে এরা কাজকর্ম ফেলে ছুটে এসেছে!" যাদের লক্ষ্য করে এসব বলা সেই গ্রাম্য দম্পতি আগেই সরে গেছে। তবু ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াসের আক্ষেপ ভিড়ের মধ্যে অনেকেই শুনতে পেল।

"এই সেদিনও সেনাপতি পম্পি ছিলেন রোমের ভাগ্যবিধাতা,' ভিড়ের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে নিজের মনে বলতে লাগলেন ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস, "আর আজ এত সহজেই তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে? জুলিয়াস সিজার তাঁকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন বলে তোমরা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছ? পম্পি নিজেও তো তোমাদের কম উপকার করেন নি, সেসব কথা এরই মাঝে ভুলে গেলে? উপকারীর উপকার ভুলে যাওয়া যে মহাপাপ, তা কি তোমরা জানো না? যাও, এই মুহূর্তে



তোমরা ঘরে ফিরে যাও। ঘরে ফিরে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে দেবতার কাছে নিজেদের এই মহাপাপের জন্য মাফ চাও। নয়ত দেবতাদের রোষে মড়ক আর আকাল এসে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে তা যেন ভুলো না!"

ট্রিবিউনরা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের সরকারী কর্মচারি, আইন-কানুনের সাহায্যে অনেক কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের আছে। রোমের সাধারণ মানুষ তাঁদের গরীব মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই জানে। ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াসের ধমক খেয়ে ভিড় পাতলা হল। যারা সিজারকে সম্মান জানাতে এসেছিল তারা মুখ কালো করে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। আসলে সাধারণ মানুষের চেহারা আর স্বভাব দুনিয়ায় সব দেশে সব কালেই একরকম। পম্পি বা সিজার তাদের জন্য কি করেছেন, কতটুকু করেছেন তা নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। যে যখন নিজের উচ্চাভিলাষ পূরণের পথে বাধা কেটে তরতর করে এগিয়ে যায় তাঁকেই মাথায় তুলে নাচে তারা, তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেয়, ফুল ছড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানায়।

দু'হাজার বছরের বেশি সময় ধরে রোমের বীর সেনাপতিরা এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিজেদের বাহিনী নিয়ে অভূতপূর্ব বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেছেন আর গড়ে তুলেছেন একের পর এক নতুন রাজ্য। পম্পি ছিলেন এমনই এক বীর সেনাপতি। দু'দিন আগেও দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যাকে রোমের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা বলে মানতেন। কিন্তু জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় হেরে গেছেন পম্পি, সিজার তাঁকে নিজ হাতে বধ করেছেন। আজকের ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নাম সে যুগে ছিল গল ও ব্রিটানি। দু'টি রাজ্যে রোমের শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে বহুদিন পরে জুলিয়াস সিজার বিজয়ীর গৌরব নিয়ে ফিরে আসছেন স্বদেশে।

কিন্তু পম্পি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেও তাঁকে সমর্থন করেন এমন প্রচুর লোক এখনও আছেন রোমে। জুলিয়াস সিজার তাঁদের কাছে শত্রু। এছাড়া আরেক দল রোমের সিংহাসনে বসলে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তাতে দেশ ও দেশের মানুষের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হবে না। সিজার-বিরোধী এই দ্বিতীয় দলে এমন কিছু পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী মানুষও আছে যাঁরা সিজারের পুরোনো বন্ধু। একসময় তাঁরা অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসতেন। মনে রাখতে হবে এই বুদ্ধিজীবী সিজার- বিরোধীদের অনেকেই ভাল যোদ্ধা, কিন্তু তাঁরা অনেকেই ভাবেন, সুযোগ পেলে আর আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তাঁরাও সিজারের মতই কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন। জুলিয়াস সিজারের ক্ষমতা যেভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে তাতে



এঁদের রাতের ঘুম বিদায় নিতে বসেছে দু'চোখ থেকে। সিজারকে তাই তারা সিংহাসনচ্যুত করতে একজোট হয়েছেন, সিজার-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত দেশের সাধারণ মানুষের মনে গড়ে তুলতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। রোমের সাধারণ মানুষকে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে চান। কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে এই ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানেন না সিজার। গোড়ায় ফ্লেভিয়াস আর মেরুলাস নামে যে দু'জন ট্রিবিউনকে দেখা গেছে তাঁরাও যে সিজার-বিরোধী তা তাঁদের কথাবার্তাতেই বোঝা গেছে।

জনতা সরে যেতে ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস তাঁর সহযোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেরুলাস, আপনি তাহলে ক্যাপিটলের দিকে যান।"

"তা যাচ্ছি," মেরুলাস বললেন, "সবাইকে তো বকুনি দিয়ে বাড়ি পাঠালেন, তারপর এখন আপনি কি করবেন?"

"শুনেছি কিছু লোক কাছেই কোথায় সিজারের মূর্তি বসিয়ে তাতে ফুলের মালা চড়িয়েছে," বললেন ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস, "মূর্তিটা খুঁজে বের করে আমি ওটা ভেঙে দিয়ে আসব।"

"বুঝে শুনে যা করার করবেন ফ্লেভিয়াস," ট্রিবিউন মেরুলাস বললেন, "আজ তো আবার লুপারকাল পরবের দিন, প্রচুর খানাপিনা হবে শহরে।"

"তা হোক," ফ্লেভিয়াস বললেন, "রোমের পথে ঘাটে কোথাও সিজারের মূর্তি চোখে পড়লেই আমি অ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব—এই আপনাকে বলে রাখছি। আপনিও তাই করবেন। সিজারকে সম্মান দেখানোর জন্য কোথাও সাজসজ্জার ব্যবস্থা চোখে পড়লেই টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন। এই জুলিয়াস সিজারের বড্ড বাড় বেড়েছে। ওর ক্ষমতা আরও বেড়ে ওঠার আগেই ওকে দমন করতে হবে, নয়ত ভবিষ্যতে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে।" বলতে বলতে দু'জনে দু'দিকে পা বাড়ালেন।

*　　　*　　　*

রোমের যে জায়গায় সভা সমিতি হয় সেখানে স্ত্রী কালফূর্নিয়া, মার্ক অ্যান্টনি, ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাসকা, সিসেরো ও ডেসিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে এলেন জুলিয়াস সিজার। এক বিশাল জনতা এল তাঁদের পেছন পেছন। জনতার মধ্যে আছেন দুই ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস ও মেরুলাস। আর আছেন জনৈক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা জ্যোতিষী।

"কালফূর্নিয়া!" স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন সিজার, "তুমি অ্যান্টনির যাবার পথে সোজাসুজি দাঁড়াও! আর অ্যান্টনি! তুমি এগিয়ে যাবার সময় মনে করে



কালফূর্নিয়াকে একবার হাত দিয়ে ছুঁতে ভুলো না।" মার্ক অ্যান্টনি আর কালফূর্নিয়া সিজারের কথার মানে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

"বুঝতে পারছ না?" মৃদু হেসে সিজার বললেন, "আগের দিনের লোকেরা বলেন, লুপারকল উৎসবের দিন কোনও সুপুরুষ যোদ্ধা বাঁজা কোনও মেয়েমানুষকে একবার যদি ছোঁয় তাহলে তার নির্ঘাৎ ছেলে হবে।"

"আপনার কথা আমি নিশ্চয়ই রাখব, সিজার!" বললেন অ্যান্টনি।

"সিজার?" ভিড়ের মধ্যে থেকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা জ্যোতিষী চেঁচিয়ে উঠল, "আইড্স অফ মার্চ দিনটা (মার্চ মাসের ১৫ তারিখ) আপনার পক্ষে খুব খারাপ দেখতে পাচ্ছি। ঐ দিনটা থেকে আগে থেকে সাবধান হন!"

"লোকটা কে?" জানতে চাইলেন সিজার।

"ও একজন জ্যোতিষী", ব্রুটাস বললেন, "বলছে আইড্স অফ মার্চ দিনটা আপনার পক্ষে খুব খারাপ। ঐ দিনটা থেকে তাই ও আগে থেকে আপনাকে সাবধান হতে বলছে।"

"লোকটাকে একবার নিয়ে এসো তো আমার সামনে," সিজার বললেন, "ওর মুখখানা একবার দেখি।" তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ক্যাসকা ভিড়ের মধ্যে থেকে সেই জ্যোতিষীকে টানতে টানতে সিজারের সামনে নিয়ে এল।

"তুমি জ্যোতিষী?" সিজার বললেন, "খানিক আগে তুমি আমায় কি বলছিলে, আরেকবার বলো তো!"

"আজ্ঞে আমি দেখতে পাচ্ছি আইডস অফ মার্চ দিনটা আপনার পক্ষে খুব খারাপ, তাই ঐ দিনটা সম্পর্কে আগে থেকে হুঁশিয়ার হতে বলছিলাম।"

খুঁটিয়ে লোকটির মুখখানা দেখে সিজার বললেন, "ও নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে। আচ্ছা, আমি এখন তাহলে যাচ্ছি, তার আগে বলে রাখছি উৎসবের কোনও অঙ্গ যেন বাদ না যায়।"

কথা শেষ করে স্ত্রী কালফূর্নিয়া আর মার্ক অ্যান্টনিকে সঙ্গে নিয়ে সিজার সেখান থেকে অন্যদিকে এগোলেন। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে সিজার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

"কি হল, ব্রুটাস," ক্যাসিয়াস তাকালেন ব্রুটাসের দিকে, "যাও উৎসবের বাকিটুকু দেখে এসো।"

"না, থাক!" নিস্পৃহ গলায় বললেন ব্রুটাস, "উৎসবের হৈচৈ, খেলাধুলো, এসব অ্যান্টনির ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমি তো ওর মত নই। তা তুমি কি



বলতে চাও এই বেলা বলে দাও ক্যাসিয়াস। শুধু শুধু চেপে রেখে আমার কৌতূহল বাড়িও না। আমি এবার বাড়ি যাব।"

"আচ্ছা আমায় দেখলে তুমি আজকাল এত গম্ভীর হয়ে যাও কেন বলো তো?" কাতর শোনাল ক্যাসিয়াসের গলা, "বেশ লক্ষ করছি আমার ওপর আর তোমার আগের স্নেহ-ভালবাসা নেই। এর কারণ কি অনুগ্রহ করে বলবে?"

"তোমায় দেখলে গম্ভীর হয়ে যাই!" ক্যাসিয়াসের কথা শুনে অবাক হলেন ব্রুটাস, "তুমি নিশ্চয়ই আমায় ভুল বুঝেছো, ক্যাসিয়াস। তোমায় দেখলে আমার গম্ভীর হবার মত কোনও কারণ এখনও ঘটেনি। আসলে কোনও কারণে আমার মনে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, আর সেই দ্বন্দ্বে আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। এই কারণেই আমার মন সবসময় এমন ব্যস্ত থাকে যে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে যেটুকু ভদ্রতা দেখানো দরকার তা দেখাতে পারি না।"

মনের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, আর সেই দ্বন্দ্বে ব্রুটাস কি ক্ষতবিক্ষত? এ যে মেঘ না চাইতেই জল! ক্যাসিয়াস দেখলেন তিনি যে প্রসঙ্গে কথা বলতে চান ব্রুটাস নিজেই তার পথ তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি আচমকা বললেন, "আচ্ছা ব্রুটাস, তুমি নিজে নিজের মুখ দেখতে পাও?"

"কি করে দেখব?" হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস, "আয়না ছাড়া কি নিজের মুখ দেখা যায়?"

"এতক্ষণে একটা স্পষ্ট খাঁটি কথা বলেছো।" ক্যাসিয়াস সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন, "এমন কোন আয়না তোমার কাছে নেই যার বুকে তোমার ভেতরের যাবতীয় যোগ্যতা আর গুণাবলী ফুটে উঠবে তোমার চোখের সামনে। আমি নিজের কানে শুনেছি, একমাত্র স্বয়ং সিজার ছাড়া রোমের অনেক নামী মানুষের মুখে ব্রুটাসের নাম প্রায়ই শোনা যায়। তাঁরা সবাই মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার। মহান ব্রুটাস একবার নিজের চোখ দিয়ে নিজের পানে তাকান এটা তাঁরা সবাই চান।" ব্রুটাসের মন জয় করার জন্যই যে ক্যাসিয়াস এসব বলছেন তা আলাদা করে বলার দরকার নেই।

"তুমি কি বলতে চাও মুখ ফুটে বলো তো ক্যাসিয়াস!" ব্রুটাস বললেন, "কেন তুমি আমার নিজের যাবতীয় গুণের দিকে তাকাতে বলছ?"

"তাহলে শোনো ব্রুটাস!" ক্যাসিয়াস বললেন, "এবার থেকে আমি হব তোমার সেই আয়না যার কাঁচে এবার থেকে নিজের এমন অনেক গুণ তুমি দেখতে পাবে—যার অস্তিত্বের কথা তো তোমার নিজের জানা নেই।" তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের আনন্দ, কোলাহল আর জয়ধবনি ভেসে এল।



"ও কিসের জয়ধ্বনি?" বলে উঠলেন ব্রুটাস, "সবাই মিলে সিজারকে রাজা করে দিল নাকি?"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সিজার রাজা হলে তোমায় আপত্তি আছে?" ব্রুটাসকে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলেন না ক্যাসিয়াস।

"নিশ্চয়ই আপত্তি আছে, ক্যাসিয়াস।" ব্রুটাস বললেন, "তবে সেইসঙ্গে এটাও জেনে রেখো যে আমি সিজারকে খুবই ভালবাসি। কিন্তু আবার জানতে চাইছি তুমি সত্যি সত্যি আমায় কি বলতে চাও? রোমের মানুষের কল্যাণ হয় এমন কিছু আমাকে বলতে চাইলে নির্ভয়ে মন খুলে বলতে পারো। এ-ও জেনো সে কথার সঙ্গে সম্মান আর মৃত্যু যদি জড়িত থাকে তাহলে তাদের দু'টোর একটা নিয়েও আমি মাথা ঘামাবো না।"

"যাক, এতক্ষণে তাহলে তুমি আমার বক্তব্যের কিছুটা আঁচ করতে পেরেছো," ক্যাসিয়াস বললেন, "তুমি ঠিকই ধরেছো ব্রুটাস! আমি যা বলতে চাই তার সঙ্গে রোম আর তার বাসিন্দাদের কল্যাণ আর মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। ভাল করে ভেবে দ্যাখো, তুমি, আমি আমরা দু'জনে সবাই স্বাধীন। ছোটবেলা থেকে যা খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি সিজার নিজেও এতদিন তাই খেয়ে এসেছে। আমাদের দেহে তার চেয়ে শক্তি বেশি ছাড়া কম নেই। এই তো সেদিনের কথা—ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে পাগলের মত ফুঁসে উঠেছে টাইবার নদী, সিজার আমায় বলল, 'ঐ নদীতে সাঁতার কাটার সাহস তোমার আছে?' তার কথার জবাব না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীর জলে, আমার দেখাদেখি সিজার নিজেও জলে নামল। বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটছি দু'জনে, তার খানিক বাদেই সিজারের কান্না জড়ানো গলা কানে এল, 'ক্যাসিয়াস আমি ডুবে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাও!' সেদিন আমি তুলে না আনলে সিজার তলিয়ে যেত টাইবারের অতলে। সেই সিজার পম্পিকে হারিয়ে আজ রোমের মানুষের চোখে হয়ে উঠেছে দেবতা! আর যে তাকে একদিন প্রাণে বাঁচিয়েছিল সেই আমি ক্যাসিয়াস যে হতভাগা ছিলাম সেই হতভাগাই রয়ে গেছি। সিজার যা বলে বেড়াচ্ছে রোমের মানুষের কাছে তাই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেবতার বাণী। তুমি কি জানো সিজারের মৃগী রোগ আছে? স্পেনে থাকার সময় আমি নিজের চোখে দেখেছি প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যে মৃগীরোগের তাড়নায় তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন আর তাঁর গোটা শরীরটা কাঁপছে থরথর করে! সেই লোক কী করে এমন প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তাই ভেবেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি।"

ক্যাসিয়াসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কাছে আবার সিজারের নামে জনতার জয়ধ্বনি হল।



"রোমের নাগরিকেরা হয়ত তাদের সিজারকে নতুন কোনও সম্মানে ভূষিত করছে" ব্রুটাসের গলায় আশংকা ফুটল, "আজ তাই এভাবে বারবার তাঁর নামে জয়ধবনি দিচ্ছে তারা।"

"সম্মান দেবার কথা বলছ ব্রুটাস?" ক্যাসিয়াস বললেন, "নাগরিকদের দেয়া সম্মান নেবার মত মানুষ এই মুহূর্তে রোমে সিজার ছাড়া আর আছে কে? শুধু এই একটি লোক বিস্ময়করভাবে গোটা দেশ শাসন করছে এমনটা আগে কখনও ঘটেনি। ভেবে দেখ, সিজারের মধ্যে এমন কী আছে যা তোমার মধ্যে নেই? তুমি কি জানো ব্রুটাস নামে তোমার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন যার বীরত্ব আর দেশপ্রেম ছিল অতুলনীয়। দেশের সম্মান রক্ষা করতে শয়তানের সঙ্গে লড়তেও তিনি এতটুকু ভয় পেতেন না। জানো তাঁর কথা? সেই রোমে আজ সিজার রাজা হতে চলেছেন আর তুমি ব্রুটাস যেমন আছো তেমনই এক অখ্যাত রোম্যান হয়েই টিকে থাকবে। আমার একটাই প্রশ্ন, এসব কেন ঘটল? এসব কেন চলতে দেয়া হবে?"

"তোমার মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি," ক্যাসিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললেন ব্রুটাস। "আমায় দিয়ে তুমি কি করাতে চাইছো তাও কিছুটা আঁচ করতে পারছি। কিন্তু এ বিষয়ে এখন আমি একটি কথাও বলব না, আমার যা বলার তা পরে তোমায় বলব। আমার ভালবাসা নিয়ে তুমি এবার বাড়ি যাও, আজ যা বললে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে আমরা পরে একদিন মিলিত হব।"

ব্রুটাসের কথা শেষ হতে সিজার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস —ভুরু কুঁচকে দু'জনের দিকে তাকালেন সিজার। তারপর গলা চড়িয়ে মার্ক অ্যান্টনির নাম ধরে ডাকলেন, "মার্কাস অ্যান্টনিয়াস!"

"বলুন সিজার!" সিজার ডাকছেন শুনে মার্ক অ্যান্টনি অনুগত ভৃত্যের মত এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

"রাতে শান্তিতে ঘুমোয় এমন কয়েকজন মোটামোটা সরল স্বভাবের লোককে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তো। দেখো তারা যেন ঐ ক্যাসিয়াসের মত রোগা-পট্‌কা না হয়। ক্যাসিয়াসের শরীর যেমন হাড় জিরজিরে, তেমনই ওর কোটরে বসা দু'চোখের চাউনিও বড্ড তীক্ষ্ম আর ধারালো। বড্ড চিন্তা-ভাবনা করে ক্যাসিয়াস। ভেবে ভেবে মাথা ঘামায়। এসব লোক বড্ড ক্ষতিকারক আর বিপজ্জনক হয়।"

"না সিজার!" অ্যান্টনি বললেন, "ওঁকে ভয় করার কোন কারণ নেই। দেখতে বড্ড রোগা হলেও ক্যাসিয়াস অতি সজ্জন এবং মহৎ রোমান।"



"না, অ্যান্টনি!" সিজার বললেন, "আবারও বলছি ক্যাসিয়াস মোটাসোটা হলে ভাল হত। মনে রেখো ও প্রচুর পড়াশোনা করে। তাছাড়া যে কোনো বিষয় বিশদভাবে খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা ওর আছে। তোমার মত ও খেলাধুলো ভালবাসে না, গানবাজনা শোনে না, এমন কি প্রাণখুলে হাসে না। যারা সহজভাবে হাসে তাদের ও ঘেন্না করে। এসব লোক নিজের পরিচিত লোকেদের যখন তার চেয়ে বড় হতে দেখে তখন এরা হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরে। এদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে থাকা উচিত। কিন্তু তাই বলে আমি ওকে ভয় পাই এটা যেন ভেবো না। আমি সিজার, তাই আমি তাকে ভয় পাই না।"

অ্যান্টনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিজার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। ক্যাসিয়াসের কনিষ্ঠ সঙ্গীদের একজন হল ক্যাসকা। তার মুখ থেকে ব্রুটাস শুনলেন অ্যান্টনি জনতার সামনে একটা রাজমুকুট সিজারের মাথায় পরিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিজার তিনবারই তার হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন। সিজার রাজমুকুট পরতে চান না দেখে জনতা ধরে নেয় যে রাজা হবার বাসনা তাঁর নেই। তাই আনন্দে তারা সিজারের নামে বারবার জয়ধ্বনি দেয়। তবে ক্যাসকা এ-ও বলল যে তার মনে হচ্ছিল শুধু জনতার চোখে মহৎ হয়ে উঠতে চান বলেই সিজার অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঐ রাজমুকুট বারবার ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন। নয়ত রাজমুকুট মাথায় পরার সাধ তাঁর পুরোপুরি ছিল। পরতে পারলে তিনি সত্যিই খুশি হতেন। ক্যাসিয়াস একথায় সায় দিলেন।

ক্যাসিয়াস সে রাতে ক্যাসকা সমেত তাঁর মতের সমর্থক আরও কয়েকজনকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে এনে গোপনে অনেক আলোচনা করলেন। এইভাবে শুরু হল সিজারকে ক্ষমতচ্যুত করার ষড়যন্ত্র। বহুবছর হল রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে রোমের মানুষ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, জনগণের শাসন কায়েম হয়েছে রোমে। একের পর এক যুদ্ধ জিতে আর একেকটি দেশ দখল করে সিজারের উচ্চাশা ক্রমেই আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছে। মাথায় রাজমুকুট না পড়লেও তিনি যে রাজা হতে চান আজ আর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু রোমের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ কোন মতেই দেশে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে দেবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ক্যাসিয়াস সবাইকে নিয়ে এলেন ব্রুটাসের বাড়িতে। ক্যাসিয়াস যে লোক হিসেবে আদৌ সুবিধের নন রোমের মানুষ জানে। তাঁকে চিনতে ভুল করেননি সিজার। কিন্তু ব্রুটাস একে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ, তার ওপর সিজার ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যথেষ্ট ভালবাসেন। এমন একজন মানুষকে



বুঝিয়ে দলে নিতে না পারলে ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে পরিণত করা যাবে না। তাই সবার সামনে ক্যাসিয়াস মাতৃভূমি রোমের নামে ব্রুটাসের সহযোগিতা চাইলেন। রোমের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দরকার হলে নাগরিকদের সবাইকে অসিমূলে মৃত্যুবরণ করতে হবে—একথা নাটকীয় ঢং-এ জোর গলায় বললেন ক্যাসিয়াস।

ব্রুটাস জানালেন, রাতের বেলা কে বা কারা খোলা জানালা দিয়ে তাঁর ঘরে অসংখ্য চিঠি ফেলে দিয়ে গেছে। ঐ সব চিঠিতে লেখা, রোমের নাগরিকেরা সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর সেইসঙ্গে সিজারের উচ্চাভিলাষ যে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে তা-ও উল্লেখ করা হয়েছে ঐসব চিঠিতে। ব্রুটাস জানালেন, রোমের মানুষ যে তাঁকে সত্যিই এতটা ভালবাসে তা তিনি আগে জানতে পারেন নি। ব্রুটাসের মুখে ঐ ঘটনা শুনে মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন ক্যাসিয়াস। কারণ বুদ্ধিটা তাঁরই। বিভিন্ন লোককে দিয়ে ব্রুটাসের নামে অনেকগুলো চিঠি লিখিয়ে তিনি নিজেই ওগুলো আগের দিন রাতের বেলায় খোলা জানালা দিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর ঘরে। সেসব চিঠি পড়ার পরে ব্রুটাসের মন পাল্টে গেছে। সিজারের বিরোধিতা দানা বাঁধতে শুরু করেছে তাঁর মনে।

ক্যাসিয়াসের উদ্দেশ্য সফল হল, সিজারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে তিনিও তাঁদের সঙ্গে আছেন ও নানাভাবে সাহায্য করবেন একথা মুখ ফুটে বললেন ব্রুটাস। তিনি খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করলেন, সিজারের চেয়ে রোম তাঁর কাছে অনেক বড়। নিজের উচ্চাশা পূরণের স্বার্থে সিজার যদি রোমের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চান তাহলে সিজারকে উৎখাত করতে তিনিও পিছু হঠবেন না।

কিভাবে সিজারকে ক্ষমতাচ্যুত ও উৎখাত করা যায় এ নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা ও মতবিনিময় করলেন সবাই। সিজারকে সরাতে হলে তাঁকে হত্যা করা ছাড়া অন্য পথ নেই—এক সময় এ বিষয়ে একমত হলেন সবাই। রোমের সৈন্যবাহিনী সিজারের হাতে। তিনি এই মুহূর্তে দেশের প্রধান সেনাপতি। তার ওপর দেশের মানুষেরা এখনও প্রায় সবাই তাঁকে সমর্থন করে। এই অবস্থায় স্বার্থের সংঘাত শুরু হলে যুদ্ধ অনিবার্য, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। আর যুদ্ধ একবার শুরু হলে ক্যাসিয়াস আর তাঁর সহযোগীরা সবাই রোমের সৈন্যবাহিনীর হাতে কচুকাটা হবে। তাই যুদ্ধ বাঁধার আগেভাগেই সিজারকে বধ করতে হবে। এছাড়া অন্য পথ খোলা নেই।

* * *

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল ১৫ই মার্চ। রোমের আইনসভা সেনেটের মাননীয়



সদস্যরা ঐ দিন বিশেষ এক অধিবেশন ডেকেছেন, আর সেই অধিবেশনে যোগ দিতে জুলিয়াস সিজারকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সিজারের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে রোমে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চান—এমন একটা কানাঘুঁষো চারপাশে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে রোমের জনতার কাছে সুনাম কেনার জন্য সিজার বারবার তিনবার যে রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বটে, তবে সেনেটের সদস্যরা তাঁর মাথায় সে মুকুট পরালে তিনি তা ফিরিয়ে না দিয়ে সানন্দে ধারণ করবেন, কানাঘুঁষায় এ-ও শোনা যাচ্ছে। সিজারকে খতম করতে যারা জোট বেঁধেছে সেই ক্যাসিয়াস-ব্রুটাস-ক্যাসকা চক্র চুপ করে বসে নেই। সিজার মাথায় রাজমুকুট পরার আগেই তারা ঐদিন সেনেটের ভেতরেই তাঁকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে।

আগের দিন রাতে ঘুমের ঘোরে বারবার দুঃস্বপ্ন দেখেছেন সিজারের স্ত্রী কালফুর্নিয়া। শুধু সেনেটে যাওয়া নয়, ঐদিন বাড়ি থেকেই বেরোতে স্বামীকে বারবার মানা করেছেন তিনি।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ করতে করতে যাঁর জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় লেগেছে সেই বীর জুলিয়াস সিজার কিন্তু দুঃস্বপ্নে বিশ্বাস করলেন না। তাঁর মতে যারা ভীরু কাপুরুষ, ভয়ের চোটে বহুবার তাদের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু যে সাহসী, জীবনে মৃত্যুর স্বাদ সে মাত্র একবারই পায়। তবু প্রিয়তমা স্ত্রী-র কাতর মিনতি তাঁকে টলিয়ে দিল! সিজার একবার ভাবলেন, যাক আজকের দিনটা না হয় কালফুর্নিয়ার ইচ্ছে মত বাড়িতেই কাটাব। সেনেটে গিয়ে কাজ নেই। সিজার আমন্ত্রণ পেয়েও আজ সেনেটে যাবেন না, এখবর পৌঁছে গেল ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে। তারা দেখল সিজার সত্যিই সেনেটে না গেলে তাদের এতদিনের মতলবটাই পণ্ড হবে! ষড়যন্ত্রকারীদের একজনের নাম ডেসিয়াস ব্রুটাস। সিজারকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেনেটে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাকেই দিলেন ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াসের নির্দেশ মেনে সিজারের বাড়িতে এসে হাজির হল ডেসিয়াস ব্রুটাস, সিজার তাকে বললেন, তাঁর স্ত্রী কালফুর্নিয়া রাতে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তাই তিনি সেনেটে যাবেন না স্থির করেছেন।

"আপনার স্ত্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন?" জানতে চাইল ডেসিয়াস ব্রুটাস, " স্বপ্নের বিবরণটা শোনাবেন?"

"নিশ্চয়ই শোনাব", সিজার বললেন, "আমার স্ত্রী কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছেন আমার প্রতিমূর্তির মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোচ্ছে আর কিন্তু প্রভাবশালী বিখ্যাত রোমান নাগরিকরা হাসিমুখে সেই রক্তে নিজেদের হাত ধুচ্ছেন। এই



,দুঃস্বপ্নকে আমার স্ত্রী আমার জীবন সংকটের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন যাতে আজ আমি বাড়ি থেকে না বেরোই"।

"আপনার স্ত্রী-র প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল রেখেই বলছি সিজার," বলল ডেসিয়াস ব্রুটাস, "আমার মতে তিনি ঐ স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। সিজার মনে রাখবেন আপনার স্ত্রী ঘুমের ঘোরে যে স্বপ্ন দেখেছেন তা সবদিক থেকেই শুভ এবং আপনার সৌভাগ্যের ইঙ্গিতই বহন করছে।। আপনার প্রতিমূর্তির মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোচ্ছে আর কিছু বিখ্যাত রোমান নাগরিক সেই রক্তে হাত ধুচ্ছেন— এই স্বপ্নের সারমর্ম হল বিভিন্ন দেশের রক্ত সংগ্রহ করে আপনি রোমের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। আর এ কাজে রোমের বহু বিখ্যাত নাগরিক আপনাকে সহায়তা করবেন। এমন একটি সুলক্ষণযুক্ত স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন ভেবে কেন ভুল করছেন আপনি?"

"তুমি তাহলে আমার স্ত্রী-র স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করলে ডেসিয়াস?" সিজার বললেন "সত্যিই আমি ত ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখিনি।"

"আমার কথা শুনুন, সিজার", বলল ডেসিয়াস, "মনে রাখবেন সেনেটের সদস্যরা আপনার মাথায় রাজমুকুট পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই অবস্থায় আপনি যদি আজ সেনেটে না যান তাহলে হয়ত এ বিষয়ে ওঁদের মত ও সিদ্ধান্তে পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া স্ত্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন বলে সিজার আজ সেনেটে যাবেন না একথা সেনেটের সদস্যদের কানে একবার পৌঁছালে আপনি যে ওঁদের চোখে উপহাসের পাত্র হবেন তা ভুলে যাচ্ছেন কেন? ওঁরা যে আপনাকে কাপুরুষ বলে ভাববে তাতে কি কোনও সন্দেহ আছে?"

"কালফুর্নিয়া", স্ত্রীর নামটি ভাবলেন সিজার, "দুঃস্বপ্ন সম্পর্কে তোমার ভয় যে অমূলক সে বিষয়ে আর এতটুকু সন্দেহ নেই আমার মনে। আমার সেনেটে যাবার উপযুক্ত পোষাক এক্ষুণি বের করে দাও।" ডেসিয়াস ব্রুটাস চলে যাবার আগেই একে একে ভেতরে ঢুকলেন ব্রুটাস, ক্যাসকা, সিন্না, মেটেলাস, লিগারিয়াস, ট্রেবনিয়াস ও ক্যাবলিয়াস।

"কি আশ্চর্য!" সিজার অবাক হয়ে বললেন, "তোমরা সবাই একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছো আমার বাড়িতে? সুপ্রভাত ক্যাসকা, কায়াস লিগরিয়াস।" ঠিক তখনই মার্ক অ্যান্টনি এসে হাজির হলেন সেখানে।

"সুপ্রভাত অ্যান্টনি!" সিজার হেসে বললেন, "বেশি রাত পর্যন্ত আনন্দ ফূর্তি করে তুমিও এই সাতসকালে এসে হাজির হয়েছেন?"

"সুপ্রভাত সিজার", হাসিমুখে সিজারকে অভিবাদন জানালেন অ্যান্টনি।

"বন্ধুরা!" একে একে করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সিজার বললেন,



"চলো ভেতরে গিয়ে আমার সঙ্গে কিছু মদ্যপান করবে, তারপরে আমরা সবাই একসঙ্গে রওনা হব সেনেটের দিকে।"

এদিকে সিজারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা আর্তেমিদোরাস নামে এক গ্রিক অধ্যাপক জানতে পেরেছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের নাম উল্লেখ করে সিজারকে একটি চিঠি লিখলেন তিনি। সিজার যেখান দিয়ে সেনেটে ঢুকবেন চিঠিখানা হাতে নিয়ে সেইখানে এক ধারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক'দিন আগে যে জ্যোতিষী সিজারকে মার্চ মাসের ১৫ তারিখ সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করেছিলেন তিনিও এসে দাঁড়ালেন গ্রিক অধ্যাপকের কাছেই।

কিছুক্ষণ পরে ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাসকা আর তাদের সঙ্গীদের নিয়ে সিজার এসে পৌঁছোলেন সেখানে। সেদিনের সেই জ্যোতিষীকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন," কি হে! আজই ত যেন মার্চ মাসের ১৫ তারিখ! দিনটা ত এসে গেছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ সিজার," সিজারের প্রখর আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করে জ্যোতিষী বললেন, " আজই সেই তারিখ বটে, তবে দিন তো সবে শুরু হয়েছে, এখনও শেষ হয়নি।" জ্যোতিষীর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে সিজার এগোতে যাবেন এমন সময় অধ্যাপক আর্তেমিদোরাস তাঁর লেখা চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হে সিজার! অনুগ্রহ করে আমার এই আবেদনটুকু পড়ুন।" ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম মেটেলাস ট্রেবনিয়াসও একটি আবেদন বাড়িয়ে দিল সিজারের দিকে। ট্রবনিয়াসের আবেদনটিই ডেসিয়াস ব্রুটাস পড়ে দেখতে সিজারকে অনুরোধ করল। তাই দেখে ঘাবড়ে গেলেন গ্রিক অধ্যাপক। বললেন, "সিজার! আমার আবেদনের সঙ্গে সিজারের স্বার্থ অনেকখানি জড়িত। তাই ওটা আগে পড়ুন"।

"না", সিজার বললেন, "আপনার আবেদনে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের উল্লেখ থাকলে তা পড়ব সবার শেষে।"

"দেরি করলেন না সিজার! অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে বললেন", "অনুগ্রহ করে ওটা এখনই পড়ুন।"

"লোকটার মাথা সুস্থ আছে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। শুনুন, আপনাকে বলেছি," গ্রিক অধ্যাপক আর্তেমিদোরাসকে বললেন সিজার, "এখানে রাস্তার মাঝখানে নয়। আমায় দেবার মত কোনও আবেদন থাকলে পারিষদে আসুন।"

সবাইকে নিয়ে সিজার সেনেটে ঢুকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু মার্ক অ্যান্টনি। ক্যাসিয়াসের সঙ্গি ট্রেবোনিয়াস তাঁকে কৌশলে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।



ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের পরিকল্পিত পাথে এগোল। সিনেটের মেটেলাস সিজার প্রথমে নতজানু হয়ে বসে দু'হাত জোড় করে বলল, "সিজার দয়া করে আমায় নির্বাসিত ভাইকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি দিন।"

"তোমার ভাই অপরাধ করেছিল মেটেলাস।" সিজার বললেন, "বিচারে তার উপযুক্ত সাজা হয়েছে। সে সাজা মুকুব করার পক্ষে যেমন যুক্তি নেই তেমনি তা তুলে নেবার অধিকারও আমার নেই। দেশের আইন-কানুন নিয়ে ত ছেলেখেলা করা যায় না।"

"মেটেলাসের ভাই পাইলিয়াসকে যদি মুক্তি দেন তো খুবই ভালো হয় সিজার!" বলে ব্রুটাস এগিয়ে এসে সিজারের হাতে চুম্বন করলেন। ব্রুটাসের মতো ন্যায়পরায়ণ লোক এমন অন্যায় অনুরোধ করবেন তা স্বপ্নেও ভাবেননি সিজার। ব্রুটাসের পরে এবার একই অনুরোধ নিয়ে এগিয়ে এলেন ক্যাসিয়াস। কিন্তু সিজার তাঁকেও একই জবাব দিলেন। বললেন, তিনি নিজে যেমন কাউকে অনুনয় করতে পারেন না তেমনই অন্যদের অনুরোধও গ্রাহ্য করবেন না। তাই তাঁরা অন্যায় বললেও পাইলিয়াসের নির্বাসনদণ্ড তিনি রদ করতে পারবেন না।

"হে মহান সিজার!" বলে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু সিজার তাতে এতটুকু নরম হলেন না। এবার ষড়যন্ত্রকারীদের ভেতর থেকে এগিয়ে এল ক্যাসকা, কোনও চিন্তা-ভাবনা না করে তার কোমর থেকে ধারালো ছুরি বের করেই আমূল বসিয়ে দিল সিজারের বাঁ কাঁধে। চমকে আসন থেকে উঠে দাড়ালেন সিজার, রক্তে তখন তাঁর সাদা অলংকার লাল হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে দেখলেন সকালবেলা যারা তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাসিমুখে অভিবাদন জানিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের হাতের মুঠোয় ধরা ছুরি, চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে সীমাহীন ঘৃণা আর আক্রোশ!

ক্যাসিয়াস, সিন্না, মেটেলাস সিজার, ট্রেবোনিয়াস, ডেসিয়াস, ব্রুটাস, লাইগোরিয়াস সবাই এক এক করে এগিয়ে এসে তাঁর দেহে ছুরি বসাল।

রক্তঝরা দেহে আহত সিজার টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন বন্ধু ব্রুটাসের দিকে। ব্রুটাস তাঁর ছুরি আগেই বের করেছিলেন। সেই চরম মুহূর্তে তার বিবেক যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, দু'চোখ বুজে নিজেকে সামলে হাতে ধরা ছুরি তিনি বসিয়ে দিলেন সিজারের বুকে।

"ব্রুটাস! তুমিও?" আর্তনাদের সুরে শুধু এই দুটো কথাই বেরিয়ে এল সিজারের মুখ থেকে। তারপরেই তিনি রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন সেনেটের কঠিন মেঝেতে।



"স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!" সব ক'জন ষড়যন্ত্রকারী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। "রোমের স্বাধীনতা রক্ষা পেয়েছে! অত্যাচারী ক্ষমতালোভীর মৃত্যু ঘটেছে। তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে একথা জোরালো গলায় ঘোষণা করো!"

সেনেট থেকে বেরিয়ে এবার ষড়যন্ত্রকারীরা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। রোমের মানুষের মন যিনি সহজে জয় করেছিলেন সেই জুলিয়াস সিজারকে কেন তাঁরা হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন এবার তা ব্যাখ্যা করার পালা। রোমের নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই যে একাজ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন—সেকথা তাঁদের সহজ ভাষায় বোঝাতে হবে। সিজারকে বধ করার আগেই ট্রেবোনিয়াস তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু মার্ক অ্যাণ্টনিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পাশ থেকে। সেখানে সিজার খুন হবার খবর অ্যাণ্টনির কানে এল, পাছে সিজারের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকেও খুন করে এই ভয়ে মার্ক অ্যাণ্টনি পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে। সোজা এসে ঢুকলেন নিজের বাড়িতে।

মার্ক অ্যাণ্টনি বুদ্ধিমান অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি লোক মারফত খবর পাঠালেন ব্রুটাসকে। তিনি ব্রুটাস আর তাঁর সঙ্গিদের কথামত চলবেন, অতএব ব্রুটাসের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হোক—অ্যাণ্টনির লোক এটাই বোঝালেন ব্রুটাসকে।

অ্যাণ্টনি ছিলেন সিজারের বিশ্বস্ত বন্ধু, ব্রুটাসকে তাঁর সঙ্গিরা বোঝালো বেঁচে থাকলে পরে অ্যাস্টনি কোনও ঝামেলা বাধাতে পারেন। তাই আগেভাগে তাঁকেও সিজারের মতই খতম করা উচিত।

"না, তা কখনোই হতে পারে না!" আপত্তি করলেন ব্রুটাস, "সিজার বেঁচে থাকতে হয়ত অ্যাণ্টনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন! কিন্তু তিনি ত সামান্য লোক, তাঁকে ভয় করার মত কোনও ঘটনা ঘটেনি। মিছিমিছি রক্তপাত ঘটালে রোমের জন জনসাধারণ ক্ষেপে যেতে পারে।" বলেই তাকালেন অ্যাণ্টনির পাঠানো লোকের দিকে, হাসিমুখে বললেন, "তোমার প্রভুকে বোলো তিনি স্বচ্ছন্দে ব্রুটাসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। ব্রুটাস বা তাঁর সঙ্গিদের দিক থেকে তাঁর কোনওরকম আশংকা নেই।"

ব্রুটাসের মনোভাব জানতে পেরে মার্ক অ্যাণ্টনি দেরি না করে গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। ব্রুটাস বন্ধুর মতই তাঁকে বসালেন, তারপরে সিজারের প্রসঙ্গ উঠতে জানালেন কেন তাঁকে চিরতরে সরিয়ে দেবার দরকার হয়েছিল তা পরে সময় মত বুঝিয়ে বলবেন।


"সিজারের মৃতদেহ আমার হাতে দিন," ব্রুটাসকে অনুরোধ করলেন অ্যান্টনি, আমি তা সমাধিস্থ করব। তার আগে সিজারের কীর্তি সম্পর্কে রোমের জনসাধারণের কাছে কিছু বলব, এতে তাঁর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।"

ব্রুটাসের সঙ্গে অ্যান্টনির এসব কথাবার্তা খুঁটিয়ে মন দিয়ে শুনলেন ক্যাসিয়াস। ব্রুটাসের গা ঘেঁসে বসেছিলেন তিনি। অ্যান্টনির প্রস্তাব শুনে তিনি ব্রুটাসকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে চড়া গলায় বললেন, "হুশিয়ার, ব্রুটাস, সিজারকে সমাধি দেবার আগে অ্যান্টনি যদি জনতার সামনে কিছু বলতে চায় ত তাতে রাজি হয়ো না।"

"কেন, এর মধ্যে ভয়ের কি দেখছো তুমি?" পাল্টা প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস কেন ভয় পাচ্ছেন বুঝতে পারলেন না তিনি।

"রোমের সাধারণ মানুষকে তোমায় চিনতে এখনও বাকি আছে ব্রুটাস," অ্যান্টনির কান বাঁচিয়ে চড়া গলায় বললেন ক্যাসিয়াস,"তারা সিজারকে ভালবাসে। অ্যান্টনির ভাষা শুনে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে।"

"না ক্যাসিয়াস," ব্রুটাসও একই রকম চড়াগলায় জবাব দিলেন। "অ্যান্টনিকে সে সুযোগ আমি দেব না। সবার আগে আমি সিজারকে হত্যা করার প্রয়োজন জনতাকে বোঝাব, তারপরে অ্যান্টনি আমার অনুমতি নিয়ে যা বলার বলবে। সে উত্তেজনামূলক কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে আমি তার প্রতিবাদ করব।"

"কি হবে জানি না", কাসিয়াস বললেন "তবে ব্যাপারটা আমার মোটেও ভাল লাগছে না।"

"মার্ক অ্যান্টনি," ব্রুটাস সরে এসে অ্যান্টনিকে বললেন, তুমি সিজারের মৃতদেহ সমাধি দেবার জন্য এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো, সিজারের গুণাবলী সম্পর্কে কিছু বলার থাকলে জনতার সামনে তা বলতেও পারো। তবে আমার কথা বলা শেষ হলে তবেই তুমি যা বলার বলবে।"

"তাই হবে," বললেন অ্যান্টনি, "এর বেশি আর কিছু আমার চাইবার নেই।"

"তাহলে আমার পেছন পেছন সিজারের মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হও," বলে ব্রুটাস ক্যাসিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সিজারের মৃতদেহ মার্ক অ্যান্টনি নিয়ে এলেন রোমের ফোরাম-এ—শহরের মাঝখানে একটি খোলামেলা জায়গা, কারও ভাষণ শুনতে বা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে রোমের নাগরিকরা সেখানে এসে মিলিত হতেন। অ্যান্টনি সিজারের মৃতদেহ ফোরাম-এ নিয়ে এসে রাখার পরে রোমের সাধারণ মানুষ যারা তাঁকে



ভালবাসতেন তারা দলে দলে এসে ভিড় জমাল সেখানে। ভিড় জমে উঠেছে দেখে এগিয়ে এলেন ব্রুটাস, জনতার সামনে দাঁড়িয়ে, বলতে শুরু করলেন।

"রোমের জনগণ! এ প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক, সে প্রশ্নের উত্তর দিতেই আজ আমি এসে দাঁড়িয়েছি তোমাদের সামনে। তোমরা জানো আমি ছিলাম সিজারের দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার চেয়ে বেশি সিজারকে কেউ ভালবাসত না , এমনকি তোমরাও ভালবাসতে না। সিজার বীর ছিলেন, ছিলেন এক মহৎ রোম্যান, তাই আমি তাঁকে সম্মান করি, ভালবাসি। কিন্তু তাঁর উচ্চাভিলাষ দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল। রাজা হবার আকাশছোঁয়া উচ্চাশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, শুধু এই উদ্দেশ্যেই তিনি বেশি করে ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করছিলেন। কিন্তু তোমরা মনে রেখো, সিজারকে যতই ভালবাসি না কেন,তার চেয়ে আমি অনেক বেশি ভালবাসি আমার রোমকে, যে রোম থেকে বহুদিন হল রাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে সেখানে কায়েম হয়েছে গণতন্ত্র। সেই গণতন্ত্রের পরিবেশে তোমরা সবাই এখন স্বাধীন। বন্ধু রোমানরা, সিজারকে বাঁচিয়ে রাখলে তিনি হতেন রোমের রাজা, আর তখন আবার তোমাদের সবাইকে স্বাধীনতা হারিয়ে তাঁর প্রজা হতে হত। আর শুধু এই কারণেই আমরা তাকে হত্যা করেছি। এবার তোমরাই ভেবে দ্যাখো, নিজেদের স্বাধীনতা রাখতে সিজারকে হত্যা করে আমরা ঠিক কাজ করেছি কিনা।"

"স্বাধীনতা! রোমের স্বাধীনতা!" রোমের উপস্থিত জনতা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, " রোমের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সিজারকে বলি দিয়ে তোমরা ঠিক কাজই করেছ, ব্রুটাস!"

"এই যদি তোমাদের উত্তর হয় তাহলে তো বলব তোমরা আমার সঙ্গে একমত," ব্রুটাস বললেন, "আমরা তোমাদের অসন্তোষের কোনও কাজ করিনি। এবার মন দিয়ে শোন সবাই, আমার মতই সিজারের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন মার্ক অ্যাণ্টনি, সিজারকে সমাধি দেবার আগে তিনিও তাঁর সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলতে চান। বীর সিজার, মহৎ সিজারের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে তোমরা মন দিয়ে তাঁর কথাও শোন", বলে চলে গেলেন ব্রুটাস। এবার মঞ্চের ওপর উঠে এলেন মার্ক অ্যাণ্টনি। সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন," রোমের বন্ধুরা! মহান ব্রুটাসের অনুমতি নিয়ে আমি তোমাদের সামনে সিজার সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। তোমরা দয়া করে আমার কথা মন দিয়ে শোন।"

"আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু ব্রুটাসের কোনও নিন্দা বা তাঁর বিরুদ্ধে



কোনও সমালোচনা আমরা শুনব না তা আমরা আগেই বলে রাখছি!" কিছু লোক একসঙ্গে জোরগলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, " তিনি তাঁর সঙ্গি রা সিজারকে হত্যা করে ঠিকই করেছেন!"

"সে ত বটেই, সে ত বটেই," চটপট সায় দিয়ে বললেন অ্যাণ্টনি, "ব্রুটাস মহাপ্রাণ ব্যক্তি, এক মহৎ মানুষ হিসবে রোমের সবাই তাঁকে চেনে, তিনি কোনও অন্যায় কখনোই করতে পারেন না। আর আমি ত এসেছি শুধু সিজারকে সমাধি দেব বলে, তাঁর প্রশংসা করব বলে আমি এখানে আসিনি। ব্রুটাস খানিক আগেই বলেছেন সিজার উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্রুটাসের এ অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে মানতেই হবে সিজার খুবই অন্যায় করেছেন। প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু উচ্চাশা আছে, প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছ উচ্চাশা আঁকড়ে বেঁচে আছে তা যেমন আমরা জানি, তেমনই এও জানি যে উচ্চাশা ব্যাপারটাই খারাপ, উচ্চাশা করাও খুবই অন্যায়। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ভেবে দেখুন সিজারের উচ্চাশার কোনও পরিচয় কিন্তু কেউ কখনও পায়নি। এই ত সেদিনের ঘটনা— রাজপথে তোমাদের চোখের সামনে আমি নিজে হাতে তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু উনি তা একবারও গ্রহণ করেননি। পরপর তিনবার তিনি সেই মুকুট ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমরাই বলো, সত্যি সত্যিই উচ্চাভিলাষী হলে সিজার কি সেদিন রাজমুকুট এভাবে ফিরিয়ে দিতেন?"

মার্ক অ্যাণ্টনির কথা জাদুর মত কাজ করল, ব্রুটাসের কথায় যে ঘোর তাদের চোখে লেগেছিল তা নিমেষে কেটে গেল। সত্যিই ত, সিজার ত তাদেরই চোখের সামনে বারবার তিনবার রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাহলে তাকে উচ্চা ভিলাষী বলে দোষারোপ করা যায় কিভাবে? ব্রুটাস খানিক আগে তাদের কি বুঝিয়ে ছিলেন? বিদ্যুৎ-এর মত এসব প্রশ্ন আছড়ে পড়ল তাদের মাথায়। এদিকে জনতার হাবভাব, তায় তাদের চোখমুখ দেখে মার্ক অ্যাণ্টনি ততক্ষণে বেশ বুঝে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। এমনভাবে তিনি সিজারের চরিত্রের গুণাবলী একে একে তুলে ধরতে লাগলেন তা শুনে তাঁর হত্যাকারীদের ওপর খানিক আগে যে ছিটেফোঁটা শ্রদ্ধাভক্তি জনতার মনে জেগেছিল তা কর্পূরের মত উড়ে গেল। ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাসকা প্রমুখ যারা সিজারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তাদের বধ করে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে এর প্রতিশোধ নেবে বলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তারা।

সুযোগ বুঝে আরও একধাপ এগোলেন মার্ক অ্যাণ্টনি, সিজারের নিজের হাতের লেখা উইল পড়ে শোনালেন জনতাকে। জনতা অবাক হয়ে শুনল, সিজার



তাঁর সব ক'টি উদ্যান আর অন্য সম্পত্তি রোমের জনগণকে দান করে গেছেন যেখানে তারা ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ করতে পারবে, এছাড়া রোমের মানুষকে ভালবেসে তিনি তাদের প্রত্যেককে মাথাপিছু পঁচাত্তর লিরা পরিমাণ নগদ অর্থ দান করেছেন। উইল পড়ে শুনিয়ে মার্ক অ্যাণ্টনি বললেন, "এমনই মানুষ ছিলেন জুলিয়াস সিজার। তিনি সত্যিই উচ্চাভিলাষী ছিলেন কিনা এবার তোমরাই বিচার করো।"

"বিশ্বাসঘাতক! শয়তানের দল! সীমাহীন আক্রোশে জনতা চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা এর প্রতিশোধ নেব। ব্রুটাসের বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করব! সিজারের হত্যাকারীদের একজনকেও রেহাই দেব না!" দেখতে দেখতে হাতে জ্বলে উঠল সারি সারি মশাল", সিজারের হত্যাকারীদের বধ করে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করতে রোমের ক্ষিপ্ত জনতা দল বেঁধে এগিয়ে চলল। জনতা তাদের ধরতে আসছে খবর পেয়ে ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস যে যার বাড়ি ছেড়ে পালালেন। ছুটতে ছুটতে রোমের সীমান্তে পেরিয়ে বহুদূর চলে গেলেন তাঁরা । তাঁদের যেসব সহযোগী সিজারকে হত্যা করেছিল রোমের মানুষ তাদের খুঁজে বের করে বিনা বিচারে বধ করল। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিল তারা। ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস বুঝতে পারলেন রোমে ফিরে গেলে জনতার রোষে তাঁদের মরতে হবে, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেলেও মার্ক অ্যাণ্টনি তাঁদের বাঁচতে দেবে না। অ্যাণ্টনির হাত থেকে বাঁচতে গেলে লড়াই করা ছাড়া পথ নেই। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস এবার তাই প্রচুর টাকাকড়ি খরচ করে লড়াইয়ের জন্য সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে লাগলেন। এর মাঝে সিজারের ভাগ্নে অক্টেভিয়াস রোমে এসে পৌঁছোলেন। বয়সে মার্ক অ্যাণ্টনির চেয়ে ছোট হলেও অক্টেভিয়াস ভাল যোদ্ধা, তাছাড়া রাজনীতির জ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট। মার্কাস এমিল লেপিড্যাস নামে রোমের এক শাসককে বন্ধু হিসাবে পেলেন অক্টেভিয়াস, দু'জনে হাত মেলালেন মার্ক অ্যাণ্টনির সঙ্গে। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস যে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছেন তা অক্টেভিয়াসকে জানালেন অ্যাণ্টনি। তাঁরাও শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

সিজারের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁর বাহিনীর কয়েকজন অভিজ্ঞ সেনাপতিও যোগ দিলেন মার্ক অ্যাণ্টনির সঙ্গে। এর কিছুদিন বাদে দু'পক্ষে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের মধ্যে ব্রুটাসের স্ত্রী সোফিয়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। স্ত্রী-র আত্মহত্যার খবর পেয়ে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ব্রুটাস। ততদিনে তাঁর বিবেক জেগে উঠতে শুরু করেছে, ক্যাসিয়াসের বুদ্ধিতে সিজার-হত্যার চক্রান্তেব অংশীদার



হয়ে কাজটা যে ভাল করেননি তা যখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন ব্রুটাস। যুদ্ধ চলার সময় ক্যাসিয়াসের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া আর কথা কাটাকাটি হতে লাগল। ব্রুটাস কোনও অবস্থাতেই নীচতার সাহায্য নিতে তৈরি নন। অন্যদিকে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহের জন্য যে কোনও অন্যায় করতে সবসময় তৈরি ক্যাসিয়াস। দু'জনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি একদিন চরমে উঠল। বুদ্ধিমান ক্যাসিয়াস বহু কাজে নিজেকে সামলে নিলেন, নয়ত সেদিন দু'জনের মধ্যে রক্তারক্তি হত। সেদিন রাতের বেলা তাঁবুর ভেতর জুলিয়াস সিজারের প্রেতাত্মা ব্রুটাসকে দেখা দিলেন। ফিলিগির যুদ্ধক্ষেত্রে আবার দেখা হবে—শুধু এইটুকু বলে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই প্রেতাত্মা।

ফিলিগির যুদ্ধক্ষেত্রে সিজারের প্রেতাত্মা দেখা না দিলেও শত্রুসৈন্যের হাতে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস দু'জনেই হেরে গেলেন। ধরা পড়লে মার্ক অ্যাণ্টনি প্রাণদণ্ড দেবেন জানেন তাঁরা, তাই তার আগেই সম্মানজনক মৃত্যুই বিকল্প হিসাবে বেছে নিলেন দু'জনেই। যে ছুরি ক্যাসিয়াস একদিন সিজারের বুকে বসিয়ে ছিলেন সেই ছুরি কোমর থেকে খুলে বিশ্বস্ত ভৃত্য জিণ্ডারাসকে দিলেন ক্যাসিয়াস, তাঁর বুকে সেই ছুরি বসিয়ে দিতে বললেন। চোখের জল ফেলতে ফেলতে মুখ ঘুরিয়ে জিণ্ডারাস প্রভুর সে আদেশ পালন করল। এবার নিজের তলোয়ার ভৃত্য স্ট্র্যাটোর হাতে গুঁজে দিলেন ব্রুটাস, তারপরে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই তলোয়ারের উপর। নিজের তলোয়ারের ফলা আমূল গেঁথে গেল তাঁর হৃৎপিণ্ডে।

"সিজার তোমার আত্মার শান্তি হোক," নিজের মনে এইটুকু বলে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ব্রুটাস।

"ইনি ছিলেন এক আদর্শ রোম্যান", ব্রুটাসের মৃতদেহ ইশারায় দেখিয়ে তরুণ অক্টেভিয়াসকে বললেন মার্ক অ্যাণ্টনি, "সিজারকে যারা হত্যা করেছে ইনি তাদের একজন হলেও এক মহৎ মানুষ। এবং সিজারের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের একজন। আর সব ষড়যন্ত্রকারীরা নিছক ঈর্ষার তাড়নায় সিজারকে হত্যা করেছে, কিন্তু ব্রুটাস দেশ ও দশের কল্যাণের কথা ভেবেই তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একাজ করেছিলেন।"



ম্যাকবেথ

✪ এক ✪

যুদ্ধে বিদ্রোহীদের হারিয়ে রাজা ডানকানের দুই সেনাপতি ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো ঘোড়ায় চেপে ফিরে আসছেন ফরেস-এর শিবিরে।

স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকান ছিলেন শান্তিপ্রিয় আর প্রজাবৎসল। অধীনস্থ সামন্তরা সে আমলে রাজার কাছ থেকে 'থেন' খেতাব পেতেন। রাজা ডানকানের সামন্তদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন কডর-এর থেন। কিন্তু একদিন তিনিই রাজা ডানকানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। কিন্তু রাজা ডানকান যতই শান্তিপ্রিয় হোন না কেন, বিদ্রোহের খবর কানে এলে তিনি যে তা দমন করতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কডর-এর থেন তা জানতেন। রাজা ডানকানের সামন্তদের অনেকেই বড় যোদ্ধা। তাঁদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবেন না তা-ও জানতেন তিনি। এসব ভেবে কডর-এর থেন শেষপর্যন্ত বিদেশী শক্তির সাহায্য চাইলেন—নরওয়ের রাজা সোয়েনো আর আইরিশ ভাড়াটে যোদ্ধা ম্যাকডোনাল্ডকে স্কটল্যান্ড আক্রমণ করতে তিনি আহ্বান জানালেন।

সে যুগে নরওয়ের রাজারা ছিল যুদ্ধবাজ, জাহাজে চেপে তারা নানা দেশে হানা দিয়ে লুঠতরাজ চালাত, এজন্য পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকরা তাদের জলদস্যু বলেও উল্লেখ করেছেন। কডর-এর থেন-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নরওয়ের রাজা সোয়েনো সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ বোঝাই সৈন্য নিয়ে এসে হানা দিল স্কটল্যান্ডে, অন্যদিকে ভাড়াটে যোদ্ধা ম্যাকডোনাল্ডও নিজের বাহিনী নিয়ে আয়ার্ল্যান্ডের দিক থেকে ঢুকে পড়ল স্কটল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে।

বিদ্রোহী কডর-এর থেন-এর সৈন্যবাহিনী ঐ বিদেশীদের সঙ্গে হাত মেলাল, রাজা ডানকানের ফৌজি ঘাঁটিগুলো দখল করতে তারা একসঙ্গে এগিয়ে চলল।



কডর-এর থেন-এর বিদ্রোহের খবর আগেই পেয়েছিলেন রাজা ডানকান, বিদেশী হানাদারবাহিনী তাঁকে মদত দিতে স্কটল্যান্ডে হানা দিয়েছে শুনে তিনি তাঁর সেনাপতি আর সামন্তদের ডেকে পাঠালেন। ম্যাকবেথ, ব্যাংকো, রস, লেনক্স, অ্যাঙ্গাস, সেনটিন, কেইথনেস্ প্রমুখ সেনাপতি আর সামন্তরা সবাই এসে হাজির হলেন। এঁদের মধ্যে ম্যাকবেথ নিজেও ছিলেন গ্লামিশ-এর থেন। তাছাড়া সম্পর্কে তিনি রাজা ডানকানের জ্ঞাতিভাই। একই রাজবংশের রক্ত বইছে তাঁদের ধমনীতে।

যেকোন ভাবে হোক বিদ্রোহ দমন করতে হবে আর বিদেশী হানাদারদের ধ্বংস করতে হবে—রাজার এই আদেশ শিরোধার্য করে সেনানী আর সামন্তরা রওনা হলেন যুদ্ধে। তাঁদের আগে আগে নিজের বাহিনী নিয়ে চললেন রাজার বড় ছেলে ম্যালকম।

কিন্তু ভাড়াটে যোদ্ধা ম্যাকডোনাল্ড আর তার বাহিনীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে ম্যালকম পড়ে গেলেন বেকায়দায়। ম্যাকডোনাল্ডের আদেশে তার সৈনিকরা ম্যালকমকে বন্দী করতে ঘিরে ফেলল চারপাশ থেকে। ম্যাকবেথ লড়াই করতে করতে বড় রাজপুত্রের ওপর নজর রেখেছিলেন। তাঁকে বিপন্ন দেখে তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসৈন্যের ওপর। শত্রুদের ধ্বংস করে রাজপুত্র ম্যালকমকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন নিরাপদ দূরত্বে। অন্যান্য সেনানীদের হেফাজতে ম্যালকমকে রেখে ম্যাকডোনাল্ডের মুখোমুখি হতে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে গেলেন ম্যাকবেথ। ম্যাকডোনাল্ড তখন তার বাহিনী নিয়ে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত এগিয়ে আসছে, কেউ রুখতে পারছে না তাকে। ঐ অবস্থায় সাহসী সেনানী আর একদল সৈনিক নিয়ে প্রচন্ড সাহসে ভর করে ম্যাকবেথ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘোড়ার পিঠে চেপে তলোয়ার হাতে ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে একা অনেকক্ষণ লড়লেন ম্যাকবেথ। একসময় ম্যাকবেথের তলোয়ারের আঘাতে তলোয়ার খসে পড়ল ম্যাকডোনাল্ডের হাত থেকে। একইসঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকবেথ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে এসে দাঁড়ালেন তার পাশে, তলোয়ার দিয়ে ম্যাকডোনাল্ডের গলা থেকে তলপেট পর্যন্ত কেটে দু-ফাঁক করে ফেললেন। সবশেষে তলোয়ারের এক কোপে তার শিরস্ত্রাণ পরা মাথাটা কেটে একজন সৈনিকের হাতে দিয়ে বললেন, "নাও, কাছাকাছি আমাদের যে দুর্গ আছে তার চূড়ায় এটা নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দাও, তারপরে রাজাকে গিয়ে খবর দাও।"

ম্যাকডোনাল্ডকে মুখোমুখি লড়াই-এ বধ করে নরওয়েরাজ সোয়েনোর সঙ্গে লড়তে নিজের বাহিনী নিয়ে ছুটে গেলেন ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথ-এর বাহিনীর



পাল্টা আক্রমণের সামনে টিকতে পারল না নরওয়ের হানাদার বাহিনী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। নরওয়েরাজ সোয়েনোকে ম্যাকবেথ ইচ্ছে করলেই বধ বা বন্দী করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে জরিমানা হিসেবে এক জাহাজ বোঝাই টাকা আদায় করে তিনি তাঁকে দলবল সমেত তাড়িয়ে দিলেন স্কটল্যান্ডের সীমান্ত থেকে।

ফরেস-এর শিবিরে বৃদ্ধ রাজা ডানকান তাঁর অমাত্যদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বিদ্রোহ দমন আর বিদেশী হানাদারদের হেরে যাবার খবর শুনে তিনি খুশি হলেন। শিবিরে বসেই বিদ্রোহী কডর-এর থেনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন রাজা ডানকান। সবার সামনে সেনাপতি ম্যাকবেথকে কডর-এর থেন হিসেবে ঘোষণা করলেন।

✪ দুই ✪

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফরেস-এর শিবিরের দিকে ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা হলেন ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো। ঘন কালো মেঘে গোটা আকাশ যে ছেয়ে গেছে এতক্ষণ তা দু'জনের কারও চোখে পড়েনি। কিছুদূর যেতে না যেতেই শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। বিদ্যুতের আলোয় একেবারে চারদিক দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, সঙ্গে বাজ পড়ার আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠছে পায়ের তলার মাটি। যুদ্ধজয়ের আনন্দে ভরপুর ম্যাকবেথ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপভোগ করছেন। আরও কিছুদূর এগোনোর পরে এমন একটা জায়গায় তাঁরা এলেন যার একদিক খোলামেলা অপরদিক পাহাড় ঘেরা জলা। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কুয়াশার মত ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে জলা থেকে। সেদিকে তাকাতে মানুষের মত দেখতে তিনটি অদ্ভুত প্রাণী দূর থেকে দেখতে পেয়ে দু'জনেই ঘোড়া থেকে নামলেন। মুখের গড়ন মেয়েমানুষের মত হলেও তাদের তিনজনেরই মুখে দাড়ি। হাড় বের করা শীর্ণ মুখ আর কোটরে ঢোকা চোখ দেখে তাদের পার্থিব জীব বলে মনে হয় না। সত্যিই এরা কেউই পার্থিব জীব নয়, এই তিনজনই হল জলার ডাইনি, ভবিষ্যদ্বাণী শোনানোর নামে কুবুদ্ধি দিয়ে মানুষকে চরম সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাওয়াই তাদের কাজ।

ঐ তিন ডাইনি আপনমনে ঘুরে ঘুরে নাচছিল, আর হেঁয়ালির মত অদ্ভুত কথা ছড়ার ঢং-এ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। তাদের কথাবার্তা এরকম—

একজন বলল,

"আবার কবে মিলব গো তিনজনে?
ঝড়জলের রাতে এমনই বিজনে?"

আরেকজন উত্তর দিল,

"....আগে তাণ্ডবের পালা শেষ হোক
লড়াই জেতা হারা শেষ হোক.....।"

এমন সময় দূর থেকে ম্যাকবেথের বিজয়ী বাহিনীর ভেরী আর দামামার আওয়াজ ভেসে এল। তাই শুনে তিন ডাইনি চেঁচিয়ে বলে উঠল,

"....বাজে সেনাদের দামামা, তূর্য
আসে ম্যাকবেথ বিজয় সূর্য.....!"

অনেকটা তফাতে থেকেও তাদের জোর গলায় বলা ঐসব কথা বলা ব্যাংকো আর ম্যাকবেথ দু'জনেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

"কে তোমরা?"—সাহসে ভর করে সেনাপতি ব্যাংকো ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। বললেন, "দেখতে মেয়েদের মত হলেও তোমাদের তিনজনেরই মুখে দাড়ি আছে তাই তোমাদের পুরোপুরি মেয়েমানুষ বলেও মেনে নিতে পারছি না।" ব্যাংকোর পেছন পেছন ম্যাকবেথ নিজেও এবার তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, "তোমাদের কথা বলার ক্ষমতা থাকলে নিজেদের পরিচয় দাও।"

"গ্লামিশ-এর থেন ম্যাকবেথ"—প্রথম ডাইনি বলল, "আমাদের অভিনন্দন নাও।"

"কডর-এর থেন ম্যাকবেথ"—বলল দ্বিতীয় ডাইনি, "আমাদের অভিনন্দন নাও।"

"স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা হে ম্যাকবেথ"—তৃতীয় ডাইনি বলল, "আমাদের অভিনন্দন নাও।"

ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী ম্যাকবেথকে ধাঁধায় ফেলল—তিনি গ্লামিশ-এর থেন ঠিকই, কিন্তু কডর-এর থেন জীবিত থাকতে কী করে তাঁর খেতাব তিনি পাবেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। এরপর তৃতীয় ডাইনি তাঁকে স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা বলে অভিনন্দন জানিয়েছে। রাজা আর তাঁর দুই রাজপুত্র বহাল তবিয়তে থাকতে কি করে তা সম্ভব হবে তা কিছুতেই তিনি ভেবে পেলেন না।

"তোমরা তো আমার বন্ধু সম্পর্কে অনেক কিছু বললে"—সেনাপতি ব্যাংকো তিন ডাইনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার আমার সম্পর্কে যদি কিছু বলার থাকে তো বলো। তবে এটাও মনে রেখো তোমরা যে-ই হও না কেন আমি তোমাদের ভয়ে ভীত নই। আবার তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর নির্ভরশীল নই। তোমাদের করুণা বা ঘৃণা কোনওটাই আমি চাই না।"

"স্বাগত ব্যাংকো"—প্রথম ডাইনি বলল, "একদিক থেকে তুমি ম্যাকবেথ-এর চেয়ে ছোট ঠিকই, কিন্তু অন্যদিক থেকে তার চেয়ে ঢের বড়।"



"স্বাগত ব্যাংকো"—দ্বিতীয় ডাইনি বলল, "একদিক থেকে তুমি ম্যাকবেথ-এর মত অত সুখী নও, আবার অন্যদিক থেকে তার চেয়ে ঢের বেশি সুখী।"

"স্বাগত ব্যাংকো"—এবার মুখ খুলল তৃতীয় ডাইনি, "তুমি নিজে রাজা হবে না ঠিকই, কিন্তু তোমার বংশধরদের মধ্যে অনেকেই এদেশের রাজার সিংহাসনে বসবে। ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো তোমাদের দু'জনকেই স্বাগত জানাই।"

"দাঁড়াও!" জোর গলায় বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, "কডর-এর থেন এখনও বেঁচে আছেন। তিনি নিজের পদে যতদিন বহাল থাকবেন ততদিন আমি তাঁর খেতাব পাব কি করে? তাছাড়া তোমরা আমায় স্কটল্যান্ডের ভাবী রাজা বলে অভিনন্দন জানালে, কিন্তু তা কি করে সম্ভব হবে? কেন এভাবে আমাদের থামিয়ে এসব ভবিষ্যদ্বাণী শোনালে?"

কিন্তু তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনজন ডাইনিই নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

"কী আশ্চর্য!" ব্যাংকো ম্যাকবেথের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, "ওরা তিনজনই আমাদের চোখের সামনে থেকে বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল! কোনদিকে মিলিয়ে গেল ওরা?"

"ওরা বাতাসে মিলিয়ে গেছে, ব্যাংকো"—ম্যাকবেথ বললেন, "আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই বাতাসে মিলিয়ে গেছে ওরা। তবে ওরা আর কিছুক্ষণ থাকলে ভাল হত, আরও কিছু ভাল ভাল কথা হয়ত ওদের মুখ থেকে শুনতে পেতাম।

"ওরা কি সত্যিই এখানে ছিল"—ব্যাংকো প্রশ্ন করার সুরে বললেন, "নাকি আমরা কোনও মাদক পান করে বোধবুদ্ধি যুক্তি সব খুইয়ে বসেছিলাম?"

"ব্যাংকো"—ম্যাকবেথ বললেন, "তোমার বংশধরদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে এদেশের রাজসিংহাসনে বসবে তার মানে ওরা রাজা হবে।"

"আর তুমি নিজেই তো রাজা হবে"—মুখ টিপে হাসলেন ব্যাংকো, "ওরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করল তার মানে তো তাই দাঁড়ায়।"

"ওরা তো একইসঙ্গে আমায় কডর-এর থেনও বলল"—ম্যাকবেথ বললেন, "কিন্তু তা কি করে সম্ভব বুঝতে পারছি না।"

ম্যাকবেথ-এর কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজা ডানকানের দুই অমাত্য ঘোড়ায় চেপে এসে হাজির হলেন। ঘোড়া না থামিয়ে তাঁরা ম্যাকবেথকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "বিদ্রোহ দমনে আপনি কি ভূমিকা পালন করেছেন সেনানীদের মুখ থেকে আমাদের রাজা সে সবই শুনেছেন। এই অসামান্য কৃতিত্বের পুরস্কার হিসেবে রাজা আপনাকে কডর-এর থেন সম্মানে ভূষিত করেছেন। আপনাকে



রাজসভায় নিয়ে যাবার জন্যই আমরা এসেছি।"

"কডর-এর থেন?" আপনমনে বললেন ব্যাংকো, "ঐ তিনটে কিম্ভূত জীবের কথাই তাহলে সত্যি হল?"

"কিন্তু কডর-এর থেন তো এখনও বেঁচে," ম্যাকবেথ বললেন, "তাহলে তাঁর খেতাব আমি পাব কি করে?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, সেনাপতি ম্যাকবেথ"—অমাত্যরা জবাব দিলেন, "কিন্তু মনে রাখবেন গায়ের রক্ত ঝরিয়ে যে বিদ্রোহ আপনি দমন করেছেন সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কডর-এর থেন স্বয়ং। নিজের দোষ স্বীকার করার পর রাজা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।"

"একইসঙ্গে আমি এখন গ্লামিশ আর কডর-এর থেন"—নিজের মনে বললেন ম্যাকবেথ, "কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্মান পাওয়া এখনও বাকি আছে।" পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি অমাত্য দু'জনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, "কষ্ট করে এই সুখবর বয়ে নিয়ে আসার জন্য আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ।" বলেই ব্যাংকোর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় ম্যাকবেথ বললেন, "কেমন, ব্যাংকো? তোমার বংশধররা ভবিষ্যতে এদেশের রাজা হবে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এখন তোমার বিশ্বাস হচ্ছে তো? ওদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমি যে কডর-এর থেন হয়েছি তাতো নিজের চোখেই দেখছ।"

"আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসে যায় বলো?"—ব্যাংকো অমাত্য দু'জনের কান এড়িয়ে একইরকম চাপাগলায় জবাব দিলেন, "আমি বিশ্বাস করলে এবার তুমি তৃতীয় ডাইনির কথামত রাজা হবার জন্য অণুপ্রেরণা পাবে। তবে ব্যাপারটা সত্যিই অবাক হবার মত। আমি যতদূর জানি এইসব কিম্ভূত চেহারার প্রাণীরা অন্ধকারের জীব, এরা সবাই শয়তানের উপাসনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা অর্জন করে। এদের কিছু কিছু কথা আমাদের জীবনে ফলে যায় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে ওরা আমাদের নানাভাবে ক্ষতি করে। নানারকম অন্যায় কাজ করতে আমাদের বাধ্য করে। পরিণাম যেমন শোচনীয় তেমনই ভয়ংকর হয়। একী, আমার বন্ধু যে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে দেখছি!"

"দৈব সত্যিই আমার সহায় হলে কোনরকম চেষ্টা না করেই আমি রাজা হতে পারব"—নিজের মনে বিড়বিড় করে কথাটা ম্যাকবেথ বললেন বটে, কিন্তু ব্যাংকো কান খাড়া করে আছেন বলে মন্তব্যটা তিনি ঠিকই শুনতে পেলেন।

"ম্যাকবেথ"—ব্যাংকো বললেন, "ওঁরা আমাদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। চলো এবার আমরা ওদের সঙ্গে রাজসভায় যাই।"

"আমায় মাফ করো ব্যাংকো"—ম্যাকবেথ বললেন, "অতীতের অনেকগুলো

ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল বলে ওঁদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। যাব ব্যাংকো। খানিক আগে আমাদের চোখের সামনে যা ঘটেছে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মত অনেক সময় পরে পাওয়া যাবে। দেখাই যাক না আরও কি হয় না হয়। তারপরে এবিষয়ে আমরা না হয় খোলাখুলিভাবে আলোচনা করব।"

"আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই"—বললেন ব্যাংকো।

"আসুন বন্ধুরা"—একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অমাত্য দুজনের দিকে তাকালেন ম্যাকবেথ, "এবার তাহলে রাজসভার দিকে রওনা হওয়া যাক।"

✪ তিন ✪

শিবিরের মুখে ঘোড়া থেকে নেমে ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো ভেতরে ঢুকলেন, মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে ঘাড় হেঁট করে দু'জনে একসঙ্গে রাজাকে অভিবাদন জানালেন।

সিংহাসন থেকে নেমে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন রাজা ডানকান। আনন্দের আতিশয্যে ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো দু'জনকেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"হে আমার সুযোগ্য জ্ঞাতিভাই ম্যাকবেথ!"—গদগদ গলায় বললেন রাজা ডানকান, "তুমি আজ দেশের জন্য যা করেছ তার উপযুক্ত প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। যেটুকু দিয়েছি তুমি তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু পাবার যোগ্য।"

"প্রতিদানের আশায় আমি কিছু করিনি মহারাজ"—ম্যাকবেথ বললেন, "রাজার সেবা করে যে গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় সে গৌরব আমি অর্জন করেছি। আপনি, আমার দেশ আর তার রাজসিংহাসন—এসবের প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে, আমি শুধু সেই কর্তব্যটুকু পালন করেছি।"

"আজ এই আনন্দের দিনে আমি আমার বড়ছেলে ম্যালকমকে কাম্বারল্যান্ডের যুবরাজ উপাধিতে ভূষিত করলাম"—বলেই রাজা তাকালেন ম্যাকবেথের দিকে, তাঁকে বললেন, "ওখান থেকে আমি ইনভার্নেসে তোমার প্রাসাদে যাব, আজকের রাতটকু সেখানে তোমার অতিথি হয়ে কাটাব।

"আমার প্রাসাদে আপনি অতিথি হলে আমি সত্যিই ধন্য হব, মহারাজ"—বিনীতভাবে বললেন ম্যাকবেথ, "কিন্তু রাজসেবার জন্য আমার তো কিছু প্রস্তুতি দরকার, তাই আমি আগে সেখানে গিয়ে আপনার আগমনবার্তা আমার স্ত্রীকে জানাব। অতএব আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এখনই ইনভার্নেসে রওনা হচ্ছি।"

"তাই এসো ভাই ম্যাকবেথ"—রাজা বললেন, "তোমায় অজস্র ধন্যবাদ।"

রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ম্যাকবেথ শিবিরের বাইরে এলেন, পরিস্থিতিটা



খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে চাপা রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। রাজা ডানকান খানিক আগে তাঁর সামনে নিজে মুখে বড় রাজকুমার ম্যালকমকে কাম্বারল্যান্ডের যুবরাজ বলে ঘোষণা করেছেন। ম্যালকমকে যুবরাজ ঘোষণা করার অর্থ ডানকানের অবর্তমানে তিনিই বসবেন রাজসিংহাসনে। আর ম্যালকম রাজসিংহাসনে বসলে তাঁর নিজের রাজা হবার সব সম্ভাবনা ধুলোয় মিলিয়ে যাবে। উত্তেজিত ম্যাকবেথ তখনই রাজা ডানকানকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না করে কাজটা কিভাবে হাসিল করা যায় মনে মনে সেই বুদ্ধি আঁটতে লাগলেন। ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ল রাজা ডানকান তাঁর ইনভার্নেস দুর্গে অতিথি হিসেবে রাতটুকু কাটাতে চেয়েছেন। ম্যাকবেথ ভেবে দেখলেন রাজাকে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেবার এমন সুযোগ আর তিনি পাবেন না। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে এবার ম্যাকবেথ তাঁর স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথকে নিজের হাতে চিঠি লিখলেন। রাজা ডানকান তাঁর দুর্গে রাত কাটাবেন তাই তাঁর সেবার ব্যবস্থা করায় নির্দেশ তিনি দিলেন, সেই সঙ্গে তিন ডাইনির ভবিষ্যদ্বাণীর কথাও তিনি চিঠিতে উল্লেখ করলেন। এবার নাম স্বাক্ষর করে ম্যাকবেথ এক দূতের হাতে চিঠিটা দিয়ে ইনভার্নেস দুর্গে গিয়ে তাঁর স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের হাতে সেটা দিতে বললেন। দূত চিঠি নিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া ছুটিয়ে তখনই রওনা হল ইনভার্নেস দুর্গের দিকে।

ম্যাকবেথ দুর্গে পৌঁছানোর অনেক আগেই তাঁর লেখা চিঠি দূতের মাধ্যমে এসে পৌঁছল লেডি ম্যাকবেথ-এর হাতে। চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়লেন লেডি ম্যাকবেথ। ভেবে দেখলেন ম্যাকবেথ রাজা হলে তিনি হবেন স্কটল্যান্ডের রানি। স্বামীর মত লেডি ম্যাকবেথ নিজেও উচ্চাশার আগুনে টগবগ করে ফুটছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে লেডি ম্যাকবেথ এ-ও জানেন যে তাঁর স্বামী বড় বেশি সৎ। অসৎ পথে, অন্যায় পথে নিজের কোনও উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে চান না তিনি। স্বামীর চিঠিখানা মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন লেডি ম্যাকবেথ, স্বামির উদ্দেশ্যে নিজের মনে বললেন, "হে গ্লামিশ ও কডর-এর মহান থেন! জেনে রেখো, যে রাজসিংহাসনে তুমি বসতে চাইছ সৎভাবে তা কোনওমতেই সম্ভব হবে না, অন্যায়ের পথেই তোমাকে সে আসনে বসতে হবে। তোমায় সামনে পেলে আমি এমন সব ধারালো শানানো বুলি শোনাব যখন উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে অন্যায়ের পথে যেতে তুমি বাধ্য হবে, আমি সে কাজে তোমায় বাধ্য করে ছাড়ব। যেখানে যত অশুভ অপ্রাকৃতিক শক্তি আছে সবাই লক্ষ্যপূরণে আমায় একাগ্র হতে সাহায্য করো, আমার মন আর চেতনা থেকে সবরকম ভয়ভীতি দূর করে তোমরা জাগিয়ে তোলো দুর্জয় সাহস। নারীসুলভ মায়া-মমতা আমায় সত্তা থেকে দূর করে আমায় পাথরের মতো নিষ্ঠুর



আর নির্মম করে তোল। তোমরা যারা সবার নজর এড়িয়ে আড়ালে থেকে দিনরাত মানুষের ক্ষতি করে বেড়াও, তারা আমার সহায় হও।” প্রার্থনার ঢং-এ তিনি এইভাবে নিজেকে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত করে তুলছিলেন এমন সময় তাঁর স্বামী ম্যাকবেথ ভেতরে এলেন।

“গ্লামিশ আর কডর-এর মহান থেন”—ঘাড় অল্প ঝুঁকিয়ে স্বামীকে অভিবাদন জানিয়ে লেডি ম্যাকবেথ গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, “তোমার লেখা চিঠি খানিক আগে পেয়েছি। চিঠি পড়ে বুঝেছি তোমার ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল।”

“প্রিয়তমা”—দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীকে গভীরভাবে চুমু খেলেন ম্যাকবেথ। তাঁর কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে বললেন, “রাজা ডানকান তাঁর অমাত্যদের নিয়ে খানিক বাদেই এসে পড়বেন, আজ রাতটুকু তিনি এই ইনভার্নেস দুর্গেই আমার অতিথি হয়ে কাটাবেন।”

“তা বেশ”—লেডি ম্যাকবেথ বললেন, “এখান থেকে তিনি কখন যাবেন?”

“তাঁর কথা শুনে যা মনে হল”—ম্যাকবেথ বললেন, “তিনি আগামীকাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবেন।”

“রাজার আজকের রাত যেন শেষ না হয়”—বললেন লেডি ম্যাকবেথ।

“তার মানে?” অবাক হলেন ম্যাকবেথ, “কি বলতে চাইছো তুমি?”

“বলতে চাইছি আজকের রাতই যেন তাঁর জীবনের শেষ রাত হয়!” ফিসফিস করে জবাব দিলেন লেডি ম্যাকবেথ, “আর তুমি নিজেও তো মনে মনে এই একই কামনা করে চলেছো তা তোমার চোখের চাউনিতেই ফুটে উঠেছে। শোনো, আজই রাতে এখানে রাজাকে হত্যা করে নিজের সৌভাগ্য গড়তে কি তুমি চাও না? তুমি মিছে ভয় পাচ্ছো। তোমায় কিছু করতে হবে না। যা করার তা আমিই করব।”

ম্যাকবেথ কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। স্বামীর মনে সৎ আর অসৎ-এর দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে আঁচ করে লেডি ম্যাকবেথ বললেন, “শোনো, তোমার চোখেমুখে কিন্তু দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার ছায়া পড়েছে। মানসিক দ্বন্দ্বে যে তুমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চলেছ একবার তোমার দিকে তাকালে যে কেউ তা টের পাবে। এবার যা বলি মন দিয়ে শোনো, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখে হাসিখুশি ভাব বজায় রাখো। রাজা এলে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে ভুলো না, অতিথি হিসেবে যাতে তাঁর কোনরকম অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রাখবে। পরে রাতে যে কাজ করার আছে তার দায়িত্ব আমার, আমি নিজেই তা করব। মনে রাখবে রাজা আর তাঁর সঙ্গীদের সামনে সবসময় এমনভাবে ভালোমানুষ সেজে থাকবার চেষ্টা করবে



যাতে ওপর থেকে দেখে কেউ তোমার আসল উদ্দেশ্য কি তার আভাস না পায়। মনে রেখো আজ রাতে আমাদের এমন একটি কাজ করার আছে যা সফল হলে আমাদের বাকি জীবনের প্রতিটি দিন, ক্ষণ, মুহূর্ত আমাদের ক্ষমতার আজ্ঞাবহ দাস হবে।"

ম্যাকবেথের মন থেকে দ্বন্দ্ব তখনও পুরোপুরি ঘোচেনি, তাই স্ত্রীর কথায় সায় না দিয়ে তিনি বললেন, "পরে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের বাইরে তূর্যনাদ হল, বেজে উঠল ভেরী, দামামা। রাজা এসে পৌঁছেছেন বুঝে ম্যাকবেথ স্ত্রীকে নিয়ে ছুটে এলেন ফটকের কাছে। তাঁর নির্দেশে প্রহরী ফটক খুলল। ফটক খোলা হতে ম্যাকবেথ বাইরে বেরিয়ে রাজা ডানকান আর তাঁর সঙ্গীদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন দুর্গের ভেতরে।

"সেনাপতি ম্যাকবেথ-এর স্ত্রী যেমন রূপবতী তেমনই তিনি যে এক আদর্শ গৃহিনীও তাঁর দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়"—লেডি ম্যাকবেথ-এর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন রাজা ডানকান, "লেডি ম্যাকবেথ! সঙ্গীদের নিয়ে আমি আজ আপনার অতিথি।"

"প্রভু"—বিনয়ে বিগলিত লেডি ম্যাকবেথ জবাব দিলেন, "আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য বই কিছু নই। আমাদের সৌভাগ্যের পেছনে আছে আপনার করুণা আর সদিচ্ছা। আপনি আজ যখন আমাদের অতিথি হয়েছেন তখন আমরা আপনাকে সাধ্যমত সেবা করব।" বলে তাঁরা অতিথি রাজা আর তাঁর সঙ্গীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন দুর্গের ভেতরে।

এরপরে রাজা ডানকান তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বসলেন। দ্বিধাবিভক্ত মন নিয়ে দুর্গাধিপতি ম্যাকবেথও রীতি মেনে খেতে বসলেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ম্যাকবেথ তখনও পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারেননি তাই রাজার খাওয়া শেষ হবার আগেই টেবল ছেড়ে উঠে এলেন নিজের শোবার ঘরে। খানিক বাদে লেডি ম্যাকবেথ সেখানে এলেন। রাজার খাওয়া শেষ হবার আগেই টেবল ছেড়ে চলে আসার জন্য তিনি স্বামীকে বকাবকি করলেন। ডানকানকে হত্যা করার সাহস ম্যাকবেথ গোড়ায় দেখালেও এখন বিবেক জেগে ওঠায় তিনি তা হারিয়ে ফেলেছেন তা বুঝতে লেডি ম্যাকবেথ-এর বাকি রইল না। ম্যাকবেথ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "দ্যাখো, হাজার হলেও রাজা আমাদের অতিথি, তাছাড়া তাঁরই জন্য আমি একই সঙ্গে গ্লামিশ ও কডর-এর থেন হতে পেরেছি। তাছাড়াও আমি সম্পর্কে তাঁর আত্মীয়। এসব কথা বিবেচনা করে রাজাকে আমি এযাত্রা হত্যা করব না।"



"তাই নাকি?" মুখ বেঁকিয়ে চাপা উপহাসের হাসি হাসলেন লেডি ম্যাকবেথ, "রাজাকে হত্যা করে তাঁর সিংহাসনে বসার পরিকল্পনা করে যখন আমায় চিঠি লিখেছিলে তখন এই বিচারবুদ্ধি ছিল কোথায়? সততাকে বড় আসন দেবার জন্য জীবনভর কাপুরুষতাকে বয়ে বেড়াবে?"

"দোহাই তোমায়, দয়া করে চুপ করো!" ম্যাকবেথ স্ত্রীকে চাপা ধমক দিলেন, "সত্যিকারের পুরুষ মানুষের যা করা উচিত আমি তাই-ই করব। আর এও জেনে রেখো যার সাহস নেই, আমার মতে সে মানুষ নয়।"

"যখন এই ভয়ানক পরিকল্পনার আভাস আমায় দিয়েছিলে তখন তোমার মধ্যে সাহস আর দৃঢ়তা, দু'টোর কোনটারই অভাব ছিল না। কিন্তু সেই সাহস আর দৃঢ়তা বিসর্জন দিয়ে কী করে শুধু সৎ হয়ে সবার চোখে নিপাট ভালমানুষ হয়ে থাকবে তাই এখন তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভুলে যেও না আমারও বাচ্চা হয়েছিল, একদিন আমিও মা হয়েছিলাম। বাচ্চাকে নিজের বুকের দুধ খাওয়ানোর মধ্যে কতটা ভালবাসার মাধুর্য জড়িয়ে আছে তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। কিন্তু তোমার মত শপথ করলে আমি দুধ খাওয়ানোর সময়ও নিজে হাতে আমার কোলের বাচ্চাকে খুন করতে পারতাম!"

"বেশ"—ম্যাকবেথ স্ত্রী-র কথায় কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন, "ধরো তোমার কথামত আমি সাহসী হলাম, কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে যদি না পারি, ব্যর্থ হই? তখন পরিণতি কি হবে ভেবে দেখেছো?"

"সাহসকে অবলম্বন করলে ব্যর্থতার প্রশ্ন আসবে কেন"—বললেন লেডি ম্যাকবেথ, "রাজার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এতদূরে এসে তিনি ভীষণ ক্লান্ত, খানিক বাদেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হবেন। তাঁর কামরার বাইরে দু'জন দেহরক্ষী পাহারাদার আছে। রাজা ঘুমিয়ে পড়লে আমি নিজে গিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো মদ ওদের দু'জনকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াব। ঐ ওষুধ মেশানো মদ একবার পেটে পড়লে ওরাও ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবে। ঐ সময় তুমি আর আমি, আমরা দু'জন রাজার জীবন নিয়ে যা খুশি করতে পারি, তাই তো? আর তারপর সবকিছুর দায় ঐ মোদো মাতাল দেহরক্ষী দু'জনের ঘাড়ে চাপাতে পারি। কেমন, পারি কিনা?"

"নাঃ, মানতেই হবে তোমার মধ্যে সত্যিই সাহস আছে"—স্ত্রীর প্রশংসা করে ম্যাকবেথ বললেন, "নারীসুলভ গুণের তুলনায় তোমার মধ্যে পুরুষসুলভ প্রবৃত্তি অনেক বেশি পরিমাণে আছে। তুমি যেটুকু বলোনি তা এবার আমি বলছি, রাজাকে খতম করার পরে তাঁর দেহরক্ষি দুটোকেও মেরে ফেলতে হবে। তার আগে ওরা যখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোবে সেই সময় রাজার দেহে রক্ত মাখিয়ে দিতে হবে ওদের হাতে। জেগে পাহারা না দিয়ে রাজার রক্ত হাতে মেখে



পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে দেখে আমি ওদের হত্যা করেছি—এটা রাজার সঙ্গীদের সবাইকে বোঝাতে হবে।”

“রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে আমরা যখন বুক চাপড়ে মড়াকান্না জুড়ব তখন লোকে আমাদের কথাই সত্যি বলেই মেনে নেবে”—বললেন লেডি ম্যাকবেথ।

“আর ভয় নেই,”—জোরগলায় বললেন ম্যাকবেথ, “আমি আমার হারানো সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেরেছি। যে ভয়ানক কাজের পরিকল্পনা করেছি আমার দেহের প্রতিটি কোষকে তার উপযোগী করে তুলেছি।”

✪ চার ✪

রাজা ডানকানের সঙ্গে আসার সময় সেনাপতি ব্যাংকোও ছেলে ফ্লিয়ানসকে নিয়ে এসেছেন ইনভার্নেস দুর্গে। ব্যাংকোর প্রাসাদ কাছেই, রাজা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার পরে ছেলেকে নিয়ে প্রাসাদে ফেরার তোড়জোড় করছেন তিনি।

“রাত ক'টা হল, বাবা?” ছেলেকে প্রশ্ন করলেন ব্যাংকো।

“পেটা ঘড়ির আওয়াজ খেয়াল করিনি”—ফ্লিয়ানস বলল, “তবে চাঁদ ডুবে গেছে দেখেছি।”

“তাহলে রাত বারোটা বেজে গেছে”—আপন মনে বললেন ব্যাংকো, “ঠিক রাত বারোটা নাগাদ চাঁদ ডোবে। আমার তলোয়ারটা এখন তোমার কাছে রাখো, আর সঙ্গে একটা বাতি নাও! ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে”—নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন ব্যাংকো, “হাতে কাজকর্ম না থাকলে যত আজেবাজে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা পলে পলে এসে জোটে, ঈশ্বরের কৃপায় সেসব চিন্তা এখন যেন আমার মনে না আসে। ও কি, কে ওখানে? ফ্লিয়ানস, আমার তলোয়ারটা দাও তো! দাঁড়াও! কে তুমি?”

ব্যাংকোর প্রশ্নের জবাবে একটি অল্পবয়সী পরিচারক মশাল হাতে এগিয়ে এল। সেই মশালের আলোয় ব্যাংকো দেখতে পেলেন মশাল হাতে পরিচারকের পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাকবেথ স্বয়ং।

“আমি, তোমার বন্ধু,” জবাব দিলেন ম্যাকবেথ।

“বারোটা কখন বেজে গেছে কিন্তু তুমি এখনও জেগে আছো?” ব্যাংকো একটুকরো হীরে বের করে বললেন, “রাজা অনেকক্ষণ হল ঘুমিয়ে পড়েছেন। তোমার অতিথি হতে পেরে উনি খুব খুশি হয়েছেন। লেডি ম্যাকবেথকে উনি এই হীরেটা উপহার দিয়েছেন।”

“যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরে ফেরার পথে সেই তিন ডাইনির কথা মনে পড়ে?”



ম্যাকবেথ বললেন, "মন যখন অপ্রস্তুত থাকে তখনই ডাইনিদের অশুভ প্রভাব পড়ে তার ওপর। ফলে মনের গতি, কামনা-বাসনা সব তখন সেই অশুভ প্রভাবে চাপা পড়ে। কিন্তু মন প্রস্তুত থাকলে এমনটা হয় না।"

"কাল রাতে ঐ তিন ডাইনিকে স্বপ্নে দেখেছি"—ব্যাংকো বলল, "আমার মতে ওরা তোমার সম্পর্কে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা নির্ভুল।"

"এই মুহূর্তে ওদের কথা আমার মনে আসছে না"—ম্যাকবেথ কৌশলে প্রসঙ্গ এড়াতে চাইলেন, "তবে তোমার আপত্তি না থাকলে এই প্রসঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলতাম, অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

"তোমার ইচ্ছা আর সময় হলেই হবে"—বললেন ব্যাংকো।

"আমার কথামত চললে তুমি সম্মানিত হবে, ব্যাংকো"—বললেন ম্যাকবেথ।

"সবার মত সম্মান আমিও চাই"—ব্যাংকো বললেন, "তবে শুধু রাজার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেই তা চাই।"

"যাও। এবার বিশ্রাম নাও"—বললেন ম্যাকবেথ।

"ধন্যবাদ"—ব্যাংকো বললেন, "তুমিও এবার বিশ্রাম নাও।" বলে ছেলে ফ্লিয়ানসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন নিজের প্রাসাদের দিকে।

* * * * *

রাত গভীর। রাজা আর তাঁর সঙ্গীরা ইনভার্নেস দুর্গের ভেতরে আলাদা আলাদা কামরায় গাঢ় ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছেন। লেডি ম্যাকবেথ-এর দেয়া ঘুমের ওষুধ মেশানো মদ প্রচুর পরিমাণে খাবার ফলে রাজার ঘরের বাইরে তাঁর দেহরক্ষী দু'জনও ঘুমে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে দরজার এক ধারে। ব্যাংকো তাঁর ছেলেকে নিয়ে চলে যাবার পরে ম্যাকবেথ মশাল হাতে ছোকরা পরিচারককে বললেন, "এবার ভেতরে যাও লেডি ম্যাকবেথকে গিয়ে বলো পানীয় তৈরি হলে আমাকে ডাকতে যেন ঘন্টা বাজান।" অভিবাদন করে ছোকরা পরিচারক মশাল হাতে চলে যাবার পরে চোখের সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন ম্যাকবেথ। তিনি দেখতে পেলেন একটা ছুঁচোলো ছুরি তাঁর মাথার সামনে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাল করে তাকাতে ম্যাকবেথ স্পষ্ট দেখলেন ছুরির ফলার মুখে আর গায়ে লেগে আছে তাজা টকটকে লাল রক্ত। ছুরির বাঁটটা মুঠোয় চেপে ধরতে হাত বাড়ালেন ম্যাকবেথ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা পিছলে সরে গেল। খানিক বাদে সেটা উধাও হল তাঁর চোখের সামনে থেকে।

অলৌকিক ছুরি যে তাঁকে রাজাকে খুন করার প্রেরণা দিচ্ছে যে সম্পর্কে



নিঃসন্দেহ হয়ে ম্যাকবেথ পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন রাজা ডানকান যে ঘরে ঘুমোচ্ছেন সেদিকে। ম্যাকবেথ তখনও জানেন না তাঁর স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথ খানিক আগে ঘুমের ওষুধ মেশানো মদ রাজার দুই দেহরক্ষীকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাজাকে খুন করতে নিজেই ঢুকেছিলেন তাঁর শোবার ঘরে। ছুরি হাতে রাজার কাছে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আর ঠিক তখনই তাঁর চোখে পড়েছিল ঘুমন্ত রাজার মুখখানা দেখতে অবিকল তাঁর নিজের বাবার মুখের মত। মুহূর্তের মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন লেডি ম্যাকবেথ। রাজাকে খুন করতে না পেরে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর ঘর থেকে। ফিরে এসে স্বামীকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করতে ঘন্টা বাজালেন।

"চরম মুহূর্ত সমাগত!" ঘন্টার আওয়াজ কানে যেতে নিজের মনে বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, "রাজা ডানকান! ঐ ঘন্টার আওয়াজ তোমার জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করছে, এবার ওপারে যাবার জন্য তৈরি হও।" বলতে বলতে ম্যাকবেথ এসে দাঁড়ালেন রাজার ঘরের সামনে। দেহরক্ষী দু'জন অকাতরে ঘুমোচ্ছে দেখে দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। পা টিপে টিপে রাজার কাছে এসে দাঁড়ালেন ম্যাকবেথ। নিঃশ্বাসের তালে রাজার বুক উঠছে নামছে। রাজার মুখের দিকে চোখ পড়তে একবার তাঁর শরীর ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শক্ত করলেন ম্যাকবেথ। কোমরে আঁটা খাপ থেকে ছুরি বের করলেন, কোনদিকে না তাকিয়ে ফলাটা আমূল বসিয়ে দিলেন ঘুমন্ত রাজা ডানকানের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল রাজার হৃদযন্ত্রের ধুকপুকুনি, টকটকে লাল রক্ত ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিছানায় চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ঘুমন্ত রাজার আধখোলা ঠোঁট থেকে, তাঁর মাথাটা এলিয়ে পড়ল বালিশের ধারে।

'ম্যাকবেথ, তুমি খুনি! তোমার দু'চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে, তুমি ঘাতক!' কানের কাছে কার গলা শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন ম্যাকবেথ, চারপাশে তাকাতে কাউকে তাঁর চোখে পড়ল না।

'গ্লামিশ ঘুমকে হত্যা করেছে!' পরমুহূর্তে সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলেন ম্যাকবেথ, 'সে আর ঘুমোবে না! কডর আর ঘুমোবে না ম্যাকবেথ!' রক্তমাখা ছুরিটা হাতে নিয়ে রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের স্ত্রী-র কাছে এলেন ম্যাকবেথ। বললেন, "নাও, সব শেষ! রাজার ঘুম আর ভাঙবে না!" বলে কীভাবে তিনি রাজাকে খুন করেছেন সংক্ষেপে স্ত্রীকে তা শোনালেন। স্ত্রী শুনে বললেন, "কিন্তু ছুরিটা নিয়ে এলে কেন, ওটা নিয়ে গিয়ে রাজার ঘরের বাইরে ঘুমন্ত



দেহরক্ষীদের হাতের কাছে রেখে এসো, আর ছোরার ফালায় যে রক্ত লেগেছে তা ওদের হাতে লাগিয়ে দাও। তাহলে সবাই ভাববে ওরাই মদ খেয়ে খুন করেছে রাজাকে!"

"তুমি কারও চিৎকার শুনতে পাওনি?" স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন ম্যাকবেথ।

"হ্যাঁ, চিৎকার!" ম্যাকবেথ বললেন, "কাজ শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার কানের কাছে জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল, ম্যাকবেথ, তুমি খুনি। তোমার দু'চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে! এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছ? মৃত্যুর আগে আর একটি রাতও ঘুমোতে পারব না, ঘুমে দু'চোখ ভারি হয়ে এলেও চোখ বুঁজতে পারব না।"

"কই, আমি তো তেমন কিছু শুনিনি"—লেডি ম্যাকবেথ বোঝালেন, "ওসব আসলে তোমার মনের ভুল, ভয় পেয়েছ বলে এরকম মনে হচ্ছে। যাক যা বলি এবার তা করো। রাত শেষ হতে বেশি দেরি নেই। লোক জানাজানি হবার আগে ছুরিটা রাজার ঘুমন্ত দেহরক্ষীদের হাতের কাছে রেখে এসো। মনে করে ওদের হাতে, জামায় কিছু রক্ত মাখিয়ে দিয়ে এসো।"

"আবার আমায় ওখানে যেতে বলছ?" স্ত্রী-র কথা শুনে আঁতকে উঠলেন ম্যাকবেথ, "না, না, ও আমি কোনমতেই পারব না, সে সাহস এখন আর আমার নেই।" অগত্যা ছুরিটা স্বামীর হাত থেকে নিয়ে নিজের মুঠোয় চেপে ধরলেন লেডি ম্যাকবেথ। রাজার ঘরের সামনে পড়ে থাকা দুই ঘুমন্ত দেহরক্ষীর হাতের পাশে ছুরিটা নিঃশব্দে নামিয়ে রাখলেন। তারপরে তার ফলায় লেগে লেগে থাকা কাঁচা রক্ত মাখিয়ে দিলেন তাদের দু'হাতে আর জামায়। কাজ শেষ করে লেডি ম্যাকবেথ আবার ফিরে এলেন তাঁর শোবার ঘরে।

✪ পাঁচ ✪

দুঃস্বপ্নের রাত একসময় শেষ হয়ে এল। ইনভার্নেস দুর্গে অতিথি হবার আগে ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে তাঁর ঘুম ভাঙানোর নির্দেশ রাজা ডানকান আগের দিন দিয়েছিলেন তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত অমাত্য ম্যাকডাফকে। আকাশে ভোরের আলো ফুটতেই ম্যাকডাফ সেই নির্দেশ পালন করতে নিজে এসে ইনভার্নেস দুর্গের ফটকে বারবার ঘা দিতে লাগলেন। রাত পাহারার দায়িত্বে যে প্রহরী ছিল সে ফটকের লাগোয়া চোরা ফোকর খুলে ম্যাকডাফের পরিচয় আর এত ভোরে আসবার কারণ জানতে চাইল। ম্যাকডাফ নিজের পরিচয় দিলেন সেইসঙ্গে আসার কারণও জানালেন। শুনে প্রহরী ভেতর থেকে ফটক খুলে দিল। ম্যাকডাফ ভেতরে ঢুকে পায়ে পায়ে উঠে এলে ওপরে। রাজার ঘরে ঢুকে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ



বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলেন ম্যাকডাফ, কপাল চাপড়ে জোর গলায় আক্ষেপ করতে করতে তিনি তখনই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। জোরগলায় তাঁর সেই আক্ষেপ কানে যেতে দুর্গের বাসিন্দাদের ঘুম গেল ভেঙে। জিজ্ঞেস করে তাঁরা যেটুকু জানলেন তার সারমর্ম হল, দেহরক্ষীদের নজর এড়িয়ে কোনও অজানা আততায়ী রাজার ঘরে ঢুকে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে ছুরি বসিয়ে খুন করে গেছে। কডর-এর থেন-এর দুর্গে এমন ঘটনা ঘটার ফলে তারা ভয়ে শিউরে উঠল।

ম্যাকবেথ জেগেই ছিলেন। চেঁচামেচি শুনে তিনিও শোবার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাজার ঘরে ঢুকে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে এমন স্বাভাবিক গলায় 'হায় হায়' করে উঠলেন যা দেখে উপস্থিত কারও মনে তাঁর সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ জাগল না। "হায় আমার কপাল"— নিজের কপালে আঘাত করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন তিনি, "শেষকালে আমার দুর্গে অতিথি হয়েই আমাদের রাজাকে এমন নৃশংসভাবে প্রাণ হারাতে হল? প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর আততায়ী এই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে পালাল কিভাবে?" নিজের মনে বলতে বলতে ম্যাকবেথ বেরিয়ে এলেন বাইরে। আর ঠিক তখনই যেন তাঁর চোখে পড়ল রাজার দুই দেহরক্ষী তখনও গায়ে গা ঠেকিয়ে মেঝেতে পড়ে ঘুমোচ্ছে, এত শোরগোল কানে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের ঘুম ভাঙেনি। রাজার খুনের রক্তমাখা হাতিয়ারটি লেডি ম্যাকবেথ আগেই রেখে গিয়েছেন তাদের হাতের পাশে। ছুরির ফলায় লেগে থাকা কাঁচা রক্তও মাখিয়ে দিয়েছেন তাদের হাতে আর জামায়। ম্যাকবেথ এ সবই জানতেন তবু এমন হাবভাব করতে লাগলেন যেন এই প্রথম তা তাঁর চোখে পড়ল।

"এই তো, এরাই মদ খেয়ে রাজাকে খুন করেছে!" বলে তলোয়ার খুলে ঐ দুই ঘুমন্ত দেহরক্ষীর মাথা কেটে ফেললেন।

দুই রাজপুত্র ম্যালকম আর ডোনালবেন শুয়েছিলেন পাশের ঘরেই। তাঁরা বুদ্ধিমান। সিংহাসনের লোভেই কেউ রাজাকে খুন করেছে এটা বুঝতে তাঁদের বাকি রইল না। খুনি যে-ই হোক সে এবার রাজপুত্রদেরও খুন করবে এই ভয় দেখা দিল তাঁদের মনে। থেন আর অমাত্যরা যখন রাজার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করছেন সেই সময় তাঁরা দু'জনেই ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে পালালেন। ম্যালকম ইংল্যান্ডে, আর ডোনালবেন পালালেন আয়ার্ল্যান্ডে। তাঁরা পালিয়ে যেতেই ম্যাকবেথ সুযোগ পেলেন, গলা চড়িয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন, "নিশ্চয়ই রাজপুত্ররাই রাজ্যের লোভে খুন করেছে রাজাকে, নয়ত তাঁরা রাজাকে সমাধি দেবার আগেই এভাবে পালালেন কেন?" বলা বাহুল্য, সেই মুহূর্তে সবার



যা মনের অবস্থা, তাতে ম্যাকবেথের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ কেউ করতে পারলেন না।

রাজার মৃত্যু হলেও সিংহাসন খালি থাকতে পারে না। রাজপুত্রেরা দু'জনেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। একই রাজবংশের রক্ত শিরায় বইছে এমন লোক আপাতত হাতের কাছে একজনই আছেন, তিনি গ্লামিশ ও কডর-এর থেন, সেনাপতি ম্যাকবেথ স্বয়ং। তাই অমাত্যরা নিজেদের মধ্যে অনেক পরামর্শ করে শেষপর্যন্ত তাঁকেই খালি সিংহাসনে বসালেন। ম্যাকবেথ হলেন স্কটল্যান্ডের রাজা। জলার তিন ডাইনির তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে ফলে গেল।

* * * *

রাজা হয়ে ম্যাকবেথের উচ্চাভিলাষ পূরণ হল ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে নতুন অশান্তির সূত্রপাত হল তাঁর মানে। তাঁর এবারের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরই একদা সহযোগী সেনাপতি ব্যাংকো। জলার তিন ডাইনি ম্যাকবেথের বংশধরদের রাজা হবার কথা কিছুই বলেনি। অথচ বলেছিল ব্যাংকোর বংশধরদের মধ্যে অনেকেই স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী যখন তাঁর নিজের বেলায় সত্যি হয়েছে তখন ব্যাংকোর বেলাতেও যে সত্যি হবে তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাংকোর বংশধরেরা রাজা হবে—ডাইনিদের এই ভবিষ্যদ্বাণীই ব্যাংকোর সম্পর্কে ম্যাকবেথকে ঈর্ষাতুর করে তুলল। তিনি ব্যাংকো আর তাঁর ছেলে ফ্লিয়ানস, দু'জনকেই ভাড়াটে খুনির সাহায্যে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন। রাজা হবার আনন্দে ফরেস-এর প্রাসাদে অমাত্য, সেনাপতি আর থেনদের এক ভোজসভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন ম্যাকবেথ। ছেলে ফ্লিয়ানসকে নিয়ে ব্যাংকোকেও সেই সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানালেন। ব্যাংকো জানালেন তিনি বিশেষ কাজে ছেলেকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে দূরে যাচ্ছেন। কাজ সেরে ফিরে আসতে দেরি হবে। তবে দেরি হলেও ভোজসভায় যোগ দেবেন বলে তিনি কথা দিলেন। আগে থাকতে দু'জন ভাড়াটে খুনি জোগাড় করেছিলেন ম্যাকবেথ। তারা এমন লোক যাদের অতীতে কোনও অপরাধের জন্য ব্যাংকো গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং দু'জনকেই বধ করবেন বলে হাত বেঁধে তলোয়ার আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে কোনও কারণে দু'জনকেই তিনি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্যাংকোর ওপরে তারা দু'জনেই রেগে আছে ম্যাকবেথ জানেন। এবার তাদের সেই জমে থাকা পুরোনো রাগ তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাতে উদ্যত হলেন। কাজ সেরে ফিরে আসার আগেই মাঝপথে ব্যাংকো আর তাঁর ছেলেকে খুন করায় নির্দেশ তিনি তাদের দিলেন। কাজ সেরে ম্যাকবেথের ভোজসভায় যোগ দেবেন



বলে রওনা হয়েছিলেন ব্যাংকো। মাঝখানে ভাড়াটে আততায়ীদের হাতে তিনি খুন হলেন। আততায়ীদের ছুরির ঘা খেয়ে মাটিতে পড়ে যাবার আগে ব্যাংকো ছেলে ফ্লিয়ানসকে পালিয়ে যেতে বললেন, আর ভবিষ্যতে তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নিতে বললেন। আততায়ীরা ধরে ফেলার আগেই ফ্লিয়ানস পালিয়ে গেল। কে তার বাবাকে খুন করালো তা ততক্ষণে তার কাছে জলের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যাংকো বেঁচে নেই এ খবর ভাড়াটে আততায়ীদের মুখ থেকে শুনে ম্যাকবেথ যতটা খুশি হলেন ঠিক ততটাই ক্ষুব্ধ হলেন ফ্লিয়ানস অক্ষত দেহে পালিয়ে বেঁচেছে শুনে।

ফরেস-এর প্রাসাদে ওদিকে শুরু হয়েছে ভোজ। আলো ঝলমল ভোজনকক্ষের মাঝখানে বিশাল লম্বা টেবলের দু'পাশে এসে বসেছেন রাজার অমাত্যবৃন্দ, বিশিষ্ট থেন আর সেনানীরা। এঁদের বাড়ির সুন্দরী বউ আর মেয়েরাও দামি পোষাক আর গয়নাগাটি পরে এসে হাজির হয়েছেন ভোজসভায়। ম্যাকবেথ সবে রাজা হয়েছেন, এই মুহূর্তে সবার মন জয় করতে তিনি আমন্ত্রিত সবার কাছে গিয়ে সৌজন্য বিনিময় করছেন। খানিক বাদে ম্যাকবেথ অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট উঁচু চেয়ারটিতে এসে বসেছেন সেনাপতি ব্যাংকো। তাঁর জামা থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। ম্যাকবেথ লক্ষ্য করলেন তিনি নিজে ছাড়া উপস্থিত একজনও ব্যাংকোকে দেখতে পাচ্ছেন না। এমন কি তাঁর স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথও না। ঐ মূর্তি যে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না তাঁর মনে। প্রচণ্ড ভয় আর উত্তেজনায় ম্যাকবেথ ক্ষেপে উঠলেন, ব্যাংকোর প্রেতাত্মার দিকে আঙ্গুল তুলে পাগলের মত চেঁচিয়ে বললেন, "কেন এসেছো? কেন এখানে এসেছো তুমি? আর যে-ই করুক না কেন, একাজ আমি করেছি তা কখনোই বলতে পারবে না তুমি! মৃত্যুর পরে মড়াগুলো কবর থেকে এমন করে উঠে এলে সমাধি স্তম্ভগুলোও যে ডানা মেলে আকাশে উড়বে!"

উপস্থিত কেউ বুঝতে পারলেন না ম্যাকবেথ নিজের মনে এসব কী বলছেন, তাঁরা খাওয়া ফেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন," অমাত্য রস আমন্ত্রিতদের বললেন, "আপনারা এবার দয়া করে উঠে পড়ুন।"

স্বামীর অবস্থা দেখে লেডি ম্যাকবেথ পড়লেন মুশকিলে। তিনি হাতজোড় করে অতিথিদের বললেন, "না, না, আপনারা দয়া করে উঠবেন না। এটা মহারাজের পুরোনো মানসিক রোগ, মাঝে মাঝে এর প্রকোপে উনি সাময়িকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপনারা যেমন খাচ্ছিলেন খেয়ে যান। দেখবেন খানিক বাদে উনি আবার আগের মত সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আপনাদের কাছে আমার শুধু



একটাই অনুরোধ এমন কেউ ওঁর মুখের দিকে তাকাবেন না। তাতে ওঁর উত্তেজনা বেড়ে যাবে।"

রসের কথায় অনেকেই হাত মুখ মুছে উঠে পড়েছিলেন। এমন খাসা রাজকীয় ভোজ মাটি হয়ে গেল বলে তাঁদের মুখ ব্যাজার হয়ে উঠেছিল, কিন্তু রানি নিজে আশ্বস্ত করতে তাঁরা আবার খুশি মনে খেতে লাগলেন। এবার লেডি ম্যাকবেথ এসে দাঁড়ালেন তাঁর স্বামীর কাছে। চাপা গলায় ধমকে বললেন, "এ তুমি কি করছ? অতিথিরা তোমার ব্যবহারে কি ভাবলেন বলো তো? ভাল করে চেয়ে দ্যাখো তোমার চেয়ার খানিক আগে যেমন ফাঁকা ছিল তেমনই ফাঁকা পড়ে আছে। একটু আগে নিজের কানেই তো শুনলে ব্যাংকো আর বেঁচে নেই। তাহলে তিনি ওখানে এসে বসবেন কি করে? এসব তোমার ভ্রান্ত ধারণা, তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।"

কিন্তু নিজের চেয়ারের দিকে তাকাতে আবার ভয়ে কেঁপে উঠলেন ম্যাকবেথ, দেখলেন রক্তমাখানো দেহে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা সেখানে আগের মতই বসে আছে।

"দূর হ!" প্রেতাত্মার দিকে আঙ্গুল তুলে ম্যাকবেথ চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমি তোকে একটুও ভয় পাই না! যা, পালা এখান থেকে!"

ম্যাকবেথের ভাবগতিক দেখে আর তাঁর মাথামুণ্ডুহীন কথাবার্তা শুনে অতিথিরা নিজেদের মধ্যে চাপাগলায় ফিসফাস শুরু করলেন।

"তুমি কি পরিস্থিতির কথা ভুলে গেলে?" স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় আবার ধমক দিলেন লেডি ম্যাকবেথ, "তোমার ভাবগতিক দেখে সবাই চাপা গলায় ফিসফাস করছে, ওঁদের মনে যে নানারকম সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? ব্যাংকোর প্রেতাত্মা এখানে আসেনি, এলে তুমি ছাড়া আরও অনেকেই তাকে দেখতে পেত। রাজা ডানকান মারা যাবার আগে তুমি যেমন মনের ভুলে হাওয়ায় ছুরি ভাসতে দেখেছিলে, এখনও তেমনই দেখছ তোমার চেয়ারে বসে আছে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা। আবার বলছি এসবই তোমার মনের ভুল। তুমি নিজের চেয়ারে বসে খেতে শুরু কর। নয়ত ভোজসভা পণ্ড হবে।"

স্ত্রীর ধমক খেয়ে ম্যাকবেথ কিছুটা সুস্থ হলেন। নিজের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেটা সত্যিই ফাঁকা, ব্যাংকোর প্রেতাত্মা ধারেকাছে নেই। নিজের চেয়ারে বসে একপাত্র মদ তিনি তুলে নিলেন। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী উপস্থিত সবার মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন কামনা করে তাতে ঠোঁট ছোঁয়াতে যাবেন ঠিক তখনই ব্যাংকোর প্রেতাত্মা আবার এসে হাজির তাঁর সামনে। স্ত্রীর ধমক আর হুঁশিয়ারি ভুলে গিয়ে ম্যাকবেথ আবার ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, প্রেতাত্মাকে গালি দিয়ে বললেন, "বাঘ, ভালুক বা গণ্ডার, যে রূপ ধরেই আসো না কেন, আমি তোমায় ভয় পাই না।

কিন্তু রক্ত, আর মাংস-মজ্জাহীন তোমার ঐ ছায়া-মূর্তি আমার কাছে অসহ্য! দূর হও এখান থেকে! আর এসো না!”

ম্যাকবেথের চেঁচামেচিতে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা অদৃশ্য হল। বারবার একই ঘটনা ঘটায় অতিথিরা বিরক্ত হয়ে খাওয়া শেষ হবার আগেই উঠে পড়লেন টেবল ছেড়ে। রাজার আচরণে নানারকম সন্দেহের কথা বলাবলি করতে করতে তাঁরা বেরিয়ে এলেন ফরেস-এর রাজপ্রাসাদ থেকে।

* * * * *

উপস্থিত আমন্ত্রিত অমাত্যদের মধ্যে একমাত্র ম্যাকডাফই আসেননি তা ম্যাকবেথের চোখে পড়েছে। গোপনে খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন নিহত রাজা ডানকানের বড় ছেলে ম্যালকম ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে সেখানকার রাজা এডওয়ার্ডের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। ম্যাকডাফ নিজেও গেছেন সেখানে।

সিংহাসনে বসে ম্যাকবেথ প্রজাপালনের নামে শুরু করলেন প্রজাপীড়ণ। তাঁর অত্যাচারে স্কটল্যান্ডের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। রাজা ডানকান, তাঁর দুই দেহরক্ষী আর সেনাপতি ব্যাংকোর অস্বাভাবিক মৃত্যু—দুই রাজপুত্র, ম্যালকম ও ডোনালবেনের পালিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ, বারবার ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা ম্যাকবেথ সম্পর্কে একাধিক সন্দেহ জাগাল প্রজাদের মনে।

ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে আক্রোশ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হতে লাগল জনতার মনে। রাজপুত্র ম্যালকম দরকার হলে ইংল্যান্ডের রাজার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে স্কটল্যান্ড হানা দিন, ম্যাকবেথকে সিংহাসনচ্যুত করুন—তাদের অনেকেই ঈশ্বরের কাছে দিনরাত এই প্রার্থনা করতে লাগল। রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দিনে দিনে তীব্র আকার নিচ্ছে টের পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন ম্যাকবেথ।

তাঁর রাজা হবার প্রসঙ্গে যাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে জলার সেই তিন ডাইনির জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। চারপাশে লোক পাঠিয়ে সেই ডাইনিরা কোথায় থাকে খোঁজ নিলেন ম্যাকবেথ। খবর পেলেন তাঁর প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে বনের ভেতর পাহাড় চূড়োয় এক গুহার ভেতর তাদের আস্তানা। এ সম্পর্কে স্ত্রীকে একটি কথাও জানালেন না ম্যাকবেথ। একদিন নিশুতি রাতে তাঁর স্ত্রী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সেই সময় কাউকে কিছু না বলে চুপিচুপি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে তিনি রওনা হলেন সেই পাহাড়ের দিকে।

পাহাড় চূড়োয় গোপন আস্তানায় তিন ডাইনি তাদের সাধনার অঙ্গ হিসেবে নরকের আগুন জ্বেলে তাতে বসিয়েছে বিশাল লোহার কড়াই। সেই কড়াই-এ



বিষধর সাপের দাঁত, ব্যাং-এর ঠ্যাং, কুকুরের জিভ, সাপের ছানা, টিকটিকির পা, ড্রাগনের শিরদাঁড়ার হাড়, নেকড়ে বাঘের দাঁত, ছাগল, চমরী গাই, নাস্তিক ইহুদীর যকৃৎ, তুর্কি সেপাই-এর কাটা নাক, তাতার সৈনিকের কাটা ঠোঁট, আর মাতৃগর্ভে মৃত শিশুর হাতের আঙ্গুল সেদ্ধ করছে তারা। ম্যাকবেথ যে নিজের ভবিষ্যৎ জানতে সেখানে আসবেন তা ঐ তিন ডাইনিকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন জেকেট নামে এক উপদেবী—যিনি সব অশুভ আর অমঙ্গলের নিয়ন্তা।

ম্যাকবেথের মুখে 'আমার সব প্রশ্নের উত্তর দাও' শুধু এইটুকু শুনে তিন ডাইনি শুয়োরের রক্ত আর ঘাতকের চর্বি আগুনে ঢেলে মন্ত্র পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বাজ পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ, সেই আওয়াজের রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই আগুন থেকে উঠে এল লোহার শিরস্ত্রাণ পরা এক দেহহীন মাথা।

"হে প্রেতাত্মা"—গদগদ হয়ে বললেন ম্যাকবেথ, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"তুমি কি প্রশ্ন করবে তা ও জানে ম্যাকবেথ"—প্রথম ডাইনি বলল, "ওকে বলতে দাও, তুমি কথা না বলে শুধু মন দিয়ে শুনে যাও।"

"ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ!" সেই ধড়হীন মাথা তাঁর নাম ধরে ডেকে বলল, "ফিফির অধিপতি ম্যাকডাফ সম্পর্কে সাবধান। এত বড় শত্রু তোমার আর একজনও নেই। আমার যা বলার বললাম, এবার আমি যাচ্ছি।" বলেই সেই মাথা মিলিয়ে গেল।

"তুমি যে-ই হও এভাবে আমায় সতর্ক করে দেবার জন্য ধন্যবাদ"—বললেন ম্যাকবেথ, "কিন্তু আমার যে আরও কিছু জানার ছিল।"

"ও আর কোনও কথার উত্তর দেবে না"—বলল দ্বিতীয় ডাইনি, "চোখ কান খোলা রাখো। আরেকজন আসছে, আগেরজনের চেয়ে এর শক্তি অনেক বেশি।" তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক শিশুর প্রেতাত্মা উঠে এল আগুন থেকে। তার সারা দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে— টকটকে তাজা রক্ত।

"ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথ!" শিশুর প্রেতাত্মা বলে উঠল, "সাধারণভাবে মায়ের পেট থেকে জন্মেছে এমন কোনও মানুষ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। মানুষের কোনও শক্তিকে তুমি ভয় কোর না। সাহসে বুক বেঁধে নিজের সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দেবে। তাতে যত রক্তপাত হয় হোক!" এটুকু বলেই সেই শিশুর প্রেতাত্মা উধাও হল।

"তাহলে ম্যাকডাফ", আপনমনে বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, "তুমি তখন আমার সবচেয়ে বড় শত্রু তখন আমার কিছু হবার আগে আমি তোমাকেই দূর করে দেব

এই পৃথিবী থেকে। তুমি বেঁচে না থাকলে প্রচণ্ড প্রলয়ের রাতেও আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব।"

তাঁর কথার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে আরেক প্রেতাত্মা আগুন থেকে উঠে এল। দ্বিতীয় প্রেতাত্মার মত এও শিশু, তবে এর মাথায় মুকুট আর ডানহাতের মুঠোয় ধরা একটি গাছ।

"মাথায় রাজার মুকুট, হাতে গাছ" —ম্যাকবেথ ডাইনিদের দিকে তাকালেন, "এর মানে কি?'

"কথা না বলে ও যা বলে মন দিয়ে শোন"—বলল তৃতীয় ডাইনি।

"ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথ!" তৃতীয় প্রেতাত্মা তাঁর নাম ধরে বলে উঠল, "বার্নামের ঘন জঙ্গল যতক্ষণ না ডানসিনান পাহাড়ে উঠে ম্যাকবেথের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাবে ততক্ষণ কোনও শত্রু, কোনও বিদ্রোহী তোমার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারবে না।"

"তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ"—ম্যাকবেথ বললেন, "প্রকৃতির নিয়মকে ব্যর্থ করে জঙ্গল কখনও পাহাড়ের উপরে উঠতে পারে না। এত কথা যখন বললে তখন আর একটি কথা বল, বল ব্যাংকোর ছেলেরা সত্যিই রাজা হবে কিনা।"

"বাধা দিলে ও শুনবে না"—তিন ডাইনি একসঙ্গে বলে উঠল, "তার চেয়ে সেই দৃশ্যটা বরং ওকে দেখিয়েই দাও। এমনভাবে দেখাও যাতে প্রবল দুঃখে ওর মন-প্রাণ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।"

তার কথা শেষ হতে রাজার পোষাকপরা আটজন অচেনা পুরুষের ছায়ামূর্তি আগুন থেকে উঠে ম্যাকবেথের সামনে দিয়ে হেঁটে উধাও হয়ে গেল। সবার শেষে উঠে এল ব্যাংকোর প্রেতাত্মা। ম্যাকবেথের দিকে হাসিহাসি মুখ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সে। কয়েক মুহূর্ত আগে যারা আবির্ভূত হয়েছিল রাজার পোষাক পরা সেই আটজন পুরুষের ছায়ামূর্তি যে ব্যাংকোর আটজন বংশধর প্রেতাত্মার হাসি হাসি মুখ দেখে তা আঁচ করলেন ম্যাকবেথ। ডাইনিদের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন তিনি, খানিক বাদেই গুপ্তঘাতক পাঠালেন ফিফির অধিপতি ম্যাকডাফের প্রাসাদে। প্রাসাদে ম্যাকডাফের স্ত্রী লেডি ম্যাকডাফ আর তাঁর শিশুপুত্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। ম্যাকবেথের পাঠানো গুপ্তঘাতক লেডি ম্যাকডাফ আর তাঁর শিশুপুত্রকে খুন করল।

ম্যাকবেথের অত্যাচারে তাঁর ওপর প্রজাদের ক্ষোভ দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল। কিছু অমাত্য আর সামন্ত রাজাও এবার তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হলেন। এঁদের প্রতিভূ ছিলেন রস, যিনি এক সময় রাজা ডানকানের অমাত্যও ছিলেন। ম্যাকবেথকে অজান্তে রস ইংল্যান্ডে এসে দেখা করলেন যুবরাজ ম্যালকমের সঙ্গে। তাঁকে



দেশে ফিরে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মন্ত্রণা দিলেন তিনি। রস বললেন, "যুবরাজ, আপনি দেশে ফিরে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আমাদের মেয়ে-বউরাও ঘরের কাজকর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এসে আপনার সঙ্গে যোগ দেবে।"

"এই যদি দেশের পরিস্থিতি হয় তাহলে জেনে রাখুন রস, ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড ম্যাকবেথের সঙ্গে যুদ্ধে সৈন্য আর অস্ত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওঁর প্রধান সেনাপতি সিওয়ার্ড নিজে সেই যুদ্ধে যাবেন বলে জানিয়েছেন।"

যুবরাজ ম্যালকম বিদেশে এসে চুপচাপ বসে না থেকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছেন দেখে খুশি হলেন রস। এরপরে ম্যাকডাফকে তিনি জানালেন তাঁর খোঁজ না পেয়ে ম্যাকবেথের গুপ্তঘাতক তাঁর স্ত্রী লেডি ম্যাকডাফ আর তাঁদের শিশুপুত্রকে খুন করেছে ক'দিন আগে। রস-এর মুখে এই চরম দুঃসংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন ম্যাকডাফ। খানিক বাদে চোখের জল মুছে যুবরাজ ম্যালকম আর রস-এর সামনে নিজ হাতে ম্যাকবেথকে বধ করে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন বলে শপথ নিলেন ম্যাকডাফ।

✪ ছয় ✪

ওদিকে প্রাসাদে লেডি ম্যাকবেথের মাথা খারাপ হতে বসেছে, যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণই খানিক বাদে বাদে জল দিয়ে নিজের দু'হাত তিনি ধুয়ে ফেলেন। হাত ধোবার সময় বিড়বিড় করে বলেন, "আমার হাতে এই রক্তের দাগ এল কোথা থেকে? বারবার এত জল ঢালছি তবু রক্তের দাগ কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না!" চব্বিশ ঘণ্টা চাপা উত্তেজনার মধ্যে কাটান তিনি। দিনে, রাতে, কখনও শুয়ে থাকতে পারেন না। রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় গোটা প্রাসাদ পায়চারি করে বেড়ান তিনি। রাজার আহ্বান পেয়ে রাজ-চিকিৎসক এসে হাজির হলেন রাজপ্রাসাদে, রোগিনীকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন তিনি। কিন্তু সেই ওষুধ খেয়ে লেডি ম্যাকবেথের রোগ মোটেও সারল না। হতাশ হয়ে রাজ-চিকিৎসক বললেন, "এ ব্যাধি দেহের নয়, মনের। যতদূর জানি এ ব্যাধির একমাত্র ওষুধ হল যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন। এছাড়া এ রোগের কোনও ওষুধ নেই। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়। তাই বলছি রোগিনীর হাতের কাছে কোনও ধারালো বা সুঁচালো অস্ত্র, বিস, আগুন, দড়ি বা জল ভুলেও কখনও রাখবেন না।"

লেডি ম্যাকবেথ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার কিছুদিনের মধ্যেই ইংল্যান্ডের



রাজা এডওয়ার্ডের সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেনাপতি সিওয়ার্ড স্কটল্যান্ড আক্রমণ করলেন। যুবরাজ ম্যালকম, ম্যাকডাফ, রস আর অন্যান্য বিদ্রোহী স্কটিশ থেন আর সেনানীরা যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

খবর শুনেও নিশ্চিন্তে রইলেন ম্যাকবেথ। ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর তাঁদের অগাধ বিশ্বাস। তিনি জানেন শত্রু দোরগোড়ায় এসে পৌঁছালেও তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। শত্রুসৈন্য দেশ আক্রমণ করেছে, সেই সৈন্যজলের পুরোভাগে আছেন রাজা ডানকানের বড়ছেলে যুবরাজ ম্যালকম। এটুকু খবর শুনেই মারা গেলেন লেডি ম্যাকবেথ। খানিক বাদে একজন দূত এসে খবর দিল বার্নাসের ঘন জঙ্গল ধীরে ধীরে উঠে আসছে ডানসিনান পাহাড়ে।

"হতভাগা দিনে দুপুরে নেশা করেছিস?" দূতকে ধমকে উঠলেন ম্যাকবেথ, "জঙ্গল কি করে পাহাড়ে উঠে আসবে? জঙ্গলের কি তোর আমার মত পা আছে?'

"আমি নেশা করিনি মহারাজ"—দূত বলল, "মিছে কথাও বলিনি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে দয়া করে নিজে এসে একবার বারান্দায় দাঁড়ান, তাহলেই দেখবেন"।

তার কথা সত্যি কিনা যাচাই করতে ম্যাকবেথ ছুটে এলেন প্রাসাদের বারান্দায়, দেখলেন দূর থেকে সত্যিই বার্নাসের ঘন জঙ্গল উঠে আসছে ডানসিনান পাহাড়ের ওপরে। ভাল করে তাকিয়ে ম্যাকবেথ লক্ষ্য করলেন সত্যিসত্যি জঙ্গল নয়। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বার্নাস জঙ্গলের গাছপালা কেটে নিজেদের চোখমুখ আড়াল করে উঠে আসছে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে চূড়ায় অবস্থিত তাঁর প্রাসাদের দিকে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই গোটা জঙ্গলটা যেন উঠে আসছে পাহাড়ের ওপর।

ক'দিন আগে ডাইনিদের গুহায় প্রেতাত্মার একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হতে চলেছে দেখে ম্যাকবেথ বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

"মহারাজ"—আরেকজন দূত ছুটে এসে খবর দিল, "ইংরেজ সেনাপতি সিওয়ার্ড তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে দুর্গের প্রধান ফটকের কাছাকাছি এসে গেছেন, রাজা ডানকানের বড় ছেলে যুবরাজ ম্যালকম আর সামন্ত ম্যাকডাফ আছেন তাঁর সঙ্গে। এছাড়া দেশের অনেক থেন, অমাত্য আর সেনানীও তাঁদের দলে যোগ দিয়েছেন।"

দূতের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। প্রাসাদে যে ক'জন সৈনিক তখনও ছিল, তারা প্রবলবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজ সৈন্যদের ওপর। শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে



প্রাসাদরক্ষীদের হতাহত করে ম্যাকডাফ সসৈন্যে ঢুকলেন প্রাসাদে। তলোয়ার হাতে এসে ম্যাকবেথের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "শয়তান, তুই এখানে? তোকে নিজ হাতে বধ করলে তবেই আমার স্ত্রী আর ছেলের মৃত্যুশোক ঘুচবে।"

"মিছিমিছি আমায় ভয় দেখিও না, ম্যাকডাফ!" ম্যাকবেথ বললেন, "আমার দেহ মায়াবলে সুরক্ষিত। স্বাভাবিকভাবে মাতৃগর্ভ থেকে জন্মেছে এমন কেউ আমায় বধ করতে পারবে না।"

"তাহলে জেনে রাখো ম্যাকবেথ আমি অযোনিসম্ভূত," বললেন ম্যাকডাফ, "নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অকালে মাতৃগর্ভ ভেদ করে আমার জন্ম হয়েছে।"

"তাহলে তুমি সত্যিই আমার শত্রু, ম্যাকডাফ?" বললেন ম্যাকবেথ, "তোমার একথা শুনে আমার আত্মবিশ্বাস অনেকখানি ঘুচে গেছে। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।"

"তাহলে আত্মসমর্পণ করো"—ম্যাকডাফ বললেন, "হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে তোমায় খাঁচার ভেতরে আটকে রাখবো। তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।"

"না ম্যাকডাফ"—মিনতি করলেন ম্যাকবেথ, "মানছি আমি অনেক অপরাধ করেছি, তবু জানোয়ারের মত খাঁচার ভেতরে ঘৃণ্য নারকীয় জীবনযাপন করতে পারব না। তার চেয়ে তোমরা আমাকে বধ করো। কিন্তু ওরকম সাজা দিও না।"

"তাহলে তলোয়ার তুলে নে শয়তান!"—গর্জে উঠলেন ম্যাকডাফ, "বীরের মত লড়াই করতে করতে প্রাণ দে।"

কিন্তু ম্যাকবেথের মনোবল বলতে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তলোয়ার হাতে নিয়ে তিনি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। নিমেষে ম্যাকডাফ তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর। টাল সামলাতে না পেরে তলোয়ার হাতে ম্যাকবেথ লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে। ম্যাকডাফ এবার শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে, তলোয়ার এক কোপে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। ম্যাকবেথের কাটা মাথা হাতে নিয়ে ম্যাকডাফ এলেন ম্যালকমের কাছে। সেই কাটা মাথা তাঁকে উপহার দিয়ে বললেন, "আপনার বাবা রাজা ডানকানকে যে খুন করেছিল, আর যার গুপ্তঘাতক আমার স্ত্রী-পুত্রকে আমার অনুপস্থিতিতে খুন করেছিল এ হল সেই নরদানবের কাটা মাথা। যুবরাজ, এবার আপনিই বসবেন স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে।"

"জয়! স্কটল্যান্ডের অধিপতি ম্যালকমের জয়!" বলে উপস্থিত সবাই জয়ধ্বনি দিল।



অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা

✪ এক ✪

রোমের জুলিয়াস সিজার ছিলেন নিঃসন্তান, নিজের ভাগ্নে অক্টেভিয়াসকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। ইনি অক্টেভিয়াস অগাস্টাস সিজার নামেও পরিচিত। এঁর নামেই ইংরেজি অগাস্ট মাসের নামকরণ করা হয়েছে

ক্যাসিয়াস, ব্রুটাস প্রমুখ ধনী রোম্যানদের ষড়যন্ত্রে জুলিয়াস সিজারের খুনের ঘটনা সবারই জানা—সিজার খুন হবার পরে মার্ক অ্যান্টনি আর অক্টেভিয়াসের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে সিজারের খুনের ষড়যন্ত্রকারীরা একে একে নিহত হল। এরপরে রোম সাম্রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হল—রোম সমেত পশ্চিম ইওরোপের শাসনভার গ্রহণ করলেন অক্টেভিয়াস সিজার স্বয়ং। আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার যাবতীয় রাজ্যের শাসনভার পেলেন মার্ক অ্যান্টনি। রোমের সেনেটের অন্যতম বিশিষ্ট ধনী সদস্য লেপিডাসকে আগেই নিজেদের দলে টেনে নিয়ে অক্টেভিয়াস রোমে চালু করেছিলেন 'ট্রায়ামভির' বা ত্রয়ী-র শাসনব্যবস্থা। অক্টেভিয়াস ও মার্ক অ্যান্টনির মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হবার পরে যেসব রাজ্য বাকি রইল সে সব রাজ্যের শাসনভার পেলেন লিপিডাস।

রোমের অধীন হওয়া সত্ত্বেও ইজিপ্ট বা মিশরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালাতেন গ্রিকবংশীয় সম্রাট টলেমির রাজবংশ। অ্যান্টনি যখন আফ্রিকায় আসেন সেসময় মিশরের সিংহাসনে বসে রাজত্ব চালাচ্ছেন সম্রাট চতুর্থ টলেমির মেয়ে ক্লিওপেট্রা। চামড়ার রং কালো হলেও মোহিনী শক্তি বলতে যা বোঝায় ক্লিওপেট্রার মধ্যে তার অভাব নেই। তাঁর কাছাকাছি যে পুরুষ আসে তারই মাথা ঘুরিয়ে দেন তিনি।

মার্ক অ্যান্টনি বিবাহিত। কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে প্রথম দেখার পরে তাঁর নিজের মাথাও ঘুরে গেল। রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশীদার হিসেবে ক্লিওপেট্রার সঙ্গে



যে ব্যবধান রাখা তাঁর কর্তব্য ছিল তা ঘুচিয়ে মার্ক অ্যান্টনি এমনভাবে তাঁর সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা মেলামেশা শুরু করলেন মিশরের প্রজা সাধারণের কাছে যা রীতিমত নিন্দা ও বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

*　　　*　　　*　　　*

আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্লিওপেট্রার প্রাসাদ। প্রাসাদের ভেতরে একটি ঘরে মার্ক অ্যান্টনির দুই ঘনিষ্ঠ সহচর ফাইলো আর ডেসেট্রিয়াস একান্তে মার্ক অ্যান্টনির স্বভাবের সমালোচনা করছেন। মহাবীর ও যুদ্ধ বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষ হিসেবে একসময় যাকে সবাই চিনত সেই মার্ক অ্যান্টনি হালে ক্লিওপেট্রাকে ভালবেসে তাকে নানাভাবে খুশি করে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছেন। দু'জনের কথাবার্তা শেষ হবার আগেই ক্লিওপেট্রা আর তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে সেখানে হাজির হলেন মার্ক অ্যান্টনি। তাঁদের আসতে দেখে ওঁরা দু'জন আড়ালে সরে গিয়ে তাঁদের ওপর নজর রাখতে লাগলেন।

"বলো না, তুমি আমায় ঠিক কতটা ভালবাসো?" বলে আড়চোখে অ্যান্টনির দিকে একঝলক লাস্যভরা চাউনি ছুঁড়ে দিলেন ক্লিওপেট্রা।

"সত্যিসত্যি যে ভালবাসে সে কতটা ভালবাসে একথা কি করে তার পক্ষে বলা সম্ভব?" পাল্টা প্রশ্ন করলেন অ্যান্টনি, "সীমাহীন প্রেমকে কি গণ্ডি কেটে সীমিত করা যায়?

"তাহলেও কোথাও না কোথাও একটা সীমারেখা তার নিশ্চয়ই থেকে যায়।" বললেন ক্লিওপেট্রা।

"তুমি যে সীমার কথা বলছ," অ্যান্টনি বললেন, "তার হদিশ পেতে হলে নতুন পৃথিবী, নতুন আকাশ বাতাস কোথায় আছে সে খোঁজ করতে হবে। আমি যে প্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী তাকে এই পৃথিবীর সীমারেখায় বেঁধে রাখা সম্ভব নয়।" তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী এসে অভিবাদন করে জানাল রোম থেকে দূত এসেছে অ্যান্টনির কাছে। এমন নিবিড় প্রেমঘন মুহূর্তে দূত এসেছে শুনে বিরক্ত হলেন অ্যান্টনি. ক্লিওপেট্রার সামনে মুখ ফুটে বলেই ফেললেন যে দূতের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না, প্রহরী এই কথাটা যেন তাকে জানিয়ে দেয়। ক্লিওপেট্রা বুদ্ধিমতী, দূত নিশ্চয়ই কোনও জরুরি খবর নিয়ে এসেছে, তাকে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না, প্রেমাস্পদকে এটাই বোঝালেন তিনি। রোমের দূতকে সসম্মানে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রহরীকে দিয়ে ক্লিওপেট্রা নিজে সরে গেলেন সেখান থেকে।



মার্ক অ্যান্টনিকে অভিবাদন করে রোমান দূত বলল, "প্রভু অ্যান্টনি, আপনার স্ত্রী এই প্রথম যুদ্ধে গেলেন।"

"আমার স্ত্রী যুদ্ধে গেলেন?" দূতের কথা শুনে অবাক হলেন অ্যান্টনি, কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দেবর লুসিয়াস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন?"

"ঠিকই ধরেছেন প্রভু!" দূত বলল, তবে যুদ্ধ শেষ হবার পরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যা কিছু বিরোধ সব আপোসে মিটিয়ে নেন। তারপরে ওঁরা দু'জনে একসঙ্গে সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, কিন্তু সে যুদ্ধে দু'জনেই সিজারের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে যান।"

"দুজনেই হার মেনেছে সিজারের কাছে? বাঃ, খুব ভাল খবর!" অ্যান্টনি মৃদু হেসে বললেন, "আর কি খবর আছে বলো।"

পার্থিয়ার রাজা লিপিডাস তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য একের পর এক জয় করে চলেছেন—সিরিয়া, লিবিয়া, অ্যায়োনিয়া রাজ্য একে একে দখল করেছেন তিনি। আর ঠিক এমনই সময়"—এইটুকু বলেই থেমে গেলেন রোমের দূত, কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।

"আর ঠিক এমনই সময় আমি মার্ক অ্যান্টনি এখানে দিব্যি আরামে সময় কাটাচ্ছি। এই কথাই ত বলতে চান আপনারা?"

রোমের দূত উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"কই কে আছো?" দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীর দিকে তাকালেন অ্যান্টনি, "সিসিয়ন থেকে কোনও দূত এসেছেন তাঁকে পাঠিয়ে দাও।"

রোমের দূত বিদায় নিতে ভেতরে এলেন সিসিয়নের দূত, অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "প্রভু অ্যান্টনি, আপনার জন্য এক নিদারুণ দুঃসংবাদ আমি নিয়ে এসেছি। আপনার স্ত্রী ফুলভিয়া অল্প কিছুদিন হল আচমকা দেহত্যাগ করেছেন।"

"ফুলভিয়া বেঁচে নেই?"

অবাক চোখে দূতের দিকে তাকালেন অ্যান্টনি, "কোথায় কিভাবে মারা গেছে সে?

"তিনি সিসিয়নে দেহত্যাগ করেছেন প্রভু"—বলে দূত একটা চিঠি বাড়িয়ে দিলেন।

"তাঁর মৃত্যুর সব বিবরণ এতে লেখা আছে।" চিঠিটা দিয়ে দূত অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

"ফুলভিয়া আমায় একা রেখে চলে গেল!" নিজের মনে আক্ষেপ করলেন মার্ক অ্যান্টনি। "যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তাকে প্রতিপদে উপেক্ষা করেছি।



আমায় অনুপযুক্ত ভেবে সরিয়ে রেখেছি দূরে। কিন্তু আজ তার মৃত্যুসংবাদ শুনে বুকের ভেতরে যে এমন হাহাকার জাগবে তা আগে বুঝতে পারিনি। একসময়ে মনে হয়েছে ফুলভিয়ার মৃত্যুসংবাদ যেদিন শুনব সেদিন খুশিতে ভরে উঠবে আমার মন, কিন্তু এখন দেখছি ঠিক তার উল্টোটাই হচ্ছে। স্বজন হারানোর সীমাহীন দুঃখে মন ভরে উঠেছে কানায় কানায়। ফুলভিয়া ছিল মহীয়সী, তাকে ফিরে পাবার জন্য মন বারবার ব্যাকুল হয়ে উঠছে। বেশ বুঝতে পারছি ক্লিওপেট্রা এক মায়াবিনী, ওর রূপযৌবনের মোহ এক অদৃশ্য নিগড়ে আমায় বেঁধে ফেলেছে। যার ফলে এইভাবে আমার একের পর এক সর্বনাশ ঘটে চলেছে। এ থেকে বাঁচতে হলে সবার আগে ঐ অদৃশ্য নিগড় নিজেকেই ভাঙতে হবে, কুহকিনীর মায়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে আরও কত সর্বনাশ ভবিষ্যতে ঘটবে কে জানে!"

তাঁর অন্যতম অমাত্য এলোবারবাস ঘরে ঢুকতেই নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন অ্যান্টনি, এলোবারবাসের হালকা রসিকতার জবাবে বললেন, "আর না, বন্ধু এলোবারবাস, এবারে আমার এ দেশে ছেড়ে দেশে ফিরে যেতেই হবে।"

"সেকি!" আড়চোখে তাকালেন এলোবারবাস, "আপনি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে এখানকার মেয়েদের কি অবস্থা হবে? তারা আপনার প্রেমিকা, আপনি চলে গেলে যে তারা সবাই আপনার অভাবে প্রাণত্যাগ করবে—একবারও তা ভেবে দেখেছেন?"

"এসব রসিকতা করে আমায় আটকে রাখতে পারবেন না, এলোবারবাস।" অ্যান্টনি বললেন। "যেতে আমায় হবেই, এখানে এভাবে দিনকাটানো আমার পক্ষে উচিত হচ্ছে না। তাছাড়া আমার স্ত্রী ফুলভিয়া হঠাৎ মারা গেছেন। খানিক আগে দূতের মুখে তার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি।"

"স্ত্রী-র মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন বলে মন খারাপ হয়েছে?" এলোবারবাস হালকা গলায় বললেন, "এ ত রীতিমত সুসংবাদ। স্ত্রী মারা গেছেন শুনে কোথায় মন খুলে আনন্দ-ফূর্তি করবেন তা নয়, তাঁর জন্য শোকে মুষড়ে পড়েছেন! যে নিয়তি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন দেখবেন তিনিই আবার একাধিক প্রেমিকা উপহার দেবেন আপনাকে।"

"রসিকতার সময় এটা নয়, এলোবারবাস," অ্যান্টনি বললেন, "রোমে এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে যত শিগগির সম্ভব আমার সেখানে না গেলেই নয়।"

"বুঝতে পারছি বন্ধু," হাসিমুখে বললেন এলোবারবাস, "কিন্তু এখানকার



পরিস্থিতির কথা একবারও ভেবে দেখেছেন? আমার তো মনে হচ্ছে ক্লিওপেট্রা আপনাকে এখান থেকে যেতে দেবেন না।"

"এলোবারবাস," অ্যান্টনি বলেন, "আপনি নিজে রোমের কোনও খোঁজ রাখেন? সেক্সটাস পাম্পিয়াসের আদেশে তাঁর সৈন্যবাহিনী রোমের সমুদ্র এলাকা দখল করে কার্যত সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেখানকার সাধারণ মানুষের সমর্থনও পাচ্ছেন কাম্পিয়াস। এই বিদ্রোহ সময়মত দমন করতে হলে আমায় আজই রোমে পাড়ি দিতে হবে।"

* * * * *

দূতের মুখে খবর পেয়ে মার্ক অ্যান্টনি যে রোমে ফিরে যাবার তোড়জোড় করছেন ততক্ষণে তা পৌঁছে গেছে ক্লিওপেট্রার কানে। অ্যান্টনিকে কিভাবে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে আটকে রাখা যায় তাই নিয়ে দুই সহচরী আইরাস ও চারমিয়ানের সঙ্গে ব্যাকুলভাবে আলোচনা করছেন রানি ক্লিওপেট্রা। তিনি তাদের অ্যান্টনির খোঁজ নিতে বললেন। চারমিয়ান বলল, "রানি অ্যান্টনিকে সত্যিসত্যি যদি ভালবেসে থাকো তাহলে তাঁর রোমযাত্রা বানচাল করে এখানে আটকে রেখো না। একথা বলছি কারণ তোমার প্রিয়তম যাতে সুস্থ থাকেন, যাতে আজীবন তোমার প্রতি আসক্ত থাকেন তোমার সবসময় সেই চেষ্টাই করা কর্তব্য।"

"তুমি বোকার মত কথা বলছ, চারমিয়ন," সহচরীর ওপর ক্ষুব্ধ হলেন ক্লিওপেট্রা, "তোমার কথামত চললে অ্যান্টনিকে হারাতে বেশি দেরি লাগবে না।"

খানিক বাদে ক্লিওপেট্রাকে খুঁজতে খুঁজতে মার্ক অ্যান্টনি নিজেই এসে হাজির হলেন, তাঁকে দেখেই ক্লিওপেট্রা অসুস্থ হবার ভান করলেন, সেইসঙ্গে তিনি যে অ্যান্টনির ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন চোখেমুখে হাবেভাবে তা ফুটিয়ে তুললেন। "বউ-এর কাছে যাবে বলেই রোমে যাবার সাফাই গাইছো ত?" ক্ষুব্ধ ক্লিওপেট্রা বললেন, "তাই যাও, ভবিষ্যতে আর কখনও এখানে ফিরে এসো না। তোমার ওপর আমার কোনও অধিকার নেই, তুমি যার জিনিস তার কাছেই ফিরে যাও!"

"মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছ ক্লিওপেট্রা," বলে কেন তাঁর এই মুহূর্তে রোমে ফিরে যাওয়া একান্ত দরকার তা ব্যাখ্যা করলেন অ্যান্টনি, সেই সঙ্গে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদও শোনালেন। ফুলভিয়ার মৃত্যুসংবাদ প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইলেন না ক্লিওপেট্রা। তখন অ্যান্টনি সিসিয়নের দূতের দেয়া চিঠিখানা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। চিঠি পড়ে ক্লিওপেট্রা বুঝলেন ফুলভিয়ার মৃত্যুসংবাদ মিথ্যে নয়। এবার সুর পাল্টে তিনি বললেন, "স্ত্রী-র মৃত্যুসংবাদ পেয়েও একফোঁটা চোখের জল



তোমার চোখে দেখছি না। আমার মৃত্যুসংবাদ পেলে তোমার অবস্থা কি দাঁড়াবে তা জানতে ভারি সাধ হচ্ছে।" ক্লিওপেট্রাকে অনেক বুঝিয়ে মার্ক অ্যান্টনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রোমে পাড়ি দিলেন।

✪ তিন ✪

রোমে সিজার-এর প্রাসাদে ত্রয়ী শাসনব্যবস্থার অন্য দুই অংশীদার লিপিডাস ও অক্টেভিয়াস সিজার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন।

"মিশরে অ্যান্টনির কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম।" অক্টেভিয়াস বললেন, "কিন্তু দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির বিবরণ জেনেও অ্যান্টনি আমার দূতকে কোনরকম গুরুত্ব দেননি। অদ্ভুত লোক বটে এই মার্ক অ্যান্টনি—কুশলী যোদ্ধা হিসেবে ওঁর এত খ্যাতি, জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে দুনিয়ার এত দেশে লড়াই করেছেন। সেই লোকই আজ মিশরে ক্লিওপেট্রার মত এক স্বৈরিণীর সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছেন, মদ আর মেয়েমানুষ আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। রোম সাম্রাজ্য রক্ষার দায় যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নিজের ওপরেও বর্তেছে মনে হয় এ ব্যাপারটাই উনি ভুলে গেছেন।"

অক্টেভিয়াসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন দূত ভেতরে ঢুকল, অভিবাদন করে সে জানাল, সেক্সটাস পম্পিয়াসের ক্ষমতা জলপথে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, দেশের বহু লোকের সমর্থনও আছে তার পেছনে। পাশাপাশি মেনেক্রেটিস ও মেনাস নামে ভূমধ্যসাগরের দুই কুখ্যাত জলদস্যু সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় প্রায় রোজই অবাধে লুঠপাট চালাচ্ছে, তাদের উৎপাতে সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঐ দু'জন জলদস্যু কখন হানা দেয় এই ভয়ে সেখানকার ব্যবসায়ীরা আর পণ্য নিয়ে জাহাজে চেপে সাগরপাড়ি দিচ্ছে না।

"এ ত সত্যিই চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল," দূতের কথা শুনে মন্তব্য করলেন অক্টেভিয়াস, "মার্ক অ্যান্টনির স্বভাব-চরিত্রের যতই পরিবর্তন ঘটুক এই সময় তাঁকে আমাদের একান্ত দরকার। লিফিডাস, আপনি আজই সেনানীদের ডেকে লড়াই-এর জন্য তৈরি হবার নির্দেশ দিন।"

* * * * *

লিপিডাস যে সময় অক্টেভিয়াস সিজারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ঠিক সেই সময় প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে তাঁদের মহাশত্রু সেক্সটাস পম্পিয়াসও বসেছেন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায়। তাঁর আলোচনার সঙ্গী দুই কুখ্যাত জলদস্যু



মেনেক্রিটাস ও মেনাস। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকায় যারা কায়েম করেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব, যাদের অত্যাচারে ঐ এলাকায় সাধারণ মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারে না।

সেক্সটাস পম্পিয়াস দুই জলদস্যুর সঙ্গে এমন মেজাজে কথাবার্তা বলছেন যেন সিজারের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বেধে গেছে আর সে যুদ্ধে তিনিই জিতছেন।

"অক্টোভিয়াস সিজার রাজ্যশাসনের নামে রোমের প্রজাদের শোষণ করছেন," বললেন সেক্সটাস পম্পিয়াস, "আর মার্ক অ্যান্টনি ওদিকে মিশরের রানিকে নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। এই যখন অবস্থা তখন সিজারের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের জয় কেউ রুখতে পারবে না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

পাম্পিয়াসের কথা শেষ হতে না হতেই একজন দূত এসে খবর দিল সিজার আর লিপিডাস দু'জনেই যে যার সৈন্যবাহিনী নিয়ে লড়াই-এর জন্য তৈরি হচ্ছেন। এর খানিক বাদে ভ্যারিয়াস নামে পম্পিয়াসের এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসে জানাল, "মার্ক অ্যান্টনি মিশর থেকে রোমে ফিরে আসছেন।"

মার্ক অ্যান্টনি রোমে ফিরে আসছেন শুনে হতাশ হলেন পম্পিয়াস। বললেন, "এটা আমাদের কাছে সত্যিই দুঃসংবাদ।"

"আমার মতে অ্যান্টনির রোমে ফিরে আসার খবরে এখনই হতাশ হবার কিছু নেই," জলদস্যু মেনেক্রেটিস বলল, "ভুলে যাবেন না পম্পি, অ্যান্টনির ভাই আর বউ ক'দিন আগে সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কাজেই অ্যান্টনির ওপর সিজার এইমুহূর্তে খুশি নন—এটা ধরে নেয়াই স্বাভাবিক, আর এই সুযোগটাই আমাদের নিতে হবে।"

রোমের ত্রয়ী শাসকদের রাতের ঘুম যে কেড়ে নিয়েছে সেই সেক্সটাস পম্পিয়াসের বাবা পম্পি নিজে একসময় ছিলেন রোমের সর্বেসর্বা ভাগ্যবিধাতা, যুদ্ধে জুলিয়াস সিজারের হাতে তিনি মারা যান। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই যে সেক্সটাস পম্পিয়াস অক্টেভিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তা মার্ক অ্যান্টনির জানতে বাকি নেই। তিনি এ-ও জানেন সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জয়ী হতে পম্পিয়াস ভূমধ্যসাগরের দুই জলদস্যুক নিজের দলে ভিড়িয়েছেন। এর ফলে পম্পিয়াস এখন এতটাই শক্তিমান হয়ে উঠেছে যার সামনে অক্টোভিয়াস সিজার আর লিপিডাসের সৈন্যবাহিনী টিকতে পারবে না। যুদ্ধ হলে পম্পির জয় অনিবার্য। আর পম্পি যুদ্ধে জিতলে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু এর অন্যদিকটাও ভেবে দেখার মত। যুদ্ধে পম্পি যদি হেরে যায় তাহলে সিজারের শক্তি যাবে বেড়ে, মার্ক অ্যান্টনির সাহায্য ছাড়াই তিনি এতবড় এক যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন— অক্টেভিয়াস সিজার বুক ফুলিয়ে এটাই প্রচার করবেন, তার ফলে



মার্ক অ্যান্টনির গুরুত্ব যাবে কমে। না, পম্পিকে যুদ্ধে জেতানো বা তাঁর কোনরকম সাহায্য ছাড়াই সিজারের হাতে পম্পির পরাজয়—দুটোর একটাও মার্ক অ্যান্টনি কখনও ঘটতে দিতে পারেন না। জাহাজে চেপে দেশে ফেরার সময় এসব কথা তোলপাড় হচ্ছিল তাঁর মনে।

রোমে ফিরে এসে অক্টেভিয়াস সিজারের সঙ্গে দেখা করলেন মার্ক অ্যান্টনি, সেই সুযোগে অ্যান্টনির ভাই আর স্ত্রী যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গ তুলে অ্যান্টনিকে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলেন না সিজার। অ্যান্টনি খোঁচা খেয়ে মুখ বুঁজে থাকার পাত্র নন তাই পাল্টা জবাব তিনিও দিলেন, সিজারের সঙ্গে তাঁব কথা কাটাকাটি শুরু হল। লিপিডাস ছাড়াও সেসময় রোমের দুই বয়স্ক কূটনীতিক সেসিনাস আর এগ্রিপ্পা সেখানে ছিলেন। এঁরা দু'জনেই ছিলেন অক্টেভিয়াসের হিতৈষী। সিজার আর অ্যান্টনিকে শান্ত করতে সেসিনাস বললেন, " কি কবছেন আপনারা? ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটালে যে আমাদের শত্রু পম্পিয়াসেবই সুবিধা হবে এই বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন আপনারা? রোমেব এখন ঘোর সংকট এইসময় আগে হাতে হাত লাগিয়ে তাকে সংকটমুক্ত করুন। অবস্থা স্বাভাবিক হলে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে নেবেন।

"আমার একটা প্রস্তাব আছে," প্রবীণ এগ্রিপ্পা তাকালেন সিজারেব দিকে, "সিজার বাড়িতে আপনার বোন অক্টেভিয়াব এখনও বিয়ে হয়নি। এদিকে মার্ক অ্যান্টনির স্ত্রী ফুলভিয়া মারা গেছেন। এখন আপনি যদি নিজের বোনের সঙ্গে মার্ক অ্যান্টনির বিয়ে দেন তাহলে আমাব মতে রোমেব মহা উপকার হবে।"

"আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন?" সিজার বললেন. "আমি আমাব বোনের সঙ্গে অ্যান্টনির বিয়ে দিয়েছি শুনলে ক্লিওপেট্রা আমায় আর অ্যান্টনিকে আস্ত রাখবে ভেবেছেন?"

মার্ক অ্যান্টনি নিজেও গোড়ায় আপত্তি করলেন। কিন্তু সেসিনাস আর এগ্রিপ্পা দু'জনে অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়েতে রাজি করালেন। মার্ক অ্যান্টনি তাঁর বোনকে বিয়ে করতে রাজি আছেন শুনে সিজার নিজেও মনে ভরসা পেলেন।

✪ চার ✪

নববধূ অক্টেভিযাকে রোমের প্রাসাদে রেখে বিয়ের পরে পরেই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে রওনা হলেন মার্ক অ্যান্টনি।

মাইসেনামের কাছে এক বিশাল প্রান্তরের বুকে সেক্সটাস পম্পিয়াস এর সৈন্যবাহিনী শিবির ফেলেছে। অক্টেভিয়াস সিজার, মার্ক অ্যান্টনি ও



লিপিডাসের মিলিত রোম্যান সৈন্যবাহিনীও খুব কাছাকাছি তাদের শিবির ফেলেছে।

সিজার, অ্যান্টনি ও লিপিডাস তিনজনেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বদলে আলোচনার মাধ্যমে পম্পিয়াসকে বশে আনতে চান, তাই যুদ্ধ শুরু হবার আগে তাঁরা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করার আশায় পম্পিয়াসের সঙ্গে শেষবারের মত আলোচনায় বসেছেন। পম্পিয়াসের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিতে এগিয়ে এসেছে জলদস্যু মেনাস, আর রোম্যান পক্ষে ত্রয়ীকে আলোচনার সাহায্য করতে এসেছেন মিসেনাস, এগ্রিপ্পা, আর অ্যান্টনির বন্ধু এনাবারবাস।

পম্পিয়াস আলোচনার গোড়ায় সিজারকে বললেন, "আপনাদের অনেক সৈন্য যেমন আমাদের হাতে বন্দি হয়েছে, তেমনই আমাদের পক্ষেরও বহু সৈনিক ধরা পড়ে বন্দি হয়েছে আপনাদের হাতে। দু'পক্ষের কেউই রক্তপাত আর লোকক্ষয় চায় না। তাই আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছোতে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি।"

"আমার শর্ত আমরা চিঠিতে আগেই উল্লেখ করেছি," সিজার বললেন, "সেসব শর্ত যদি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে যুদ্ধ এড়ানো যায় বইকি।"

"আলোচনা শুরু করার আগে আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি", পম্পিয়াস বললেন, "এক সময় আমার বাবা পম্পি ছিলেন রোমের ভাগ্যবিধাতা। সিজার আপনার মামা জুলিয়াস সিজার বিনাদোষে তাঁকে বধ করেছিলেন। এতদিন পরে আজ যদি আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চাই তাহলে তা কি খুব অনুচিত কাজ হবে?"

"ওসব কথা বলে আপনি যদি আমাদের ভয় দেখাতে চান পম্পিয়াস? তাহলে বলব আপনি খুব ভুল করেছেন, "সিজার মুখ খোলার আগেই মার্ক অ্যান্টনি গলার পর্দা অল্প চড়ালেন, "স্থলযুদ্ধে আমরা যে আপনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তা আপনি নিজেই জানেন, আর জলযুদ্ধ? তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে সেখানেও আমরা কতটা ক্ষমতা রাখি তা হাতেনাতে দেখিয়ে দেব।"

"ওসব কথা তুলে খামোখা এই আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করার দরকার কি।" পম্পিয়াস আর মার্ক অ্যান্টনিকে সামলাতে বললেন লিপিডাস, "তার চেয়ে বলুন চিঠিতে আমরা যে শর্ত উল্লেখ করেছি তা আপনার কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য?" পাম্পিয়াসের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

"ভূমধ্যসাগর থেকে জলদস্যুদের সরাতে হলে আর আপনাদের চাহিদা মত গম আমায় রোমে পাঠাতে হবে", পম্পিয়াস বলল, "এর বিনিময়ে আপনারা আমায় সিসিলি ও সার্ডিনিয়া দিতে তৈরী আছেন শর্তে তাও উল্লেখ করেছেন।



সিজার শুনে রাখুন, আমি সেক্সটাস পম্পিয়াস আপনাদের এই শর্ত মেনে নিতে তৈরি আছি, তবে মার্ক অ্যান্টনি যেভাবে মেজাজ দেখাচ্ছেন তা আমি ঠিক হজম করতে পারছি না।' বলেই মার্ক অ্যান্টনির দিকে তাকাল পম্পিয়াস। নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত রেখে বলল, "অ্যান্টনি, আপনার ভাই সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরে দু'পক্ষে এক দারুণ যুদ্ধ বেধেছিল তা আশা করি জানেন?"

অ্যান্টনি হ্যাঁ বা না কিছুই বলে পম্পিয়াসের কথা একমনে শুনতে লাগলেন। পম্পিয়াস বলে যেতে লাগল, "সেই সময় আপনার মা রোম থেকে সিসিলিতে এসে আশ্রয় নেন। আমরা তাঁকে সম্মানিত অতিথির মর্যাদাই রেখেছিলাম। কোনওরকম ত্রুটি হতে দিইনি।"

"আমি সেকথা পরে জেনেছি, পম্পিয়াস"—মার্ক অ্যান্টনি বললেন, "এজন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে এ-ও বলছি আমার মাকে সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে আমি আজীবন আপনার কাছে ঋণী থাকব।"

অ্যান্টনির মুখ থেকে এই ধরনের উত্তর পম্পিয়াস আশা করেনি। এবার সে তাঁর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে অ্যান্টনি সে হাতে নিজের হাত মেলালেন। বিনা যুদ্ধে সমস্যার সমাধান হওয়ায় লিপিডাস আর পম্পিয়াস দুজনেই খুশি, খুশি হলেন সিজারও, দু'পক্ষ একে অপরকে ভোজসভায় আনন্ত্রণ জানালেন। এরপরে পম্পিয়াসের আমন্ত্রণ রাখতে সবাই গিয়ে উঠলেন তার জাহাজে, শিবিরে রয়ে গেলেন শুধু অ্যান্টনির সহচর এলোবারবাস আর রয়ে গেলেন জলদস্যু মেনাস। সিজার বা অ্যান্টনি কেউ ধারেকাছে নেই দেখে মেনাস বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সিজার নিজের বোনের সঙ্গে মার্ক অ্যান্টনির বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলেন।"

"তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই", সায় দিয়ে বললেন অ্যান্টনির সহচর এলোবারবাস, "তবে আমি এও জানি যে এ বিয়ে শান্তির হবে না। সিজারের বোন অক্টেভিয়া খুবই শান্ত স্বভাবের মেয়ে। সে যেমন ধর্মভীরু কথাবার্তাও তেমনই বলে খুব কম। মার্ক অ্যান্টনি শীগগিরই মিশরে ক্লিওপেট্রার কাছে ফিরে যাবেন আর তার ফলেই রোমে জ্বলে উঠবে অশান্তির আগুন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

এরপরে এলোবারবাসকে মেনাস নিয়ে এল পম্পিয়াসের জাহাজে। ভোজসভার মাঝখানে এক ফাঁকে মেনাস পম্পিয়াসকে অতিথিদের কাছ থেকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে এসে বলল, "প্রভু আপনি কি আজ রাতে একা গোটা পৃথিবীর সম্রাট হতে চান?"



"কত নেশা করেছো মেনাস?" বিরক্তি মেশানো চোখে তার দিকে তাকাল পম্পিয়াস।

"নেশা নয় প্রভু, বিশ্বাস করুন।" মেনাস কানের কাছে মুখ দিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, "অক্টোভিয়াস সিজার, লিপিডাস, আর মার্ক অ্যান্টনি এই তিনজন এখন গোটা পৃথিবীর মালিক। এখন আপনি রাজি থাকলে বলুন। আমি নিজে হাতে দড়ি কেটে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছি। গভীর সমুদ্রে পৌঁছানোর পরে এঁদের তিনজনকে একসঙ্গে বধ করে জলে ফেলে দিলে আপনি একাই গোটা পৃথিবীর মালিক হতে পারবেন। বলুন রাজি আছেন কিনা।"

"মতলবটা যখন মাথায় এসেছে তখন কাজটা সেরে তারপরে না হয় বলতে, তখন আমার কিছুই বলা থাকত না। "পম্পিয়াস হেসে বলল, "কিন্তু তেমন কিছু করলে সেটা হবে শয়তানি। আমি ওর মধ্যে নেই তা আগেই বলে দিচ্ছি।"

মেনাসের তখন বেশ নেশা হয়েছে, পম্পিয়াসের জবাব পছন্দ না হওয়ায় সে অন্যদিকে সরে গেল। তিন রোম্যান প্রতিনিধির মধ্যে সবচেয়ে বেসামাল নেশা হয়েছে লিপিডাসের। তাঁর আর চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই, পাম্পিয়াসের একজন চাকর তাঁকে পাঁজাকোলা করে জাহাজ থেকে ডাঙায় নামিযে দিল।

"পৃথিবীর মালিকানার কথা বলছিলে না?" পম্পিয়াস তাকাল মেনাসের দিকে, ইশারায় লিপিডাসকে দেখিয়ে বলল, "পৃথিবীব তিন ভাগের এক ভাগের মালিকের কি হাল হয়েছে নিজের চোখেই দ্যাখো, মেনাস এমন নেশাই করেছেন যে এখন আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছেন না, বাচ্চা ছেলের মত আমার চাকরের কোলে চেপে ডাঙায় নামছেন।"

*   *   *   *   *

ওদিকে অ্যান্টনিকে বহুদিন না দেখে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে ক্লিওপেট্রা এমনিতেই মনমরা হয়ে আছে, তারই মাঝখানে একদিন দূতের মুখে অ্যান্টনি আর অক্টেভিয়ার বিয়ের খবর শুনে তিনি পাগলের মত খেপে উঠলেন।

"তুমি কি অক্টেভিয়াকে নিজের চোখে দেখেছো?" দূতকে প্রশ্ন করলেন ক্লিওপেট্রা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ," দূত জানাল, "মাত্র একবারই খুব সামনে থেকে তাঁকে দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছো?"

"আজ্ঞে রোমে।"

"সে কি লম্বায় আমার চেয়ে উঁচু?"

"আজ্ঞে না," দূত সবিনয়ে জানাল।, "লম্বায় সে আপনার চেয়ে উঁচু নয়।"



"বেশ, এবার বলো অক্টোভিয়ার গলার আওয়াজ ঠিক কেমন, সরু না মোটা?"

"আজ্ঞে খুবই সরু।"

"সে কি!" অবাক হলেন ক্লিওপেট্রা। "গলার আওয়াজ সরু এমন মেয়ে ত অ্যান্টনির মোটেও পছন্দ নয়। তার চালচলন, কথা বলার ঢং, এসব কেমন?"

"একটু বোকাটে ধরনের," দূত জানাল।

"আচ্ছা, তাঁর বয়স কত হবে মনে হয়?"

"আজ্ঞে দেখে ত মনে হয় বয়স ত্রিশ-বত্রিশের নিচে নয়।"

"আর মুখের গড়ন, সেটা কেমন? লম্বাটে, না গোল?"

"গোলই ত দেখেছিলাম।"

"গোলগাল মুখ যাদের সেসব মেয়েরা বেশির ভাগই বোকা গোছের হয়।" দূত জবাব দিল।

"ওর কপালের গড়ন কেমন?"

"আজ্ঞে ছোট, চুলগুলো সামনে ঝুলে পড়ে। ফলে কপালটা চাপা পড়ে গেছে।"

"আচ্ছা এবার বলো অ্যান্টনির বউ-এর চুলের গোছ কেমন? চুল লম্বা না ছোট?"

"আজ্ঞে না, চুল বেশ লম্বা।"

"চুলের রং কি মনে আছে?"

"আজ্ঞে আছে। চুলের রং কটা।"

দূতের মুখে অক্টোভিয়ার রূপের বিবরণ শুনে ক্লিওপেট্রা সুস্থ হলেন। একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা বখশিস দিলেন তাকে।

পাঁচ

নববধূ অক্টেভিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এথেন্সে নিজের প্রাসাদে বেড়াতে এলেন মার্ক অ্যান্টনি। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে অক্টেভিয়াস সিজার সন্ধির চুক্তি লঙ্ঘন করে সেক্সটাস পম্পিয়াসের সঙ্গে আচমকা যুদ্ধ বাধিয়ে বসলেন। ত্রয়ী শাসন পরিষদের প্রবীণতম সদস্য লিপিডাস নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিষেধে কান দেননি সিজার। উল্টে পম্পিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে তিনি লিপিডাসকে বাধ্য করেন। একটানা দীর্ঘদিন যুদ্ধ কবে পম্পিয়াস পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। শাসনব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে নিজে একটা রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি হবার আখের গোছানোর খেলায় নেমেছেন অক্টেভিয়াস, আরও দুই প্রতিপক্ষ তখনও তাঁর সামনে টিকে আছে—লিপিডাস আর মার্ক



অ্যান্টনি। পম্পিয়াস যুদ্ধে হেরে যাবার পরে এবার সিজারের কোপদৃষ্টি পড়ল লিপিডাসের দিকে। কবে লিপিডাস সেক্সটাস পম্পিয়াসকে কি চিঠি লিখেছিলেন, কি তাতে উল্লেখ করেছিলেন, এমন এক তুচ্ছ ঘটনাকে মহা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে সিজার লিপিডাসের বিচার করলেন এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। লিপিডাসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে এরপরে মার্ক অ্যান্টনির পেছনে লাগলেন সিজার। অ্যান্টনির নামে রোমের নাগরিকদের সামনে খোলাখুলিভাবে নানা কুৎসা প্রচার করতে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। রোমের সাধারণ মানুষের মনে মার্ক অ্যান্টনির যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে তা এমনই ভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন অক্টেভিয়াস সিজার।

এথেন্সের প্রাসাদে অক্টোভিয়াকে তাঁর বড়ভাই-এর এইসব কার্যকলাপের বিবরণ শোনালেন মার্ক অ্যান্টনি, এইভাবে সিজার যে একের পর এক অন্যায় করে চলেছেন যুক্তির সাহায্যে তা অক্টেভিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। অক্টোভিয়া পড়লেন মহা সমস্যায়—অক্টেভিয়াস সিজার তাঁর সহোদর ভাই, রাজনৈতির স্বার্থ চরিতার্থ করতে তিনি কেন এইভাবে পাশার কূট চাল দিয়ে চলেছেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। সন্ধির চুক্তি ভেঙ্গে পম্পিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো, কি ত্রয়ী শাসনব্যবস্থার প্রবীণতম সদস্য লিপিডাসকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং অন্যায়ভাবে দণ্ডিত করা! এসব যেমন তেমন। কিন্তু রোমের নাগরিকদের সামনে মার্ক অ্যান্টনির নামে কেন তিনি সুযোগ পেলেই কুৎসা রটাচ্ছেন এর কারণও অনেক মাথা খাটিয়ে খুঁজে পেলেন না। হাজার হলেও মার্ক অ্যান্টনি সম্পর্কে সিজারের আপন ভগ্নিপতি, পরমাত্মীয়। তাই সিজার-এর বিরুদ্ধে তাঁর স্বামির কথায় যখন এসব অভিযোগ ফুটে উঠল তখন জবাব খুঁজে না পেয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন অক্টোভিয়া। অনেক সহ্য করার পরে একসময় স্বামিকে বললেন, "মানছি আমার ভাই গুরুতর অপরাধ করেছেন। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভাবো ত—একদিকে স্বামি, অন্যদিকে সহোদর ভাই, আমি ত এদের মধ্যে কাউকেই ছাড়তে পারব না! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের কথা ভেবে তুমি তাকে মাফ করতে পারছ না?"

"এক কাজ করো, অক্টোভিয়া," স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন অ্যান্টনি, "এখানে আমার কাছে থাকলে তোমার আর আমার মধ্যে তিক্ততা বাড়বে বই কমবে না, তার চেয়ে তুমি বরং রোমে তোমার ভাই-এর কাছেই ফিরে যাও। তুমি চাইলেও আমি তাঁকে মাফ করতে পারব না।"

মার্ক অ্যান্টনির কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অক্টেভিয়া। স্বামি যে তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন তা বুঝতে তাঁর বাকি থাকে না।



"কান্নাকাটি করে আমার মন ভেজাতে পারবে না, অক্টেভিয়া," নিষ্ঠুর গলায় বলে ওঠেন অ্যান্টনি, "আমার সিদ্ধান্ত থেকে আমি একচুলও সরব না। তার চেয়ে আমার কথা শোন—এখনও সময় আছে, কেন তোমার দাদা আমার নামে কুৎসা প্রচার করছেন, কেনই বা তিনি তাঁর আর আমার মধ্যে গড়ে ওঠা এতদিনের পুরোনো সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছেন, যদি পারো এসব প্রশ্ন আমার হয়ে তাঁকে কোরো। এবার তাহলে দেরি না করে রওনা হও!"

স্বামির আদেশ শিরোধার্য করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অক্টেভিয়া রোমে তাঁর ভাই-এর কাছে ফিরে এলেন। বোন ফিরে আসতে সিজার ধরে নিলেন মার্ক অ্যান্টনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তরে অক্টেভিয়া জানালেন, "তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। অ্যান্টনির মুখে শুনলাম তুমি তার বিরুদ্ধে রোমের নাগরিকদের কাছে কুৎসা প্রচার করছ। আমার স্বামি এসব তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি বলে ধরে নিয়েছেন—তাই আসল ঘটনা কি তাই জানতে আমি রোমে ফিরে এসেছি।"

ওদিকে অক্টেভিয়া বিদায় হতেই মার্ক অ্যান্টনি যে মিশরে ফিরে গেছেন সে খবর বাতাসের বেগে পৌঁছে গেছে রোমে। খবরটা অক্টেভিয়াকে দিয়ে সিজার বললেন, "আসলে তুমি তাকে ছেড়ে চলে যাও মনে মনে এটাই চেয়েছিল অ্যান্টনি, তাই তুমি এথেন্স থেকে রোমে ফিরে আসতে না আসতে সে আবার ফিরে গেছে মিশরে ক্লিওপেট্রার কাছে। অ্যান্টনি যা করে বেড়াচ্ছে সে সব শুনলে তার ওপর রোমের মানুষের কোনরকম শ্রদ্ধাভক্তি আর থাকবে না। তবে এ-ও জেনে রেখো, আমি এত সহজে ওকে ছাড়বো না। আমি মার্ক অ্যান্টনির শেষ দেখে তবে ছাড়বো।"

* * * * *

লিপিডাস গেছেন, এখন বাকি আছেন একজন, মার্ক অ্যান্টনি। তাঁকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলতে পারলেই একা রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার পথে অক্টেভিয়াস সিজারের আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। কিন্তু যুদ্ধ না করে মার্ক অ্যান্টনিকে কোনমতেই সরানো যাবে না।

কিন্তু মার্ক অ্যান্টনি নিজে এক কুশলী যোদ্ধা। তাঁর মত সেনাপতি রোমে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ, যুদ্ধ ব্যাপারটা অনেকের চেয়েই অ্যান্টনি ভালো বোঝেন তা সিজার নিজেও জানেন। এর ওপর অ্যান্টনি ফিরে গেছেন মিশরে তাঁর পুরোনো প্রেমিকা বিধবা ক্লিওপেট্রার কাছে। এই মুহূর্তে অ্যান্টনির সঙ্গে যুদ্ধ



বাধালে ক্লিওপেট্রা যে তাঁকে বাঁচাতে সর্বশক্তি নিয়ে রোম্যান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবেন তাতেও সন্দেহ নেই। সিজার এ-ও জানেন মিশরের স্থল ও নৌবাহিনী রোম্যান সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। তবু যুদ্ধ ছাড়া অক্টেভিয়াস সিজারের সামনে আজ এই মুহূর্তে অন্য কোনও বিকল্প নেই।

✪ ছয় ✪

শুধু সেক্সটাস পম্পিয়াসই নয়, ভূমধ্যসাগরের যে দু'জন কুখ্যাত জলদস্যু তার দিনরাতের সহচর হয়ে উঠেছিল সেই মেনাস আর মেনেক্রেটিসও পম্পিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধে সিজারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই-এ টিকতে পারেনি, রোম্যান বাহিনীর হাতে তাদের দু'জনেরই ঘটেছে শোচনীয় পরাজয়। ভূমধ্যসাগরের জলদস্যুদের হারিয়ে দিয়ে সিজার তাদের জাহাজগুলো দখল করে নিয়েছেন। এতে তাঁর নৌবাহিনীর শক্তি অনেক বেড়েছে। ভূমধ্যসাগরের পেরোতে তাই তাঁকে বেগ পেতে হল না, রোম্যান স্থল আর নৌ সেনাদের নিয়ে তিনি এসে পৌঁছোলেন মিশরের উপকূলে। অক্টো ভিয়াস সিজার তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে আসছেন শুনে মার্ক অ্যান্টনি নিজেও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সাজালেন। ক্লিওপেট্রার নৌবাহিনীও কম শক্তিমান নয়, তারই ওপর ভরসা করে সমুদ্রের ভেতরেই সিজারের নৌবাহিনীর সঙ্গে লড়তে তিনি এগোলেন।

* * * * *

অ্যাকটিয়াসের বিশাল প্রান্তরে মার্ক অ্যান্টনির শিবির, নিজের বাহিনী নিয়ে তিনি সেখানেই আছেন। বন্ধু ও সহচর এলোবারবাস আর সেনাপতি ক্যানিডিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধের কৌশল নিয়ে আলোচনা করছেন অ্যান্টনি, এমন সময় ক্লিওপেট্রা নিজেও এলেন সেখানে।

"ক্যানিডিয়াস," মার্ক অ্যান্টনি তাঁর সেনাপতির দিকে তাকালেন, "মনে রেখো স্থল নয়, অক্টেভিয়াস সিজারের সঙ্গে আমার লড়াই হবে জলে"—বলেই সবার সামনেই ক্লিওপেট্রার হাতে হাত রেখে বললেন, "তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে এই যুদ্ধে, লড়াই চলার সময় তুমি পাশে থেকে আমায় প্রেরণা জোগাবে।"

"মাফ করবেন প্রভু," অ্যান্টনির কথার মাঝখানে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এলোবারবাস আর ক্যানিডিয়াস বললেন, "স্থলযুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা যতটা দক্ষ, জলযুদ্ধে ততটা নয়। তাছাড়া রোম্যান নৌসেনাদের প্রতিটি জাহাজ আমাদের জাহাজগুলোর তুলনায় অনেক হালকা।"



"আমার নৌবাহিনীর হাতে মোট ষাটখানা জাহাজ আছে," মার্ক অ্যান্টনি জবাব দেওয়ার আগে বলে উঠলেন ক্লিওপেট্রা, "সিজারের নিশ্চয়ই অত জাহাজ নেই। শুনুন আপনারা, অ্যান্টনির মত আমিও সিজারের সঙ্গে জলেই যুদ্ধ করতে চাই।"

সিজারের সঙ্গে জলযুদ্ধে ক্লিওপেট্রাও নিজের জাহাজে চেপে যাবেন, যুদ্ধের সময় অ্যান্টনিকে তিনি প্রেরণা জোগাবেন এ সিদ্ধান্তে এনোবারবাস বা ক্যানিডিয়াস কেউ মেনে নিতে পারলেন না—যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি কখনোই কাম্য নয়, তাতে নানারকম বিপত্তি ঘটে। এটাই তাঁরা বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু ক্লিওপেট্রা তাঁদের কথায় একদম কান দিলেন না। অন্যান্য জাহাজগুলো যুদ্ধের সময় তাঁর জাহাজকে চারপাশ থেকে ঘিরে থাকবে তাই তাঁর কোনও বিপদের আশংকা নেই। এটাই বোঝাতে চাইলেন ক্লিওপেট্রা।

অ্যাকটিয়াসের কাছেই শুরু হল দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল জলযুদ্ধ। রোম্যান সৈন্যরা চিরকাল স্থলযুদ্ধেই কৃতিত্ব দেখিয়েছে, জলযুদ্ধে তেমন দক্ষতা তাদের ছিল না। ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধে পরাজিত জলদস্যুদের সিজার অ্যান্টনির বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে কাজে লাগালেন। তেমনই মার্ক অ্যান্টনির নিজেরও নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না, কিন্তু অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে ক্লিওপেট্রার নৌসেনা তাঁর পক্ষে এসে দাঁড়াল, তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সিজারের নৌসেনারা, জলই যাদের ঘরবাড়ি—ভূমধ্যসাগরের সেই দুর্দমনীয় জলদস্যুরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মিশরীয় নৌবাহিনীর আক্রমণে।

যুদ্ধে মার্ক অ্যান্টনির জয় যখন সুনিশ্চিত ঠিক তখনই ক্লিওপেট্রার একটি ভুল সিদ্ধান্ত সবকিছু ওলটপালট করে দিল। মার্ক অ্যান্টনি জাহাজের একেবারে গা ঘেঁষে চলছিল ক্লিওপেট্রার জাহাজ, তাঁর প্রেমিক যে সিজারকে হারিয়ে যুদ্ধে জিততে চলেছেন নিজের চোখে দেখছেন ক্লিওপেট্রা। তবু এরই মধ্যে কেন কে জানে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হল যুদ্ধে অ্যান্টনি হেরে গেছেন, রোম্যান নৌসেনারা এবার চারদিক থেকে তাঁর জাহাজ ঘিরে ফেলেছে, তারপরে হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাবে রোমে।

"জাহাজের মুখ ঘোরাও।" ক্লিওপেট্রা জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম দিলেন, "আমি দূর থেকে যুদ্ধ দেখব।" রানির হুকুম তামিল করতে অধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পিছু হটলেন। খানিক বাদে মার্ক অ্যান্টনি দেখলেন প্রণয়িণী ক্লিওপেট্রার জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দেখেই ঘাবড়ে গেলেন তিনি, শত্রুপক্ষের জাহাজ থেকে ছোঁড়া কোনও অস্ত্রে ক্লিওপেট্রার চোট লেগেছে



ভাবলেন। তাই তিনি জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে তীরের দিকে চলে যাচ্ছেন এটাই ধরে নিলেন অ্যান্টনি। সঙ্গে সঙ্গে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন তিনি, ক্লিওপেট্রার কতটা চোট লেগেছে কেমন আছেন, এসব নিজে চোখে দেখতে তখনই নিজের জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ক্লিওপেট্রার জাহাজের পেছন পেছন ছুটে চললেন মার্ক অ্যান্টনি। অ্যান্টনির জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে তীরের দিকে ছুটে চলেছে দেখে তাঁর নৌসেনাদেরও মন গেল ভেঙে, এবার জাহাজ নিয়ে তারাও পালাতে শুরু করল। মিশরীয় নৌসেনাদের পালাতে দেখে সিজারের সেনানীরা হারানো মনোবল ফিরে পেলেন। ক্ষিপ্ত সিংহের মত তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রতিপক্ষের ওপর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের চাকা গেল ঘুরে, ভাগ্যলক্ষী মার্ক অ্যান্টনিকে ছেড়ে অক্টেভিয়াস সিজারের কপালে এঁকে দিলেন বিজয়ীর তিলক। সামান্য এক ভুল সিদ্ধান্তের ফলে অ্যাকটিয়াসের জলযুদ্ধে শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন মহাবীর মার্ক অ্যান্টনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে ক্লিওপেট্রা আগেই ফিরে এসেছেন তাঁর আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে, যুদ্ধে হেরে গিয়ে অ্যান্টনি নিজেও এলেন সেখানে, ক্লিওপেট্রাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আক্ষেপ করে বললেন, "এ আমার কি হল বলো ত, এতবড় ভুল আমার কেন হল? যুদ্ধে জয় যখন হাতের নাগালে এসে গেছে সেই সময় বোকার মত তোমার পেছন পেছন ছুটে কেন তাকে হেলায় হারালাম? ছিঃ এরপরে সৈনিকদের সামনে কোনমুখে দাঁড়াব আমি, জিতেও হেরে যাবার এই নিদারুণ লজ্জা আমি রাখব কোথায়?"

"আমাকে ক্ষমা করো, প্রিয়তম," প্রণয়ীর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ক্লিওপেট্রা, "যুদ্ধের মাঝখানে হঠাৎ ভয় পেয়ে আমি নিজের জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তোমার জয় অবধারিত দেখেও ঐভাবে ভয় পেয়ে পালানো আমার উচিত হয়নি তা এখন তোমার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি। ওদিকে পালানোর সময় তুমিও যে যুদ্ধ ফেলে আমার পেছন পেছন ছুটে আসছ তা চোখে পড়া দূরে থাক স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমার অনুচরেরাও তোমার সম্পর্কে আমায় কিছুই জানায়নি।"

"তুমি বাজে কথা বলছ!" ধমকে ওঠেন অ্যান্টনি, "আমি যে তোমার জাহাজের পাশেই আছি তা তুমি ঠিকই জানতে।"

"আমাকে মাফ করো, প্রিয়তম।" ব্যাকুল গলায় বলতে লাগলেন ক্লিওপেট্রা, "তুমি আমায় মাফ করো।"

"জুলিয়াস সিজার ছিলেন আমার বন্ধু", অ্যান্টনি ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন,



"ওঁর ভাগ্নে এই অক্টোভিয়াস ত সেদিনের ছেলে, সিজার হলেও সে আমার হাঁটুর বয়সী। একবার ভেবে দ্যাখো, যুদ্ধে হেরে গেছি বলে এবার আমায় তার কাছে নিচু হতে হবে, তা আমার কাছে কি নিদারুণ অপমানকর ব্যাপার! যাক আমার দুর্দশা দেখে তুমি যে চোখের জল ফেলছ তাতেই আমার সব দুঃখ বেদনা দূর হয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু একটিবার তোমায় চুমু খেতে দাও। তাহলেই আমায় এই পরাজয়ের সব ক্ষোভ শান্ত হবে!"

বলেই পাত্র থেকে দামি মদ গলায় ঢালতে লাগলেন মার্ক অ্যান্টনি।

✪ সাত ✪

অ্যাকটিয়াসের নৌযুদ্ধে যা হারিয়েছেন অবিলম্বে তা উদ্ধার করতে না পারলে শুধু তাঁর একার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর প্রেয়সী ক্লিওপেট্রা সমেত গোটা মিশরের মহা সর্বনাশ ঘটবে তা বুঝতে পারেন মার্ক অ্যান্টনি। কিন্তু হারানো সম্মান তিনি ফিরে পাবেন কিভাবে—সৈনিকদের মধ্যে এখন আর উৎসাহ নেই। মার্ক অ্যান্টনির পক্ষে লড়াই করলে তা কতদূর লাভজনক হবে তাঁর বড়বড় সেনাপতিরা সবাই এই মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছেন। এইমুহূর্তে যদি সিজারের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ বাধানো যায় আর সে যুদ্ধে যদি তিনি জয়ী হন শুধু তাহলেই মার্ক অ্যান্টনি ফিরে পাবেন তাঁর হারানো সম্মান। অ্যাকটিয়াসের নৌযুদ্ধে হেরে যাবার সব লজ্জা মন থেকে মুছে ফেলে সিজারের সঙ্গে আবার কিভাবে যুদ্ধ বাধানো যায় সেই সুযোগ খুঁজতে লাগলেন অ্যান্টনি।

ওদিকে সিজার নিজেও মার্ক অ্যান্টনিকে হারিয়ে চুপচাপ বসে নেই, মার্ক অ্যান্টনির হাঁটুর বয়সী হলেও রাজনীতির কূটবুদ্ধির ঘাটতি তাঁর মগজে নেই। মার্ক অ্যান্টনির খপ্পর থেকে ক্লিওপেট্রাকে সরিয়ে আনতে পারলে তবেই ক্লিওপেট্রা, অ্যান্টনি আর মিশরের সাম্রাজ্য, তিনটেই তাঁর হাতের মুঠোয় আসতে এই নিদারুণ সত্যটুকু তিনি বুঝতে পেরেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে নিজের বিশেষ দূত পাঠালেন সিজার, তার মুখ থেকে ক্লিওপট্রা শুনলেন, মার্ক অ্যান্টনির সময় এখন খারাপ চলছে, তাই তাঁর নিজের আর মিশরের মঙ্গলের কথা ভেবে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই তাঁর পক্ষে এখন উচিত কাজ হবে। দূতের মুখ থেকে ক্লিওপেট্রা আরও শুনলেন, অ্যান্টনিকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে সিজার তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন, হয়ত খুশি হয়ে তিনি তাঁর রাজ্যের আয়তন আর সীমানাও বাড়িয়ে দিতে পারেন। সিজারের এই প্রলোভনের জবাবে কিছু না বলে চুপ করে রইলেন ক্লিওপেট্রা। রোমান দূত খালিহাতে ফিরে এল সিজারের কাছে। সিজার



ধৈর্য না হারিয়ে এবারে থাইরিয়াস নামে আরেকজন দূতকে পাঠালেন রানি ক্লিওপেট্রার কাছে। থাইরিয়াসকে সিজার নির্দেশ দিলেন যাতে তিনি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে অ্যান্টনিকে ছেড়ে সিজারের পক্ষে চলে আসতে ক্লিওপেট্রাকে বাধ্য করেন।

থাইরিয়াস আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে এসে দেখা করলেন ক্লিওপেট্রার সঙ্গে। মার্ক অ্যান্টনির প্রসঙ্গ উঠতে থাইরিয়াস বললেন, ক্লিওপেট্রা যদি অ্যান্টনিকে বধ করেন বা নিদেনপক্ষে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে মিশর থেকে দূর করে দেন তাহলে তাঁর প্রত্যেকটি প্রার্থনাই সিজার পুরণ করবেন। থাইরিয়াস এ-ও বললেন যে অ্যান্টনির কথা চিরদিনের মত ভুলে গিয়ে ক্লিওপেট্রা যদি সিজারকেই গোটা পৃথিবীর অধীশ্বর বলে মেনে নেন তাহলে আকাশের চাঁদ ছাড়া সিজার আর সব কিছুই তাঁকে দেবার জন্য তৈরি আছেন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে মার্ক অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার সঙ্গে সিজারের দূতের কথাবার্তা শুনছিলেন। দূতের কথার ধরন শুনে রাগে তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠল, ক্লিওপেট্রার একজন অনুচরকে ডেকে সিজারের দূতের পোযাক খুলে একটা থামের সঙ্গে বাঁধার হুকুম দিলেন তিনি। ক্লিওপেট্রার সামনেই তাঁর অনুচরেরা সিজারের দূত থাইরিয়াসকে টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের এক কোণে, দামি পোযাক গা থেকে খুলে একটা মোটা পাথরের থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলল তাঁকে।

"কি হে, আমায় চেনো?" সিজারের দূতকে প্রশ্ন করলেন মার্ক অ্যান্টনি।

"আজ্ঞে না," মিনমিন করে বললেন থাইরিয়াস, "আপনাকে চিনি না।"

"তাহলে এবার যাতে আমায় চিনতে পারো সেই ব্যবস্থা করছি," বলে ক্লিওপেট্রার এক রক্ষিকে ডেকে ইশারায় সিজারের দূতকে দেখিয়ে বললেন, "চাবুক মেরে এই বদমাশটার ছাল-চামড়া সব ছাড়িয়ে নাও!"

ক্লিওপেট্রার রক্ষি স্বাভাবিক কারণেই অ্যান্টনির হুকুম মানতে বাধ্য। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার সরু লিকলিকে চাবুক এনে মনের সুখে থাইরিয়াসকে পেটাতে লাগল। থাইরিয়াসের চামড়া কেটে রক্ত ঝরতে লাগল দরদর করে, যন্ত্রণায় বুকফাটা আর্তনাদ করতে লাগলেন তিনি। প্রণয়ীর কাণ্ড দেখে ভয় পেলেন ক্লিওপেট্রা, সিজারের দূতকে ধরে এইভাবে পেটানোর ফল কি দাঁড়াবে তা অনুমান করতে তাঁকে বেগ পেতে হল না। অ্যান্টনিকে দেখেও তাঁর অবাক লাগল, যুদ্ধে হেরে গিয়ে সম্মান আর মনোবল খোয়ানোরে পরেও এত সাহস তাঁকে কে জোগাচ্ছে তাই তিনি ভেবে পেলেন না।

"এবার আমায় চিনতে পারছিস হতভাগা?" থাইরিয়াসের দিকে তাকিয়ে



নিষ্ঠুর হাসি হেসে অ্যান্টনি বললেন, "যাকে বধ করবার কুবুদ্ধি খানিক আগে রানিকে দিচ্ছিলি, আমি সেই মার্ক অ্যান্টনি। যতক্ষণ মাফ না চাইবি ততক্ষণ চাবুক চালাবে।'

"মাফ চাইছি!" যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন থাইরিয়াস, "আমি মাফ চাইছি"!

"মাফ চাইছিস?" রক্ষিকে ইশারায় নামার নির্দেশ দিয়ে অ্যান্টনি বললেন, "ফিরে গিয়ে তোর মনিব ঐ সিজারকে বলগে যা, বেয়াদপির সাজা দিতে মার্ক অ্যান্টনি চাবকে তোর ছালচামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে। আর মনে করে সিজারকে বলিস মার্ক অ্যান্টনি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করছে!"

রক্ষি বাঁধন খুলে দিতে রক্তঝরা শরীরে থাইরিয়াস কোনওমতে পোষাক গায়ে গলিয়ে ক্লিওপেট্রাকে অভিবাদন জানিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন প্রাসাদ থেকে।

"ছিঃ! ছিঃ! কি কাণ্ডটা করলে বলো তো!" মৃদু ভর্ৎসনার গলায় ক্লিওপেট্রা অ্যান্টনিকে বললেন, "থাইরিয়াস ত সিজারের দূত, তাঁর আজ্ঞাবহ। ওঁকে এইভাবে মারধর করার কোনও দরকার ছিল?"

"তুমি ভয় পাচ্ছ?" অ্যান্টনি হাসলেন, "তাহলে সিজার যা চান তাই করো— আমায় বধ করে মাথাটা কেটে নিয়ে ওঁকে পাঠাও। তাহলেই সিজার খুশি হয়ে তোমার সব বাসনা পূরণ করবেন, ত সব প্রার্থনা শুনবেন।"

"ঠাট্টা রাখো", ক্লিওপেট্রা বললেন, "সিজারের দূতের সঙ্গে আজ যে ব্যবহার করলে তাতে সিজারের সঙ্গে মিশরের আরেকটা যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল।"

"আমি ত তাই-ই চাই," বললেন মার্ক অ্যান্টনি, "সিজার-এর সঙ্গে আবার লড়াই করব আমি। ওকে এমন শিক্ষা দেব যার কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।"

"এই তো আমার প্রিয়তম মার্ক অ্যান্টনির উপযুক্ত কথা," বললেন ক্লিওপেট্রা, "তুমি আবার লড়াই-এর জন্য তৈরি হও!"

* * * * *

তাঁর প্রস্তাব ক্লিওপেট্রা মানেননি, উল্টে তাঁর চোখের সামনেই মার্ক অ্যান্টনি চাবকে সিজারের দূত থাইরিয়াসের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছেন শুনে রেগে আগুন হলেন সিজার। অ্যান্টনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দূত পাঠিয়ে সিজারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন, কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দিলেন না সিজার।

"সিজার জানেন তিনি হেরে যাবেন তাই আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি হননি," সিজার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন শুনে অ্যান্টনিকে বললেন এনোবারবাস।



পরদিন সকালেই আলেকজান্দ্রিয়ায় সিজার আর মার্ক অ্যান্টনির মধ্যে শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ। মার্ক অ্যান্টনিকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করার নির্দেশ সেনাপতিদের সবাইকে দিলেন অক্টেভিয়াস সিজার। আলেকজান্দ্রিয়ায় নিজের শিবিরে বসে মার্ক অ্যান্টনি খবর পেলেন তাঁর এতদিনের বিশ্বস্ত সহচর সেনাপতি এলোবারবাস অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে যোগ দিয়েছেন সিজারের পক্ষে। এখবর পেয়ে এতটুকু বিচলিত হলেন না অ্যান্টনি। এলোবারবাসের ব্যবহার্য সব জিনিসপত্র তখনই সিজারের শিবিরে তাঁর কাছে তিনি পাঠিয়ে দিলেন, সেইসঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক চিঠিও লিখলেন এলোবারবাসকে। লেখা সেই চিঠিতে মার্ক অ্যান্টনি শুধু উল্লেখ করলেন, ভবিষ্যতে আর কখনও তাকে মনিব বদলাতে হবে না।

যুদ্ধের শুরুতেই মার্ক অ্যান্টনিকে ছেড়ে যারা তাঁর পক্ষে এসে ভিড়েছে সেই দলত্যাগী সৈনিক আর সেনানীদের বাহিনী সামনের দিকে সাজানোর নির্দেশ দিলেন সিজার—যাতে অ্যান্টনির আক্রমণের প্রথম চোটটা তাদের ওপর দিয়েই যায়। সিজারের এই নির্দেশ শুনে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন এলোবারবাস—মার্ক অ্যান্টনির একদা বিশ্বস্ত সহচর আর অভিজ্ঞ সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তিনি তাঁকে ছেড়ে এসেছেন সেই কারণে সিজার তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছেন না—এটা সহজেই বুঝতে পারলেন তিনি। অ্যান্টনি নিজের দূতের হাত দিয়ে এলোবারবাসের ব্যবহার্য সব জিনিসপত্র তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁকে চিঠিও লিখেছেন জেনে এলোবারবাস অনেক কষ্টে চোখের জল চাপলেন। তিনি স্থির করলেন অ্যান্টনির সঙ্গে লড়াই না করে তিনি আত্মহত্যা করে নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার স্থলভাগে সিজারের সঙ্গে অ্যান্টনির যুদ্ধ শুরু হল। এলোবারবাস সিজারের শিবিরে আগেই আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর মত আরও অনেক রণকুশল সেনাপতি নিজের নিজের বাহিনী সমেত অ্যান্টনিকে ছেড়ে যোগ দিয়েছেন সিজারের দলে। তা দিন, তাতে অ্যান্টনির কিছু যায় আসে না। যারা তখনও তাঁর প্রতি অনুগত ছিলেন তাঁদের নিয়ে এমন যুদ্ধ তিনি করলেন যার তুলনা হয় না। অ্যান্টনির আক্রমণে সিজারের স্থলবাহিনীর একাংশ গুঁড়িয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, সিজার নিজের প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এলেন নিজের শিবিরে।

রাতের বেলা সেনাপতিদের সঙ্গে নিজের শিবিরে আলোচনায় বসলেন সিজার। অনের কথাবার্তার পরে সিজার বললেন তিনি গোপনসূত্রে জেনেছেন মার্ক



অ্যান্টনির দক্ষ সৈনিকরা রণতরীতে চেপে এগিয়ে আসছে তারা হয়ত পরদিন জলভাগে আক্রমণ চালাবে রোমান বাহিনীর ওপর। কিন্তু সিজার বললেন, তিনি এখনই জলযুদ্ধ চান না। রোমান সেনাপতিদের তিনি তাই স্থলযুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বললেন। উপত্যকা থেকে লড়াই করতে খুব সুবিধা। তাই স্থলযুদ্ধ শুরু হবার আগে সে জায়গা দখল করতে রাতের বেলাতেই সিজার তাঁর সৈন্যদের নিয়ে জাহাজে চাপলেন। এদিকে মার্ক অ্যান্টনির ভাগ্যের চাকা তখন উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে। পরদিন সকালে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পেলেন অ্যান্টনি—ক্লিওপেট্রা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, মিশরের নৌবাহিনী সিজারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ক্লিওপেট্রা ভয়ে তাঁর সামনে সিজারের বিরুদ্ধে সবসময় মন্তব্য করেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই গোপনে নৌবাহিনীকে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন—এটাই ধরে নিলেন অ্যান্টনি। অ্যান্টনি যাই ধরে নিন ক্ষতি নেই। কিন্তু আসলে যা হওয়া স্বাভাবিক ছিল তাহল নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতেই মিশরের নৌ-বাহিনীর রানির অনুমতি না নিয়েই একাজ করেছিলেন। ক্লিওপেট্রার ওপর তাঁরা সবরকম আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, এই ঘটনায় মার্ক অ্যান্টনির মহা সর্বনাশ হল—অ্যাকটিয়াসের নৌযুদ্ধে হেরে যাবার পরে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রান্তরে সিজারকে বিপর্যস্ত করে হারানো গৌরব যখন তিনি নতুন করে অর্জন করছেন ঠিক তখনই এই নিদারুণ ঘটনায় তাঁর যোদ্ধা জীবনের সব কৃতিত্ব ম্লান হয়ে গেল।

"বিশ্বাসঘাতিনী! রাক্ষসী!" ক্লিওপেট্রাকে দেখে রেগে আগুন হয়ে গালিগালাজ করতে লাগলেন মার্ক অ্যান্টনি। "তুমি নারীজাতির কলঙ্ক। অক্টোভিয়াস সিজারের মুখে এখনও দাড়িগোঁফ ভাল করে গজায়নি, আর শেষকালে আমার বিরুদ্ধে তুমি তারই সঙ্গে হাতে মেলালে? যাও, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও! আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না! ওঃ ক্লিওপেট্রা, তোমার ঐ আগুনঢালা রূপই যে একদিন আমার সর্বনাশ ডেকে আনবে তা আগে জানতে পারলাম না কেন?"

"কি হয়েছে?" শান্তভাবে জানতে চাইলেন ক্লিওপেট্রা, "তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন?"

"কি হয়েছে আবার জানতে চাইছ?" রাগে ফুঁসে ওঠেন অ্যান্টনি, "লজ্জা কাকে বলে তুমি কি সত্যি তা জানো না? যাও, আমার সামনে থেকে এই মুহূর্তে চলে যাও! আমার বিরুদ্ধে যার সঙ্গে হাত মিলিয়েছো সেই সিজারের কাছে যাও,



উনি তোমায় রোমে নিয়ে গিয়ে জনতার সামনে মাথায় তুলে আনন্দে নাচবেন!"

অ্যান্টনির অবস্থা দেখে ক্লিওপেট্রা এবার সত্যিই সরে এলেন তাঁর সামনে থেকে। প্রাসাদের অন্দরমহলে ঢুকে অন্যতম সহচরী চারমিয়নকে ডেকে বললেন, "অ্যান্টনি যুদ্ধে হেরে যাবার দুঃখে পাগল হয়ে গেছেন। উনি ধরেই নিয়েছেন আমি জেনেশুনে ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। উনি ভাবছেন আমারই নির্দেশে আমার নৌবাহিনী সিজারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে!

"এক কাজ করুন রানি," চারমিয়ন সব শুনে পরামর্শ দিল, "পাহাড়ের ওপরে উঁচু স্মৃতি স্তম্ভ আছে অ্যান্টনিকে কিছু না জানিয়ে সেখানে কিছুদিন লুকিয়ে থাকুন। আর এইদিকে আমরা চারপাশে রটিয়ে দেব যে রানি ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করেছেন।"

"ঠিক বলেছো চারমিয়ান।" ক্লিওপেট্রা বললেন, "আমি ঐ স্মৃতিস্তম্ভের ভেতরেই কিছুদিন লুকিয়ে থাকব। আমি আত্মহত্যা করেছি, অ্যান্টনির নাম উচ্চারণ করতে করতে শেষনিঃশ্বাস ফেলেছি—এই কথাগুলো তোমাদের পৌঁছে দিতে হবে মার্ক অ্যান্টনির কানে। এ খবর শুনে অ্যান্টনির হাবভাব কি হয় তা তোমরা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করবে, পরে আমায় সব জানাবে।"

পাহাড়চূড়ার স্মৃতিস্তম্ভে ক্লিওপেট্রা গা ঢাকা দেবার পরে সেদিনই তাঁর অনুচর মার্ডিয়ান মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে দেখা করে ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার খবর দিলেন। প্রণয়িণীর মৃত্যুসংবাদ শুনে চরম হতাশায় মার্ক অ্যান্টনির বুক ভেঙে গেল, চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "ক্লিওপেট্রা যখন চলে গেল তখন আর এই যুদ্ধবিগ্রহের দরকার কি, কার জন্য যুদ্ধ করব! প্রিয়তমা ক্লিওপেট্রা! আমায় ফেলে রেখে একা পালাতে পারবে ভেবেছো? তোমার পেছন পেছন আমিও আসছি। এখন বেঁচে থাকতে হলে অপমানের জীবনযাপন করতে হবে।"

খানিক বাদে সেখানে এসে হাজির হল অ্যান্টনির বন্ধু এরস, তাকে দেখতে পেয়েই অ্যান্টনি নিজের তলোয়ার খুলে তার হাতে দিয়ে বললেন, "নাও বন্ধু, এটা এক্ষুনি বিঁধিয়ে দাও আমার বুকে।"

অ্যান্টনির কথা শুনে এরস কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, তারপরে তাঁকে অন্যদিকে মুখ ঘোরাতে বলল। অ্যান্টনি মুখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে এরস সেই তলোয়ার বসিয়ে দিল নিজের বুকে। মৃত্যু যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে এরস লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে, রক্তে চারিদিক ভেসে গেল।

"এরস, তুমি আমার চেয়েও অনেক বড় বীর," নিজের মনে বলে উঠনে



অ্যান্টনি, "তুমি আমায় শান্তির পথ দেখিয়েছো।" বলতে বলতে এরস-এর মৃতদেহের বুক থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিলেন মার্ক অ্যান্টনি।

কিন্তু জীবনের সেই অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুও অ্যান্টনির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তলোয়ারের ফলা হয়ত হৃৎপিণ্ড ভেদ করেনি তাই মারাত্মক আহত হয়েও কিছুক্ষণ বেঁচে রইলেন মার্ক অ্যান্টনি। ঠিক তখনই অ্যান্টনির কিছু বিশ্বস্ত সৈনিক এসে হাজির হল সেখানে, অ্যান্টনির রক্তঝরা দেহ কাঁধে বয়ে নিয়ে তারা এসে হাজির হল আলেকজান্দ্রিয়ার পাহাড় চূড়ায় সেই স্মৃতিস্তম্ভে, যেখানে আত্মগোপন করে আছেন তাঁর প্রিয়তমা রানি ক্লিওপেট্রা।

"আমি মৃত্যুকে বরণ করছি, মিশরের মহারানি," প্রণয়িনীকে দেখে বলে উঠলেন আহত অ্যান্টনি, "মৃত্যুকে বলেছি শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে আমার প্রেয়সী ক্লিওপেট্রার ঠোঁটে এঁকে দেব শেষ চুম্বনের ছোঁয়া।"

"আমি জানি সিজার আমাকে ধ্বংস না করে শান্ত হবে না।" ক্লিওপেট্রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

"যাকে অবলম্বন করে তুমি বেঁচে ছিলে তারই চুম্বনে তোমার মৃত্যু হোক। আমার ঠোঁটের ক্ষমতা থাকলে আমি তোমার মৃত্যুকে ঠিকই দূরে সরিয়ে রাখতাম।"

"শেষবারের মত আমায় একটু মদ দাও," মার্ক অ্যান্টনি বললেন, "সিজারের কাছে আত্মসমর্পণ করো, তাতে তোমার সম্মান আর নিরাপত্তা দুটোই বজায় থাকবে।"

"ভুল, প্রিয়তম," ম্লান হাসি ফুটল ক্লিওপেট্রার ঠোঁটে, "সম্মান আর নিরাপত্তা কখনোই একসঙ্গে বজায় রাখা যায় না। নিজের বিচারশক্তির ওপরে ভরসা রেখেই আমি চলব।"

"তুমি সিজারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছো ধরে নিয়ে সেদিন তোমায় অনেক আজেবাজে কথা বলেছি," মার্ক অ্যান্টনি বললেন, "সেসব কথা মনে রেখো না। যখন আমিই ছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর সেই গৌরবের দিনগুলো কথাই মনে রেখো।" বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এল, দেখতে দেখতে নিভে এল মহাবীর মার্ক অ্যান্টনির জীবনদীপ।

মার্ক অ্যান্টনি আত্মহত্যা করেছেন শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সিজার, অনেকক্ষণ বাদে তিনি এসে হাজির হলেন পাহাড়চূড়ার স্মৃতিস্তম্ভে। মিষ্টিকথায় অনেক বোঝালেন তিনি ক্লিওপেট্রাকে। অনেক আশার কথা শোনালেন। সবশেষে তাঁর চারপাশে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করে তিনি ফিরে গেলেন নিজের শিবিরে।



ডোলাবেলা নামে সিজারের এক সহচরের মুখ থেকে ক্লিওপেট্রা শুনলেন মুখে অনেক আশ্বাসের কথা বললেও আসলে সিজার তাঁকে বন্দি করে রোমে নিয়ে যেতে চান। সেখানে রাজপথে বিজয় মিছিলে তিনি তাঁকে তুলে ধরতে চান রোমের সাধারণ মানুষের সামনে।

ডোলাবেলার কথা শুনে গোড়ায় ঘাবড়ে গেলেও নিমেষের মধ্যে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন ক্লিওপেট্রা, একদিন যিনি ছিলেন মিশরের মহারানী, রোম সাম্রাজ্যের প্রধান ধারক ও বাহক মহাবীর মার্ক অ্যান্টনি ছিলেন তাঁর প্রণয়ী, রোমের মানুষের সামনে এইভাবে অপমান প্রাণ থাকতে তিনি কোনও মতেই সইতে পারবেন না, সেই অপমান সইবার জন্য কেনই বা তিনি বেঁচে থাকবেন? ক্লিওপেট্রা সিজারের অজান্তে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করে ফেললেন। সহচরী চারমিয়ান ভাঁড় গোছের এক গ্রাম্য লোককে নিয়ে এল তাঁর কাছে, লোকটির হাতে একটি ফলের ঝুড়ি। ঝুড়ির ভেতরে ফলের নিচে ছিল একটা ছোট বিষধর সাপ। মিশরে নীলনদের পাঁকে এই সাপ দেখা যায়, এদের ছোবলে কোনরকম যন্ত্রণা হয় না ঠিকই, কিন্তু তাদের বিষ এত তীব্র যে ছোবল দেবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও লোকের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

প্রণয়ী বীর শ্রেষ্ঠ মার্ক অ্যান্টনি বেঁচে থাকতে যাকে নীলনদের সর্পিনী নামে আদর করে ডাকতেন সেই মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা এরপরে রানির সাজে সাজলেন। দামি পোষাকে গা ঢেকে হিরে মণি মুক্তোর গয়না পরে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপরে নীলনদের সেই বিষধর সাপকে তুলে নিলেন নিজের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাপ ছোবল মারল তাঁর বুকে। বিষের ক্রিয়ায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন মোহিনী ক্লিওপেট্রা।



অ্যাজ ইউ লাইক ইট

একদিকে ফ্রান্স আর অন্যদিকে বেলজিয়াম—ইউরোপের এ'দুটো দেশকে দু'ধারে রেখে মাঝখান দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে আর্ডেনের গভীর গহন বন। এই আর্ডেন বনের বিভিন্ন অংশ ফ্রান্স ও বেলজিয়াম সমেত ইওরোপের অনেক রাজ্যের সীমানাকে ছুঁয়ে গেছে। পাহাড়, ঝর্ণা, নদীর পাশাপাশি গরু, ভেড়া, মোষ বা ছাগল চরানোর উপযুক্ত সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তরও আছে এই বনে। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, ভালুক, বনশুয়োর আর বুনো বাইসনের পাল যেমন বনের ভেতরে শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, তেমনই আবার ফুলে পাতায় ছাওয়া গাছের ডালে সবার চোখের আড়ালে কোকিল আর জংলি ময়নার দল শিস্ দিয়ে এখানে রচনা করে এক স্বর্গীয় পরিবেশ। বনের একপ্রান্তে কিছু মেষপালকও একই সঙ্গে বউ, ছেলেমেয়ে আর পোষা ভেড়ার পাল নিয়ে দিব্যি দিন কাটায়।

আর্ডেন বনের সীমানা ছুঁয়ে গেছে ফ্রান্সের একটি ছোট রাজ্য। সে সময় ইওরোপের এরকম ছোট রাজ্যের শাসকেরা অনেকেই ডিউক পদবী নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। যে রাজ্যকে ঘিরে এ কাহিনী সেখানকার ভূতপূর্ব শাসকের পদবীও ছিল ডিউক। এই ডিউক নিজে সদাশয় ও সজ্জন হলে কি হবে, তাঁর ছোট ভাই ফ্রেডরিক ছিলেন যেমন স্বার্থপর, তেমনই ফন্দিবাজ। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনও অন্যায় কাজ করতে তাঁর বিবেকে এতটুকু বাঁধে না।

সরল ও উদারমনা ডিউককে নিয়ে মুশকিল হল, পৃথিবীর সব মানুষকে তিনি নিজের মত সৎ আর উদার বলে মনে করেন। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব ছোট ভাই ফ্রেডরিকের হাতে সঁপে দিয়ে ধর্মকর্ম, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ নিয়ে পড়াশোনা আর নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে তিনি দিন কাটান। ছোট ভাই ফ্রেডরিক দেখলেন, বড় ভাই-এর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে খুব সহজেই তিনি তাঁর রাজ্য কেড়ে নিতে



পারেন। এজন্য কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহের দরকার হবে না। যেমন ভাবা তেমনই কাজ—ফ্রেডরিক এবার বড় ভাই-এর রাজ্য কেড়ে নেবার মতলব আঁটকে লাগলেন। ফ্রেডরিক তাঁরই মত কিছু খারাপ লোক খুঁজে বের করলেন, প্রচুর টাকা আর বিষয় সম্পত্তি দিয়ে তিনি আগে তাদের নিজের দলে টেনে নিলেন তারপরে রাজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের বহাল করলেন। এদের সাহায্যে সমস্ত রাজশক্তি ফ্রেডরিক নিয়ে এলেন নিজের হাতের মুঠোয়। এরপরে ডিউকের অনুগত সৈন্যদের নিয়ে বড় ভাই-এর প্রাসাদে চড়াও হলেন ফ্রেডরিক। ছোট ভাই-এর আসল চেহারা এতদিনে চোখের সামনে ফুটে উঠতে আঁতকে উঠলেন ডিউক। ফ্রেডরিক তাঁকে হত্যা না করে শান্ত হবে না বুঝতে পেরে তিনি রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন আর্ডেনের গহন বনে। কয়েকজন সভাসদ যারা তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসত, ফ্রেডরিকের অনুগত যারা কখনও হয়ে ওঠেননি তারাও গেলেন তাঁর সঙ্গে। একটি মেয়ের জন্ম দিয়ে ডিউকের স্ত্রী মারা গেছেন বহু আগে, রাজ্য ছেড়ে বনে পালিয়ে যাবার সময় মা-হারা সেই মেয়েটিকে ডিউক সঙ্গে নিতে পারলেন না।

ডিউকের মেয়ের নাম রোজালিন্ড, দেখতে তাকে যেমন সুন্দর তেমনই মিষ্টি তার স্বভাব। ডিউকের মত তাঁর পাষণ্ড ছোট ভাই ফ্রেডরিকেরও একটিই মেয়ে, নাম সিলিয়া। রোজালিন্ড আর সিলিয়া দু'জনেই সমবয়সী, কৈশোর পেরিয়ে দু'জনেই সবে পা রেখেছে যৌবনে। সমবয়সী হলেও রোজলিন্ডের মত লম্বা নয় সিলিয়া, দেখতেও সে তার মত সুন্দর নয়। ছোটবেলা থেকে দুই রাজকন্যা একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠার ফলে দু'জনেই দু'জনের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে, একজনকে ছেড়ে অন্যজন স্থির থাকতে পারে না। বড় ভাই দু'চোখের বিষ হলেও তাঁর মেয়ে রোজালিন্ডকে নিজের মেয়ে সিলিয়ার মতই ভালবাসেন ফ্রেডরিক। বাপের অভাব সে যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য তিনি চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেন না। রোজালিন্ডের মন সবসময় খুশিতে ভরিয়ে রাখতে ফ্রেডরিকের মেয়ে সিলিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করে। বাবা তাঁর রাজ্য হারিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নিজে রাজকন্যা হয়েও সে এখন পুরোপুরি বেঁচে আছে তার কাকার দয়ার ওপর—রোজালিন্ডের মন থেকে এই অপরিসীম লজ্জা মুছে দেবার জন্য নিজের আচার ব্যবহারে দিনরাত অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে।

* * * * *

রাজ্যহারা ডিউকের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন স্যার রোনাল্ড ডি'বয়, তাঁর স্ত্রী তিনটি ছেলে রেখে অনেকদিন আগে মারা গেছেন। তিনটি ছেলের



নাম—অলিভার, জ্যাক আর ওরল্যান্ডো। ডিউকের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে আর্ডেন বনে আশ্রয় নেবার অল্প কিছুদিন আগে ঐ তিনটি ছেলের বাবা স্যার রোনাল্ড ডি'বয় নিজেও মারা যান। তাঁর বড় ছেলে অলিভার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির পুরোটাই একা দেখাশোনা করে।

মেজো ভাই জ্যাককে অলিভার সহ্য করে ঠিকই, শুধু সহ্য করতে পারে না ছোটভাই ওরল্যান্ডোকে। মেজোভাই জ্যাককে অলিভার লেখাপড়া শেখাতে নিয়মিত স্কুলে পাঠায়, বড়লোকের ছেলেদের মত ভাল দামি জামাকাপড় কিনে দেয়। কিন্তু কেন কে জানে এসব সুযোগ সুবিধা থেকে অলিভার তার ছোট ভাই ওরল্যান্ডোকে বরাবর বঞ্চিত করে এসেছে—বাবা মারা যাবার পর ছোট ভাই ওরল্যান্ডোকে ভুলেও কখনও একটা দামি পোষাক কিনে দেয়নি অলিভার। তার হুকুমে ওরল্যান্ডোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, ঘুচেছে লেখাপড়া শেখাও। বড় ভাই অলিভারের নির্দেশে গরীব চাষাভুযোর মত পুরোনো তালি মারা ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক পরতে হয় ওরল্যান্ডোকে, পড়াশোনা বন্ধ করে তাকে কাজ করতে হয় খেত-খামারে। কিন্তু তাই বলে দুঃখে-হতাশায় মুষড়ে পড়ার মত ছেলে ওরল্যান্ডো নয়, বড় ভাই-এর নজর এড়িয়ে বাড়িতে বসে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখছে যে। এই বয়সেই চমৎকার পদ্য লিখতে শিখেছে ওরল্যান্ডো। সে যা লেখে ছন্দের মাধুর্যে তাই-ই হয়ে ওঠে উৎকৃষ্ট কবিতা।

ওরল্যান্ডোকে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই শক্তিমান। খেতে রোদে পুড়ে জলে ভিজে ফসল ফলিয়ে আর গোরু-ভেড়া চরিয়ে তার স্বাস্থ্য যেমন মজবুত হয়ে উঠেছে, পেশীও হয়ে উঠেছে তেমনই কঠিন দৃঢ়, ওরল্যান্ডো কতটা বলবান হয়ে উঠেছে অল্প ক'দিন বাদেই সব টের পেয়ে অবাক হল সবাই।

রাজসভায় আছে এক মাইনে করা কুস্তিগীর, নাম তার চার্লস। মাঝে মাঝে সে গোটা দেশের লোককে তার সঙ্গে কুস্তি লড়ার আহ্বান জানায়। চার্লসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগে অনেকে তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে খোলা মনে এগিয়ে আসত। কিন্তু চার্লস কুস্তি লড়তে গিয়ে পরাজিত কুস্তিগীরের হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় বলে এখন খুব কম লোকই তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে আসে। অনেক দিন পরে চার্লস আবার তার সঙ্গে কুস্তি লড়ার আহ্বান জানিয়েছে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক বুড়ো চাষীর তিন জোয়ান ছেলে এগিয়ে এসেছে, আর এসেছে ওরল্যান্ডো। কিন্তু কুস্তির লড়াই-এর দিন সকালবেলায় ওরল্যান্ডোর সঙ্গে একরকম গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাল তার বড় ভাই অলিভার। বাড়ির লাগোয়া ফলের বাগানে বসে ওরল্যান্ডো তাদের পুরোনো চাকর অ্যাডামের সঙ্গে কথা বলছিল। কথায় কথায় তার বাবা স্যার রোনাল্ড ডি'বয় মারা যাবার আগে যে উইল করেছিলেন সেই প্রসঙ্গ তুলল সে।



"আমি যতদূর জানি বাবা তাঁর উইলে আমার জন্য মাত্র এক হাজার ক্রাউন রেখেছিলেন", ওরল্যান্ডো বলল, "আর আমাকে ভালভাবে মানুষ করার ভার যে বাবা আমার বড় ভাইকে দিয়েছিলেন তা তুমিও জানো অ্যাডাম। আমার বড় ভাই অলিভার মেজ ভাই জ্যাককে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে, লেখাপড়া শিখে তার বেশ উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু কেন কে জানে অলিভার আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তাই লেখাপড়া না শিখিয়ে সে আমায় বাড়িতে রেখে খেত-খামারে চাষবাসের কাজ করায়, বাড়ির চাকর-বাকরদের সঙ্গে খেতে দেয়। এইভাবে দিনের পর দিন সে আমার অমর্যাদা করে চলেছে। কিন্তু আর নয়, অলিভারের এই অন্যায় আমি আর সহ্য করব না।" ওরল্যান্ডোর প্রত্যেকটি অভিযোগ যে সত্যি তা নিজের চোখে দেখছে অ্যাডাম, তাই ঘাড় নেড়ে সে তার কথায় সায় দেয়। খানিক বাদে অলিভার এসে হাজির হল সেখানে, তাকে আসতে দেখেই সরে গেল অ্যাডাম।

"এই যে ওরল্যান্ডো," অলিভার বলল, "কাজকর্ম ফেলে সকালবেলা বাগানে বসে কি করছ?"

"কি আবার করব!" গলা অল্প চড়িয়ে বলল ওরল্যান্ডো, "কাজকর্ম কিছু করতে আমায় শেখানো হয়নি, তাই কিছুই করছি না!"

"বটে!" ওরল্যান্ডোকে ধমকে উঠল অলিভার, "কিছু বলি না বলে বড্ড বাড় বেড়েছো দেখছি! কার সঙ্গে কথা বলছ তাও খেয়াল নেই?"

"কেন, থাকবে না কেন?" ওরল্যান্ডো বলল, "তুমি আমার বড় ভাই অলিভার। একই বাপের রক্ত যে আমাদের দু'ভাই-এর শিরায় বইছে তা কিন্তু আমি জানি।"

"কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!" বলে অলিভার তেড়ে এল তার দিকে।

"মুখ সামলে কথা বোলো অলিভার," এতটুকু ঘাবড়ে না গিয়ে বলল ওরল্যান্ডো, "এদিক থেকে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোটো।"

"কি?" উত্তেজিত হয়ে বলল অলিভার, "তুই আমার গায়ে হাত তোলার ভয় দেখাচ্ছিস শয়তান?"

"শয়তান আমি, না তুমি নিজে? বড় ভাই না হলে তোমার জিভটা আমি একটানে ছিঁড়ে ফেলতাম!"

দু'ভাই-এর মধ্যে মারামারি বাধতে চলেছে দেখে অ্যাডাম তাদের থামাতে এগিয়ে এল।

"মনিবরা কি করছেন?" বলে উঠল অ্যাডাম, "কর্তা চলে যেতে না যেতেই নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেছেন? ছিঃ, এমন করতে নেই। আপনাদের পরলোকগত বাবার কথা মনে রেখে দু'জনে হাতে হাত মেলান!"



এরই মধ্যে হাতাহাতি। একসময় ওরল্যান্ডো দাদার গলা টিপে ধরেছে। কারণ অলিভার ছিল তার থেকে অনেক দুবলা।

"অ্যাই ওরল্যান্ডো, আমার লাগছে," যন্ত্রণায় কাতরে উঠল অলিভার, "ভাল চাস তো গলা থেকে হাত সরিয়ে নে বলছি?"

"যতক্ষণ আমার কথা না শুনছো ততক্ষণ ছাড়ছি না!" জবাব দিল ওরল্যান্ডো, "আমায় মানুষ করে তোলার কথা বাবা উইলে বলে গেছেন, কিন্তু তুমি সে নির্দেশ কতটুকু পালন করেছো? হয় বাবার নির্দেশ পালন করো, নয়ত বাবা যে টাকা দিয়ে গেছেন দিয়ে দাও, নিজের ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমি সরে যাচ্ছি।"

"উইলে তোর কিছু পাওনা হলে তবে তো পাবি!" গর্জে উঠল অলিভার "পাওনা-গণ্ডার ব্যাপার যখন এতই বুঝতে শিখেছো তখন এবার থেকে নিজের দায়িত্ব নিজেই নাও! তোমায় খাওয়াবার দায়িত্ব আজ থেকে আমি আর বইতে পারবো না। তুই এইমুহূর্তে আমার বাড়ি ছেড়ে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যা! আর হ্যাঁ অ্যাডাম!" বলে পুরোনো চাকর অ্যাডামের দিকে দু'চোখ পাকিয়ে তাকাল অলিভার, "তোর মত একটা আপদকে আমি আর পুষতে রাজি নই। তাই ওরল্যান্ডোর সঙ্গে তুইও দূর হয়ে যা, হারামজাদা!"

"বাঃ! কি চমৎকার কথা বলতে শিখেছো তুমি, অলিভার!" জলভরা দু'চোখ মেলে তাকিয়ে হাসল অ্যাডাম, "তোমার বাবা আমার পুরোনো মালিক একদিনও এভাবে কথা বলেননি আমায়! ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন, আর তোমার উন্নতি হোক!"

দু'ভাই-এর মধ্যে মারামারি বাধার আগেই ওরল্যান্ডোকে অ্যাডাম বাড়ির বাইরে টেনে নিয়ে গেল, ঠিক তখনই এসে হাজির হল কুস্তিগীর চার্লস। সে অলিভারকে বলল, "ব্যাপার কি স্যার অলিভার? খবর পেলাম আপনার ছোট ভাই নাকি আজ আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে আসছেন? শুনে আমার নিজের তো ভয়ে হাত-পা কাঁপছে তাই ছুটে এলাম আপনার কাছে। আপনি তো জানেন, আমার সঙ্গে কেউ কুস্তি লড়তে এলে আমি তাদের হাত-পা, নয় পাঁজরের হাড় ভেঙে একেবারে ঠুঁটো করে দিই! এখন আপনার ছোট ভাই আমার সঙ্গে লড়তে এলে তাকে তো আমি দিতে ছেড়ে দিতে পারব না। কুস্তি লড়াই করাই আমার চাকরি। এ চাকরি রাখতে হলে জিততে আমায় হবেই। আর তখন প্রতিপক্ষের হাত-পা ভেঙে দেয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। এ লড়াই না জিতলে আমার চাকরি যাবে, তখন আমায় না খেয়ে মরতে হবে। এসব ভেবেই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। নিজের ছোট ভাইকে বাঁচাতে হলে তাকে থামান। আমার সঙ্গে লড়তে মানা করুন। লড়তে এলে উনি কিন্তু প্রাণে বাঁচবেন না তা আগেই বলে দিচ্ছি।"

"তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে খুবই ভাল করেছো," চার্লসকে বলল অলিভার, "না এলে খবরটা জানতেই পারতাম না। আমার ছোট ভাই-এর কথা আর বোলো না



চার্লস। ও যেমন আমার অবাধ্য, তেমনই অসৎ আর পাজির পা-ঝাড়া! তেমনই আবার এক নম্বরের বদমাস, পাহাড়ে বজ্জাত! শোনো চার্লস, তোমায় বলে রাখছি, ওর জন্য আমার মনে কোনও দয়ামায়া নেই। লড়তে গিয়ে তুমি যদি চাও তো ওর হাত-পা ভেঙ্গেচুরে একদম ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিতে পারো। আরও ভাল হয় যদি তুমি ওকে একদম মেরে ফ্যালো। হ্যাঁ, আমি সুস্থ মাথাতেই বলছি, এমন ছোট ভাই থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল! তাহলে ঐ কথাই রইল। তুমি ওকে কুস্তির প্যাঁচ দিয়ে একদম মেরে ফ্যালো, তাহলে আমি তোমায় দু'হাত ভরে বকশিস দেব। হ্যাঁ বাপু, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল। হারামজাদা ওরল্যাণ্ডোর সাহস তো কম নয়—তোমার মত এক সেরা কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়তে চাইছে। তা বেশ লড়াই করার সাধ যখন হয়েছে, তখন জন্মের মত ওর সে সাধ পূরণ করে দাও চার্লস। তুমি আমায় দ্যাখো, আমি তোমায় দেখব।"

অলিভারের প্রস্তাবে রাজি হল চার্লস। ঠিক হল, কুস্তির প্যাঁচে ওরল্যাণ্ডোকে সে মেরে ফেলবে, তারপরে অলিভারের কাছ থেকে দু'হাত ভরে বকশিস নেবে।

কুস্তিগীর চার্লস চলে যাবার পরে অলিভার নিজের মনে আক্ষেপ করে বলল, "ওরল্যাণ্ডো আমার চোখে একটা জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয়, ওকে আমি ঘেন্না করি। কিন্তু আমি ছাড়া বাকি সবাই ওকে ভালবাসে। হতভাগা লেখাপড়া শেখেনি বটে, তাহলেও সবার সঙ্গে কেমন মার্জিতভাবে কথাবার্তা বলে। ওর বিনয়ী আচার-ব্যবহার দেখে সবাই ওকে খুব শিক্ষিত বলে ভাবে। এর ফলে আমি যে দিনদিন খাটো হয়ে যাচ্ছি সবার কাছে। কিন্তু এসব চালাকি আর বেশিদিন চালাতে পারবে না ওরল্যাণ্ডো, কালই চার্লসের হাতে হতচ্ছাড়া খতম হবে!"

কুস্তি নির্দিষ্ট সময় শুরু হল। বুড়ো চাষার তিন জোয়ান ছেলে চার্লসের সঙ্গে কুস্তি লড়তে একে একে উঠে দাঁড়াল মঞ্চে। তাদের তিনজনের দেহে যথেষ্ট শক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু পেশাদার কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়তে হলে দৈহিক শক্তির পাশাপাশি কুস্তির যে সব প্যাঁচ আর কৌশল দরকার সে সব কিছুই তাদের জানা নেই, তাই তিনজনেই বারবার হেরে গেল। কুস্তিগীর চার্লস সবার বেলায় যা করে এদের বেলায় তার ব্যতিক্রম করল না, তিন ভাইয়েরই পাঁজরের দু'তিনটে হাড় সে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

আহত তিন ছেলেকে কোনও মতে কাঁধে বয়ে তাদের বুড়ো বাবা অসহায়ের মত কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল।

* * * * *

বুড়ো চাষার তিন ছেলের সঙ্গে পরপর তিনবার একই জায়গায় লড়াই হবার ফলে মঞ্চের জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই ডিউক ফ্রেডরিক ঘোষণা করলেন



এর পরের লড়াইটি হবে তাঁর প্রাসাদের সামনের ময়দানে। ঘোষণা শুনে উৎসাহী দর্শকরা সবাই পরের কুস্তির লড়াই দেখতে এসে ভিড় জমাল প্রাসাদের সামনে সেই ময়দানে। সেই ময়দানে তখন বেড়াচ্ছিল রোজালিন্ড আর সিলিয়া। রানির হালে থাকলেও এতটুকু শান্তি নেই রোজালিন্ডের মনে। আর্ডেনের গভীর বনে তার বাবা কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন সেকথা ভেবে তার মন যখন তখন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। রোজালিন্ডের সবসময় এমন মুখ কালো করে থাকা তার খুড়তুতো বোন সিলিয়ার ভাল লাগে না। তার বাবা, অর্থাৎ ডিউক ফ্রেডরিক অন্যায়ভাবে রোজালিন্ডের বাবার রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন তা জানে সিলিয়া, তাঁরই জন্য রোজালিন্ডের বাবা আর্ডেনের বনে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন তাও জানে। কিন্তু রোজালিন্ডের মন হাসিখুশিতে ভরিয়ে রাখার জন্য সে নিজে দিনরাত তো চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। তাসত্ত্বেও কেন এতটুকু হাসি নেই রোজালিন্ডের মুখে? অনেক ভেবেও এই প্রশ্নের জবাব পায় না সিলিয়া।

"তুমি আমায় একটুও ভালবাসো না রোজালিন্ড," মুখ ফুটে রোজালিন্ডকে বলেই ফেলল সিলিয়া, "তোমার জায়গায় আমি থাকলে তোমার মত দিনরাত এমন মুখ কালো করে থাকতাম না। তোমার বাবা আমার বাবার রাজ্য কেড়ে নিলেও আমি তাঁকে নিজের বাবার মতই দেখতাম।"

"এই কথা!" জোর করে মুখে হাসি এনে বলল রোজালিন্ড, "বেশ তো! বাবার ভাবনা ভুলে এখন থেকে তোমার সঙ্গে দিনরাত শুধু হেসে হেসে কথা বলব। বলো, তাহলে তোমার মন ভরবে তো?

"আমায় ভুল বুঝো না, রোজালিন্ড," নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে বলল সিলিয়া, "আমি যে আমার বাবার একমাত্র সন্তান তা তো জানো, বাবা মারা গেলে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব আমিই পাব। আমার বাবা তোমার বাবার যে সম্পত্তি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছেন সেসব তখন আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব, কথা দিচ্ছি। নাও, এবারে একটু হাসো। দোহাই তোমায়। দিনরাত এমন মুখ কালো করে থেকো না।"

"এই সিলিয়া," হেসে বলল রোজালিন্ড, "ভালবাসার খেলা করে একটু মজা করলে কেমন হয় বল তো?"

"ওরে মেয়ে," কপট শাসনের ভান করে চোখ পাকালো সিলিয়া, "চুপ করে থেকে এসব দুষ্টুমির ফন্দি আঁটা হচ্ছে, অ্যাঁ!" চারপাশে একবার দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে সিলিয়া বলল, "মজা তো হয় ঠিকই, সোনা। কিন্তু দেখো প্রেম-ভালবাসার খেলা খেলতে গিয়ে সেটা আবার যেন সত্যি না হয়ে দাঁড়ায়!"



"সেটাও ভাববার কথা!" সায় দিয়ে বলল রোজালিন্ড।

এমন সময় ডিউক ফ্রেডরিকের রাজসভার বিদূষক টাচস্টোন এসে সিলিয়াকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "মাননীয় ডিউক আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

একইসঙ্গে লাবো নামে ডিউক ফ্রেডরিকের এক পরিষদ এসে হাজির হলেন সেখানে, কোনও ভূমিকা না করে রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে লক্ষ করে বললেন, "খানিক আগে এমন চমৎকার কুস্তির লড়াই হল আর তোমরা তা দেখলে না? জানো আমাদের কুস্তিগীর চার্লসের সঙ্গে এক ব্যাটা বুড়ো চাষার তিনটে জোয়ান ছেলে লড়তে এসেছিল। তা চার্লসের প্যাঁচে ওদের তিন ভাইয়েরই পাজরের হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ছেলে তিনটেকে কাঁধে নিয়ে বুড়ো বাপ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল। তবে আসল কুস্তির খেলাটা এখানে এই ময়দানেই হবে।"

দ্বিতীয় লড়াই-এর সময় এগিয়ে আসছে। অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে ডিউক ফ্রেডরিকও এসে হাজির হলেন, সিলিয়াকে দেখে বললেন, "চার্লসের সঙ্গে এবারে যে লড়বে তার বয়স খুব কম। একেবারে ছোকরা। চার্লসের প্যাঁচে ওর হাড়গোড় ভাঙলে তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবে। চার্লসের সঙ্গে কুস্তি লড়তে বারবার সবাই ছেলেটাকে মানা করেছে কিন্তু সে কারও কথা কানে তুলল না!" বলতে বলতে ডিউক ফ্রেডরিক চলে গেলেন অন্যদিকে। এবারে সিলিয়ার অনুরোধে লাবো চার্লসের সেই তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডেকে নিয়ে এলেন। রোজালিন্ড বলল, "তুমিই কুস্তিগীর চার্লসের সঙ্গে লড়াই করতে চাও?"

"আমি একজন সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকন্যা!" ওরল্যান্ডো বিনীতভাবে জবাব দিল, "নিজের শক্তি পরীক্ষা করার আশায় ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি।"

"কিন্তু তোমার এই দুঃসাহসিক সংকল্প যে হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়, তা কি জানো?" বলল সিলিয়া, "চার্লসের সঙ্গে লড়ে আজ পর্যন্ত কেউ জিততে পারেনি। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে চার্লস তার হাত-পা এমন কি পাঁজরের হাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয়। তোমার বয়স কম, ওর সঙ্গে লড়তে গিয়ে যদি তুমি মারা যাও তাহলে তা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। তাই আমরা অনুরোধ করছি, এখনও সময় আছে, চার্লসের সঙ্গে কুস্তি লড়ার সংকল্প ত্যাগ করো।"

"যে ভয় আপনারা পাচ্ছেন তা যে মিথ্যে নয় তা আমি জানি, রাজকন্যা।" ওরল্যান্ডো বলল, "কিন্তু এখন আর আমার ফেরার পথ নেই। আপনাদের



শুভেচ্ছা থাকলে আমার কোনও ক্ষতি হবে না। যদি মরেই যাই তাতেও ক্ষোভ নেই, কারণ আমার মৃত্যুতে শোক করার মত কেউ নেই।"

"আমার সবটুকু শুভেচ্ছা দিয়ে যদি তোমায় ঘিরে রাখতে পারতাম," বলল রোজালিন্ড।

"আমারও সেই কথা," সায় দিল সিলিয়া, "ক্ষমতা থাকলে নিজের সবটুকু শুভেচ্ছা দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখতাম।"

দ্বিতীয় লড়াই-এর ঘণ্টা বাজতে কুস্তিগীর চার্লস মঞ্চে উঠে ঘাড় হেঁট করে ডিউককে অভিবাদন জানাল।

"চার্লস," ডিউক বললেন, "তুমি শুধু এক রাউণ্ড খেলবে, প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে পড়ে যাবার পরে তুমি আর তাকে ছোঁবে না মনে রেখো।"

"তাই হবে, হুজুর!" চার্লস বলল, "এক রাউণ্ডই যথেষ্ট। আমার প্যাঁচে একবার আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়লে সে আর নড়াচড়া করতে পারবে না।"

অন্যদিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ওরল্যান্ডো উঠে এল মঞ্চে, ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে ধীর পায়ে সে এগিয়ে গেল চার্লসের দিকে। শুরু হয়ে গেল দু'জনের কুস্তির লড়াই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চার্লস তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে আছড়ে ফেলে তার হাড়গোড় ভেঙে দেবে—গোড়ায় এটাই ধরে নিয়েছিল সবাই। কিন্তু খানিক পরে অবাক হয়ে সবাই দেখল নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী চার্লসকেই তুলে আছাড় মেরে ফেলেছে মাটিতে।

"আর নয়!" চেঁচিয়ে উঠলেন ডিউক, "লড়াই থামাও!"

ওরল্যান্ডোর হাতে আছাড় খেয়ে চার্লসের অবস্থা তখন সত্যিই শোচনীয়, কয়েকজন এসে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল।

"তোমার নাম কি?" ওরল্যান্ডোর দিকে তাকিয়ে বললেন ডিউক ফ্রেডরিক।

"আজ্ঞে আমার নাম ওরল্যান্ডো, আমি স্যার রোনাল্ড ডিবয়-এর ছোট ছেলে।"

ওরল্যান্ডোর জবাব শুনে ডিউক ভ্রূ কোঁচকালেন, গম্ভীর গলায় বললেন, "তোমার বাবাকে সবাই ভালবাসত, শ্রদ্ধাভক্তি করত, কিন্তু তিনি আজও আমার শত্রু। যাই হোক, তুমি খুব ভাল লড়াই করেছো। তুমি বীর, তোমার মঙ্গল হোক!"

"আমার বাবা আর স্যার রোনাল্ড ডিবয়, দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসতেন," ডিউকের মন্তব্য শুনে রোজালিন্ড সিলিয়াকে বলল।

"স্যার রোনাল্ডোর সঙ্গে শত্রুতার কথা ওকে বলা বাবার মোটেও উচিত হয়নি," বলল সিলিয়া।

"স্যার রোনাল্ড ডিবয়-এর ছেলে আগে জানালে আমি কিছুতেই ওকে চার্লসের



সঙ্গে কুস্তি লড়তে দিতাম না," বলল রোজালিন্ড। দু'বোন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওরল্যান্ডোর সামনে, নিজের গলা থেকে একগাছা রত্নহার খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে রোজালিন্ড বলল, "হে বীর যুবক, তুমি সত্যিই মহান! রাজ্যহারা স্বজনহারা রাজকন্যার এই সামান্য উপহার তুমি গলায় পরলে আমি ধন্য হব। এছাড়া দেবার মত আরও কিছু থাকলে তাও আমি তোমায় উপহার দিতাম।"

"আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নিন, রাজকন্যা," ঘাড় হেঁট করে বিনীতভাবে বলল ওরল্যান্ডো, "যা কিছু আমার সৎগুণ সে সবই ত মাটিতে ছড়িয়ে আছে। যা দাঁড়িয়ে আছে তা নিছক প্রাণহীন এক কাঠের খুঁটি ছাড়া আর কিছু নয়।" ওরল্যান্ডোর বিনয় আর কথা বলার ধরনে অভিভূত হয় রোজালিন্ড, তার শুভেচ্ছা কামনা করে সিলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সে অন্যদিকে সরে যায়। খানিক বাদে লাবো এসে ওরল্যান্ডোকে বললেন, "বীর যুবক, প্রাণে বাঁচার ইচ্ছে থাকলে এখান থেকে চলে যাও। অসীম বীরত্ব দেখালেও তুমি ডিউকের চিরশত্রুর ছেলে, তার ওপর ডিউকের মাইনেকরা কুস্তিগীরকে হারিয়েছো, এর ফলে তাঁর নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তোমার ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই বলছি, ভাল চাও তো এখান থেকে চলে যাও।"

"তাই যাচ্ছি," ওরল্যান্ডো বলল, "কিন্তু যে দু'জন যুবতী কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিল তাদের মধ্যে কোনটি ডিউকের মেয়ে?"

"ছোটখাটো গড়নের যুবতীটি আমাদের ডিউক ফ্রেডরিকের মেয়ে সিলিয়া।" বললেন লাবো, "অন্যজন নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে রোজালিন্ড। ছোটবেলা থেকে দু'জনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে বলে রোজালিন্ডকে ডিউক তাঁর মেয়েকে সঙ্গ দেবার জন্য নিজের কাছে রেখেছেন। ওরা দু'বোন একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে। তবে নিজের মেয়ের চেয়ে ভাইঝি রোজালিন্ড অনেক বেশি গুণবতী তাই সবাই তাকে বেশী ভালবাসে, আর এই কারণে ডিউক নিজের ভাইঝির ওপর চটে আছেন।"

লাবো-কে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরল্যান্ডো সেখান থেকে সরে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বড়ভাই অলিভার আর তার খারাপ ব্যবহারের কথা তার মনে পড়ে। অলিভার সকালে বলেছে সে আর তার খাওয়া-পরার দায়িত্ব বহন করতে পারবে না। তার মানে এবার থেকে দু'বেলা নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হবে। পাশাপাশি রোজালিন্ডের সুন্দর মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে তার মনের পর্দায়।

অন্যদিকে ডিউকের প্রাসাদে রোজালিন্ড আর সিলিয়া, দু'বোনের মধ্যে তখন



ওরল্যান্ডোকে নিয়ে দারুণ তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে। সিলিয়া বলল, "রূপে গুণে তোমার পাশে দাঁড়ানোর উপযুক্ত এমন পাত্রও রাজ্যে কম নেই, তাহলে তাদের সবাইকে ছেড়ে হঠাৎ ওরল্যান্ডোকে ভালবাসার সাধ তোমার হল কেন?"

"আমার বাবা ওরল্যান্ডোর বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁকে ভালবাসতেন তাই তাকেও ভালবাসার সাধ জেগেছে আমার মনে," রোজালিন্ড সিলিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এরপরেও কিছু বলার আছে?"

"আছে বইকি," বলল সিলিয়া, "তোমার যুক্তি মানলে ওরল্যান্ডোকে আমার ঘৃণা করা উচিত। কারণ তার বাবা ছিলেন আমার বাবার শত্রু। কিন্তু তা জেনেও ওরল্যান্ডোকে আমি ঘৃণাও করছি না, শত্রুর ছেলে বলে ভাবছি না।"

"ঠিকই বলেছো কুমারী সিলিয়া," ঠাট্টার সুরে বলল রোজালিন্ড, "আর তাই ওরল্যান্ডোকে যদি আমি ভালবাসি তাহলে তুমি তাতে কোনওভাবে বাধা দিও না বা আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোরো না। আর আমি ওরল্যান্ডোকে ভালবাসি বলে তুমি নিজেও ওকে ভালবাসতে শেখো।"

জবাবে সিলিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সেখানে এসে হাজির হলে ডিউক ফ্রেডরিক, ভাইঝির দিকে তাকিয়ে গলা অল্প চড়িয়ে বললেন, "শোনো রোজালিন্ড, আমি ভেবে দেখলাম এই প্রাসাদে আর তোমায় থাকতে দেয়া উচিত হবে না। তোমায় দশ দিন সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে প্রাসাদ ছেড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাও। আমার আদেশ অমান্য করলে তুমি কিন্তু প্রাণে বাঁচবে না তা মনে রেখো।"

"প্রাণের ভয় আমার দেখাবেন না, কাকা," ডিউকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল রোজালিন্ড, "তবু জানতে চাইছি, এমন কি অন্যায় আমি করেছি যেজন্য এতবড় শাস্তি আপনি আমায় দিচ্ছেন।"

"কারণ একটাই," ডিউক বললেন, "তোমায় আমি মোটেও বিশ্বাস করি না, রোজালিন্ড, আমার চোখে তুমি বিশ্বাসঘাতিনী ছাড়া কিছু নও।"

"আমি বিশ্বাসঘাতিনী!" দীর্ঘশ্বাস ফেলেই শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়াল রোজলিন্ড, কোনরকম ভয় বা সংকোচ না করে বলল, " কি কারণে আপনি আমায় এই অপবাদ দিচ্ছেন জানতে পারি?"

"তুমি তোমার বাবার মেয়ে এটাই যথেষ্ট আর একমাত্র কারণ," কর্কশ গলায় বললেন ডিউক।

"বিশ্বাসঘাতিনী আমি না কি বিশ্বাসঘাতক আপনি নিজে?" মাথা উঁচু করে গলা অল্প চড়িয়ে বলল রোজালিন্ড, "আপনি আমার বাবার রাজত্ব অন্যায়ভাবে



কেড়ে নিয়ে তাঁকে নির্বাসিত করেছেন। আমি তখনও আমার বাবার মেয়ে ছিলাম। আমার বাবা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না, কাজেই তাঁর মেয়ে বলেই আমি বিশ্বাসঘাতিনী আপনার যুক্তি টেঁকে না।"

সিলিয়া তার বাবাকে কিছু বলতে গেল। কিন্তু তার আগেই ডিউক ফ্রেডরিক ইশারায় রোজালিন্ডকে দেখিয়ে তাকে বললেন, "দ্যাখো সিলিয়া, শুধু তোমার সঙ্গ দেবার জন্যই আমি ওকে একদিন আশ্রয় দিয়েছি, নয়ত অনেক আগেই ওর বাবার সঙ্গে ওকেও এই প্রাসাদ থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতাম!"

"আমি তো ওকে এখানে রেখে দেবার জন্য মিনতি করছি না বাবা," সিলিয়া বলল, "যখন আপনার ইচ্ছে হয়েছিল তখন ওর বাবাকে তাড়িয়ে ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আবার এতদিন পরে ইচ্ছে হয়েছে তাই ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনার বড় ভাইয়ের মেয়ে, সম্পর্কে আমার বোন। ছোটবেলা থেকে আমরা দু'জন একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি, খেলাধূলো করেছি, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম সব আমরা একসঙ্গে করেছি। সেই কোন ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা একরকম জামাকাপড় পরি। একই সঙ্গে সব জায়গায় যাই, ঘুরে বেড়াই। তাই বলছি, রোজালিন্ড বিশ্বাসঘাতিনী হলে আমিও তাই। আমি ওর চাইতে আলাদা কিছু নই।"

"তুমি ডিউক ফ্রেডরিকের মেয়ে, সিলিয়া! তাঁর একমাত্র সন্তান তা ভুলে যেয়ো না। তবু তোমার চেয়ে ওর বুদ্ধি-বিবেচনা অনেক বেশী, ও তোমার চেয়ে ঢের বেশী বিনয়ী, অমায়িক আর কষ্টসহিষ্ণু। যতদিন লোকে ওর স্বভাবেরই গুণ গাইবে, তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। ঐ আপদকে এখান থেকে বিদেয় করতে পারলে তবেই তুমি ওর মধ্যে যেসব গুণ আছে সেসবের অধিকারিণী হবে। আর তখনই সবাই তোমার স্বভাবের প্রশংসা করবে।"

"তাহলে আমাকেও এখান থেকে চলে যাবার আদেশ দিন বাবা," ডিউককে অনুনয়ের গলায় বলল সিলিয়া, "ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

"তুমি মূর্খ, সিলিয়া!" চাপা রাগ মেশানো গলায় বললেন ডিউক, "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। রোজালিন্ড, আবারও বলছি, প্রাণে বাঁচার সাধ থাকলে দশদিনের মধ্যে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে। এর অন্যথা হলে আমি তোমায় প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হব মনে রেখো!" বলে জোরে জোরে পা ফেলে ডিউক সেখান থেকে বেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

"মন খারাপ কোর না, রোজালিন্ড," ডিউক চলে যেতে জ্যাঠতুতো বোনকে সান্ত্বনা দিল সিলিয়া, "দেখে নিয়ো, বাবার মত শীগ্‌গিরিই বদলে যাবে। আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি?"



"তুমি যা ভাবছো তা কখনও সম্ভব হবে না, সিলিয়া," রোজালিন্ড বলল, "এসব শোনার পরে এই প্রাসাদে আর আমি থাকতে পারব না।"

"তাই যদি হয় তাহলে তোমায় একা যেতে দেব না, "সিলিয়া বলল", আমিও যাব তোমার সঙ্গে। চলো এক কাজ করা যাক— তোমার বাবা তো আর্ডেনের জঙ্গলে আছেন শুনেছি, চলো আমরা দু'জন সেখানে গিয়ে ওঁকে খুঁজে বের করি।"

"আমরা দু'জনেই যুবতী আর কুমারী তা কি ভুলে গেলে, সিলিয়া?" রোজালিন্ড বলল, "আর্ডেনের জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার ছাড়া প্রচুর চোর-ডাকাতও যে আছে তা কি জানো না? যুবতী কুমারী মেয়ে চোখে পড়লে তারা কি ছেড়ে দেবে ভেবেছো?"

"যদি গায়ের চামড়া ছাই রং মেখে ময়লা ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক পরে ভিখিরি সাজি?" সিলিয়া বলল, "তাহলে চোখে পড়লেও চোর ডাকাতেরা আমাদের ধরবে না।," বলল সিলিয়া, "ওদের চোখে ধুলো দেবার এটাই একমাত্র পথ।"

"আমায় দেখতে তো বেশ লম্বা চওড়া," কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল রোজলিন্ড, "আমি পুরুষমানুষ সেজে কোমরে তলোয়ার এঁটে যদি বনে ঢুকি তাহলে বেশ হয়।"

"বেশ," হাসল সিলিয়া "তোমার যখন এতই সাধ তখন পুরুষমানুষই সাজো। কিন্তু আমাদের নাম কি হবে?"

"তুমি আমায় গ্যানিসিও বলে ডাকবে," রোজালিন্ড বলল, "আর আমি তোমায় ডাকব অ্যালিয়েনা নামে।"

"সেই ভাল," উৎসাহ ভরা গলায় সায় দিল সিলিয়া, "তাহলে আর দেরি করে লাভ কি, এখন থেকেই বনে যাবার যোগাড়যন্ত্র শুরু করা যাক। তার আগে আমাদের গয়না-গাঁটিগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে—আমরা পালিয়ে যাবার পর ওগুলো যাতে কেউ হাতিয়ে নিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। গয়না-গাঁটিগুলো কোনও নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে।"

* * * * *

ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছোল ওরল্যান্ডো। ঠিক তখনই বাপের আমলের পুরোনো চাকর বুড়ো অ্যাডামের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখতে পেয়ে অ্যাডাম বলল, "দাঁড়াও, ছোট কর্তা! প্রাণে বাঁচতে চাইলে আর বাড়িতে ঢুকোলো! খুনে কুস্তিগীর চার্লসকে দিয়ে তোমায় মেরে ফেলার মতলব এঁটেছিল তোমার বড়ভাই অলিভার। কিন্তু তুমি তাকে কুস্তির প্যাঁচে হারিয়ে



দিয়েছো শুনে ও ভীষণ রেগে গেছে। আজ রাতেই অলিভার তোমায় পুড়িয়ে মারবে ঠিক করেছে, তাই বলছি প্রাণে বাঁচতে চাইলে তুমি আর এ বাড়িতে ঢুকো না।"

"বাড়িতে না ঢুকলে আমি যাব কোথায়, অ্যাডাম!" বলল অরল্যান্ডো, "তুমি কি চাও আমি পথে পথে ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াই, নয়ত ছিনতাই আর গুণ্ডামি করে কাক-শকুনের মত বেঁচে থাকি? তার চেয়ে নিজের বড় ভাই-এর হাতে খুন হওয়া ভাল।"

"না না ছোট কর্তা," বাধা দিয়ে বলল অ্যাডাম, "অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না। তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আমায় এতদিন যে বেতন দিয়েছেন তা থেকে পাঁচশো ক্রাউন আমি আলাদা করে সারিয়ে রেখেছিলাম, ঐ টাকাটা আমি তোমায় এনে দিচ্ছি। ঐ টাকা এখন তুমি কাজে লাগাও, পরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আবার আমায় ফিরিয়ে দিলেই হবে। অলিভার তো তোমার সামনেই আমায় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন তুমি যেখানে আমায় নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব, তোমার সব কাজ যতদিন পারি আমিই করে দেব।"

অ্যাডামের আনুগত্য দেখে ওরল্যান্ডোর দু'চোখ জলে ভরে এল, ধরা গলায় সে বলল, "হায় অ্যাডাম, তুমি একটা পচে যাওয়া গাছকে ছেঁটে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করছ ঠিকই, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাতে আর ফুল ফুটবে না।"

"যেদিন তোমাদের বাড়িতে চাকরের কাজে ঢুকেছিলাম সেদিন আমার বয়স ছিল খুব কম, মাত্র সতেরো। সেটা ছিল তোমাদের বাবা স্যার রোনাল্ড ডি'বয়-এর আমল, উনিই ছিলেন তোমাদের সংসারের কর্তা। আজ তিনি বেঁচে নেই। কিন্তু আমি এখনও কাজ করে যাচ্ছি, এখন আমার বয়স আশি। ওঁর কাছে ঋণী না হয়ে শান্তিতে মরতে পারলে সেটাই হবে আমার পর সৌভাগ্য। তুমি এগিয়ে যাও ওরল্যান্ডো, আমি তোমার পেছন পেছন আসছি।"

রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে খুব ভালবাসে ডিউকের রাজসভার বিদূষক টাচস্টোন। লোকটি নিরীহ আর বিশ্বাসী। রোজালিন্ড আর সিলিয়া ঠিক করেছে প্রাসাদ ছেড়ে যাবার সময় রাজবিদুষক টাচস্টোনকে তারা সঙ্গে নেবে। হাজার হলেও তারা দু'জনেই যুবতী, তাই সঙ্গে একজন পুরুষ থাকলে ভরসা পাওয়া যাবে। টাচস্টোনকে নিজেদের পরিকল্পনার কথা বলতেই সে এককথায় তাদের সঙ্গে প্রাসাদ ছেলে আর্ডেনের বনে যেতে রাজী হয়ে গেল। পরদিন গভীর রাতে রোজালিন্ড আর সিলিয়া টাচস্টোনকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষিদের নজর এড়িয়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল, হাঁটতে হাঁটতে একসময় তারা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে এসে পৌঁছল আর্ডেনের গহন বনের সীমানায়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ডিউক



ফ্রেডরিক শুনলেন সিলিয়া আর রোজালিন্ড রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের সঙ্গে গেছে তাঁর রাজসভার বিদূষক টাচস্টোন। সিলিয়ার ব্যক্তিগত পরিচারিকা হিসপেরিয়ার মুখ থেকে ডিউক শুনলেন, আগের রাতে রোজালিন্ড আর সিলিয়া খাওয়াদাওয়া সেরে অনেকক্ষণ চুপিচুপি কথা বলেছে, আর সেই সময় মাঝেমাঝে তারা ওরল্যান্ডোর নাম করেছে। পরিচারিকার কথা শুনে ডিউক সন্দেহ করলেন, ওরল্যান্ডোর সাহায্যেই রোজালিন্ড পালিয়েছে, আর তাঁকে জব্দ করতে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেছে সিলিয়াকে। ডিউক তখনই ওরল্যান্ডোকে ধরে আনতে সেপাই পাঠালেন তার বাড়িতে। সেপাইরা ওরল্যান্ডোর বাড়িতে এসে শুনল সেও কাউকে কিছু না বলে লুকিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না। ওরল্যান্ডোকে হাতের মুঠোয় না পেয়ে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন ফ্রেডরিক। তিনি এবার ওরল্যান্ডোর বড় ভাই অলিভারকে খবর দিয়ে রাজসভায় ডাকিয়ে আনলেন। অলিভার রাজসভায় এসে বলল ওরল্যান্ডো তাকে বা বাড়ির কাউকে কিছু না বলে লুকিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু অলিভারের কথা ডিউক বিশ্বাস করলেন না, তাঁর চিরশত্রু স্যার রোলান্ড ডি'বয়-এর ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে শত্রুতা শুরু করেছে— এটাই ধরে নিলেন তিনি। ডিউকের ধারণা হল, অলিভারকে চাপ দিলেই ওরল্যান্ডোর খবর পাওয়া যাবে, আর তখন সিলিয়াকেও উদ্ধার করা সহজ হবে।

ছোট ভাই হলেও ওরল্যান্ডোর সঙ্গে তার এতটুকু বনিবনা নেই, একথাটা অলিভার কিছুতেই ডিউককে বোঝাতে পারল না। অলিভারের বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে ডিউক তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অলিভার অনেক কান্নাকাটি করল, কিন্তু তাতে ডিউকের মন ভিজল না। অলিভারকে তিনি বললেন, "ওসব কান্নাকাটি করে আমার মন গলাতে পারবে না হে! তুমি যদি ওরল্যান্ডোকে ধরে নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিতে পারো, শুধু তাহলেই তোমার বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি সব ফিরে পাবে। যদি তা না পারো, তাহলে এ রাজ্যে ফিরে এলেই তোমার গর্দান যাবে, মনে রেখো।"

পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সব হারিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল অলিভার। ছোট ভাই ওরল্যান্ডোকে পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ফল যে এভাবে হাতে-হাতে পেতে হবে তা এবার বুঝতে পারল সে।

* * * * *

আর্ডেনের বিশাল বন, নির্বাসিত ডিউক তাঁর কয়েকজন হিতৈষী বন্ধুতুল্য অমাত্য আর সভাসদকে নিয়ে এই বনেই আশ্রয় নিয়েছেন। খিদে পেলে তীরধনুক দিয়ে



তাঁরা বনের হরিণ শিকার করেন, গাছের ছায়ায় বসে সেই হরিণের রান্নাকরা মাংস সবাই মিলে পরমানন্দে খান। ডিউকের সহচরদের একজনের নাম অ্যাসিয়েনস, গান গেয়ে সবাইকেই সে ভুলিয়ে রাখে। আপনমনে গান গেয়ে বনের ভেতর ঘুরে বেড়ায় অ্যাসিয়েনস্, অনেক কথাই সে গানের ভেতর বলে। অ্যাসিয়েনস বলে, "মানুষের সেরা শত্রু হল মানুষ, কিন্তু এই বনে এসে সে কারও সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে না। যারা ছায়াশীতল বনে আমার সঙ্গে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটাতে চাও, তারা সব বাঁধন ছিঁড়ে, সব মায়া কাটিয়ে চলে এসো।"

নির্বাসিত ডিউকের আরেক সহচর জ্যাকস নিজে দার্শনিক, চারপাশে যা কিছু তাঁর চোখে পড়ে তার মধ্যে তিনি চিন্তাভাবনার প্রচুর খোরাক পান। ডিউক অ্যাসিয়েনসের গান যেমন শোনেন, তেমনই জ্যাকস-এর মুখে দর্শনের অনেক বড় বড় উক্তিও শোনেন।

একদিন দুপুরবেলা সঙ্গীদের নিয়ে ডিউক গাছের ছায়ায় সবে খেতে বসেছেন, ঠিক তখনই এক স্বাস্থ্যবান সুশ্রী যুবক তলোয়ার হাতে ছুটে এসে দাঁড়াল তাঁদের সামনে।

"আমার সঙ্গে এক বুড়ো মানুষ আছে," হাতের তলোয়ার বাগিয়ে ধরে সেই যুবকটি বলল, "খিদে-তেষ্টায় তার আর হাঁটা-চলার ক্ষমতা নেই। ঐদিকের এক গাছতলায় তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি। যদি ভাল কথায় আপনারা তার জন্য খাবার দেন তো ভালো, নইলে গায়ের জোরে আমি তা কেড়ে নিতে বাধ্য হব। আমার নিজেরও খিদে পেয়েছে, কিন্তু আমি নিজের জন্য কিছু চাইছি না। আমার উপকারী বন্ধু সেই বুড়োমানুষটি আমার চোখের সামনে কষ্ট পেয়ে থটফট করবে এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

"শোনো যুবক," ডিউক শান্তভাবে বললেন, "এখান থেকে যত খুশি খাবার তুমি সেই বুড়োমানুষটির জন্য নিয়ে যাও, ওকে ভাল করে খাইয়ে তারপরে তুমি নিজেও এসে খেতে বসো আমাদের সঙ্গে। তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসছো ততক্ষণ আমরা কেউ খাওয়া শুরু করবো না।"

ডিউক আর তাঁর সঙ্গীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল সেই যুবক, তারপরে কিছু খাবার নিয়ে চলে গেল। খানিক বাদে সে ফিরে আসতে ডিউক তাকে নিজের পাশে বসিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। খেতে খেতে ডিউক যুবকের পরিচয় জানতে চাইলেন। যুবক জানাল সে স্যার রোনাল্ড ডি'বয়-এর ছোট ছেলে ওরল্যান্ডো। ঘরবাড়ি ছেড়ে কেন জঙ্গলে আসতে বাধ্য হয়েছে সেকথা ডিউককে খুলে বলল ওরল্যান্ডো। ওরল্যান্ডো তাঁর পরম মিত্র স্যার রোনাল্ডের ছেলে শুনে নির্বাসিত



ডিউক তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেন। ওরল্যান্ডোর পক্ষে এ ভালই হল। অ্যাডামকে নিয়ে সে আর্ডেনের বনে পিতৃবন্ধু নির্বাসিত ডিউকের আশ্রয়ে থাকতে লাগল।

বনের আরেক প্রান্তে এক মেষপালকের কুটির খালি পড়ে আছে। ক'দিন আগে এক মাঝবয়সী লোক এসে আস্তানা বেঁধেছে সেখানে। মাঝবয়সী লোকটির সঙ্গে দু'জন সমবয়সী যুবক-যুবতীও আছে, তারা যে ভাইবোন তাদের চেহারার মিল দেখলেই তা বোঝা যায়। তবে মেয়েটির চেয়ে ছেলেটির মুখশ্রী অনেক বেশী সুন্দর, দেখতেও তাকে তার বোনের তুলনায় বেশ লম্বা চওড়া। মেয়েটির নাম অ্যালিয়েনা। ভাইকে সে ডাকে গ্যানিমিড বলে। একইভাবে সঙ্গের মাঝবয়সী লোকটিকে তারা দু'জনেই টাচস্টোন নামে ডাকে, এতেই বোঝা যায় লোকটি এদের দু'জনের বাবা। কাকা বা জ্যাঠা কিছুই নয়।

গ্যানিমিড নামে সেই যুবক তার বোন অ্যালিয়েনাকে নিয়ে কখনও বনের ভেতরে ঝর্ণার ধারে ঘুরে বেড়ায়, নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গিদের কারও সঙ্গে দেখা হলে আলাপ করে, গান গেয়ে, হাসি-ঠাট্টা করে দিব্যি সময় কাটায়। বনের ভেতর একদিন অরল্যান্ডোর সঙ্গে তাদের দেখা হল। ওরল্যান্ডোকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সেই কবে একদিন কিছুক্ষণের জন্য রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে সে দেখেছিল, তাই আজ বনের ভেতরে নতুন পোষাকে সে তাদের চিনতেই পারল না। যুবকের ছদ্মবেশধারী গ্যানিমিডই যে রোজালিন্ড একবারও টের পেল না অরল্যান্ডো, পুরুষমানুষ ভেবেই গ্যানিমিডের সঙ্গে সে আলাপ করতে লাগল। কিন্তু ওরল্যান্ডোর গলায় রোজালিন্ড নিজের গলার হার খুলে পরিয়ে দিয়েছিল, তার মুখ সে ভোলেনি, তাই এতদিন পরে অরল্যান্ডোকে সে সহজেই চিনতে পারল, তাকে একদিন নিজেদের কুটিরে আসার অনুরোধ করল রোজালিন্ড।

ওরল্যান্ডোর এক বড় গুণ সে ভাল কবিতা লিখতে পারে। গহন বনের ভেতর সে একা একা ঘুরে বেড়ায়, আর তার মনের কথা কবিতার চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। মনের কথা একজনকে নিয়েই। সে হল তার স্বপ্নের মানবী রোজালিন্ড। তারই নামে মুখে মুখে কবিতা লেখে ওরল্যান্ডো। কাগজ-কলম হাতের কাছে না থাকায় গাছের বাকলের গায়ে ছুরি দিয়ে সেই কবিতা সে ফুটিয়ে তোলে। অল্প কয়েকদিনের ভেতর অবস্থা এমন দাঁড়াল যখন বনের ভেতর একটা গাছও বাকি রইল না।

বনের ভেতর ঘুরে বেড়ানোর সময় গাছের বাকলের গায়ে রোজালিন্ডের নামে খোদাই করা কবিতা সিলিয়া আর রোজালিন্ড দু'জনেরই চোখে পড়েছে। এনিয়ে সিলিয়া প্রচুর হাসি-ঠাট্টা করেছে রোজালিন্ডের সঙ্গে, কিন্তু এসব কবিতা



কার লেখা তা এতদিন দু'জনের কেউই বুঝতে পারেনি। এই গহন বনে রোজালিন্ডের কোনও প্রেমিক এসে জুটেছে তাই ভেবে মরেছে দু'জনে। এবারে ওরল্যান্ডোকে বনের ভেতর দেখে সেই কবি কে তা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

গ্যানিমিডবেশী রোজালিন্ডের অনুরোধ রাখতে ওরল্যান্ডো একদিজন এল বনের ভেতর তাদের কুটিরে। সেদিন সিলিয়া আর টাচস্টোনের সামনেই তাকে খুব বকাবকি করল গ্যানিমিড। বলল, "এভাবে ছুরি দিয়ে গাছের বাকল চিড়ে কবিতা লেখার ফলে যে গোটা গাছটার ক্ষতি হচ্ছে সেটুকু বোধ তোমার নেই? এক কাজ করো, রোজালিন্ড সম্পর্কে মনে যখনই কবিতা লেখার প্রেরণা আসবে তখনই তুমি তা আমাকে ডেকে শোনাবে, তাহলে আর ওভাবে গাছের বাকল খোদাই করে কবিতা লেখার দরকার হবে না।"

কথাটা ওরল্যান্ডোর মনে ধরল। এবার থেকে প্রায়ই সে এসে হাজির হতে লাগল গ্যানিমিডের কাছে। রোজালিন্ডকে নিয়ে মনে কবিতা লেখার প্রেরণা এলেই সে তা গ্যানিমিডকে ডেকে শোনাতে লাগল। গ্যানিমিডবেশী রোজালিন্ড তাকে নিয়ে লেখা ঐসব কবিতা শুনে বুঝতে পারল ওরল্যান্ডো তাকে সত্যিই কত ভালবাসে।

একদিন দুপুরে ডিউকের সঙ্গে খেয়েদেয়ে ওরল্যান্ডো গ্যানিমিডের কাছে যাচ্ছে এমন সময় নিবিড় বনের ভেতর এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সে থমকে দাঁড়াল। ওরল্যান্ডো দেখল সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার খানিক তফাতে একটা বিশাল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটি লোক ঘুমোচ্ছে আর গাছের ডাল বেয়ে এক বিষধর সাপ ফণা তুলে নেমে আসছে তার দিকে। ওরল্যান্ডোর কোমরে তলোয়ার আছে। কিন্তু তাতে হাত দেবার আগেই সাপটা তাকে দেখতে পেল। ভয় পেয়ে ফণা নামিয়ে সে তখনই ঘুমন্ত লোকটির পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল পাশে এক গর্তের ভেতর। গর্তের পাশেই ঘন ঝোপ। ওরল্যান্ডো দেখতে পেল সেই ঝোপের ভেতর শিকার ধরতে ওঁত পেতে আছে এক বিশাল সিংহী। ঘুমন্ত মানুষকে সিংহ আক্রমণ করে না তা জানে ওরল্যান্ডো। কিন্তু সে এও জানে যে লোকটি ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সিংহী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু লোকটিকে বাঁচাতেই হবে ভেবে ওরল্যান্ডো ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছে। লোকটি তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, মৃত্যু যে শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে তা সে তখনও টের পায়নি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ওরল্যান্ডো দাঁড়াল ঘুমন্ত লোকটির কাছে, তার মুখের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল সে, অরল্যান্ডো দেখল ঘুমন্ত লোকটি তারই বড়ভাই অলিভার।



ডিউক ফ্রেডরিক সব বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেবার পর থেকেই ওরল্যান্ডোকে দিনরাত পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে অলিভার। ওরল্যান্ডোকে ধরিয়ে দিতে পারলে ডিউক ফ্রেডরিক বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি সবই ফিরিয়ে দেবে বলে তাকে কথা দিয়েছে। ওরল্যান্ডো এ সবই জানেও তাই একবার ভাবল চলে যায়। পরে ভাবল আগ্রাসী সিংহীর মুখে ঐভাবে ফেলে রেখে সে চলে যাবে নিজের ভাইকে। কিন্তু বিবেকের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত চলে যেতে সে পারল না। ঘুমন্ত অলিভারের কাছে এসে খাপ থেকে তলোয়ার খুলল ওরল্যান্ডো। ঘুমের মধ্যে একবার নড়ে উঠল অলিভার। আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জনে চারদিক কাঁপিয়ে সিংহী লাফ দিল শিকারের ওপর। সেই ভয়ানক গর্জনে অলিভারের ঘুম গেল ভেঙে, চোখ মেলতেই দেখল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে যাকে সে বঞ্চিত করেছে, ডিউকের হাতে ধরিয়ে দেবে বলে যার খোঁজে এসে ঢুকেছে এই বনে, তার সেই ছোট ভাই ওরল্যান্ডো বীরবিক্রমে লড়াই করছে এক সিংহীর সঙ্গে। সিংহীর গলায় অরল্যান্ডোর তলোয়ার আমূল গেঁথে বসেছে আর সিংহীর থাবায় ফালাফালা হয়েছে তার হাত পা, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

ওরল্যান্ডোর হাতে সিংহী মরল ঠিকই, কিন্তু সে নিজেও সাংঘাতিক জখম হল। রক্তঝরা আহত ওরল্যান্ডোকে বুকে জড়িয়ে ধরে অলিভার তার আস্তানায় এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। ছোটভাইয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে বলে নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগল অলিভার।

বুড়ো অ্যাডামের মুখ থেকে খবর শুনে নির্বাসিত ডিউক সঙ্গিদের নিয়ে দেখতে এলেন আহত ওরল্যান্ডোকে, তাঁর কথামত অ্যাডাম বন থেকে জংলি লতাপাতা বেছে নিয়ে এল, সেগুলো বেটে তার রস ওরল্যান্ডোর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তক্ষরণ বন্ধ হল।

এরপরে ওরল্যান্ডো তার বড়ভাই অলিভারকে পাঠাল গ্যানিমিডের কাছে। তার মনের মানুষ ওরল্যান্ডো সিংহীর সঙ্গে লড়াই করে জখম হয়েছে শুনে গ্যানিমিডবেশী রোজালিন্ড জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অ্যালিয়েনাবেশী সিলিয়া সেবাশুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অলিভার ফিরে এল ওরল্যান্ডোর কাছে। ততক্ষণে সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। বড়ভাই-এর মুখ থেকে অ্যালিয়েনার কথা বারবার শুনতে শুনতে ওরল্যান্ডো বুঝল সিলিয়াকে তার বড়ভাই অলিভারের পছন্দ হয়েছে। পরদিন থেকে কোনও না কোনও ছুতোয় ওরল্যান্ডো রোজই অলিভারকে পাঠাতে লাগল গ্যানিমিডের কুটিরে যাতে সিলিয়া আর অলিভার একে অপরের কাছাকাছি আসার



সুযোগ পায়। রোজরোজ আসা-যাওয়ার ফলে অ্যালিয়েনাবেশী সিলিয়া আর অলিভার দু'জনে-দু'জনকে ভালবেসে ফেলল।

নির্বাসিত ডিউক মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গিদের নিয়ে ওরল্যান্ডোকে দেখতে তার আস্তানায় আসেন একদিন গ্যানিমিডবেশী রোজালিন্ড আর অ্যালিয়েনাবেশী সিলিয়া ওরল্যান্ডোকে দেখতে এসেছে এমন সময় সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ডিউকও এসে হাজির হলেন সেখানে। পুরুষবেশী রোজালিন্ডকে দেখে ডিউকের বুকের ভেতরে পিতৃস্নেহ জেগে উঠল। নিজের বাবাকে দেখে রোজালিন্ড নিজেও স্থির থাকতে পারল না, "বাবা?" "বাবা!" বলে কাঁদতে কাঁদতে সে দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকে। সবার সামনে খসে পড়ল গ্যানিমিডের ছদ্মবেশ, নির্বাসিত ডিউক, তাঁর সঙ্গি-সাথীবৃন্দ, ওরল্যান্ডো আর অলিভার সবাই দেখল গ্যানিমিড পুরুষ নয় পুরুষের ছদ্মবেশে ডিউক ফ্রেডরিকের মেয়ে রোজালিন্ড। রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ ছেড়ে কেন তাদের বনে আসতে হয়েছে সেকথা অরল্যান্ডো আর অলিভারের মুখে আগেই কিছুটা শুনেছিলেন ডিউক, এবার বাকিটুকু শুনলেন তাঁর মেয়ে রোজালিন্ডের মুখে।

ওরল্যান্ডো আর রোজালিন্ড অলিভার আর সিলিয়া। এদের প্রেম-ভালবাসার কথাও ডিউকের কানে এল। বনের ভেতরেই ওরল্যান্ডোর সঙ্গে রোজালিন্ডের আর অলিভারের সঙ্গে সিলিয়ার বিয়ে দিলেন তিনি।

এর পরেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা—অলিভারের মেজোভাই জ্যাক ডি'বয় এসে হাজির হল সেই বনে, নির্বাসিত ডিউকের সঙ্গে দেখা করে সে বলল তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে ডিউক ফ্রেডরিক সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের সন্ধানে রাজ্য ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছেন। এটুকু বলে ডিউক ফ্রেডরিকের লেখা একটি চিঠি সে তাঁর হাতে দিল। ডিউক দেখলেন, ফ্রেডরিক লিখেছেন আর্ডেনের বনে ডিউক, ওরল্যান্ডো, রোজালিন্ড আর সিলিয়া দিন কাটাচ্ছে খবর পেয়ে তিনি নিজের সেনাদল নিয়ে তাঁদের হত্যা করতে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অন্যরকম, তাই বনে ঢোকার মুখেই এক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁর উপদেশে তিনি সংসার, রাজ্যপাট সব তাঁর বড়ভাইকে ফিরিয়ে দিয়ে বাকি জীবন ঈশ্বরের আরাধনায় কাটাবেন বলে চলে যাচ্ছেন নিরুদ্দেশের পথে।

অত্যাচারী ডিউক ফ্রেডরিকের এই আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা শুনে অবাক হল সবাই। এবার ডিউক সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর হারানো রাজ্য শাসন করতে। ডিউকের সঙ্গিরা সবাই তাঁর সঙ্গে ফিরে এল। এল না শুধু জ্যাকস। রাজ্যসুখ ছেড়ে পরম শান্তির খোঁজে সে রয়ে গেল আর্ডেনের গহন বনেই।



দ্য মেরি ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর

"স্যর জন ফলস্টাফ খুব অন্যায় করেছেন," জ্ঞাতিভাই শ্লেন্ডার আর গ্রামের পাদরি স্যর হিউ ইভানসের বক্তব্য শুনে বিচারপতি ফ্যালো বললেন, "তবে আইনের মার-প্যাঁচে নয়, শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে এর বদলা নিতে হবে।"

"আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে হুজুর," পাদরি স্যর ইভানস বললেন, "মাস্টার জর্জ পেজের মেয়ে অ্যানি বেসা ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে, আমাদের গ্রামে ওর মত সুন্দরী আর একটিও নেই। অ্যানির ঠাকুর্দা মরার আগে ঐ নাতনির নামে নিজের অস্থাবর সম্পত্তির নগদ সাতশো পাউণ্ড টাকা আর এককাঁড়ি সোনা-রূপোর গয়না লিখে দিয়ে গেছে। অ্যানি তার বিয়েতে ঐসব যৌতুক পাবে। স্যর জন ফলস্টাফ ত এখন ওদেরই বাড়িতে আছেন, ওখানে গেলেই ওঁকে পেয়ে যাবেন।"

"তাহলে তো একবার ওখানে যেতেই হচ্ছে," বলে জ্ঞাতিভাই শ্লেন্ডার আর পাদরি স্যর ইভানসকে সঙ্গে নিয়ে বিচারপতি ফ্যালো জর্জ পেজ-এর বাড়িতে এলেন। স্যর জন ফলস্টাফ তখন সেখানেই ছিলেন। বিচারপতি ফ্যালো তাঁকে বললেন, "আপনি জোর করে আমার বাড়িতে ঢুকেছেন তারপরে আমার পোষা হরিণটাকে মেরে ফেলেছেন।"

"হ্যাঁ, তা করেছি বটে," অপরাধ স্বীকার করলেন স্যর ফলস্টাফ, "কিন্তু তাই বলে আপনার দারোয়ানের মেয়েটাকে তো জোর করে চুমু খাইনি?"

"আপনার অপদার্থ উল্লুক চাকরগুলো আমার কি হাল করেছে জানেন? কাঁদো কাঁদো গলায় শ্লেন্ডার বলল, "আমায় শুঁড়িখানায় নিয়ে গিয়ে জোর করে মদ গিলিয়েছে। আমার নেশা হবার পরে আমার সঙ্গে টাকাকড়ি যা কিছু ছিল সব ওরা কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে।"



"এসব ঘটনা আমি আমার ডায়োরিতে টুকে রাখছি" পাদরি স্যর ইভানস বললেন, "পরে বিচার করে ব্যবস্থা যা নেবার নেওয়া যাবে।"

* * *

জর্জ পেজ-এর সদ্যযুবতী মেয়ে রূপসী অ্যানি ভালবাসে ফেনটন নামে একটি ছেলেকে, ফেনটনও ভালবাসে তাকে, বিয়ে করে ঘর বাঁধার স্বপ্নে তারা বিভোর। কিন্তু অ্যানির বাবা জর্জ পেজ মেয়ের বিয়ে ফেনটনের সঙ্গে দিতে রাজি নন, বিচারপতি ফ্যালোর জ্ঞাতিভাই স্লেন্ডারের সঙ্গে তিনি অ্যানির বিয়ে দিতে চান। স্লেন্ডার যে অ্যানিকে পছন্দ করে তা জানেন জর্জ পেজ। কিন্তু হলে হবে কি অ্যানি দু'চক্ষে দেখতে পারে না স্লেন্ডারকে। আবার ডঃ কেইয়াস নামে এক ফরাসি চিকিৎসকও যে অ্যানিকে পছন্দ করেন সে খবর বলেন অ্যানির মা, সেই ফরাসি ডাক্তারকেই জামাই করার তাঁর খুব সাধ।

এদিকে স্যর জন ফলস্টাফ, অ্যানির মা মিসেস পেজ আর তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী মিসেস ফোর্ড, দু'জনের সঙ্গেই গোপন প্রেমের খেলা খেলছেন। প্রেমের অভিনয় করে এঁদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়াই তাঁর মতলব। স্যর ফলস্টাফের কাজের লোক নাইস আর পিস্তল একদিন মিঃ ফোর্ডের সঙ্গে দেখা করে জানাল তাঁর স্ত্রী মিসেস ফোর্ডের সঙ্গে গোপনে মিলিত হবার ইচ্ছের কথা জানিয়ে তাদের মনিব স্যর ফলস্টাফ একটি চিঠি লিখেছেন, আর সে চিঠি মিসেস ফোর্ডের হাতে দেবার নির্দেশ তাদের দিয়েছেন। চিঠিখানা মিঃ ফোর্ডকে দেখাল তারা। অন্যদিকে স্যর জন ফলস্টাফ মিসেস পেজ-এর সঙ্গেও একই গোপন প্রেমের খেলা খেলছেন তা জানতে পেরে মিসেস ফোর্ড ভীষণ রেগে গেছেন, তাঁকে উচিত শিক্ষা দেবার মতলব এঁটেছেন তিনি। স্যর ফলস্টাফ সেদিন তাঁর বাড়িতে রাতের বেলা আসবেন এ খবর মিসেস পেজকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলেন মিসেস ফোর্ড।

স্যর ফলস্টাফ এসব কিছুই জানেন না, রাতেরবেলা তিনি সেজেগুজে মিসেস ফোর্ডের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। মিসেস পেজ তার খানিক বাদে এলেন। তাঁকে আড়াল থেকে দেখতে পেয়ে স্যর ফলস্টাফ ভয়ে ভয়ে পাশের ঘরে লুকোলেন। মিসেস পেজ এবার তাঁকে শুনিয়ে গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন, স্থানীয় লোকেরা স্যর ফলস্টাফের ওপর ভীষণ চটে আছে, তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তারা দল বেঁধে এদিকেই আসছেন



মিসেস পেজ-এর কথা কানে যেতে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন স্যর ফলস্টাফ। মিসেস ফোর্ডের হাত ধরে তাঁকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করলেন। সুযোগ বুঝে মিসেস ফোর্ড এবারে বড় ঝুড়িতে তাঁকে বসালেন। তারপরে একরাশ ময়লা জামাকাপড় এমনভাবে ঝুড়ির ওপরে চাপা দিলেন যাতে বাইরে থেকে তাঁকে দেখা না যায়। এরপরে তাঁর নির্দেশে কাজের লোকেরা সেই ঝুড়ি বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে নদীর কাদাগোলা জলে ছুঁড়ে ফেলল। নোংরা কাদাজলে মাখামাখি হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন স্যর জন ফলস্টাফ।

স্যর ফলস্টাফকে আরেকবার শিক্ষা দিতে ডঃ কেয়াসের কাজের মেয়ে কুইকলিকে তাঁর কাছে পাঠালেন মিসেস ফোর্ড। তিনি যেভাবে শিখিয়েছেন সেইভাবে কুইকলি স্যর ফলস্টাফকে বলল সেদিন মিঃ ফোর্ড জঙ্গলে পাখি শিকার করতে যাবেন। কাজের লোকেরা ছাড়া আর কোনও পুরুষ বাড়িতে থাকবে না। মিসেস ফোর্ড এই ফাঁকে রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে তাঁকে তাঁর কাছে যাবার অনুরোধ করেছেন। কুইকলি চলে যাবার পরে মিঃ ব্রুক নামে এক বিদেশীর ছদ্মবেশে মিঃ ফোর্ড এলেন স্যর ফলস্টাফের কাছে, তাঁকে বিশ্বাস করে স্যর ফলস্টাফ তার গোপন প্রেমের অভিনয়ের কথা সব ফাঁস করে দিলেন। শুনে তাঁকে মজা দেখানোর জন্য তৈরি হলেন মিঃ ফোর্ড।

রাতের বেলা স্যর ফলস্টাফ আবার এলেন মিসেস ফোর্ডের কাছে। তাঁকে হাতেনাতে ধরবেন বলে খানিকবাদে মিঃ ফোর্ড এসে ঢুকলেন বাড়িতে। কিন্তু এবারেও ফলস্টাফের কাতর মিনতিতে গলে গিয়ে তাঁকে বাঁচালেন মিসেস ফোর্ড, তাঁকে মেয়েদের ঢোলা গাউন আর টুপি পরিয়ে বাড়ির কাজের মেয়ের বুড়ি মাসি সাজিয়ে চটাই বানিয়ে যেতে বললেন। কাজের মেয়ে এই বুড়ি মাসির ওপরে ভীষণ চটেছিলেন মিঃ ফোর্ড। তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে তিনি এগিয়ে এসে খপ করে ধরে ফেললেন, তারপরে পিঠে মনের সুখে কয়েকটা কিল মারলেন। মার খেয়ে বুড়ি পালিয়ে যাবার পরে মিসেস ফোর্ড হাসতে হাসতে স্বামিকে জানালেন ঐ বুড়ি আসলে স্যর জন ফলস্টাফ।

আর একবার স্যর জন ফলস্টাফকে ডাকিয়ে এনে উচিত শিক্ষা দেবার মতলব আঁটলেন সবাই, তাঁদের নির্দেশে কুইকলি স্যর জন ফলস্টাফকে উইণ্ডসরের বনে ওক গাছের কাছে যেতে বলল। এ-ও জানালো যে তাঁর


প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে মিসেস ফোর্ড আর মিসেস পেজ দু'জনেই আসবেন। তাঁকে মাথায় জোড়া সিং এঁটে বন দেবতা থর্ন সেজে আসতে বলে বিদায় নিল কুইকলি।

এদিকে পেজ দম্পতি তাঁদের রূপসী মেয়ে অ্যানির বিয়ের ব্যবস্থাও করেছেন একই দিনে—মিঃ পেজ তাঁর পছন্দসই পাত্র স্লেন্ডারকে বলেছেন অ্যানি সাদা পোশাক পরে ওক গাছের কাছে থাকবে সে যেন তাকে জোর করে তুলে গির্জায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। একই নির্দেশ নিজের পছন্দের পাত্র ডঃ কেইয়াসকেও দিয়েছেন মিসেস পেজ, তাঁকে বলেছেন অ্যানির পরনে থাকবে সবুজ পোষাক, তিনি যেন তাকে জোর করে তুলে গির্জায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন।

রাতের বেলা কপাল জোড়া সিং এঁটে স্যার জন ফলস্টাফ এলেন জঙ্গলে। ওক গাছের আড়াল থেকে মিসেস ফোর্ড বেরিয়ে আসতে তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাছেই বেজে উঠল সিঙা, জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে একপাল ছোট ছেলেমেয়ে এসে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল, তাদের কেউ সেজেছে সাদা পোশাক পরা পরী, কেউ বা ভূত-প্রেত, তাদের রানি স্বয়ং অ্যানি পেজ। তার নির্দেশে সেই ছেলেমেয়েরা জ্বলন্ত মোমবাতির ছ্যাঁকা দিতে লাগল স্যার ফলস্টাফের গায়ে, অনেকে নখ দিয়ে খিমচে তাঁর গায়ের মাংস তুলে নিল।

"হারামজাদাকে ধরে আরও মার!" বলে চেঁচিয়ে উঠলে অ্যানি। ঠিক তখনই স্লেন্ডার এসে হাজির হল সেখানে, অ্যানি ভেবে সাদা পোশাক পরা একটি মেয়েকে সে তুলে নিয়ে চলে গেল। খানিকবাদে ডঃ কেইয়াসও এলেন, অ্যানি ভেবে সবুজ পরা একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। স্যার জন ফলস্টাফ পালাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই মিঃপেজ তাঁকে ধরে ফেলে বললেন, "বারবার দু'বার আপনি পালিয়ে বেঁচেছেন! আজ আর আপনার রক্ষে নেই। আপনার বাপের নাম ভুলিয়ে তবে ছাড়ব!"

"কি করবেন আপনারা আমায় নিয়ে?" ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন স্যার ফলস্টাফ।

"আজ রাতে আপনাকে আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে হবে," মিঃ পেজ বললেন। "আর খাবার সময় আমার স্ত্রী-র চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মন রাখা মিষ্টি কথা বলতে হবে। এই আপনার উপযুক্ত শাস্তি।'

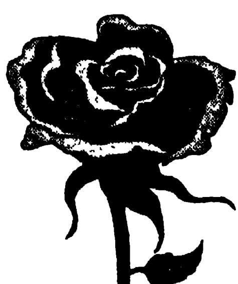
"এতদিন বুঝতে পারছি আমি একটা মস্ত বোকা," বললেন স্যার জন ফলস্টাফ।



"শুধু বোকা নন," মিসেস পেজ আর মিসেস ফোর্ড বললেন, "আপনি গাধা, গরু, ছাগল, ভেড়া আর বাঁদরের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব। আমাদের মেয়েদের কি ভাবেন আপনি?" স্যর ফলস্টাফ জবাব দেবার মত কিছু না পেয়ে মুখ বুজে রইলেন। এরই মাঝে স্লেন্ডার ফিরে এসে বলল যে মেয়েটাকে সে অ্যানি ভেবে নিয়ে গিয়েছিল গির্জায় পৌঁছে দেখে সে এখানকার পোস্টমাস্টারের ছেলে। তার পেছন পেছন এসে হাজির হলেন ডঃ কেইয়াস। তিনি বললেন, সবুজ পোশাকপরা যে মেয়েটাকে অ্যানি ভেবে নিয়ে গিয়েছিলেন, গির্জায় পৌঁছে দেখেন সে আসলে একটা ছেলে তার সবে গোঁফ গজিয়েছে।

এবারে ফেনটনের হাত ধরে এগিয়ে এল অ্যানি। পেজ দম্পতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, মা, আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসি, তোমারা আমাদের বিয়ের অনুমতি দাও।"

পেজ দম্পতি তাদের দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আশীর্বাদ করে বললেন, "ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।"





মেজার ফর মেজার

ভিয়েনার অবিবাহিত শাসক ডিউক ভিনসেনসিওর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। খুব দয়ালু মনের মানুষ হবার দরুন কোনও প্রজা গুরুতর অপরাধ করলেও তিনি তাকে কঠোর সাজা দিতে পারেন না। কিন্তু তাঁর মনের এই দুর্বলতা যে রাজ্যশাসনের পক্ষে ক্ষতিকারক তা জানেন ডিউক তাই অনেক ভেবে তিনি স্থির করলেন কোনও যোগ্য সচ্চরিত্র সহকারীর হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়ে তিনি কিছুদিন রাজ্যের ভেতরে লুকিয়ে থাকবেন, সেইসঙ্গে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজ্যশাসন ব্যবস্থার ওপরে নজর রাখবেন। বয়স্ক সভাসদ এসকেলাসের সঙ্গে পরামর্শ করে ডিউক তাঁর সুযোগ্য সহকারী অ্যাঞ্জেলোর হাতে রাজ্যের শাসনক্ষমতা পুরোপুরি সঁপে দিলেন। তারপরে নগরীর প্রান্তে অবস্থিত সাধু টমাসের মঠে সবার নজর এড়িয়ে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিলেন। কোথায় যাচ্ছেন সেকথা যাবার আগে কাউকে এমনকি নতুন শাসক অ্যাঞ্জেলোকেও বললেন না ডিউক। সবাই জানল তিনি কিছুদিনের জন্য পোল্যান্ডে যাচ্ছেন। যাবার আগে মাঝেমাঝে চিঠি লিখে প্রজাদের খোঁজখবর নেবেন বলে অ্যাঞ্জেলোকে আশ্বাস দিলেন ডিউক ভিনসেনসিও।

* * *

ডিউক রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার অল্প কিছুদিন পরে ভিয়েনার এক বয়স্ক নাগরিক অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করে জানালেন, ক্লডিও নামে এক সম্ভ্রান্ত যুবক তাঁর মেয়ে জুলিয়েটকে তাঁর কাছ থেকে কৌশলে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে



বসবাস করছে। এর ফলে তাঁর মেয়ে জুলিয়েট গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। জুলিয়েটের বাবা ক্লডিওর অপরাধের জন্য কঠোর সাজা দাবি করলেন। ভিয়েনার আইনে এই জাতীয় অপরাধের একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। অ্যাঞ্জেলো অভিযোগ শুনে ক্লডিওকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ মেনে রক্ষিরা ক্লডিওকে গ্রেপ্তার করে প্রাসাদে নিয়ে এলে অ্যাঞ্জেলো ব্যভিচারের অপরাধে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। দণ্ডাদেশ ঘোষণা করার পরে রক্ষিরা ক্লডিওকে কারাগারে নিয়ে গেল।

ক্লডিওর অন্তরঙ্গ বন্ধু লুসিও ক্লডিওকে রাজপ্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন শুনে কারাগারে তার সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইল যে এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছে যেজন্য অ্যাঞ্জেলো তাকে প্রাণদণ্ড দিলেন। ক্লডিও জানাল জুলিয়েটকে সে তার বাবা-মার কাছ থেকে মোটেও ফুসলে আনেনি। আসলে জুলিয়েটের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল আর এ বিয়েতে সে জুলিয়েটের বাবা-মা'র কাছে কিছু যৌতুক দাবি করেছিল। কিন্তু তারা তাকে তার দাবি মেনে যৌতুক দিতে রাজি হননি। ক্লডিও বলল, এরপরে সে তাঁদের না জানিয়ে জুলিয়েটকে গির্জার নিয়ে গিয়ে গোপনে বিয়ে করে স্বামী স্ত্রীর মত জীবন কাটাতে শুরু করে, কিন্তু এর ফলে জুলিয়েট গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এখবর জানাজানি হতে জুলিয়েটের বাবা অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করেন এবং ক্লডিও তাঁর মেয়েকে ফুসলে নিয়ে গেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করেন। সেই অভিযোগ ভালভাবে যাচাই না করে অ্যাঞ্জেলো ক্লডিওকে গ্রেপ্তার করে আনেন এবং ভিয়েনার প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

"এই হল আসল ঘটনা।" ক্লডিও লুসিওকে বলল, "এবারে তুমি আমার একটা উপকার করো।"

"বলো আমাকে কি করতে হবে," বলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল লুসিও "আমার বোন ইসাবেলাকে তো তুমি চেনো।" ক্লডিও বলল, "সন্ন্যাসিনী হবে বলে ইসাবেলা কিছুদিন আগে মেয়েদের মঠে যোগ দিয়েছে। এখন ওর শিক্ষানবিশী চলছে। এই সময়টা সাফল্যের সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে পারলে ও পুরোদস্তুর সন্ন্যাসিনী হতে পারবে। আমার অনুরোধ, তুমি নিজে একবার মেয়েদের মঠে গিয়ে ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করে আমার কথা সব খুলে বলো।" ওকে অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করে আমায় প্রাণভিক্ষা চাইতে বলো। যুক্তি দিয়ে গুছিয়ে

কথা বলার ক্ষমতা ইসাবেলার আছে, তাই আশা করছি ওকে দিয়েই এ কাজ উদ্ধার হবে।"

* * *

বন্ধু ক্লডিওর অনুরোধ রাখতে লুসিও মেয়েদের মঠে এসে ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করে সব জানাল। মঠের অধ্যক্ষার অনুমতি নিয়ে ইসাবেলা এল ডিউকের প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলোর কাছে। রীতি অনুযায়ী মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে সে তার ভাই ক্লডিও-র প্রাণভিক্ষা চাইল।

"আমি সত্যিই দুঃখিত," অ্যাঞ্জেলো বললেন, "প্রাণভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করা এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ক্লডিওকে মরতেই হবে। আগামীকালই প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে।"

"আগামীকালই?" শিউরে উঠে বলল ইসাবেলা।

"হ্যাঁ, আগামীকাল," গম্ভীর গলায় বললেন অ্যাঞ্জেলো।

"মাননীয় রাজপ্রতিনিধি," কাতরগলায় বলল ইসাবেলা, "যে অপরাধে আপনি আমার ভাইকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন সে অপরাধ এর আগেও অনেক ঘটেছে এদেশে, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে অপরাধীদের কারও প্রাণদণ্ড হয়নি। আপনার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি, দয়া করে একবার নিজের মনের দিকে তাকান, যে অপরাধ আমার ভাই করেছে তেমন কোনও অপরাধের বীজ সেখানে লুকিয়ে আছে কিনা দেখুন। থাকলে ক্লডিওর প্রাণদণ্ড কার্যকর করার আগে সে অপরাধের কথা একটিবার ভেবে দেখুন।" ইসাবেলার এই কথাগুলো আবেগের জন্ম দিল অ্যাঞ্জেলোর মনে, তিনি ইসাবেলার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেন।

"শুধু একটি শর্তে আপনার ভাই ক্লডিও-র প্রাণদণ্ড মকুব করতে পারি," ইসাবেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন অ্যাঞ্জেলো, "আপনার ভাই যেমন একটি মেয়ের কৌমার্য হরণ করেছে ঠিক সেভাবে আপনি যদি আপনার নিজের দেহ আমার হাতে সঁপে দেন, যদি একটি রাত আমার সঙ্গে কাটান, তাহলে আমি প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করে মুক্তি দিতে পারি ক্লডিওকে। আজ রাতেরবেলা চলে আসুন আমার ঘরে, আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্য।"

অ্যাঞ্জেলোর প্রস্তাব শুনে রেগে গেল ইসাবেলা, ক্রুদ্ধ গলায় সে বলে উঠল, 'মহামান্য রাজপ্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলো, আপনি কি ধাতের লোক আপনার এই প্রস্তাবেই তার পরিচয় পেলাম। আপনি এখুনি আমার ভাই-এর মুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুন, তাতে লিখুন আপনি ক্লডিওকে বিনাশর্তে মুক্তি দিলেন। আমার কথামত



কাজ না করলে আমি জোরগলায় চেঁচিয়ে আপনার এই কু-প্রস্তাবের কথা সবাইকে বলে দেব, তখন আপনার আসল চেহারা জানতে পেরে সবাই ধিক্কার দেবে আপনাকে।"

"কিন্তু আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না ইসাবেলা," অ্যাঞ্জেলো বললেন, "আমার নামে কোনওদিন কলঙ্ক দিতে পারেনি, আমি কতদূর সংযমী তা সবাই জানে। তাই হাজার চেঁচালেও আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, আপনার ভাইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছি বলেই আপনি আমার নামে বদনাম রটাচ্ছেন এটাই ধরে নেবে সবাই। বেশ, আমার শর্তে আপনি রাজি কিনা তা এখুনি বলার দরকার নেই, তবে এ প্রশ্নের জবাব আমার আগামীকাল চাই তা মনে রাখবেন। এও মনে রাখবেন আপনার জবাবের ওপরেই ক্লডিও-র বাঁচামরা নির্ভর করছে।"

ইসাবেলা আর কিছু বলতে পারল না, ধীরে ধীরে পা ফেলে সে বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে।

* * *

এদিকে ক্লডিও-র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবার পরে ডিউক ভিনসেনসিও-র কানেও পৌঁছেছে, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তিনি ভিয়েনায় ফিরে এসে প্রথমেই এলেন কারাগারে, নিজেকে অ্যাঞ্জেলোর ধর্মগুরু পরিচয় দিয়ে তিনি দেখা করলেন ক্লডিও-র সঙ্গে। তাকে মৃত্যুবরণ করার জন্য তৈরি হতে বললেন। ঠিক তখনই ইসাবেলাও এসে হাজির হল কারাগারে, কারাধ্যক্ষকে নিজের পরিচয় দিয়ে ক্লডিও-র সঙ্গে দেখা করার প্রার্থনা জানাল। কারাধ্যক্ষ ইসাবেলাকে নিয়ে এলো ক্লডিও-র কাছে, ছদ্মবেশী ডিউক সরে এলেন পাশের ঘরে। ভাইবোনের কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনতে ঘরের দেয়ালে কান পাতলেন ডিউক।

"ক্লডিও," ইসাবেলা বলল, "আগামীকাল তোমার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে, তুমি এবারে মৃত্যুর জন্য নিজেকে তৈরি কর।"

"আমার বাঁচার কি কোনও পথ নেই?" আর্তনাদের মত শোনাল ক্লডিওর গলা।

"পথ একটা আছে," ইসাবেলা বলল, "আমি অ্যাঞ্জেলোর কাছে তোমার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম। শুনে অ্যাঞ্জেলো বলেছেন আমি যদি আজ রাতে তাঁর কাছে আমার কৌমার্য বিসর্জন দিই তাহলে তিনি তোমার প্রাণদণ্ড মকুব করবেন। ওঁর কথায় রাজি হতে হলে আজকের রাতটা আমার ওঁর সঙ্গে কাটাতে হবে।



এর চেয়ে অ্যাঞ্জেলো আমার প্রাণ বিসর্জন দেবার কথা বললে আমি তখনই রাজি হতাম।''

''ছিঃ ছিঃ, কি জঘন্য শর্ত! ধিক অ্যাঞ্জেলোকে!'' উত্তেজিত গলায় বলে উঠল ক্লডিও, ''না ইসাবেলা, এভাবে আমি বাঁচতে চাই না!''

'তাহলে মৃত্যুর জন্য তৈরি হও ক্লডিও', গম্ভীর গলায় বলল ইসাবেলা। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ভয় আবার পেয়ে বসল ক্লডিওকে, সে কাতর গলায় বলল, 'কিন্তু ইসাবেলা, এমনও তো হতে পারে যে আসলে তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যই অ্যাঞ্জেলো ঐ শর্তের কথা বলেছেন। যদি তা না-ও হয় তো বলব আমার প্রাণ বাঁচাতে তোমার নিজের কৌমার্য বিসর্জন দিতে বাধা কোথায়?''

''ছিঃ ক্লডিও, তুমি এত স্বার্থপর?'' গলা অল্প চড়িয়ে ইসাবেলা বলল, ''যে বোন সন্ন্যাসিনী হবার সংকল্প নিয়েছে নিজের প্রাণ বাঁচাতে তাকে নিজের কৌমার্য বিসর্জন দিতে বলছ? মৃত্যুই তোমার মত স্বার্থপর পাপিষ্ঠের একমাত্র শাস্তি!''

ইসাবেলার কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্লডিও। ঠিক তখনই সেখানে এসে হাজির হলেন ছদ্মবেশী ডিউক ভিনসেনসিও।

''আমি অ্যাঞ্জেলোর ধর্মগুরু,'' ডিউক ইসাবেলাকে বললেন, ''পাশের ঘরে বসে তোমাদের কথাবার্তা সব আমি শুনেছি। আমি অ্যাঞ্জেলোকে তোমাদের চেয়ে ভাল জানি। মনে রেখো, শুধু তোমার ধৈর্য আর চরিত্রবল পরীক্ষা করতেই উনি তোমার কৌমার্য বিসর্জন দেবার কথা বলেছেন, তোমার চরিত্র কলঙ্কিত করার কোনও ইচ্ছা ওঁর নেই। তুমি ওঁর শর্তে রাজি হওনি দেখে অ্যাঞ্জেলো মনে মনে খুশিই হয়েছেন।''

''তবে তোমার প্রাণদণ্ড মকুব হবার কোনও সম্ভাবনা নেই,'' ক্লডিওকে বললেন ডিউক, ''তাই তুমি এবারে মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।'' তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কারাধ্যক্ষ ক্লডিওকে অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। এবার ইসাবেলার দিকে তাকিয়ে ছদ্মবেশী ডিউক বললেন, ''ইসাবেলা তোমার সঙ্গে আমার কিছু দরকারী কথা আছে।''

''শোন ইসাবেলা,'' চারপাশে একবার তাকিয়ে ছদ্মবেশী ডিউক গলা নামিয়ে বললেন, ''তুমি কি সত্যিই তোমার ভাই ক্লডিও-র প্রাণ বাঁচাতে চাও?''

''অবশ্যই চাই, ফাদার।'' বলল ইসাবেলা, ''তবে আপনি অ্যাঞ্জেলোকে সৎ ও ধর্মপ্রাণ বললেও আমি তা মানতে রাজি নই। মহামান্য ডিউক ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে অ্যাঞ্জেলোর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ জানানোর জানাব।''

''ডিউক ফিরে এলে অ্যাঞ্জেলোর বিরুদ্ধে ওর কাছে অভিযোগ জানাবে এ তো খুব ভাল কথা,'' ছদ্মবেশী ডিউক হেসে বললেন, ''আমি যতদূর জানি



ডিউক শীগগিরই দেশে ফিরে আসবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে ভাই-এর প্রাণ বাঁচাতে হলে যে তোমাকে অন্যপথে এগোতে হবে। ইসাবেলা, এবারে মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমি যেভাবে বলব সেভাবে এগোলে তোমার ভাই-এর প্রাণ যেমন বাঁচবে তেমনই তোমারই মত এক ধর্মপ্রাণ যুবতীর যথেষ্ট উপকার হবে। আমার কথামত এগোলে নিজের কৌমার্য বিসর্জন না দিয়েও ভাই-এর প্রাণ বাঁচাতে পারবে, সেই সঙ্গে এক নিরপরাধ যুবতীরও প্রভূত উপকার করতে পারবে। বলো, তুমি আমার কথামত কাজ করতে রাজি?"

"আমি রাজি," ইসাবেলা বলল, "বলুন কি করতে হবে?"

"সাহসী যোদ্ধা ফ্রেডরিকের নাম নিশ্চয়ই জানো?"

"যিনি সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে মারা যান, সেই ফ্রেডরিকের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ," ডিউক বললেন, "সেই ফ্রেডরিকের বোন মারিয়ানার সঙ্গে অ্যাঞ্জেলোর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বোনের বিয়ের যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে চেপে দেশে ফিরে আসছিলেন ফ্রেডরিক, কিন্তু মাঝসমুদ্রে জাহাজডুবি হওয়ায় যৌতুকের জিনিসপত্র সব নষ্ট হল, সেই সঙ্গে ফ্রেডরিক নিজেও ডুবে মারা গেলেন। এর ফলে অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে মারিয়ানার বিয়ে আর হল না। তারা দু'জনেই আজও অবিবাহিত জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি, মারিয়ানা আজও অ্যাঞ্জেলোকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ইসাবেলা, এবারে তোমায় যা করতে হবে মন দিয়ে শোন। অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করে বলবে তুমি ওঁর শর্তে রাজি আজকের রাতটা তুমি ওঁর সঙ্গে কাটাবে।"

'ছিঃ, এসব কি বলছেন আপনি?" ডিউকের কথা শুনে ক্ষুব্ধ গলায় বলল ইসাবেলা।

"আমায় ভুল বুঝো না, ইসাবেলা," ডিউক বললেন, "আগে সব কথা শোন, তারপর যা বলার বোল। হ্যাঁ, আজকের রাতটা অ্যাঞ্জেলো এক যুবতীর সঙ্গে কাটাবে, তবে সে যুবতী তুমি নও, সে হবে মারিয়ানা যার সঙ্গে একসময় তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তুমি মারিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে যাবে অ্যাঞ্জেলোর কাছে, তারপরে তাকে সেখানে রেখে নিজে ফিরে আসবে। অ্যাঞ্জেলো ভাববে সে তোমারই সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। কাজটা করলে ওদের দু'জনের মধ্যে মিলন ঘটানো যাবে। ওদের বিয়ে আগেই ঠিক হয়েছিল তাছাড়া মারিয়ানা এখনও অ্যাঞ্জেলোকে ভালবাসে, তাই ওদের মিলন ঘটানো কোনও পাপ হবে না। এর ফলে তোমার ভাই ক্লডিও নিজেও মুক্তি পাবে।"

"বেশ, আমি আপনার কথামতই কাজ করব," ইসাবেলা বলল, "আমি



এখুনি যাচ্ছি অ্যাঞ্জেলোর কাছে।"

"তোমায় অশেষ ধন্যবাদ, ইসাবেলা," ডিউক বললেন, "এবারে তাহলে আমি চললাম মারিয়ানার কাছে, গোটা পরিকল্পনাটা ভাল করে বুঝিয়ে ওকে তৈরি করতে হবে। সেন্ট লুক-এর জমিদারদের পুরোনো গোলবাড়িটা চেনো তো, ইসাবেলা? মারিয়ানা ওখানেই থাকে, অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে চলে এসো ওখানে, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করে ইসাবেলা জানাল তাঁর শর্তে সে রাজি, সেখান থেকে সে চলে এলো মারিয়ানার বাড়িতে, ছদ্মবেশী ডিউক সেখানে অপেক্ষা করছিলেন, মারিয়ানার সঙ্গে তিনি ইসাবেলার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইসাবেলা বলল, রাত বাড়লে সে মারিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকবে অ্যাঞ্জেলোর প্রাসাদের লাগোয়া বাগানে, সেখানে অ্যাঞ্জেলো তার জন্য অপেক্ষা করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

"অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে ভুলেও যেন বেশি কথা বোল না," মারিয়ানাকে হুঁশিয়ার করলেন ডিউক, "উনি যেন তোমাকে চিনতে না পারেন, চলে আসার আগে ক্লডিও-র প্রাণদণ্ড মকুব করার কথা ওঁকে একবার মনে করিয়ে দেবে।"

রাতের বেলা মারিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে ইসাবেলা রওনা হবার পরে ডিউক এলেন কারাগারে, শুনলেন অ্যাঞ্জেলো কটা'দিন খুব ভোরবেলা ক্লডিও-র কাটামাথা দেখতে চেয়েছেন। বারনারডাইন নামে আটক আরেক বন্দীরও প্রাণদণ্ড পরদিন হবার কথা, ডিউক কারাধ্যক্ষকে বারনারডাইনের কাটামাথা ক্লডিও-র বলে অ্যাঞ্জেলোর কাছে পাঠানোর অনুরোধ করলেন।

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব?" কারাধ্যক্ষ বললেন, "অ্যাঞ্জেলো যে ওদের দুজনকেই চেনেন।" তখন ছদ্মবেশী ডিউক ভিনসেনসিও-র শীলমোহর আর পাঞ্জা বের করে দেখালেন কারাধ্যক্ষকে, তাঁর কথামত কাজ করলে তাঁর ভাল হবে। ডিউক ফিরে এসে তাঁকে পুরস্কার দেবেন তাও বললেন। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী ডিউকের খুব কাছের মানুষ বুঝতে পেরে কারাধ্যক্ষ বললেন, "র‍্যাগোজাইন নামে এক জলদস্যু এখানে আটক ছিল। আজ সকালে সে অসুখে ভুগে মারা গেছে। তাকে দেখতে অনেকটা ক্লডিও-র মত।"

"খুব ভাল," ডিউক বললেন, "তাহলে কাল খুব ভোরবেলা ঐ মৃত জলদস্যুর মাথাটা কেটে নিয়ে পাঠিয়ে দেবেন অ্যাঞ্জেলোর কাছে। আর ডিউক যতদিন না ফিরে আসছেন ততদিন ক্লডিও আর বারনারডাইন দু'জনকেই এমন কোথাও লুকিয়ে রাখুন যাতে অ্যাঞ্জেলো জানতে না পারে।" এইটুকু বলে ডিউক চলে



আসতে যাবেন এমন সময়ে সেখানে এসে হাজির হল ইসাবেলা, তার সাহায্যে মারিয়ানা অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে তাঁরই প্রাসাদে রাত কাটাচ্ছে। অ্যাঞ্জেলো ক্লডিও-র প্রাণদণ্ড মকুব করেছেন কিনা জানতে চাইল ইসাবেলা। উত্তরে ডিউক বললেন, খানিক আগে ক্লডিও-র প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। পরদিন ভোরবেলা তার কাটামাথা কারাধ্যক্ষ নিয়ে যাবেন অ্যাঞ্জেলোর কাছে। ইচ্ছে করেই ইসাবেলাকে মিথ্যে বললেন ছদ্মবেশী ডিউক, ক্লডিও-র প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ইসাবেলা।

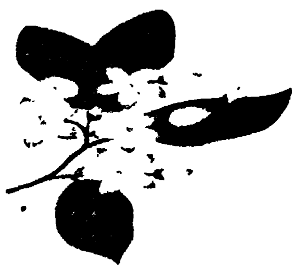
"যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর শুধু শুধু আক্ষেপ করে কি লাভ," ডিউক ইসাবেলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন," আর ক'দিন বাদে ডিউক ভিনসেনসিও দেশে ফিরে আসছেন। উনি ফিরে এলে তুমি যা কিছু ঘটেছে তার বিবরণ লিখে অ্যাঞ্জেলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে ওঁর কাছে।

* * *

দেশে ফেরার দিনক্ষণ উল্লেখ করে ডিউক ভিনসেনসিও তাঁর প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলোকেও আলাদাভাবে চিঠি লিখেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ছেড়ে ডিউক ভিনসেনসিও ফিরে এলেন ভিয়েনায়। অ্যাঞ্জেলো তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন নগরীর ভেতরে। ইসাবেলা সেখানে অপেক্ষা করছিল অ্যাঞ্জেলোর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ এবারে সে তুলে দিল ডিউকের হাতে, সেইসঙ্গে গলা চড়িয়ে সবার সামনে বলল তাঁর সঙ্গে একটি রাত কাটাতে হবে এই শর্তে অ্যাঞ্জেলো তার ভাই ক্লডিও-র প্রাণদণ্ড মকুব করবেন বলে কথা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর রাত কাটানোর পরেও অ্যাঞ্জেলো ক্লডিওর প্রাণদণ্ড কার্যকর করেছেন। ডিউক বললেন, অ্যাঞ্জেলোর মত চরিত্রবান লোক কমই পাওয়া যায়। তাঁর পক্ষে ইসাবেলাকে এমন শর্ত দেওয়া সম্ভব নয়। তখন মারিয়ানা এগিয়ে এসে বলল, ইসাবেলা নয়, তাঁর সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন অ্যাঞ্জেলো। মারিয়ানাকে সমর্থন করে ইসাবেলা বলল, অ্যাঞ্জেলো তাকে ঐ শর্তের কথা বলেছিলেন ঠিকই কিন্তু আসলে তিনি রাত কাটিয়েছেন মারিয়ানার সঙ্গে। এক বয়স্ক সন্ন্যাসীর নির্দেশে সে মারিয়ানাকে অ্যাঞ্জেলোর প্রাসাদে পৌঁছে দিয়েছিল তা-ও বলল ইসাবেলা। তখন ডিউক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ আবার পরে দেখালেন তিনিই সেই সন্ন্যাসী। তাঁর নির্দেশে কারাধ্যক্ষ এবারে ক্লডিওকে এনে হাজির

করল। ভাই বেঁচে আছে দেখে খুশি হল ইসাবেলা।

এর পরে ফেরার পালা। ডিউকের নির্দেশে মারিয়ানাকে এতদিন বাদে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন অ্যাঞ্জেলো, জুলিয়েটের কাছে ফিরে গেল ক্লডিও। সবশেষে ডিউক ভিনসেনসিও ইসাবেলাকে বললেন, তার স্বভাবে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, তাই তাকে বিয়ে করতে চান। ইসাবেলা তখনও সন্ন্যাসিনী হয়নি তাই ডিউকের প্রস্তাবে সে সানন্দে রাজি হল।





দ্য কমেডি অফ এররস

সিরাকিউজের প্রতিবেশী রাজ্য এফিসাস, বহুদিন ধরে এ দু'টি রাজ্যের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। এর ওপর ক'দিন আগে বাণিজ্যিক কারণে দু'টি রাজ্যের মধ্যে মনোমালিন্য চরমে গিয়ে ঠেকেছে। এফিসাসের ডিউক এক আইন চালু করেছেন যার বয়ান হল, সিরাকিউজের কোনও নাগরিক এফিসাস রাজ্যে ঢুকে পড়লে তার টাকাকড়ি সব কেড়ে নিয়ে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তবে এফিসাসের কোনও নাগরিক যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর হয়ে এক হাজার মার্ক জরিমানা দেয় তবেই সেই বন্দীর প্রাণদণ্ড মকুব হবে।

ইজিয়ন নামে সিরাকিউজের এক বৃদ্ধ সওদাগর ঘটনাচক্রে এসে হাজির হলেন এফিসাসে। নতুন যে আইন বলবৎ হয়েছে তা তিনি জানতেন না। তাই সহজভাবেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন তিনি সিরাকিউজের বাসিন্দা। সেকথা শুনেই প্রহরীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করল, ইজিয়নের সঙ্গে টাকাকড়ি আর অন্যান্য জিনিসপত্র যা ছিল সব কেড়ে নিল তারা, তারপরে তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হাজির করল এফিসাসের ডিউক সোলিনাসের কাছে। প্রহরীদের মুখ থেকে সব শুনে ডিউক বৃদ্ধ ইজিয়নকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সেই সঙ্গে বললেন, সূর্যাস্তের আগে এফিসাসের কোনও নাগরিক যদি তাঁর জরিমানা বাবদ এক হাজার মার্ক মিটিয়ে দেয় শুধু তাহলেই তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব হবে। এফিসাসের কোনও সহৃদয় নাগরিক তাঁর জরিমানা বাবদ এক হাজার মার্ক মিটিয়ে দেবেন বৃদ্ধ ইজিয়ন তাই ভেবে পেলেন না। এরপরে ডিউক সোলিনাস কেন ইজিয়ন এফিসাসে এলেন তাই জানতে চাইলেন। ডিউকের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ সওদাগর ইজিয়ন তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

"... আমার জন্ম সিরাকিউজে," ইজিয়ন শুরু করলেন, "বড় হবার পরে ব্যবসা বাণিজ্যকেই পেশা হিসেবে বেছে নিলাম। বলতে বাধা নেই বিবাহিত জীবন আমি



সুখেই কাটিয়েছি। আমার এক বিশ্বস্ত কর্মচারী এপিড্যামনামে আমার ব্যবসার কাজকর্ম দেখাশোনা করত। সে মারা যাবার পরে আর কাউকে ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব না দিয়ে আমি নিজেই সেখানে চলে এলাম। এপিড্যামনামে এসে ব্যবসার কাজকর্মে জড়িয়ে পড়লাম, সেসব কাজকর্ম চুকিয়ে খুব শীগগির বাড়ি ফিরতে পারলাম না। ছ'মাস কেটে যাবার পরেও কাজ শেষ হল না। ওদিকে সিরাকিউজে আমার স্ত্রী এমিলিয়া আমি বাড়ি না ফেরায় অস্থির হয়ে উঠলেন। ঐসময় এমিলিয়া ছিলেন গর্ভবতী, আমি বাড়ি না ফেরায় তিনি স্বাভাবিক কারণেই অস্থির হয়ে পড়লেন, একদিন অন্য এক সওদাগরের জাহাজে চেপে তিনি নিজেই এপিড্যামনামে আমার কাছে চলে এলেন। সেখানে আসার অল্প ক'দিন পরে আমার স্ত্রীর যমজ ছেলে হল। দু'জনের চেহারায় এত মিল যে আমি বা আমার স্ত্রী কেউ-ই তাদের মধ্যে কোন তফাত খুঁজে পেতাম না; নিজের ছেলেদের নাম রাখলাম অ্যান্টিফোলাস—একজন বড় অ্যান্টিফোলাস, অন্যজন ছোট অ্যান্টিফোলাস। কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যে কে বড় আর কে-ই বা ছোট, একেক সময় আমরা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারতাম না।

"আমার বাড়ির কাছেই থাকতেন এক গরীব মহিলা। আমার স্ত্রী আর তিনি একই দিনে সন্তান প্রসব করেন। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে ঐ মহিলাও যমজ ছেলে প্রসব করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যমজ ছেলে প্রসব করেই ঐ মহিলা মারা যান। তখন আমি ঐ দুটি অনাথ শিশুকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। ঐ দুটি শিশু বড় হয়ে আমার দুই ছেলের ভৃত্যের কাজ করবে এটাই আমি ভেবেছিলাম। মহামান্য ডিউক, বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা তবে এটা সত্যি যে আমার নিজের যমজ ছেলে দুটির মত ঐ দুটি অনাথ শিশুকে দেখতেও হুবহু একরকম ছিল। আমি তাদের নাম রাখলাম ড্রোমিও—বড় ড্রোমিও আর ছোট ড্রোমিও।

কয়েক বছর এপিড্যামনামে কাটানোর পরে স্ত্রী দেশে ফেরার জন্য আমায় তাগাদা দিতে লাগলেন। রোজ একই তাগাদা শুনতে শুনতে একসময় আমিও দেশে ফিরে আসব স্থির করলাম। স্ত্রী এমেলিয়া, বড় অ্যান্টিফোলাস, ছোট অ্যান্টিফোলাস, বড় ড্রোমিও আর ছোট ড্রোমিওকে নিয়ে একদিন জাহাজে চেপে দেশের দিকে রওনা হলাম। দু'দিন দু'রাত জাহাজে নির্বিঘ্নে কাটল, তিনদিনের দিন দুপুর নাগাদ পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করল, নীল আকাশের এক কোণে দেখা দিল একফালি ঘন কালো মেঘ। দেখতে দেখতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সেই একফালি মেঘ গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলল, সেইসঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব। প্রতিমুহূর্তে মনে হতে লাগল আমাদের জাহাজটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে প্রকৃতি যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রকৃতির

সেই ভয়াবহ চেহারা দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেন আর মাঝিমাল্লারা সবাই যে যার প্রাণ বাঁচাতে ছোট ছোট নৌকো জলে নামিয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল, আমাদের কথা কেউ একবারও ভাবল না। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজের গায়ে, সেই আঘাতে জাহাজ ভেঙে পড়ে আর কি! কয়েক মুহূর্ত কি করব ভেবে পেলাম না, তারপরে হঠাৎ জাহাজের পাটাতনের এককোণে রাখা একটা বাড়তি মাস্তুল চোখে পড়তে মাথায় বুদ্ধি এল, তার একদিকে আমার স্ত্রী এমিলিয়া, ছোট অ্যান্টিফোলাস আর ছোট ড্রোমিওকে শক্ত করে বাঁধলাম, আর একদিকে বড় অ্যান্টিফোলাস, বড় ড্রোমিও আর নিজেকে বেঁধে যা হবার হবে ভেবে নেমে পড়লাম জলে। জলে ভেসে থাকতে আমাদের কোনও অসুবিধা হল না, উত্তাল সাগরের বুকে আমরা লক্ষহীনভাবে ভেসে চললাম। ঝড় যখন কিছুটা থিতিয়ে এসেছে ঠিক সেইসময় ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা—জলের নিচে ডুবে থাকা এক পাহাড়ের ধাক্কায় আমাদের মাস্তুলটা মাঝখান দিয়ে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। চোখের পলকে স্ত্রী, ছোট অ্যান্টিফোলাস আর ছোট ড্রোমিওর কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে তাদের তিনজনকে নিয়ে ভাঙা মাস্তুলখানা ভেসে চলল উল্টোদিকে, অসহায়ভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। খানিকবাদে দূর থেকে দেখলাম একটা ছোট নৌকো ওদের তুলে নিল, তারপরে নৌকোটা একটা বড় জাহাজের কাছে এসে থেমে গেল, দূর থেকে দেখলাম মাঝিমাল্লারা ওদের নৌকো থেকে তুলে নিল। ওরা সেই জাহাজে ঠাঁই পেয়েছে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। দূর থেকে দেখে সেটা করিন্থের কোনও জাহাজ বলেই মনে হল। এরপরে জাহাজটি পাল তুলে আবার যাত্রা শুরু করল, একসময় তা মিলিয়ে গেল দিগন্তরেখার ওপারে।

ঈশ্বরের কৃপায় আমাদেরও আর বেশিক্ষণ ভাসতে হল না, কিছুক্ষণ পরে ভাসতে ভাসতে আমরা অন্য একটি জাহাজের কাছে এলাম। এই জাহাজের মাল্লারাও দেখতে পেয়ে নৌকো নামিয়ে আমাদের তুলে নিল। ঝড়বৃষ্টি থামবার পরে তারা আমাদের পৌঁছে দিল সিরাকিউজ বন্দরে। মহামান্য ডিউক, সেই থেকে আমি আমার স্ত্রী এমিলিয়া আর সেই হারানো শিশু দু'টিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের দেখা পাইনি। এইভাবে দিন কাটতে লাগল, বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও দু'জনেই আঠারোয় পা দিল। একদিন তারা বলল এখন তারা বড় হয়েছে এবারে তাই মা আর ভাইদের খুঁজতে বেরোবে। এমিলিয়া, ছোট অ্যান্টিফোলাস আর ছোট ড্রোমিও যে প্রাণে বেঁচে আছে সে বিশ্বাস আমার আজও আছে, তা তারা যেখানেই থাকুক না কেন। আমার বয়স হয়েছে, শরীর আর মন সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই



ইচ্ছে থাকলেও তাদের সঙ্গী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিয়তির নিষ্ঠুরতায় প্রিয়জনদের হারিয়ে এমনিতেই আমার মন ভেঙে গেছে, এর ওপর তাদের খুঁজে বের করতে গিয়ে যে দু'জন আছে তাদেরও পাছে হারাই এই আশঙ্কায় গোড়ায় আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি হলাম না। কিন্তু বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও দু'জনেই তখন অভিযানে বেরোবার নেশায় টগবগ করে ফুটছে, তাই আমি রাজি নই জেনেও তারা পিছোল না, দু'জনেই অনেক বুঝিয়ে আমায় রাজি করাল। তারপর শুভ দিনক্ষণ দেখে একদিন ওরা রওনা হল।

"ওরা বিদায় নেবার পরে হারানো প্রিয়জনদের ফিরে পাবার আশায় দিন গুনতে লাগলাম। একেকটি দিন কাটে আর আমি দেওয়ালে একটি করে দাগ কেটে হিসেব রাখি। এভাবে পুরো একটি বছর কেটে গেল কিন্তু আমার বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও ফিরে এল না। হুজুর, বুঝতেই পারছেন ওরা দু'জন ছাড়া এবয়সে আমায় দেখার আর কেউ ছিল না। কিন্তু পুরো একটা বছর কেটে যাবার পরে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না, মনে হল ওদের এভাবে অনুমতি দেওয়া আমার উচিত হয়নি। যা হবার হবে ভেবে ওদের খুঁজতে এবার আমিও জাহাজে চেপে রওনা হলাম। এশিয়া আর ইউরোপের দেশে দেশে, বন্দরে বন্দরে পাগলের মত খুঁজে বেড়ালাম কিন্তু কোথাও ওদের হদিশ পেলাম না। এক সময় হতাশ হয়ে দেশে ফিরে আসব ভেবে আবার জাহাজে উঠলাম। মাঝপথে কি ভেবে যে এই এফিসাস বন্দরে নেমে পড়লাম তা আজও ভেবে পাচ্ছি না। এমন এক সাংঘাতিক আইন যে এখানে চালু হয়েছে তা তখনও জানি না। বন্দর পেরিয়ে শহরের ভেতরে পা দিতেই রক্ষীদের নজরে পড়ে গেলাম। সিরাকিউজের বাসিন্দা শুনেই তারা আমায় গ্রেপ্তার করল, হাতকড়া পরিয়ে ওরা এনে হাজির করল আপনার দরবারে। তারপরে যা ঘটেছে সব তো আপনি জানেন, মহামান্য ডিউক।"

"সওদাগর ইজিয়ন", ডিউক বললেন, "দুঃখে পরিপূর্ণ তোমার জীবনকাহিনী শুনে আমি সত্যিই ব্যথিত হয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, ইচ্ছে থাকলেও প্রচলিত আইন ভেঙে তোমায় খালাস করার ক্ষমতা আমার নেই।" হতাশ চাউনি মেলে অসহায় ইজিয়ন তাকিয়ে রইল ডিউকের দিকে। ডিউক বললেন, "তবু তোমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে আজকের পুরো দিনটা আমি তোমায় সময় দিচ্ছি। হয়তো এই এফিসাস নগরেই তোমার কোনও আত্মীয় বা বন্ধু আছেন যাঁরা ইচ্ছে করলে তোমার জরিমানার এক হাজার মার্ক রাজকোষে জমা দিয়ে তোমায় খালাস করতে পারেন," বলে ডিউক কারাধ্যক্ষকে ডেকে আদেশ দিলেন, "একে কারাগারে নিয়ে যাও, তারপরে এর প্রাণদণ্ডের কথা শহরের নাগরিকদের সবাইকে জানিয়ে



দাও। যদি কোনও সদাশয় নাগরিক জরিমানার টাকা দিতে চায় তো আমার আপত্তি নেই।" ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে কারাধ্যক্ষ ইজিয়নকে নিয়ে গেল কারাগারে।

* * *

এবার অতীতের দিকে একবার তাকানো যাক। আঠারো উনিশ বছর আগে সমুদ্রে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আসার সময় যে মাঝিমাল্লারা সওদাগর ইজিয়নের স্ত্রী এমিলিয়া ছেলে ছোট অ্যান্টিফোলাস আর ছোট ড্রোমিওকে জাহাজে তুলে নিয়েছিল আসলে তারা ছিল জলদস্যু। এফিসাস বন্দরে পৌঁছে তারা এমিলিয়াকে জাহাজ থেকে তাড়িয়ে দিল, তারপরে ছোট অ্যান্টিফোলাস আর ছোট ড্রোমিওকে এক ধনী যোদ্ধার কাছে মোটা দামে বিক্রি করল। এই যোদ্ধা ছিলেন এফিসাসের ডিউকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। একদিন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ডিউক সেই শিশু দুটিকে দেখতে পেলেন, প্রথম দর্শনেই শিশু দুটির ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেল। আত্মীয়টি যে দামে তাদের কিনেছিলেন তার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে ডিউক তাদের কিনে নিজের প্রাসাদে এনে মানুষ করতে লাগলেন। ডিউকের প্রাসাদে তারা লেখাপড়া শিখতে লাগল, পাশাপাশি শিখতে লাগল মল্লবিদ্যা। শিশু দুটি একটু বড় হয়ে ওঠার পড়ে ডিউক তাদের যুদ্ধবিদ্যাও শেখালেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ছোট অ্যান্টিফোলাস যুদ্ধবিদ্যায় প্রশংসনীয় দক্ষতা অর্জন করল। একথা জানতে পেরে ডিউক তাকে নিজের সৈন্যবাহিনীতে সেনানীর কাজে বহাল করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ছোট অ্যান্টিফোলাস নিজের অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে ডিউকের সভায় স্থায়ী আসন অর্জন করল, ডিউকের অসাধারণ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল সে। এর ক'দিন পরে এফিসাস শহরের এক সম্ভ্রান্ত ধনীর মেয়ে আড্রিয়ানার সঙ্গে ডিউক ছোট অ্যান্টিফোলাসের বিয়ে দিলেন। আড্রিয়ানা যেমন রূপসী তেমনই গুণবতী, বিয়েতে ছোট অ্যান্টিফোলাসকে তার শ্বশুর একটি সুন্দর বাড়িও উপহার দিলেন। আড্রিয়ানা নিজের অবিবাহিত ছোট বোন লুসিয়ানাকে নিজের কাছে এনে রাখল। স্বামী কাজকর্মের তাগিদে যখন বাইরে থাকে সে সময়টুকু লুসিয়ানা তার বড় বোনকে সঙ্গ দেয়, ঘরদোর গোছগাছ করার কাজে সাহায্য করে। লুসিয়ানাও তার বড় বোন আড্রিয়ানার মতই অসামান্যা রূপবতী।

বউ আর রূপবতী শ্যালিকাকে নিয়ে অপার সুখ স্বাচ্ছন্দে ছোট অ্যান্টিফোলাসের দিন কাটলেও এতটুকু সুখ নেই তার মনে। মায়ের জন্য সবসময় তার মন কাঁদে তাঁর



কথা মনে পড়লেই সে কেমন আনমনা হয়ে যায়। নিয়তির বিধান বড় অদ্ভুত। এফিসাসের কারাগারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বৃদ্ধ সওদাগর ইজিয়ন জানেন না যে তাঁর ছেলে ছোট অ্যান্টিফোলাস আর পালিত পুত্র ছোট ড্রোমিও ঐ শহরেরই একপ্রান্তে রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে।

* * *

নিয়তির বিধান সত্যিই বিচিত্র! ডিউকের আদেশে কারাধ্যক্ষ বৃদ্ধ সওদাগর ইজিয়নকে কারাগারে নিয়ে যাবার অল্প কিছুক্ষণ পরে এফিসাস বন্দরে একটি জাহাজ এসে ভিড়ল। সেই জাহাজে ছিল ইজিয়নের ছেলে বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও। জাহাজ থেকে ডাঙায় নামার আগে একজন সহৃদয় যাত্রী বড় অ্যান্টিফোলাসকে ডেকে এফিসাসের নতুন আইনের কথা জানাল, এফিসাসের রক্ষীদের প্রশ্নের উত্তরে তারা সিরাকিউজ থেকে এসেছে একথা বলতে নিষেধ করল সেই যাত্রী। সিরাকিউজবাসী যে কেউ এফিসাসে ঢুকলেই যে ডিউকের নতুন আইন অনুযায়ী তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়, একথা সেই যাত্রীর মুখ থেকেই প্রথম শুনল বড় অ্যান্টিফোলাস। এরপরে তারা দু'জনে মালপত্র নিয়ে ডাঙায় পা দিল। কোথা থেকে আসছে, বন্দরের রক্ষীদের এই প্রশ্নের উত্তরে দু'জনেই জানাল তারা আসছে এপিড্যামনাম থেকে। বন্দর থেকে বেরিয়েই দু'জনে শুনল সিরাকিউজের বাসিন্দা শুধু এই অপরাধে এক বৃদ্ধ সওদাগরকে এফিসাসের ডিউক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধ যে ইজিয়ন স্বয়ং; বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও কেউই তা জানতে পারল না।

সম্পর্ক মনিব আর ভৃত্যের ঠিকই, কিন্তু তাহলেও একেকসময় বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও দু'জনেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত একে অপরের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলে। মনিবের মন খারাপ হয়েছে টের পেলে ভৃত্য বড় ড্রোমিও হাসিঠাট্টা করে তাকে চাঙ্গা করে তোলে।

এফিসাস শহরে ক'দিন থাকতে হবে ঠিক নেই তাই এবার থাকা-খাওয়ার নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বড় অ্যান্টিফোলাস। জাহাজের সহৃদয় যাত্রীটির মুখে সে শুনেছিল এখানকার সবচেয়ে ভাল হোটেলের নাম সেন্টর হোটেল। সেন্টর হোটেলে ওঠার ব্যবস্থা করতে সে তখনই বড় ড্রোমিওকে পাঠালো। জমা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাকড়িও তাকে দিল। বড় ড্রোমিও সেন্টর হোটেলের দিকে রওনা হবার পরে মা-ভাইয়ের হদিশ যদি পাওয়া যায় এই আশায় কাছাকাছি দু'একটা পথে ঘুরে বেড়াল বড় অ্যান্টিফোলাস। মা-ভাইয়ের হদিশ না পেয়ে তার মন খারাপ



হল। দেশে ফিরে বাবাকে কি বলবে আনমনা হয়ে তাই ভাবতে লাগল সে। ঠিক তখনই বড় ড্রোমিওকে দেখতে পেয়ে সে অবাক হল, বড় অ্যান্টিফোলাস বলল, "কি রে, এত শীগগির ফিরে এলি কি করে? হোটেলের খাতায় আমাদের নাম লিখিয়ে টাকা জমা দিয়েছিস তো? আমরা এপিড্যামনাম থেকে এসেছি একথা লিখেছিস তো?"

"এসব কি বলছেন?" ড্রোমিও জবাব দিল, "আপনার ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে গিন্নিমা আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে আমায় পাঠালেন। দেরি হলে খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, শীগগির চলুন।"

"কি যা তা পাগলের মত বলছিস?" ধমকে উঠল বড় অ্যান্টিফোলাস, "কে গিন্নিমা? কার কথা বলছিস? এখন কি তোর ঠাট্টা করার সময়?"

"বাঃ," বলে উঠল ড্রোমিও, "খাসা বলেছেন! আমাদের গিন্নিমা মানে আপনার আদরের বউ আর সুন্দরী শ্যালিকা দু'জনেই তো আপনার সঙ্গে খাবেন বলে খাবার টেবিলে সেই কখন থেকে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। ওঁরাও তো মানুষ, খিদে তেষ্টা আপনার মত ওঁদেরও আছে তা ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

"এই ব্যাটা!" ধমকে উঠল বড় অ্যান্টিফোলাস, "এখানে এসে তোর আহ্লাদ বেড়েছে, তাই না? আমি বিয়ে করে করলাম যে আমার পথ চেয়ে আমার বউ আর শ্যালিকা বসে থাকবে? বেলা গড়িয়ে দুপুর হতে চলল, এখন বিদেশে এসে এসব রসিকতা কিন্তু আমার মোটেও বরদাস্ত হচ্ছে না বলে দিচ্ছি। এবার বল, সেন্টর হোটেলে থাকার জন্য ঘর ভাড়া নিয়েছিস? যে টাকা দিয়েছিলাম তা ওখানে জমা করেছিস তো? কেমন ঘর নিয়েছিস, ভেতরে আলো-হাওয়া খেলে তো?"

তাদের দু'জনের চড়াগলার কথাবার্তা শুনে ততক্ষণে আশেপাশে কিছু কৌতূহলী মানুষ ভিড় করেছে। তাদের দিকে একপলক তাকালো ড্রোমিও তারপরে নিজের মনে বলে উঠল, "ব্যাপারটা কি, আমার মনিবের মাথা খারাপ হল না কি?" মনিবের দু'হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে সে বলল, "বিশ্বাস করুন কর্তা, আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা কিছুই করছি না। বরং এখন মনে হচ্ছে আপনিই আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। তা রসিকতা যত খুশি করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু আগে খাওয়াদাওয়ার পাটটুকু তো চুকিয়ে নিন। আপনার খাওয়া না হলে যে আপনার বাড়ির লোকেদের খাওয়াও হবে না তা কি বুঝতে পারছেন না? আমাদেরও তো খিদে পায় হুজুর? দোহাই হুজুর, এবার বাড়ি চলুন। আপনার জন্য গিন্নিমা ...."

"ফের গিন্নিমা! হারামজাদা? আমার সঙ্গে ইয়ারকি!" বলতে বলতে বড় অ্যান্টিফোলাস পথের মাঝখানে সবার সামনেই আচ্ছা করে কয়েক ঘা দিল ড্রোমিওকে।



মার খেয়ে ড্রোমিও আর একটি কথাও বলল না, জামার হাতায় চোখ মুছতে মুছতে তখনই গিয়ে হাজির হল তার গিন্নিমার কাছে।

রাস্তার মাঝখানে লোকের সামনে মনিবের হাতে শুধুশুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়ার ঘটনা ড্রোমিও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে শোনালো তার গিন্নিমা আড্রিয়ানাকে। শুনে স্বামীর ওপর রেগে গেল আড্রিয়ানা, তার স্বামী অ্যান্টিফোলাস নিশ্চয়ই অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছে এটাই সে ধরে নিল।. "মার খেয়েছিস বলে দুঃখ করিস না ড্রোমিও," চাকরকে সান্ত্বনা দিল আড্রিয়ানা, "আগে উনি বাড়ি ফিরে আসুন, তারপর কথা দিচ্ছি এর একটা হেস্তনেস্ত করে আমি ছাড়ব।"

"তোমার বর নয়, এবার দেখছি তোমার নিজের মাথাটাই খারাপ হয়েছে," বলে উঠল পাশ থেকে আড্রিয়ানার ছোট বোন লুসিয়ানা "যদি তোমার বর সত্যিই অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে মজে গিয়ে থাকেন তাহলে বাড়ি ফিরে এলে তিনি কি সেকথা মুখ ফুটে স্বীকার করবেন? ওভাবে হবে না, তার চেয়ে যা বলি মন দিয়ে শোন ওদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরতে হলে চলো এখুনি দু'জনে বেরোই, তোমার বরকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসি বাড়িতে। আর যদি কোনও সর্বনাশীর সঙ্গে ওঁকে ফষ্টিনষ্টি করতে দ্যাখো তাহলে সবার সামনে চুলের মুঠি ধরে তাকে কয়েক ঘা দিও, এমন গালাগাল দিও যাতে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম-পীড়িত করার সাধ জন্মের মত মিটে যায়।"

ছোট বোনের কথা আড্রিয়ানার মনে ধরল, তাকে সঙ্গে নিয়ে সে তখনই স্বামীর খোঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে ড্রোমিওকে মারধর করে বড় অ্যান্টিফোলাসের নিজের মনটা খারাপ লাগছে, সে এবার সোজা এসে হাজির হল হোটেল সেন্টর-এ। দেখল ড্রোমিও সেখানে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ থেকে অ্যান্টিফোলাস শুনল হোটেলে ঘর ভাড়া বাবদ সে আগাম টাকা জমা দিয়েছে।

"এই ব্যাটা!" অ্যান্টিফোলাস ড্রোমিওকে বলল, "বেশ তো আমার কথামত কাজ করেছিস দেখছি, তাহলে খানিক আগে গিন্নিমা বসে আছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি না গেলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এসব কি উল্টোপাল্টা বলছিলি?" তার কথা শুনে ড্রোমিও অবাক হল। এসব কথা সে মোটেও বলেনি। টাকা জমা দেবার পর সে হোটেল থেকে এক পা-ও বেরোয়নি। তার কথা শেষ হতে না হতে লুসিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল আড্রিয়ানা, রাস্তায় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে সে জেনেছে তার স্বামী চাকরকে মারধর করে খানিক আগে এই হোটেলেই ঢুকেছে।

"কি করেছ তুমি?" আশপাশের সবাইকে শুনিয়ে আড্রিয়ানা গলা চড়িয়ে তার



স্বামীকে বলল, "ড্রোমিওকে পথের মাঝখানে সবার সামনে এভাবে মারধর করেছ কেন? ওকে বলেছ তোমার বউ নেই, তুমি বিয়েই করোনি! শুনলাম হোটেলে থাকবে বলে টাকা জমা দিয়েছ? আমার গায়ে হাত দিয়ে বল, এসব সত্যি? আমি এমন কি করেছি যে জন্য আমায় তোমার আর পছন্দ হচ্ছে না, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?" বলতে বলতে তার দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

আড্রিয়ানার কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেল অ্যান্টিফোলাস, এই অস্বস্তিকর বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে ঠাণ্ডা মাথায় সে আড্রিয়ানাকে বোঝাতে চাইল যে সে তার স্বামী নয়, একজন বিদেশী সওদাগর, বিশেষ দরকারে এসেছে এফিসাসে। অ্যান্টিফোলাস বারবার এ-ও বলল যে, সে এখনও বিয়ে করেনি।

"হা আমার কপাল!" আক্ষেপের সুরে কথাটা বলে নিজের কপালে চাপড় মেরে বলল আড্রিয়ানা, "এই সেদিনও বিয়ের পরে গোড়ায় কি ভালই না বাসতে তুমি আমায়, কত আদর করতে, সোহাগ দেখাতে, এসব তো ক'দিন আগের ঘটনা। আর আজ বলছ তোমার বিয়েই হয়নি! নিশ্চয়ই কোনও মেয়েমানুষের নজর পড়েছে তোমার ওপর তাই আমায় আজ এভাবে না চেনার ভান করছ! পুরুষমানুষের স্বভাব এমনই, কখন কার প্রেমে মজবে, কখন কার চোখের চাউনি মনে ধরবে তা সে নিজেই জানে না। আমার হাল একবার দ্যাখ্, লুসি," ছোটবোনকে বলল আড্রিয়ানা, "যে মেয়েমানুষ স্বামীর ভালবাসা পায় না, তার মত কপালপোড়া অভাগী দুনিয়ায় আর কে আছে?" বলতে বলতে এবার সত্যিই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল সে, চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিল। অ্যান্টিফোলাস পড়ল মুশকিলে, আড্রিয়ানা ভুল করছে এই কথাটা সে কিছুতেই তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারছে না। সে যত বোঝায় আড্রিয়ানার কান্নাকাটি ততই যায় বেড়ে।

"তখন থেকে কি এক ছেলেমানুষি করছেন!" এবার আড্রিয়ানার ছোটবোন লুসিয়ানা চাপা গলায় ধমক দিল, "বেশ, মানছি আপনি বিয়ে করেননি, বিয়ে আপনাকে করতে হবে না। কিন্তু এবার দয়া করে বাড়ি চলুন। দিদি আপনার খাবার সাজিয়ে সেই কখন থেকে বসে আছে। তাছাড়া খিদে-তেষ্টা তো আমাদেরও পায়। না কি? আমরাও তো আপনারই মত রক্তমাংসের মানুষ!"

"দিদি মানে?" লুসিয়ানার চোখের দিকে তাকাল অ্যান্টিফোলাস, "তুমি তাহলে কে?"

"সে কি!" ভগ্নিপতির কথায় লুসিয়ানা এই প্রথম ধাক্কা খেল, তার ভগ্নিপতির হলটা কি, ভাবার চেষ্টা করল সে, সত্যিই কি অ্যান্টিফোলাস আড্রিয়ানার মত তাকেও চিনতে পারছেন না? এই প্রশ্ন উঁকি দিল তার মনে।



"আমি লুসিয়ানা," হেসে জবাব দিল সে, "আপনার আদরের শ্যালিকা।"

"শ্যালিকা! বললেই হল!" দু'চোখ পাকিয়ে তাকাল অ্যান্টিফোলাস, গলা অল্প চড়িয়ে বলল, "আমার এখনও বিয়েই হয়নি তো শ্যালিকা আসবে কোত্থেকে শুনি?"

"খুব ভাল কথা", লুসিয়ানা ঠাণ্ডা মাথায় তাকে বোঝাতে লাগল, "মানছি আপনার বিয়ে হয়নি, কিন্তু তার আগে একবার বাড়ি চলুন। এতবেলা পর্যন্ত সবাই না খেয়েদেয়ে আছেন, ওদিকে রান্না করা খাবারদাবার সব পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আপনিই বলুন, এটা কি আপনার উচিত?"

"তাই চলুন কর্তা," লুসিয়ানার প্রস্তাবে এবার সায় দিয়ে বলল ড্রোমিও, "ওঁরা যখন এত করে বলছেন তখন ওঁদের বাড়ি গিয়ে রান্না করা খাবার খেতে বাধা কোথায়?"

"ওঃ, তাই বুঝি?" ড্রোমিওর দিকে রাগ রাগ চোখে তাকাল অ্যান্টিফোলাস, "এবার তুইও তাহলে ভিড়ে গেলি ওদের দলে?" বলতে বলতে তার চোখ পড়ল প্রথমে আড্রিয়ানা তারপরে লুসিয়ানার দিকে। লুসিয়ানার চোখের চাউনিতে চুম্বকের মত এমন কিছু আছে যা গোড়াতেই আকৃষ্ট করেছে তাকে, সেই চুম্বকের টান থেকে অনেক চেষ্টা করেও মনে মনে নিজেকে ছাড়াতে পারছে না অ্যান্টিফোলাস।

"ঠিক আছে, চলো তবে," বলে উঠে দাঁড়াল অ্যান্টিফোলাস, পরমুহূর্তে কি মনে হতে আড্রিয়ানা আর লুসিয়ানার দিকে তাকিয়ে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। বাড়িতে নিয়ে যাবার পরে আমি তোমার বর বা স্বামী একথা একবারও মুখ ফুটে বলা চলবে না আগেই বলে দিচ্ছি। বাড়ির লোকেদের সামনে আমার সঙ্গে এমন গায়েপড়া আদেখলাপনা করলে ফল ভাল হবে না কিন্তু তা আগেই বলে রাখছি।"

"তা কি করতে হবে?" জানতে চাইল লুসিয়ানা।

"তুমি চুপ করো, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি না।" এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে আড্রিয়ানার দিকে তাকাল অ্যান্টিফোলাস বলল, "এমন হাবভাব করবে যেন আমি তোমার কেউ নই, তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই।"

"ঠিক এই ভয়টাই গোড়ায় পেয়েছিলাম," লুসিয়ানাকে চাপাগলায় বলল আড্রিয়ানা "এসব সেই সর্বনাশী নচ্ছার মেয়েমানুষের কাজ আমি জানি, যে আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে।"

"আঃ, দিদি, এখন মাথা গরম করলে চলবে না, বলেই লুসিয়ানা তাকাল



অ্যান্টিফোলাসের দিকে, একগাল হেসে বলল, "ব্যস? এই আপনার শর্ত? ঠিক আছে, তাই হবে। আপনার শর্ত আমরা মেনে নিচ্ছি। এবার দয়া করে আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলুন।"

বড় বা সিরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস দেখল যেটুকু রাগ তার মাথায় জমেছিল, তা আপনা থেকেই উধাও হয়েছে, তার বদলে যেন স্বপ্ন দেখছে এমনই এক ঘোরের অনুভূতি তাকে ছাপিয়ে তুলছে। কিন্তু তখন আর ভাবনার সময় নেই তাই বাধ্য হয়ে আড্রিয়ানা আর লুসিয়ানার পেছন পেছন সে ড্রোমিওকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল। এই ড্রোমিও অবশ্য তারই মত বড় অথবা সিরাকিউজের ড্রোমিও।

* * *

বাড়িতে এসে বড় ড্রোমিওকে পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়ে একতলার সদর দরজায় দাঁড় করিয়ে দিল আড্রিয়ানা, বলল কাউকে যেন সে ভেতরে ঢুকতে না দেয়। এ-ও বলল, কেউ অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে দেখা করতে এলে 'তিনি এখন খাচ্ছেন তাই দেখা হবে না' একথা যেন ড্রোমিও মুখের ওপর বলে দেয়। এরপরে অ্যান্টিফোলাস আর লুসিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল আড্রিয়ানা। সবার আগে ড্রোমিওকে বলল, "ড্রোমিও, আমরা খাওয়া-দাওয়া সারতে যাচ্ছি, দেখো বাইরের লোক কেউ যেন এখন ভেতরে না ঢোকে; কেউ ঢুকলে তোমার মাথা কিন্তু ফাটিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।"

খেতে বসে যেন ইচ্ছে করেই অ্যান্টিফোলাসের শর্ত ভাঙল আড্রিয়ানা। বারবার স্বামী বলে ডেকে সে তাকে অস্থির করে তুলল। ওদিকে আড্রিয়ানার মত তার কাজের মেয়ে নেলও একই ভুল করে বসল—ছোট ড্রোমিওর সঙ্গে এতদিন কাজের ফাঁকে সময় পেলে ফষ্টিনষ্টি করত সে, তাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে বলে কথাও দিয়েছিল। অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে বড় ড্রোমিওকে দেখে নেল ধরে নিল এ তার সেই পুরোনো প্রেমিক, তাই যেচে সে তাকে প্রেম-ভালবাসার কথা শোনাতে লাগল। নেল-এর রকমসকম দেখে মনিবের মতই ভ্যাবাচ্যাকা খেল ড্রোমিও। মনিব অ্যান্টিফোলাসের মত সে-ও স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছে এটাই ধরে নিল বড় ড্রোমিও। আড্রিয়ানা আর অ্যান্টিফোলাসের খাওয়া ততক্ষণে শেষ। খাবার ফাঁকে লুসিয়ানার সঙ্গে আশ মিটিয়ে গল্প করেছে বড় অ্যান্টিফোলাস, লুসিয়ানাকে তার ভারি পছন্দ হয়েছে, তাকে ঘিরে কল্পনায় রঙিন স্বপ্নের জালও সে বুনতে শুরু করেছে। কিন্তু লুসিয়ানার সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গ মেলামেশা আর গল্পগুজব আড্রিয়ানা মোটেও পছন্দ করছে না। লুসিয়ানা যে তারই ছোট ভাই এফিসাসের বাসিন্দা ছোট



অ্যান্টিফোলাসের শ্যালিকা, বড় অ্যান্টিফোলাস বা আড্রিয়ানা তা জানে না।

খানিক বাদে ছোট ড্রোমিওকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল ছোট অ্যান্টিফোলাস। ছোট ড্রোমিওর কথা শুনে তার অবাক লাগছে। ড্রোমিও যা বলেছে তার সারমর্ম হল খানিক আগে সে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা বলেছিল। এ-ও বলেছিল যে তার বউ আর শ্যালিকা খাবার গরম করে তার পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু সে কথা শুনেই অ্যান্টিফোলাস তাকে বেধড়ক মার মারতে শুরু করে পথের মাঝখানে। মারতে মারতে 'আমি আবার কবে বিয়ে করলাম, আমার বউ আর শ্যালিকা এল কোত্থেকে,' এসব কথা বলেও তাকে ধমকেছে অ্যান্টিফোলাস।

"এসব কথা আমি তোকে বলেছি?" ড্রোমিওর মুখে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে তেড়ে উঠেছিল ছোট অ্যান্টিফোলাস, রেগে বলেছিল, "আমি তোকে মেরেছি? বলেছি আমার বউ নেই, হোটেলে থাকব, খাব? আবার বলছি এসব বলা বা তোকে মারধর করা এ দুটোর কোনটাই আমি করিনি। তারপরেও যদি বলিস আমি এসব করেছি, তো বলব মেরেছি বেশ করেছি। তোর মত মিথ্যেবাদী বেয়াদবকে মারতে মারতে মেরে ফেললেই ঠিক কাজ করা হয়।"

ছোট ড্রোমিওকে ধমকাতে ধমকাতে ছোট অ্যান্টিফোলাস বাড়ি ফিরে এল, বাড়ির সদর দরজা তখন ভেতর থেকে বন্ধ। ছোট অ্যান্টিফোলাস বারবার দরজায় ধাক্কা দিল, বউ আর শ্যালিকার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করল। গায়ের জোরে কড়া নাড়ল। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলল না। ছোট ড্রোমিও শেষকালে তার প্রেমিকা কাজের মেয়ে নেল-এর নাম ধরে ডাকাডাকি করল, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না।

তারা দু'জনেই যে এক জাদুর দেশে এসে পড়েছে সে সম্পর্কে বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও কারও মনে এখন আর এতটুকু সন্দেহ নেই। এ বাড়ির পরিবেশ আর এখানকার বাসিন্দাদের হাবেভাবে কথাবার্তায় তারা দু'জনেই হাঁফিয়ে উঠেছে। ফাঁক পেয়ে আড্রিয়ানা আর তার ছোটবোনের চোখে ধুলো দিয়ে দু'জনে পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে। অন্যদিকে চেঁচামেচি করে বাড়ির দরজা খোলাতে না পেরে ছোট অ্যান্টিফোলাস তখন রেগে আগুন হয়ে আছে, খাওয়া-দাওয়া সারতে সে তখনই এক বন্ধুর বাড়ির দিকে পা বাড়াল। বন্ধুর বাড়িতে যাবার পথে তার দেখা হল অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে। অ্যাঞ্জেলো ভাল স্যাঁকরা, আড্রিয়ানার অনেক গয়না এর আগে সে তৈরি করেছে। ক'দিন আগে স্ত্রী আড্রিয়ানার একখানা হীরে-জহরত বসানো সোনার হার গড়ানোর বায়না তাকে দিয়েছিল অ্যান্টিফোলাস। পথের মাঝখানে



দেখা হতে অ্যাঞ্জেলো তাকে জানালো হারটা সে তৈরি করেছে। কিন্তু আড্রিয়ানার ওপর থেকে অ্যান্টিফোলাসের রাগ তখনও যায়নি, সে স্থির করল আড্রিয়ানাকে না দিয়ে হারখানা তাঁর বন্ধুকে উপহার দেবেন। অ্যান্টিফোলাস অ্যাঞ্জেলোকে হারখানা তার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে আসতে বলল। শুনে অ্যাঞ্জেলো হার আনতে তখনই নিজের বাড়ির দিকে দৌড়োল। হার নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূরে এসেছে অ্যাঞ্জেলো ঠিক তখনই বড় অ্যান্টিফোলাসকে দেখতে পেল সে, "এই নিন আপনার হার, যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনই গড়েছি, দেখুন এটা আপনার স্ত্রী-র পছন্দ হয় কিনা," বলে হারখানা একরকম জোর করেই বড় অ্যান্টিফোলাসের হাতে গুঁজে দিল সে।

"একি, এটা আমায় দিচ্ছেন কেন?" অ্যাঞ্জেলোর দিকে তাকিয়ে বলল বড় অ্যান্টিফোলাস, "আমি তো আপনাকে চিনি না। আপনি বোধহয় ভুল করছেন।"

"কেন এসব বলছেন মশাই," অ্যাঞ্জেলো বলল, "আপনার সঙ্গে সম্পর্ক তো আজকের নয়। আপনি হয়তো দামের কথা ভাবছেন। ও দাম না হয় পরেই দেবেন। পরে আমি আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে আসব," বলে স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলো অন্যদিকে এগোল। পুরো ব্যাপারটা এত শীগগির ঘটে গেল যে বড় অ্যান্টিফোলাস স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলোকে কিছু বলার বা বাধা দেবার সুযোগই পেল না। হারখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে নিজের মনেই সে বলে উঠল, "এটা যে স্বপ্নের দেশ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখানকার বড়ঘরের মেয়ে-বৌরা অচেনা বিদেশীদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পাশে বসিয়ে খাওয়ায়, স্বামী বলে আদর-সোহাগ করে, তেমনই এখানকার স্বর্ণকাররাও অচেনা বিদেশীদের হাতে দামী জড়োয়ার হার গছিয়ে দিয়ে দাম না নিয়েই চলে যায়। স্বপ্নের দেশ বলেই এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে এখানে।

একই কথা বড় ড্রোমিও নিজেও ভাবছিল, যে বাড়ির বউ খানিক আগে তার মনিবকে খাওয়াতে নিয়ে গেল সে বাড়ির কাজের মেয়ে নেল এমন ব্যবহার করল যেন তারা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে, নেল যে তাকে বিয়ে করতে তৈরি আছে তাও তো নিজে মুখেই বড় ড্রোমিওকে বলল সে।

"ঢের হয়েছে ড্রোমিও," বড় অ্যান্টিফোলাস বলল, "আবার কিছু ঘটার আগেই আমাদের এ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। তুই এক কাজ কর, দেরি না করে এখুনি জাহাজঘাটায় চলে যা, খানিকবাদে যে জাহাজ ছাড়বে, সে জাহাজ যেদিকে যাক না কেন তাতে আমাদের পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করে আয়। তুই ফিরে এলে তারপরে সেন্টর হোটেল থেকে আমাদের মালপত্র টাকাকড়ি সব তুলে নিয়ে জাহাজে চাপতে হবে। এ দেশে থাকলে এরপরে হয়তো আমাদের জেলে যেতে হবে, তার আগেই

চল্‌ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।"

স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলো বাড়ি ফিরে দেখে একজন পাওনাদার টাকা আদায় করবে বলে তার অপেক্ষায় বসে আছে। খানিক আগে অ্যান্টিফোলাসকে যে হারখানা দিয়েছে তার দাম তখনও আদায় করা হয়নি। হারের দাম আদায় করে তাই দিয়ে পাওনা মেটাবে স্থির করে অ্যাঞ্জেলো পাওনাদারকে অপেক্ষা করতে বলে তখনই বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই ছোট অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে তার দেখা হল, বন্ধুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে সে-ও তখন সবে বেরিয়েছে। অ্যাঞ্জেলো ছোট অ্যান্টিফোলাসের কাছে হারের দাম চাইল। অ্যাঞ্জেলো বলল, "এই যে অ্যান্টিফোলাস মশায়, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"কেন, আমার কাছে কি?" ব্যাপার আঁচ করতে না পেরে জানতে চাইল ছোট অ্যান্টিফোলাস।

"আজ্ঞে বাড়ি ফিরে দেখি এক ব্যাটা পাওনাদার বসে আছে," অ্যাঞ্জেলো বলল, "টাকা না নিয়ে সে ব্যাটা এক পা-ও নড়বে না বলছে। এখন আপনি যে হারখানা আমায় গড়তে দিয়েছেন তার দামটা যদি দিয়ে দেন তাহলে আমার পাওনাদারের টাকাটা মিটিয়ে দিতে পারি।"

"দাম নিশ্চয়ই পাবে, অ্যাঞ্জেলো," ছোট অ্যান্টিফোলাস বলল, "কিন্তু আগে হারখানা আমায় দাও তবে তো দাম দেব। জিনিসটা দেবার আগেই তার দাম চাইছো, এ কিরকম? আর চাইলেই বা আমি তার দাম দিয়ে দেব এমন ধারা তোমার মনে হল কি করে?"

"সে কি!" ছোট অ্যান্টিফোলাসের কথা শুনে অবাক হল অ্যাঞ্জেলো, দু'চোখ কপালে তুলে বলল, "এসব কি বলছেন আপনি? এই তো খানিক আগে আমি নিজে পথের মাঝখানে হারখানা দিলাম আপনার হাতে।"

"হারখানা আমার হাতে দিলে!" রেগে দু'চোখ পাকাল ছোট অ্যান্টিফোলাস, "তাও আবার পথের মাঝখানে? হারখানা নিয়ে আমি তোমায় আমার বন্ধুর বাড়িতে যেতে বললাম, কিন্তু তুমি সেখানে যাওনি। তারপরে এই আবার তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি মিথ্যে কথা বলছ অ্যাঞ্জেলো, হারখানা তুমি মোটেও আমার হাতে দাওনি। না দিয়েই তার দাম চাইছো।"

"কি! আমি মিথ্যে কথা বলছি?" ছোট অ্যান্টিফোলাসকে ধমকে উঠল অ্যাঞ্জেলো, "আপনার মত নামী লোক এভাবে ঠকিয়ে একখানা হার হাতিয়ে নেবেন তা কি আমি আগে জানতাম? জানলে নিশ্চয়ই হারের পুরো দাম আগাম নিয়ে তবে কাজে হাত দিতাম।"



"খবরদার অ্যাঞ্জেলো, ভাল চাও তো মুখ সামলে কথা বলো।" ধমকে উঠল ছোট অ্যান্টিফোলাস, "আমায় পথের মাঝখানে যা তা বলে অপমান করার ফল হাতেনাতে পাইয়ে দেব।"

"থামুন মশাই!" পালটা ধমক দিল অ্যাঞ্জেলো, "আপনার মত একটা মিথ্যেবাদী জোচ্চোরের ধমকে আমি ভয় পাই না। এখনও সময় আছে হারের দামটা দিয়ে দিন নয়তো আমি আপনাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ব, বলে দিচ্ছি।"

তাদের দু'জনের ঝগড়ার মাঝখানে হাজির হল সরকারি পেয়াদা, তাকে দেখে অ্যাঞ্জেলো ইশারায় ছোট অ্যান্টিফোলাসকে দেখিয়ে বলল, "আমি এর ফরমায়েস মত একখানা হার তৈরি করে খানিক আগে এর হাতে দিয়েছি কিন্তু এখন দাম দিতে চাইছে না। তুমি এখনই একে গ্রেপ্তার করে ডিউকের আদালতে নিয়ে গিয়ে হাজির করো। খানিকবাদে আমিও সেখানে যাচ্ছি।"

তখনকার দিনে এমন ঘটনা ঘটলে অভিযোগকারীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট দক্ষিণা আদায় করে পেয়াদা যে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করত। অ্যাঞ্জেলোর কাছ থেকে সরকারি দক্ষিণা আদায় করে সে-ও সঙ্গে সঙ্গে ছোট অ্যান্টিফোলাসকে গ্রেপ্তার করল। ছোট অ্যান্টিফোলাস দেখল পরিস্থিতি সত্যিই জটিল—খুব কাজের মানুষ বলে ডিউক তাকে স্নেহ করেন, এরপরে তাঁর আদালতে আসামি হয়ে হাজির হলে তাঁর সঙ্গে সেই সম্পর্ক আর থাকবে না, এর ওপর অ্যাঞ্জেলোর আনা অভিযোগ শুনলে তার মানসম্মান প্রতিপত্তি এমনকি পদস্থ সেনানীর চাকরি, সবই হয়তো তাকে খোয়াতে হবে। ছোট ড্রোমিও এতক্ষণ অবাক হয়ে অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে তার মনিবের কথা কাটাকাটি শুনছিল। অ্যাঞ্জেলোর কাছ থেকে মনিবকে হার নিতে সে নিজেও দেখেনি। এবার অ্যান্টিফোলাস স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলোর পাওনা টাকাটা আড্রিয়ানার কাছ থেকে নিয়ে আসতে বলল ড্রোমিওকে। ছোট ড্রোমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল মনিবের বাড়িতে, গিন্নিমা আড্রিয়ানাকে সব খুলে বলতেই সে আলমারি থেকে টাকা বের করে তাকে দিল। ছোট ড্রোমিও সেই টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। কিছুদূর যাবার পরে বড় অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে তার দেখা হল। মনিব পাওনা টাকা মিটিয়ে দেবার আগেই কিভাবে পেয়াদার হাত থেকে খালাস পেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না ছোট ড্রোমিও, তবু দরকার হতে পারে আঁচ করে টাকা ভর্তি থলেটা তুলে দিল তার হাতে, বলল, "গিন্নিমা এ টাকা পাঠিয়েছেন।" যে অচেনা মহিলা তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাশে বসে খাইয়েছেন, তাকে স্বামী বলে ডেকে আদর-সোহাগ করেছেন এ টাকা তিনিই পাঠিয়েছেন তা বুঝতে বড় অ্যান্টিফোলাসের বাকি রইল না। একবার সে ভাবল টাকাটা মহিলাকে ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে

হল টাকাটা ফেরত দিতে গেলে আবার হয়তো নতুন করে কোনও ঝামেলা বাধবে, তাই টাকা সমেত থলেটা সে পকেটে গুঁজল। তারপরে ছোট ড্রোমিওকে বলল, "হাতে সময় আর বেশি নেই। এইবেলা সেন্টর হোটেলে চলে যা। ওখানে থাকার জন্য যে আগাম টাকা জমা দিয়েছিস সেটা তুলে আন। তারপরে আমাদের মালপত্র যা ওখানে পড়ে আছে সব নিয়ে এখনই জাহাজঘাটায় চলে আয়, খানিকবাদেই জাহাজ ছাড়বে।"

সেন্টর হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠতে হবে? আবার সেই হোটেলের কথা? তার মনিবের মাথা যে সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে এ বিষয়ে ছোট ড্রোমিওর মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না। হোটেলে যাবার নাম করে সে তখনই ফিরে এল আড্রিয়ানার কাছে। মনিব যা যা বলেছেন সব খুলে বলল। স্বামীর মাথা যে সত্যিই খারাপ হয়েছে এ বিষয়ে ছোট ড্রোমিওর মত আড্রিয়ানা আর লুসিয়ানার মনেও সন্দেহ রইল না। লুসিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে আড্রিয়ানা তখনই স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

কিছুদূর যেতেই আড্রিয়ানা দেখল সরকারি পেয়াদা তার স্বামীকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামীকে ঐরকম অসহায় অবস্থায় দেখে আড্রিয়ানার চোখে জল এল, সে তখনই তার কাছে গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখে রাগে জ্বলে উঠল ছোট অ্যান্টিফোলাস। মুখে যা এল তাই বলে গালিগালাজ করে বলল, "খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে সেই অবস্থায় বাইরে থেকে বারবার ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও তুমি আমায় বাড়ি ঢুকতে দাওনি, এমনকি আমার গ্রেপ্তারের খবর শুনেও আমায় ছাড়িয়ে আনতে জরিমানার টাকা পাঠাওনি। এরপরেও তুমি কি করে নিজেকে আমার স্ত্রী বলে দাবি করো? মরার পরে জাহান্নামেও তোমার জায়গা হবে না। দাঁড়াও তোমার ব্যবস্থা আমি করছি। ডিউকের কাছে নালিশ করে আমি তোমায় শায়েস্তা করছি।"

নিজের পাশে বসিয়ে খাওয়ানোর পরেও স্বামী কি করে এ অভিযোগ করছেন তা ভেবে পেল না আড্রিয়ানা। খানিক আগে জরিমানার টাকা সে নিজে হাতে আলমারি থেকে খুলে দিয়েছে ড্রোমিওকে। ড্রোমিও বলেছে সে টাকা সে থলে সমেত তুলে দিয়েছে মনিবের হাতে। তা হলে? স্বামীর মাথা সুস্থ নেই, তিনি পাগল হয়ে গেছেন এ সম্পর্কে নিশ্চিত হল আড্রিয়ানা আর লুসিয়ানা দু'জনেই।

এখন সবার আগে তার স্বামীকে পেয়াদার হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। তার স্বামীকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে জরিমানার টাকা মিটিয়ে দেবে বলে সরকারি পেয়াদাকে কথা দিল আড্রিয়ানা। সরকারি পেয়াদার মুখ থেকেই শুনল স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলো তার স্বামীকে একটা হার দিয়েছে খানিক আগে কিন্তু এখন তার



স্বামী হারের দাম দিতে চাইছে না। এও বলেছে যে অ্যাঞ্জেলো আদৌ তার হাতে হার দেয়নি। এরপরে তারা একে অপরকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। সরকারি পেয়াদা জানাল ঐ সময় সে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, অ্যাঞ্জেলো তাকে ডেকে সব বলল, নির্দিষ্ট সরকারি দক্ষিণা দিয়ে ছোট অ্যান্টিফোলাসকে গ্রেপ্তার করতে বলল। অ্যাঞ্জেলোর অভিযোগ শুনে আর সরকারি দক্ষিণা পেয়ে পেয়াদা ছোট অ্যান্টিফোলাসকে গ্রেপ্তার করেছে। ছোট অ্যান্টিফোলাসকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আড্রিয়ানার কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করে বিদায় নিল সরকারি পেয়াদা। এবার চেঁচিয়ে রাস্তা থেকে লোক ডাকিয়ে আনল আড্রিয়ানা। তার নির্দেশে সবাই ছোট অ্যান্টিফোলাসকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘরে আটকে রাখল তারপরে ঝাড়ফুঁক করে পাগলামির চিকিৎসা করানোর জন্য একজন গ্রাম্য ওঝাকে এনে হাজির করল। তখনকার দিনে মাথা খারাপের চিকিৎসা করতে লোকে ওঝাদেরই ডাকত। ওঝার হাতে স্বামীকে সঁপে দিয়ে বাইরে থেকে বাড়ির দরজা ভালভাবে এঁটে টাকা নিয়ে আড্রিয়ানা রওনা হল স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলোর বাড়ির দিকে হারের দাম মেটাতে। কিছুদূর যেতেই বড় অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল—কোনওমতে ওঝার খপ্পর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে তার স্বামী রাস্তায় নেমে এসেছে বড় অ্যান্টিফোলাসকে দেখে এটাই ধরে নিল আড্রিয়ানা।

বড় অ্যান্টিফোলাসকে দেখে তখন পাগল বলেই মনে হচ্ছে, মাথার চুল এলোমেলো, হাতের মুঠোয় খোলা তলোয়ার, দু'চোখে হিংস্র উন্মাদের চাউনি। তাকে তাড়া করে চলেছে কম করে শতখানেক মানুষের এক জনতা। আসলে অ্যান্টিফোলাসের মাথা খারাপ হয়ে গেছে এ খবর ততক্ষণে চারদিকে রটে গেছে তাই সবাই তাকে ধরে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে তার পিছু নিয়েছে। আড্রিয়ানা দেখল বড় ড্রোমিও-র হাতেও খোলা তলোয়ার, সেই তলোয়ার উঁচিয়ে সে তার মনিবকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কাউকে ধারেকাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। ঐ দৃশ্য দেখে আড্রিয়ানা তার স্বামীকে বাঁধবার জন্য উপস্থিত জনতার উদ্দেশে চেঁচিয়ে মিনতি করতে লাগল। বড় অ্যান্টিফোলাস দেখল এভাবে তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে জনতাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। খানিকবাদেই তারা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরবে তাকে তারপর আড্রিয়ানা যেমন চাইছে তেমনইভাবে বেঁধে ফেলবে দড়ি দিয়ে। এমন সময় সামনে একটা বাড়ি তার চোখে পড়ল। অন্য উপায় না দেখে বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও আশ্রয় চাইতে ঢুকে পড়ল সেই বাড়ির ভেতরে।

বাড়িটা আসলে একটা মঠ। সেই মঠের কর্ত্রী এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী। চেঁচামেচি শুনে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন, সব শুনে আড্রিয়ানাকে বললেন, "মঠে কেউ



আশ্রয় নিলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার অধিকার তোমাদের কারও নেই, তাই তোমরা এই মুহূর্তে চলে যাও এখান থেকে।"

"কিন্তু যাদের মাথা খারাপ হয়েছে," আড্রিয়ানা রেগেমেগে বলল, "তাদের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। আমার স্বামীর মাথা খারাপ হয়েছে, তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমি চিকিৎসা করাব। ওঝা বাড়িতে বসে আছে; ওঁকে বাড়ি নিয়ে গেলেই সে ঝাড়ফুঁক শুরু করবে।"

কিন্তু মঠের কর্ত্রী আড্রিয়ানার কথা মানতে চাইছেন না। যে দুটি লোক আশ্রয় নিতে তাঁর মঠে ঢুকেছে তারা কেউ পাগল নয় এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। মেয়েটি তার স্বামীর মাথা খারাপ বলে দাবি করছে ঠিকই, কিন্তু তার কোথাও ভুল হচ্ছে এটাই তাঁর ধারণা। তাই তিনি কিছুতেই বড় অ্যান্টিফোলাসকে আড্রিয়ানার হাতে তুলে দিতে রাজি হলেন না।

সন্ধে হয়ে আসছে। এফিসাসের মহামান্য ডিউক সোলিনাস বৃদ্ধ সওদাগর ইজিয়নকে জরিমানার টাকা আদায় করার জন্য যে সময় দিয়েছিলেন তার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। সূর্যাস্তের আগে জরিমানার টাকা আদায় না হলে ইজিয়নের প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে। কারাগার থেকে ইজিয়নকে বের করে প্রহরীরা নিয়ে আসছে মঠের দিকে। প্রাণদণ্ড কার্যকর করার জায়গায় পৌঁছোবার রাস্তাটা মঠের ঠিক পাশেই।

জল্লাদ ইজিয়নকে নিয়ে যাচ্ছে, তার ঠিক পেছনে আসছেন ডিউক, একদল প্রহরী আর কর্মচারি নিয়ে। ঠিক তখনই মঠ থেকে বেরিয়ে এল আড্রিয়ানা, মঠের কর্ত্রী তার পাগল স্বামীকে আটকে রেখেছেন বলে তাঁর কাছে সে নালিশ করল।

আড্রিয়ানার কথা শুনে ডিউক দুঃখ পেলেন। পাবারই কথা কারণ আড্রিয়ানার স্বামী অ্যান্টিফোলাস তাঁর সৈন্যদলের এক পদস্থ সেনানী, তাঁর দরবারে সে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে তিনিই একদিন আড্রিয়ানার বিয়ে দিয়েছিলেন। মঠের কর্ত্রীকে ডেকে ডিউক বললেন, "আপনার মঠে অ্যান্টিফোলাস নামে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁকে একবার বাইরে নিয়ে আসুন।" ডিউকের হুকুম তামিল করতে মঠের কর্ত্রী তাঁর আশ্রিতদের আনতে ভেতরে ঢুকলেন। আর ঠিক তখনই ছোট অ্যান্টিফোলাসকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল ছোট ড্রোমিও। ওঝার হাত থেকে কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে আড্রিয়ানার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছুটে এসেছে ছোট অ্যান্টিফোলাস, তার সঙ্গে এসেছে ছোট ড্রোমিও। তারা দু'জন এসে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিওকে সঙ্গে নিয়ে মঠের কর্ত্রী বাইরে বেরিয়ে এলেন।

কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কোনও কথা নেই—আড্রিয়ানা অবাক হয়ে দেখল

তার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তার দু'জন স্বামী। বড় আর ছোট ড্রোমিও দেখল তাদের দু'জন মনিব, দু'জনকেই একরকম দেখতে। বড় আর ছোট অ্যান্টিফোলাস দেখল তাদের দু'জন চাকর, দু'জনকেই একরকম দেখতে। আর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বৃদ্ধ সওদাগর ইজিয়ন দেখল সামনে দাঁড়িয়ে তার দুই হারানো ছেলে আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দুই পালিত ছেলে। বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল ইজিয়ন। সে ডাক কানে যেতে বড় অ্যান্টিফোলাস আর বড় ড্রোমিও ঘাড় ঘোরাল, বাবাকে বন্দী অবস্থায় দেখে অবাক হল তারা। ছোট অ্যান্টিফোলাসকে ডেকে নিজের পরিচয় দিল ইজিয়ন, এত বছর পরে বাবাকে ফিরে পেয়ে ছোট অ্যান্টিফোলাসের মন খুশিতে ভরে উঠল। মঠের কর্ত্রী বৃদ্ধ ইজিয়নকে দেখে চমকে উঠলেন, এতদিন বাদে স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। শুধু স্বামী নন, নিজের হারানো দুই ছেলে আর দুই পালিত ছেলেকেও ফিরে পেয়েছেন ইজিয়নের স্ত্রী এমিলিয়া।

এই সুখের পুনর্মিলন দেখে খুশি হলেন মহামান্য ডিউক, ইজিয়নের প্রাণদণ্ড রদ করে তিনি তাকে মুক্তি দিলেন। আড্রিয়ানার সঙ্গে তার স্বামীর ঝগড়া মিটে গেল। ছোটবোন লুসিয়ানার সঙ্গে ভাসুর বড় অ্যান্টিফোলাসের বিয়ে দেবে বলেও কথা দিল আড্রিয়ানা মহামান্য ডিউকের সামনে।



মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং

মেসিনার রাজ্যপাল লিওনাতোর কাছে এল এক সংবাদবাহক, অভিবাদন জানিয়ে একটি চিঠি সে তুলে দিল তাঁর হাতে। চিঠির সারমর্ম হল আরাগঁর রাজকুমার ডন পেড্রো সেদিন রাতেই তাঁর তিন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে নিয়ে এসে পৌঁছোবেন মেসিনায়, রাজ্যপাল লিওনাতোর প্রাসাদেই তাঁরা অতিথি হবেন চিঠিতে তাও উল্লেখ করেছেন রাজকুমার।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফ্লোরেনসের লর্ড ক্লডিও ডন পেড্রোর খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে, চিঠি পড়ে পত্রবাহককে রাজ্যপাল লিওনাতো বললেন, ডন পেড্রো লর্ড ক্লডিওকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন।

"আজ্ঞে আপনি ঠিকই বলেছেন," সংবাদবাহক সায় দিয়ে বলল, "তবে লর্ড ক্লডিওকে সবদিক থেকেই যোগ্য ও বিশ্বস্ত বলা চলে।" এমন সময় লিওনাতোর ভাইঝি বিয়াত্রিস সেখানে এল। সংবাদবাহকের কাছে জানতে চাইল পাদুয়ার লর্ড বেনেডিক লড়াই থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরেছেন কিনা। সংবাদবাহক জানাল সেনর বেনেডিক সুস্থ অবস্থায় লড়াই থেকে ফিরেছেন। এই মুহূর্তে তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন।

যথাসময় আরাগঁর রাজকুমার ডন পেড্রো তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সেনর ক্লডিও আর সেনর বেনেডিককে সঙ্গে নিয়ে এলেন রাজ্যপাল লিওনাতোর প্রাসাদে। লিওনাতোর মেয়ে হেরো আর ভাইঝি বিয়াত্রিসের সঙ্গে তাদের পরিয়ে আগেই হয়েছিল, এতদিন বাদে দেখা হতে তাঁরা হালকা রসিকতায় মেতে উঠলেন। লিওনাতোর ভাইঝি বিয়াত্রিস যেমন ফাজিল তেমনই বাচাল, সেনর বেনেডিকের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে সে তাঁকে নাজেহাল করে তুলল। রসিকতা করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে বিয়াত্রিস একসময় সেনর বেনেডিককে রাজকুমার পেড্রোর ভাঁড় বলে উল্লেখ করল। বিয়াত্রিসের মন্তব্যে আহত হলেন সেনর বেনেডিক। অন্যদিকে রাজ্যপাল লিওনাতোর নিজের মেয়ে হেরো



স্বভাবে বিয়াত্রিসের ঠিক উল্টো। তার স্বভাব যেমন নম্র তেমনই বিনয়ী। হেরোকে আগেও দেখেছে ক্লডিও কিন্তু তখন তার বয়স ছিল খুব কম। এই ক'বছরে সে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। যৌবনের আগমনে সুন্দর দেখতে হয়ে উঠেছে হেরো।

এদিকে রসিকতার ছলে বিয়াত্রিস আর সেনর বেনেডিকের কথা কাটাকাটি এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন রাজকুমার পেড্রো। লিওনাতোর কানের কাছে মুখ এনে তিনি চাপা গলায় বললেন, "বেশ ত আদা কাঁচকলার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে, ওদের বিয়ে দিয়ে দিলে বেশ হয়।"

অন্যদিকে লিওনাতোর মেয়ে হেরোকে যে সেনর ক্লডিওর মনে ধরেছে তা বুঝে রাজকুমার ডন পেড্রো হেসে ফেলেছেন, রাজকুমার নিজেই এবারে লিওনাতোর কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন সেনর ক্লডিওর সঙ্গে তিনি তাঁর মেয়ে হেরোর বিয়ে দিতে রাজি কিনা।

লিওনাতো জানালেন তিনি এ প্রস্তাবে রাজি। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে জানলেন ক্লডিওকে বিয়ে করতে সে নিজেও রাজি। রাজকুমার পেড্রো এবারে লিওনাতোকে বিয়ের দিন স্থির করতে বললেন।

* * *

সেনর ক্লডিওর সঙ্গে হেরোর বিয়ের আগে সময় বাঁচানোর জন্য এক মজার পরিকল্পনা করলেন রাজকুমার ডন পেড্রো। রাজ্যপাল লিওনাতোর বাচাল ভাইঝি বিয়াত্রিস আর সেনর বেনেডিক যাতে দু'জনে দু'জনের প্রেমে পড়ে তিনি তেমন এক পরিকল্পনা করলেন। রাজকুমার পেড্রো বিয়াত্রিসের সঙ্গে সেনর বেনেডিক-এর বিয়ে দিতে চান জেনে লিওনাতোর মেয়ে হেরো নিজেও খুশি হল, রাজকুমার পেড্রোর এই প্রচেষ্টায় তারও সায় আছে জানাল।

লিওনাতোর প্রাসাদের লাগোয়া বাগানে বসে আপন মনে বই পড়ছে সেনর বেনেডিক। এমন সময় ডন পেড্রো সেনর ক্লডিওকে সঙ্গে নিয়ে এল সেই বাগানে। বেনেডিক-এর নজর এড়িয়ে যে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বেনেডিক বসে আছে তার পেছনে তারা গিয়ে দাঁড়াল। তারপরে এমন সব কথা বলতে লাগল যাতে যা শুনে সেনর বেনেডিক-এর মনে এই ধারণাই গড়ে উঠবে যে বিয়াত্রিস তাকে মন থেকে সত্যিই ভালবাসে। তার প্রেমে পড়ার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে। রাজকুমারের এই পরিকল্পনায় কাজ হল, বিয়াত্রিস তাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা এই প্রশ্ন উঁকি দিল সেনর বেনেডিক-এর মনে। অন্যদিকে বিয়াত্রিসের মনে সেনর বেনেডিকের প্রতি



ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হেরো নিজেও একই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিল, সেনর বেনেডিক যে বিয়াত্রিসকে গভীরভাবে ভালবাসেন সেকথা বিয়াত্রিসকে বাগানে ডাকিয়ে এনে আড়াল থেকে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুই সখী উরশুনা আর মার্গারেটকে বলল হেরো। শুনে সিনর বেনেডিক-এর মত বিয়াত্রিস নিজেও পড়ল ধাঁধায়, সেনর বেনেডিক-এর প্রতি অপার ভালবাসা উথলে উঠল তার মনে।

হেরোর বিয়ের দিন এগিয়ে আসছিল, কিন্তু বিয়ের আগে এক অঘটন ঘটে গেল তার জীবনে।

* * *

রাজকুমার ডন পেড্রোর সৎভাই ডন জন এক অসৎ চরিত্রের লোক। ডন পেড্রোকে সে চিরকাল ঘেন্না করে এসেছে, প্রতিপদে তার ক্ষতিসাধন করে এসেছে। ডন পেড্রোর উন্নতি আর সুখসমৃদ্ধি তার দুচোখের বিষ। তাই সৎভাই ডন জনও তার কুকর্মের সহচর বোরাচিওকে সঙ্গে নিয়ে এসে জুটেছে মেসিনায়। সেনর ক্লডিওর সঙ্গে মেসিনার রাজ্যপাল লিওনাতোর মেয়ে হেরোর বিয়ে স্থির হয়েছে শুনে ডন জনের মাথায় কুবুদ্ধি চাপল। বোরাচিওর সঙ্গে পরামর্শ করে এই বিয়ে ভেঙে দেবার মতলব আঁটল জন। সে মতলবকে বাস্তবে রূপ দিতে বোরাচিও হেরোর সখি মার্গারেটের সঙ্গে ভাব জমাল। তার মুখে প্রেমের সস্তা বুলি শুনে আহ্লাদে গলে গেল মার্গারেট। ডন জনের নির্দেশে হেরোর বিয়ের আগের রাতে মার্গারেটকে হেরোর পোশাক পরে তার শোবার ঘরের জানলায় দাঁড়াতে বলল। বোরাচিও-র কুমতলব তখনও আঁচ করতে পারেনি মার্গারেট, তাই সরল বিশ্বাসে হেরোর বিয়ের আগের দিন রাতেরবেলা হেরোর পোশাক পরে সে এসে দাঁড়াল হেরোর শোবার ঘরের জানলায়। বাইরে দাঁড়িয়ে বোরাচিও গলা চড়িয়ে তার সঙ্গে প্রেমালাপ জুড়ে দিল। সে দৃশ্য নিজের চোখে দেখল জন, বুঝল তার মতলব হাসিল হতে চলেছে। এবারে সৎভাই ডন পেড্রো আর তার সঙ্গীদের কাছে এসে সে বলল ক্লডিও-র ভাবী পাত্রী হেরোর স্বভাবচরিত্র মোটেও ভাল নয়, খানিক আগে শোবারঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বোরাচিও-র সঙ্গে সে প্রেমালাপ করছিল। বলাবাহুল্য, ডন পেড্রো আর তার সঙ্গীরা ডন জনের একথা গোড়ায় বিশ্বাস করতে চাইল না, তখন ডন জন তাদের তিনজনকে নিয়ে এল ঘটনাস্থলে। তাদের আসতে দেখে বোরাচিও এবারে ইচ্ছে করে মার্গারেটের সঙ্গে আরও বেশি করে প্রেমালাপ জুড়ে দিল। রাতের আবছা আলো আঁধারে হেরোর পোশাক পরা মার্গারেটকে ডন পেড্রো আর তার তিন সঙ্গী চিনতে পারল না। জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে হেরো সত্যিই বোরাচিও-র সঙ্গে প্রেমালাপ করছে তারা এটাই ধরে নিল। হেরোর স্বভাবচরিত্র যে

সত্যিই ভাল নয় এ সম্পর্কে নিশ্চিত হল ডন পেড্রো। আর তার দুই সঙ্গী সেনর ক্লডিও আর সেনর বেনেডিক, পরদিন গির্জায় বিয়ের আগে একথা সবার সামনে ফাঁস করে হেরোকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ফিরে এল।



* * *

পরদিন সকালবেলা সেনর ক্লডিওকে বিয়ের পোশাক পরিয়ে রাজকুমার ডন পেড্রো আর সেনর বেনেডিক গির্জায় এলেন। খানিকবাদে মেয়ে হেরোকে কনের সাজে সাজিয়ে এসে পৌঁছলেন রাজ্যপাল লিওনাতো, ভাইঝি বিয়াত্রিসও এল তাঁর সঙ্গে। পাদ্রী বিয়ের মন্ত্র পড়াতে যাবেন ঠিক তখনই সেনর ক্লডিও বললেন, পাত্রী হেরোর স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, তাই তাকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। লিওনাতো জানতে চাইলেন ব্যাপার কি, কেন বিয়ের সময় পাত্র নিজে তাঁর মেয়ের স্বভাবচরিত্র ভাল নয় বলছে। তখন ডন পেড্রো বললেন, "মাননীয় রাজ্যপাল, গতকাল রাতে আপনার মেয়ে হেরো তার শোবারঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে এক অচেনা লোকের সঙ্গে প্রেমালাপ করছিল। এ দৃশ্য আমরা তিনজনে নিজ চোখে দেখেছি! আপনিই বলুন, এর পরে হেরোর সঙ্গে ক্লডিও-র বিয়ে কি আমার পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব?" রাজকুমার ডন পেড্রোর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হেরো হাহাকার করে ওঠে, "ঈশ্বর জানেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ!" এটুকু বলে হেরো জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। বিয়াত্রিস ছুটে এসে মেঝেতে উবু হয়ে বসল, অচেতন হেরোর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ভেঙে পড়ল বুকফাটা কান্নায়, কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, "হেরো আর বেঁচে নেই! এই চরম অসম্মান সইতে না পেরে বেচারি মারা গেছে!" রাজকুমার ডন পেড্রো সেনর ক্লডিওকে নিয়ে আগেই গির্জা ছেড়ে চলে গেছেন। ভেতরে একা রয়ে গেছেন সেনর বেনেডিক, প্রিয়তমা বিয়াত্রিসের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অচেতন হেরোর পরিচর্যায় বিয়াত্রিসকে সাহায্য করছেন। হেরোর সঙ্গে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে বিয়াত্রিস, হেরোর স্বভাবের নাড়ীনক্ষত্র তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। সেনর ক্লডিও আর রাজকুমার ডন পেড্রো তার চরিত্র সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন তা যে পুরোপুরি মিথ্যে এ-বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই বিয়াত্রিসের মনে। হয় কোনও ভুল বোঝাবুঝি, নয়ত কোনও চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে হেরোকে এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত।

"হেরো এখন কেমন আছে!" বিয়াত্রিসকে প্রশ্ন করলেন সেনর বেনেডিক।

"ও যে এখনও চোখ মেলেনি তা তো নিজের চোখেই দেখছেন," বিয়াত্রিস



জবাব দিল, "এই অপমানের পরে ওর জ্ঞান আর ফিরে আসবে বলেও তো মনে হচ্ছে না!"

"তার মানে!" উত্তেজনা চাপতে না পেরে সেনর বেনেডিক বললেন, "হেরো কি মারা গেছে?"

"হ্যাঁ," গম্ভীর গলায় বলল বিয়াত্রিস, "জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মৃত্যু ঘটেছে।"

হেরো মারা গেছে শুনে তার বাবা প্রৌঢ় রাজ্যপাল লিওনাতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন। একইসঙ্গে তাঁর মনে হল এমন কলঙ্কিনী অসচ্চরিত্র মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। এমন একটা ঘটনার পরে তিনি সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে তাই ভেবে পেলেন না লিওনাতো। "এবারে আমি কি করব তাই বলে দিন ফাদার" বলে গির্জার বৃদ্ধ পাদ্রীর দুহাত ধরে তিনি শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

বৃদ্ধ পাদ্রী জীবনে অনেক নারীপুরুষের বিয়ে দিয়েছেন, ভালমন্দ মানুষ চেনার ক্ষমতাটা তাঁর অনেকের চেয়ে বেশি। সেনর ক্লডিও আর রাজকুমার ডন পেড্রো যখন হেরোর নামে চরিত্রহীনতার অভিযোগ দিচ্ছিল তখন পাদ্রী তাকিয়েছিলেন হেরোর মুখের দিকে। হেরোর চোখের চাউনি আর তার ভাবভঙ্গি দেখে তিনি বুঝেছিলেন সে নিষ্পাপ। তার নামে মিছিমিছি বদনাম দেওয়া হচ্ছে।

"মহামান্য লিওনাতো" পাদ্রী বললেন, "এই গির্জার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি বলছি আপনার মেয়ে হেরো সম্পূর্ণ নিরপরাধ, কোনও অন্যায় সে করেনি। নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ভুল হয়েছে আর দুর্ভাগ্যবশতঃ তার শিকার হয়েছে আপনার মেয়ে।"

বিয়াত্রিস আর সেনর বেনেডিকের সেবায় খানিকবাদে হেরোর জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলতেই সে লিওনাতোকে দেখতে পেল।

"বাবা," হেরো বলল, "যে অভিযোগ এনে আমার বিয়ে সেনর ক্লডিও ভেঙে দিলেন তা সত্যি প্রমাণিত হলে তুমি আমায় প্রাণদণ্ড দিও, আমি তখন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেব।"

"মহামান্য লিওনাতো," পাদ্রী বললেন, "আবার বলছি নিশ্চয়ই কোনও কারণে আপনার মেয়ে সম্পর্কে ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে রাজকুমার ডন পেড্রো আর সেনর ক্লডিও-র মনে। এখন আপনাকে দুঃখে কাতর হলে চলবে না। এই ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়েই ওঁদের ভুল ভেঙে দিতে হবে।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব, ফাদার?" অসহায়ভাবে জানতে চাইলেন লিওনাতো।

"রাজকুমার ডন পেড্রো আর সেনর ক্লডিও-র কাছে খবর পাঠান যে আপনার



মেয়ে হেরোর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি, সে অজ্ঞান অবস্থাতেই মারা গেছে। এরপরে আপনি নিজে শোকের কালো পোশাক পরুন আর হেরোর নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাদের কঠোর আচরণে এই ঘটনা ঘটেছে, হেরোর মৃত্যুসংবাদ তাদের মানসিক পরিবর্তন ঘটাবে। সেনর ক্লডিও হেরোকে যদি সত্যিই ভালবেসে থাকেন তাহলে তিনি তার জন্য নিশ্চয়ই শোকপ্রকাশ করবেন। এছাড়া হেরো যদি কোনও ভুল বা চক্রান্তের শিকার হয়ে থাকে তাহলে এর ফলে তাও উদ্ঘাটিত হবে এটাই আমার ধারণা।"

"মহামান্য পাদ্রী যা বলছেন আপনি সেইমত কাজ করুন।" সেনর বেনেডিক লিওনাতোকে বললেন, "আপনাকে কথা দিচ্ছি এসব কথা আমি রাজকুমার ডন পেড্রো বা সেনর ক্লডিও কাউকেই বলব না, এমন কি হেরোর জ্ঞান যে ফিরে এসেছে তাও বলব না।"

হেরোর বিয়ে এভাবে ভেঙে যাবার ফলে বিয়াত্রিস আর সেনর বেনেডিক দু'জনে দু'জনের কাছাকাছি চলে এল। ক্লডিওকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করতে সেনর বেনেডিককে বলল বিয়াত্রিস।

অন্যদিকে একমাত্র মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাবার ক্ষোভে রাজ্যপাল লিওনাতো নিজেও ভুলতে পারছেন না, এই পরিণতির জন্য যারা দায়ী সেই রাজকুমার ডন পেড্রো আর সেনর ক্লডিওকে তিনি অসিযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত অতদূর গড়াল না। তার আগেই ঘটল এক অভাবিত ঘটনা, হেরোর বিয়ের আগেরদিন রাতে মার্গারেটের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে লিওনাতোর বাগানের পাচিল টপকে পালাতে গিয়ে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়েছিল ডন জনের অনুচর বোরাচিও, রক্ষীরা তাকে হাজতে নিয়ে এসে বেদম মারধর করেছিল। মার খেয়ে বোরাচিও তার মনিব ডন জনের চক্রান্ত ফাঁস করে দিল। বোরাচিও-র মুখ থেকে সব শুনে রাজকুমার ডন পেড্রো আর সেনর ক্লডিও দু'জনেই হেরোর প্রতি কঠোর আচরণের জন্য অনুতপ্ত হলেন, লিওনাতোর কাছে মাপও চাইলেন। একই সঙ্গে সেনর ক্লডিও বললেন তিনি তাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। শুনে লিওনাতো বললেন প্রায়শ্চিত্তের একটিই পথ খোলা আছে, তাঁর ভাইঝিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ক্লডিওকে। সেনর ক্লডিও এই প্রস্তাবে এককথায় রাজি হলেন। লিওনাতো এর মাঝে পাদ্রীর নির্দেশ মেনে হেরোর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছেন, বিয়ের আগের রাতটা সেখানে এসে চোখের জল ফেলে কাটালেন সেনর ক্লডিও।

পরদিন রাজকুমার ডন পেড্রো আর সেনর বেনেডিককে সঙ্গে নিয়ে সেনর ক্লডিও আবার পাত্র সেজে এলেন গির্জায়। খানিকক্ষণ পড়ে নতুন পাত্রী নিয়ে

লিওনাতো এলেন সেখানে। সবাই দেখল বিয়ের সাজে সজ্জিত পাত্রীর মুখখানা রেশমী ওড়নায় ঢাকা।

পাদ্রী বিয়ের মন্ত্র পড়া শুরু করতে পাত্রী খুলে ফেলল তার মুখের ওড়না. সেনর ক্লডিও. ডন পেড্রো আর সেনর বেনেডিক. সবাই অবাক হয়ে দেখল পাত্রী স্বয়ং হেরো। হেরোকে ফিরে পেয়ে সেনর ক্লডিও-র মন আনন্দে ভরে উঠল। হেরোর সঙ্গে সেনর ক্লডিও-র বিয়ে সেরে পাদ্রী হেরোর মুখরা বোন বিয়াত্রিসের সঙ্গে সেনর বেনেডিকের বিয়ে দিয়ে দিলেন।



লাভস, লেবার'স লস্ট

নাভারের রাজা ফার্ডিনান্ড আর তাঁর তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু লর্ড বিরাউন, লর্ড লঙ্গাভিল আর লর্ড ড্যুমেন, এঁরা কেউ বিয়ে করেননি, চারজনেই বিবাহিত জীবনযাপনের বিপক্ষে।

একদিন তিন বন্ধুকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে রাজা ফার্ডিনান্ড তাঁর বন্ধুদের লক্ষ্য করে বললেন, "স্বল্পস্থায়ী জীবনে মানুষের সবচেয়ে বড় কাম্য হল যথা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমরা যে সাহস আর বীরত্বের পরিচয় রেখেছো তোমাদের মৃত্যুর পরেও মানুষ তা মনে রাখবে। তোমরা তিনজনে আমার কাছে তিনবছর থেকে লিপিবদ্ধ করা বিধিনিয়েধ মেনে বিদ্যার্জন করবে বলে সই করেছো, ওসব বিধিনিষেধ যে ভাঙবে তাকে নিজের হাতে নিজের সম্মান বিসর্জন দিতে হবে।"

লঙ্গাবিল হাসিমুখে বলল, "আমি দৃঢ়সংকল্পে আবদ্ধ। মাত্র তো তিনটে বছর, শর্তে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো মেনে চললে দৈহিক কষ্ট হয়তো হবে, কিন্তু তাহলেও আমার মন আনন্দে মেতে থাকবে।"

ড্যুমেন দার্শনিক। সে বলল, দার্শনিক জ্ঞানের চর্চা করেই সে জীবন কাটাবে, সে অনায়াসেই তিনটে বছর কাটিয়ে দিতে পারবে।

বিরাউন বলল, রাজার আরোপিত শর্তগুলোর পাশাপাশি সে বাড়তি কয়েকটা শপথ যোগ করতে চায়, সেগুলো হল : এই তিন বছরের মধ্যে কোনও নারীর মুখ তারা দেখবে না, দিনে একবারের বেশি কেউ খাবে না, এছাড়া সপ্তাহে একদিন উপোস করবে। রাতে তিনঘন্টার বেশি ঘুমোন



যাবে না, আর দিনের বেলা বিশ্রামের নামেও ঘুমনো যাবে না। রাজা বিরাউনের এই বাড়তি শপথগুলো মঞ্জুর করলেন।

* * *

ফরাসি রাজার পারিষদ লর্ড বয়েত আরও দু'জন পারিষদকে সঙ্গে প্রাসাদের কাছে ফ্রান্সের রাজকন্যার সঙ্গে কথা বলছেন, রাজকন্যার তিন সহচরী রোজালিন, মারিয়া আর ক্যাথারিনও সেখানে উপস্থিত।

"মাননীয়া রাজকুমারী" লর্ড বয়েত বললেন, "মনে রাখবেন নাভারের রাজার সঙ্গে অ্যাকুইতেন হস্তান্তর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতেই আপনি এখানে এসেছেন। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা আপনাকে মনে রাখতেই হবে।"

"লর্ড বয়েত," রাজকুমারী বললেন, "আপনি হয়তো জানেন না আগামী তিনটি বছর নাভারের রাজা ফার্ডিনান্ড শুধু পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, ঐ তিনটি বছর তিনি কোনও নারীর মুখ দেখবেন না। তাই আলোচনা শুরু করার আগে এ বিষয়ে তাঁর মতামতটুকু মেনে নেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এসব অদ্ভুত বিধিনিষেধ কাদের তৈরি বলতে পারেন?" ফরাসি রাজকন্যা জানতে চাইলেন।

"নাভারের তিন লর্ড," লর্ড বয়েত বললেন, "লঙ্গাভিল, ডুমেন আর বিরাউন এসব উৎকট আর অদ্ভুত বিধিনিষেধ তৈরি করেছেন। এই তিনজন লর্ড রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই এঁদের তৈরি বিধিনিষেধে রাজা ফার্ডিনান্ড কোনও রকম আপত্তি না করে মেনে নিয়েছেন।"

ফরাসি রাজকুমারী তাঁর সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চান শুনে নাভারের রাজা ফার্ডিনান্ড নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে হাজির হলেন। রাজার সংকল্প রক্ষা করতে ফরাসি রাজকন্যা আর তাঁর তিন সহচরী আগেভাগে মুখে মুখোস আঁটলেন যাতে দেখলে তাঁদের নারী বলে চেনা না যায়।

রাজা ফার্ডিনান্ড এসে ফরাসি রাজকন্যাকে অভিবাদন করে তাঁর মুখোমুখি বসলেন। পাল্টা অভিবাদন জানিয়ে রাজকন্যা কাজের কথা শুরু করলেন। অ্যাকুইতেন প্রদেশ ফরাসি রাজকন্যাকে ফিরিয়ে দেবার প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলে রাজা ফার্ডিনান্ড বিদায় নিলেন। তাঁর তিন বন্ধুর অন্যতম লর্ড বিরাউন এবারে এগিয়ে এসে ফরাসি রাজকন্যার সহচরী রোজালিন আর



ক্যাথারিনের সঙ্গে যেচে আলাপ করলেন। লর্ড বিরাউন বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে রাজকন্যার আরেক সহচরী মারিয়া তাঁকে বিকারগ্রস্ত বলে উল্লেখ করলেন।

*   *   *

ফরাসি রাজকুমারী তাঁর তিন সহচারীকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন এমন সময় লর্ড বিরাউনের বিদূষক কস্টার্ড এসে জানাল তার প্রভু রোজালিনকে দেবার জন্য একটি চিঠি তার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। রাজকুমারী মুখবন্ধ খামে আঁটা চিঠিখানা নিলেন তার হাত থেকে, খাম খুলে চিঠি পড়ে দেখলেন জ্যাকুইনেত্তা নামে এক গ্রাম্য বালিকাকে প্রেমপত্র লিখেছে জনৈক ডন আড্রিয়ানা আর্মোডো। প্রেমপত্রের ভাষা রাজকুমারীকে মুগ্ধ করল, তিনি আবেগভরে তাতে চুমু খেলেন, খানিকবাদে রোজালিনকে তিনি চিঠিটা দিয়ে দিলেন।

রাজা ফার্ডিনান্ড নিজে যে ফরাসি রাজকুমারীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন তা তাঁর তিন বন্ধুর জানতে বাকি নেই, রাজকুমারীর তিন সহচরীকে প্রেম নিবেদন করতে তাঁরাও একইভাবে অস্থির হয়ে উঠেছেন, হাতে লেখা প্রেমপত্র নিয়ে তিনজনে বনের ভেতরে তাঁদের স্বপ্নের প্রেয়সীদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এক সময় রাজা ফার্ডিনান্ডের হাতে তিনজনেই ধরা পড়ে গেলেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে তিনজনই সমান অপরাধী একথা তাঁরা তিনজনে স্বীকার করলেন। একই সঙ্গে নারীর মুখ না দেখা, সপ্তাহে একদিন উপোস করা, এসব উৎকট বিধিনিষেধ আরোপ করে তাঁরা যৌবনের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন সে কথা তিন লর্ড একবাক্যে স্বীকার করলেন। পুরুষের জীবনে নারীই সব কাজে প্রেরণা জোগায়, নারীই পুরুষের পৌরুষ এনে দেয় একথা তিন লর্ডের সঙ্গে রাজা নিজেও স্বীকার করলেন। ফরাসি রাজকুমারী আর তাঁর তিন সহচরীর মন জয় করতে রাজা ফার্ডিনান্ড আর তাঁর তিন লর্ড এবারে রাশি রাশি দামি উপহার তাঁদের পাঠাতে লাগলেন, কিন্তু ফরাসি রাজকুমারী আর তাঁর তিন সহচরী এসব নিছক মজা বলেই ধরে নিলেন। একসময় আর থাকতে না পেরে রাজা ফার্ডিনান্ড আর তাঁর তিন লর্ড ফরাসি রাজকুমারী আর তাঁর সহচরীদের কাছে সরাসরি প্রেম নিবেদন করলেন। রাজকন্যা বললেন, তিনি তাঁর তৈরি শপথ ভেঙে যে



অন্যায় করেছেন তাতে তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন। রাজকুমারী রাজা ফার্ডিনান্ডকে গহন জঙ্গলে গিয়ে একটানা বারোটি মাস কঠোর তপস্যায় ব্রতী হতে বললেন। তিনি বললেন, তপস্বীর কঠোর জীবনযাপন করার পরেও যদি তাঁর রক্ত গরম হয়ে ওঠে, যদি তখনও প্রেমের অনুভূতি বজায় থাকে তাঁর মধ্যে, তাহলে বারোমাস পরে তিনি যেন ফিরে এসে আবার নতুন করে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন। রাজকুমারী কথা দিলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন, তাকে গ্রহণ করবেন। রাজকুমারীর বাবা এর মাঝে মারা গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এই বারোটি মাস তিনি নিজেও একটি নির্জন ঘরে নিজেকে আবদ্ধ রেখে চোখের জলে শোক পালন করবেন।

রাজা ফার্ডিনান্ড জানালেন, রাজকুমারী যা বললেন তা পালন করতে তাঁর কষ্ট হবে ঠিকই, তবু তাঁর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেবেন বলে রাজকুমারী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেকথা মনে করলে সেই কষ্ট তিনি হাসিমুখে মেনে নেবেন।

রাজকুমারীর মত তাঁর তিন সহচরীও তিন লর্ডের প্রেমের আহ্বানের জবাবে শর্ত আরোপ করলেন। লর্ড বিরাউনকে রোজালিন বললেন, লর্ড বিরাউন যদি বারোটি মাস আর্তরোগীদের সেবা করে কাটাতে পারেন শুধু তাহলেই তিনি তাঁর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করবেন।

লর্ড ডুমেনকে ক্যাথারিন বললেন, সুন্দর স্বাস্থ্য, সততা আর একমুখ দাড়ি, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লর্ড ডুমেন যদি বারো মাসে অর্জন করতে পারেন তাহলে বারো মাস পরে তিনি তাঁকে গ্রহণ করবেন। বাকি রইলেন লর্ড লঙ্গাভিল। আর দু'জনের মত মারিয়া তাঁর ওপর কোনও শর্ত আরোপ না করে বললেন, রাজকুমারীর সহচরী হিসাবে তাঁকেও বারোটি মাস শোকের চিহ্ন জ্ঞাপক কালো পোশাক পরতে হবে। বারো মাস কেটে গেলে কালো পোশাক পাল্টে তিনি তাঁকে গ্রহণ করবেন।

সহচরীদের নিয়ে ফরাসি রাজকুমারী যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন লর্ড বিরাউন তাঁদের বললেন, বারোমাস দীর্ঘ সময় সন্দেহ নেই, তবু ঈশ্বরের কৃপায় তা মিলনান্তক হবে, তাই হাসিমুখে তাঁরা এই সময়টুকু তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে কাটিয়ে দেবেন।

এইভাবে হাসিমুখে চারজন চারজনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।



অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল

ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশ রুসিলন। সেখানকার কাউন্ট মারা যাবার পরে নতুন কাউন্ট হলেন তাঁর ছেলে তরুণ বারট্রাম। বারট্রামের বাবা ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে তিনি ফরাসি সম্রাটের মন জয় করেছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রিয়পাত্র। কাউন্টের মৃত্যুসংবাদ শুনে ভেঙে পড়লেন ফরাসি সম্রাট। তাঁর ছেলে বারট্রামকে নিজের রাজসভায় নিয়ে আসার জন্য প্রৌঢ় অমাত্য লর্ড লাফিউকে তিনি পাঠালেন রুসিলনে। যথাসময়ে এখবর পৌঁছলো রুসিলনে বারট্রামের বিধবা মায়ের কানে। বারট্রাম তার বাবার মতই দুঃসাহসী, যুদ্ধবিদ্যাটাও সে ভালই শিখেছে। অন্যদিকে ফ্রান্সকে তার অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে—কাজেই যুদ্ধের প্রয়োজনেই যে বারট্রামকে ফরাসি সম্রাটের দরকার বিধবা কাউন্টেসের তা বুঝতে বাকি থাকল না। নির্দিষ্ট দিনে লর্ড লাফিউ রুসিলনের প্রাসাদে এলে তরণ বারট্রাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকে দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিধবা কাউন্টেস। লর্ড লাফিউ জানতে চাইলেন তিনি এভাবে কাঁদছেন কেন?

"মিলর্ড," বিধবা কাউন্টেস চোখের জল মুছে ধরা গলায় বললেন, "অল্প কিছুদিন আগে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি। তারপর থেকে বারট্রামই হয়ে উঠেছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। এবারে ও যুদ্ধে গেলে আমার কি অবস্থা হবে, আমার সময় কিভাবে কাটবে—তাই ভেবেই আমি কাঁদছি।"

"আপনি মিছিমিছি আপনার ছেলের জন্য ভেবে অস্থির হচ্ছেন, কাউন্টেস," আশ্বস্ত করার গলায় বললেন লর্ড লাফিউ, "যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার



ছেলের কোনও ক্ষতি হলে আমাদের সম্রাটই আপনার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবেন, তিনিই আপনাকে প্রতিপালন করবেন।"

"শুনেছিলাম মহামান্য সম্রাট খুব অসুস্থ," কাউন্টেস বললেন, "এখন তিনি কেমন আছেন?"

"সম্রাট ভাল নেই। কাউন্টেস," লর্ড লাফিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যত দিন যাচ্ছে ততই উনি মনোবল হারিয়ে ফেলছেন! রাজ চিকিৎসকের ওপরে আস্থা হারিয়ে সম্রাট ক'দিন আগে তাঁকে বিদায় করে দিয়েছেন। এখন শুধু হতাশা সম্বল করে তিনি কোনওমতে টিকে আছেন, তাঁর এ ব্যাধি দুরারোগ্য।"

"হায়!" আক্ষেপের সুরে বললেন কাউন্টেস, "আজ হেলেনার বাবা বেঁচে থাকলে মহামান্য সম্রাটকে ঠিকই সারিয়ে তুলতে পারতেন!"

"কাউন্টেস!" লর্ড লাফিউ বললেন, "আপনি কার কথা বলছেন?"

তাঁর একপাশে বসে সুশ্রী দেখতে এক যুবতী নীরবে চোখের জল ফেলছে, তাকে দেখিয়ে কাউন্টেস বললেন, "এ হল হেলেনা, এর বাবা গেরার্দ দ্য নরবোন ছিলেন এক কৃতী চিকিৎসক। তিনি মারা যাবার পর থেকে হেলেনা আমারই কাছে আছে। হেলেনা খুব ভাল মেয়ে। আমার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। অনেক ভাল ভাল গুণ আছে ওর মধ্যে।"

"আমি যাচ্ছি হেলেনা," মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাউন্ট বারট্রাম হেলেনাকে বললেন, "মাকে তোমার ভরসায় রেখে যাচ্ছি, এখন থেকে ওঁর দেখাশোনার সব দায়িত্ব তোমার। তুমি নিজেও শরীরের যত্ন নিতে ভুলো না।" বলে লর্ড লাফিউকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। কাউন্টেসের আশ্রিতা হেলেনা ভালবাসে তাঁর ছেলে বারট্রামকে, কিন্তু বারট্রামের মত সামাজিক ও বংশমর্যাদা তার নেই। চিকিৎসক হিসেবে হেলেনার বাবা খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষ। শুধু এই সামাজিক ব্যবধানের জন্য বারট্রামের স্ত্রী হবার স্বপ্ন কখনও দেখে না হেলেনা, মনে মনে ভালবাসলেও বারট্রামকে সে বরাবর প্রভু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। অন্যদিকে হেলেনার মনের খোঁজ রাখেন না বারট্রাম, সে যে তাঁকে ভালবাসে তা তিনি জানেনও না। মারা যাবার আগে গেরার্দ দ্য নরবোন অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি, আর দুষ্প্রাপ্য জড়িবুটি ও শেকড়-বাকড়ের গুণাগুণ হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন



হেলেনাকে, ফরাসি সম্রাটের দুরারোগ্য ব্যাধির বিবরণ শোনার পর থেকে প্যারিসে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা করার কথা ভাবতে শুরু করল হেলেনা। তার বাবারই শেখানো পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে সম্রাট যে সেরে উঠবেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হেলেনা। এছাড়া প্যারিসে গেলে হয়ত কাউন্ট বারট্রামকেও সেখানে দেখতে পারে—এই আশাও উঁকি দিচ্ছে তার মনে।

হেলেনা যে তাঁর ছেলেকে ভালবাসে, বারট্রামের মা বিধবা কাউন্টেস তা জানেন। হেলেনাকে তিনি পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে চান একথা তিনি তাকে মুখ ফুটে বললেন। প্যারিসে গিয়ে সম্রাটের চিকিৎসা করার অনুমতি হেলেনাকে দিলেন কাউন্টেস। এজন্য প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি আর কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক তিনি তাকে দিলেন।

* * *

গোড়ায় রাজি না হলেও হেলেনা গেরার্ড দ্য নরবোনের মেয়ে শুনে ফরাসি সম্রাট তার দেওয়া ওষুধ খেতে রাজি হলেন এবং তাকে দিয়েই নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করাতে সম্মত হলেন। শর্ত রইল হেলেনার দেওয়া ওষুধ খেয়ে দু'দিনের মধ্যে সম্রাট সেরে না উঠলে হেলেনার প্রাণদণ্ড হবে। আর যদি তিনি সেরে ওঠেন তাহলে রাজদরবারে যেকোনও অভিজাত ফরাসি যুবককে হেলেনা স্বামী হিসেবে পছন্দ করতে পারবে, সম্রাট নিজে তাঁর সঙ্গে হেলেনার বিয়ে দেবেন। হেলেনা সম্রাটকে বলল, তাঁর শর্তে সে রাজি।

হেলেনার দেওয়া ওষুধ খেয়ে দু'দিনের মধ্যে ফরাসি সম্রাট সেরে উঠলেন। তাঁর মনে হল যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। এবারে সম্রাটের আদেশে তাঁর রাজসভার অবিবাহিত অভিজাত ফরাসি যুবকেরা সবাই একপাশে সার বেঁধে দাঁড়াল। সম্রাট তাদের মধ্যে যে কোনও একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নিতে বললেন হেলেনাকে।

সেই যুবকদের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হেলেনা একসময় রুসিলনের তরুণ কাউন্ট বারট্রামকে দেখতে পেল। সম্রাটের সামনে সে বারট্রামকে বলল, "আমি আপনাদের আশ্রিত, তাই আপনাকে স্বামী হিসেবে বেছে নিচ্ছি একথা বলার সাহস বা অধিকার আমার নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যতদিন বাঁচব ততদিন যেন আপনার সেবা করে কাটাতে পারি।"



"তুমি যোগ্য লোককেই বেছে নিয়েছ, হেলেনা," বলে সম্রাট বারট্রামকে বললেন, "কাউন্ট বারট্রাম, হেলেনাকে তুমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করো।"

"ক্ষমা করবেন, সম্রাট," কাউন্ট বারট্রাম বললেন, 'আমি ফ্রান্সের এক অভিজাত বংশের সন্তান, রুসিলনের কাউন্ট। আর হেলেনা এক সাধারণ ঘরের মেয়ে যার বংশকৌলিন্য বলে কিছুই নেই। হেলেনা দেখতে সুশ্রী। ওর অনেক গুণও আছে, কিন্তু ওকে বিয়ে করলে আমি অভিজাত সমাজে মুখ দেখতে পারব না।"

"কাউন্ট বারট্রাম!" গম্ভীরগলায় সম্রাট বললেন, "অভিজাত বংশের সন্তান হলেও তুমি আমার অধীনস্থ এক সামন্ত রাজা ছাড়া কিছু নও! মনে রেখো সম্রাট কখনও তাঁর অধীনস্থ কোনও সামন্ত রাজার অবাধ্যতা সহ্য করেন না। এ-ও জেনে রাখো যে সম্রাট হিসেবে অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করার অধিকার আমার পুরোপুরি আছে। সেই অধিকার বলে আমি আদেশ দিচ্ছি হেলেনাকে তোমায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে!"

বলাবাহুল্য এরপরে কাউন্ট বারট্রাম আর প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন না, পরদিন গির্জায় রাজকীয় সমারোহে হেলেনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। এই উপলক্ষে ফরাসি সম্রাট এক বিশাল ভোজের আয়োজন করলেন। কিন্তু সম্রাটের আদেশে বিয়ে করলেও বারট্রাম যে তাকে মন থেকে গ্রহণ করেনি তা বুঝতে পেরে হতাশ হল হেলেনা।

হেলেনার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার এক পথ খুঁজে বের করলেন বারট্রাম। ফ্লোরেন্সের ডিউক শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় তাঁর ভ্রাতিভাই ফরাসি সম্রাটের সাহায্য চেয়েছিলেন। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে কাউন্ট বারট্রাম তাঁর বাহিনী নিয়ে ফ্লোরেন্স রওনা হলেন, যাবার আগে হেলেনাকে বললেন, "যুদ্ধ করতে আমাকে ফ্লোরেন্স যেতে হচ্ছে, এখন কিছুদিন আমায় সেখানে থাকতে হবে। জেনে রেখো, শুধু সম্রাটের আদেশে আমি তোমায় বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু এ বিয়ে আমি মনের দিক থেকে মোটেও মেনে নিতে পারছি না।"

"আমি তাহলে এখন কি করব?" জানতে চাইল হেলেনা।

"আমি আমার মাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি," বারট্রাম বললেন, "সেটা নিয়ে তুমি ওঁর কাছে চলে যাও।"



হেলেনার দেওয়া ওষুধে ফরাসি সম্রাটের দুরারোগ্য ব্যাধি সেরেছে, সম্রাট বারট্রামের সঙ্গে হেলেনার বিয়ে দিয়েছেন—এখবর শুনে রুসিলনের বিধবা কাউন্টেস যতটা খুশি হলেন, তেমনই হেলেনার সঙ্গে বারট্রাম যে খারাপ ব্যবহার করেছে তা শুনে দুঃখ পেলেন তার চেয়ে বেশি। শুধু সম্রাটের আদেশেই হেলেনার মত এক বংশমর্যাদাহীন মেয়েকে বিয়ে করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন, আর তার কাছ থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখতে তিনি ফ্লোরেন্সে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন মাকে লেখা চিঠিতেও এসব উল্লেখ করেছেন বারট্রাম। চিঠির শেষে হেলেনাকে উদ্দেশ্য করে বারট্রাম লিখেছেন "...যদি কখনও আমার আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নিতে পারো আর আমার সন্তানের মা হতে হতে পারো শুধু তাহলেই আমায় স্বামী বলে ডাকার অধিকার তুমি পাবে..."

"কিছু ভেবো না, হেলেনা,' কাউন্টেস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বারট্রাম তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে সেজন্য আমি লজ্জিত। তবে তোমাকে ছেলের বউ হিসেবে রাখবার যে সাধ আমার ছিল ঈশ্বর সে সাধ মিটিয়েছেন। তোমাকেও আমি বরাবর বারট্রামের মত সন্তানের চোখে দেখে এসেছি, এখন থেকে বারট্রামের বউ হিসেবে তুমি আগের মতই আমার কাছে থাকবে। এও জেনো, এই প্রাসাদ আর আমার বিষয় সম্পত্তিতে বারট্রামের মত তোমারও সমান অধিকার আছে। আমি বলছি মা, বিশ্বাস করো, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, স্বামীর মন তুমি ঠিকই পাবে।"

কিন্তু কাউন্টেসের সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হতে পারল না হেলেনা। ক'টা দিন একরকম কাটল তারপরে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাউন্টেস হেলেনাকে খুঁজে পেলেন না, তাঁকে লেখা হেলেনার একখানা চিঠি গোমস্তা রোনাল্ডো তাঁর হাতে তুলে দিল। কাউন্টেস দেখলেন তাতে লেখা—"...আমারই জন্য আপনার ছেলে দেশছাড়া হয়েছেন, এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি খালি পায়ে সেন্ট জ্যাকুইসে তীর্থ করতে চললাম। আমি যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি তা দয়া করে আপনার ছেলেকে জানাবেন। দয়া করে আমায় ভুল বুঝবেন না। বাবা মারা যাবার পরে আশ্রয় দিয়ে আপনি আমার যে অশেষ উপকার করেছেন সে ঋণ এ জন্মে আমি শোধ করতে পারব না। ইতি,

অভাগিনী হেলেনা"...



ফ্লোরেন্সের যুদ্ধে ডিউকের বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে জয়ী হলেন কাউন্ট বারট্রাম, এরপরেই মায়ের লেখা চিঠি পড়ে তিনি জানতে পারলেন হেলেনা তাঁদের প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে। আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে এবারে নিশ্চিন্ত মনে বারট্রাম রুসিলনে ফেরার জন্য তৈরি হতে লাগলেন, কিন্তু হেলেনা যে এরই মাঝে ফ্লোরেন্সে এসে পৌঁছেছে তা তিনি তখনও জানতে পারেননি।

সেন্ট জ্যাকুইস তীর্থে যাবার পথে পড়ে ফ্লোরেন্স। সেখানে পৌঁছে এক বিধবা মহিলার বাড়িতে আশ্রয় নিল হেলেনা। পরদিন মহিলা তাকে ডিউকের সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখাতে নিয়ে এলেন সেখানে বাহিনীর অধিনায়কের সঙ্গে কাউন্ট বারট্রামকে দেখে চমকে উঠল হেলেনা।

‘‘ইনি কাউন্ট বারট্রাম,’’ পাস থেকে বিধবা মহিলা বললেন, ‘‘সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যই ইনি ফ্রান্স থেকে লড়াই করতে চলে এসেছেন ফ্লোরেন্সে।’’ হেলেনা কোনও মন্তব্য না করে চুপ করে রইল। মহিলা বলতে লাগলেন, ‘‘...কাউন্ট বারট্রাম আমার মেয়েকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু নিজে বিবাহিত বলে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারছেন না। কাউন্ট আগামীকালই ওঁর দেশে ফিরে যাবেন, তার আগে আজ রাতে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার মেয়ের কোনও আকর্ষণ নেই তাই তাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে চায় না।

বাড়ি ফিরে হেলেনা সেই মহিলাকে বলল, ‘‘আমার নাম হেলেনা, কিছুদিন আগে কাউন্ট বারট্রামের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার সঙ্গ এড়িয়ে চলার জন্যই উনি ফ্রান্স ছেড়ে এতদূরে চলে এসেছেন। এখন আপনি আর আপনার মেয়ে সাহায্য করলে আমি আমার স্বামীকে ফিরে পেতে পারি।’’

‘‘বলো, কিভাবে তুমি আমাদের সাহায্য চাও?’’ জানতে চাইলেন সেই বিধবা মহিলা।

‘‘আপনার মেয়ে আজ রাতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি আছে এখবর এখুনি কাউন্ট বারট্রামকে পাঠান,’’ হেলেনা বলল।

‘‘তারপরে?’’ মহিলা বললেন, ‘‘এর ফল কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন?’’

‘‘নিশ্চয়ই ভেবেছি,’’ হেলেনা বলল, ‘‘খবর পেয়ে কাউন্ট বারট্রাম আজ রাতে এসে হাজির হবেন, কিন্তু আপনার মেয়ের বদলে তার পোশাক পরে ওঁর সঙ্গে দেখা করব আমি। কাউন্টের হাতের আঙ্গুলের একটা আংটি আছে সেটা আমি খুলে নিতে চাই। কাউন্ট বলেছেন ঐ আংটি ওঁর হাত থেকে



খুলতে পারলে তবেই উনি আমায় স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন। আপনাকে এও অনুরোধ করছি কাউন্ট বারট্রামকে জানিয়ে দিন যে আমি অর্থাৎ ওঁর স্ত্রী হেলেনা বেঁচে নেই। সে মারা গেছে।"

হেলেনার দুঃখের কাহিনী শুনে সেই মহিলা তার পরিকল্পনা সফল করতে সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন।

* * *

সেদিন বেশি রাতে কাউন্ট বারট্রাম সেজেগুজে এসে হাজির হলেন সেই মহিলার বাড়িতে। তাঁর মেয়ে ডায়নার শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। ডায়নার পোশাক পরে সেখানে অপেক্ষা করছিল হেলেনা, সে তাকে অভ্যর্থনা করে বসালো। কিন্তু ডায়নার পোশাক পরা হেলেনাকে চিনতে পারলেন না কাউন্ট বারট্রাম। সে ডায়না ধরে নিয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলেন আর বিয়ের প্রস্তাবও দিলেন। এবারে হেলেনা সুযোগ পেয়ে প্রেমের নিদর্শন হিসেবে বারট্রামের একটি আংটি চাইল সে। প্রথমে আপত্তি করলেও শেষপর্যন্ত আংটিটা আঙ্গুল থেকে খুলে বারট্রাম নিজেই তা পরিয়ে দিলেন হেলেনার আঙ্গুলে। ডায়নার পোশাক পরা হেলেনার সঙ্গে সারারাত কাটালেন বারট্রাম। সকাল হবার আগেই তিনি বিদায় নিয়ে রওনা রুসিলনে। সেদিনই সেই মহিলা আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে হেলেনাও রওনা হল রুসিলনে। ওদিকে রুসিলনের বৃদ্ধা কাউন্টেস অসুস্থ শুনে ফরাসি সম্রাট নিজে চলে এসেছেন তাঁকে দেখতে। হেলেনার মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখ পেলেন কাউন্টেস। হেলেনাকে ত্যাগ করার জন্য ফরাসি সম্রাট যথেষ্ট ধমকালেন কাউন্ট বারট্রামকে। এরই মাঝে ডায়নাকে বিয়ে করার আয়োজন করলেন কাউন্ট বারট্রাম। কিন্তু তার আগেই এসে হাজির হল হেলেনা, তার হাতের আঙ্গুলে নিজের আংটি দেখে চমকে গেলেন কাউন্ট বারট্রাম। জানতে চাইলেন, ঐ আংটি সে কোথায় পেয়েছে। তখন হেলেনা বলল ফ্লোরেন্সের শেষ রাতটুকু বারট্রাম তারই সঙ্গে কাটিয়েছিলেন কিন্তু পরণে ডায়নার পোশাক ছিল বলে তিনি তাকে চিনতে পারেননি। সে রাতে আংটি বারট্রামই নিজে হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন তার আঙুলে। একই সঙ্গে হেলেনা বারট্রামকে জানাল যে সে তাঁর সন্তানের মা হতে চলেছে। হেলেনাকে ডায়না ভেবেই যে বারট্রাম তার সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলেন ডায়না আর তার মা তা সমর্থন করল। সব শুনে কাউন্ট বারট্রাম হেলেনাকে এতদিন পরে তাঁর বৈধ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন।



কিং জন

রাজা জন-এর প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষ। ফরাসি রাজদূত লর্ড স্যাতিলোঁ এসেছেন তাঁর কাছে। রাজার পাশে বসেছেন রাজামাতা এলিনর। পেমব্রোক ও স্যালিসবেরির আর্ল সমেত বাকি সব লর্ড ও আর্ল আর অন্যান্য সভাসদেরা বসেছেন কিছু তফাতে।

"বলুন লর্ড স্যাতিলোঁ," ফরাসি রাজদূতের দিকে তাকালেন রাজা জন, "আপনারা প্রভু ফরাসিরাজ কি প্রস্তাব দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেন?"

"মহারাজ," লর্ড স্যাতিলোঁ বললেন, "আপনার মৃত বড় ভাই জিওফ্রের ছেলে আর্থারের পক্ষে আমার প্রভু এই দাবি জানিয়েছেন যে, এই দ্বীপ আর তার লাগোয়া এলাকা সমেত কয়েকটিয়ার, আঞ্জু, তুরেন ও মেইন — এই কটি রাজ্য আপনি জোর করে দখল করেছেন। আমার প্রভু চান আপনি এসব ভূখণ্ড আপনার ভাইপো ও সিংহাসনের একমাত্র ন্যায্য উত্তরাধিকারী আর্থারকে অবিলম্বে ফিরিয়ে দিন।"

"তাই নাকি?" কয়েক মুহূর্ত ফরাসি রাজদূতের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা জন বললেন, "আর আপনার প্রভুর এই প্রস্তাব যদি আমি মেনে না নিই তাহলে কি হবে?"

"সে অধিকার আপনি কেড়ে নিয়েছেন," লর্ড স্যাতিলোঁ বললেন, "সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে তা ফিরিয়ে নেবার জন্য শুরু হবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।"

"তাই নাকি?" হেসে রাজা জন বললেন, "তাহলে লর্ড স্যাতিলো, দেশে ফিরে গিয়ে আপনার প্রভুকে জানাবেন আমরা যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ আর রক্তের বদলে রক্ত চাই। আর ফরাসিরাজ যে দমননীতির কথা বলছেন,



পাল্টা দমননীতির মাধ্যমেই আমরা তার জবাব দেব। ফ্রান্সের দম্ভ ইংল্যান্ড এভাবেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।"

"আমার প্রভু যা বলতে বলেছিলেন তা আপনাকে জানিয়ে গেলাম," বললেন লর্ড স্যাতিলোঁ, "দূত হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করে গেলাম।"

"সময় থাকতে থাকতে যত শীগগির পারেন ফ্রান্সে ফিরে যান।" রাজা জন বললেন, "হয়ত এমনও হতে পারে যে আমার জবাব যখন আপনার প্রভুকে বলছেন ঠিক তখনই আমি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছাব।" "লর্ড পেমব্রোক!" আর্ল অফ পেমব্রোকের দিকে তাকিয়ে রাজা জন বললেন, "লর্ড স্যাতিলোঁ যাতে নিরাপদে সসম্মানে ফ্রান্সে ফিরে যেতে পারেন আপনি সে ব্যবস্থা করে দি।" মনে মনে বললেন, "উচ্চাকাঙ্খা কাকে বলে আর্থারের মা কন্সট্যান্সের ভাবগতিক দেখে শেখো জন। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স সমেত গোটা দুনিয়াটাই উনি ছেলের নামে দখল করতে চান। অথচ শুধু অন্তরের ভালবাসা দিয়ে এ যুদ্ধ অনায়াসে এড়ানো যেত। তা তো হল না, এখন ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স দুটি দেশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে।"

* * *

ফ্রান্সের অ্যাঞ্জিয়ার্সে ফরাসিরাজ ফিলিপের শিবিরের বহির্ভাগ। ফরাসিরাজ ফিলিপ ছাড়া রাজা জন-এর ভাইপো আর্থার, তার মা কন্সট্যান্স আর ফরাসি যুবরাজ লিউইস বসে আছেন। খানিকবাদে সৈন্যবাহিনী সমেত এসে হাজির হলেন অস্ট্রিয়ার ডিউক লিমোজেস।

"আর্থার" ইশারায় অস্ট্রিয়ার ডিউককে দেখিয়ে রাজা ফিলিপ বললেন, "ইনি অস্ট্রিয়ার ডিউক মহাবীর লিমোজেস, প্যালেস্টাইনের ধর্মযুদ্ধে যিনি অসীম বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তোমার বংশের সেই মহাবীর রিচার্ড অকালে এঁর হাতে নিহত হন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইনি অনুতপ্ত হয়েছেন, আর তাই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রাজা জন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিজের বাহিনী নিয়ে এসেছেন। ইনি সবদিক থেকে তোমায় সাহায্য করবেন।"

"মহান ডিউক," আর্থার বলল, "কোয়্যার দ্য লায়ন-এর অকালমৃত্যুর জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে আপনার হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তাঁর বংশধরের

অধিকার রক্ষা করতে আপনি নিজের বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছেন তাই ঈশ্বরের মার্জনা আপনি পাবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি অসহায় হলেও আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।"

"আর্থারের মা হিসেবে আমিও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি," বললেন আর্থারের মা কন্সট্যান্স।

"আর্থার," তার দু'গালে চুমু খেয়ে বললেন অস্ট্রিয়ার ডিউক, "ফ্রান্সের অ্যাঞ্জিয়ার্স সমেত অন্যান্য এলাকা যতদিন না তোমার অধিকারে আসছে, যতদিন না ইংল্যান্ড তোমাকে তার অধীশ্বর হিসেবে অভিবাদন জানাচ্ছে ততদিন আমি বাড়ি ফিরব না।"

"এবারে তাহলে যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে," বললেন ফরাসিরাজ ফিলিপ, "এই অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরী আর্থারের, সময় ও সুযোগ বুঝে আমাদের বাহিনী এই অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরী আক্রমণ করবে। এই নগরীকে আর্থারের অধিকারে আনতে দরকার হলে ফরাসিরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবে।"

"তার আগে দেখুন ফরাসি রাজদূত কি খবর নিয়ে আসেন," বললেন কন্সট্যান্স, "লর্ড স্যাতিলোঁ যদি কোনও শান্তিপূর্ণ প্রতিশ্রুতির খবর নিয়ে আসেন তাহলে হয়ত যুদ্ধের আর প্রয়োজন হবে না।" তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি রাজদূত লর্ড স্যাতিলোঁ এসে হাজির হলেন।

"এই যে লর্ড স্যাতিলোঁ এসে গেছেন," বললেন ফরাসিরাজ ফিলিপ, "আমাদের দাবি শুনে ইংল্যান্ডের রাজা জন কি জবাব দিয়েছেন তা জানার জন্যই অপেক্ষা করছি।"

"মহারাজ," লর্ড স্যাতিলোঁ অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "গোড়াতেই বলে রাখি রাজা জন আপনার ন্যায়সঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করেছেন। এ-ও জেনে রাখুন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা জন এই নগরীর দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন রাজমাতা এলিনর, রাজা জন-এর ভাগ্নি স্পেনের রাজকন্যা লেডি ব্লান্স, আর ফিলিপ নামে মৃত রাজার এক অবৈধ সন্তান। এছাড়া লর্ড আর আর্লরাও সঙ্গে আসছেন।"

লর্ড স্যাতিলোঁর কথা শেষ হবার কিছুক্ষণ পরে যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে রাজা জন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছোলেন অ্যাঞ্জিয়ার্স-এ। রাজমাতা এলিনর, ভাগ্নি লেডি ব্লান্স আর আর্ল অফ পেমব্রোককে সঙ্গে



নিয়ে ফরাসি শিবিরে এলেন রাজা জন। কোনও ভূমিকা না করে ফরাসিরাজ ফিলিপকে বললেন; "যে অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরী আপনি অবরোধ করে আছেন আমরা তার দখল দাবি করছি। আমাদের দাবি মেনে নেন তো ভাল, না নিলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডকে যুদ্ধ করতেই হবে, আর সে যুদ্ধের ফল হবে ভয়ানক।

"রাজা জন," ফরাসিরাজ ফিলিপ বললেন, "আমরা ইংল্যান্ডের হিতাকাঙ্খী। কিন্তু আমি জানতে চাই ইংল্যান্ডের সিংহাসন যার প্রাপ্য, কোন অধিকারে সেই আর্থারকে বঞ্চিত করে আপনি নিজে সেই সিংহাসন দখল করেছেন?"

রাজা জন জবাব দেবার আগেই ইংল্যান্ডের সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী কে তাই নিয়ে রাজমাতা এলিনর আর আর্থারের মা কন্সট্যান্সের মধ্যে শুরু হল কথা কাটাকাটি। এরপরে আর্থারের ইচ্ছানুযায়ী অ্যাঞ্জিয়ার্সের বাসিন্দাদের ডেকে আনা হল ফরাসি শিবিরে। ফরাসিরাজ ফিলিপ তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "মন দিয়ে শোনো সবাই। আমি ফরাসিরাজ বলছি। ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের স্বার্থে তোমাদের এখানে ডাকিয়ে আনা হয়েছে।"

"অ্যাঞ্জিয়ার্সের অধিবাসী ও আমার প্রজাবৃন্দ!" ফরাসিরাজের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন রাজা জন, "ইংল্যান্ড তার নিজের দরকারে তোমাদের আহ্বান করেছে। সবাই শোনো, তোমাদের এই অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরী অধিকার করতে ফরাসিরাজ ফিলিপ তাঁর বাহিনী নিয়ে এখানে শিবিরে পেতে নগরীতে ঢোকার পথ আগলে বসে আছেন। আমি তোমাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে না এলে এতক্ষণে নগরীর পথঘাট তোমাদের রক্তে লাল হয়ে উঠত। আমি সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছি দেখে ফরাসিরাজ ঘাবড়ে গেছেন, যুদ্ধে হেরে যাবেন বুঝতে পেরে এখন উনি দূত পাঠিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছেন। আমি তোমাদের রাজা, সেই সুদূর ইংল্যান্ড থেকে তোমাদের বাঁচাতে এসেছি। এবারে তোমরা সৈন্যবাহিনী সমেত আমাকে তোমাদের নগরীর ভেতরে ঢুকতে দাও। নগরীর তোরণদ্বার খুলে দাও, আমি ভেতরে আশ্রয় নিতে চাই।"

"এবারে আমার কথা শোনো সবাই," অ্যাঞ্জিয়ার্সের নাগরিকদের লক্ষ্য করে গলা চড়ালেন ফরাসিরাজ ফিলিপ, পাশে দাঁড়ানো আর্থারকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, "আমার পাশে এই যে অল্পবয়সী ছেলেটিকে দেখছো এঁর নাম আর্থার, তোমাদের অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরী এঁরই অধিকার করার কথা।



আর ইংল্যান্ড থেকে এই যে রাজা জন এসেছেন তিনি সম্পর্কে এঁর কাকা, ইংল্যান্ডের সিংহাসনের অধিকার এই রাজা জনই তাঁর এই ভাইপোর কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছেন। রাজা জন-এর অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান, আর তাই সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমরা তোমাদের নগরীর সীমানায় এসে ঘাঁটি গেড়েছি। খোলাখুলিভাবেই বলছি আর্থারকে তাঁর ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তাই বলছি, আর্থারের আনুগত্য স্বীকার করে তোমরা তাঁকে অ্যাঞ্জিয়ার্সের রাজার আসনে বসিয়ে দাও, প্রকৃত রাজাকে তাঁর ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দাও।'

"আমরা ইংল্যান্ডের রাজা জন-এর পক্ষে," ফরাসিরাজের বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে জনতা সমবেত গলায় বলে উঠল, "তাঁকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না। রাজা জন-এরই অনুগ্রহে আমরা বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি।"

"তার মানে তোমরা আমাকেই তোমাদের রাজা বলে মেনে নিচ্ছ," জনতার রায় শুনে খুশিভরা গলায় বলে উঠলেন রাজা জন, "তাহলে এবারে আমায় আমার বাহিনী সমেত নগরীর ভেতরে ঢুকতে দাও। নগরীর তোরণ দ্বার খুলে দাও।"

"মাপ করবেন," জনতা এবারে সুর পাল্টে বলল, "আপনাদের দু'জনের মধ্যে যিনি নিজেকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন আমরা তাঁকেই অভিবাদন জানিয়ে রাজসিংহাসনে বসাব। সিংহাসনের অধিকার আপনাদের দু'জনের মধ্যে কার বেশি তা আপনারাই স্থির করুন। যিনি প্রকৃত অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন, আমরা তাঁকেই আমাদের রাজা হিসেবে মেনে নেব।"

অ্যাঞ্জিয়ার্সের নাগরিকদের মনোভাব জানতে পেরে রাজা জন আর ফরাসিরাজ ফিলিপ দু'জনেই বুঝলেন কোনমতেই আর যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব নয়। এবারে শুরু হল প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দীর্ঘকাল একটানা যুদ্ধ চলার ফলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড দু'পক্ষেরই প্রচুর সৈন্য নিহত হল। গোড়ার দিকে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখে সবাই ধরে নিয়েছিল ফরাসিরাজ ফিলিপ-ই যুদ্ধে জয়ী হবেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত জয়ী হলেন ইংল্যান্ডের রাজা জন। একসময় অ্যাঞ্জিয়ার্সের নাগরিকরা একজোট হয়ে এসে দেখা করল ফরাসিরাজ ফিলিপ আর ইংল্যান্ডের রাজা জন-এর সঙ্গে। যুদ্ধের বদলে শান্তিপূর্ণ পথে



দু'পক্ষের বিবাদের অবসান ঘটানোর এক অভিনব প্রস্তাব দিল তারা—রাজা জন-এর ভাগ্নি লেডি ব্লান্স স্পেনের রাজকন্যা, রূপে গুণে তার জুড়ি মেলা ভার। তারা ফরাসি যুবরাজ লিউইসের সঙ্গে লেডি ব্লান্স-এর বিয়ের প্রস্তাব দিল। নাগরিকেরা বলল, এই বিয়ে হলে ফরাসি যুবরাজ লিউইস আর রাজ জন দু'জনেরই অধিকারে থাকবে অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরী। নাগরিকেরা এ-ও বলল এই প্রস্তাবে যদি দু'পক্ষ রাজি থাকে শুধু তাহলেই তারা নগরীর তোরণদ্বার খুলে দেবে। নাগরিকদের সিদ্ধান্ত শুনে খুশি হলেন রাজা জন-এর মা এলিনর। রাজা জন-এর ভাগ্নি লেডি ব্লান্স আর ফরাসিরাজের ছেলে যুবরাজ লিউইস দু'জনেরই দু'জনকে পছন্দ হয়েছে, তাই সবার সামনে খোলাখুলিভাবে তারা এ বিয়েতে রাজি বলে জানাল। সবার সামনে ফরাসিরাজ ফিলিপ এরপরে লেডি ব্লান্সের হাত যুবরাজ লিউইসের হাতে তুলে দিয়ে তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন কামনা করে আশীর্বাদ করলেন। তারপরে অ্যাঞ্জিয়ার্সের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে নগরীর তোরণদ্বার খুলে দেবার অনুরোধ জানালেন। রাজা জন এবারে তাঁর ভাইপো আর্থারকে ব্রিটেনের ডিউক ও রিচমণ্ডের আর্ল খেতাব দেবেন বললেন, সেইসঙ্গে তিনি যা দখল করতে এতদূর থেকে এসেছেন সেই অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরীও তার হাতে তুলে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ওদিকে ফরাসি শিবিরে ধূমায়িত হচ্ছে নতুন অশান্তি, এই বিয়ের মাধ্যমে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সন্ধি হয়েছে শুনে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন আর্থারের মা কন্সট্যান্স। এই সন্ধির ফলে তাঁর নিজের স্বার্থ যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। উত্তেজিত কন্সট্যান্স বারবার বলছেন তাঁর ছেলে আর্থারের হয়ে রাজা জন-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি ফরাসিরাজ ফিলিপ আর অস্ট্রিয়ার ডিউক লিমোজেস দু'জনেই দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ না করে শেষপর্যন্ত তাঁর মহাশত্রু রাজা জন-এর সঙ্গে সন্ধি করে তাঁরা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। অস্ট্রিয়ার ডিউক লিমোজেস অনেক চেষ্টা করেও কন্সট্যান্সকে শান্ত করতে পারলেন না। যুদ্ধ করবেন বলে কথা দিয়েও তিনি ও ফরাসিরাজ ফিলিপ রাজা জন-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বারবার এই একই কথা বলে চলেছেন। যুদ্ধের সাজের অঙ্গ হিসেবে অস্ট্রিয়ার ডিউক গায়ে পরেছেন সিংহের চামড়া। মুখে এঁটেছেন সিংহের মুখোস। কন্সট্যান্স তাঁকে সিংহের চামড়া খুলে বাছুরের চামড়া পরতে বললেন। কন্সট্যান্স-



এর মুখে এমন মন্তব্য শুনে অপমানিত বোধ করলেন ডিউক লিমোজেস। রাজা জন-এর কানে খবর পৌঁছতে তিনি নিজেও পড়লেন অস্বস্তিতে। এরই মধ্যে রোমের পোপের প্রতিনিধি হিসেবে এসে হাজির হলেন মিলানের কার্ডিন্যাল পান্ডালফ। চার্চের প্রথা ভেঙে রাজা জন কেন তাঁর নিজের পছন্দের পাত্রকে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ পদে বসিয়েছেন তার কৈফিয়ৎ দাবি করলেন। উত্তরে রাজা জন বললেন, তিনি ঈশ্বরের নামে রাজ্যশাসন করেন, তাই সাধারণ মানুষ হয়ে তাঁর কৈফিয়ৎ দাবি করার অধিকার রোমের পোপ বা কার্ডিন্যাল প্যান্ডালফ্—কারোরই নেই। রাজা জন এ-ও বললেন, পোপ-এর অভিশাপের ভয় তিনি পান না এবং আজীবন তিনি পোপ-এর বিরোধিতা করেই যাবেন। রাজা জন-এর উত্তর শুনে কার্ডিন্যাল প্যান্ডালফ্ তাঁকে অভিশাপ দিলেন, সেইসঙ্গে ফরাসিরাজ ফিলিপকে বললেন, রাজা জন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করলে তিনি তাঁকেও অভিশাপ দেবেন।

এই পরিস্থিতিতে ফরাসিরাজ ফিলিপ পড়লেন মুশকিলে—তাঁর ছেলে যুবরাজ লিউইসের সঙ্গে রাজা জন-এর ভাগ্নি ব্লান্স-এর বিয়ের ভেতর দিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে শান্তি আর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবারে প্যান্ডালফ্-এর নির্দেশ মানতে গেলে সেই শান্তি ও ঐক্যের প্রচেষ্টা ভেঙে আবার দুটি দেশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে।

ওদিকে প্যান্ডালফ্ তাঁর দাবিতে অনড়। রোমের পোপ ও চার্চের মর্যাদার দোহাই পেড়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বারবার তিনি ফরাসিরাজ ফিলিপকে প্ররোচিত করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশ না মানলে মহান পোপ ও ঈশ্বরের অভিশাপ তাঁর ওপরেও বর্ষিত হবে বলে ভয়ও দেখাতে লাগলেন। যুবরাজ লিউইস কাছেই ছিলেন। প্যান্ডালফ্-এর মন্তব্যে প্রভাবিত হয়ে একসময় তিনি নিজেও সন্ধি ভেঙে তাঁর বাবাকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বললেন। কোনও উপায় না দেখে ফরাসিরাজ ফিলিপ শেষপর্যন্ত সন্ধি প্রত্যাহার করে নিলেন। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে আবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের গোড়াতেই নিহত হলেন অস্ট্রিয়ার ডিউক লিমোজেস। এরপরে রাজা জন তাঁর ভাইপো আর্থারকে বন্দী করে তুলে দিলেন হিউবার্ট দ্য বার্গ নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত চরের হাতে। রাজা জন এর নির্দেশে হিউবার্ট, আর্থারকে ইংল্যান্ডে নিজের দুর্গে এনে আটকে রাখল।



হিউবার্টকে লেখা একটি চিঠিতে রাজা জন তাঁর ভাইপোকে আর্থার-এর দু'চোখ অন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে হিউবার্ট তার ঘাতকদের লোহার থালা গরম করতে বলল। তারপরে রাজার লেখা সেই নির্দেশ পড়তে দিল বন্দী আর্থারকে। কাকা তার দু'চোখ অন্ধ করে দেবার নির্দেশ হিউবার্টকে দিয়েছে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেল আর্থার, তার চোখ দুটি বাঁচানোর জন্য বারবার সে হিউবার্টের কাছে মিনতি করতে লাগল। হিউবার্ট অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড, কিন্তু তা হলেও আর্থারের ওপরে তার মায়া পড়ে গেছে, তাই রাজা জন-এর নির্দেশ অনুযায়ী সে আর্থারের দু'চোখ উপড়ে নিতে পারল না।

হিউবার্ট তার চোখ দুটো বাঁচিয়েছে বলে আর্থার তাকে ধন্যবাদ দিল। শুনে হিউবার্ট বলল, "আপনি আমার ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকুন যুবরাজ! জানবেন আমায় দিয়ে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। আপনি মারা গেছেন এই খবরটা আমি আমার লোকেদের দিয়ে চারদিকে রটিয়ে দেব, আপনার কাকা রাজা জনকেও তাই জানাব।"

ইংল্যান্ডে নিজের প্রাসাদে রাজা জন-এর দ্বিতীয় অভিষেক উৎসব উপলক্ষে আর্ল অফ পেমব্রোক আর আর্ল অফ স্যালিসবেরি সমেত আরও কয়েকজন অনুগত লর্ড এসেছেন। রাজা জন ভাইপো আর্থারকে বিনা অপরাধে আটকে রাখার ফলে প্রজাদের মধ্যে ক্রমেই যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে—এই কথাটা রাজাকে আর্ল অফ পেমব্রোক জানালেন। তাঁর কথা শেষ হতেই রাজা বললেন, আর্থারকে তিনি মুক্তি দিলেন। রাজা এই ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হল হিউবার্ট দ্য বার্গ, অভিবাদন জানিয়ে সে রাজাকে জানাল আর্থার মারা গেছে।

আর্থারের আচমকা মারা যাবার ব্যাপারটা পেমব্রোক আর স্যালিসবেরির দুই আর্ল স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারলেন না। আর্থারের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি, তাকে খুন করা হয়েছে—এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন দু'জনেই। আর্থারের সমাধি খুঁজে বের করবেন বলে তাঁরা রাজাকে কথা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রাসাদ থেকে। রাজার অনুগত অন্যান্য লর্ডরাও তাঁদের পেছন পেছন বেরিয়ে এলেন। এরই মাঝে এক অনুচর এসে জানাল উন্মাদ অবস্থায় মারা গেছেন আর্থারের মা লেডি কন্সটান্স। আর তার ক'দিন বাদে রাজা জনের মা এলিনরও প্রাণত্যাগ করেছেন। একইসঙ্গে অনুচরটি দিল এক চরম দুঃসংবাদ—ফরাসিবাহিনী ঝড়ের বেগে ধেয়ে



আসছে ইংল্যান্ডের দিকে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তারা বদ্ধপরিকর। ফরাসিবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফরাসিরাজ ফিলিপের ছেলে লিউইস। হিউবার্ট দ্য বার্থ তখনও রাজার সামনেই বসে আছে। খানিকবাদে পিটার অফ পমফ্রেট নামে এক ভয়িষ্যদ্বক্তা সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে ফিলিপ এল রাজা জন-এর কাছে। অভিবাদন জানিয়ে সে রাজাকে বলল, তাঁর আচরণে ইংল্যান্ডের প্রজারা ক্ষুব্ধ, তার সঙ্গী সন্ন্যাসী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে দ্বিতীয় অভিষেকের আগের দিন রাজা জনকে তাঁর রাজমুকুট চিরদিনের জন্য খুলে ফেলতে হবে।

সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তাঁর ওপরে রেগে গেলেন রাজা জন। তাঁর দ্বিতীয় অভিষেক উৎসবের দিন দুপুরবেলা সন্ন্যাসীকে ফাঁসিতে ঝোলানোর নির্দেশ তিনি হিউবার্টকে দিলেন। হিউবার্ট সন্ন্যাসীকে কারাগারে আটকে রেখে ফিরে এল রাজার কাছে। এবারে ফিলিপ জানাল, শুধু প্রজারা নয় ক'দিন আগেও যারা ছিলেন রাজার একান্ত বশম্বদ আর হিতাকাঙ্খী, সেই সম্ভ্রান্ত লর্ড আর আর্লরাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন রাজার ওপরে। রাজার নির্দেশেই আর্থারকে খুন করা হয়েছে এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত, তাই আর্থারের কবর খুঁজে বের করতে তাঁরা একজোট হয়ে পথে বেরিয়েছেন। লর্ড আর আর্লদের অপরিসীম ক্ষমতার কথা জানেন রাজা জন। তাঁরাও আজ তাঁর ওপরে ক্ষেপে উঠেছেন জেনে ভয় পেলেন রাজা জন তাঁদের আবার তাঁর পক্ষে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ফিলিপকে অনুরোধ করলেন। ফিলিপ তাঁর অনুরোধ রাখতে বিদায় নিল। এবার রাজাকে একা পেয়ে হিউবার্ট বলল, আগের দিন রাতে ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ আকাশে পাঁচটা চাঁদ দেখেছে—যা রাজ্যের পক্ষে খুবই অশুভ লক্ষণ। চাষী, মজুর, কামার, মুচি সবাই বলাবলি করছে আর্থারের আকস্মিক মৃত্যু আর ফরাসিবাহিনীর ইংল্যান্ড আক্রমণের সঙ্গে এই অশুভ লক্ষণের সম্পর্ক আছে।

আর্থারকে খুন করে সে অন্যায় করেছে বলে রাজা জন হিউবার্টকে দোষারোপ করতে লাগলেন। শুনে হিউবার্ট বলল তাঁর লিখিত আদেশ পেয়েই সে খুন করেছে আর্থারকে। সেই লিখিত নির্দেশের নিচে রাজার সীলমোহর ছিল তাও সে তাঁকে মনে করিয়ে দিল। কিন্তু রাজা জন তার এ যুক্তি মানতে চাইলেন না। তাঁর অন্যায় আদেশ পালন করে হিউবার্ট আরও বড় অন্যায় করেছে—একথা বারবার বলতে লাগলেন তিনি। বারেবারে এক অভিযোগ শুনে বিরক্ত হয়ে হিউবার্ট একসময় বলল, আর্থার



মরেনি। সে এখনও বেঁচে আছে। শুনে রাজা জন আর্থারকে তখনই তাঁর কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সে নির্দেশ পালন করতে হিউবার্ট বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে।

এদিকে দুর্গে একটানা বন্দীজীবন কাটাতে কাটাতে একসময় জীবনের ওপরে আর্থারের ঘেন্না ধরে গেল। সবার চোখ এড়িয়ে সে দুর্গে পাঁচিলের ওপরে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে। ঠিক তার কিছুক্ষণ আগে সেই দুর্গের সামনে এসে পড়েছেন পেমব্রোক আর স্যালিসবেরির দুই আর্ল, চোখের সামনে আর্থারের রক্তাক্ত মৃতদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন। ততক্ষণে হিউবার্ট দ্য বার্থ নিজেও এসে পৌঁছেছে সেখানে। তাকে দেখতে পেয়ে দুই আর্ল আর্থারের মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করলেন। আর্থারের মৃতদেহ দেখে অবাক হল হিউবার্ট নিজেও।

অন্যদিকে রাজা জন-এর প্রাসাদে নাটকের নতুন অঙ্কের যবনিকা উঠেছে। তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন পোপের প্রতিনিধি ক্যার্ডিন্যাল প্যান্ডালফ্। ফ্রান্সে তাঁর বিরোধিতা করার পরে প্যান্ডালফ্ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন, আর তারপরে পরিস্থিতি একের পর এক বিরুদ্ধে যাবার ফলে দারুণ ধাক্কা খেয়েছে রাজা জন-এর মনোবল, তাই এবারে তিনি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। আর্থারের অকালমৃত্যুর ফলে ইংল্যান্ডের প্রজারা তাঁর ওপর ক্ষেপে উঠেছে—একথা প্যানডালফ্ও বললেন রাজাকে। সেকথা শুনে ভীত হলেন রাজা জন। নিজের রাজমুকুট খুলে তিনি প্যান্ডালফ্-এর হাতে দিয়ে বললেন, "আমার যাবতীয় গৌরব আর রাজসম্মান আপনার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। রাজমুকুটের এই গুরুভার আমি আর সইতে পারছি না। দোহাই, আমায় মুক্তি দিন। ফিরিয়ে নিন আমার সিংহাসন!"

"এত ভেঙে পড়বেন না, রাজা!" রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়ে প্যান্ডালফ্ বললেন, "পোপের আশীর্বাদ হিসেবে আপনার রাজমুকুট আর রাজকীয় অধিকার আমি আপনাকেই ফিরিয়ে দিলাম।"

"ফরাসিরা ইংল্যান্ড আক্রমণ করতে আসছে," রাজা জন বললেন "দেরি না করে আপনি এখুনি গিয়ে তাদের অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করুন, আপনার সব ক্ষমতা দিয়ে বন্ধ করুন ওদের এই অভিযান। প্রজারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিদেশী শক্তির প্রতি আনুগত্য জানাচ্ছে। এই মানসিকতা থেকে শুধু আপনিই আমার প্রজাদের বাঁচাতে পারেন।"

"ভয় নেই, মহারাজ," হেসে বললেন প্যান্ডালফ্, "পোপের প্রতি আপনি অশিষ্ট আচরণ করেছিলেন তাই এই অশান্তির ঝড় আমিই তুলেছি। এখন আপনি যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন তখন আমিই আবার এ ঝড় শান্ত করব।"

প্যান্ডালফ্ চলে যেতে ভেতরে এল ফিলিপ, তার মুখ থেকে রাজা জন শুনলেন কেন্ট ছাড়া তাঁর সব ক'টি দুর্গ ফরাসিরা অধিকার করেছে, রাজার অনুগত লর্ড আর আর্লরাও যোগ দিয়েছে তাদের পক্ষে। ফিলিপের মুখ থেকেই রাজা শুনলেন আর্থার আত্মহত্যা করেছে, তার রক্তাক্ত মৃতদেহ দুর্গের বাইরে পথের ধারে পড়ে থাকতে দেখেছেন পেমব্রোক আর স্যালিসবেরির দুই আর্ল। পোপের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন এমন কাজ করে রাজা জন নিজেকে বিকিয়ে দিলেন। কিন্তু তখন আর এনিয়ে চিন্তাভাবনার সময় নেই। দেশ আর সিংহাসন বাঁচাতে রাজা জন রোমের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এরপরে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে তিনি আশ্রয় নিলেন সুইনস্টেড গির্জায়, সেখানে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় এক সন্ন্যাসী তাঁর দেহে বিষপ্রয়োগ করলেন। খানিকবাদে রাজা জন-এর দেহে শুরু হল বিষের প্রতিক্রিয়া। চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে রাজা জন বুঝতে পারলেন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন তিনি মৃত্যুর দিকে। ওয়েস্টমিনিস্টারে যেন তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়—এই শেষ ইচ্ছা জানিয়ে মৃত্যুর কোলে একসময় ঢলে পড়লেন রাজা জন। অমাত্যরা সবাই আলোচনা করে একমত হয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাঁর পুত্র হেনরিকে বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।



কিং রিচার্ড দ্য সেকেণ্ড

রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পরে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন তাঁর নাতি রিচার্ড—বয়স যার মাত্র এগারো। ইংল্যান্ডের মানুষ যাঁকে 'ব্ল্যাক প্রিন্স' নামে উল্লেখ করতেন অকালমৃত সেই বীর রাজপুত্র ছিলেন রিচার্ডের বাবা।

বয়স খুবই কম বলে রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বারোজন উপদেষ্টার কাউন্সিল বা পর্ষদ রিচার্ডকে দেওয়া হল। কাজকর্ম তদারক করার নামে রিচার্ডের তিন কাকা এঁদের রাজ্য পরিচালনার কাজে যখন তখন হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন, এবং একসময় রিচার্ডের কাকাদের অন্যতম গ্লস্টারের ডিউক নিজেই এই কাউন্সিলের প্রধানের পদটি দখল করে বসলেন। রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পেয়ে যা খুশি তাই করতে লাগলেন গ্লস্টারের ডিউক। বয়স কম হলেও রিচার্ড কিন্তু সব দেখলেন, তিনি সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাইশ বছর বয়স হতেই রিচার্ড তাঁর উপদেষ্টা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে রাজ্যশাসনের পুরো দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। এর কিছুদিন পরে রিচার্ডের আদেশে গ্রেপ্তার হলেন তাঁর কাকা ডিউক অফ গ্লস্টার। নরফোকের ডিউক টমাস মব্রের অধীন ক্যালে দুর্গে তাঁকে বন্দী করে রাখা হল। ক্যালে দুর্গে বন্দী অবস্থায় মারা গেলেন ডিউক অফ গ্লস্টার। রাজার নির্দেশেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এটাই ধরে নিল সবাই। এরপরে রিচার্ডের ইচ্ছায় ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট দেশ-শাসনের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে সঁপে দিতে বাধ্য হল। এর ফলে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজার ইচ্ছাই হয়ে দাঁড়াল শেষ কথা, চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন রিচার্ড।



রাজার ইচ্ছেতেই ডিউক অফ গ্লস্টারকে হত্যা করা হয়েছে একথা মুখ খুলে বলার মত সাহস রিচার্ডের বাকি দুই কাকা ডিউক অফ ল্যাঙ্কাস্টার আর ডিউক অফ ইয়র্কের ছিল না। কিন্তু ডিউক অফ ল্যাঙ্কাস্টারের ছেলে হেনরি বোলিংব্রোক ছিলেন দুঃসাহসী। মৃত ডিউক অফ গ্লস্টারের বিধবা স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর শ্যালিকা। তিনি এ ব্যাপারে আর সবার মত মুখ বুজে রইলেন না। কাকা গ্লস্টারের ডিউকের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনি নরফোকের ডিউক টমাস মব্রেকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন। তিনি এ-ও বললেন যে সৈন্যদের দেবার নাম করে মব্রে আট হাজার মুদ্রা নিয়েছেন রাজার কাছ থেকে। কিন্তু সৈন্যদের না দিয়ে সে টাকা তিনি নিজের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছেন। এছাড়া গত আঠারো বছরে ইংল্যান্ডে ও তার শাসনাধীন এলাকায় যখন যে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে তার পরিকল্পনা করেছেন মব্রেই। সবশেষে হেনরি বোলিংব্রোক বললেন, একইভাবে ক্যালে দুর্গে বন্দী তাঁর কাকা গ্লস্টারের ডিউকের হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন টমাস মব্রে এবং তাঁর বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগের স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে তাঁর কাছে।

এবারে টমাস মব্রে নিজে মুখ খুললেন, তাঁর বিরুদ্ধে বোলিংব্রোক যেসব অভিযোগ এনেছেন তার সব ক'টিই মিথ্যা, একথা জোরগলায় বললেন তিনি। বোলিংব্রোক যে আট হাজার টাকার অভিযোগ এনেছেন সেই প্রসঙ্গে মব্রে বললেন, ঐ টাকার মোট তিনভাগের একভাগ, ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর সৈনিকদের বিলিয়ে দিয়েছেন। বাকি টাকা তাঁর নিজের পাওনা যেহেতু নিজের টাকা খরচ করে রানিকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন ফ্রান্স থেকে, রাজার অনুমতি নিয়েই তিনি তাঁর পাওনা বুঝে নিয়েছেন। কাজেই বোলিংব্রোক তাঁর বিরুদ্ধে আট হাজার টাকা আত্মসাৎ করার যে অভিযোগ এনেছেন তার পুরোটাই মিথ্যে। টমাস মব্রে এ-ও বললেন যে ক্যালে দুর্গে বন্দী গ্লস্টারের ডিউককে তিনি হত্যা করেননি এবং তাঁর হত্যার কোনও ষড়যন্ত্রও তিনি করেননি—এটা যেমন সত্যি, তেমনি এ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি তিনি আগে দিয়েছিলেন তা তিনি রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু বোলিংব্রোক মব্রেকে নির্দোষ বলে কিছুতেই মেনে নিতে চাইলেন না, তাঁর উপযুক্ত শাস্তিবিধানের দাবিতে তিনি অটল রইলেন। রাজা রিচার্ড এবারে তাঁদের বিবাদের অবসান ঘটাতে কভেন্ট্রিতে গির্জার মাঠে তাঁদের দু'জনকে একে অপরের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার নির্দেশ দিলেন।



নির্দিষ্ট দিনে রাজা তাঁর অমাত্যদের নিয়ে এলেন কভেন্ট্রিতে গির্জার মাঠে. খানিকবাদে যুদ্ধের সাজে সেজে তাঁর খুড়তুতো ভাই হেনরি বোলিংব্রোক আর টমাস মব্রেও এসে হাজির হলেন। কিন্তু শেষমুহূর্তে রাজা রিচার্ড তাঁদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে নিষেধ করলেন, তাঁর বদলে তিনি তাঁদের দু'জনকেই নির্বাসন দণ্ড দিলেন। বোলিংব্রোককে দশ বছরের জন্য এবং টমাস মব্রেকে যতদিন বাঁচবেন ততদিন ইংল্যান্ডের বাইরে থাকার নির্দেশ দিলেন রাজা রিচার্ড। হেনরি বোলিংব্রোকের বাবা রাজার কাকা ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক জন অফ গন্ট বৃদ্ধ এবং অসুস্থ, তাঁর কথা বিবেচনা করে রিচার্ড তাঁর খুড়তুতো ভাই বোলিংব্রোকের দণ্ডাদেশ চার বছর কমিয়ে দিলেন অর্থাৎ বোলিংব্রোককে মাত্র ছ'বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে।

বোলিংব্রোক আর টমাস মব্রে দু'জনেই নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে বিদায় নেবার পরে রাজা রিচার্ড খুশিভরা চোখে তাকালেন তাঁর তিন কুবুদ্ধিদাতা গ্রিন, বুশ আর গ্যাবটের দিকে। রাজা জানেন তাঁর কাকা ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের ছেলে বোলিংব্রোকের জনপ্রিয়তা যেভাবে বেড়ে চলেছিল তাতে অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডের রাজাসিংহাসনে সে-ই বসবে। বোলিংব্রোককে নির্বাসনে পাঠানোর বুদ্ধিটা বুশ, গ্রিন আর গ্যাবটের মাথা থেকে বেরিয়েছে বলে রাজা রিচার্ড তাঁদের ওপর খুব খুশি হলেন। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী বোলিংব্রোক সাময়িকভাবে বিদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হলেন রিচার্ড। তিনি এবারে বিলাসিতার পেছনে দু'হাতে টাকা ওড়াতে লাগলেন। ওদিকে আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছে, কিন্তু সে বিদ্রোহ দমন করার মত আর্থিক সঙ্গতি রাজা রিচার্ডের নেই।

হেনরি বোলিংব্রোককে নির্বাসনে পাঠিয়ে রাজা রিচার্ড নিশ্চিন্ত হলেও এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন হেনরির বাবা ইয়র্কশায়ারের বৃদ্ধ ডিউক জন অফ গন্ট। পারিষদদের নিয়ে একদিন বৃদ্ধ কাকাকে দেখতে এলেন রিচার্ড। কথায় কথায় অসুস্থ জন অফ গন্ট আক্ষেপের সঙ্গে রাজাকে বললেন যে তিনি একদল তোষামোদকারীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। কাকার মুখে একথা শুনে অপমানিত বোধ করলেন রিচার্ড, সম্পর্কে কাকা না হলে তিনি তাঁর মাথা কেটে ফেলতেন এমন কথাও বললেন। এর কিছু পরে মারা গেলেন জন অফ গন্ট। কাকা মারা যেতে



রাজা রিচার্ডের খুশি আর ধরে না। এবারে তিনি তাঁর টাকাকড়ি জমিজমা সব বাজেয়াপ্ত করবেন স্থির করলেন। কিন্তু রিচার্ডের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন তাঁর অন্য কাকা ডিউক অফ ইয়র্ক, এর ফল যে ভাল হবে না তা খোলাখুলিভাবে তিনি রিচার্ডকে জানিয়ে দিলেন।

অন্যদিকে নির্বাসিত হয়েও চুপ করে বসে নেই হেনরি বোলিংব্রোক। তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি রিচার্ড 'অন্যায়ভাবে' বাজেয়াপ্ত করছেন শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করতে আট হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রিচার্ডকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তিনি পাড়ি দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের দিকে। ডিউক অফ ল্যাঙ্কাস্টারের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তাঁর অন্য কাকা ডিউক অফ ইয়র্ককে হাত করার ব্যবস্থা করলেন, আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করতে তাঁকে নিজে সেখানে যেতে হবে, তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে ইংল্যাণ্ডের রাজ্যপালের পদে রিচার্ড ডিউক অফ ইয়র্ককে বসালেন। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত আর্ল অফ নর্দাম্বারল্যাণ্ড সমেত ইংল্যাণ্ডের সামন্ত রাজাদের অনেকেই মেনে নিতে পারলেন না। হেনরি বোলিংব্রোক এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছেন শুনে তাঁরা এবারে দলে দলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। ইয়র্কের ডিউক পড়লেন মহাসমস্যায়। একদিকে রিচার্ড অন্যদিকে বোলিংব্রোক—রিচার্ড যার পৈতৃক সম্পত্তি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছেন। শেষপর্যন্ত রাজ্যপালের কর্তব্য পালন করতে তিনি হেনরিকে বাধা দিতে বার্কলেতে এসে পৌঁছোলেন। আর্ল অফ নর্দাম্বারল্যাণ্ড সমেত দেশের বেশির ভাগ সামন্ত রাজা নিজেদের বাহিনী নিয়ে হেনরির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তা নিজের চোখে দেখলেন বৃদ্ধ ডিউক অফ ইয়র্ক। নির্বাসনের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই কেন তিনি দেশে ফিরে এলেন—ভাইপো হেনরিকে এই প্রশ্ন করলেন ইয়র্কের ডিউক।

"কাকা" হেনরি বোলিংব্রোক বললেন, "আমার নির্বাসনের মেয়াদ যে শেষ হয়নি তা জানি। রিচার্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নয় আমি শুধু আমার পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি অধিকার করতে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছি।" তাঁর কথায় ও যুক্তিতে ইয়র্কের ডিউক অন্যায় কিছু দেখতে পেলেন না।'

এরই মধ্যে রিচার্ড ফিরে এলেন আয়ারল্যাণ্ড থেকে। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁর বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ফিরে এসেই রিচার্ড শুনতে পেলেন সামন্তরাজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর তিন বুদ্ধিদাতা বুশ, গ্রিন



আর গ্যাবটও যোগ দিয়েছেন বোলিংব্রোকের সঙ্গে। তাঁর কাকা ও ইংল্যান্ডের রাজ্যপাল ডিউক অফ ইয়র্কও বোলিংব্রোকের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—সে খবরও পেলেন রিচার্ড। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে বুঝতে পেরে রিচার্ড এবারে তাঁর রাজমুকুট আর রাজদন্ড হেনরি বোলিংব্রোকের হাতে তুলে দিলেন। সেই মুকুট মাথায় পরে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে হেনরি বোলিংব্রোক চতুর্থ হেনরি নাম নিয়ে বসলেন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে। তাঁর আদেশে রিচার্ডকে বন্দী করে রাখা হল পমফ্রেট কারাদুর্গে, সেখানে একদিন রক্ষীদের হাতে তাঁর মৃত্যু হল।



কিং হেনরি দ্য ফোর্থ (১ম পর্ব)

রাজা চতুর্থ হেনরির রাজত্বকালে লন্ডন নগরীর রাজপ্রাসাদে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রায় লেগেই ছিল। এছাড়া রাজা হেনরিকে আরও বিব্রত থাকতে হয়েছে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। তার একমাত্র কারণ তিনি অন্যায়ভাবে সিংহাসনে বসেছিলেন। রিচার্ডের মৃত্যুর পর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার কেউ ছিল না তাই আইনগত ভাবেও ন্যায়সঙ্গতভাবে সিংহাসনে বসেছিলেন কেবলমাত্র প্রজাদের সমর্থনে। বছরের পর বছর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটানোর পর রাজা সম্প্রতি একটু স্বস্তিতে জীবনযাপন করছেন।

রাজা চতুর্থ হেনরির রাজ্যে সত্যিকারের শান্তি বলতে যা বোঝায় প্রজারা, এখন তাই ভোগ করছে। বাহির শত্রুর আক্রমণেরও কোন আশঙ্কা নেই।

শুধুই রক্ত আর রক্ত—ইংল্যান্ডের মানুষের মনে যেন অন্তহীন রক্ততৃষ্ণা জেগেছিল। আজ সবাই শান্তিতে দিন যাপন করছেন।

ইংল্যান্ডের মানুষ আজ সত্যিকারের দলাদলি হানাহানি ভুলে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উৎসাহী। এক মন এক প্রাণ নিয়ে দেশের মঙ্গল সাধনে সবাই আজ বদ্ধপরিকর।

রাজা চতুর্থ হেনরি ওয়েস্টমোরল্যান্ডের আর্ল ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন এবং স্যার ওয়াস্টার প্রমুখ রাজসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বলতে গিয়ে রাজা বললেন, "আমরা এ পবিত্র কাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, আমরা এতদিন যে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম তার মধ্যে নাস্তিক পেগানদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই সব চেয়ে বেশি শক্তি নিয়োগ করেছি। আমরা এ পবিত্র কাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম বলেই আমাদের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে। গতরাত্রে আমাদের পারিষদরা যে কার্যসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা বর্ণনা করার জন্যই আজ আমি আপনাদের উপস্থিত হতে অনুরোধ করছি।"



ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন, "মহারাজ আমাদের যে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে তা সত্যি, কিন্তু গতরাত্রে একটা দুঃসংবাদ এসেছে। অনেকেই হয়ত শুনে থাকবেন আমাদের বিশিষ্ট যোদ্ধা মার্টিমার তার হিয়ারফোর্ডশায়ারের অনুগামীদের সহায়তায় বিদ্রোহী গ্রেনভাওয়ারকে দখল করতে গিয়ে ওথেলস্ অধিবাসীদের হাতে বন্দী হয়। আর মারা যায় এক হাজার সৈন্য। আর ওই মানুষদের মৃতদেহগুলিকেও মেরে পিষে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়।"

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে আবার বললেন, "কেবল এই নয়, আরও আছে আমাদের হটস্পার, আর্কিব্যাণ্ড ও হেনরি পার্সি প্রমুখ বীর যোদ্ধাগণ হোমডনে স্কটদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করেন। খবর এসেছে আমাদের সৈন্যরা পরাজিত।"

রাজা তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি যে একটু আগে সংবাদ পেয়েছি হোমডনে ডগলাসের আর্ল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর হটস্পার আর্ল আর ডগলাস-এর বড় ছেলে ফিকির আর্ল মর্ডেক প্রমুখ শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধাগণকে বন্দী করেছে। এসব কি বীরত্ব ও গৌরবের পরিচয় নয়?"

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন বিদ্রূপ করে, "হ্যাঁ গৌরবের তো বটেই। একজন রাজপুত্রের পক্ষে এমন জয় লাভতো গর্বেরই বিষয় স্বীকার করছি। লর্ড নর্দাম্বারল্যাণ্ড কেন যে সৌভাগ্যবান ও বীর শ্রেষ্ঠের পিতা হল না তাই নিয়েই দুঃখ আর গায়ের জ্বালা। আচ্ছা, হেনরি পার্সির কর্মক্ষমতা ও সাফল্য সম্বন্ধে আপনার কি মত? যে সব বীর যোদ্ধাদের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে মর্ডেককেই নাকি আমাকে উপহার দেবে। আর অন্যদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবে।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড আরও বললেন, "আমি নিঃসন্দেহ মহারাজ, এ কাজের পিছনে রায়েছে তার কাকা ওরলেস্পার এর বুদ্ধি। তাঁরই কু-পরামর্শে রাজকুমার আপনাকে অপমান করে নিজেও অপমানিত হলেন।"

"তাই তো আমি বাধ্য হয়েছি আমার জেরুজালেম যাত্রার পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখতে। তাকে ডেকে পাঠিয়েছি কাজের কৈফিয়ৎ নেওয়ার জন্য। ভাল কথা, লর্ডদের জানিয়ে দেবেন আগামী বুধবার পরিষদের সভা ডেকেছি, উইণ্ডসর সবাইকে জানিয়ে দেবেন।"

লন্ডন নগরীর যুবরাজের প্রাসাদ। তারই এক কক্ষে যুবরাজ এবং স্যার জন ফলস্টাফ আলোচনায় ব্যস্ত। যুবরাজ দিনের বেশীরভাগ সময় কাটান সুর-সুরা ও নারী নিয়ে।



যুবরাজের প্রাণের বন্ধু বিদূষক স্যার জন ফলস্টাফ, সে-ও কম সৌভাগ্যবান নয়। যুবরাজের ফেলে দেওয়া জিনিসে তার তৃপ্তির নিবারণ হয়। আর মাঝে মাঝে একটু রসালো বুলি উচ্চারণ করে আনন্দ দান করে কর্তব্য সম্পাদন করে। বেশ সুখেই আছে তারা।

এদিকে রাজপ্রাসাদের এক বিশাল কক্ষে চতুর্থ হেনরি-র রাজসভা।

রাজসভায় রাজা ছাড়া রয়েছেন ওরসেস্টারের আর্ল টমাস পার্সি, নর্দাম্বারল্যাণ্ড, আর্ল হেনরি পার্সি হটস্পার, স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট প্রমুখ।

কথা প্রসঙ্গে রাজা বললেন, ''আমার ঠাণ্ডা মাথা আর অসীম ধৈর্যের সুযোগ নিয়ে অনেকেই বহুবার আমায় অসম্মান করেছেন কিন্তু আর না। এবার আমার কাছ থেকে সবাই রাজার মতনই আচরণ পাবে, দেখবে আমার আসল রূপ। কেবলমাত্র শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের কাছে মাথা নত করব।''

একবার আড়চোখে টমাস পার্সিকে দেখে নিয়ে বললেন, ''আপনি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যান। আপনার চোখে বিদ্রোহের ছবি, আর দুর্দমনীয় সাহসও লক্ষ্য করছি। এমন দৃষ্টি কোন রাজার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। দূর হয়ে যান।''

টমাস পার্সি অপ্রতিভ হয়ে বিদায় নিলেন, রাজা এবার হেনরি পার্সিকে বললেন, ''কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন?''

''মহারাজ, টমাস পার্সি যে সব শত্রুকে বন্দী করেছিল তাদের সবাইকে আপনার কাছে পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি হিংসা অথবা উচ্চাভিলাষী কোন ব্যক্তির কাজ এটা, যে আপনার বিরুদ্ধে ওকে লেলিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বাস করুন মহারাজ এর জন্য আমার পুত্রের এক বিন্দুও দোষ নেই।

হটস্পার বললেন, ''যুদ্ধ চলাকালীন আমি যখন শ্বাস নেবার সময়টুকু পাচ্ছিলাম না তখন এক লর্ড ফুলবাবু সেজে আমার কাছে এসেছিলেন। মৃত আর আহতদের অপসারণে সৈন্যরা যখন জেরবার হচ্ছিল তখন তিনি রসিকতা করে যাচ্ছিলেন। এক সময় পাষণ্ডটি আপনার নাম করে বন্দীদের তার হাতে তুলে দিতে বললেন। রীতিমত জোরজুলুম করতে লাগলেন। আমার তখন করুণ অবস্থা। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে, বাঁধবার সময় নেই, সেই অবস্থাতেই অধৈর্য হয়ে তার কথার জবাব দিয়েছিলাম। আসলে তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ও খোস মেজাজটাই আমায় বিরক্ত করে তুলেছিল। তার ওপর প্রভুত্বসূচক আত্মগর্ব কথা তো ছিলই, যা যে-কোন মানুষের মাথায় খুন - -''

[illegible]



মহারাজ, তার কথাগুলো ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত, অগোছাল তো বটেই। আমি পরোক্ষভাবে তার কথার উত্তর দিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মহারাজ এর জন্য আমাকে ভুল বুঝবেন না। পরশ্রীকাতরদের কথা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে যাচাই করে নেবেন।"

রাজার মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তবু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বললেন, "একটি শর্তে সে বন্দীদের হাতে দিতে সম্মত হয়েছিল। আপনারাই বলুন তো মার্টিমার একজন বিশ্বাসঘাতকতার মত এক রাজদ্রোহীকে মুক্ত করে আনার জন্য রাজকোষ শূন্য করে মুক্তিপণের অর্থ দেওয়া কি সঙ্গত হবে? অসম্ভব। যে আমাকে এরকম কাজে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করবে সে হিতাকাঙ্খী নয়। সে যে সৎ ও দেশপ্রেমিক তার প্রমাণ পেয়ে যাবেন তাঁর দেহের অগণিত ক্ষত চিহ্নের সাহায্যে।

যুদ্ধক্ষেত্রে তার যুদ্ধ কৌশল ও বীরত্ব সহযোদ্ধাদেরও চমকে দিয়েছে। এই মহারাজের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, তাঁর সততা এবং বীরত্ব নিয়ে কেউ যেন বিরূপ মন্তব্য না করেন।

রাজা কোনরকম দ্বিধা না করে সরাসরি বললেন, "আপনার কথার মধ্যে কিছুমাত্রও সত্যতা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। একদম মিথ্যা কথা বলছেন হটস্‌পার। আমার সামনে কেউ মার্টিমার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবেন না।"

রাজা এবার নর্দাম্বল্যাণ্ডকে বললেন, "তিনি যেন তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব বন্দীদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। অন্যথায় যেন কঠিন শাস্তি ভোগের জন্য মনকে তৈরি করে নেন। রাজা হেনরি রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।"

রাজা চোখের আড়ালে চলে গেলে হটস্‌পার দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন, "রাজার কণ্ঠে যেন নরপিশাচ ভর করেছে। বরাতে যা আছে তাই হবে। বন্দীদের কিছুতেই রাজার হাতে তুলে দেবো না। মার্টিমারকে আমার প্রাণ থাকতে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। মার্টিমারকেই রাজার পদে উন্নীত করে দেব আমি। এতে আমার মৃত্যু হলেও ক্ষতি নেই।"

এমন সময় টমাস পার্সি সেখানে এলেন। হটস্‌পারকে উত্তেজিত দেখে বললেন, "কি ব্যাপার? এরই মধ্যে কে তোমার মাথায় খুন চড়িয়ে দিল?"

হটস্‌পার উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "খুন কি আর এমনি এমনি মাথায় চড়ে। সব দেখলে মাথা গরম হয়ে যায়। আমাদের সব বন্দীকে রাজার হাতে তুলে দিতে হবে। আর আমি যখন মুক্তিপণ দিয়ে আমার শ্যালককে ছাড়াতে বললাম



তখনই গায়ে জ্বালা ধরে গেল। মার্টিমার নাম শুনলেই যেন হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়।'

নর্দাম্বারল্যাণ্ড তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, "এর জন্য রাজাকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে, রিচার্ড এরকম অভিশাপ দিয়েছিলেন মনে আছে?"

"হ্যাঁ শুনেছি, মনেও আছে। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত রাজা রিচার্ড-এর উপর যে অন্যায় আমরা করেছি তার জন্য ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না। রাজা রিচার্ডকে আইরিশ অভিযান থেকে ফেরার পরই হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। হটস্পার আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন, "একটি কথা ভেবে দেখুন তো, আমার শ্যালক মার্টিমারকে তো সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে গিয়েছিলেন, ঠিক কিনা?"

"হ্যাঁ ঠিক তো। আমি নিজে কানে শুনেছিলাম," পার্সি সম্মত হলেন।

হটসপার উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তাই কি আপনারা এত তাড়াতাড়ি এরকম এক খেয়ালী লোকের মাথায় রাজমুকুট চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিজেদের হত্যার দায়ে জড়িয়ে ফেলে ছিলেন। সুচতুর রাজার পদসেবা করতে গিয়ে নামতে নামতে কত নীচে যে আপনারা নেমেছেন তা হিসাব করলে নিজেরাই চমকে যাবেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কি গোপন রাখবেন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ রাজা রিচার্ডকে বলপূর্বক সরিয়ে আপনারই গুণহীন প্রজাপীড়ক ফেলিং ব্রোককে সিংহাসনে বসিয়েছেন। যার স্বার্থের জন্য আপনারা এত কিছু করলেন তিনিই কিনা আপনাদের তাড়িয়ে দিলেন। এখনও সময় আছে আপনারা হৃত সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি আবার ফিরে পেতে পারেন। আত্মম্ভরী ও স্বার্থপর ও অবিবেচক রাজার ওপর প্রতিশোধ নিতে চান কি? পথ আছে।"

টমাস পার্সি বললেন, "ভাইপো, একটা গোপন কথা তোমাকে বলতে চাইছি। একটু সরে এসো। একটি ভয়ানক বিপজ্জনক কাজের কথা তোমাকে বলব। স্কটল্যাণ্ডের যে সমস্ত রাজাদের তুমি বন্দী করেছ তাদের রেখে দাও। সাবধানে কোন কিছুর বিনিময়ে যেন হাতছাড়া কোর না। আজ আমার একমাত্র চিন্তা রাজা ফেলিং ব্রোকের সর্বনাশসাধন।"

হটস্পার গর্জে উঠলেন, "আমি ওদের সমূলে বিনাশ করব। মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করব, এ আমার প্রতিজ্ঞা।"

টমাস পার্সি বললেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা হ্যারি পার্সি আর তাঁর দয়ালু ভাইরা —এসব স্বার্থান্বেষীদের কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হোক; মারা যাক। অতএব



কার্যসিদ্ধি করতে হলে তোমাকে বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। এতে ডগলাস পুত্ররা হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আর এভাবেই স্কটল্যাণ্ডের শাসন ক্ষমতা বাগিয়ে নাও।

এবার নর্দাম্বারল্যাণ্ডকে লক্ষ্য করে বললেন, "মশাই, তোমার পুত্র এভাবে স্কটল্যাণ্ডের শাসনভার হাতে পেলে তুমি নিশ্চিন্তে বিশপের দরবারে আশ্রয় নেবে।"

টমার্স পার্সি বললেন, "ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রায় শেষ, এবার কাজ হাসিল করা শুধু বাকি আছে।"

নর্দাম্বারল্যাণ্ড বললেন, "খবরদার, কাজ শেষ হবার আগে এই পরিকল্পনার কথা কাক-পক্ষীতেও যেন টের না পায়।"

হটস্পার বললেন, "এর ফলে আমরা দুদিক থেকে সুবিধা পাব। স্কটল্যাণ্ডের শাসনভার আর মার্টিমার-এর সঙ্গে ইয়র্ক গাঁটছড়া বাঁধবে।"

টমাস পার্সি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "একটি মাথার পরিবর্তে যদি এতগুলো মাথা যায়ই ক্ষতি কি? রাজা নিজেকে আমাদের কাছে ঋণী মনে করেন। যদিও আমাদের কাজের কম সহায়ক হবে না। আর আজ না হোক কাল তো শোধ দিতেই হবে। তখনই তাঁর চোখ খুলে যাবে। তার অসৎ আচরণ কিভাবে আমাদের তিলে তিলে তৈরি করে তুলেছে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

হটস্পার বললেন—'আমি প্রতিশোধ নেবই।' 'আমি চিঠি দেব। পরিকল্পনাকে কিভাবে বাস্তবায়িত করবে আমি যা পরামর্শ দেব। ঠিক সেভাবেই কাজ করবে। খেয়াল খুশীমত কিছু করতে গিয়ে পরিকল্পনাটি ভেস্তে দিও না যেন। আমি প্রয়োজনে গ্লেনডাওয়ার এবং মার্টিমার-এর কাছে গোপনে আশ্রয় নেব। তখন তাদের এবং তোমার মিলিত প্রচেষ্টায় সৌভাগ্যকে উজ্জ্বল করে তুলব।

ওয়ার্কওয়ার্থ-এর প্রাসাদ। সেখানে নির্জন কক্ষে হটস্পার পরম উৎসাহে পায়চারি করছেন আর একটি পত্রপাঠ করছেন—লর্ড আপনার মুখোমুখি যদি একবারটি হতে পারতাম তবে খুবই আনন্দিত হতাম।

পত্রপাঠ বন্ধ রেখে আপন মনে বললেন—'আনন্দিত হলাম, তবে কি সে আনন্দিত হয়নি। চিঠিতে পঞ্চমুখে আমাদের পরিবারের আদর আপ্যায়ণের কথা বলেছে? সে কিন্তু আমাদের পরিবারের লোকজনকে ভালবাসার পরিবর্তে নিজের স্বার্থকেই বেশী গুরুত্ব দেয়।

আবার পত্রপাঠে মন দিলেন—'যে ব্রতের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ করতে আগ্রহী তার বিপদ পদে পদে জড়িয়ে রয়েছে।'



আবার আপন মনে বললেন—এতো সবাই জানে। যদি তাই হয়, তবে তো প্রতিটি কাজেই কম বেশী বিপদ থাকে। আমিও বলে রাখছি; সহস্র বিপদের মধ্যে থেকেই আমিও সাফল্যটুকু ছিনিয়ে নেব।

পত্রটির ওপর চোখ রাখলেন—'আপনি বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়েছেন আপনার বন্ধুরাও কতদিন আপনার হিতসাধনে লিপ্ত থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই। শত্রু পক্ষের অমিত শক্তির তুলনায় আপনার শক্তি সামর্থ্য খুবই নগণ্য। কাজ শুরু করার সময় এখনও আসেনি।

নিজের মনে বললেন—'তুমি একথা বলছ! ভীরু কাপুরুষ তুমি। তোমার কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। সত্যের অভাব রয়েছে। এতে তোমার বোকামির পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে। খুবই সত্যি যে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত ষড়যন্ত্র হয়েছে আমারটা তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এতে এতটুকু মিথ্যার স্থান নেই। আর সম্ভাবনাময় তো বটেই। ইয়র্কের ডিউক পর্যন্ত আমার পরিকল্পনাটির কথা শুনে বাহবা দিয়েছেন। আর তিনি কিনা পাত্তাই দিলেন না। পাজী কাপুরুষ কোথাকার। একবার দেখা পেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম। আমাদের এ ষড়যন্ত্রকে ফলপ্রসু করার জন্য আমার বাবা, কাকা, ইয়র্কের ডিউক, মার্টিমারের ডিউক এবং গ্লেনডাওয়ার প্রমুখ পাকা মাথার মালিকেরা রয়েছেন। সামনের মাসে নয় তারিখে তাদের সঙ্গে সশস্ত্র অবস্থায় মিলিত হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কেউ বা এরই মধ্যে যাত্রা করেছেন। এখন ভয় হচ্ছে; রাজার কাছে আমার পরিকল্পনার ব্যাপারটি ফাঁস করে না দেন। মরুক গে, আমি যাত্রা করছি।

হটস্পার আজ মরিয়া। একমাত্র চিন্তা তার মাথায় সবসময় ঘুরপাক খাচ্ছে। জগতের সব কিছু ভুলে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য মন প্রাণ সঁপে দিয়েছেন। এমন কী স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগও বন্ধ। সৈন্য অস্ত্র আর যুদ্ধের কথাই তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ, রাজাসন আর রাজমুকুটের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই নেই।

যুবরাজের সঙ্গে তাঁর সাকরেদরাও দিনের বেলা সর্বক্ষণ মদের বোতল নিয়ে পড়ে থাকেন। কোন কিছুই তারা বাদ দেয় না। যুবরাজের আদেশ পালন করতে তারা প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত। অন্যের পয়সায় স্ফূর্তি করতে গেলে এমন একটু আধটু তো করতেই হয়ই। যুবরাজের তহবিলে টান পড়লে বন্ধুদের নিয়ে অসৎ পথে অর্থোপার্জন করতেও দ্বিধা করেন না। আনন্দ ফূর্তি ছাড়া আর কোন দিকে তাঁর কিছুমাত্রও খেয়াল নেই।

ওয়েলস নগরীর কেন্দ্রস্থলে গ্রেডাওয়ারের প্রাসাদ। প্রাসাদের এক



বিশালায়তন কক্ষে আলোচনা চলছে। সভায় উপস্থিত রয়েছেন ল্যাঙ্কাস্টারের প্রিন্স জন, ওয়েলস্টারের আর্ল টমাস পার্সি, হটস্‌পার, ওয়েন গ্রেনডাওয়ার এবং মার্চের আর্ল এডমণ্ড মার্টিমার।

মার্টিমার বললেন এখন পর্যন্ত যেসব প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে সবই আমাদের অনুকূল আশা ব্যঞ্জক। আর লোকগুলির মিত্রতাও নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়।'

হটস্‌পার বললেন—'আরো, একটা জরুরী ব্যাপার ছিল বলছেন?'

—'আরে ওই যে, ওই ম্যাপটার কথা, আমার একদম মনে ছিল না। গ্লেনডাওয়ার—কোটের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে মুচকি হেসে বললেন আপনি ভুললে কি হবে, আমি কিছু ভুলিনি। এই যে ম্যাপটা, হটস্‌পার আর পার্সি তোমরা বস।

এবার ল্যাঙ্কারস্টারের প্রিন্স জন-এর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—কি ব্যাপার হটস্‌পার আপনার নামটা কানে যেতেই প্রিন্স জন-এর মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল, মনে হচ্ছে।

হটস্‌পার মুচকি হাসলেন।

গ্লেনডাওয়ার এবার বললেন—হ্যাঁ আপনার নামটা কানে যেতেই তিনি যেন মনে মনে আপনাকে স্বর্গে পাঠালেন।

হটস্‌পার—হ্যাঁ তা দিলেও দিতে পারেন। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমাকে নরকে যাবার অভিশাপই দিলেন।

'—নরকে যাবার অভিশাপ দিলেও আমার পক্ষে তাকে দোষারোপ করা সম্ভব নয়।

'কেন? সম্ভব নয় কেন?

'—আমার জন্মলগ্নে সম্পূর্ণ আকাশটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আর ভীরু কাপুরুষের মত পৃথিবীটা দারুণ ভাবে কেঁপে উঠেছিল।'

হটস্‌পার মুখের হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে না দিয়ে বললেন—পৃথিবীটা কাঁপছিল বুঝি? তা আপনার জন্মের সময় পৃথিবীটা অবশ্যই আমার মত ভীরু কাপুরুষ ছিল না। ঠিক কিনা?

'—আপনি এটাকে যতই রসিকতা বলে উড়িয়ে দেন না কেন যা বললাম তা একশ ভাগই কিন্তু সত্যি।

'—সত্যি?'

'—অবশ্যই। আমার জন্মলগ্নে সত্যি আকাশ জুড়ে আগুন ছিল। পৃথিবীটা কাঁপছিল।'

'—এবার বলুন তো পৃথিবীটা কেন কাঁপছিল? আমি বলব। আপনার জন্মের



ভয়ে অবশ্যই নয়। পৃথিবীটা আকাশের আগুন দেখেই কেঁপে উঠেছিল। রোগগ্রস্ত মানুষের কম্পনটা ঠিক যেমন। সত্যি বলতে কি প্রকৃতির মধ্যে অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যায়।

গ্লেনডাওয়ার বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলেন হটস্‌পারের দিকে।

হটস্‌পার বলে চললেন—'প্রকৃতির এমন বিচিত্র খেয়ালের কি কারণ বলতে পারেন? কারণ একটাই,—ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণ দূষিত বাতাস সৃষ্টি করে তাদের চাপের ফলেই পৃথিবীটা যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে।'

'—হ্যাঁ তা হতে পারে বটে।'

'—হতে পারে না, এটাই স্বাভাবিক। আর এরকম স্বাভাবিক অথচ আকস্মিক কম্পনের ফলে বিশালায়তন বাড়ী আর গম্বুজগুলোও কেঁপে ওঠে। কেউ বা সহ্য করতে না পেরে ধসে যায়। সরবে হেসে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন। আপনার জন্মমুহূর্তেও আমাদের অতিবৃদ্ধা পিতামহীর হৃদয়টা কেঁপে উঠেছিল।'

ফুটো বেলুনের মত মিইয়ে গিয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে গ্লেনডাওয়ার বলল—আমি ইতিপূর্বে বহুবার বহু লোকের কাছে এরকম কথা বলেছিলাম।'

'—তাই বুঝি? তারপর'?

'—কিন্তু কেউ আপনার মত এমন করে প্রতিবাদ করে নি। আমি আবারও বলছি আমার জন্মলগ্নে আকাশ ছেয়েছিল লকলকে আগুনের শিখায় আর তা দেখে ভেড়ার পাল, ছাগল সব ছোটাছুটি করতে শুরু করেছিল পাহাড়ের নীচে। গলা দিয়ে বের হচ্ছিল বিচিত্র আওয়াজ। এসব দেখে লোকে বলাবলি করছিল কি জানেন?

'—কি করে জানাব বলুন। আপনার জন্ম মুহূর্তে তো উপস্থিত ছিলাম না'?

'—সবাই বলাবলি করছিল নবজাতক মানে আমি অসাধারণ মানুষ'।

'—হ্যাঁ তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

'—ঠিক তাই। সে সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী একথাই প্রমাণ করে। আর সারা জীবনে তো প্রমাণ করেছি। আমি একজন সাধারণ মানুষ নই।

গ্লেনডাওয়ার মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে উপস্থিত সবার মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন ওয়েল, ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড-এর জলে এবং স্থলে কোন লোক পাওয়া যায় না যে আমাকে অপদার্থ বলে সম্বোধন করতে পারে, হাসাহাসি করতে পারে।

হটস্‌পার নীরবে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাবে অমনি গ্লেনডাওয়ার আবার বলতে শুরু করলেন 'হ্যাঁ আমি জোর গলায়



বলছি যদি এমন কাউকে পাও তবে সে বাপের বেটা আর মায়ের ছেলে নয় বলে রাখছি। আমার সামনে এসে দাঁড়াবার মত বুকের পাটা কারো আছে কিনা একবার যাচাই করে দেখতে চাই।

পরিস্থিতি ক্রমেই অন্য দিকে মোড় নিল।

মার্চের আর্ল এগুমণ্ড মার্টিনার বললেন একী ঝামেলা পড়া গেল বাবা। পার্সি মহাশয় দয়া করে চুপ করুন। ওনার মাথাটা খারাপ করে দেবেন নাকি। এখন কতসব জরুরী কথা—'

মার্টিমারকে কথাটা শেষ না করতে না দিয়েই গ্লেনডাওয়ার আবার মুখ খুললেন—আমাকে কতটুকু চেনেন মশাই। জানেন সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রেতাত্মাদের ডেকে আনতে পারি?'

'—প্রেতাত্মা?'

'—হ্যাঁ প্রেতাত্মা। একবার মাত্র হাঁক দিলেই সুড় সুড় করে প্রেতাত্মারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আমার সামনে আসবে, করজোড়ে আদেশের অপেক্ষায় অনুগত ভৃত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।'

হটস্‌পার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললেন—এ আর এমন কি কঠিন কাজ মশাই। আমিও এক তুড়িতে ডজন খানেক প্রেতাত্মাকে এখানে হাজির করতে পারি।

গ্লেনডাওয়ার নীরবে পরবর্তী পথ নির্ণয়ের চেষ্টায় মগ্ন রইলেন।

হটস্‌পার এবার বললেন—'ভাল কথা আপনি সমুদ্রের তলদেশ থেকেও প্রেতাত্মাদের ডেকে এখানে জড়ো করতে পারেন স্বীকার করছি। কিন্তু যখন আমাদের কাজে সহায়তা করার জন্য তাদের দরকার হবে তখন কি পারবেন?

রাগে বললেন বেশী ধমকাবেন না মশাই। আমি আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি। প্রয়োজনের সময় শয়তানকে কি করে কাছে পাওয়া যায়। তার কাজ হাসিল করে নেওয়া যায়।

'—তাই বুঝি? আমিও পারি'?

'আপনিও পারেন? কি পারেন মশাই'?

আমি আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি কি করে মিথ্যাবাদীকে দিয়ে সত্য কথা বলাতে হয়। আর পারি কি করে শয়তানকে লজ্জা দিতে হয় বুঝলেন?

মার্টিমার অধৈর্য ভরে বলে উঠলেন—'আপনাদের নিষ্ফল কথাবার্তা দয়া করে এবার বন্ধ করুন'।

কা কস্য পরিবেদনা! গ্লেনডাওয়ার এর কণ্ঠ রোধ করে কার সাধ্য?



গ্লেনডাওয়ার আবার মুখ খুললেন—হেনরি বোলিং ব্রোক কি করেছিলেন?

'—কি আবার? তিনি তিনবার আমার ওপর চড়াও হয়েছিলেন যাকে বলে একেবারে মুখোমুখি আক্রমণ।

হটস্‌পার চোখ দুটো কপালে তুলে, মুখে কৃত্রিম বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বললেন—তিন তিনবার! আরেব্বাস!

'—তবে আর কি বলছি মশাই। হেনরি বোলিং ব্রোক আমাকে তিন তিনবার আক্রমণ করেছিলেন।

'—আক্রমণের ফলাফল কি আপনার অনুকূলে।' তারপর গ্লেনডাওয়ার বলে উঠলেন—'পুরোপুরি আমার অনুকুলেই ছিল। তিনবার-ই আমি তাঁকে কোণঠাসা করেছিলাম অনন্যোপায় হয়ে হেনরি বোলিং লেজ গুটিয়ে পালিয়ে ছিলেন। তিনবারই আমি সেভার্ন এবং ওয়াই নদীর তীর থেকে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। খালি পা আব খালি গায়ে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে কোনরকমে তাঁবুতে গিয়ে মাথা গুঁজেছিলেন।

মুচকি হেসে সবিস্ময়ে হটস্‌পার এবার বললেন একি অমানবিক আচবণ মশাই। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে ভদ্রলোককে খালি পায়ে আর খালি গায়ে বাড়ি পাঠালেন।'

'—হ্যাঁ তা তো পাঠিয়েই ছিলাম।'

'—পরের কথাটা একবার চিন্তা কবলেন না। ঠাণ্ডায় সর্দিকাশি এমন কি নিউমোনিয়া পর্যন্ত হতে পারত।

গ্লেনডাওয়ার এবাব যেন নিজেকে সামলে নিয়ে হাতের ম্যাপটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই যে সেই ম্যাপ। এবার ঠিক করুন আমরা কি ভাবে পরিস্থিতি হাসিমুখে সামলাব?' মার্টিমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন - - বুঝলাম না কি বলতে চাইছেন?

'—বলছি আমরা কি নিজেদের মধ্যে তিনজনের অধিকার ভাগাভাগি করে নেব? নাকি আবার—'

'না আমাদের কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে না। ব্যাপারটা তো মেটানোই রয়েছে।'

'—মেটানো রয়েছে? কিভাবে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?'

'—আর্কডেকন আগে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের তিনজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে আমাদের মধ্যে যাতে মন কষাকষি না হয় তার ব্যবস্থা করে দেন।



'—কেমন?'

'—আমার ভাগে পড়েছে ইংল্যাণ্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক। অর্থাৎ সেভান ও টেন্ট থেকে এখান পর্যন্ত অংশ পাব আমি।'

'—আর? আমার ও হটস্‌পার-এর ভাগে?'

'—হটস্‌পার ভাগে টেন্ট থেকে শুরু করে গোটা উত্তরাঞ্চলটুকু। আর আপনি প্যাচ্ছেন ওয়েলস-এর উর্বর ভূমি বাগ এবং গোটা পশ্চিমাঞ্চল।

গ্লেনডাওয়ার বললেন—'চমৎকার! তারপর?'

'—তারপর আর কি? আজ এ মুহূর্ত থেকেই এদলিল কার্যকর হচ্ছে।'

'—তবে আমাদের এখন করণীয় কি?

'—আগামীকাল সকালে আমি টমাস পার্সি এবং ওয়েলস্টার-এর লর্ড শ্রুসবেরিতে স্কল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের কাছে যাব।'

এবার বললেন—'গ্লেনডাওয়ার, সবার আগে আপনার প্রাপ্ত অঞ্চলের প্রজা অনুগামী ও অনুচরদের সঙ্গে আপনাকে বন্ধুর মত মিশতে হবে। তাদের মধ্যে ধারণা সঞ্চার করতে হবে যে আপনি যথার্থই তাদের হিতাকাঙ্খী—আপনজন।'

· —এর জন্য ভাববেন না। আমি কাল সকালেই তাদের ডেকে সভা মানে আলোচনায় বসব। সারাদিনের মধ্যে যা কিছু করা সম্ভব সেরে সন্ধ্যার আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

'—খুব ভাল কথা।'

হটস্‌পার বিমর্ষ মুখে বলল—'আমি কিন্তু এরকম ভাগ বাটোয়ারাকে হাসিমুখে মেনে নিতে পারছি না।'

মার্টিমার সবিনয়ে বললেন—'কেন? অসুবিধা কোথায়?'

'—পুরোটাই অসুবিধা। আমার বিশ্বাস আমার অংশ যেটুকু পড়েছে মোটেই উত্তরাঞ্চলের সমান হতে পারে না। এবার মানচিত্রের ওপরে আঙুন রেখে বললেন—এই যে নদীটা আমার বংশের ভূমিভাগকে ঘিরে রেখেছে। ক্রমে অর্ধচন্দ্রাকারে কেটে কেটে কিছুদিনের মধ্যে ভূখণ্ডের কিচু অংস নিজের গর্ভে টেনে নেবেন। আর তৈরি হবে নতুন একটা খাল। সেটা তেমন গভীর হবে না। গভীর হলে কাজে লাগান যেত। ফলে আমার কোন সুবিধাই হবে। অবশ্যই সুবিধা হবে। আপনি চিন্তাধাটাকে অন্যভাবে বিচার করছেন বলেই এরকম খটকা লাগছে।

মার্টিমার ম্যাপের গায়ে আঙ্গুল রেখে বললেন—এইদিকে তাকান। দেখুন নদীটা আমার অঞ্চলের গা-ঘেযে বয়ে যাওয়ার জন্য ভূমিভাগকে উর্বর করে তুলেছে।



মার্টিমার ম্যাপের গায়ে আঙ্গুল রেখে বললেন—এইদিকে তাকন। দেখুন নদীটা আমার অঞ্চলের গা-ঘেষে বয়ে যাওয়ার জন্য ভূমিভাগকে উর্বর করে তুলেছে।

টমাস পার্সি বললেন—'নদীর তীরটা এখান থেকে ওই পর্যন্ত কিছু কিছু করে কেটে দিলেই সোজা হয়ে যাবে। এটাকে নিয়ে বাববার কিছু নেই। আসলে এটা কিন্তু কোন সমস্যাই নয়।

হটস্‌পার বললেন—হ্যাঁ তা করতে হবে দেখছি। এখান থেকে কেটে সোজা না করলেই নয় দেখছি। দেখি কি—'

গ্লেনডাওয়ার বাধা দিলেন —'অসম্ভব! আমি বাধা দেব। কাটাকাটি করতে দিচ্ছি না আমি। কোন পরিবর্তন কর্যা চলবে না।'

'—আপনি বাধা দেবেন? করতে দেবেন না?'

'—না অবশ্যই না।'

'—আপনার সব কথা মানে ভাযা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। মার্টিমার মশাই আপনিই বলুন। আপনি কি ভাবছেন আমি ইংরাজি বলতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি, তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমি ইংরেজ দরবারে চাকরি করার সময় এমন সুন্দর ইংরাজী শিখেছিলাম, যার ফলে ইংরাজী শব্দকোষ আমার মুখস্থ।

'—আপনার সব কথা মানে ভাযা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। মার্টিমার মশাই আপনিই বলুন। আপনি কি ভাবছেন আমি ইংরাজী বলতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি, তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমি ইংরেজ দরবারে চাকরি করার সময় এমন সুন্দর ইংরাজী শিখেছিলাম, যার ফলে ইংরাজী শব্দকোষ আমার মুখস্থ।

'—আপনার ইংরাজী আপনার পেটেই থাক। মোদ্দা কথা আমি এর তিনগুণ জমি আনার বন্ধুকে এমনিতেই দিতে সম্মত আছি, কিন্তু ভাগ বাঁটোয়ারা জমির এক চুলও কাউকে ছেড়ে দেব না।

গ্লেনডাওয়ার এবার বলনে—দেখুন দলিল পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেছে। এখন আর ভাবনা চিন্তা করে মন খারাপ করা কি দরকার। আমি চললাম, বাড়ির লোকজন হয়ত চিন্তা করছে। আমার মেয়েটা হয়ত মার্টিমার চিন্তায় পাগল হয়ে গেল। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মার্টিমার ঠোটের কোণে হাসি এনে বললেন—আপনাকে নিয়ে আর পারি না মশাই, আমার শ্বশুর মশাইকে দিয়েছিলেন তো রাগিয়ে। তবে অল্পেতে সামাল দিলেন এই বাঁচোয়া।'



হটস্‌পার মুচকি হাসলেন---ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এমন অবাস্তব কথা বলে বসেন গা জ্বালা করে। আপনিই বলুন তো, সবসময় এমন কথা ছুঁড়ে দিলে কার ভাল লাগে।'

একটু থেমে আবার—আজকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কাল রাত্রে প্রায় ঘন্টা কয়েক ধরে ভূত-প্রেত, দত্যি দানব আর ডাকিনী যোগিনীদের কথা শুরু করলেন যা শুনলে মাথা গরম হয়ে উঠবে। তারা সবাই নাকি তাঁর কথায় ওঠে বসে। এখন এমন হয়েছে উনি কথা বললেই গা জ্বালা করে।

মার্টিমার বললেন তিনি নিজের সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে কথা বললেন বটে কিন্তু মানুষ হিসেবে সাচ্চা। আর যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু মাত্র দ্বিধার কারম নেই।'

'—বুঝলাম।'

'—বিশ্বাস করুন, তিনি ক্রোধোম্মত্ত সিংহের মতই সাহস ধরেন। আবার হিমালয়ের মত উদার তার স্বভাব। ক্রোধ ও ঔদার্য মিলে মানুষটি মাঝে মাঝে এইসব কথা বলে পেলেন।

'—হ্যাঁ তা বটে।'

'—আপনি বুড়ো মানুষটাকে এমন রাগিয়ে দেন যে কোনদিন না হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

হটস্‌পার বললেন--- আর উনি? উনিও আমার পিছনে কম লাগেন নাকি?

টমাস পার্সি বলেন---সত্যি, আপনি একানে আসার পর থেকেই মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে পেলেন। আপনি দয়া করে নিজেকে একটু শুধরে নিন। আপনার আচরণে একদিকে যেমন সাহস বীরত্ব ধৈর্য প্রভৃতির সমাবেশ দেকা গেছে তেমনি অহমিকা ঔদ্ধত্য এবং ক্রোধের প্রকাশও লক্ষিত হয়। একজন সামন্ত রাজার কিন্তু এসব দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব সময়ে শুধরে নিন।

লণ্ডন নগররী রাজপ্রাসাদ। এর মন্ত্রণাকক্ষে লর্ডগণের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রাজা। এমন সময় যুবরাজের আকস্মিক আগমনের জন্য আমার পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা অনুরোধ করার ছিল।

লর্ডগণ সমস্বরে বলে উঠলেন বলুন কি করতে হবে আমাদের।

যুবরাজের সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল। আপনারা যদি কিছু সময়ের জন্য পাশের ঘরে গিয়ে বসেন তবে আমি ওর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাটুকু সেরে নিতে পারি।'

তারা আর কথা না বলে বাইরে চলে গেলেন। রাজা এবার যুবরাজকে



বললেন—আমি জানি না ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে এটা ঘটছে কিনা। নইলে আমারই সন্তান আমার উপর এমন প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে কেন?

যুবরাজ সচকিত হয়ে বলে উঠলেন—মহারাজ!

—হ্যাঁ তুমি আজ একটা কথা প্রমাণ করার জন্য বদ্ধ পরিকর যে তুমিই আমার অপরাধের শাস্তির একমাত্র মূর্ত প্রতীক।'

'—মহারাজ আমাকে ভুল বুঝবেন না।'.

'—না মানুষের কথা ও কাজের উদ্দেশ্য বোঝার মত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা আমার আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি।'

'—আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছেন তা যে মিথ্যা ও যুক্তিহীন তা প্রমাণ করার চেষ্টা আমি অবশ্যই করব। তবে এটুকু অন্তত বিশ্বাস করতে পারেন যে আমার চরিত্রে যেটুকু দোষ ত্রুটি রয়েছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী দেখান হয়েছে। আর আপনি বিশ্বাসও করেছেন। যাইহোক কৃতকর্মের জন্য আপনার কাছে ক্ষমাপ্রর্থী।

'—ঈশ্বর তোমার সহায় হোক। আমি একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনা যে তুমি কি করে তোমার বমশে মর্যাদা, পরিবারের ঐতিহ্য সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজের নীচু স্তরের সব মানুষগুলোকে বন্ধু মেনে নিচ্ছ। কি করেই বা তাদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ?

যুবরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজা বলে চললেন—'আজ তোমার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে একবার ভেবে দেখেছ। পরিষদের আসন তোমায় হারাতে হয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই। তোমার আসন দখল করেছে তোমার ছোট ভাই। ভাবা যায়! সভাসদরা তোমাকে সুনজরে ধেখেন না। সবাই তোমর মৃত্যু কামনা করে। আমি যদি তোমার মত হতাম তবে আমাকে যারা সিংহাসনে বসিয়েছে টেনে সেখান থেকে নামিয়ে দিত।

মুহূর্তকাল থেমে আবার বললেন—একদিন তোমার মত বয়স আমারও ছিল। কোথাও যদি ধুমকেতুর মতন হাজির হতাম তবে সেখানকার লোক দূপ থেকে বিস্ময়মাখা চোখে আমায় দেখত। নিজেদের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে বলাবলি করত—এই সেই বোলিংব্রোক। কোথাও গেলে, কারও মুখোমুখি হলে কুশল জানতাম, সৌজন্য প্রকাশ করতাম। এমনকি রাজা উপস্থিত থাকলেও হাততালি ও ধ্বনি দিয়ে আমাকে ভালবাসা জানাত।

আর তুমি? তুমি আজ কুসংসর্গে পড়ে নিজেকে পথের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে



দিয়েছ। প্রজাদের কথাই বা কেবল বলি কেন? ছোট বড়—সবাই তোমাকে হেয় জ্ঞান করে। তোমার নামে অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রাজকীয় মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা খুবই কঠিন, মনে রেখ। আর কেউ তোমাকে দেখতে পারে না। একমাত্র আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে, তুমিই বল? অনেকদিন আড়ালে আছ বলে দেখতে চেয়েছি, ডেকে পাঠিয়েছি। তাই বলে ভুলেও ভেব না স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি তোমার অপরাধকে মেনে নিতে থাকব।

যুবরাজ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—আমি আজ আমার ভুল বুঝতে পারছি। আপনি দেখবেন আজ থেকে আমি আমার জীবনধারা পাল্টে ফেলব।'

রাজা বললেন—'শোন আমার হাতে অনেক কাজ জমে রয়েছে। রাজকার্যের বিরাট বোঝা আমার মাথায়। অতএব উত্তরাধিকার নিয়ে সর্বক্ষণ মাথা ঘামাবার মত সুযোগ আমার নেই।'

সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাথাটা এখন সিংহের চোয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে রয়েছে। সেখান থেকে কৌশলে মাথাটিকে বের করে আনতে হবে। রাজ্যের যত সব প্রবীণ ও ধর্মযাজকদের যুদ্ধে পাঠাতে হবে।

তুমি হয়ত জান না ডগলাস-এর সামরিক খ্যাতি ও যুদ্ধকৌশল সর্বজনবিদিত। যার নামে সবাই আতঙ্কিত হয় তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। এ লড়াই মর্যাদার লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

আশাকরি হটস্‌পার সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে। সে ডগলাস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আজ নর্দাম্বারল্যাণ্ড, টমাস পার্সি; ইয়র্কের আর্চ বিশপ, মার্টিমার আর ডগলাস সবাই রাজার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। রাজার সর্বনাশ সাধনে তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাজার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু কিই বা লাভ। কার কাছে আমার অসহায় অবস্থার কথা বলছি! যাকে আপন ভেবে আমার শত্রুদের কার্যকলাপের কথা বলছি সে তো জঘন্য কামনার দাস। আর আমারই বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে শত্রুতায় লিপ্ত। সে চেষ্টা করছে রাজকীয় মর্যাদাকে কি রে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামা যায়। হায়! আমার অদৃষ্টই আজ আমাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য করেছে।'

যুবরাজ বললেন—'পিতা, অতীতকে ভুলে যান। আর আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। কথা দিচ্ছি অতীতের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। এতদিন যে



ভুল আমি করেছি আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি পার্সির মাথা দিয়ে। আপনি দেখে নেবেন শীঘ্রই কৃতকর্ম সম্পাদন করে যুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে হাসিমুখে আপনার সামনে দাঁড়াব। পিতা, আজ যাকে নিয়ে আপনার ভাবনার অন্ত নেই সেই একদিন আপনার যোগ্য পুত্র হবে। আমি রক্তিম পোশাকে আবৃত হয়ে হটস্পারের সঙ্গেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। সে মর্যাদার লড়াই। আজ এ মুহূর্ত থেকে পার্সির সম্মান গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। আর তা যদি না পারি তবে আর এ পোড়ামুখ নিয়ে আপনার সামনে আসব না। যুদ্ধে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে সে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাব।

রাজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকালেন তুমি তবে বলছ; অচিরেই রাজবিদ্রোহীর প্রাণনাশ করে আমার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়াতে পারবে। তাই যদি সত্যি হয়, তোমার মুখের কথা যদি অন্তরের কথা হয়েই থাকে তবে আমি তোমাকে অনেক দায়িত্ব দেব।

এমন সময় স্যার ওয়াল্টার ব্রান্ট এসে অভিবাদন করে বললেন—"মহারাজ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকারে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে।"

রাজা কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, "কি? কোন অঘটন ঘটেছে নাকি?"

স্কটল্যান্ড থেকে মার্টিমার-এর সংবাদ নিয়ে এইমাত্র দূত এসেছে। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, "এ মাসের শেষের দিকে ডগলাস ইংরেজ বিদ্রোহীদের নিয়ে শ্রুযবেরির প্রান্তরে সমবেত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন।'

"—তারপর তারপর।"

— "মহারাজ তাদের সম্মিলিত শক্তি কেবলমাত্র বিশালই নয় ভয়াবহও বটে। তাঁরা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় তবে কিন্তু আমাদের চরম দুর্গতির মুখোমুখি হতে হবে।"

'—আমার কনিষ্ঠ পুত্র ল্যাঙ্কাস্টারকে নিয়ে ওয়েস্টমোরল্যান্ডের আর্ল আজই যাত্রা করেছেন। আগামী বুধবার তুমি যাবে হ্যারি। তার পরদিন বৃহস্পতিবার আমি নিজে যাত্রা করব। আমরা মিলিত হব ব্রিজনার্থে। চল অহেতুক দেরি করে লাভ নেই।

এদিকে শ্রুযবেরির অদূরবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিদ্রোহীদের তাঁবু পড়েছে। টমাস পার্সি, হটস্পার এবং ডগলাস সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন।

এক সুসজ্জিত তাঁবুতে সন্ধ্যারাত্রে টমাস পার্সি, হটস্পার এবং ডগলাস আসন্ন যুদ্ধের আলোচনায় ব্যস্ত।



হটস্‌পার বললেন—"আপনারা কি যে বলেন, আমি বলব তোষামোদের কথা! তবে হ্যাঁ ডগলাস মশাইকে একটু আধটু খাতির করি বটে। একে অবশ্য তোষামোদ আখ্যা দিলে কিছু বলার নেই।"

—"কী সমস্যাতে পড়া গেল। যাঁকে সবচেয়ে বেশি করে দরকার যখন, ঠিক সেই সময় শয্যা নিলেন" টমাস পার্সি কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললেন।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হটস্‌পার বললেন, "কী যে সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, বলে বোঝান যাবে না। তিনি অসুস্থ ফলে আমাদের আসল পরিকল্পনাটি একেবারে বানচাল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।"

টমাস পার্সি মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। হটস্‌পার বলে চললেন—কেবলমাত্র আমাদেরই নয়। তাঁর অনুপস্থিতি সৈন্যদের মধ্যেও প্রভাব ফেলবে। সবার মধ্যে জেগে উঠবে বিষাদের কালো ছায়া। ব্যস্তভাবে পত্রটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—পত্রে তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একথাও বলেছেন অন্যান্যদের কাছে যেন আমি অসুস্থতার কথা না বলি।

টমাস পার্সি আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন "আর-আর কিছু বলেছেন?"

"—হ্যাঁ বলেছেন আমাদের সামান্য শক্তি যা আছে তাই নিয়েই যেন যুদ্ধে এগিয়ে যাই, আর পরিকল্পনাটির কথা যেন কেউ জানতে না পারে। আরও লিখেছেন এতদূর এগিয়ে আমাদের আর বিদ্রোহ থেকে পিছিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা রাজা আমাদের পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেছেন।" চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে হটস্‌পার টমাস পার্সিকে বললেন—"এ পরিস্থিতিতে আপনার মত এখন কি কর্তব্য!"

— "আপনার পিতার অসুস্থতা আমাদের মনোবল।"

— "এমন পরিকল্পনাটি বাতিল করে দিয়ে পিছিয়ে যাওয়া কি সঙ্গত হবে? আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর যাবতীয় প্রয়াস কি মুহূর্তে নস্যাৎ করে দেব বলুন?"

ডগলাস-এর চোখে মুখে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল। তিনি টমাস পার্সিকে হটস্‌পার-এর কথার জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বললেন—"আমি কিন্তু হতাশা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটিমাত্র পথই এ মুহূর্তে খোলা আছে সব গুটিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া।"

— "সে কী কথা! শেয়ালের মত গর্তে গিয়ে আত্মগোপন করতে বলছেন ডগলাস! ডগলাস নীরবে হাসলেন।



হটস্‌পার বলে চলল, "তাছাড়া জোর গলায় বলতে পারি আমি কারও তোষামোদের ধার ধারি না মশাই। ও সব আমার ধাতে সয় না। তবে বীরত্বের ব্যাপারে ডগলাস মশাইকে যতখানি শ্রদ্ধা করি দ্বিতীয় কেউ নেই যাকে এর সিকি ভাগও করি।"

ডগলাস বোকা হাসি হাসলেন, বললেন, "সম্মান কি আর সবাই করতে জানে, নাকি সম্মানের কদর বোঝে? আমি অন্তর থেকে বলছি, আপনার সম্মানের তাগিদে আমি পৃথিবীতে যে কোন লোকের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারব।"

ডগলাস কথা শেষ না করতে হটস্‌পার সামনে এসে দাঁড়াল।

যথোচিত সম্ভাষণ সেরে দ্রুত হাতের পত্রটি হটস্‌পার-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আপনার পিতা পত্রটি পাঠিয়েছেন।"

"— কি পত্র? পত্র পাঠিয়েছেন, তারই তো আসার কথা ছিল, এলেন না কেন?"

"—তিনি খুবই অসুস্থ। শয্যাশায়ী, আসার প্রশ্নই ওঠে না।"

হটস্‌পার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কি? কি বললে? পিতা অসুস্থ শয্যাশায়ী? কি সর্বনেশে কথা। এমন এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

"—হ্যাঁ, তাই তো বিছানায় শুয়ে উদ্বেগও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাচ্ছেন। আমাকে পত্রটি দিয়ে—"

"— সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব কাকে দেওয়া যাবে?"

"— আপনি দয়া করে পত্রটি পড়ুন। আশাকরি সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।"

"— একটি কথা বলতো তিনি শয্যাশায়ী—মানে চলাফেরা করার ক্ষমতাও কি হারিয়ে ফেলেছেন?"

"— আমি চারদিন আগে যাত্রা করেছি। তখন তাকে সত্যি শয্যাশায়ীই দেখে এসেছি।"

"— চিকিৎসক — "

দূত হটস্‌পারকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ, যথাসময়েই চিকিৎসক ডাকা হয়েছে।"

"— কী বললেন তিনি? রোগীর অবস্থা—"



"— অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসক দুবেলা এসে দেখে যান। ওষুধপত্র..."

"— সবই বুঝছি, আবার কিছুই বুঝছি না। এরকম এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে তোমার পিতার উপস্থিতি একান্ত দরকার ছিল। তিনি পাশে থাকলে আমাদের মনের ভাঙন এমন দ্রুত ঘটতে পারত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমারা না হয় যা প্রকৃত ঘটনা তা মেনে নিলাম কিন্তু অন্যেরা তো ভাববে আমাদের ষড়যন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। তাই কৌশলে দূরে সরে রয়েছেন। ভাবতে পারে কিনা? তখন সবাই আমাদের পরিকল্পনাটির মধ্যে ভুল ধরতে শুরু করবে।"

হটস্‌পার বললেন, "আপনি বড্ড বেশি অমঙ্গল চিন্তা করছেন। পরিস্থিতি থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি আমার বাবার অনুপস্থিতিতে পরিকল্পনাটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। আমরা সাহসিকতার সঙ্গে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠব। আমাদের ঐক্যে যখন ফাটল ধরেনি তখন হতাশাকে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই সঙ্গত হবে না।"

কথার মধ্যে রিচার্ড ভার্সন এসে উপস্থিত। তিনি কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, "ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্ল সাত হাজার সৈন্য নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। যুবরাজও সঙ্গে রয়েছেন।"

হটস্‌পার বললেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। আর কিছু আছে?"

"— আর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা স্বয়ং অন্য পথ ধরে এগোচ্ছেন।"

হটস্‌পারের চোখ দুটো হিংস্র সিংহের মত জ্বলজ্বল করে উঠল, তিনি গর্জে উঠলেন, "আসুক। তাঁরা সংখ্যায় যতই হোক না কেন আমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি এখনই ঘোড়া নিয়ে ছুটছি, আমার প্রথম ও প্রধান কাজ যুবরাজকে হত্যা করা।"

ভার্সন এবার বললেন, "আর যে খবর এনেছি তা হল গ্লেনডাওয়ার মশাইয়ের পক্ষে দুই সপ্তাহের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে না।"

"—দুঃসংবাদ, দুঃসংবাদ!" ডগলাস আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

হটস্‌পার-এর দুশ্চিন্তায় মুহূর্তকাল ভেবে বললেন, "রাজার কত সৈন্য রয়েছে জানতে পেরেছেন?"

"—হাজার তিরিশেক তো বটেই।"

"—হোক ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার। পিতার অনুপস্থিতিতে ও

গ্লেনডাওয়ারের অনুপস্থিতি আমাদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছে। চলুন যাওয়া যাক, মৃত্যু যখন সদর দরজায় ঘা মারছে তখন উটের মত বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখলে মৃত্যু তাড়াতাড়ি আসবে।"

এদিকে গীর্জার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রান্তরে রাজার শিবির গড়ে তোলা হয়েছে, যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে।

আবার শ্রুযবেরির সামনে বিদ্রোহীরা রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে।

হটস্‌পার বললেন, "রাজার সৈন্যবাহিনীর ওপর আজ রাত্রেই আমরা আতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। নইলে তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।"

টমাস পার্সি বললেন, "না অমন কাজ করবে না।"

ভার্সন সমর্থন করে বললেন, "তিনি ঠিকই বলেছেন। আমরা এখনও সব ভালোভাবে গুছিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের অশ্বারোহীরাও পৌঁছতে পারেনি। আর আপনার কাকা তো সবে সৈন্য নিয়ে পৌঁছলেন সুতরাং সবাই ক্লান্ত। একটা রাত্রি বিশ্রামের সুযোগ তো দেবেন।"

এমন সয় স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ড সেখানে এলেন। হটস্‌পার-এর উদ্দেশ্যে বললেন, "রাজামশাই আমাকে এক সম্মানজনক প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কি? আপনাদের এই বিদ্রোহের কারণ কি? রাজা মশাইকে সব কথা খুলে বলুন, তিনি আপনাদের অপরাধ মার্জনা করে দেবেন।"

হটস্‌পার মন্তব্য করলেন, "রাজা কিভাবে প্রতিশ্রুতি দেন আর তা পালনই বা কিভাবে করেন তা অজানা নয়। তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়সে আমার বাবা আর কাকার চেষ্টায় তিনি রাজত্ব লাভ করেন। আমার বাবা তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরবর্তীকালে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সামন্তরাজারা আর নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল হেনরি পার্সি তাঁকে বহুবার সাহায্য করেছেন। কিন্তু তিনি অকৃতজ্ঞের মত সব ভুলে যান।"

"—দেখুন আমার ওসব কথা শোনার কোন দরকার নেই।"

"—ঠিক আছে আসল কথা বলছি শুনে যান। রাজাই পরিস্থিতিকে ক্রমে ঘোলাটে করে তোলেন। বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দিয়ে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেন। পিতাকে রাজসভা থেকে কর্মচ্যুত করেন। আমার কাকাকে পরিষদ থেকে তাড়ানো হয়েছে। আরও আছে। ওয়েলস্‌-এর যুদ্ধে আমাকে জঘন্যভাবে অপমান করেন। তাই আজ আমরা রাজমুকুট কেড়ে নেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"



"—তবে কি আমি একথাই রাজামশাইকে জানাব।"

"—না অবশ্য এটা শেষ কথা নয়। আমাদের সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামীকাল কাকা রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, কথা বলবেন। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা তিনি ব্যক্ত করবেন।"

স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ড বিদায় নিয়ে রাজার শিবিরের দিকে গেলেন।

এদিকে ইর্য়কের আর্চ বিশপ-এর প্রাসাদে স্যার মাইকেল এবং ইয়র্কের আর্চ বিশপ রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত।

কথা প্রসঙ্গে ইয়র্কের আর্চ বিশপ বললেন, "শুনুন আগামীকাল এমনই একটা দিন যে দশ হাজার নারী-পুরুষ-এর অদৃষ্ট জড়িয়ে রয়েছে, কাল সকালে রাজা আর লর্ড হেনরি মুখোমুখি লড়াই শুরু করে দেবেন।"

এবার একটা ভাঁজ করা পত্র স্যার মাইকেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লর্ড মার্শালের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। মনে রেখ পত্রটি খুবই জরুরী।"

মাইকেল বললেন, "চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করব না।' আমার একটি ব্যাপারে ভয়—গ্লেনডাওয়ারের অনুপস্থিতিতি আর নর্দাম্বারল্যাণ্ড মৃত্যুশয্যায়। ফলে রাজশক্তির তুলনায় টমাস পার্সি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন।'

"আমি তো ভয়ের কিছুই দেখছি না স্যার। টমাস পার্সির পাশে মার্টিমার আর ডগলাস যখন রয়েছে তখন নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর মার্টিমার যদি নাই থাকে তবে ওয়েস্টারের ডিউক পর্ডেক ও ভার্সন তো রয়েছেই।"

"হ্যাঁ তা অবশ্য সত্যি," আর্চ বিশপ বললেন, "তবে রাজার পক্ষে মহাবীররা রয়েছেন। ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবং যুবরাজ রাজার পক্ষে তবে হ্যাঁ আমি আশাবাদী। কিন্তু শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই। তাই বলছি কি যতশীঘ্র সম্ভব পত্রটি পৌঁছে দাও। রাজা আবার আমার গোপন বন্ধুত্বের খবর পেয়ে গেছেন।"

আর্চ বিশপের নির্দেশ মাইকেল লর্ড মার্শালের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ঘোড়া নিয়ে যাত্রা করলেন।

রাজার শিবির। শ্রুযবেরির অদূরবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তে রাজা শিবির স্থাপন করেছেন।

ল্যাঙ্কাস্টারের স্যার জন ফলস্টাফ, স্যার ওয়াল্টারবার আর যুবরাজ প্রমুখের সঙ্গে রাজা শিবিরে এক সভায় মিলিত হয়েছেন। সভার আলোচা



বিষয় যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ।

এমন সময় ভার্সন ও টমাস পার্সি সেখানে উপস্থিত হলেন।

রাজা আগন্তুকদের উপস্থিতিতে বিস্মিত হলেন। শত্রুপক্ষের মহাবীরদের আগমনে আশ্চর্য হওয়ারই কথা।

রাজা সবিস্ময়ে বললেন, "কি ব্যাপার টমাস পার্সি, এ সময়ে তোমার উপস্থিতিতে আমি অবাক হয়েছি। দু'দিন আগেও তুমি ছিলে আমার ডান হাত, আর আজ—"

টমাস পার্সি বললেন, "মহারাজ আমি তো আপনার পাশে পাশেই ছিলাম, ভবিষ্যতেও আপনার ডান হাত হয়েই থাকতে উৎসাহী। যুদ্ধবিগ্রহ আমার সত্যি ভাল লাগে না। রিচার্ড-এর রাজত্বকালে আমি প্রাণপণে আপনার জন্য পড়ে গিয়েছিলাম এতো আর মিথ্যা নয়, বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম আপনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য। আপনি তখন কথা দিয়েছিলেন ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক পদ আর কষ্ট ছাড়া আর কিছুই চান না। কিন্তু আপনি সেটা ভুলে গেলেন। ঠিক তখনই আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়, আর আমাদের ওপর হয়ে ওঠেন খড়্গহস্ত। আমরা আপনার সামনে দাঁড়াবার সাহস পাইনি।"

রাজা নির্বাক। চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। টমাস পার্সি বলে চলেছেন—ফলে অনন্যোপায় হয়ে আমরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হই। আর তার ফলে বিদ্রোহী হয়ে পড়ি।

"তোমার এসব কথা তো আজ বিদ্রোহীদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শোন পার্সি, আমি আমার প্রজাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসি, এমনকি যারা তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করে আজ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে তাদেরও। আমার প্রস্তাবে সম্মত হলে তার ফল থেকে তোমরাও বঞ্চিত হবে না। আগে যুদ্ধ বন্ধ কর।"

"না মহারাজ, তারা এ প্রস্তাবে সম্মত হবে না। ডগলাস আর হটস্পার যখন পাশাপাশি রয়েছেন তখন তাদের মিলিত শক্তি পৃথিবী উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

"তবে তাই হোক, যুদ্ধই হোক, আমরাই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি।"

উপায় না দেখে ভার্সনকে নিয়ে পার্সি বিদায় নিলেন। ঘটনাস্থল বিদ্রোহী শিবির। টমাস পার্সি ও ভার্সন রাজদরবার থেকে ফিরে এসে অন্যান্যদের রাজার বক্তব্য জানালেন। কথা প্রসঙ্গে এও বললেন যে রাজা যুদ্ধ করার জন্য সবরকম



প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং শীঘ্রই যুদ্ধে নামছেন। রাজার কথায় ও আচরণে বিন্দুমাত্র দয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

সবকিছু শুনে হটস্‌পার নীরবে কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, "কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে রাজার কাছে কৃপা ভিক্ষা করেননি?"

"আমাদের অভিযোগের কথা, ও রাজা কিভাবে আমাদের কাছে বারবার শপথ ভঙ্গ করেছেন তা জানালে তিনি অস্বীকার করেন।"

এমন সময় ডগলাস হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, "শীঘ্র যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি নিন। সৈন্যদের তৈরি হতে বলুন।"

ভার্সন বিষণ্ণমুখে বললেন, "যুদ্ধ করতে চান করুন। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না। কোনক্রমে রাজার মৃত্যু হলে কিন্তু ইংল্যান্ডের সমূহ ক্ষতিই হবে। এবার নিজেরাই কর্তব্য স্থির করুন।"

এমন সময় এক দূত এসে হটস্‌পার-এর হাতে একটি পত্র দিলেন। পত্রটি খুলতে না খুলতেই অন্য আর এক দূত এসে সংবাদ দিল রাজা এসেছেন তার সঙ্গে কথা বলতে।

হটস্‌পার তাঁর সহযোদ্ধাগণকে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজাকে স্বাগত জানাতে।

দীর্ঘ সময় ধরে হটস্‌পার আর রাজার মধ্যে কথোপকথন হল। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস কিছুতেই উভয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না যার ফলে যুদ্ধ স্থগিত রাখা যেতে পারে।

যুদ্ধ। ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে গেল বিদ্রোহী ও রাজার মধ্যে। রাজা কৌশল অবলম্বন করলেন। একাধিক বীর যোদ্ধাকে রাজার পোশাকে সজ্জিত করে ছেড়ে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা এ কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন, কে যে আসল বুঝতে পারছেন না। প্রথম দিনের যুদ্ধেই স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট নিহত হলেন। তাঁর পরণে ছিল রাজার পোশাক।

প্রথম দিনের যুদ্ধের গতিবিধি হটস্‌পার-এর মনে উৎসাহের সঞ্চার করল।

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ শুরু হতেই ছোট রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার বিপুল বিক্রমে শত্রু সৈন্য বধ করতে লাগলেন দুর্বার গতিতে। কিন্তু দুপুর গড়াতেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। শত্রুপক্ষের বর্শা তাঁর বুকে বিঁধল।

এদিকে স্বয়ং রাজা ডগলাস-এর সঙ্গে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা বিপন্ন হয়ে উঠলেন। অতর্কিতে যুবরাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। উপায়ান্তর না দেখে ডগলাস কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালালেন।



এবার হটস্‌পার উন্মুক্ত অসি হতে অতর্কিতে যুবরাজের সামনে দাঁড়ালে আবার তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। দাঁত চেপে বললেন, "বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় শয়তানটাকে পেয়েছি তোমার বুকের রক্তে আমার অসি রাঙাবই।"

প্রবল যুদ্ধ শুরু হল কেউ কারো চেয়ে কম নন। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যপ্রান্তে ডগলাস ও ফলস্টাফ। ডগলাস ফলস্টাফকে হত্যা করলেন।

এদিকে যুবরাজের অসির আঘাতে হটস্‌পার মাটিতে পড়ে আছেন, সর্বাঙ্গে রক্ত।

যুবরাজ গর্জে উঠলেন, "নরাধম হটস্‌পার, উচ্চাকাঙ্খাই তোমার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তোমার সারা জীবনের কৃতিত্ব নিয়ে স্বর্গলাভ কর।"

আহত রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি আবার যুদ্ধে মেতে গেলেন।

এমন সময় যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য প্রান্ত থেকে সংবাদ এল টমার্স পার্সি নিহত হয়েছেন। বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে একে একে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

রাজা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা জীবিত রইলেন তাঁরা মর্মে মর্মে বিপ্লবের ফল উপলব্ধি করলেন।

রাজা যুবরাজ, রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার এবং অন্যান্য লর্ডদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেছে। পরাজিত বিদ্রোহীরা এধারে ওধারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মাথার উপর থেকে দুর্যোগ এখনো কাটেনি। ডগলাস বন্দী, হ্যারির অনুরোধ রাজা তাকে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ক্ষমা করলেন। ডরস্টার ও ভার্সনকে বন্দী করে রাজা তাদের প্রাণদণ্ড দিয়ে বললেন তোমরা যদি আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে তাহলে এতগুলি বীরের মৃত্যু হতো না। রাজা জন ও ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্লকে ইয়র্কে পাঠালেন! তাদের নর্দাম্বল্যাণ্ড ও আর্চবিশপের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হল। এইবার রাজা ওয়েলসের দিকে রওনা হলেন।



কিং হেনরি দ্য ফোর্থ (২য়)

ওয়ার্কওয়ার্থ দুর্গে পায়চারি করতে করতে নর্দামবারল্যাণ্ডের আর্ল অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাছাড়া তিনি চিন্তিত ছিলেন, যে যুদ্ধে অসুস্থতার ভান করে তিনি যোগ দেননি সেই যুদ্ধের কি হল। যুদ্ধস্থল থেকে দূরে সমস্ত শহরতলীতে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। লর্ড বারডোলফ্ দুর্গের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছালে আর্ল নর্দামবারল্যাণ্ডের দ্রুত বেরিয়ে এলেন। লর্ড বারডোলফ বললেন আমাদের একটা সুখবর যে রাজা পরাজিত হয়ে গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

রাজা চতুর্থ হেনরি বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছেন। ইতি পূর্বে ও একবার বিদ্রোহীদের আস্ফালন দমন করতে তাঁকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। সে যুদ্ধে সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেলে কিছুদিন পর তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

শ্রুযবেরির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসেছে যুবরাজ হ্যারি লর্ড বার্ডলার-এর পুত্রের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

যুদ্ধের গতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। রাজকুমার জন আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছেন। আরও আছে—ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্ল এবং স্যাফোর্ডও বেকায়দায় পড়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন।

রাজার বিপক্ষদলীয় ব্যক্তি বার্ডলফ রাজার আকস্মিক বিপর্যয়ের কথা বলতে গিয়ে উল্লাসে বললেন—'আমাদের এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। সীজার-এর বিজয় গৌরবের এমন অকল্পনীয় জয় কোনদিনই আসেনি। যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে লর্ড বার্ডলফ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।



লর্ড বার্ডলফ-এর অনুচর ট্রাভার্স এসে জানাল, শ্রুযবেরিব যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা খুব বেশি সংখ্যক ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হয়েছেন।

শ্রুসবেরির থেকে ফিরে এসে মর্টন জানাল, বিদ্রোহীরা খুব বেশী সংখ্যক মারা পড়ছে। নর্দামবারল্যাণ্ডের পুত্র সৈন্যের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু তার ভ্রাতা এখনও জীবিত। আহত অবস্থাতেই তিনি মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ডগলাসও জীবিত।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে নর্দামবারল্যাণ্ড খুবই মর্মাহত। মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়লেন পার্সির মৃত্যুতে তার একটা বুকের পাঁজর যেন খসে পড়ল। পার্সির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষ অবলম্বনকারী যোদ্ধার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভীত সন্ত্রস্ত মনে প্রাণভয়ে অস্ত্র ছেড়ে পালাচ্ছে।

রাজার বিরোধী দলের বীরদের মৃত্যু ও সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার কথা শুনে ওরস্টার বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগলেন। হতাশায় জর্জরিত স্কট বন্দীত্ব বরণ করেছেন।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যা জানার ছিল তা দেওয়ার পর বার্ডলফ এবার মন্তব্য করলেন—রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাজা হেনরি ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবং গ্লাসস্টার-এর নেতৃত্বে একদল বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নর্দামবারল্যাণ্ড-এর সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ও কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ নামার সময়ই বিদ্রোহীরা ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করেই অস্ত্র হাতে তুলে দিয়েছেন।

নর্দামবারল্যাণ্ডের ভেঙে পড়া মনকে চাঙা করতে মর্টন বললেন—আপনি এভাবে ভেঙে পড়লে আমরা যে অচিরেই সমূলে ধ্বংস হয়ে যাব। মনকে শক্ত করুন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কেবল সবই যে দুঃসংবাদ এমন মনে করার কারণ নেই। আমি এবার যে আমার কথা আপনাকে জানাচ্ছি ধৈর্য ধরে শুনুন—ইয়র্কের বিশপ সর্বশক্তি নিয়ে এখন আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। আর যাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা আপনার পুত্রের পবিত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আরও আছে, মহামান্য ধর্মযাজক এক অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমাদের কথা বলে বিপ্লবের প্রেরণা জুগিয়েছেন। রাজা বোলিংব্রোক হাতে নিহত হয়ে যাওয়া অন্যান্য নজীর সৃষ্টি করেছেন তা অগণিত প্রজাদের কার্যে প্রেরণা দান করছে। মহামান্য ধর্মযাজক



সবার কাছে রিচার্ড-এর কথা বলে বিপ্লবের প্রেরণা যোগাচ্ছেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি মনোবল হারিয়ে পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। বিদ্রোহীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন। আবার নতুন উদ্যমে রাজার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন।

এদিকে হর্সকে আর্চবিশপের প্রাসাদের প্রশস্ত গৃহে আলোচনা সভা বসেছে। আর্চবিশপ আর্লমার্শাল, টমাস মোব্রে, লর্ড হেস্টিংস এবং লর্ড বার্ডলফ-এর সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

আর্চবিশপ নিজের পরিকল্পনার কথা উপস্থিত সবার কাছে ব্যক্ত করলেন। টমাস মোব্রে আর্চবিশপের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন—আমি সর্বান্তকরণে বিপ্লবকে সমর্থন করছি।

আর্চবিশপের মুখে হাসি দেখা দিল।

টমাস মোব্রে এবার বললেন—তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আমি অনুরোধ করব, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন।

সবার আগে দরকার বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ক্ষেত্র তৈরীর বীজ যদি বপন করা যায় তবে পরিশ্রম তো সফল হয় না বরং তাতে বীজেরই অপচয় হয়।

হেস্টিংস মুখ খুললেন—মহামান্য আর্চবিশপ, বর্তমানে আমাদের সৈন্য সংখ্যা পঁচিশ হাজার।

আর্চবিশপ টমাস মোব্রের দিকে তাকালেন। টমাস মোব্রে মুখ খুলতে চেষ্টা করলেন। তাঁকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে হেস্টিংস বললেন—দেখুন মহামান্য আর্চবিশপ, আমাদের যা কিছু করতে হবে সবই নর্দামল্যাণ্ডের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু তার বর্তমান পরিস্থিতির কথা তো আপনার অজানা নয়। তিনি এখন ভগ্ন হৃদয়ে পুত্রশোকে জর্জরিত।

তাঁর বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে আর্চবিশপ বললেন, খুব সত্যি কথা বটে। এ কারণেই হটস্‌পার শ্রুযবেরির যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন।

বার্ডলফ রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল অবশ্যই। তিনি চারদিক থেকে সাহায্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আর তারই ওপরে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সংক্ষেপে একে বলা যায় আত্মপ্রসাদ তার মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়েছিল তাই তিনি শক্তিকে দেখেছিলেন ছোট করে। নইলে তিনি কিছুতেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহী হতেন না।

হেস্টিংস বললেন—হটস্‌পার-এর মৃত্যু আমাদের মনোবল ভেঙে দিলেও নির্মূল করতে পারেনি।



লর্ড বার্ডলফ বললেন—আমাদের প্রত্যেকেই যদি আশার ছলনায় ভুলে থাকি তবে প্রথম আঘাতেই কিন্তু আমাদের আশা হতাশা হতে বাধ্য।

হেস্টিংস তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন।

লর্ড বার্ডলফ বললেন—মহামান্য আর্চবিশপ আমার কথা যদি জানতে চান তবে আমি বলব, আমরা যে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেছি তাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ষড়যন্ত্রের প্রতিটি কাজের বিচার করতে হবে। তারপর গ্রহণ করতে হবে আসল পরিকল্পনা।

যুদ্ধ তো আমরা করবই। কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করব কিভাবে? অর্থ কোথা থেকে আসবে? এসব ভেবে দেখলে হতাশ হবার কথাই। আর একেই আমরা সত্য বলে স্বীকার করে নিলে অন্য পথ দিয়ে যেতে হবে। কেননা আমাদের শত্রুপক্ষ কেবলমাত্র প্রবলই নয়, প্রবলতম। পুরো পরিকল্পনাটাকে খতিয়ে না দেখলে আমাদের শেষপর্যন্ত সম্বল হবে হতাশা আর হাহাকার।

হেস্টিংস বললেন—আমরা যাদের কাছে সাহায্য চাইছি তাদের কি সৈন্য, কি অস্ত্রশস্ত্র কোন সাহায্যই আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে না পৌঁছলেও আমরা কিন্তু কম শক্তিশালী নই।

বার্ডলফ সচকিত হয়ে বললেন—'আমাদের শক্তি রাজশক্তির সমতুল্য। সে কি করে সম্ভব? রাজার সৈন্য কি মাত্র পঁচিশ হাজার?'

'—আমাদের দিককার কথা বিবেচনা করলে বলতেই হয় পঁচিশ হাজারের বেশী অবশ্যই নয়। রাজার সৈন্যদলকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটামাত্র ভাগকে আমাদের জন্য নিয়োগ করতে হবে।'

'—কিন্তু বিদ্রোহ, মানে আমাদের দমন করতে হবে রাজাকে তিনদিক সামলে দেবার কথা অবশ্যই ভাবলে চলবে না। সব শক্তি একত্রিত করে তবেই বিদ্রোহ দমনের কথা ভাবতে হবে। আর যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে ডিউক অব ল্যাঙ্কাস্টার এবং ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে। আর গ্লেনডাওয়ারের বিরুদ্ধে স্বয়ং রাজা যাবেন। এখন বাকী রইল ফরাসীরা। তাদের বিরুদ্ধে কাকে নিযুক্ত করা হবে তা অবশ্য এখনও ঠিক করা সম্ভব হয়নি। তবে যোগ্য পুত্রের ওপরই দায়িত্বভার অর্পিত হবে সন্দেহ নেই।

সবকিছু শুনে আর্চবিশপ বললেন—আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। চলুন কাজে লেগে পড়ি। সবার আগে সৈন্য সংখ্যা কত ঘোষণা করা দরকার। প্রজারা এখন বুঝতে পেরেছে যে তারা যাকে রাজা বলে মনে করছে তা সম্পূর্ণ ভুল। বোলিংব্রোক যখন ভাল ছিল তখন তাকেই প্রজারা মাথায় তুলেছিল।



একদিন বোলিংব্রোক যুদ্ধে জয়লাভ করলেন, প্রজারা বিজয়োৎসবে মেতে উঠল। বোলিংব্রোককে নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল। রিচার্ড তার পিছন পিছন গিয়েছিলেন। প্রজারা তাকে অপমান করল। কিন্তু আজ তাঁরই সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে কান্নাকাটি করছে। মানুষের স্বভাবই এই যে তাদের কাছে বর্তমানই সবচেয়ে অভিশপ্ত বলে মনে হয় কিন্তু অতীত আর ভবিষ্যৎ মধুর।

এবার টমাস ব্রোকে'কে লক্ষ্য করে বললেন—আপনারা সৈন্যদের একসাথে জড়ো করুন। মামুষ কালের নির্দেশে চলে। কালকে অস্বীকার করে উপায় নেই।

লণ্ডন নগর-এর রাজপথ।

রাজপথের ধারে মিস্ট্রেস কুইকলি-র অভিযোগে স্যার জন ফলস্টাফকে বন্দী করা হল ইস্টচীপ হোটেলের সামনে থেকে।

এদিকে ওয়ার্কওয়ার্থ প্রাসাদে ঘটে চলেছে আর এক দৃশ্য। নর্দামবারল্যাণ্ডে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে, অসুস্থ, যুদ্ধের ধকল সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ভেবে লেডী নর্দামবারল্যাণ্ড বাধা দিলেন।

কিন্তু তিনি মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন যুক্তি দেখালেন তাঁর সম্মান আজ বিপন্ন। হারান সম্মান একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই ফেরান সম্ভব।

এমন সময় পুত্রবধূ লেডী পার্সি সেখানে এলেন। শ্বশুর এ অবস্থায় যুদ্ধে যান এটাও তার অভিপ্রায় নয়।

অথচ তিনি যুদ্ধে যেতে বদ্ধপরিকর দেখে লেডী পার্সি বললেন—ইতিপূর্বে এমন বহুবার গেছে যখন যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন তখন নানা অজুহাতে আপনি যেতে চাননি।

নর্দামবারল্যাণ্ড কিছু বলতে যাবেন লেডী পার্সি আবার বলতে শুরু করলেন—'পিতা, আপনার নিজের ছেলে আপনার উপস্থিতির জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে হতাশায় জর্জরিত হচ্ছিল তখন আপনি অসুখের অজুহাতে ঘরে বসে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলেন।'

—'কই আপনি যুদ্ধে না গিয়ে তখন বাড়িতে শুয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন তখন কি একবারও ভেবেছিলেন আপনার যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে পুত্রের সম্মান জড়িত।

লেডি পার্সি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'পিতা, আমি অবশ্যই চাই আপনার ম্লান হয়ে যাওয়া সম্মান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।'

নর্দামবারল্যাণ্ড আশ্চর্য হয়ে বললেন—'পার্সি'।



—'হ্যাঁ পিতা, আপনার পুত্রের—সম্মান ও খ্যাতি ইংল্যাণ্ডের আকাশে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, আর তার আত্মত্যাগ ও মানবপ্রীতি মানুষের মনে গেঁথে থাকবে।'

নর্দামবারল্যাণ্ডের মুখে প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠল, লেডি পার্সি এবার বললেন—পিতা পুত্রের সম্মানে আপনি আনন্দিত জানি। এ জগতে যে কোন পিতার পক্ষেই স্বাভাবিক।

আপনি যে আপনার প্রিয়তম পুত্রের সম্মানে সম্মানিত তেমনি দেশবাসী তার আত্মত্যাগে গর্বিত। তার আত্মত্যাগ সমস্ত ইংল্যাণ্ডবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যারা সমাজে হীন স্বার্থপর বলে গণ্য হয় তারাও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। মান মর্যাদার পার্সির মত করে নিজেকে তৈরীতে তারা সচেষ্ট।

আপনার পুত্র টমাস পার্সি ছিল আদর্শবান, শক্তিমান ও মানবদরদী উদার হৃদয় পুরুষ। আপনি পিতা হয়ে তার মত রত্নকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আপনার অনুপস্থিতি তার মনকে দূর্বল করে দিয়েছিল, ফলে বাধ্য হয়ে সে রণ-দেবতার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল।

নর্দামবারল্যাণ্ড চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লেডি পার্সির মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে বলে উঠলেন—'আমার কথাগুলো খারাপ শোনালেও অসঙ্গত নয়। আপনি নিজের মনকে প্রশ্ন করুন। আপনি নিজের পুত্রের চরমতম দু-সময়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন অথচ এখন অন্যজনকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। এতে কি আপনার পুত্রের আত্মার প্রতি অবিচার করা হবে না?'

'—কিন্তু এ অবস্থায় আমি যদি পিছিয়ে থাকি তবে বিদ্রোহীদের এত সব প্রয়োজন—'ব্যর্থ হয়ে যাবে তাই না?' হেসে বললেন—কিছুমাত্রও অসুবিধা হবে না বলে আমি অন্ততঃ মনে করি পিতা'।

'—অসুবিধা হবে না? এ তুমি কি বলছ পার্সি?'

'—ঠিকই বলছি। কেন অসুবিধা হবে না শুনুন। আর্চবিশপ এবং মার্শাল উভয়েই বর্তমানে প্রবল শক্তিমান। তাঁদের কাছে এমন কোন কাজ নেই যে হবে না।'

'—তুমি আমার পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে পুত্রশোকের জ্বালাকে শতগুণ বাড়ালে। তোমার মন কি নিষ্ঠুর। কিন্তু তুমি যাই বল না কেন যুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে।'

'—এত কিছুর পরেও তুমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য—'



'—বদ্ধপরিকর। যদি আমি নাও যাই তবে আমার শত্রুরা আমাকে রেহাই দেবে না। যেখানেই থাকি না কেন ঠিক খুঁজে বার করবেই।'

লেডি নর্দামবারল্যাণ্ড এবার বললেন—'পালিয়ে যাও। লন্ডন নগর ছেড়ে অন্য কোথাও আত্মগোপন করে থাক।

নর্দামবারল্যাণ্ড জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের তারায় বিস্ময়।

লেডি নর্দামবারল্যাণ্ড বললেন—হ্যাঁ, লণ্ডন ছেড়ে স্কটল্যাণ্ড গিয়ে গা ঢাকা দাও। দেশের সমস্ত রাজা ও প্রজারা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আর লণ্ডনমুখো হবে না।

লেডি পার্সি, লেডি নর্দামবারল্যাণ্ড-এর কথা সমর্থন করে বললেন—উপযুক্ত পরামর্শই দিয়েছেন। আপনি স্কটল্যাণ্ডেই চলে যান তারা যদি নিজেদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে পারে তখন না হয় আসবেন।

আপনি ফিরে এলে তাদের মনোবল তখন আরও বেড়ে যাবে। আপনি আড়ালে থেকে তাদের আগে কাজ শুরু করে নিতে দিন।

মুহূর্তের জন্য থেকে আবার বললেন—'আপনার পুত্র তো প্রথমে নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর ছিল।

নর্দামবারল্যাণ্ড নিজের স্ত্রী ও পুত্রবধূর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে থাকবেন ঠিক করলেন।

তিনি লণ্ডন ছেড়ে স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

এদিকে যুবরাজ হস্টচীপ হোটেলে বন্ধুদের সঙ্গে পানাহারে মগ্ন। এমন সময় বিদূষক পিটো ছুটতে ছুটতে এসে জানাল যে রাজামশাই এখন ওয়েস্টমিনিস্টারের অবস্থান করছেন।

'—কি করে জানলে'?

'—সেখান থেকে লোক এসেছে, তার কাছেই সব জানলাম'।

'—ওয়েস্টমিনিস্টারে? ঠিক আছে। আর কোন খবর জানতে পেরেছে কি? মিত্রপক্ষের আর কোন খবর।'

'—খবর এসেছে সবই খারাপ খবর।'

'—খারাপ কি?'

'—স্যার জন ফলস্টাফকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'—কারা? কারা তার খোঁজে—'



শেষ হবার আগেই পিটো বলতে লাগল—'দশবারোজন ক্যাপ্টেন।'

'—তাদের অভিযোগ?'

'—তা তো বলতে পারব না। আসলে খবরটা দিয়েছে যে সে শুধু এটুকুই শুনেছে। কিন্তু প্রকৃত কারণটুকু জানা সম্ভব হয়নি।'

যুবরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—পিটো, আমি প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন অন্যায় করে যাচ্ছি।

পিটো যুবরাজের কথার অর্থ না বুঝে নীরবে তাকিয়ে রইল। কিছু বলতে যাবে তখনই আবার বললেন যুবরাজ।

'—হ্যাঁ অন্যায় তো অবশ্যই করছি আমি। দেশে যখন চরমতম সঙ্কট তখন আমি স্ফূর্তি করছি। অন্যায়, ঘোর অন্যায় করছি আমি।'

যুবরাজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'জল পিটো আর নয়। আমাকে সামরিক পোশাক ও তরবারি দাও। যুদ্ধই এখন থেকে ধ্যান জ্ঞান সাধনা আমার।' বলে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ওয়েস্টমিনিস্টারের রাজপ্রাসাদ। অস্থিরচিত্তে রাজা পায়চারি করছেন এমন সময় সারের আর্ল দরজায় এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখেই রাজা থমকে দাঁড়ালেন। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন এক কাজ করুন, ওয়ারউইককে ডাকুন। বললেন এখনি যেন আসেন।

আবার বলেন—তার আগে আপনি বরং টেবিলের ওপরে ওই চিঠিগুলো পড়ুন। তারপর চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী ওয়ারউইককে কাজ করতে বলবেন।

সারের আর্ল ঘরে ঢুকে দুতিনটে চিঠি টেবিল থেকে হাতে নিয়ে চিঠির মর্মার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত হলেন।

রাজা আবার আগের মতই পায়চারি করতে করতে আপন মনে বললেন—'আমার অসহায় দরিদ্র প্রজারা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।'

ওগো নিদ্রাদেবী, আমার চোখে নিদ্রা নেই কেন? কেন ঘুম কেড়ে নিলে?

'কেন? কেন তুমি আমার চেতনার ওপর বিস্মৃতির প্রলেপ দিয়ে আমার অস্থিরতাকে লোপ করে দিচ্ছ না। আমার প্রতি এত উদাসীনতা কেন? কেন এত কার্পণ্য।'

আমার কথা শোন, তুমি যদি নেহাতই আমার প্রতি সদয় নাই হও তবে যারা নীচ যারা কু-মনোবৃত্তির তারা অস্থিরতা, অনিদ্রা, হতাশা নিয়ে থাকে।

রাজা চতুর্থ হেনরি নির্ঘুম রাত কাটালেন। সকাল হল পাখীর ডাকে।



ওয়াউইকের আর্ল ও সারের আর্ল রাজার দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। অভিবাদন সেরে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাজা বললেন—'হ্যাঁ, আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ওয়ারউইকের আর্ল—'বলুন মহারাজ আমাদের প্রতি কি আদেশ আপনার?'

'—আমি যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলাম পড়েছেন নিশ্চয়ই।'

'—হ্যাঁ, সবই পড়েছি মহারাজ।'

'—যদি পড়ে থাকেন তবে অবশ্যই বুঝতে পারছেন সারা রাজ্যে এখন কি অবস্থা? আশাকরি আপনাদের মত বিচক্ষণ লোকেদের কাছে কিছু খুলে বলার দরকার নেই।'

'—মহারাজ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সামান্য চিকিৎসার মাধ্যমেই রাজ্যের হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।'

'—নর্দামবারল্যাণ্ড সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

'—তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরে অদূর ভবিষ্যতে মাথা নীচু করে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবেন'।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'আমার ভাগ্য আমার সঙ্গে কি নির্মম পরিহাস করছে। এই ভাগ্যের কাঁধে ভর দিয়ে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শান্তি বিঘ্নিত হয়। অশান্তি ও শোক তাপ হয়ে ওঠে মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বিপ্লবের জোয়ার যে-কোন দেশের ওপর প্রবলভাবে বয়ে গেলে সে দেশের যুবক সম্প্রদায় উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে। তাদের কর্তব্য জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়।

নর্দামবারল্যাণ্ড আর রিচার্ড পরস্পর বন্ধু ছিল। অনন্য অন্তরঙ্গতা ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু সে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হল না। বছর দুইও কাটেনি, তাদের মধ্যে বিরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠল। পরস্পর পরস্পরের শত্রু হলেন। ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হল বন্ধুত্ব।

পার্সি, হ্যাঁ পার্সি ও একদিন বন্ধু ছিল। আমাকে শ্রদ্ধা করত খুবই। আমার জন্যই রিচার্ড তার সঙ্গেও শত্রুতা করেছিল।

ওয়ারউইককে গিয়ে বললেন—'আচ্ছা তোমার রাজা রিচার্ড-এর ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে আছে'।

শোনওয়ারউইক, তোমার কাঁধে ভর দিয়ে বোলিংব্রোক আমার সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসেছে। যদি তখন আমার সেরকম আকাঙ্ক্ষা ছিল না তবু অবস্থার চাপে পড়ে সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে বড় হয়ে উঠেছিলাম।

আশাকরি তোমার এও মনে আছে। রিচার্ড যে একদিন বলেছিল এমন দিন


শীঘ্র আসছে যেদিন পাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সারা দেশ দুর্নীতির কবলে ধুঁকবে।

সেই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, আশা করি সেটা প্রত্যক্ষ করছ।

আমার আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর উঠেছে তার অভিশপ্ত রিচার্ড আগেভাগেই দিয়ে রেখেছিল।

ওয়ারউইক এবার বলল—শুনুন মহারাজ, মানুষের জীবনের অতীত ও বর্তমানের গতি প্রকৃতি দেখে ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাষ অনেকেই দিতে পারেন।

রাজা রিচার্ড-এর প্রতি নর্দামবারল্যাণ্ড যে বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ করেছিলেন তাতে যে ধারণা সঞ্চার করেছিল তাই তাঁর ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল।

রিচার্ড তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশী বিশ্বাশঘাতকতা তিনি করবেন।

রাজা হেনরি ধৈর্য ধরে ওয়ারউইকের কথা শুনে বললেন—শোন ওয়ারউইক, প্রত্যেক মানুষের জীবনই ভাল কাজ যাই হোক না, কোন একটা ইতিহাস থাকে আর তাই যদি সত্যি হয় তবে আমাদের মনকেও সেভাবে তৈরি করতে হবে।

মুহূর্তকাল নীরব থেকে বললেন—'ভাল কথা ওয়ারউইক শুনেছি নর্দামবারল্যাণ্ড আর আর্চবিশপের সৈন্য সংখ্যা নাকি পঞ্চাশ হাজার সত্যি।'

ওয়ারউইক কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে বললেন—পঞ্চাশ হাজার! গুজব। লোকের মুখে এরকম কত গুজব যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা ইয়ত্তা নেই। আমার কথা শুনুন মহারাজ, আপনি যে বিশাল সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তা অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসবে।

. মহারাজ আর একটা সুখবর আছে শুনেছেন কি?—'কি? কি সে সুখবর? কই উল্লেখযোগ্য কোন সুখবরই তো আমার কানে আসেনি। কি ব্যাপার বল তো?'

'আমাদের চরমতম শত্রু গ্লেনডাওয়ার মারা গেছে। তবে আমার অনুরোধ আপনি অসুস্থ। এ অবস্থায় বেশী ভাবনা চিন্তা করবেন না। আমার কথা শুনুন মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা তো রয়েছিই।'

ওয়ারউইকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেনরি বললেন—যেমন আমি



তোমার পরামর্শ অনুযায়ী চলব। দেশের বুক থেকে হিংসা আর যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব অশান্ত সুখের রাজ্যে। আচ্ছা, আজ আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এখন তুমি নিজের কাজে যেতে পার।

ওয়েস্টমিনিস্টার ঘটনাস্থল।

রাজা হেনরি যুদ্ধের গতিবৃদ্ধি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যুদ্ধকে তীব্রতর করতে হলে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দুই-ই দরকার।

রাজা প্রতিবেশী বন্ধু রাজ্যগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস চালাতে লাগলেন।

কেবলমাত্র অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে এত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয় তিনি জানেন। তাই নিজের রাজ্যের যুবকদের অনুপ্রাণিত করে তাদের সৈন্য বিভাগে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন।

বলস্টার একাজে উপযুক্ত। জনগণের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাই রাজা তার ওপর ভার দিলেন।

রাজার আদেশ মত বলস্টার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে রাজ্যের সঙ্কটের কথা ব্যক্ত করে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিলেন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল। এর আগে যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাবে বলে নাম লিখিয়েছিল তারাই নাম কাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে ইয়র্কশায়ারের অদূরবর্তী গলটি নামে বনের সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিদ্রোহীদের তাঁবু পড়েছে।

এক সকালে ইয়র্কের আর্চবিশপ, মোব্রে লর্ড হেস্টিংস এবং অন্যান্য কয়েকজন পদস্থ যোদ্ধা যুদ্ধের গতিবিধি এবং ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন।

এমন সময় কথা প্রসঙ্গে লর্ড হেস্টিংস সহ যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে বললেন---'আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনুন। নদামবারল্যাণ্ড-এর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দূত এসেছে।

ইয়র্কের আর্চবিশপ আগ্রহ দেখালেন --'কবে? কি লিখছেন নর্দামবারল্যাণ্ড মশাই?'

--'হ্যাঁ, সে কথা বলব বলেই এই প্রসঙ্গে এলাম। ধৈর্য ধরে শুনুন সবাই। তাঁর চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে যুদ্ধে তার সমকক্ষ কোন সাহায্যকারী না পেয়ে প্রাণ ভবিষ্যতেও পাবেন না এই মনে করে স্কটল্যাণ্ডে চলে গেছেন।



আর্চবিশপ সবিস্ময়ে বললেন—'সে কী কথা, কথা নেই বার্তা নেই তিনি লণ্ডন ছেড়ে দুম্ করে স্কটল্যাণ্ডে চলে গেলেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, তবে এটুকু তিনি আমাদের জন্য করেছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন যাতে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করি।'

মোব্রে বললেন—একি আশ্চর্য কাণ্ড, আমরা তার ওপর এত আশা ভরসা রেখে কাজে নেমেছি আর তিনি কিনা আমাদের কথা না ভেবে চলে গেলেন। আমাদের আশা ভরসা ভস্মে ঘি ঢালার মত হল। একি অবিবেচকের মত কাজ, কিছুই আমার মাথায় আসছে না। এমন সময় দূত এল।

হেস্টিংস ব্যস্ত হয়ে বললেন—'কি, কোন খবর আছে কি? আমাদের শত্রু সৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে পারলে।'

'—হ্যাঁ।'

'—কি খবর বল?'

'খবর বেশী ভাল না। বনের পশ্চিম দিকে আমাদের তাঁবু থেকে মাত্র এক মাইলের মধ্যে শত্রু সৈন্য চলে এসেছে। তাঁদের সঙ্গে ত্রিশ হাজার সৈন্য।'

মোব্রে বললেন—আমার মনে হয় আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের উচিত এগিয়ে গিয়ে মোকাবিলা করা। আদেশ করলেই বেরিয়ে পড়ি।

এমন সময় ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড উপস্থিত হলেন। ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড সেনাপতি যুবরাজ লর্ড জন এবং ল্যাংকেস্টারের ডিউকের পক্ষ থেকে ইয়র্কের আর্চবিশপ এবং হেস্টিংস প্রভৃতিতে অভিবাদন জানাল।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড আসার কারণ জানাতে গিয়ে বললেন—দরিদ্র কৃষক মজুরদের দ্বারা সংগঠিত এবং রক্তলোলুপ যুবকদের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লব মোটেই সঙ্গত নয়। এরকম একটা জঘন্য কাজের জন্য মহামান্য ধর্মযাজক ও রাজপরিষদগণ নিজেদের যুক্ত করে সম্মান নষ্ট করলেন।

আর্চবিশপ ও অন্যান্য লর্ডগণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন! এরকম আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড আর্চবিশপও অন্যান্যদের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে বললেন, বিদ্রোহের এ কুৎসিত রূপটাকে আপনাদের মত বিচক্ষণ ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কেন বিশেষ রূপ দান করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন তা তো কেউ-ই বুঝে উঠতে পারছেন না।

আর্চবিশপ ছোট্ট করে বললেন—মানুষ তো তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এটাই হয়তো উচিত।



ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড তা অবশ্য দিয়ে থাকে কিন্তু আর্চবিশপ, দেশে শান্তি বজায় রাখা, মানুষের মনে শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটায়। যার বিদ্যা শান্তির ললিতবাণী শোনবার জন্যই ব্যবহৃত হওয়ার কথা, সেই আপনি কেন কতগুলো দীন মানুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লবের ধ্বনি উচ্চারণ করে নিজের পবিত্র দেহে মাখাচ্ছেন।

আর্চবিশপ ম্লান হেসে বললেন—আপনার প্রশ্নের উত্তর তো আমাকে দিতেই হবে। তবে আর যদি কিছু বলার থাকে বলে নিন, আমি পরে বলব।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবার বললেন---'আমি সবশেষে একথাই বলব। যে পবিত্র জিহ্বার মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের কথা উচ্চারণ করেন তাকে রণদামামা বাজাবার কাজে ব্যবহার না করলে কী নয়? আপনার ধর্মশাস্ত্রকে রণশাস্ত্রে পরিণত করে ঈশ্বরের কাছে অপরাধ করছেন না?'

আর্চবিশপ এবার মুখ খুললেন—'হ্যাঁ, আমি আমার ঈশ্বরমুখী মনকে অসহায় আর্ত মানুষের সেবার কাজে ব্যবহার করছি তার উত্তর দেবার কথার মধ্যে ব্যক্ত করেছি। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, আমরা সবাই এক রোগের শিকার হয়ে না মরে বেঁচে আছি।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড তাঁর কথার তাৎপর্যটুকু উদ্ধার করতে না পেরে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

আর্চবিশপ বলে চলেন---হ্যাঁ, সংক্রামক দেশের চরমতম দুর্দশা [illegible] দেহে জ্বর বিকারের সৃষ্টি করে হা হুতাশ ও হাহাকার জাগিয়ে তুলেছে

' --জ্বর বিকার?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। আর তারই ফলে আমাকে ঈশ্বরীয় চিন্তা ভাবনা এবং ধর্মশাস্ত্রকে শিকেয় তুলতে হল।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড নীরব।

আর্চবিশপ—'এই একই রোগে আক্রান্ত হয়েই রাজা রিচার্ডকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার পাশে এ রোগের নিরাময় করা সম্ভব নয়। এবিষয়ে চিকিৎসাবিদ্যা আমি রপ্ত করিনি।

আর আমি শান্তি ভঙ্গ করতে উৎসাহী হয়েও যুদ্ধে নিজেকে লিপ্ত করিনি। মার খেয়ে খেয়ে মানুষ আজ অথর্ব পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছে। যাদের মুখের ভাষা ক্ষমতালোভীর দল ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের জাগিয়ে তোলা, ভাষাহীন মুখে ভাষা ফুটিয়ে তোলার কাজে আমি নিজেকে নিযুক্ত করে ঈশ্বরীয় কাজই সম্পন্ন করছি আমার বিশ্বাস।



এর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটাই—যে জঞ্জাল বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে অপসারিত করাই এ মুহূর্তে আমার প্রথম ও প্রধান কাজ।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে নীরব দেখে আবার বলতে শুরু করলেন—আমরা আপনাদের কাজের মধ্যে দিয়ে কি অন্যায় অবিচার করে চলেছি তার হিসাব নিকাশ নিখুঁত ভাবে রাখছি। কিন্তু কি দেখতে পেলাম আমরা যেটুকু অপরাধ করেছি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী অপরাধের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের শান্তি সুখের নীড় থেকে টেনে ছিঁড়ে বার করে, অসহায়ভাবে বিপ্লবের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই মাধ্যমে আজ হোক কাল হোক রাজাকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করবই।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন—'কিন্তু আপনারা তো রাজার কাছে আপনাদের অভিযোগের কথা'—

আর্চবিশপ—অভিযোগের ব্যাপার রাজাকে জানাবার কথা বলতে চাইছেন এই তো, কিন্তু উপায়? অত্যাচারী রাজা কিছুতেই আমাদের আবেদন নিবেদনের সুযোগ দিচ্ছে না। দেওয়া হয়েছে কি? আপনিই বলুন?

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড—কিন্তু কেন? কেন আপনাদের কথা রাজার কাছে বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না ভেবে দেখেছেন কি?

—অনেক ভেবেছি। কিন্তু কোন সদুত্তর পাইনি। তারপর কি বলতে চাইছি শুনুন—আজ না হোক কাল বল্গাহীন অত্যাচার বন্ধ হবেই। কিন্তু অন্যায় অবিচারের দিন শেষ হলেও তার স্মৃতি কিন্তু পৃথিবীর বুকে রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের ব্রতও বলতে পারেন ইংল্যাণ্ডের বুকে শান্তিবারি নির্ধারণ করা।

—আপনারা যখন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এভাবে ধর্মকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনছেন তখন আর আপনাদের আবেদনে সাড়া দেওয়া কি রাজার পক্ষে সম্ভব? নাকি উচিৎ?

—আমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি কেন বলতে পারেন? পারিবারিক অশান্তি আমাকে একাজ করতে বাধ্য করেছে।

'—আমি তো মনে করি প্রয়োজন থাক আর না থাক আপনার অন্ততঃ এরকম একটা জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়াটা সঙ্গত হয়নি।

মোব্রে এতক্ষণ মুখ বুজে সব শুনছিলেন এবার বললেন—আপনি বলছেন আমাদের এ কাজে অংশগ্রহণ করা সঙ্গত হয়নি।



—কেন? কেন উচিত হয়নি, বলতে পারেন? ওনার বা আমাদের যাদের সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে যাদের স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে তারা নিরুপায় হয়ে যদি বিদ্রোহে সামিল হয় তবে অপরাধটা কোথায়? জানাতে পারি কি?

'—মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যা কিছু ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তা কালের প্রয়োজনে ঘটছে। তার পিছনে রাজার কোনরকম হাত ছিল না।'

'—আপনি বলতে চাইছেন রাজা জড়িত নন?'

'—না, অবশ্যই না। আমি একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব। রাজা জ্ঞানত এমন কোন অন্যায় কাজ করেননি বা কাউকে উৎসাহিতও করেননি যাতে আপনাদের জীবনে দুঃখ দুর্দশা নেমে আসতে পারে।

মোব্রে ম্লান হাসলেন।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন— আপনিই বলুন, আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি কি রাজা ফিরিয়ে দেননি। এমনকি আপনার পিতৃদত্ত সম্মানটুকু পর্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্বীকার করতে পারেন?

মোব্রে এবার বেশ রাগত স্বরে বললেন—আমার বাবাকে এক সময় যুদ্ধে পাঠান হয়। বোলিং ব্রোকের সঙ্গে যুদ্ধে যান আর প্রাণ হারান।

মোব্রে। আপনি জানেন না। আর যা জানলেন তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করছেন না। যে কথা বলতে তখন হিয়ার ফোর্ডের আর্ল এমনই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের চোখের মণিতে পরিণত হয়েছিলেন যে আপনার পিতা যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতেনও তবু তাঁর পক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

মোব্রে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের মুখের দিকে নীরব চাহনি ফেললেন।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবার দৃঢ়স্বরে বললেন—অবশ্যই আপনার বাবার তখন সিংহাসন লাভ করা সম্ভব হত না। এর একমাত্র কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষ তখন হিয়ার ফোর্ডকে চাইছিল। আমরা কিন্তু কথায় আমাদের আলোচনাকে অন্য পথে টেনে নিয়ে চলেছি। আমি কেন এসেছি তাই না? রাজা আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের জানিয়ে দেবার জন্যই আমাকে এতটা পথ ছুটে আসতে হল।

'—আর কিছু?'

'—হ্যাঁ, যে রাজাকে আপনারা অন্তর থেকে অশ্রদ্ধা করেন, যাকে মনে প্রাণে



শত্রু জ্ঞান করেন তিনিই আপনাদের কথা শুনতে আগ্রহী। আর দাবি যদি সঙ্গত হয়, তবে তিনি তা পূরণ করতেও পারেন।'

'—আজ রাজা আমাদের দাবীর কথা বিবেচনা করতে, দাবি পূরণ করছে উৎসাহী হয়েছেন কেন? বিবেকের তাড়নায় কি? অবশ্যই না। আমাদের দ্বারা বাধ্য হয়েই তিনি নতি স্বীকার করেছেন।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বললেন আপনি ভুল বুঝছেন, ভয়ে বা কোনরকম চাপের ফলে রাজা আপনাদের দাবী পূরণের কথা অবশ্যই ভাবছেন না। নিতান্ত দয়া প্রদর্শনের জন্যই তিনি শান্তির প্রস্তাব আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কেন না রাজার সৈন্যরা এতই শক্তিশালী যে যুদ্ধে তাদের পরাজয় হতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। আর যদি সঙ্গত অসঙ্গতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তবে আমি বলতে বাধ্য হব যে আমাদের যুদ্ধ খুবই ন্যায় সঙ্গত। অতএব রাজা উপায়ান্তর না দেখে আপনাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন এরকম মনে করলে ভুল হবে।

'—ঠিক আছে। এটাকে আপনারা যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করুন না কেন আমাদের পক্ষে এখন আর মীমাংসা প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড এবার বললেন—'আমি কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাদের দাবী এমনই নগণ্য যে তা নিয়ে আলোচনা করতে আপনাদের বাধছে।'

হেস্টিংস বললেন—'আমি এতক্ষণ কোন কথাই বলিনি, এবার আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড।'

'—বলুন কি জানতে চাইছেন আপনি?'

'—সত্যি করে বলুন তো রাজকুমার, জন কি আমাদের কথা শুনে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে উৎসাহী হবেন?'

'—আমি সত্যি ভাবতেই পারি না যে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হাসির খোরাক হবেন।'

আর্চবিশপ এবার ভেবেচিন্তে বললেন—'আমাদের দাবীর মূল্যায়ন আলাদা আলাদা ভাবে করে যদি তার বিচার করেন তবে আমাদের পক্ষে অবলম্বনকারীর অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিজেদের ঘরে চলে যাবে। কথা দিচ্ছি।'

'—উত্তম আপনার অভিপ্রায়ের কথা আমি আমার সেনাপতির গোচরে আনব। তারপর তিনি যদি মনে করেন যুদ্ধ হবে তো হবে, না তো না। আমার দিক থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত আপনারা ধৈর্য ধরবেন।'



'—আমরা কথা দিচ্ছি, আপনার কাছ থেকে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধরব। আর্চবিশপ বললেন।'

আর্চবিশপের কাথ থেকে আশ্বাস পেয়ে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড বিদায় নিলেন। তারপর মোব্রে বললেন—আপনারা কি ভাবছেন জানি না। তবে আমার মন বলছে তাদের কোন শর্তের প্রতিই আমাদের আস্থাভাজন হওয়া উচিত নয়।'.

'এমন করে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? হতাশ হবার কিছু নেই। আমরা যেসব শর্তের কথা উল্লেখ করছি তা যদি স্বেচ্ছায় মেনে নেন-ই তবে তা শান্তি স্থাপনের সহায়ক হতে বাধ্য।

—মানছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে যদি কোনক্রমে চিড় ধরে তবে কিন্তু আমাদের পায়ের তলায় মাটি থাকবে না।' মোব্রে বললেন।

আর্চবিশপ বললেন—রাজা এখন শয্যাশায়ী, তিনি এত সব অভিযোগ আর দাবীদাওয়া সহ্য করে উঠতে পারছেন না। তাই অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই তার এ মুহূর্তে একমাত্র লক্ষ্য। আজ শত্রুসৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর থাকলেও শত্রুকে হাতের মুঠোয় আনা বাস্তবিকই কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব ধৈর্য ধরে দেখাই যাক না রাজা কিভাবে নিষ্পত্তি করছেন ব্যাপারটাকে।

বনাভূমির অন্য এক প্রান্তরে ইয়র্কের আর্চবিশপ, হেস্টিংস মোব্রে ও অন্যান্যরা গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাঙ্কাস্টারের রাজকুমার জন কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিয়ে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড উপস্থিত হলেন।

রাজকুমার সুপ্রভাত জানিয়ে আর্চবিশপকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনাকে আমি অসিহাতে বিদ্রোহীদের মাঝে না থেকে পবিত্র গীর্জার প্রার্থনা গৃহে কিন্তু বেশী মানায়। আইনের কচকচানির চেয়ে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেম ও অমৃতময় বাণীই ভাল শোনায়।

আপনিই রাজার নাম ভাঙিয়ে অন্যায়ের পূজারীদের প্রশ্রয় দিয়ে ঈশ্বরের মহিমাকে কলঙ্কিত করেছেন। আপনি ধর্মের অমৃতময় বাণীকে তরবারির সাহায্যে অপবিত্র করে তুলে নিজের ও দেশের চরমতম সর্বনাশ সাধন করেছেন। যে কাজ রাজা বা রাজপরিবারের পক্ষে শোভা পায় না। আপনি নির্দ্বিধায় পরমানন্দে সে কাজ করে চলেছেন।

আর্চবিশপ বললেন—ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন। আপনি তো অনেক কথাই আমার উদ্দেশ্যে বললেন কিন্তু এবার দু একটা মাত্র কথা শুনুন ধৈর্য ধরে।



সবার আগে শুনুন আপনার পিতা শান্তি স্থাপনের বিরোধিতা করার কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। অতীতে কোন দিন ছিল না। আমার যা কিছু বক্তব্য লর্ড ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের কাছে আমি অনেক আগেই ব্যক্ত করেছি।

আপনাকেও একই কথা বলছি রাজকুমার। দেশের সাময়িক দুঃখ দুর্দশা দেখে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমরা এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি।

—আপনারা তো রাজার শরণাপন্ন হতে পারতেন?'

—দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিবারণের জন্য আবেদন যে করা হয়নি তা বললে ভুল হবে। কিছুই ফল হয়নি। 'শূন্য রাজার কাছে কোনরকম সহানুভুতপূর্ণ উত্তরই পাওয়া যায়নি। এখন অবশ্য রাজার মধ্যে সহমর্মী মনে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যদি তিনি অসহায়ই মানুযের যন্ত্রণা লাঘব করতে উৎসাহী হন তাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে অনায়াসেই এড়ানো যেতে পারে। প্রজারা রাজার প্রতি আনুগত্য অবশ্যই প্রকাশ করবে।'

হেস্টিংস বললেন—'এবারের যুদ্ধে কোন কারণে আমার পরাজয় ঘটলে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি রাজা রেখেছেন। ইংল্যাণ্ডের বুকে একের পর এক যুদ্ধ লেগেই থাকে।'

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড দেখলেন আলোচনা কোনদিকে মোড় নিয়ে চলেছে তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজকুমার জনকে বললেন—'মহামান্য রাজকুমার। আপনি বরং বলে দিন এদের কোন কোন দাবী আপনি মানতে চান।'

—দাবী, কোন দাবী, এদের সব দাবী মেনে নিতেই আমি রাজী। আমি আমার বংশ মর্যাদার নামে শপথ করছি যে, রাজার আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে এদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের যাবতীয় দাবী নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া হবে। আর আপনার যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হবেন। তাই আমি অনুরোধ করছি আপনারা সৈন্যদের বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে ফিরে যেতে দিন। তাদের জীবনে নেমে আসুক শান্তি, সুখ।

আর্চবিশপ বললেন—আপনি রাজপুত্র, রাজার প্রতিনিধি। আপনার সব কথাকে সত্য মনে করে আমরা এ মুহূর্ত থেকে বিদ্রোহের পথ থেকে সরে আসছি।

এবার রাজকুমার জন এবং আর্চবিশপ উভয়েই সৈন্যদল অপসারিত করে নিলেন।

এদিকে লর্ড ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড তার আসল রূপ নিয়ে এবার আত্মপ্রকাশ



করলেন। সৈন্য অপসারণের ঠিক পরের রাত্রে রাজদ্রোহিতার দোহাই দিয়ে হেস্টিংসকে বন্দী করলেন। আর হাতকড়া পরালেন আর্চবিশপকে এবং মোব্রেকে।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড যে এ চক্রান্তের শিরোমণি তা বুঝতে দেরী হল না।

আর্চবিশপও বললেন, এ কিরকম আচরণ হল।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে বললেন—আপনি শপথ ভঙ্গ করলেন?

—শপথ! কই আমি তো কোন শপথ করিনি। কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—অভিযোগের প্রতিকার করব। তা প্রকৃত খ্রীষ্টানের মতই করব। কিন্তু তার আগে যে আপনাদের কৃতকার্যের জন্য শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আপনারা বোকার মত সৈন্যদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের ভুলের মাশুল অবশ্যই দেব না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ঈশ্বরের অভিপ্রায়। তিনিই যেন আমাদের হয়ে যুদ্ধ করে আপনাদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছেন।

সৈন্যরা বন্দীদের নিয়ে কারাগারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সব উত্তেজনা শান্ত। বিদ্রোহীদের নেতারা কারাগারে আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিকে রাজপুত্রের সামনে কনভিল অব ডেল নামক এক বীরশ্রেষ্ঠ নাইটকে ফলস্টাফ হাজির করলেন।

রাজকুমার চোখে মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে বন্দীকে বললেন—আপনার নামই কি কনভিল?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমার নেতাদের সামান্য ভুলের জন্য আজ আমাকে বন্দী হতে হল।

—তাই বুঝি?'

– অবশ্যই, তারা যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করতেন তবে এতটা সহজে আমাদের পরাজিত করতে পারতেন না।'

এমন সময় ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড উপস্থিত হলেন তিনি রাজকুমারকে জানালেন—সৈন্যরা ফিরেছে। এখন কেবলমাত্র প্রাণদণ্ড দানের ব্যাপারটা কার্যকরী করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রাজকুমার বললেন—আপনাদের কৃতিত্বের জন্য শুধুমাত্র শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করার ইচ্ছা আমার নেই। এবার এক কাজ করুন। আর আমরা রাজপ্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি। রাজা খুবই অসুস্থ। তার রোগ কঠিন রূপ ধারণ করেছে।

রাজকুমার এবার ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড-এর দিকে ফিরে বললেন—'আপনি



ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের আগেই রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে আমাদের অভূতপূর্ব যুদ্ধ জয়ের খবরটা পৌঁছে দেন। নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন।'

রাজকুমারের নির্দেশে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ওয়েস্টমিনিস্টার-এর জেরুজালেম প্রাসাদ।

প্রাসাদের একান্তে এক কক্ষে রাজা অবস্থান করছেন। রাজার ঘরে ক্লারেন্সের যুবরাজ টমাস, গ্লসেস্টায়ারের যুবরাজ হামফ্রে এবং ওয়ারউইকের আর্ল উপস্থিত।

রাজা শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। নীরবে একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, আমরা ঈশ্বরের কৃপাবলে একটা দিকে সাফল্য লাভ করেছি। এখন থেকে আমরা খুবই জরুরী কারণ ছাড়া যুদ্ধ করব না।

মুহূর্তের জন্য থেমে রাজা এবার বললেন—'আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি সব ব্যাপারেই ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকরী হয়েছে। তবে হ্যাঁ আমাদের বাহুবল আরও অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্রোহীরা যতদিন হাসিমুখে শাসন স্বীকার করে না নেয় ততদিন আমাদের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হবে।

রাজা এবার ক্লারেন্সের যুবরাজ টমাসকে বললেন—তোমার ব্যাপার স্যাপার কিন্তু মাথায় ঢুকছে না আমার। তোমার ভাই যুবরাজ তোমাকে এত ভালবাসে আর তুমি কিনা তাকে সর্বদা এড়িয়ে চল। ঔদাসিন্যের পরিবর্তে আনুগত্য প্রকাশ করলে যেন অনেক কিছু দান করবে। তোমার সব ভাইরা যদি হাত ধরাধরি করে চলতে পারো তবেই শক্তি অপ্রতিহত হবে। তার সঙ্গে উইণ্ডসরে যাওয়া তোমার অবশ্য উচিত ছিল।

'—হ্যাঁ, এখন বুঝছি আমার যাওয়াই উচিত ছিল। তবে গয়েনস এবং কয়েকজন তার সঙ্গে রয়েছে।

রাজা এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—ওর কথা ভাবলে আমার বুকের ভিতর কেমন ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। সর্বদা কুসংসর্গে ঘুরে বেড়ায়। মদের বোতল আর দুষ্ট মেয়েরা তার সঙ্গী। আমার মৃত্যুর পর যখন সমাধিক্ষেত্রে পূর্ব-পুরুষদের পাশাপাশি থাকব তখন তোমরা এরকম হৃদ্যতার সম্পর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে পরস্পরের অহিত সাধন কর তবে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটবে। সেটা ভাবলে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ওয়ারউইকের ডিউক বললেন—'মহারাজ আপনি হয়ত যুবরাজকে চিনতে ভুল করেছেন তার সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশী কেউ কিছু জানে না। উপযুক্ত



সময় এলে তিনি তাঁর বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে ঠিক কাজে মন দেবেন। আর অতীত জীবনের তিনি তাঁর বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে ঠিক কাজে মন দেবেন। আর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তিনি অনায়াসে অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হবেন।'

রাজা ম্লান হেসে বললেন—মৌমাছি কিন্তু তার চাক-এর মধ্যে থাকতে বেশী উৎসাহী হয়ে থাকে।

এমন সময় ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড রাজার কাছে এলেন। যথোচিত সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বললেন—মহারাজ আপনার পুত্র রাজকুমার জন আমাকে পাঠিয়েছেন শুভ কামনা জানাতে। আর হেস্টিংস মোব্রে, বিশপ ক্রুপকে বন্দী করা হয়েছে। তাদের প্রাসাদেই নিয়ে আসা হয়েছে।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হার্কোট রাজার সামনে উপস্থিত হলেন।

হার্কোট রাজাকে অভিবাদন করে বললেন—নর্দামবারল্যাণ্ড আর্ল এবং লর্ড বার্ডলফ ইংরেজ ও স্কটদের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছে। তাদের পরাজয় ঘটেছে ইয়র্কশায়ারে।

হার্কোট এবার একটি চিঠি রাজার দিকে বাড়িয়ে দিলেন—এ চিঠিতে যুদ্ধের যাবতীয় বিবরণ লেখা রয়েছে।

রাজা চিঠির ভাঁজ খুলতে খুলতে আপন মনে বলে উঠলেন, একের পর এক সুসংবাদ পাওয়ার পরও আমার মনে শান্তি আসছে না। দূর হচ্ছে না মানসিক চাঞ্চল্য মানুষের সৌভাগ্য কি কখনই পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় না? মানুষ কি পাওয়ার বেদনায় কষ্ট পায়? সুসংবাদ পাওয়ার পরও আমার দৃষ্টি ক্রমেই কমে আসছে। কেমন অসুস্থ বোধ করছি।

রাজার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে রাজকুমার—উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি রাজাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ওয়ারউইক বললেন—রাজকুমারকে সরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, ব্যস্ত হবেন না। রাজাকে একা থাকতে দিন। তিনি নিরবিচ্ছিন্ন মানসিক চাঞ্চল্যে ভুগছেন জানেনই তো। একটু পরে নিজে থেকেই স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

রাজা চেয়ারে বসেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সবাই মিলে তাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

যুবরাজ আপন মনে বললেন—'আমাদের কথায়ও সংজ্ঞা লোপ পায়। এমন পরিস্থিতি কারও দেখা দিলে নাকি শরীর কোনদিন ভাল হয় না। কে জানে অদৃষ্টে কি আছে?'



যুবরাজ ঘুমন্ত রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন—রাজা তোমার প্রাপ্য কেবল চোখের জল আর হতাশা। রাজমুকুট তোমার মাথায় মানাবে না। চোখের জল দুঃখ যত চাও তত দেব। রাজমুকুট নিজের মাথায় পরতে পরতে বললেন—রাজমুকুট একমাত্র আমাকেই শোভা পায়। ঈশ্বর আমার পাশে পাশে থাকবেন, শক্তি ও সাহস দেবেন। তুমি যেমন আমার জন্য এ মুকুট রেখে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলে তেমনি আমার পুত্রের জন্য এটা রেখে যাব।

যুবরাজ মুকুট পরিহিত অবস্থায় নিঃশব্দে সতর্কতার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সকাল হল। গ্লসেস্টারের ডিউক, ওয়ারউইকের আর্ল এবং ক্লারেন্সের ডিউক টমাস রাজার সাথে দেখা করতে এলেন।

তাঁদের দেখেই রাজা বলে উঠলেন—তোমরা আমাকে একা ফেলে চলে গিয়েছিলে। এ কী ব্যাপার আমাকে একা ফেলে তোমরা সবাই চলে যেতে পারলে।

ক্লারেন্সের ডিউক বললেন—মহারাজ আমার ভাই যুবরাজ তো নিজেই বলল আমি রাজার কাছে থাকছি। তোমরা চলে যাও।

রাজা বললেন—যুবরাজ? প্রিন্স অব ওয়েলস? কোথায় সে, তাকে তো আমি ঘুম থেকে উঠে যেতে দেখিনি। কোথায় সে? ডাক তাকে।

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন—এই দরজাটা খোলা। ওখান দিয়ে হয়ত চলে গেছেন।

'—কিন্তু রাজমুকুটটা কোথায়? এখানে আমরা শিয়রে রেখেছিলাম। তবে যুবরাজ এখান থেকে নিয়ে গেছে। খোঁজ তাকে, আমার মুখটাকে মৃত্যু ভেবে রাজমুকুটটা নিয়ে পালিয়েছে। আমার অসুখ আর যুবরাজ উভয়ে যড়যন্ত্র করে আমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তুলেছে। এরকম সব পুত্রের জন্যই পিতামাতারা কতই না দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

ওয়ারউইকের আর্ল আক্ষেপ সূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললেন—কী পরিতাপের কথা। পিতার মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারল না।

ওয়ারউইকের আর্ল পাশের ঘরে চলে গেলেন। সেখানে বিষণ্ণ মুখে যুবরাজকে দেখতে পেয়ে ডেকে রাজার কাছে নিয়ে এলেন।

রাজাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যুবরাজ বললেন—মহারাজ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আপনার মুখ দিয়ে আবার বাক্য স্ফূরণ ঘটবে।



আমি আজও বেঁচে থাকায় অপেক্ষা করে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। সিংহাসন আর রাজমুকুটের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ যে আমার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাচ্ছে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আর একটু ধৈর্য ধর। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমার মৃত্যুর পর যা তুমি স্বাভাবিক ভাবেই পেয়ে যাবে তা তুমি লুকিয়ে নিয়ে গেছ। তোমার এহেন আচরণে আমার সব আশায় ছাই পড়ল। আমার প্রতি তোমার একটু ভালবাসা মমত্ববোধ নেই। আর মাত্র তো কিছুক্ষণ, তাও পারলে না একটু ধৈর্য ধরতে। যে একদিন তোমায় জীবন দান করেছিল আজ তুমি পরমানন্দে কবরের মাটি খোঁড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। এবার উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে দাও রাজা পঞ্চম হেনরির অভিষেক হবে।

যুবরাজ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন—আমায় ক্ষমা করুন পিতা। যিনি সমগ্র বিশ্বের রক্ষাকর্তা তিনি রাজমুকুট রক্ষা করুন। ঈশ্বর সাক্ষী এখানে এসে আপনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে—বিশ্বাস করুন কেবল রাজমুকুট পরা অবস্থায় কেমন লাগে তা দেখার জন্যই পরেছিলাম। কোনরকম লিপ্সা বা দুরভিসন্ধির জন্য নয়।

রাজা একটু দম নিয়ে বললেন—একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কেননা সব প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে রাজমুকটটা মাথায় পরার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আমার মৃত্যুর পর যাবতীয় পাপ ও অন্যায়—অবিচার কবরে আশ্রয় নেবে। তুমি নিশ্চিন্তে এর অধিকারী ভোগ করবে। সর্বদা মনে খচখচ করছে কেন রাজমুকুট ছিনিয়ে নিয়েছি। আর একটা কথা আমার শত্রুদের হত্যা করে তোমার নিষ্কণ্টক করেছি। তুমি আমার যেটুকু বৈদেশিক বিবাদ রয়ে গেছে তা মিটিয়ে ফেলে নির্বিবাদে রাজ্য ভোগ কর।

যুবরাজ চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—মহারাজ আপনি আমার রাজমকুটটা দান করে যাচ্ছেন এটাই যথেষ্ট। কিভাবে আপনি সেটা সংগ্রহ করেছিলেন তার খোঁজ নাই করলাম। এমন সময় রাজকুমার লঙ্কাস্টারের জন সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা বললেন—জনও এসে গেছে। ভালই হল, তোমরা সবাই শোন। বহুকাল আগে এক জ্যোতিষী আমায় বলেছিলেন আমি জেরুজালেমে দেহত্যাগ করব। এখন আমি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেমেই দেহত্যাগ করব। এখন আমি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেমেই অবস্থান করছি। মনের দিক থেকে তোমরা তৈরি থাক। আমার সময় হয়ে এসেছে।

রাজা চতুর্থ হেনরির রাজমুকুটটা পঞ্চম হেনরির মাথায় পরিয়ে দিয়ে তাকে ইংল্যাণ্ডের আসনে অভিষিক্ত করা হল।

রাজা চতুর্থ হেনরি একাধারে রাজা ও পিতার কর্তব্য সম্পাদন করে পরম নিশ্চিন্তে পরলোক গমন করলেন।

ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরি। সিংহাসনে বসে তিনি ভাইদের উদ্দেশ্যে বললেন—আমি তোমাদের ভালবাসা কামনা করি। তোমরা আমার পাশে দাঁড়াও। আর আমি? আমি তোমাদের দুঃখ যন্ত্রণার বোঝা বহন করব। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—আমি একই সঙ্গে তোমাদের পিতা ও ভ্রাতার কর্তব্য পালন করব। তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করাই হবে আমার একমাত্র কাজ। এসো আর রাজ্যশাসনের প্রজাপালনের বোঝা আমার সমান ভাবে ভাগ করে নিয়ে দেশবাসীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করি। আর যদি বাধা-বিপত্তি না আসে বছর শেষ হওয়ার আগেই আমরা অন্তত ফ্রান্স পর্যন্ত যাবই।



কিং হেনরি দ্য ফিফথ্

যৌবনে হোটেলে কাটানো হৈ হুল্লোড়ে প্রিন্স হ্যারি এখন পঞ্চম হেনরি। তাঁর এখন সে স্বভাব নেই- -নেই তাঁর হৈ হুল্লোড়ে সঙ্গী-সাথীর দল। তাঁর হাতে এখন ইংল্যাণ্ডের রাজদণ্ড। তিনি বেশ কঠোরভাবে ও গুরুত্ব সহকারে দেশ শাসন করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর এই কঠোরতা নিয়ে রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন এক কক্ষে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এবং এলাইয়ের বিশপ গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাদের উভয়ের মুখেই বিষণ্ণতার ছাপ।

বিগত রাজার আমলে সুদীর্ঘ এগারো বছর ধরে যে আইন বলবৎ ছিল তা আবার রাজা পঞ্চম হেনরি নতুন করে প্রবর্তন করতে চলেছেন। রাজ্য জুড়ে নিদারুণ অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় তিনি অনন্যোপায় হয়েই এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে তা যদি আর্চবিশপ বা অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ীদের উপর প্রবর্তিত হয় তবে তাঁদের অধিকারের একটা বিরাট অংশই কেড়ে নেওয়া হবে। এই কারণের জন্যই ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের মত সংসার বিরাগী অতি বৃদ্ধের মুখেও বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তবে আশার কথা এই যে, পনেরোজন আর্ল, প্রায় পনেরো'শ নাইট এবং দুহাজার দু'শ জনেরও বেশি লর্ড আর্চ বিশপের পক্ষে রয়েছেন। আরও আছে, বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে থাকার জন্য এবং ভিখারীদের জন্য যে লঙ্গরখানা রয়েছে তাদের সদস্যরা। এরকম একশ'টির বেশি লঙ্গরখানা সারা দেশে চলছে। অতএব বৃদ্ধ ও ভিখারীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। রাজার দান হিসাবে বছরে এক হাজার পাউন্ড গীর্জার প্রাপ্য। পুরনো আইন প্রবর্তিত হলে তারা এই মোটা অর্থও হারাবেন।



এলাইয়ের বিশপ চোখে মুখে হতাশার ছাপ এঁকে বললেন, কী কঠিন সমস্যায় পড়া গেল, বলুন তো?

আর্চ বিশপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমিও তো একই দুর্ভাবনার শিকার হয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তবে ভরসা এটুকুই যে, ধর্মাশ্রয়ীদের প্রতি নতুন রাজার উদারতার অভাব নেই। তিনি গীর্জার একজন প্রকৃত ভক্ত এবং মনে-প্রাণে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক।" তিনি আরও বললেন, "ছেলেবেলায় তিনি সবদিক থেকে যেমন অশিষ্ট ছিলেন এখন ঠিক তার বিপরীত। তাঁর মধ্যে এখন স্বর্গীয় উদ্যম নেমে এসেছে। তাঁর যাবতীয় অহমিকা যেন বন্যার জলে ধুয়ে মুছে ম্লান হয়ে গেছে। রাজার মধ্যে এরকম আকস্মিক পরিবর্তনে আমরা খুশী।"

কেবল শিষ্টাচারই নয়, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর অগাধ জ্ঞান। আবার রাজ্য শাসনসংক্রান্ত তাঁর জ্ঞানের বিচার করলে মনে হবে বুঝি দীর্ঘদিনের অধিত বিদ্যার ফলেই তাঁর যাবতীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতা নির্ভর করেছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি এমন কিছু বন্ধু-বান্ধব তাঁর চারদিকে ঘুরঘুর করছে যারা শুভ বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দিয়ে আমোদ-স্ফূর্তির দিকেই তাঁর মনকে বেশী আকৃষ্ট করছে।

দেখুন, বিছুটিগাছের তলাতেও তো অনেক সময় রসাল আমগাছ জন্মাতে দেখা যায়। তেমনি হাজারো হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও রাজামশাই ঠিক নিজের কর্তব্য পালন করে চলবেন বলেই আমি মনে করি। বললেন এলাইয়ের বিশপ।

ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ বললেন, সবই বুঝলাম। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা আজকাল আর ঘটতে দেখা যায় না। তাই বলছি কি, কিভাবে স্বাভাবিকতা বজায় থাকে তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আর বের করতে হবে তার সঠিক উপায়।

—কিন্তু মহামান্য ধর্মযাজক যে আইনটা প্রবর্তনের জন্য বিশেষ উৎসাহী প্রজারা কিন্তু তার দিকেই বেশি করে ঝুঁকছে। মহারাজ কি উক্ত আইন প্রবর্তনের পক্ষপাতি নন?

—আমার কিন্তু মনে হল মহারাজ এ ব্যাপারে বিপেক্ষ। পুরোপুরি আমাদের পক্ষে না হলেও আমাদের বিরোধীদের অবশ্যই উৎসাহ দিচ্ছেন না। তবে এর কারণও যথেষ্ট রয়েছে। আমরা মহারাজকে বলেছি ফরাসীরাজ সম্পর্কে তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে যা ইতঃপূর্বে তাঁর



পূর্বপুরুষদের কেউ-ই পাননি। প্রস্তাবটাকে তো তিনি অন্তর থেকেই গ্রহণ করেছেন মনে হল। তবে হঠাৎ ফরাসী দূত এসে পড়ায় ব্যাপারটা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে রাজপ্রাসাদের অন্য কক্ষে সম্রাট পঞ্চম হেনরি, গ্লস্টারের ডিউক, বেডফোর্ডের ডিউক, ওয়ারউইক এবং এক্সেটার পরামর্শ করছেন যখন তখন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এবং এলাইয়ের বিশপ সেখানে উপস্থিত হলেন। ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ রাজার দিকে তাকিয়ে মধুর স্বরে বললেন, ঈশ্বর মহারাজকে রক্ষা করুন।

সম্রাট হেনরি মুখে হাসির রেখা তুলে বললেন, হে মহামান্য ধর্মযাজকগণ! আপনাদের শুভেচ্ছার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন রয়েছে। বিচার বিবেচনা করে বলুন তো ফরাসীদের 'স্যালিক আইন' কোনওদিক থেকে আমাদের দাবির বিরোধিতা করতে পারে কি? আপনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন, উক্ত আইন আমাদের বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতই তাদের এ ব্যাপারে কিছুমাত্র অধিকার নেই। আপনি এ ব্যাপারে যে নির্দেশ দান করবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স ইতিপূর্বে আর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি।

ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ বললেন, মহারাজ, ফরাসীরাজের প্রতি আপনার অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের দাবির কিছুমাত্রও বাধা নেই। তবে এ-ও মনে রাখবেন, আইন প্রণেতা সম্রাট ফ্যারামণ্ট-এর বক্তব্য—স্যালিক অঞ্চলের কোনও মেয়ের উত্তরাধিকারের দাবি সঙ্গত বলে গ্রাহ্য হবে না। আর এ স্যালিক অঞ্চলকেই ফরাসীরা নিজেদের বলে জোর দাবি তুলেছে। কিন্তু তাদের দেশের প্রখ্যাত সব লেখকদের বক্তব্য স্যালিক অঞ্চল জার্মানির সীমানার অন্তর্গত। বীর চার্লস স্যাকসনদের যুদ্ধে পরাজিত করে কিছু ফরাসীদের রেখে গিয়েছিলেন। তবে কি আমরা বলতে পারি না যে, স্যালিক আইন ফরাসীরাজ্যের জন্য প্রণীত হয়নি? আর এ-ও তো ঠিক যে চারশ'একুশ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফ্যারামণ্টের মৃত্যুর বছর পর্যন্ত এ-অঞ্চল ফরাসীদের ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর অর্থাৎ আটশ'পাঁচ খ্রীষ্টাব্দে স্যাকসনদের পরাজিত করে ফরাসীরাজ্যকে স্যালা নদীর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনিই সম্রাট পেপিন চিল্ডেরিককে পরাজিত করে ফরাসীর সিংহাসন দখল করেন। তিনিই সম্রাট ক্লথেয়ার-এর কন্যা ব্লিথিল্ড-এর ন্যায্য উত্তরাধিকারী।



হিউক্যাপে চার্লস-এর বংশের পুরুষদের মধ্যে প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, লরেন্স-এর ডিউক চার্লস এই রাজ্য দখল করে বসেন। আর প্রচার করেন প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি নিজেই। তা কিন্তু পুরোপুরি মিথ্যা। হিউক্যাপে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি শার্লেম্যানের একমাত্র কন্যা লিঙ্গার-এর উত্তরাধিকারী। তিনি সম্রাট লুই-এর পুত্র, যিনি দশম লুই নামে পরিচিত। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক্যাপের উত্তরাধিকারী। যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁর রানি ইসাবেল অ্যারমেঞ্জার-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আর অ্যারমেঞ্জার-এর বিয়ের ফলেই ফরাসীদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মহারাজ যখনই আপনার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হবেন তখনই তারা স্যালিক আইনের কথা তুলে আপনাকে বঞ্চিত করবেন।

সব কিছু ধৈর্য ধরে শোনার পর সম্রাট বললেন, তাহলে আপনি বলছেন আমি ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমার অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হতে পারি, এই তো?

—অবশ্যই। মহারাজ 'নাম্বার' পুস্তিকাতে স্পষ্টই উল্লেখ রয়েছে পুরুষের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রসন্তান না থাকলে তবে সবকিছুর অধিকার কন্যার। অতএব মহারাজ আপনার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য আপনি প্রস্তুতি নিন। আপনার পূর্বসূরী এডওয়ার্ড-এর সমাধিস্থলে গিয়ে যুদ্ধের তৎপরতা ও সাফল্য প্রার্থনা করুন। ফরাসী দেশের মাটিতেই তিনি ফরাসীদের পরাজিত করেছিলেন। এডওয়ার্ড নামে আপনার যে কাকা আছেন তাঁর বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে ফরাসী দেশে রক্তনদী প্রবাহিত করুন।

এলাইয়ের বিশপ বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, আপনার এখন মানসিক দৃঢ়তা আনয়ন করা একান্ত অপরিহার্য। আপনার পূর্বপুরুষরা যে সাহসিকতা প্রদর্শন করে খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন, সে সাহসিকতা প্রদর্শনের যথার্থ সময় এখনই।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের আর্ল বললেন মহারাজের যৌবন ও সাহসিকতার প্রতি সবার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। এর আগে ইংল্যান্ডে এমন প্রজা আর অকুতোভয় লর্ড দেখা যায়নি যার দেহ ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে আর মন পড়ে রয়েছে ইংল্যান্ডে।

আর্চবিশপ বললেন, মহারাজ আমরা অর্থাৎ ধর্মযাজকরা সর্বতোভাবে



আপনার সহায়ক, মনে রাখবেন। আমরা যুদ্ধের জন্য যত টাকা তুলে দেব তত টাকা আপনার পূর্বপুরুষরা কেউই ধর্মযাজকদের কাছ থেকে পাননি।

—ধন্যবাদ, আমরা সৈন্য সংগ্রহ করে সবাইকে ফ্রান্সে নিয়ে চলে গেলে যে কোনও সময় স্কটরা রাজ্য আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই দেশ রক্ষার জন্যও সৈন্য রেখে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের প্রতিবেশী হলেও তারাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

এলাইয়ের বিশপ বললেন, পুরনো একটা প্রবাদ আছে মহারাজ। ফ্রান্স জয় করতে হলে তবে স্কট থেকেই বিজয় অভিযান শুরু করা চাই। কারণ ইংল্যান্ড যখন ফ্রান্স নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন সুযোগসন্ধানী স্কটরা চুপিসারে আমাদের দেশে ঢুকে পড়বে।

এক্সেটারের ডিউক বললেন, প্রয়োজনমত শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা অবশ্যই রয়েছে। সৈন্যরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের এবং দেশের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্রতী থাকবে তখন বুদ্ধিজীবীরা দেশরক্ষার মহান ব্রতে ব্রতী থাকবেন।

ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ বললেন, এসব দিক বিবেচনা করেই ঈশ্বর বৃত্তি অনুযায়ী মানুষকে ভাগ করেছেন। যে যাই কাজ করুক সকলেরই আনুগত্য অবশ্যই থাকা দরকার। আমার পরামর্শ যদি চান তবে বলব মহারাজ ইংল্যান্ডের সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করে এক ভাগ আপনি নিজে ফ্রান্সে নিয়ে যান। আর বাকি তিনভাগ রয়ে যাক দেশরক্ষার জন্য।

—আপনার পরামর্শ আমি অবশ্যই স্মরণ রাখব। এবার তিনি ডফিন-এর দূতকে ডেকে পাঠালেন। আবার বলতে শুরু করলেন, ফ্রান্স আমাদের বলেই আমরা মনে করি। তাই বীর যোদ্ধাদের সহায়তায় ফ্রান্সে আমাদের শাসন কায়েম করব। আর তা যদি না পারি তবে সেখানেই সমাধিতে আশ্রয় নেব। ডফিন প্রেরিত দূত এলে তিনি বললেন, আমরা এবার আগন্তুক দূতের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

দূত বলল, মহারাজ আমি কোনরকম ঢাক গুড় গুড় না করে সরাসরি বক্তব্য পেশ করছি। মহারাজ, সম্প্রতি আপনার পূর্বপুরুষ তৃতীয় এডওয়ার্ড-এর নামে কিছু কিছু এলাকা দাবী করেছেন। এর প্রত্যুত্তরে আমাদের প্রভু রাজকুমার বলেছেন যে, যৌবনের উম্মাদনা আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে

বেড়াচ্ছে। আপনার প্রতি তাঁর উপদেশ আপনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করুন। ফ্রান্সের কোনও অঞ্চলই আপনার পক্ষে বিজয় পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মহারাজের বালকসুলভ চপলতার কথা স্মরণ করে উপহারস্বরূপ একটা টেনিস বল পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সম্রাট ম্লান হেসে বললেন, চমৎকার। আমরা তবে টেনিস বলে উপযুক্ত র‍্যাকেট ফ্রান্সে খেলার জন্য নিয়ে যাব। তার পিতার সিংহাসন টলিয়ে দেব। তাদের করে দেব বিপর্যস্ত। একদিন আমি তার সঙ্গে সুব্যবহার করেছিলাম। আর আজ সে সবকিছু ভুলে আমাদের রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিতে চাইছে। আমাদের প্রতি দূর্ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছে। আমরা ইংল্যান্ডের সিংহাসনকে গুরুত্ব না দিয়ে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়েছিলাম। কারণ মানুষ যখন নিজের ঘর থেকে আসে তখন তার মনে থাকে খুশীর আমেজ। ঠিক আছে দূত, তুমি ডফিনকে বলবে, আমি কোন এক সময় ফ্রান্সে গিয়ে আমার অসির ক্ষমতা প্রদর্শন করব। আবার আমার রাজ্যের নিরাপত্তাও রক্ষা করব। ডফিনকে আরও বলবে—আমার অসির ঔজ্জ্বল্যে তাঁর চোখ ঝলসে যাবে। আর ফরাসীবাসীরা চোখে সর্ষেফুল দেখবে। আর বলবে, সে যে টেনিস বলগুলি পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতায় লিপ্ত হয়েছে সেগুলিই কামানের গোলায় পরিণত হয়ে তার বুকে গিয়ে আঘাত হানবে। তার রসিকতার বদলা নিতে গিয়ে আমরা যে কঠিন-কঠোর আঘাত হানব তাতে বহু মা তার সন্তান হারাবে, বহু নারী অকালে স্বামী হারিয়ে বৈধব্য গ্রহণ করবে। তবে হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ঈশ্বরের করুণা আমাকে প্রার্থনা করতেই হবে। সে পরমারাধ্য পরমপিতার নামেই বলছি, ডফিনকে সমুচিত শিক্ষা আমি দেবই। এরপর সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা তো স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছেন দেশের বুকে নেমে এসেছে চরমতম দুর্দিন। আপনারা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হোন। এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা ফ্রান্সকে শ্মশানে পরিণত করা। এমনভাবে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে যাতে আমরা তাঁর পিতার সামনেই তাকে এমন অপদস্থ করব যাতে সে মুখ থুবড়ে পড়ার পর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

* * *

লণ্ডন। ইস্টচীপের বোয়ারস হেড সরাইখানার সম্মুখস্থ-প্রাঙ্গণে



লেফটান্যান্ট বরডলফ এবং কর্পোরাল নাইম উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় মগ্ন।

বরডলফ হাসিমুখে কর্পোরাল নাইমকে বলল, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি পতাকাবাহী পিস্টলের সঙ্গে কি তোমার সদ্ভাব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাইম বলল, ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় আমার নেই দরকারও মনে করি না। মোদ্দা কথা শোন, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি না। অতএব তরবারি তীক্ষ্ণ কি ভোঁতা তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

—তোমার কথাগুলো এতই সুন্দর যে, একনাই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। শোন, আমরা তিনজন ফ্রান্সে যাব।

আমি তো বহুবারই বলেছি, আমি যতদিন খুশী ততদিন বাঁচবো। আর যখন বাঁচার আর তিলমাত্র আশা থাকবে না তখন প্রাণ যা চায় তা-ই করব, তা-ই হবে আমার নিশ্চিত বিশ্রাম। আর তার মাধ্যমেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপর চিরবিশ্রাম।

আমি নিঃসন্দেহ, পিস্টল শীঘ্র নেইল কুইকলি-কে বিয়ে করছে। নেইল কুইকলি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এতদিন তোমার সঙ্গে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা বরমাল্য দিল পিস্টলের গলায়।

নাইম বিষণ্ণমুখে বললেন, এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় আমার নেই, ধৈর্য্যের একটা সীমা-পরিসীমা আছে। সে যা করেছে তার ফল একদিন পাবেই।

তাদের কথোপকথন চলাকালীন সরাইখানার কর্ত্রী কুইকাল এবং পিস্টল সেখানে এলেন। পিস্টল সেনাবাহিনীর এক সৈনিক। তাঁর স্ত্রী সরাইখানা পরিচালনা করেন।

পিস্টলকে দেখেই নাইম বললেন, এই যে সরাইখানার মালিক মশাই।

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই পিস্টল রীতিমত খেঁকিয়ে উঠে বলল, নচ্ছার ইতর কোথাকার। তুই আমাকে সরাইখানার মালিক বলে পরিহাস করছিস। এখানে তোদের থাকার জায়গা হবে না।

কুইকলি বললেন, কী নীচ এদের মন দেখেছ। বারো-চোদ্দটা মেয়েকে এখানে রেখে সেলাই ফোঁড়াই শেখাচ্ছি। আর লোকের ধারণা আমরা এখানে পতিতালয় খুলেছি।



পিস্টল ঝট করে কোষ থেকে তরবারি বার করে হাতে নিলেন। তার চোখ মুখ রাগে দুঃখে অপমানে লাল হয়ে উঠল।

পরিস্থিতি সঙীন দেখে বরডলফ এক লাফে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে আপনারা করছেন কী? কর্পোরাল নাইম আর লেফটান্যান্ট পিস্টল আপনারা সংযত হন।

কুইকলি আতঙ্কিত হয়ে বললেন, কর্পোরাল নাইম, আচরণটা অন্তত একটু ভদ্রলোকের মত করুন। দয়া করে তরবারি কোষবদ্ধ করুন।

নাইম রাগে গর্জে উঠলেন ছোটলোক কুত্তা কোথাকার? ওদিকে যাবি না? কোনদিন, একা পেলে দেখে নেব।

পিস্টল রেগেমেগে বলল একা? কেন, এখনও তো একাই আছিরে, হতচ্ছাড়া। তোর যা ক্ষমতা আছে করে নিতে পারিস।

নাইম আগের মতই গর্জে উত্তর দিলেন, এখনও সংযত হতে চেষ্টা কর শয়তান। নইলে এ তরবারির খোঁচায় তোর চামড়া-মাংস কুচিয়ে একেবারে কিমা করে ছাড়ব, বলে রাখছি।

পিস্টল হাতের তরবারিটাকে মাথার ওপর তুলে বারকয়েক ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল, আরে রেখে দে তোর শয়তানি। আমার সঙ্গে বেশি পাঁয়তাড়া করতে আসিস না। এখনও সাবধান করে দিচ্ছি। তোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তোর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

বরডলফ এবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, আমি আবারও তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমাদের মধ্যে যে আগে আঘাত হানবে আমি তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ব। কারণ আমি একজন সৈনিক।

পিস্টল রাগে গস গস করতে করতে তরবারিটাকে কোষবদ্ধ করে বললেন, দিলে তো আমার এমন রাগটাকে একেবারে মাটি করে? সবে রাগটা জমতে শুরু করেছিল। এত বড় শপথ করলে রাগ কী আর স্থায়ী হতে পারে, নাকি স্থায়ী করা নিরাপদ।

পিস্টল-এর কথা শেষ হতে না হতেই বালক ভৃত্য এসে বলল, এই যে সরাইখানার মালিক আর মালকিন, আমার প্রভু হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই যে বরডলফ, আপনিও রয়েছেন দেখছি। আপনারা গিয়ে চেষ্টা করে দেখুন, পরিচর্যার মাধ্যমে যদি তাকে একটু সুস্থ করে তুলতে পারেন। আপনাদের মধ্যে যে গরম দেখছি তার কিছু অংশ পেলেই তিনি অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।



কুইকলি বল্লেন, চল তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখা যাক যদি কিছু করতে পারি।

বরডলফ বললেন, আরে মশাই সবাই চলে যাচ্ছেন যে বড়! এত বড় একটা ঝগড়া হয়ে গেল মিটমাট করিয়ে হাত মিলিয়ে দিতে হবে না আপনাদের। আরে মশাই আমরা সবাই তো ফ্রান্সে যাচ্ছি যুদ্ধ করতে। এর মধ্যে আবার ঝগড়াঝাটি কেন?

পিস্টল বলে উঠলেন, নচ্ছারটার সঙ্গে আবার হাত মেলাতে যাব আমি। অসম্ভব! সুযোগ পেলে শয়তানটার কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব না! বলেই আবার তরবারিটা বার করে ফেললেন।

পিস্টলকে তরবারি খুলতে দেখে নাইমও এক টানে তরবারি বার করে মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে লাগলেন।

বরডলফ এবার আগের চেয়েও গর্জন করে বলে উঠলেন, খবরদার। সাফ কথা শোন, তোমাদের মধ্যে যে আগে আঘাত হানবে আমি তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ব। তারপরও যদি কারও—

পিস্টল তরবারিটা আবাব কোষবদ্ধ করতে করতে বললেন, এ তো মহা জ্বালাতনে পড়া গেল রে বাবা। এবাব নাইম-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাও হাত বাড়াও। এবার থেকে আমাদের মধ্যে আর কোন ক্ষোভ রইল না। আমরা পরস্পরের বন্ধু। চল, পানাহারের মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্বটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

পিস্তলের কথা শেষ হতে না হতেই কুইকলি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আপনারা শীঘ্র একবারটি স্যার জন ফলস্টাফের বাড়ি চলুন। তিনি খুবই অসুস্থ, সম্রাট তার সঙ্গে বিচ্ছিরি সব পরিহাস করেছেন। সেইজন্য এরকমটা হয়েছে, চলুন সবাই।

পিস্টল ব্যস্ত হয়ে বললেন, চলুন সবাই, গিয়ে তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

* * *

রাজার কাকা এক্সেটারের ডিউক, সম্রাটের ভাই বেডফোর্ডের ডিউক এবং ওয়েস্ট-মোরল্যাণ্ডের আর্ল সাউদাম্পটনের মন্ত্রণাকক্ষে আলাপ-আলোচনায় মগ্ন।

কথা প্রসঙ্গে বেডফোর্ড বললেন, ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে সম্রাট এতদিন সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। তারা কিন্তু



ঘুণাক্ষরেও কোনদিন ভাবেনি যে, তাদের দুরভিসন্ধির কথা তিনি বুঝতে পেরে গেছেন।

এক্সেটার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কী আশ্চর্য ব্যাপার। ভাবতেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। রাজা যাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে ছত্রছায়ায় রেখেছিলেন তিনিই কিনা বিদেশী অর্থের লোভে রাজার জীবন বিক্রি করার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন, ছিঃ ছিঃ!

এক্সেটার-এর কথা শেষ হতে না হতেই লর্ড স্ক্রুপ এবং কেমব্রিজের গ্রে-র সঙ্গে কথা বলতে বলতে সম্রাট মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করে বললেন আমরা এখন যাত্রা করব, বাতাস যখন অনুকূল তখন আর অহেতুক বিলম্ব করা উচিত নয়। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের মিলিত শক্তি অবশ্যই ফরাসী সৈন্যদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে আপনাদের মত কি?

আমাদের সৈন্যরা যদি মরিয়া হয়ে লড়াই করে তবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। লর্ড স্ক্রুপ বললেন।

* * *

কেমব্রিজের গ্রে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, হ্যাঁ, কথাটা সত্য। এক সময় যারা আপনার পিতার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছিলেন আজ তারাই আপনার সবচেয়ে বড় হিতৈষী।

সম্রাট এবার মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে বললেন, এক্সেটারের লর্ড, কাকা বলে পরিচিত যে লোকটা গতকাল আমাদের গায়ে ধাক্কা মেরেছিল সে অপদার্থটাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দিতে বলুন। মদের নেশায়—

কেমব্রিজের গ্রে বললেন, ছাড়তে চান আমি বাধা দেব না। তবে একটু কঠোর শাস্তি দিয়ে, কিছু চোখের জল ঝরিয়ে তবে ছাড়লেই ভাল হত। অন্তত কেঁদেকেটে জীবনভিক্ষা চাক।

আমার জন্য আপনারা বড়ই ভাবিত আমি তা জানি। কিন্তু একটা কথা জানবেন, ক্ষুদ্র অপরাধকে যদি এত বড় করে দেখি তবে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। যখন সত্যই কোন বড় রকম অমার্জনীয় অপরাধ কেউ করে বসবে তখন আর উচিত গুরুত্ব পাবে না। যাক, ফরাসীদের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাওয়া যাক। আপনাদের মধ্যে কে, কোন দায়িত্বে আছেন মনে আছে নিশ্চয়ই? আশা করি, স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না যে আমি আপনাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই কাজে নিযুক্ত করেছি। প্রিয় বন্ধুগণ, আজ রাত্রেই আমরা তবে যাত্রা করছি। আপনারা ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিন।



উপস্থিত সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সম্রাট বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো সবাই?

তাদের দায়িত্বের প্রসঙ্গ উঠতেই কেমব্রিজের গ্রে এবং স্ক্রুপ সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমাদের যে পদে নিয়োগ করেছেন—

তাদের কথা শেষ হবার আগেই সম্রাট ম্লান হেসে বললেন, ক্ষমা আমি ঠিকই করতাম, আপনারাই তো একটু আগে বললেন, অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন উচিত নয়। নিজেদের পায়ে নিজেরাই তো কুড়ুল মেরেছেন।

কথা বলতে বলতে মন্ত্রণাকক্ষের সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সম্রাট বললেন আপনারা ইংরেজদের দুষ্টগ্রহদের চিনে নিন। কেমব্রিজের লর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এঁকে যথাযোগ্য সম্মান ও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে ইনি ফরাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। আর টমাস গ্রে-ও ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়ে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। এবার স্ক্রুপের লর্ডের কথা শুনুন, ইনি আমাদের চোখে পরম বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আমাদের এমন কোন গোপন কথা নেই যা তাঁর অজানা। আমার ব্যক্তিগত বহু কথাও তিনি জানেন। আজ পরম বিশ্বাসী তিনিই অর্থের লোভ গোপনে রাজদ্রোহিতায় লিপ্ত। ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডের চরম সর্বনাশ সাধনে তিনি ব্যস্ত। আপনি কি ভুলেও বুঝতে চেষ্টা করলেন না, রাজদ্রোহিতা জঘন্যতম অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। আপনি কি করে যে ঈর্ষার বশে আপনার মিত্র আমাকে শত্রুতে পরিণত করেছেন, ভেবেই পাচ্ছি না। আমি আপনার উপর যেমন ক্ষুব্ধ হচ্ছি, দুঃখও কম হচ্ছে না। এবার এক্সেটার-এর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, এদের বন্দী করুন। আর নিক্ষেপ করুন অন্ধকার কারাগৃহে।

এক্সেটার বললেন, জঘন্যতম রাজদ্রোহিতার অপরাধে আপনাদের বন্দী করা হলো।

কেমব্রিজের লর্ড স্ক্রুপ এবং গ্রে সমস্বরে সবিনয় আবেদন করলেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, আমরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জঘন্যতম কাজটা সম্পন্ন করার আগেই ধরা পড়ে গেছি। আপনি আমাদের নিজগুণে ক্ষমা করে নিজেদের শোধরাবার সুযোগ দিন।

সম্রাট বললেন, আপনারা কি জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন বলছি



শুনুন। শত্রুর কাছ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ উৎকোচস্বরূপ নিয়ে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতেছিলেন। অতএব আপনারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, গর্হিত কাজের জন্য আপনারা যেন অনুতপ্ত হন এবং মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি যেন দান করেন।

এক্সেটার বন্দীদের নিয়ে কারাগারে চলে গেলে সম্রাট উপস্থিত লর্ডগণ এবং অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা শুনুন, ঈশ্বর আমাদের উপর প্রসন্ন। নইলে এরকম সব সাংঘাতিক গোপন ষড়যন্ত্রের কথা কিছুতেই আমরা জানতে পারতাম না। এখন আমাদের মাথার ওপর থেকে বিপদের কালোমেঘ কেটে গেছে, জলপথে পতাকা দেখা দিয়েছে। সেটা হয় ফরাসীদের, না হয় ইংরেজদের। পরম পিতার নাম স্মরণ করে আমাদের এখনই যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। চলুন, আমরা সসৈন্যে অগ্রসর হই।

* * *

ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে, ফরাসী সম্রাট, সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডফিন লুই। ব্রিটানির ডিউক এবং ফরাসীর সর্বোচ্চ পদাধিকারী কনস্টেবল মন্ত্রণাকক্ষে যুদ্ধের প্রসঙ্গে আলোচনায় মগ্ন।

সম্রাট বললেন, ইংরাজ সেনাপতি পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছেন। আমাদেরও সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা দরকার। আপনারা তৈরী হোন।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডফিন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, পিতা, আমাদের উচিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সবল করে তোলা, তা করতে হলে আমাদের উচিত রাজ্যের দুর্বল সীমান্তগুলো পরিদর্শন করা। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, আমাদের তেমন বড় রকম কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

সম্রাট সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুত্র ডফিন-এর দিকে তাকালে ডফিন বলে চলেন, ইংরাজ রাজত্ব বর্তমানে এক অস্থিরমতি, অল্পবুদ্ধি যুবকের হাতে রয়েছে যাকে অপদার্থ ছাড়া অন্য কোন কিছু ভাবা যায় না।

কনস্টেবল বললেন, রাজকুমার, ইংরাজরাজ সম্বন্ধে আপনি হয়ত অন্তরে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছেন। শত্রুকে ছোট করে দেখলে বিপদ ত্বরান্বিতই হয়। তিনি অল্প বয়স্ক হলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। তাঁর কাছে যে দূতকে মহামান্য সম্রাট পাঠিয়েছিলেন তার মুখ থেকেই শুনুন, তাঁর উত্তরের মধ্যে কেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে। আর কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি নাকি খুবই



সচেতন এবং অবিচল। রোমান জুলিয়াস ব্রুটাস-এর মত তিনি বোকার মত ভাব দেখিয়ে বিচক্ষণতাকে ঢেকে রাখতে খুবই উৎসাহী।

—না কনস্টেবল, আমি ঠিক একথা বলতে চাইছি না। তবে কথা যা-ই বলা যাক না কেন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই জোরদার করতে হবে।

সম্রাট এতক্ষণ নীরবে সবকিছু শোনার পর বললেন, ভাল কথা, মেনে নিলাম, রাজা হ্যারি খুবই শক্তিশালী। তা-ই যদি হয় তবে আপনারাও তার যোগ্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা করুন। তাঁর স্বজাতি আমাদের রক্তের স্বাদ পেয়ে পুলকিত। তাঁর ধমনীতেও স্বজাতির রক্ত প্রবাহিত। 'ক্রিমিয়ার' যুদ্ধে আমরা কিভাবে হেনস্থা হয়েছিলাম একবারটি ভেবে দেখুন। ওয়েলসের এডওয়ার্ড-এর হাতে আমাদের বীর যোদ্ধারা বন্দী হয়েছিল। আশা করি আপনারা ভুলে যাননি। তাই বলছি কি, বর্তমান রাজা তো বিজয়ী রাজাদেরই বংশধর। অতএব তাঁর স্বাভাবিক শক্তি সামর্থ্যকে আমাদের একটু ভীতির চোখে তো দেখতেই হবে।

এমন সময় ভৃত্য এসে সম্রাটকে বললেন ইংল্যান্ডের রাজা হ্যারি-র দূত মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী। সম্রাট তাকে দরবারে নিয়ে আসতে বললেন।

ইংল্যান্ডের রাজার কথা শুনে ডফিন বললেন, দূতকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নই। মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনিও এক বিশাল রাজ্যের নৃপতি। নিজেকে অবহেলা করা, ছোট করে দেখা জঘন্যতম অপরাধ।

এক্সেটার এসে সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন, ইংল্যাণ্ডের রাজা আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যায়ভাবে তাঁর যে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন তা প্রত্যর্পণ করতে বলেছেন। তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্মানগুলো থেকে ফরাসীরাজ তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। আর তাঁর প্রত্যাশিত দাবী যে অবৈধ নয় তা আশা করি মহারাজ একবাক্যে স্বীকার করে নেবেন। এরপর একটা কাগজ সম্রাটের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আপনি যদি মনে করেন যে তিনিই এডওয়ার্ড-এর বংশধর তবে তার প্রকৃত দাবীদারের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যান। আশা করি তাঁর প্রাপ্য থেকে—

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সম্রাট গম্ভীর স্বরে বললেন যদি তা না করি, তবে?



—যদি নিতান্তই তা না করেন তবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। আপনি যদি তাঁর প্রাপ্য রাজমুকুট আপনার হৃদয়ের মধ্যেও লুকিয়ে রাখেন তবে সেখানেও হামলা চালাতে তিনি দ্বিধা করবেন না। তাই তো তিনি সসৈন্যে উল্কার বেগে ধেয়ে এসেছেন। আর তারা যে কী ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেবেন তা আশা করি মহারাজ সহজেই অনুমান করতে পারছেন।

—ঠিক আছে, ইংল্যাণ্ডের রাজার ইচ্ছার কথা আমাদের জানা থাকল। এ ব্যাপারে আমাদের একটু ভাবনা চিন্তা করা দরকার। আগামীকাল আপনি আমাদের বক্তব্য শুনে তা আপনার রাজার কাছে পৌঁছে দেবেন।

রাজকুমার ডফিন এবার বললেন, আমার সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের রাজার অভিলাষের কথা জানতে পারি কি?

—আপনাকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। আপনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, আপনার পিতা যদি তাঁর প্রতি আপনার পরিহাসের উপযুক্ত বিচার না করেন তবে তিনিই সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

—আমার পিতা যদি মধুর বচনে তাঁর কথার জবাব পাঠান তবে তা নিতান্তই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে কিছুমাত্রও উৎসাহী নই। তাঁর ছেলেমানুষী আচরণের জন্যই পরিহাস করে তাঁকে টেনিস বল উপহার পাঠিয়েছি।

—আপনার আচরণই প্যারিসের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

সম্রাট বললেন, আমার কথাতো শুনলেনই। আগামীকাল দয়া করে এসে আপনার রাজার প্রশ্নের উত্তর জেনে যাবেন।

মহারাজ, বৃথা সময় নিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। আমার ফিরতে দেরী হলে তিনি নিজেই হয়তো এসে উপস্থিত হবেন। আপনি তো জানেন তিনি এদেশে পৌঁছে গেছেন।

তিনি স্বয়ং আপনার খোঁজে এখানে উপস্থিত হলেও আমাদের কিছু করার নেই। তিনি নিজেও কি বুঝতে পারছেন না। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নের জবাব দিতে একটা রাত্রি কি খুবই বেশী সময়? আপনি বিশ্রাম করুন, কাল সকালেই আমার বক্তব্য আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেব।

দূত চলে গেলে ফরাসী সম্রাট তার অনুগত লর্ড এবং অন্যান্য সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি চাই আপনারা আর একবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন। আর তা যদি নেহাৎই করতে না চান তবে মৃতের



ভূমিকা পালন করে ধিকৃত হোন। শান্তি মানুষের কাম্য খুবই সত্য বটে, কিন্তু দীর্ঘ শান্তির ফলও আপনাদের অজানা নয়। আর শান্তি মানুষকে বিনয়ী করে সত্য কিন্তু মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ করে তোলে, এটাও মিথ্যা নয়। যুদ্ধের ভেরী যখন বাজতে থাকে তখন শৃগালের আচরণ ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে সিংহের বিক্রম জাগিয়ে তোলাই সৈনিকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দৈহিক সামর্থ্যকে সঙ্ঘবদ্ধ করুন, কোমলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিন। উদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হে বীর যোদ্ধা ইংরেজগণ আপনাদের ধমনীতে পূর্বপুরুষদের তাজা রক্ত প্রবাহিত। তারা তো আলেকজান্ডারের মত অকুতোভয় বীর ছিলেন। কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ দিন যে, আপনারা যোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র। হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিন, কিভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হতে হয়। ঈশ্বরের নামে শপথ নিন যে, আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষই বংশধর। অবশ্য আমি আপনাদের চোখের তারা গ্রেহাউন্ডের ছবি প্রত্যক্ষ করছি। সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, সময়মত বীরদর্পে শত্রু সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর। অচিরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, প্রস্তুত হোন।

*　　*　　*

হ্যারিফিউয়ের প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ প্রান্তর। প্রবেশদ্বারের দেয়ালের ওপর রাজ্যপাল এবং কিছু সংখ্যক নাগরিক অবস্থান করছে। সম্রাট হেনরি সৈন্যবাহিনী সমেত প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, ব্যাপার তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না! মনে হচ্ছে শহরের অধিকর্তা এখনও কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেননি। সন্ধির সর্বশেষ সুযোগ এটাই। হয় সন্ধির পথ বেছে নিন, নতুবা আমাদের বাধা দিন। আমি যথার্থই একজন সৈনিক। একবার তরবারি কোষমুক্ত করলে অর্ধেক রাজ্য জয় না করে হ্যারিফিউয়েরকে ছাড়ব না। এ শহরের সমাধি করুণা প্রদর্শনের রাস্তা খোলা থাকবে না। শিশু-নারীর মৃতদেহের স্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে নির্মম-নিষ্ঠুর মনের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হব না। এ অশুভ যুদ্ধ যদি কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা করো তার জন্য আমি দায়ী থাকব না। হ্যারিফিউয়েরের নাগরিকগণ, নিজেদের শহর ও অধিবাসীদের রক্ষার কথা ভাবুন। সৈন্যগণ যতক্ষণ আমার



আয়ত্তের মধ্যে আছে ততক্ষণ ধ্বংস, হানাহানি আর রক্তক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে। হে নাগরিকগণ, আপনাদের কি ইচ্ছা বলুন! আত্মসমর্পণ করে রক্তপাতের হাত থেকে অব্যাহতি চান, আপনাদের প্রিয় নগরকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী, নাকি আমাদের হিংসার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন।

রাজ্যপাল বললেন, আমাদের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে। যিনি আমাদের সাহায্য করবেন বলে আশা করেছিলাম, সেই ডফিন আমাদের হতাশ করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এত বড় অবরোধ তুলে নেওয়া এখন আর সম্ভব নয়। তাই এখন আপনার করুণাই এ মুহূর্তে আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছি।

সম্রাট বললেন, উত্তম! আপনারা তবে প্রাসাদের প্রবেশদ্বার খুলে দিন। চলুন কাকা এক্সেটার, আমরা এখন হারফিউয়েরে প্রবেশ করি। আমি আগামীকালই যুদ্ধের জন্য তৈরী হব। সৈন্যরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আপনি ফরাসীদের বিপক্ষে প্রাসাদকে রক্ষা করবেন।

তূর্যধ্বনিসহ সম্রাট সসৈন্যে হারফিউয়েরে প্রবেশ করলেন।

* * *

রোয়েন। ফরাসী সম্রাটের প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে চার্লস এবং ইসাবেলার কন্যা ক্যাথারিন এবং তাঁর পরিচারিকা অ্যালিক নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন।

ক্যাথারিন ইংরেজী ভাষা একেবারেই না জানলেও তার পরিচারিকা অ্যালিক দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে কাটানোর ফলে মোটামুটি ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করে নিয়েছে। তাই ক্যাথারিন তার কাছ থেকে ভাষা শেখার চেষ্টা করেছেন।

অ্যালিক একসময়ে বলল, আপনার যেরকম উৎসাহ দেখছি আশা করি শীঘ্রই মোটামুটি কাজ চালাবার মত ইংরেজি রপ্ত করে নিতে পারবেন। তার উপর আপনার উচ্চারণ ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী মেয়েদের মতই। অল্পেতেই ভাষাটা শিখে নেবেন।

এদিকে ফরাসী সম্রাটের প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে সম্রাট, জ্যেষ্ঠপুত্র ডফিন, ব্রিটানির ডিউক এবং ফরাসীর সর্বোচ্চ পদাধিকারী কনস্টেবল যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার সময় সম্রাট বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস,



তিনি শোন নদী অতিক্রম করে আমাদের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

কনস্টেবল বললেন, মহারাজ, এখনও যদি আমরা তাঁকে বাধা না দিই তবে চলুন, বর্বরদের হাতে আমাদের আঙুর ক্ষেতগুলো তুলে দিয়ে ফ্রান্স ছেড়ে পালাই।

রাজপুত্র ডফিন বললেন, তারা যদি বিনা বাধায় এগিয়ে আসে তবে আমি আমার জমিজায়গা বিক্রি করে তুচ্ছ অ্যালবিয়ান দ্বীপে গিয়ে মাথা গুঁজব।

—হতচ্ছাড়াগুলো কোত্থেকে যে এমন তেজ পেল ভেবে পাচ্ছি না। আবার আমাদের রাজ্যেরই একদল যুবক তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। হতচ্ছাড়া বিশ্বাসঘাতকের দল কোথাকার!

—শুনুন হাবভাব দেখে আমাদের দেশের মহিলারা আমাদের হীনবীর্য বলে অবজ্ঞা করছে। তারা নাকি তেজস্বী ইংরেজ যুবকদের কাছে তাদের দেহ বিলিয়ে দিয়ে এদেশকে জারজ সন্তানের রাজ্যে পরিণত করবে।

ব্রিটানির লর্ড বললেন, দেশের মহিলারা বলছে ইংরেজদের নাচের স্কুলে গিয়ে আমাদের নাচ শিখতে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিপদে পড়ে দৌড়ে পালানোর চেয়ে নাকি তাই ভাল।

অস্থিরচিত্ত সম্রাট বললেন, মন্তজয় কোথায়? তাকে দূত পাঠান। আমাদের সাহসিকতাপূর্ণ বাধাদানের খবর ইংরেজদের জানিয়ে দিক। তারপর লর্ডদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা সর্বশক্তি নিয়ে ইংরেজদের প্রতিরোধ করার জন্য রুখে দাঁড়ান। নিজেদের পদ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে মহাশত্রু হ্যারিকে বাধা দিন। গলিত তুষার যেমন উপত্যকাগুলোকে গ্রাস করে, আল্পস পর্বতকে যেমন করে তুষারকণা ঢেকে দেয় ঠিক তেমনি করে ইংরেজদের আপনারা গ্রাস করুন। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের মধ্যে যে তেজ-বীর্য ও মানসিকতা আছে, আমাদের শিবিরে বন্দী রাজাকে রোয়েতে এনে হাজির করুন।

কনস্টেবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন, এই তো প্রকৃত বীরের মত কথা। তাঁর সৈন্য কত কম আর পথশ্রমে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ইংরেজরা যখনই আমাদের দেখতে পাবে তখনই তাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যাবে। আমাদের জয়ের জন্য মুক্তিপণ সবচেয়ে বেশি করে দরকার। ভীতসন্ত্রস্ত ইংরেজরা বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেবে।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। মন্তজয়কে পাঠিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে বলুক,



মুক্তিপণ স্বরূপ কত পাউন্ড তাঁরা দিতে চান। ডফিন, তুমি আমাদের সঙ্গে রোয়েন থাকবে। আর বাকি সবাই অগ্রসর হোন, যত শীঘ্র সম্ভব জয়ের খবর নিয়ে আসবেন।

*　　*　　*

ইংরেজদের স্থাপন করা শিবিরে লর্ডগণ যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। শিবিরের অদূরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু রক্ষার দায়িত্ব সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন এক্সেটারের ডিউক। পতাকাবাহী লেফটেন্যান্ট পিস্টলও সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন।

এদিকে সামান্য একটা থালা চুরির জন্য এক্সেটার ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন বরডলফকে। মর্মাহত পিস্টল ফিউএলেনকে বললেন, ডিউকের সঙ্গে কথা বলে সুপারিশ করে যে কোনভাবে বরডলফ-এর ফাঁসির আদেশ যেন তুলে নেওয়া হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে অপর প্রান্তে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এমন সময়ে ফিউ-এলেন এসে বললেন, এক্সেটারের ডিউক বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সেতুটাকে রক্ষা করে চলেছেন, ফরাসীরা পিছু হটতে শুরু করেছে। তিনি এও জানালেন, শত্রুপক্ষের প্রচুর সৈন্য মারা গেছে। সম্রাট পক্ষে একজন ছাড়া কেউই হতাহত হয়নি। আর বরডলফ নামে একজন গীর্জা থেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এক্সেটার তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।

সম্রাট বললেন, এরকম জঘন্য অপরাধে অপরাধীর শাস্তি এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার হুকুম সবাইকে জানিয়ে দাও, এ রাজ্য জয় করে ফিরে যাওয়ার সময় আমরা জোর করে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাব না, আর কাউকে কটুক্তি বা গালমন্দও যেন আমাদের কেউ না করে।

এমন সময় মন্তজয় দূত এসে সম্রাটকে বললেন, আমাদের রাজা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বলতে বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের রাজা হ্যারিকে গিয়ে জানিয়ে এসো আমাদের মৃত মনে হলেও আসলে আমরা নিদ্রিত, হঠকারিতার চেয়ে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকাটাকেই আমরা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। তিনি মুক্তিপণের ব্যাপারটাকে একটু বিবেচনা করতে বলেছেন। রাজকোষ প্রায় শূণ্য। আর যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে তাতে করে রাজকোষের পূর্বাবস্থা অদূর ভবিষ্যতেও ফিরিয়ে আনতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম।



সম্রাট সবকিছু শুনে ম্লান হেসে বললেন, তোমার দৌত্যকার্যে আমি প্রীত। তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো, আমি এখন তাঁকে চাই না। শত্রুপক্ষের কাছে নিজের পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করা ঠিক নয়, তবু বলছি আমার প্রচুর সৈন্যক্ষয় হয়েছে, যুদ্ধ করে করে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তারা এখন ক্লান্ত ও অসুস্থ। তাই আমার বাহিনী ক্যাপের ওপর দিয়ে যাবার সময় কোনোরকম বাধা প্রদান যেন না করা হয়। যদি তোমার রাজা বা অন্য কোন অঞ্চলের কেউ বাধা প্রদান করে তবে কিন্তু আমরা রক্ত নদী বইয়ে দিতেও দ্বিধা করব না।

* * *

বিশ্ববিখ্যাত আজিনকোর্টের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে ফরাসী শিবির স্থাপিত হয়েছে।

ফরাসী লর্ড এবং হ্যারিফিউরের রাজ্যপাল র‍্যামবুরেস কনস্টেবলকে বললেন, আপনার তাঁবুতে কিছু অস্ত্রপাতি দেখেছিলাম। তাদের প্রত্যেকের ওপর কিসের যেন ছাপ দেখলাম। কিসের ছাপ সেগুলো, সূর্যের, নাকি তারার?

তারার।

আগামীকাল কয়েকটা আমার লাগবে।

অবশ্যই আপত্তি নেই। যে কয়টা খুশী নির্দ্বিধায় নিতে পারেন।

এমন সময় রাজপুত্র ডফিন এসে আবেগের সঙ্গে বললেন, আগামীকাল এক মাইল পথ ঘোড়ায় চড়ে যাব মনস্থ করেছি। পথের দুধারে ইংরেজদের মাথার খুলি স্তূপাকৃতি হয়ে পড়ে থাকবে।

কনস্টেবল বললেন, যুবরাজ, ইংরেজদের যদি সামান্যতম বোধশক্তি থাকে তবে তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই উচিত। নইলে এখন কেবল ল্যাজে গোবরে হচ্ছে, অচিরেই সবংশে নিধন হবে।

লর্ড অরলেন্স হেসে বললেন, বোধশক্তিরই একান্ত অভাব তাদের। নইলে মাথায় এত ভারি শিরস্ত্রাণ কি কখনও ব্যবহার করত? যুদ্ধ করবে কি, ভালভাবেই মাথাই তুলতে পারে না হতচ্ছাড়ারা।

কনস্টেবল বললেন, আর সময় নষ্ট করা সঙ্গত নয়, এখনই উদ্যমে আমাদের আবার ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। তবে কাল সকালের আগেই আমরা



তাদের কোণঠাসা করে ফেলতে পারব। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, আমরা প্রত্যেকেই একশ জন করে ইংরেজ সৈন্য নিধন করব।

* * *

ফ্রান্সের অন্তর্গত আজিনকোটের অদূরবর্তী নির্জন প্রান্তরে ইংরেজ শিবিরের অভ্যন্তরে সম্রাট, গ্লস্টারের ডিউক, বেডফোর্ডের ডিউক নিভৃতে যুদ্ধের আলোচনায় ব্যস্ত।

সম্রাট বিষণ্নমুখে বললেন, গ্লস্টার, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমরা খুবই বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। তাই আমাদের সাহসও অভাবনীয় রকম বেড়ে গেছে। একটা কথা মনে রাখবেন, রাত্রির পর সকাল আসে। অন্ধকারের পর ফুটে ওঠে আলোকরশ্মি। ঠিক তেমনি খারাপ জিনিসের মধ্যে থাকে ভালর সংকেত। তাই আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, আমাদেরও সুদিন আগত প্রায়। স্যার টমাস এবং গ্লস্টার, তোমরা গিয়ে উপস্থিত রাজাদের বল, তারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।

এমন সময় এরবিঙহাম সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট বললেন, মহাশয় নাইট, আপনি আপনার ভাইকে অনুসরণ করুন, ইংল্যান্ডের সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করুন।

এরপিঙহাম বললেন, মহান হ্যারি, স্বর্গের দেবরাজ আপনাকে রক্ষা করুন।

এবার রাজা ছাড়া সবাই শিবির ছেড়ে চলে গেলে রাজা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে বসলেন, হে যুদ্ধের দেবতা, তুমি আমার পাশাপাশি অবস্থান কর। আমার সৈন্যদের বুকে অটুট মনোবল যোগাও। প্রতিপক্ষের সৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখে আমার সৈন্যরা যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে।

এমন সময় গ্লস্টার সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষণ্নমুখে শুধু বললেন, প্রভু!

—কি? কি খবর?

যুদ্ধের গতি?

সম্রাট আতঙ্কিত হয়ে বললেন, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির খবর কি?

গ্লস্টার বললেন, যুদ্ধের গতি খুব সুবিধার নয়। সম্রাটের মুখে বিষাদের ছায়া আরও গভীর হল।

এদিকে ফরাসী শিবির সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র ডফিন, অরলেন্সের ডিউক এবং র‍্যামবুরেসের ডিউক যুদ্ধের আলোচনা করছেন।



এমন সময় কনস্টেবল সেখানে এসে সবাইকে অভিবাদন জানানোর সঙ্গে এসেই একজন সংবাদবাহক এসে জানাল, ফরাসী বীরযোদ্ধারা ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিমদিকে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

সংবাদবাহকের মুখে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধের তৎপরতার খবর শুনে কনস্টেবল সবাইকে বললেন, আপনারা এখনও যুদ্ধের পোশাক পরে তৈরী হননি যে? নিন, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠুন।

কনস্টেবলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ডফিন সহ অন্যান্য লর্ডগণ হুড়মুড় করে অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত হতে শুরু করলেন। কনস্টেবল বলে চলেন, আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ান। ব্যস, তবেই দেখবেন তারা আতঙ্কে চুপসে গিয়েছে। সেখানে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার পর আমাদের আর তেমন কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না।

অরলেন্স বললেন, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেই শত্রু সৈন্য আত্মসমর্পণ করে বসবে?

---তা অবশ্যই না। তবে অনেকটা সেরকমই কিছু মনে করা যেতে পারে। কারণ প্রতিপক্ষের সৈন্যদের ধমনীতে এত রক্ত নেই যা দিয়ে আমাদের প্রত্যেকে সৈন্য নিজের নিজের অস্ত্র রাঙিয়ে নিতে পারবে।

---তবে আমাদের আর কষ্ট করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে...।

র‍্যামবুরেসের ডিউকের কথা শেষ হবার আগেই কনস্টেবল বলতে শুরু করলেন—হ্যাঁ, আমরা ফরাসী বীরগণ আজ যুদ্ধে যাচ্ছি বটে, কিন্তু শত্রুর অভাবে হয়ত আমাদের কোষ থেকে অস্ত্র বের করারই সুযোগ হবে না। আমরা দূর থেকে কেবল ফুঁ দেব ব্যস। তবেই দেখবেন, তারা পেঁজা তুলোর মত উড়ে যাবে।

—তবে তো আমাদের বীর যোদ্ধাদের একত্রিত করার আর দরকার ছিল না। এত সব সমরাস্ত্র সংগ্রহও বৃথা যাবে দেখছি।

খুবই সত্য বটে। কনস্টেবল বললেন, সত্য বলতে কি, সম্রাট আমাদের মত যোদ্ধাদের সংগ্রহ না করে ভৃত্যদের নিয়ে এলেও কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন। যা-ই হোক মনে রাখবেন বিনা যুদ্ধে কাজ হাসিল করা গেলেও তা মোটেই সম্মানের হবে না। আমাদের লড়াইয়ের মাধ্যমে জয়মাল্য গলায় পরতে হবে।



ডফিন মুখে হতাশার ছাপ এঁকে বলেন, কী আশ্চর্য! আমরা যদি প্রাণভরে লড়াই করারই সুযোগ না পেলাম তবে তা অবশ্যই আমাদের কাছে পরিতাপের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে আমরা কি অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে গিয়ে সৈনন্দের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য উপাদেয় সব খাদ্যবস্তু আর ঘোড়াগুলোর জন্য ছোলা বিতরণ করে আসব বুঝছি না তো!

অরলেন্স মুচকি হেসে বললেন, ব্যাপারটা তো সেরকমই মনে হচ্ছে। সৈন্যদের এবং ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে তাজা করে তবে যুদ্ধ করার শখ আমাদের মেটাতে হবে।

—দেখুন, আমি কিন্তু নিজের নিরাপত্তার কথাই আগে চিন্তা করব। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, আর সেগুলোকে যত শীঘ্র সম্ভব কাজে লাগাতে চেষ্টা করব। আর দেরী করা ঠিক হবে না। চলুন সবাই তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠুন।

* * *

এদিকে ইংরেজ শিবিরে যুদ্ধের আলোচনা চলাকালীন বেডফোর্ড বললেন—রাজা নিজে গোপনে শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে গেলেন। শোনা যাচ্ছে তাদের নাকি ষাট হাজার যোদ্ধা রয়েছে।

এক্সেটার বললেন, হিসাব মত দেখা যাচ্ছে তাদের প্রতি পাঁচ জনের সঙ্গে আমাদের এক একজনকে যুদ্ধ করতে হবে, ঠিক কিনা।

ইতিমধ্যে স্যালিসবেরি সেখানে এসে কথাটা শুনে বিবর্ণ মুখে বললেন, ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে ঈশ্বরকেই আমাদের হয়ে লড়াই করতে হবে। খুবই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের লড়াই করতে হবে দেখছি। অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে হাত গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে আমি অন্তত রাজী নই। আপনারা আমাকে বিদায় দিন। আমি যুদ্ধ শুরু করতে চললাম।

স্যালিসবেরি যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সম্রাট এসে প্রবেশ করলে ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, ইংল্যাণ্ডে যদি দশ হাজার লোকের বাস থাকে তবে মাত্র এক হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে জমায়েত হয়েছে। আর বাকি ন'হাজার দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

সম্রাট বললেন, না, তা কি উচিত হবে? আমরা যদি মৃত্যুর শিকার হই



তবে আমরা তো দেশকে হারাব। আর যদি যুদ্ধ জয় করে দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হই তবে মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা যে এমন একটি মহৎ কাজ সম্ভব হলো, তা-ই বড় হয়ে সবার চোখের সামনে ফুটে উঠবে। ঠিক কি-না? বীরত্বপূর্ণ কার্যের সম্মান সবচেয়ে বড়। আমি বিত্ত সম্পদের জন্য লালায়িত নই। কিন্তু মানের জন্য আগ্রহী হওয়া যদি পাপ হয় তবে তার জন্য আমি নরকে যেত্রেও রাজী। অতিরিক্ত একজন লোকও সম্মানের অংশীদার হোক এটা আমার অভিলাষ নয়। আমি নিঃসন্দেহ যে জয় আমাদের হবেই। আর একজনকেও তো চাই-ই না, বরং যদি আমাদের মধ্যে থেকেও কেউ ফিরে যেতে আগ্রহী হয়, তবে তার যাবার ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেওয়া হবে। আমার মতে আজকের এ বিশেষ দিনটা 'ক্রিলপিয়ানের' দিন। আজকের দিনে যে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে সে এ দিনটার নামকরণের সময় নিজেকে ক্রিসপিয়ানের সমকক্ষ বলে চিহ্নিত হবে। দীর্ঘদিন মানুষ মনে রাখবে যে, সে এ বিশেষ দিনে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। আপনাদের প্রত্যেকের নাম দেশবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে খোদিত হয়ে থাকবে।

—মহারাজ ফরাসীরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তাড়াতাড়ি যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করুন।

এমন সময় ফরাসী ঘোষক হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন মহারাজ, আমি জানতে আগ্রহী যে নিশ্চিত পরাজয়ের পূর্বে আপনি কি আপনার মুক্তিপণের ব্যাপারটি আর একটু ভেবে দেখবেন? কনস্টেবল কৃপা করে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আপনার দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখার জন্য। অন্যথায় তাদের মৃতদেহগুলো পথে-প্রান্তরে পড়ে থাকবে, পচে দুর্গন্ধ বেরোবে।

সব শুনে সম্রাট মন্তজয়কে বললেন, তুমি তোমার প্রভু কনস্টেবলকে গিয়ে বলো, তিনি যেন আগে আমাকে জয় করার ব্যবস্থা করেন। তার আগে আমার অস্থি বিক্রয়ের চিন্তা করলে কেবল ভুলই করবেন না হাস্যাস্পদও হবেন। এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায় ঈশ্বর। এরা কেন যে আমার সঙ্গে পরিহাসে লিপ্ত হয়েছে বুঝছি না তো। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মৃত্যুর শিকার হবে। তবু তারা দেশবাসীর মনে বেঁচে থাকবে। আমি এখন গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলছি, আমি যথার্থই একজন সৈনিক। যদিও আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার পথ কণ্টকময়, আমাদের শিরস্ত্রাণের

পালক খসে পড়তে শুরু করেছে, তবু কথা দিচ্ছি আমরা শেয়ালের মত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে অবশ্যই পালাব না। তবু আমাদের সৈনিকরা ফরাসী সৈনিকদের শিরস্ত্রাণ তুলে নিয়ে তাদের যুদ্ধের বাসনাকে চিরদিনের মত সমাধিস্থ করে দেবে। অতএব হে আগন্তুক, তোমাকে বিশেষভাবে বলছি, মুক্তিপণের প্রসঙ্গ নিয়ে আমাকে আর মিছে বিরক্ত করতে এস না।

মন্তজয় বললেন—মহারাজ, আপনার কথা রাখতে চেষ্টা করব। আশা করি মুক্তিপণের ব্যাপারে অন্তত আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না।

ম্লান হেসে সম্রাট বললেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস তুমি আর একবার অন্তত মুক্তিপণের ব্যাপারে আমার শিবিরে আসবে।

মন্তজয় ম্লান হেসে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য এক অংশে অরলেন্স অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, হায় ঈশ্বর! এ কী করলে তুমি! আজ পরাজয়ের গ্লানি আমাদের মুখে মাখিয়ে দিলে।

ডফিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ আমি জীবিত থেকেও মৃত। জ্বলন্ত ঘৃণা, অপরিসীম অপমান আর লজ্জা আজ আমার সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কনস্টেবল বললেন, আমাদের পদাতিক, অশ্বারোহী সব, সব সৈনাই পরাজয় বরণ করে নিয়েছে।

ডফিন আর্তনাদ করে উঠলেন, হায় ঈশ্বর! কী জঘন্য লজ্জা আমার মুখে মাখিয়ে দিলে, এ পোড়া মুখ কাউকে দেখাতে পারব না। আমরা আমাদের নিজেদেরই ছুরির আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করব। ছিঃ ছিঃ! এদের ভরসা করেই কি আমরা পাশাখেলার দান চেলেছিলাম। এদেরই কি হেয়জ্ঞান করে আস্ফালন করেছিলাম? ভুল কী জঘন্য ভুল করেছিলাম।

অরলেন্স কপালে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, ভুলের স্বর্গে বাস করেছি এতদিন! ভুল—ভুল! তবে কি রাজাকেই মুক্তিপণের প্রস্তাব পাঠিয়ে চরমতম ভুল করেছিলাম।

বুরবোঁ এতক্ষণ কপালে হাত দিয়ে নীরবে বসেছিলেন। এবার বললেন, লজ্জা! লজ্জা! আজ শুধুই লজ্জা আমাদের সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন সবাই সসম্মানে মৃত্যুবরণ করে জঘন্যতম লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পাই। আপনাদের মধ্যে যিনি আমাকে অনুসরণ করবে না তিনি নির্লজ্জ। নিজের মাথার টুপি নামিয়ে রেখে নিজ হাতে দরজা খুলে দেবে আর



কুকুরের মত ক্রীতদাসরা এসে তাদের রূপসী মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করবে। অপদার্থ...

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই কনস্টেবল বলতে শুরু করলেন, বিশৃঙ্খলাই আমাদের জঘন্যতম পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে। অতএব বন্ধুগণ, আর দেরী করা নিরাপদ নয়। আসুন সময় থাকতে আমরা আত্মহত্যার মাধ্যমে লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করি।

অরলেন্স বললেন, আমাদের নাভিশ্বাস উঠলেও এখনও দেহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। নৈরাশ্য মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসুন, আমরা একটু সুশৃঙ্খল হয়ে শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখি। আমার বিশ্বাস আমাদের সেনাবাহিনী দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করলে ইংরেজদের শ্বাসনালী টিপে ধরে যমের দুয়ারে তাদের পাঠিয়ে দিতে পারবেই।

—শৃঙ্খলার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সময় অনেক আগেই চলে গেছে। জীবনকে আর দীর্ঘস্থায়ী করে লজ্জাটাকে সুনিশ্চিত ও দীর্ঘস্থায়ী করার কিছুমাত্র উৎসাহও আমার নেই।

* * *

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে তুমুল হট্টগোল হচ্ছে। সম্রাটকে ঘিরে সৈন্যরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

সম্রাটের পাশে তাঁর কাকা এক্সেটারও আছেন। তাঁর পিছনে রয়েছে একদল বন্দী।

সম্রাট বললেন, আমার অভিন্নহৃদয় দেশবাসী, বীর সৈনিকগণ। আমরা সত্যি আজ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছি। তবে মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সমস্যামুক্ত হইনি। আমাদের এ মুহূর্তে প্রধান কাজ ফরাসী সৈন্যদের ব্যস্ত রাখা।

এক্সেটার বললেন, মহারাজকে ইয়র্কের ডিউক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

—তাই বুঝি, তাঁর খবর ভাল তো? তাঁকে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত দেখেছিলাম, এখন কেমন?

এক্সেটার বললেন, বীর সৈনিক তিনি। তাঁর রক্তাপ্লুত দেহের পাশে অভিন্নহৃদয় বন্ধু সাফোকের আর্লও পড়ে রয়েছেন। সাফোক-এর মৃত্যু প্রথমে হয়। আহত সাফোক প্রায় বুকে হেঁটে ইয়র্ক-এর রক্তাক্ত দেহের কাছে যান।



তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মুখের রক্তমাখা দাড়িগুলোতে হাত বুলান। মুখের রক্তাপ্লুত ক্ষতস্থানে বারবার চুম্বন করে বলেন—বন্ধু সাফোক একটু অপেক্ষা কর। আমার আত্মা স্বর্গের পথেও তোমাকে সঙ্গ দেবে। আর একটু মাত্র কয়েক মিনিট আমার জন্য অপেক্ষা কর। তারপর আমরা উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় স্বর্গের পথে পা বাড়াব। যেমন আমরা পাশাপাশি অবস্থান করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করেছি। মুহূর্তকাল নীরব কাটিয়ে দম নিয়ে আমার হাত দুটো ধরে কাতর স্বরে নিবেদন করলেন---প্রভু, মহারাজকে বলবেন আমার সংগ্রামের কথা। আর এও বলবেন, আমি চেষ্টার কোন ক্রুটিই করিনি। কথা বলতে বলতে তিনি সাফোক-এর বুকের উপর উপুর হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। মুহূর্তকাল পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বন্ধুর রক্তাপ্লুত ঠোঁট দুটোতে চুম্বন করলেন। ব্যস, পর মুহূর্তেই আবার আছড়ে পড়লেন বন্ধুর বুকের ওপর। শেষ, সব শেষ হয়ে গেল।

এ পর্যন্ত বলে এক্সেটার একটু থেমে চোখের জল মুছে ভাঙা গলায় বললেন, এমন অভাববনীয় সুন্দর ভালবাসা চোখের সামনে দেখে কেমন যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম মহারাজ। আমার চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, অন্য সময় অন্য কোন পরিস্থিতি হলে হয়ত চোখের জল ধরে রাখতে পারতাম। কিন্তু সে মুহূর্তে কিছুতেই যেন সম্ভব হল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্রাট বললেন, আমি এতে আপনার তো কোনই দোষ দেখছি না কাকা। কারণ বন্ধুত্বের ভালবাসার এমন অকৃত্রিম বন্ধনের কথা শুনেই আমার চোখের পাতা ভিজে উঠছে। আর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলে আমিও হয়ত বিহ্বল হয়ে পড়তাম, দুচোখ বেয়ে নেমে আসত জলের ধারা।

এমন সময় অদূরবর্তী স্থান থেকে কোলাহল ভেসে এলে সম্রাট সচকিত হয়ে কোলাহলের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল।

—বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল নাকি? মনে হচ্ছে ফরাসীরা বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করে নতুন উদ্যম নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এক্সেটার বললেন, তবে আমাদের এখন কর্তব্য।

—সবার আগে আদেশ প্রচার করে দিন, বন্দী সৈন্যদের নির্বিচারে হত্যা করা হোক।

—আর?



—আর আমাদের সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে বলুন যেন যে-কোন মুহূর্তে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের বিপরীত অংশে উচ্চপদস্থ সৈনিক ফিউএলেন গাওয়ারকে বললেন, আমি কিছুতেই এটাকে যুদ্ধের নিয়ম বলে মেনে নিতে পারছি না। এমনকি চাকর-বাকর গুলোকেও নির্বিচারে হত্যা করেছে। শুধু কি এই! তাদের জিনিসপত্রগুলো লুটপাট করে নিয়ে গেছে। এটা পুরোপুরি যুদ্ধের নিয়ম বহির্ভূত। কী জঘন্য শয়তানি, চিন্তা করতে পারছেন।

গাওয়ার বললেন, আমি নিঃসন্দেহ যে, একটা চাকরও প্রাণে বেঁচে নেই।

--কিন্তু এরকম একটা জঘন্য কাজ করল কে?

—যেসব ভীরু শয়তানগুলো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে নির্ঘাৎ এটা তাদেরই কাজ। শুধুমাত্র চাকর-বাকরদেরই মেরেছে নাকি হে!

—তবে? আর কি কি করেছে?

—রাজার শিবিরে ঢুকে সব লুঠ করেছে। সবশেষে আগুন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। তাই তো রাজা বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। যা উচিত তা-ই করছেন। সত্যি রাজার সাহসিকতার প্রশংসা করতেই হয়। বীর, যথার্থ বীর যাকে বলে।

—হ্যাঁ, বীর তো অবশ্যই। মনমাউথ বংশে তাঁর জন্ম। আলেকজাণ্ডার মহাবীরের জন্ম এ বংশেই তো হয়েছিল।

—আলেকজাণ্ডার? কোন্ আলেকজাণ্ডার? বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার-এর কথা বলছেন কি?

—হ্যাঁ, তারই কথা বলছি।

—আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুনেছি তার পিতা ম্যাসিডনের ফিলিপ বলে পরিচিত ছিলেন।

—হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের মাটিতেই জন্মেছিলেন।

--মনমাউথ আর ম্যাসিডন কি একই জায়গা না কি?

—সেরকমই লোকে বলে। মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে মনমাউথ আর ম্যাসিডন একই স্থানে অবস্থান করছে। মনমাউথে একটা নদী বয়ে গেছে। আবার ম্যাসিডনেও একটা নদীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ম্যাসিডনের নদীটা ওয়াই নামে পরিচিত। তবে দুটো নদীর বিবরণ একই রকম। আলেকজাণ্ডার-এর জীবনী পড়লে মনমাউথ-এর হ্যারির সঙ্গে তাঁর



কোনও পার্থক্য চোখে পড়বে না। আর এ-ও জানা যাবে আলেকজাণ্ডার ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর দুঃখে জর্জরিত ও সুরায় বশীভূত হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু ক্লীটার্সকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন।

—আলেকজাণ্ডার যেমন সুরা পানের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত হয়ে তাঁর বন্ধু ক্লীটার্সকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন ঠিক তেমনি মনমাউথের হ্যারি মোটাসোটা নাইটটিকে হত্যা করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। কী যেন নাম তাঁর? ধ্যুৎ ছাই মনে পড়ছে না।

—লোকটির নাম ছিল স্যার জন ফলস্টাফ।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

এমন সময় সম্রাট সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এতদিন আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই কাজ করেছিলাম। কিন্তু এখন আর মাথা গরম না করে পারছি না। এক্সেটার, তুমি ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের ধারে অশ্ববাহিনীর কাছে যাও। তারা যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহী হয় তবে বলবে, সবাই যেন এ দিকে চলে আসে, আর যদি নেহাৎই যুদ্ধে তাদের অনীহা থাকে তবে আমার কথা সাফ জানিয়ে দেবে—যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে যেন চলে যায়। অন্যথায় যাদের হাতের লাগালের মধ্যে পাব, তাদের সবাইকে হত্যা করতে বাধ্য হব।

সম্রাটের কথা শেষ হতে না হতেই ফ্রান্সের ঘোষক মন্তজয় এসে সবে কথা বলতে যাবেন, অমনি সম্রাট বলে উঠলেন, কি ব্যাপার? আবার কি মুক্তিপণের প্রসঙ্গে কথা বলতে এসেছ?

না মহারাজ, আমাদের মৃতদেহগুলি যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে খুঁজে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করতে পারি তার অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি। কারণ আমাদের বড় বড় যোদ্ধাদের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের নিহত যোদ্ধাদের সনাক্তকরণ এবং সদ্‌গতির অনুমতি দিন।

শোন, আমি নিশ্চিত নই, আজকের দিনটা সত্যই আমাদের কিনা! কারণ তোমাদের অনেক অশ্বারোহী সৈনিক এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, মহারাজ আজকের দিনটা বাস্তবিকই আপনাদের।

তবে ক্রিমপিন ক্রিসিপিয়ানের দিনটিতে আজিনাকোর্টের যুদ্ধ হল কি বল?

ফিউএলেন তাঁদের কথার মাঝে বলে উঠলেন আপনার স্মরণীয় পিতামহ



আর আপনার মহান খুল্লতাত ওয়েলসের কৃষ্ণরাজা এডওয়ার্ড ফ্রান্সেই এক মহারণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর আশা করি মহারাজের স্মরণে আছে যে, ওয়েলসের অধিবাসীরা পেঁয়াজ চাষের ব্যাপারে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা টুপির মাথায় পেঁয়াজের পাতা গুঁজে রাখতেন। অতএব আমি আশা করি সেণ্টডেভির জিনে মহারাজও পেঁয়াজ পাতা ব্যবহার করতে ঘৃণা বোধ করবেন না।

আপনি তো জানেন আমার জন্ম কর্ম সবই ওয়েলসে।

ভগবান খ্রীস্টের নামে শপথ করে বলছি, আমি আপনার দেশবাসী। এ নিয়ে আমার কিছুমাত্রও লজ্জার কারণ নেই। আমৃত্যু আমি একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করব।

সম্রাটের অনুমতি নিয়ে মন্তজয় চলে গেলে উইলিয়াম নামে অকজন মাঝবয়সী সৈনিক সম্রাটের কাছে অলেন। সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার শিরস্ত্রাণে একটা দস্তানার মত কি যেন দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার কি বল তো?

ম্লান হেসে উইলিয়াম বললেন হ্যাঁ মহারাজ, দস্তানাই বটে! আর এটা এক ইংরেজ সৈন্যের দস্তান। গতরাত্রে হতচ্ছাড়া সৈন্যটা আমার সঙ্গে তামাশা শুরু করেছিল। বড়াইও বলতে পারেন। সে বলেছিল, সে বেঁচে থাকতে দস্তানাটা নিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন করে তবে আমি শপথ নিয়েছি তার কানে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দেব। আর আমার দস্তানাটা সে যদি শিরস্ত্রাণে লাগায়। আর সে প্রতিজ্ঞা করে, যেহেতু সে একজন সৈনিক তাই সর্বদাই সেটা যে তার শিরস্ত্রাণে লাগিয়ে রাখবে।

সম্রাট বললেন, ভাল কথা যদি ভবিষ্যতে কোনদিন তার দেখা পাও তবে তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। এবার কাজের কথা বল তো, তুমি কার অধীনে লড়াই করছ?

ক্যাপ্টেন গাওয়ার-এর অধীনে।

তুমি গিয়ে তাকে যত শীঘ্র পার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আমি এক্ষুণি আপনার আদেশ পালন করছি।

উইলিয়াম বিদায় নিলে সম্রাট ফিউএলেন-কে বললেন, সেনাপতি গাওয়ারকে চেনেন নাকি?

বিলক্ষণ চিনি। গাওয়ার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তবে আপনিও যান, তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করুন। চলুন কাকা,



যুদ্ধক্ষেত্রের ওদিকটায় গিয়ে দেখি আমাদের সৈন্যরা কেমন যাদু প্রদর্শন করছে।

সম্রাট হেনরির শিবিরের অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে গাওয়ার এবং উইলিয়া কথা বলছেন। এমন সময় ফিউএলেন হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, ক্যাপ্টেন গাওয়ার, মহারাজের শিবিরে আপনার ডাক পড়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব পোশাক পরে আমার সঙ্গে চলুন।

উইলিয়াম এবং ফিউএলেন গাওয়ারকে নিয়ে সম্রাটের সামনে হাজির করার পর ফিউএলেন সম্রাটকে অভিযোগ করলেন, শিরস্ত্রাণের ওপর ঐ দস্তানাটা আমার। আমি এটা এক সময় তাকে ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। শপথ করেছিল সে ওটা শিরস্ত্রাণে পরবে। আর আমিও শপথ করেছিলাম, যদি তার শিরস্ত্রাণে আমি ওটাকে দেখতে পাই তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে আঘাত করব। আমিও তা-ই করেছি। এতে আমার কি অপরাধ আপনি বলুন।

সম্রাট এবার দস্তানাটা হাতে নিয়ে বললেন, এবার এই দেখ, আমি সেই লোক। তুমি শপথ করেছিলে আমাকে আঘাত করবে। আর আমার সঙ্গে তুমি যথেষ্ট অসৎ আচরণও করেছ।

মহারাজ, আপনার প্রতি কোনরকম অসৎ আচরণ আমি যদি করেই থাকি তবে জানাবেন, অবশ্যই তা নিজের অজ্ঞাতসারেই করেছি। আর সেদিন তো আপনি মহারাজ রূপে আমার সামনে আসেন নি। একজন সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে এসেছিলেন।

সম্রাট এবার এক্সেটার-এর দিকে দস্তানাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা ঐ সৈনিককে দিয়ে দিন। আর বলে দিন, আমি যতদিন তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বন না করব ততদিন সে যেন এটাকে তার শিরস্ত্রাণে সম্মানের স্মারক হিসাবে ব্যবহার করে।

এমন সময় মন্তজয় এলে সম্রাট বললেন কি হে ঘোষক, মৃতদেহর সংখ্যা জানতে পেরেছ কি?

সম্রাটের দিকে মৃতের তালিকা।

সম্রাট তালিকাটা নিয়ে কাকা এক্সেটার-এর হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন তো কোনো উচ্চপদস্থ ফরাসীকে বন্দী করে হয়েছে কি না?

হ্যাঁ, কয়েকজনেরই নাম রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

পড়ুন তো, শুনি নামগুলো।



বুরবোঁর ডিউক জন, রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের আরলেন্সের ডিউক চার্লস, আর লর্ড বারমিউকোয়াণ্ট, এগুলো ছাড়া কয়েকজন নাইট, ব্যারণ আর স্কোয়ার মিলিয়ে পনেরো'শ বন্দীর কথা উল্লেখ রয়েছে।

তবে তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রায় দশ হাজার বেতনভুক সৈন্য আর অন্যান্যরা রাজার কোন না কোন আত্মীয়। সম্রাট আরও বললেন, রাজা-মহারাজা দল বেঁধে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন।

এক্সেটার বললেন, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের।

হ্যাঁ আশ্চর্য তো বটেই। যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। আনাড়ীর মত ভীত সন্ত্রস্ত মন নিয়ে আমরা ছেলেবেলার মত যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেছিলাম। হে ঈশ্বর! তোমার কৃপাবলেই আমরা এত বড় যুদ্ধ করে কেবল টিকে থাকাই নয়, সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের ক্ষতির পরিণাম তাদের তুলনায় সামান্য। সম্রাট বললেন, কাকা চলুন আমরা শোভাযাত্রা করে গ্রামের পথে পথে যাই। তারা আমাদের কাজের জন্য গর্ববোধ করবে, নানা ভাবে প্রশংসা করবে এটা আমাদের কম বাঞ্ছনীয় নয়।

ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদ।

সম্রাট হেনরি, বেডফোর্ড ও এক্সেটার উপস্থিত রয়েছেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফরাসী সম্রাট চার্লস, রানি ইসাবেলে, রাজকন্যা ক্যাথরিন এবং অ্যালিস এসে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট হেনরি বললেন, আজকের সমাবেশ শান্তির সমাবেশে পরিণত হোক। আর তারই জন্য আজ আমাদের এখানে মিলিত হওয়া। ফ্রান্সের ভাই ও বোনদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। সে সঙ্গে রাজকুমারী ক্যাথরিনের শুভমুহূর্ত কামনা করছি। সব শেষে ফ্রান্সের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও সার্বিক কুশল কামনা করি।

সম্রাট চার্লস বললেন, আমরা ইংল্যাণ্ডের অভিন্ন হৃদয় ও হিতৈষী ভাইদের এখানে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত।

রানি ইসাবেল বললেন, ঈশ্বরের কাছে কামনা করি আজকের উদ্যোগ, উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হবে তা যেন শুভ হয়। আজ উভয় পক্ষের ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণা যেন নিরবিচ্ছিন্ন ভালবাসায় পরিণত হয়।

সম্রাট হেনরি বললেন, মহারানির কথার উত্তরে আমরা শুধু এই কথাই

বলতে পারি শান্তি। আজকের শুভ প্রচেষ্টার ফসল স্বরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে আসুক।

ইসাবেল বললেন, এখানে উপস্থিত ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিগণ আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

রানির কথা শেষ হতে না হতেই বারগণ্ডির ডিউক মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করে বললেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের সম্রাটদ্বয়, আপনাদের উভয়ের প্রতি আমার কর্তব্য সমান বলেই মনে করি। আমি আমার শুভবুদ্ধি সম্বল করে আজ এই ঐতিহাসিক সমাবেশের আয়োজন করেছি। যে শান্তি থেকে আনন্দময় মুহূর্তের সূচনা করে সে শান্তি আজ নির্বাসিত। আর নিদারুণভাবে অবহেলিত ও বটে। আজ আমি যদি এ রাজকীয় সমাবেশে একটা দাবী উপস্থিত করি তবে আশা করি আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন না। তিনি আবার বললেন, হায় ঈশ্বর! অতীতের ফ্রান্স আর আজকের ফ্রান্সের মধ্যে কী আকাশ পাতাল পার্থক্য বিরাজ করছে। চাষের ক্ষেত অবহেলিত। আঙুরের বাগানগুলিও শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সের পতিত জমিতে বিষাক্ত আগাছা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে। শুধু কি এই! আমাদের ঘরের সন্তানরা আজ বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। যে বিজ্ঞানের কাঁধে ভর দিয়ে দেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে সে বিজ্ঞান আজ অবহেলিত। হয় তারা বিজ্ঞান চর্চার সময় পায় না, নতুবা তাদের শেখার আগ্রহে মরচে পড়ে গেছে। বর্বর সৈন্যরা যেমন রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই জানে না, সর্বদা রক্তপাতের কথাই চিন্তা করে। তাই আবার সে আগের পরিস্থিতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এখানে মিলিত হওয়া।

সম্রাট হেনরি বললেন, বারগাণ্ডির ডিউক, যে শান্তির অভাবে দেশ আজ রসাতলে যেতে বসেছে, সে শান্তি যদি আপনি মনে প্রাণে কামনা করেন তবে আমাদের দাবীর বিনিময়ে তা ক্রয় করে নিতে হবে।

আমাদের রাজা এখানে উপস্থিত। তিনি তো সবই শুনেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন উত্তর দেন নি।

সম্রাট হেনরি বললেন, ভাল কথা আপনি যে শান্তির প্রস্তাব দিলেন তা অর্জন করা সম্ভব কিনা তাঁর উত্তর থেকেই আমরা তা জানতে পারব।

সম্রাট চালর্স বললেন, আমি কাগজগুলো পড়েছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনারা রাজসভার কয়েকজনকে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দেন তবে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।



সম্রাট হেনরি বললেন, আমরা সম্মত, কাকা এক্সেটার, ভাই ক্ল্যারেন্স, ওয়ারউইক, গ্লস্টার আপনারা রাজার সঙ্গে যান, আপনাদের ক্ষমতা দেওয়া রইল। নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমাদের দাবী সংক্রান্ত কোন কিছু অনুমোদন করা বা কোন কিছু বাতিল করার সার্বিক দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পিত হল, আমরাও আপনাদের সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরণে মেনে নেব। মহামান্য রানি, আপনি তাঁদের সঙ্গে যেতে উৎসাহী, নাকি এখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন?

ইসাবেল উৎসাহ ভরে বললেন, যাব, আমি তাদের সঙ্গে যেতে চাইছি। কোন ব্যাপার নিয়ে যদি কঠিন সমস্যা দেখা দেয়, জেদাজেদির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তবে অনেক সময় মহিলাদের প্রভাবে তা অনায়াসে সহজতর হয়ে উঠে। একথা বিবেচনা করেই আমি তাদের সঙ্গে যেতে উৎসাহী।

সম্রাট হেনরি বললেন, ভাল কথা। আপনি যেতে চান বাধা দেব না। কিন্তু ক্যাথারিনকে তো সঙ্গে নিতে পারবেন না।

রানি ইসাবেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হেনরি-র মুখের দিকে তাকালেন সম্রাট হেনরি বললেন, ক্যাথারিনকে তো সবার আগেই আমাদের দাবীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ভাল কথা, তাই করব। ক্যাথারিনকে রেখেই যাব।

সম্রাট হেনরি ও ক্যাথারিন ছাড়া অন্যান্য সবাই বেরিয়ে গেলে হেনরি বললেন, সুন্দরী ক্যাথারিন, তোমার কাছে আমার একটা কথা জানার রয়েছে।

ক্যাথারিন বললেন, কি জানতে চান বলুন? তা যদি আমার বিদ্যাবুদ্ধির আওতায় পড়ে তবে অবশ্যই আপনার জিজ্ঞাসা পূরণ করব।

তুমি কি কোন অনভিজ্ঞ সৈনিককে এমন কিছু শিখিয়ে দিতে পার যা কোন মহিলার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলে তার কোমল হৃদয় প্রেম-ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে?

তা জানলেও সম্ভব নয়।

কেন? সম্ভব নয় কেন?

আপনি তো আমার প্রচেষ্টায় পরিহাস করবেন মহারাজ।

পরিহাস। কেন? পরিহাস করার মত এমন কোন কারণের কথা তোমার মনে জাগছে সুন্দরী?

আমি তো ইংরেজীই জানি না। অতএব আমার পক্ষে আপনাকে ভালবাসার পাঠ দেওয়া কি করে সম্ভব, বিবেচনা করুন মহারাজ।



হেনরি হেসে বললেন, সুন্দরী, তুমি যদি তোমার ফরাসী হৃদয় দিয়ে আমাকে গভীরভাবে ভালবাস তবে অশুদ্ধ এবং ভাঙা ইংরেজিতেই তা শুনতে আমার ভাল লাগবে। একটা কথার জবাব দেবে কি?

কি? কি জানতে চান বলুন?

ক্যাথারিন, তুমি সত্যি করে বলতো আমাকে কি তুমি ভালবাস?

ক্যাথারিন বললেন, অপরাধ নেবেন না মহারাজ। আমাকে মাফ করুন।

হেনরি সচকিত হয়ে ক্যাথারিন-এর মুখের দিকে তাকালে ক্যাথারিন বলে চলেন—মহারাজ, আমার রূপ সম্বন্ধে আমি নিজেই অজ্ঞ। আমি যথার্থই সুন্দরী নাকি কুৎসিত, আমি নিজেই জানি না।

তোমার রূপ-সৌন্দর্যের কথা বলছ? সুন্দরী, স্বর্গের অপ্সরারা তোমার মত দেখতে, আর তুমি অপ্সরাদের মত দেখতে।

এ কি বলছেন মহারাজ? সত্যি কি আমি স্বর্গের অপ্সরাদের মত দেখতে?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি সুন্দরী, প্রত্যেক মানুষই নিজের রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে।

না, না মহারাজ, আপনি আমার সঙ্গে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হেনরি বললেন, সুন্দরী, আমি যা বলছি তা স্বীকার করতে আমি দ্বিধা করব না এবং লজ্জাও কিছুমাত্রও নেই।

মহারাজ, মানুষ কখন কখন চাতুরীর আশ্রয় নেয়।

কিন্তু সব মানুষের কথায় কি চাতুরীর প্রলেপ দেওয়া থাকে? শোন রাজকুমারী, একজন ইংরেজ মহিলার চেয়ে তোমার রূপ-সৌন্দর্য অনেক, অনেক গুণ বেশী। সত্যি ক্যাথারিন, আমার প্রেম নিবেদন তোমার বুঝতে তেমন অসুবিধে হবে না বলেই আমি মনে করছি। ইংরাজীতে তোমার ভাল জ্ঞান না থাকার জন্য আমি খুশীই বটে।

খুশি? আমি ইংরাজী না জানায় আপনি খুশি? আপনার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না মহারাজ।

আমি বুঝতে চাইছি, ইংরাজীতে তোমার ভাল জ্ঞান থাকলে তো তুমি আমাকে একজন রাজা ভাবতে, যে মামার বাড়ি বিক্রি করে রাজমুকুট কিনে নিয়েছি।

ক্যাথারিন ম্লান হাসলেন। হেনরি বললেন, আমার পরিষ্কার কথা জেনে রাখ সুন্দরী, ভালবাসার গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সহজ সরল ভাষায় আমার মনের কথা তোমায় ব্যক্ত করছি। আমি তোমাকে



মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। এবার তোমার মতামত ব্যক্ত কর। বল, আমার মনের কথা তোমাকে বোঝাতে পেরেছি কি?

মহারাজ, আপনার কথা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

সুন্দরী তুমি আমাকে প্রেমের কবিতা রচনা করতে অনুরোধ কর আর যদি বল নাচের মাধ্যমে তোমাকে আনন্দ দান করতে তবে আমার প্রতি ঘোরতর অবিচার করে হবে।

ক্যাথারিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন তাই বুঝি?

বিশ্বাস কর সুন্দরী। কবিতা রচনা করতে যে মাত্রায় জ্ঞান ও শব্দের ভাণ্ডার থাকা দরকার তা আমার মধ্যে অনুপস্থিত। আর নাচ? নাচতে হলে পদক্ষেপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান থাকা দরকার তা-ও আমার মধ্যে নেই। তবে হ্যাঁ, শক্তিতে মাত্রাবোধ পুরোদস্তুরই আমার মধ্যে রয়েছে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে হ্যাঁ, আমি যদি কোন মহিলাকে ব্যাঙ লাফানি খেলায় জয় করতে পারি নতুবা বর্ম খুলে রেখে এক লাফে ঘোড়ার জিনে উঠে তাকে জয় করে নিয়ে যেতে পারি তবে আমি শীঘ্র স্ত্রীর ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম হব। আর যদি আমার ভালবাসার জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করি তবে জানবে কসাইয়ের মত অপেক্ষা করতেও পারি। অধৈর্যের শিকার হয়ে অবশ্য চলে যাব না।

এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সুন্দরী ক্যাথারিন, আমি জানি, আমার যৌবন এখন প্রায় অস্তাচলে, তেমন, বাগ্মিতাও আর আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আরও আছে, প্রতিবাদের ব্যাপারেও আমার কোন ধূর্ততা নেই। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বরের নামে শপথ করতে পারি—

শপথ? ঈশ্বরের নামে শপথ?

হ্যাঁ, ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করতে পারি। তবে একটা কথা জানবে খুব প্রয়োজন না হলে আমি শপথ করি না। আর কোন শপথ করলে তা ভঙ্গ করতে উৎসাহীও হই না। ভেবে দেখ সুন্দরী, এরকম স্বভাব বিশিষ্ট কোন লোককে যদি তুমি অন্তর থেকে ভালবাসতে পার তবেই আমি তোমার ভালবাসা পাবার জন্য উৎসাহী হব। আমি সহজ সরল একজন সৈনিকের মত তোমার কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করেছি, যদি তুমি আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে পার তবেই ভালবেসে কাছে টেনে নাও। কারণ যে স্বেচ্ছায়



শপথ করছে সে ভুলেও কোনদিন তোমার ভালবাসার অমর্যাদা করবে না। আর যদি আমি কোনদিন তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হই তবে জানবে এ জীবন রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তুমি তো জানই সুন্দরী, আজ না হোক কাল শক্ত পায়ে দুর্বলতা আশ্রয় নেবে। সোজা মেরুদণ্ড সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেই। কালো দাঁড়ি হবে সাদা; মাথায় ভেসে উঠবে টাক, সুন্দর মুখে চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে যাবে, চোখের তারা হবে নিস্তেজ, ক্রমে গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেয়ো না, সুন্দরী একটা হৃদয়কে সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমার সব কথাই তো তোমার কাছে ব্যক্ত করলাম। এবার বল সুন্দরী, তুমি কি আমাকে অন্তর থেকে ভালবাসতে পারবে?

আমি বুঝছি না, ফ্রান্সের একজন শত্রুকে আমার পক্ষে কিভাবে ভালবাসা নিবেদন করা সম্ভব?

হেনরি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ সুন্দরী। ফ্রান্সের শত্রুকে ভালবাসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও খুবই সত্য যে, আমাকে ভালবাসলে ফ্রান্সের একজন যথার্থ বন্ধুকেই ভালবাসা হবে। কারণ, আমি এদেশের প্রতিটা গ্রাম তো দূরের কথা, এদেশের প্রতিটা ধূলিকণাকে আপন করে নেবো। আর এদেশ যখন আমার, আমি তোমার, তখন তুমিও তো আমারই হচ্ছ, ঠিক কিনা?

ক্যাথারিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হেনরির দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না মহারাজ।

শোন সুন্দরী ক্যাথারিন, আমি যখন এই দেশ দখল করব, তখন তোমাকে নিয়েই তা দখল করব। অতএব, তুমি তো এমনিতেই আমার হয়ে যাচ্ছ। বল সুন্দরী, তুমি কি ভালবেসে আমাকে কাছে টেনে নিতে পার না?

লজ্জায় সুন্দর মুখখানিকে নামিয়ে ক্যাথারিন অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন আমি বলতে পারি না। মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।

কিন্তু সুন্দরী ক্যাথারিন, আমার অন্তরের বিশ্বাস যে বলছে, তুমি আমাকে ভালবাস, আমাকেই চাও, আমার অন্তর এ-ও বলছে, আমার আর তোমার মিলনের মধ্য দিয়ে সেন্ট ডেনিস আর সেন্ট জর্জ-এর মধ্যবর্তী গুণবান কোন সন্তান উৎপাদন করতে পারব। তার অর্ধেক হবে ইংরেজ আর বাকি অর্ধেক হবে ফরাসী। আর সে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে তুর্কীদের শায়েস্তা করবে। এমন কোন সন্তানের জন্ম কি আমরা দিতে পারব না?



আমি কিছুই জানি না। কিছুই বলতে পারছি না।

প্রিয়তমা ক্যাথারিন, তুমি একটিবারের জন্য মুখ ফুটে বল, তুমি আমাকে ভালবাস।

আমার পিতা-মাতা যদি সম্মত হন, তবে—

তাঁকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই সম্রাট হেনরি বলে উঠলেন তাঁরা অবশ্যই সম্মত হবেন।

তবে আমি অবশ্যই খুশি হয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব।

এমন সময় বারগণ্ডি এবং চার্লর্স সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট হেনরি নিজের অভিলাষ চালর্স-এর কাছে ব্যক্ত করলেন।

চালর্স উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে হেনরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে মধুর স্বরে বললেন পুত্র, তোমার ভালবাসা ও মিত্রতার স্বার্থে তোমার হাতে ক্যাথারিন মা'কে তুলে দিলাম। এবার তিনি হেনরি-র হাতের উপর ক্যাথারিন-এর হাত স্থাপন করে বললেন ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। তোমাদেরও ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় হয়ে উঠুক।

তিনি আরও প্রকাশ করেন যে তোমাদের মিলনে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে এই দুই রাজ্যের বিবাদ চিরতরে মেটাবে। সেখানে যুদ্ধ আর কোনও রক্তাক্ত তরবারি হাতে কোনদিনও প্রবেশ করবে না। এইভাবেই ফ্রান্সের রাজা ইংল্যান্ডের দাবি মেনে নিলেন।



কিং হেনরি দ্য সিক্সথ (১ম পর্ব)

মাত্র দুটি গৌরবময় বছর ছিল পঞ্চম হেনরির জীবনে। ডিউক অফ্ বারগাণ্ডির সহায়তায় তিনি ফ্রান্সের অধীশ্বর হন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে তিনি প্যারিসের ল্যুভের প্রাসাদে এমন এক জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভার আয়োজন করেন যা সত্যিকার রাজার উজ্জ্বলতাকেও ম্লান করে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সৌভাগ্যের শীর্ষচূড়ায় ওঠার পরই কোনও এক অজানা রোগে রাজা পঞ্চম হেনরি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ওয়েস্টমিনিস্টার মঠ সংলগ্ন সমাধিপ্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করার আয়োজন করার জন্য সকলে ব্যস্ত। শোকাহত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সমাধিপ্রাঙ্গণে উপস্থিত থেকে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য তদারকি করছেন।

সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন মৃত রাজার বৃদ্ধ খুল্লতাত আর রাজপ্রতিনিধি গ্লস্টারের ডিউক। রাজার আর এক খুল্লতাত ফ্রান্সের রাজপ্রতিনিধি ডিউক অফ্ বেডফোর্ড।

একজিটারের অতি বৃদ্ধ ডিউক টমাস বোফোর্ট এর গাড়ী এক সময় এসে সমাধি প্রাঙ্গণের সদর দরজায় এসে দাঁড়ায়। সম্পর্কে তিনি মৃত রাজার পিতার খুল্লতাত। কয়েকজন ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে হাত ধরে খুব আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নামিয়ে রাজার শবাধারের কাছে নিয়ে এলেন। সাহায্যকারীদের মধ্যে ওয়ারউইকের আর্লও রয়েছেন।

উপস্থিত সবার মুখে আতঙ্কমিশ্রিত শোকের ছায়া।

রাজা পঞ্চম হেনরির আকস্মিক অকালমৃত্যু হয়েছে। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।



বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, ওয়েস্টমিনিস্টারে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় শবযাত্রীরা। ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় আবৃত হয়ে উঠুক নীল নির্মল আকাশ, উজ্জ্বল দিবালোক পরিণত হয়ে উঠুক রাত্রির অন্ধকারে। ইংল্যান্ডের যে সব কুচক্রীর দল আপন স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে এমন সদাশয় মহানুভব রাজাকে অকালে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে বজ্রাঘাত হোক তাদের মাথায়। হায় ভগবান! কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এমন মহানুভাব রাজাকে হত্যা করা হল!

গ্লসেস্টার বললেন, ইংল্যান্ড এমন রাজা কখনো পায়নি তাঁর আগে। তিনি ছিলেন বহু গুণাবলীতে ভূষিত। তাঁর সঞ্চালিত তরবারির উজ্জ্বলতা চোখ ধাঁধিয়ে দিত অসংখ্য মানুষের। তার বলিষ্ঠ পদযুগল ছিল ড্রাগনের পাখার চেয়ে দীর্ঘ। গ্লসেস্টার কাঁদতে কাঁদতে আরও বললেন, সত্যিই তিনি ইংল্যান্ডের মহানুভাব রাজা ছিলেন। এমন প্রজাহিতৈষী সর্বগুণান্বিত রাজা এর আগে সিংহাসনে বসেননি। তার স্নেহ-ভালবাসা-মমতার জন্য প্রজারা নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করতে পারতেন। অন্যদিকে প্রতিবেশী রাজারা তাঁর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন। এমন মানবদরদী রাজাকে কে হত্যা করল? কিং হেনরিকে কে না ভয় করত? ফরাসীরা তো ভয়ে কাঁপত। এবার ফসারীদের পোয়া বারো। এবার ইংল্যান্ডকে কে রক্ষা করবে?

ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় একজিটারের ডিউক বললেন, কালো পোশাক পরে শোক প্রকাশ করা বৃথা। আমাদের এখন উচিত রক্তের মাধ্যমেই বদলা নেওয়া। আমরা কি এই নির্মম পাশবিক উল্লাসে স্তব্ধ হয়ে থাকব? এত বড় একটা অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দেব না, নির্বিবাদে ব্যাপারটা মেনে নেব না। রাজার ভয়ে ভীত হয়ে ফরাসীরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এর বদলা আমরা শীঘ্রই চাই।

রাজার পিতার খুল্লতাত অতি বৃদ্ধ ডিউকও বললেন, এ বয়সেও আমার বয়স অনেক কমে গেছে। ইচ্ছা হচ্ছে আমিও তরবারি নিয়ে ছুটে যাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই কুচক্রী শয়তানগুলোর ওপর। শয়তানগুলোর জঘন্য কাজের এখনই যেন বদলা নিই। ফরাসীদের মধ্যে এক ভয়াল সন্ত্রাসের সৃষ্টি করি। হেনরির ভয়ে ফরাসীরা তটস্থ থাকত। আজ রাজার মৃত্যুতে তারা ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। এবার তারা আর শামুকের মত খোলসের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকবে না, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে, সেজন্য প্রস্তুত হও তোমরা।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, চলুন, আমরা সবাই গীর্জায় গিয়ে অস্ত্রের



অঞ্জলি দিয়ে পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি। আজ থেকে আমাদের জীবনে নেমে আসবে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দুর্দশা আর আতঙ্ক। চোখের জল দিয়ে আমাদের আজ সকলকে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। রাজা পঞ্চম হেনরির মৃত আত্মার কাছে আমরা প্রার্থনা করি আমাদের অভ্যন্তরীণ কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ যেন তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলের মন থেকে মুছে যায়। যাতে দেশের সার্বিক উন্নতি হয় এবং প্রজাদের যাতে দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়, সেই প্রার্থনাই সকলে করি গিয়ে চলুন।

রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যখন মৃত রাজা পঞ্চম হেনরির জন্য নানাভাবে শোকজ্ঞাপন করছেন তখন এক দূত এসে বলল, হে শ্রদ্ধেয় লর্ডগণ! আপনাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য কামনা করি। আমি ফ্রান্স থেকে সরাসরি দুঃসংবাদ বহন করে এসেছি। ফ্রান্সের অন্তর্গত শ্যাম্পেন, রেইন, গীসার্স, প্যারিস, পয়েকটিয়ার্স, রেইস, অর্লিয়ান্স এবং গুয়েন প্রভৃতি রাজ্য আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

বেডফোর্ড বললেন, হেনরির মৃতদেহের সামনে এ কী দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এলে আস্তে আস্তে বল। তা না হলে এই রাজ্যহানির কথা শুনে মৃত হেনরি হয়ত এখনি জেগে উঠবেন।

গ্লস্টারের ডিউক বললেন, সে কী কথা! প্যারিস আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবে কি শত্রুপক্ষের কাছে রুয়েন আত্মসমর্পণ করেছেন?

একজিটারের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, এ যে বিশ্বাস করতেও উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। কী করে এতগুলো রাজ্যের পতন ঘটল ভেবে পাচ্ছি না। তবে কি এও কারো বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম? সেজন্যই এতগুলি রাজ্য একসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে গেল!

না, বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করেনি। লোকবল, ধনবল, অস্ত্রশস্ত্র আর দক্ষ সেনাপতির অভাবেই আমাদের এরকম শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। সৈন্যদের বিশ্বাস, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পরিস্থিতি আর যুদ্ধের গতিবিধির কথা ভুলে গিয়ে আপনারা পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সৈন্যরা বলাবলি করছে আপনারা যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সরবরাহ না করে এখানে ঝগড়া-বিবাদ করছেন নিজেদের মধ্যে! এসব বন্ধ করে আপনারা এগিয়ে আসুন। দূত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে আরও বলে, হে ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! আপনাদের জাতীয় সম্মানকে হেলায় এভাবে নষ্ট হতে দেবেন না। আপনাদের দ্বারাই আজ ইংল্যান্ডের খ্যাতি নষ্ট হতে বসেছে। আপনারা মন-প্রাণ এক করুন।

একজিটারের ডিউক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের প্রিয় রাজার অন্ত্যেষ্টি



ক্রিয়াকালে আজ আমরা জর্জরিত। চোখে আমাদের জলের ধারা বইছে। নইলে এরকম একটি দুঃসংবাদে আমাদের চোখের কোণে আগুন ঝরত।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, এই দুঃসংবাদ আমাকেই যেন ধিক্কার করছে, আমি ফ্রান্সে কর্মরত এক রাজপ্রতিনিধি। এ আমার অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। আজ আর আমাদের রাজার শোকে মূহ্যমান হয়ে চোখের জল ফেলার সময় নেই। এই দুর্দিনে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে যে, শীঘ্রই আমরা ফ্রান্সকে সমুচিত শিক্ষা দেব এবং যত শীঘ্র পারি রাজ্য উদ্ধার করব।

এমন সময় দ্বিতীয় দূত এসে বলল, এই চিঠিতে কি লেখা আছে পড়ুন। সমগ্র ফ্রান্স বিদ্রোহে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য ফরাসীরা গলিত লাভার মত টগবগ করে ফুটছে। মাত্র কয়েকটি রাজ্য ছাড়া আর সবই আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। যুবরাজ চার্লস রেইমসে রাজার আসনে অভিষিক্ত হয়েছেন। আর আর্লিয়ার অবৈধ সন্তান রেইমসের দলে যোগ দিয়ে তাঁর হাত শক্ত করেছেন। অ্যালেঙ্কন ও আঞ্জুরের ডিউকগণও তাঁকে সমর্থন করছেন। ফ্রান্সে এখন রীতিমত সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে।

একজিটারের ডিউক বলে উঠলেন, সে কী, ডফিন রাজা হয়েছেন! আমাদের পক্ষে এ যে কী মর্মান্তিক ঘটনা, এসব দুঃসহ লজ্জার ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চল এসব ঘটনা শোনার আগে পালিয়ে যাই কোথাও।

গ্লস্টারের ডিউক গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠে বললেন, অসম্ভব! কোথাও আমরা পালিয়ে যাব না। এত বড় একটা লজ্জাকে কিছুতেই মাথা পেতে নেব না। বেডফোর্ড তুমি এর বিহিত না করলে আমি নিজেই অস্ত্রহাতে সৈন্যদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। শত্রুদের বিতাড়িত করব। কী অপমান! কী লজ্জার কথা! যত শীঘ্র সম্ভব—

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই আবার তৃতীয় দূত এসে জানাল, আর এক দুঃখের কথা, আপনারা এখানে রাজা হেনরির মৃতদেহে অশ্রু বিসর্জন করছেন তখন লর্ড ট্যালবট বীর-বিক্রমে ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। আগস্টের দশ তারিখে অমিত শক্তিধর লর্ড অর্লিয়ান্স সামান্য ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে তেইশ হাজার ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করেন। বর্শা ও তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে ট্যালবট যে অমিত বীরত্বের পরিচয় দেন তা বাস্তবিকই সকলকে অবাক করার মত। শত শত সৈন্যকে ধরাশায়ী করেছেন কিন্তু স্যার জন লাস্টার কাপুরুষের মত পিছিয়ে যাওয়ায় তাঁর পরাজয়



অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। যুবরাজের কোন এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি ট্যালবট-এর পিঠে পিছন থেকে বর্শার আঘাত করায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ট্যালবট কি মৃত?

দূত বলল, না আহত ট্যালবটকে ফরাসীরা তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছে। সঙ্গে লর্ড স্কেল ও হাঙ্গারফোর্ডও বন্দী আছেন।

রাজার খুল্লতাত ও বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, তার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ হিসাবে যত টাকাই লাগে লাগুক তা আমি দেব। প্রয়োজনে বশ্যতা স্বীকার করে। ফরাসী যুবরাজকে রাজা বলে স্বীকার করে নিয়ে ট্যালবটকে মুক্ত করব। সিংহাসন আর রাজমুকুটই হবে তার মুক্তিপণ। এত বড় বীরের সম্মান ধূলোয় লুটোতে দেব না।

তৃতীয় দূত আরও জানাল, অর্লিয়ান্স এখন এই মুহূর্তে অবরুদ্ধ। সৈন্য ও রসদের অভাবে স্যালিসবেরির আর্ল কাবু হয়ে পড়েছেন। যা কিছু সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে তারাও পেটের জ্বালায় ও নিরপত্তার অভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। রসদ না পেলে ওরা কেউ বাঁচবে না।

একজিটারের ডিউক এবার উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন, মাননীয় ভদ্র-মহোদয়গণ, হেনরির নিকট আপনারা যে শপথ করেছিলেন, তার কথা স্মরণ করে তাকে বাস্তবায়িত করার দিন এখনই এসেছে। এখন বলুন, আপনারা হয় বিদ্রোহী ডফিনকে দমন করতে উদ্যোগী হবেন, না হয় তাকে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করাবেন।

বেডফোর্ডের ডিউক প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে কর্তব্য পালন করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বিদায় নিলেন।

রাজার খুল্লতাত ও রাজপ্রতিনিধি গ্লস্টারের ডিউক এবার ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন, আমিও চললাম। বালক হেনরিকে সবার আগে রাজা বলে ঘোষণা করব।

রাজার পিতার খুল্লতাত ও একজিটারের ডিউক টমাস বফোর্টও তাঁকে সমর্থন করলেন। এলথামে গিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা জানালেন। একজিটার বললেন, যেহেতু আমি তরুণ রাজার বিশেষ রক্ষক নিযুক্ত হয়েছি সেইহেতু আমার কর্তব্য নাবালক রাজার নিরাপত্তা রক্ষা করা। একে একে প্রায় সবাই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে ব্যস্ত পায়ে যাত্রা করলেন। শবযাত্রীদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট রইলেন তারা কোনরকমে রাজা পঞ্চম হেনরির মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়



ফ্রান্সের যুবরাজ চার্লস বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধকৌশল ও বীরত্বের পরিচয় একটু বেশিই লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে। যুদ্ধকৌশল দেখে সবাই বিস্মিত ও মুগ্ধ। ইংরেজদের পিছু হটার মধ্যে দিয়েই তাদের অগ্রগতি সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। তবে ইংরেজরা এখনও ফ্রান্সের অনেক শহর আগলে রেখেছে। কিন্তু তাহলেও ইংরেজ সৈন্যদের রসদের ভীষণ টান পড়েছে। এরই ফলে সৈন্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজদের বীরশ্রেষ্ঠ ট্যালবট ফরাসী শিবিরে এখনও বন্দী। ইংরেজদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হলেও এখন অর্থ, রসদ ও সৈন্য সব কিছুরই অভাব দেখা দিয়েছে। এর জন্য ফরাসীরা বেশ আশান্বিত।

এদিকে বেডফোর্ডের ডিউক ও অন্যান্যরা যুদ্ধে এসে পড়ায় ইংরেজ সৈন্যদের মনোবল এবার অনেকাংশে বেড়ে গেল। ইংরেজরা এখন নতুন উদ্যমে তুমুল লড়াই শুরু করে দিল। ফরাসীরা ইংরেজদের আকস্মিক তৎপরতায় ঘাবড়ে গিয়ে বাধ্য হয়ে ক্রমেই পিছু হঠতে লাগল।

ইংরেজদের আকস্মিক অগ্রগতিতে ফরাসী যুবরাজ চার্লস নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে লাগলেন। ইংরেজরা যদি এভাবে তাদের যুদ্ধের গতি অব্যাহত রাখতে পারে তবে অচিরেই ফরাসীরা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে তাদের পদানত হতে বাধ্য।

এমন সময় আর্লিয়ার অবৈধ সন্তান জোয়ান অফ লা পিউকেলকে নিয়ে হাজির হলেন। জোয়ান অফ আর্ক নামে সবাই যে চাষীর মেয়েকে জানে, তিনিই আজ যুবরাজ চার্লস-এর সঙ্গে দেখা করলেন। ঈশ্বর ও মাতা মেরীর করুণায় তিনি এক অবিশ্বাস্য ও বিরল প্রতিভার অধিকারিণী। চাষীর সন্তান, মেষ প্রতিপালনই তার পেশা ছিল। লেখাপড়া শেখেনি। মাতা মেরী তার এই হীন অবস্থা সত্ত্বেও তাকে এক বিরল প্রতিভা দান করেছেন। একদিন মেষ চরানোর সময় ঈশ্বর মাতা তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে আদেশ দান করেন, তিনি যেন দেশোদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। তাই তিনি যুবরাজের সঙ্গে দেখা করে ঈশ্বর মাতার আদেশ ও নিজের সামরিক কাজে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। আর তাঁকে বলে, সেন্ট ক্যাথরিন চার্চ থেকে পাঁচটি ফুলের কুঁড়ি দিয়ে সজ্জিত তরবারি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবেন। নিজের অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে জোয়ান দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি নারী হলেও অসীম সাহস বুকে ধরি। যুদ্ধ করতে গিয়েও কোন বীর যোদ্ধার ভয়েই আমি পশ্চাদপসারণ করব



না। যদি আমার সামরিক সাহায্য গ্রহণ করেন তাহলে আপনারা সৌভাগ্য লাভ করবেন।

যুবরাজ চার্লস নিজে কুমারী জোয়ান-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেলেন এবং মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য গ্রহণে সম্মত হলেন। কারণ জোয়ানের অসিচালনা তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

কুমারী জোয়ান যুবরাজের সম্মতি পেয়ে বললেন, আমি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত। দেহ, মন উভয়ই আমার পবিত্র। কোনও প্রেম-ভালবাসার মধ্যে নিজেকে জড়াতে রাজি নই। আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য দেশের শত্রুকে বিতাড়িত করা। তারপর ভাববো নিজের ক্ষতিপূরণের দিকটা। কারণ যীশুখ্রীষ্টের মাতা মেরী আমার সহায়।

যুবরাজ কুমারী জোয়ান-এর কথা ও কাজের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই তরুণী যেন চাইছেন মুহূর্তে তার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে!

জোয়ান অফ্ লা পিউকেল-এর ওপর দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তাল। সবার আগে অর্লিয়ান্স থেকে ইংরেজদের যেভাবে হোক তাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি মনস্থ করলেন।

এদিকে ট্যালবট ফরাসী শিবির থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। লর্ড দ্য সাঁত্রাল নামে এক বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে ফরাসীরা। অবশেষে ঘৃণা আর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি আবার নতুন করে বাঁচার আনন্দ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর প্রতি ফরাসীরা যে অকথ্য নির্যাতন করেছে তা তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ভুলতে পারবেন না। তিনি সেই নির্যাতন ও অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যেকোনও উপায়েই হোক প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

এদিকে স্যালিসবেরির আর্ল এবং স্যার টমাস গার্গ্রেভ যুদ্ধক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে উত্তরের ফটক দিয়ে নগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, উত্তরের ফটকেই প্রথমে আক্রমণ করলে সবচেয়ে ভাল হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে ফরাসী সৈন্যদের গুলির আঘাতে স্যালিসবেরির আর্ল এবং গার্গ্রেভ উভয়েই ধরাশায়ী হলেন। আর্লের একটি চোখ উড়ে গেল। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি ইংল্যান্ডের সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো। তেরটি যুদ্ধে অনায়াসে তিনি জয়লাভ করেছিলেন কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি। কিন্তু আজ তিনি পরাজিত। এমনকি রাজা পঞ্চম হেনরিকেও প্রথমে তিনি নিজ হাতে যুদ্ধের



কৌশল শিখিয়েছিলেন। ট্যালবট যুদ্ধ করতে করতে তাদের কাছে হাজির হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের পড়ে থাকতে দেখে ফরাসীদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকল। নিশ্চল-নিথর রক্তাক্ত দুই বীরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন তিনি। ফরাসী দেশ জ্বলতে থাকলে আমি নিষ্ঠুর নীরোর-র মত নির্বিকার চিত্তে বীণা বাজাতে থাকব। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব সমগ্র ফরাসী দেশ।। হে ভগবান! ওদের তুমি শাস্তি দাও। এই বীরদের তুমি ক্ষমা করো।

এমন সময় দূত এসে খবর দিল ফরাসীরা নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। জোয়ান নামে এক যাদুকরী কুমারী যুবরাজ ডফিন-এর পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করছে।

লর্ড ট্যালবট গর্জে উঠে বললেন, আমাদের বীর যোদ্ধা স্যালিসবেরির আর্ল যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আমিই স্যালিসবেরির হয়ে এমন ঘোরতর যুদ্ধ করব যে রক্ত নদী বইয়ে দেব ফরাসী রাজ্যের বুকে। আমার ঘোড়ার মুখে ফরাসীদের হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন করে ছাড়ব। দেখি ফরাসীরা কি করে আমাকে সামলাতে পারে।

অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্র তোলপাড় করে চলেছেন জোয়ান অফ্ লা পিউকেল। দশজন বীর যোদ্ধার পক্ষে যা সম্ভব নয় তিনি একাই অস্ত্রচালনার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব করে তুলতে লাগলেন। ইংরেজ সৈন্যরা ক্রমেই পিছু হঠতে লাগল। কেউ জোয়ানের অস্ত্রের ধারে কাছে আসতে পারছে না।

অবশেষে বেগতিক দেখে ট্যালবট হতাশ হয়ে পড়লেন। এমন সময় অতর্কিতে জোয়ান-এর ছোঁড়া একটি বল্লম এসে ট্যালবটের গায়ে গেঁথে যেতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধা ট্যালবট।

জোয়ান এবার অস্ত্র হাতে উন্মাদিনীর ন্যায় আর্লিয়ান্সে প্রবেশ করার জন্য ছুটে যেতে লাগলেন সবার আগে। আহত ট্যালবট-এর দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন, ট্যালবট, তোমাকে এখনই প্রাণে মারার ইচ্ছে নেই। যখন সময় আসবে, ভেবে দেখব কি করা যায়। এখন তুমি আহত, পীড়িত। শোকসন্তপ্ত বন্ধুদের নিকট যাও। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের দেখাও আজ যুদ্ধের কী ভয়াবহ পরিণাম। জয় আমাদের নিশ্চয়ই হবে। আমি এবার অর্লিয়ান্সে প্রবেশ করছি বিজয় গৌরব সহকারে। সাধ্য থাকে তো আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কর।

বলতে বলতে ঘোড়া ছুটিয়ে অর্লিয়ান্সের দিকে এগিয়ে গেলেন জোয়ান অফ্ আর্ক।

রক্তাপ্লুত ট্যালবট কোনরকমে বললেন, আমার মাথায় চিন্তা ভাবনাগুলো কুমোরের চাকার মত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটি ডাইনী মেয়ে কেবলমাত্র চোখে রাঙিয়ে আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হাসতে হাসতে আজকের যুদ্ধ জয় করে নিল। বীর সিংহের বাচ্চা হয়েও আমরা কুকুরের মত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছি। হায় ঈশ্বর! ধোঁকা দিয়ে মৌমাছি তাড়াবার মত আমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দিল। কাউকে আহত করল আর কাউকে বা প্রাণে মারল ভয়ঙ্কর এই ডাইনী মেয়েটি। এরকম অমিত শক্তি সে কোথা থেকে পেল? এবার আহত সৈনিকদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এই পরিখায় গিয়ে আশ্রয় নাও। স্যালিসবেরির আর্লের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমাদের যে করে হোক নিতেই হবে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। জোয়ান আর্লিয়ান্স নগরের দখল নিতে গেছে। কোন বাধাই সে মানেনি। যন্ত্রণায় বারকয়েক ককিয়ে উঠে কোন রকমে আবার বললেন, স্যালিসবেরির আর্লের মত আমার যদি মৃত্যু হত তবে এমন করে দুর্বিষহ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরতে হত না আমাকে বা লজ্জায় মুখ লুকোতে হত না।

তৃতীয় অধ্যায়

এদিকে জোয়ান যুবরাজ চার্লসকে আর্লিয়ান্স নগরীর দুর্গ প্রাকারের ওপর ফরাসী দেশের পতাকা উড়িয়ে দিতে বললেন। সেনারা যুবরাজ চার্লস এবং জোয়ান এর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। অনেকদিন পরে ইংরেজ সেনাদের কবল থেকে আর্লিয়ান্স নগর মুক্ত করে জোয়ান অফ লা পিউসেল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন।

যুবরাজ চার্লস নির্দ্বিধায় স্বীকার করে বললেন, তোমার জন্যই হৃত আর্লিয়ান্স নগরী উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম আমরা। হে বীরাঙ্গনা! আমাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতগণ শোভাযাত্রা সহকারে তোমার জয়গান গেয়ে বেড়াবেন। দেশবাসী তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তোমার জয়ধ্বনি করবে। সেন্ট ডেনিস এর পরিবর্তে আজ থেকে তুমিই হবে ফ্রান্সের সেন্ট। আজকের এই মুহূর্তে বল জোয়ান, কী দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করব? আজ এই যুদ্ধজয় শুধু তোমারই জন্য সম্ভব হল।

অভাবনীয় যুদ্ধজয়ের জন্য ফরাসী দেশে মহাধূমধাম সহকারে বিজয়োৎসব

শুরু হয়ে গেল। সারা শহরে সজোরে ঘণ্টাধ্বনি করে নগরবাসীগণ এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলে। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা হল।



চতুর্থ অধ্যায়

এদিকে ইংরেজ শিবিরে উচ্চপদস্থ সৈনিকদের এক সভা বসল। তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন যে ফরাসীরা যখন রাত্রে বিজয়োৎসবে মত্ত থাকবে ঠিক সেই সময় অতর্কিতে আর্লিয়ান্স নগরীর ওপর বিভিন্ন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, ফরাসী যুবরাজ এক ডাইনী শয়তানী মেয়ের সাহায্য নিয়ে আমাদের ভেলকি খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর আমাদের মান-সম্মান ও আকাশছোঁয়া খ্যাতিকে একেবারে ধূলিসাৎ করে ছেড়েছে। কে এই মায়াময়ী নারী?

ট্যালবট বললেন, একটি কুমারী মেয়ে সে এমন ঝড়ের বেগে যুদ্ধ করতে পারে ভাবতেই পারছি না। ডাইনী জোয়ান ভূত-প্রেত নিয়েই লড়াই করুক, আমরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আজ রাত্রেই যে করেই হোক অর্লিয়ান্স নগরী ও দূর্গ দখল করে নিতে হবে। তবেই পঞ্চম হেনরির আত্মার শান্তি হবে।

আর্লিয়ান্স নগরীতে যখন আনন্দের জোয়ার বইছে তখন ইংরেজ যোদ্ধারা নগরী প্রকারের ওপর আরোহণ করে অতর্কিতে প্রাচীর থেকে নেমে গেল নগরীর বিভিন্ন দিকে এবং আক্রমণ করল আনন্দ মুখরিত উল্লসিত নগরীকে।

ইংরেজ সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জোয়ান অস্ত্র নিয়ে বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সৈন্যদের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ছত্রভঙ্গ ফরাসী সৈন্যদের একত্রিত করে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। সে যুদ্ধ না দেখলে উপলব্ধি করা যাবে না তার ভয়াবহতা। ক্রমে ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠল। ইংরেজ সৈন্যরা পশ্চাপসারণ করতে লাগল। না করে উপায়ও ছিল না।

ট্যালবট তার সৈন্যদের বললেন, স্যালিসবেরির মৃতদেহটিকে অভিশপ্ত শরে আর্লিয়ান্সের বুকে বাজারের কাছে স্থাপন কর। আমি যে কথা দিয়েছিলাম সে কথা রক্ষা করেছি। নিজ হাতে পাঁচজন সৈন্যের বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়েছি। এতেও আজ আমি ক্ষান্ত হব না। রক্ত, হ্যাঁ আরও রক্ত চাই। ধ্বংস করব আর্লিয়ান্স নগরী। এখানে এক বিশাল স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে স্যালিসবেরির



বীরত্ব ও কৃতিত্বের কথা খোদাই করে দেব সেই সৌধে। শয়তানী ডাইনী মেয়েটা যুবরাজ চার্লসকে বশ করেছে। চার্লস এখন মুহূর্তের জন্যও হতচ্ছাড়িটার পিছন ছাড়ছেন না। আমি তাদেরকে খুঁজে বার করব এবং শাস্তি....

তাঁকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে এক দূত এসে তাঁকে বলল, আভানের কাউন্টপত্নী দেখা করতে আগ্রহী।

ট্যালবট-এর আদেশে দূত কাউন্ট পত্নীকে নিয়ে এল।

বার্গাণ্ডির ডিউক এতে আপত্তি করলেও গায়ে না মেখে ট্যালবট সৌজন্য-বশত কাউন্টপত্নীর সঙ্গে দেখা করতে মনস্থ করলেন। সঙ্গে কেউ যেতে চাইল না। ঠিক আছে তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। এসো ক্যাপ্টেন! চুপি চুপি বলেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ?

হ্যাঁ প্রভু।

পঞ্চম অধ্যায়

দূতের সঙ্গে ট্যালবট কাউন্ট পত্নীর সাথে দেখা করতে এলেন। যার আঘাতে ফরাসীরা জর্জরিত তিনি স্বয়ং কাউন্টপত্নীর সঙ্গে একা দেখা করতে এসেছেন? কাউন্টপত্নী কয়েক মুহূর্তে তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এমন একটি ছোটোখাটো লিকলিকে চেহারার লোক কী করে ফরাসীদেশের আতঙ্কের কারণ হতে পারে? আমি মনে করেছিলাম হারকিউলিসের মত চেহারা হবে! কিন্তু এ তো একজন বালক। এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, কী অশোভন আচরণ বলুন তো দেখি?

ট্যালবট ম্লান হেসে বললেন, তার জন্য আপনি মিছে ব্যস্ত হবেন না। আমি এতে কিছু মনে করিনি সুন্দরী। আসন গ্রহণ করতে করতে বললেন, এ অধমকে হঠাৎ কেন ডেকে পাঠিয়েছেন দয়া করে বলবেন কি? সময় খুবই অল্প। সবচেয়ে বড় কথা, আমার অনেক কাজ আছে। কী জন্য ডেকেছেন?

আপনাকে বন্দী করার জন্য। আপনি আমার হাতে বন্দী।

একথায় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ট্যালবট বললেন, আপনার ছল চাতুরী সবই ব্যর্থ। আপনি বন্দী করেছেন কাকে? আমার ছায়াটিকে, আসল ট্যালবটকে এখনো মানসচক্ষে দেখেননি। বলতে বলতে যেই শিঙা বাজালেন, ব্যস! সঙ্গে রণভেরী ভীষণ জোরে বেজে উঠল। গর্জে উঠল কামান। পরমুহূর্তেই একদল সশস্ত্র সৈন্য দরজায় উপস্থিত হল।



ট্যালবট এবার বললেন, এসব অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদলই আমার বাহুবল। এদের দ্বারাই আমি আপনাদের বিদ্রোহীদের ওপর বল্গাহীন অত্যাচার চালাচ্ছি। আর ধ্বংস করছি আপনাদের সুসজ্জিত নগরী। এদের শক্তির দ্বারাই আমার শক্তি। আমার একার শক্তিতে কিছু কি করা যায়?

কাউন্টপত্নী অপ্রতিভ হয়ে বললেন, আমি ভুল করেই আপনার ওপর অশিষ্ট আচরণ করেছি। কৃতকর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত। হে বিজয়ী বীর! আমার কুবাক্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

আপনি কেন মিছে এমন বিব্রত বোধ করছেন? আমি ইংরেজ, আমার মন এত ঠুনকো নয় যে, সামান্য কথাতে মুষড়ে পড়বো বা ক্ষুব্ধ হব। এ মুহূর্তে আপনার কাছে আমার একটি মাত্র জিনিস চাইবার আছে। কী সেই জিনিস তাই না? খাবার। আমার সৈন্যদের জন্য কিছু রসদ না হলেই চলছে না। খাদ্যাভাবে তারা কাতর হয়ে পড়েছে। এর জন্য আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে।

অবশ্যই খাদ্য দেব। কাউন্টপত্নী ট্যালবট-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করলে ট্যালবট প্রফুল্লচিত্তে বিদায় নিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লন্ডন টাওয়ারের একটি কক্ষে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে জেল রক্ষীর জিম্মায় মার্টিমার বিশ্রামরত। দীর্ঘদিন রোগে ভুগছেন। জেলে বন্দী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রিচার্ড প্যান্টাজেনেট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আজ আসবার কথা। তিনি এখনই এসে পৌঁছেছেন। এলেই কথা প্রসঙ্গে প্যান্টাজেনেট বললেন, জ্যাঠামশাই, আজই আর্ল এডমন্ডের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ভীষণ তর্কাতর্কিও হল। সে আমার পিতার মৃত্যুর ব্যাপারে যাচ্ছেতাই ভাষায় কথা বলল যা সহ্য করা যায় না। আমার পিতার শিরচ্ছেদের প্রকৃত কারণ বলে আমাকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করুন। আপনার শরীরের অবস্থা যা হয়ত আর কোনদিন শুনতে পাবো না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ মার্টিমার বললেন, সেই একই কারণে আমার যৌবন ও প্রৌঢ়কাল এই কারাগারের অন্ধকারে বহুদিন ধরে ধুঁকছে। বার্ধক্যও কাটাতে হচ্ছে একইভাবে। মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে পরপারের জন্য। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছ। তবু সংক্ষেপে বলছি মন দিয়ে শোনো, বর্তমান রাজার পিতামহ চতুর্থ হেনরি তার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা এডোয়ার্ড-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী রিচার্ডকে নিয়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে নির্বাসিত করেন।



কারণ, সিংহাসনে আমার দাবিই ছিল সবার আগে। আমি রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড-এর তৃতীয় পুত্র ডিউক অফ লরেন্স-এর সন্তান। আমিও মনে মনে সিংহাসনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। ফলস্বরূপ আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে প্রাণ দিতে হয়। তারপর সম্রাট পঞ্চম হেনরির রাজত্বকালে তোমার পিতা আমার প্রাপ্য অধিকার অর্থাৎ সিংহাসন লাভের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই শিরচ্ছেদ করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আমার মৃত্যুর পর রয়ে যাবে তুমি। খুব সাবধানে চোখ কান খোলা রেখে থাকবে। নইলে তোমাকেও হয়ত প্রাণ দিতে হবে। একথা যেন মনে থাকে।

আপনার কথায় বুঝতে পারছি আমার পিতার মৃত্যুদণ্ডের পিছনে কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না। জঘন্য অত্যাচার ছাড়া একে অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না।

তোমার কথা একশ ভাগই সত্য। ভগবান তোমার ভবিষ্যৎ জীবন নিষ্কণ্টক ও সুখময় করুন। আশীর্বাদ করছি, সুখে থাক, শান্তিতে থাক। কথা বলতে বলতে চিরদিনের মত মার্টিমার-এর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। 'মৃত্যু'...

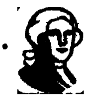
সপ্তম অধ্যায়

লন্ডন নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পার্লামেন্ট ভবন।

রাজা ষষ্ঠ হেনরি, একজিটার ও রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক, ওয়ারউইকের আর্ল, সমারসেটের আর্ল, জন বোফর্ট, নরফোকের আর্ল, রিচার্ড প্যান্টাজেনেট এবং উইঞ্চেস্টারের বিশপ প্রমুখ এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয়েছেন।

অধিবেশন চলাকালীন গ্লস্টারের ডিউক উইঞ্চেস্টারের বিশপকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত স্বরে বললেন, ওহে অহঙ্কারী পুরোহিত! তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি লন্ডন সেতু আর টাওয়ারের মাঝখানে আমার জন্য মরণফাঁদ তৈরি করে রেখেছিলে। তোমার হিংসা, ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা আমাদের রাজাকেও হয়ত একদিন নির্মমভাবে হত্যা করবে বিশপ। তুমি এমন জঘন্য আগে তো জানা ছিল না।

উইঞ্চেস্টারের বিশপ তাঁর কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, মাননীয় লর্ডগণ, আমি যদি প্রকৃতই বিশ্বাসঘাতক আর উচ্চাভিলাষী লোভের বশীভূত হতাম তবে এমন দীনহীনভাবে কখনোই জীবনযাপন কখনও করতাম না। অবশ্যই অর্থকড়ির দিকে মনকে টেনে নিয়ে যেতাম। এবার উপস্থিত লর্ডদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, উনি যে প্রসঙ্গের অবতারণা করে উত্তেজনা প্রকাশ



করছেন, আমাকে গালাগালি করছেন, আসল কারণ মোটেই তা নয়। আপনারা যদি জানতে চান আমি বলব, রাজা না হতে পারারই হতাশায় ভুগছেন উনি নিজে। রাজা হয়ে সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসতে চান। তাঁর এই অতৃপ্ত বাসনাই তাকে এভাবে উত্তেজিত করে তুলছে। আর কাউকে না পেয়ে এ সহজ-সরল সন্ন্যাসীটির ঘাড়ে চেপে বসেছেন। ব্যস, আর কিছুই নয়। কারণ আমি অসহায়। ক্ষমতা আমার কম।

শোন ওরে ভণ্ড সন্ন্যাসী, তোমার ধর্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা যেতে পারলেও কিন্তু ব্যক্তিজীবন তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণ্য, জঘন্য। তুমি এক সাক্ষাৎ শয়তানের বাচ্চা। মন্ত্রণাকক্ষে উভয়ে জোর বাগবিতণ্ডা শুরু করে দিলেন।

অবশেষে রাজা মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। তিনি উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা উভয়েই সম্মানীয় ব্যক্তি। আপনারা ইংল্যান্ডের সুখ-সমৃদ্ধির রক্ষক। কিন্তু এই রাজসভায় যেভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন তাতে আপনাদের সম্মান-হানি হচ্ছে বলে আমি মনে করি। আর আপনারা যদি এভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ করেন তবে তা আমাদের রাজ্যের পক্ষে কলঙ্কের কথা। এতে শত্রুর কাছে নিজেদের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। আমি আপনাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু যা উচিত বুঝেছি তা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

রাজার মুখের কথা শেষ হবার আগেই পার্লামেন্ট ভবনের সামনের রাস্তায় হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। গ্লস্টারের ডিউক ও উইঞ্চেস্টারের বিশপের অনুগামীরা রাস্তায় পাথর ছোঁড়াছুড়ি শুরু করে দিয়েছে। রাজ্যে অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ হওয়ায় পাথর ব্যবহার করছে। রীতিমত ধুন্ধুমার কাণ্ড। চিৎকার চেঁচামেচি পাথর পাথর বলে।

উপায়ান্তর না দেখে রাজা ডিউক ও বিশপকে অনুরোধ করে বললেন, আপনারা শীঘ্র গিয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করুন। তা না হলে বহু লোক মারা যাবে।

রাজার অনুরোধে উভয়ে ব্যস্ত পায়ে রাস্তায় গিয়ে অনুগামীদের শান্ত করলেন। পরে দু'জনে ফিরে এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। রাজার উৎসাহ, উদ্যোগে এবং সক্রিয় প্রচেষ্টায় রাজার খুল্লতাত গ্লস্টার এবং উইঞ্চেস্টারের বিশপ বাধ্য হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে হাত মেলালেন। কিন্তু মনে মনে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। ওয়ারউইকের আর্ল রিচার্ড প্যান্টাজেনেট-এর চুক্তিপত্রটি এগিয়ে দিলেন। রাজা তার উপর একবার চোখ



বুলিয়ে নিয়ে বললেন, প্রিয় লর্ডগণ, আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা এই যে, রিচার্ডকে তাঁর প্রাপ্য বুঝিয়ে তাঁর বংশমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক। আর ইয়র্ক বংশের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁকে ফিরিয়ে দিতেও চাই। আর ইয়র্কবংশীয়কে ইয়র্ক বংশের বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে তো কারোর আপত্তি থাকারও কথা নয়। আপনাদের কী মত বলুন? আমার মনে হয় ওর পিতার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করা হোক।

রাজার আদেশে কেমব্রিজের আর্ল রিচার্ডকে নিয়ে আসা হল মন্ত্রণাগৃহে।

রিচার্ড রাজার সম্মুখে নতজানু হয়ে বলল মহারাজ, আপনার অনুগত ভৃত্য হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহানুভবতার বিনিময়ে আমি সারাজীবন আপনার কেনা গেলাম হয়ে থাকব।

রাজা হেসে বললেন, ওঠ রিচার্ড। তোমার প্রাপ্য তুমি বুঝে পাচ্ছ এর জন্য তো আমার কাছে এমন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু নেই। তোমার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি। আর সেই সঙ্গে কামনা করছি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক। এই আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

গ্লস্টার এবার বললেন, মহারাজ, আমার মতে আপনার এখন ফ্রান্সে গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করা উচিত। আপনার উপস্থিতি প্রজাদের মনে আশা ও মনোবল ফিরিয়ে আনবে। আর শত্রুরাও শামুকের মত নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে মনকে হতাশায় বিফল করে তুলবে।

উপস্থিত সকলে গ্লস্টার-এর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন যে, রাজার ফ্রান্সে যাওয়া উচিত।

পরদিন সকালে রাজার জাহাজ ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

সম্রাট পঞ্চম হেনরির আমলের এক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, মনমাউথে জাত হেনরি প্রভূত সম্পত্তি ও অর্থকড়ি লাভ করবেন এবং উইণ্ডসরে জাত হেনরি সবকিছু হারিয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হবেন। আজ সেই ভবিষ্যৎবাণীর যেন তারই প্রস্তুতি চলছে।

অষ্টম অধ্যায়

এদিকে ফ্রান্সে তখন চলেছে অন্য এক নতুন ঘটনা।

রুয়েন নগরীর সম্মুখভাগে কুমারী জোয়ান ছদ্মবেশ ধারণ করে কিছু সংখ্যক যুবক চাষীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে যুবক চাষীরা কিন্তু কেউই প্রকৃত



চাষী নয়, ফরাসী সৈন্য। সৈন্যরা চাষীর ছদ্মবেশে পিঠে বস্তা নিয়ে রুয়েন নগরীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যে যার মত চুপচাপ বসে পড়ল।

রাত্রি গভীর হল। নগরবাসীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জোয়ান-এর হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছে সৈন্যরা। নির্দেশ পেলেই তারা অতর্কিতে নগরীতে প্রবেশ করে নগরীর মালিক ও শাসক হবার জন্য চেষ্টা করবে।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে সৈনিকদের একজন দরজায় করাঘাত করে প্রহরীকে বলল, আমরা চাষী, সব্জী নিয়ে এসেছি, বাজারে বিক্রি করতে যাব, দ্বার খোল।

ইতিমধ্যে বাজারের ঘন্টা বেজে গেছে। প্রহরী নগরীর প্রধান ফটক খুলে দিলে ছদ্মবেশী জোয়ান ও সৈন্যরা নগরীর ভেতরে অনায়াসে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চালর্স, অ্যালেঙ্কন, আঞ্জুর ডিউক ও নেপলসের নামমাত্র রাজা রেজিয়ার এবং আর্লিয়ান্সও ছদ্মবেশে সৈন্যদের নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। জোয়ান-এর ইঙ্গিত পেলেই তারা এক সঙ্গে আক্রমণ করবেন এই তাদের সিদ্ধান্ত। তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা ট্যালবটপন্থীদের পুড়িয়ে মারা হবে যে কোন প্রকারে।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাসাদের ছাদে মশাল জ্বলে উঠল। এটা আক্রমণ করার ইঙ্গিত। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সৈন্যরা একাযোগে নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে দিল। কেউ কোথাও বেরুতে পারছে না। সব পথ বন্ধ। রণভেরী বেজে উঠল। স্যার জন ফলস্টাফ ও একজন ক্যাপ্টেন শত্রুপক্ষের এ আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। শুরু হয়ে গেল উভয়পক্ষের তুমুল লড়াই। আহত বেডফোর্ডের ডিউক যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের হাতে প্রাণ দিলেন।

ট্যালবটের উপস্থিত বুদ্ধি সাহসিকতা ও নিপুণ যুদ্ধের ফলে আবার হারানো দুর্গ ফিরে পেতে অসুবিধা হল না।

জোয়ান-এর সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। যুদ্ধে বেগতিক দেখে চার্লস অ্যালেঙ্কনকে নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন জোয়ান।

যুদ্ধের পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে ট্যালবট প্যারিস যেতে মনস্থ করলেন। সেখানে রাজা হেনরি পৌঁছে গেছেন। প্যারিস যাবার আগে রুয়েন নগরীর শাসনভার মনের মত কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির হাতে দিয়ে গেলেন।

নবম অধ্যায়

এদিকে জোয়ান অফ লা পিউকেল কিন্তু হাল ছাড়লেন না।



জোয়ান চার্লসকে নানারকম প্রবোধ দিয়ে বললেন, ইংরেজরা রুয়েন নগরী অধিকার করে নিলেও তা উদ্ধার করা এমন কোন কঠিন কাজ হবে না, আমার কথামত যদি চলেন তবে ট্যালবটকে একদিন না একদিন উচিত শিক্ষা দিতে পারব।

জোয়ান, চার্লস, আর্লিয়ান্স বার্গাণ্ডির ডিউককে ট্যালবট-এর পক্ষ থেকে বার করে এনে কী করে নিজেদের দলে টানতে পারেন এই নিয়ে সকলে শলা-পরামর্শ করতে লাগলেন।

সবাই জোয়ান-এর পরামর্শ মেনে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেরির শব্দ শোনা গেলে জোয়ান মুচকি হেসে বললেন, কিছু কি বুঝেছ তোমরা? দেখ, আমি কীভাবে পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেব। ভেরির শব্দ শুনে বুঝবে তাঁরা প্যারিসের পথে যাত্রা করছেন। ট্যালবট তাঁর ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে বিদায় নিচ্ছে এখান থেকে।

জোয়ান বার্গাণ্ডির ডিউকের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে নিজেদের দলে নিয়ে এলেন। যোগ দিলেন স্বদেশের পক্ষে। বার্গাণ্ডির ডিউক হচ্ছেন ফরাসী দেশের লোক।

চার্লস বার্গাণ্ডির ডিউককে হাসিমুখে বললেন, ডিউক, বন্ধু আপনার স্বদেশপ্রীতি আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছে। আপনার গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে।

এবার চার্লস যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বার্গাণ্ডির ডিউককে পেয়ে মনোবল সহস্রগুণ বেড়ে গেল।

চার্লস সোল্লাসে বললেন, বন্ধুগণ চলুন, এবার আমরা সমবেত শক্তি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করি, এস সব বন্ধুরা!

দশম অধ্যায়

প্যারিসের রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে রাজা যখন উইঞ্চেস্টারের ডিউক, গ্লস্টারের ডিউক, ইয়র্ক, সমারসেটের আর্ল, সাফোকের ডিউক প্রভৃতিকে নিয়ে আলোচনায় মগ্ন তখন ট্যালবট সেখানে প্রবেশ করলেন।

ট্যালবট রাজাকে যথোচিত অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ! আমার কর্তব্য পালন করতে কিছু সময়ের জন্য প্যারিসে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি আমি ফ্রান্সের পঞ্চাশটি দুর্গ, বারোটি নগরী এবং সাতটি প্রাচীর



বেষ্টিত নগরী আমাদের অধিকারে নিয়ে এসেছি। আমার যা কিছু বিজয় গৌরব পরমেশ্বর ও মহারাজের চরণে নিবেদন করলাম।

রাজা সভাসদদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন এই বীরের জন্য তিনি আজ এসবের মালিক। রাজা বললেন, হে বীর, ছোটবেলায় বাবার মুখে আপনার বীরত্বের কথা শুনতাম। আজ নিজে চোখে দেখলাম। হে বিজয়ী বীর, আপনাকে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি যে দীর্ঘদিন আমাদের পরিবারের অকুণ্ঠ সেবা করে আসছেন তার জন্য আমি কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনাকে শ্রুসবেরির আর্ল পদে অভিষিক্ত করলাম। এর আগে আমরা আপনাকে কোন পুরস্কার দিতে পারিনি বলে দুঃখিত।

পরদিন সকলে লর্ডগণের উপস্থিতিতে লর্ড বিশপ ষষ্ঠ হেনরির মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে বললেন, ঈশ্বর, রাজা ষষ্ঠ হেনরিকে রক্ষা করুন।

আনন্দ উৎসবের শেষে ট্যালবট রাজার কাছে ফলস্টাফ-এর নামে অভিযোগ করে বললেন, আমি যখন হাজার সৈন্য নিয়ে আট হাজার সৈন্যের সঙ্গে লিপ্ত এই ভদ্রলোক তখন বেগতিক দেখে সকলকে ছেড়ে পলায়ন করেছেন। শুধু একবার নয় বারবার বেগতিক দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বারবার পালিয়ে গিয়ে সৈন্যদের নিদারুণ সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি এভাবেই বহুবার 'নাইট' উপাধির মর্যাদাহানি করেছেন। আর সে সঙ্গে রাজ্যেরও সর্বনাশ করেছেন।

ট্যালবট-এর মুখে ফলস্টাফ-এর এই কীর্তির কথা শুনে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তার নাইট উপাধি কেড়ে নিয়ে তাকে নির্বাসিত করলেন। আর বললেন, এ আদেশ অমান্য করলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হবেন।

ঠিক তখনই এক দূত এসে রাজার হাতে একটি পত্র দিয়ে বললেন যে বার্গাণ্ডির ডিউক চিঠির মাধ্যমে রাজাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ইংরেজদের পক্ষ ত্যাগ করে ফরাসীরাজ চার্লস-এর পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

চিঠির বক্তব্য শুনে রাজার পিতৃব্য ও গ্লস্টারের ডিউক চিৎকার করে বললেন, বিশ্বাসঘাতক ছুঁচো, তোমার যাবতীয় শপথ কি তবে বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হল।

রাজা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ট্যালবটকে বললেন, লর্ড, একমাত্র আপনার পক্ষেই আজ সম্ভব হবে এ সঙ্কট থেকে দেশকে রক্ষা করতে। বার্গাণ্ডি আমাদের ডানহাত ছিলেন। আশাকরি আপনিও তা স্বীকার করবেন। এ কথা ঠিক যে তার অবর্তমানে, বিশেষ করে তিনি শত্রুপক্ষে যোগ দিলে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।



রাজার কথা শেষ হবার আগেই ট্যালবট বললেন, মহারাজের আদেশ শিরোধার্য। আমি এখনই যাচ্ছি বার্গাণ্ডির ডিউকের সঙ্গে কথা বলে তাকে শত্রু শিবির থেকে আমাদের পক্ষে ফিরিয়ে আনতে। অবশ্যই চেষ্টার ত্রুটি করব না।

এদিকে গ্যাসকনির রণক্ষেত্রে ইয়র্ক সৈন্যসহ অবস্থান করছেন। এমন সময় দূত এসে বলল, ডফিন সৈন্যদল নিয়ে ফিরে এসে ট্যালবট-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। ইয়র্ক সব শুনে গর্জে উঠে বললেন, জাহান্নামে যাক। নচ্ছারটার কথা ছিল আমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু সময় মত সাহায্য না পেলে ট্যালবটকে খুব দরকারের সময় সাহায্য করতে পারব না। এতে ট্যলবট মহসমস্যার সম্মুখীন হবেন। ঈশ্বর যেন না করেন, আজ তাঁর কোন বিপদ হলে ইংল্যান্ডের যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা কল্পনা করতে পারছি না। ট্যালবটের ক্ষতি মানে ফরাসী দেশ থেকে ইংল্যান্ডের বিদায়।

এমন সময় স্যার উইলিয়াম লুসি সেখানে এসে উৎকণ্ঠিত ভীত সন্ত্রস্থ মুখে বললেন, ইয়র্ক মশাই! আপনি যত শীঘ্র সম্ভব ট্যালবট-এব সাহায্যে যাত্রা করুন। বুর্দো গিয়ে তাঁকে সাহায্য করা দরকার শত্রু সৈন্য চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে। তিনি ইংল্যান্ডের প্রাণস্বরূপ। সবার আগে তাঁকে রক্ষা করা আমাদের দরকার। তবে শেষ রক্ষা একমাত্র ভগবানের হাতে।

আমি যাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারি যাচ্ছি ইয়র্ক বললেন।

এদিকে ট্যালবট-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার বালকপুত্র জন। দীর্ঘ সাত বছর পর পিতা-পুত্রে দেখা হল। ট্যালবট আরো বললেন, পুত্র তুমি কেন এত কম বয়সে যুদ্ধে এলে! আমি যখন অক্ষম হব তখন তোমাকে যুদ্ধ করার জন্য আসতে হবে। আমি সবই তোমাকে শিখিয়েছি তবে এখনও অনেক বাকি আছে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে।

জন বললেন, পিতা এখনই আপনাকে সাহায্য করার উপযুক্ত সময়। শত্রুপক্ষ আমাদের সাঁড়াশির মত চেপে ধরেছে। তুমি পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। আমার চেয়ে তোমার জীবনের দাম অনেক বেশি। ইংল্যান্ড তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে এবং আরো পাবার প্রত্যাশাও করে। আমার কোনই কৃতিত্বের স্বাক্ষর নেই। তাই বাধ্য হলাম আসতে।

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ট্যালবট বললেন, তোমার কথা যুক্তিহীন শুধু নয়, অবান্তরও পুত্র। তুমি বেঁচে থাকলে তোমার মধ্য দিয়ে আমিও বহুদিন বেঁচে থাকব। তাই আমার চেয়ে তোমার বেঁচে থাকা অনেক, অনেক বেশি



দরকার। আমার এমনি অনেক বয়স হয়ে গেছে তুমি সবেমাত্র তরুণ।

তবু আমার একান্ত অনুরোধ পিতা তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। আমি যুদ্ধ করে তোমাকে পালাবার কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করব।

জন, জীবনে এত যুদ্ধ করেছি, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও অনুচরদের ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়ে কোনদিনই কলঙ্কের কালিমা গায়ে মাখিনি। আজ তুমি আমাকে এ বয়সে এই কলঙ্ক মাথায় নিতে অনুরোধ করো না পুত্র। আর তুমি যদি না যাও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ সন্ধ্যার আগেই তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। ঠিক আছে, আমরা তবে কাছাকাছি থাকব। যতক্ষণ পারব দুজনেই বাঁচব। আর মরতে হলে দুজনই মরব। এটাই প্রভু যীশুর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ ঘোরতর রূপ ধারণ করল। অচিরেই জন ট্যালবট শত্রু সৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। তাঁর পিতার বুদ্ধি ও রণকৌশল দ্বারা তাকে শত্রু সৈন্যের কবল থেকে উদ্ধার করতে অসুবিধা হলো না।

পুত্রের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ট্যালবট বললেন, বাছা, আমার পাশে পাশে থেকে বীর আইকারিয়ামের মত লড়াই করবে চল। মরতেই যদি হয় তবে আমরা পাশাপাশি বীরের মত মৃত্যুবরণ করব দুজনে। আর যদি বাঁচি দুজনেই বাঁচব।

জল ট্যালবট দুপুরের কিছু পরে গুরুতর আহত হলেন। বাঁচার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

ট্যালবট উন্মাদের মত পুত্রকে খোঁজাখুজি শুরু করে দিলেন। এমন সময় দুজন সৈন্য জনকে বয়ে নিয়ে এল। ট্যালবট সদ্যমৃত পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, তোমরা বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওকে আমার বাহু দুটোর ওপর শুইয়ে দাও। এ শোক-জ্বালা আমার একেবারে সহ্যের অতীত। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমায় আদরের দুলাল আমার বীরপুত্র জন আজ আর আমার কাছে নেই। এখন আমার বাহু দুটোই জন ট্যালবট-এর কবরে পরিণত হোক। মৃত পুত্রকে জড়িয়ে ধরে ট্যালবট হা-হুতাশ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এইভাবে ইংল্যাণ্ডের বীরযোদ্ধার পতন হল।

স্যার উইলিয়াম লুসি মৃত ট্যালবট ও তাঁর পুত্র জন ট্যালবট-এর মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে মৃতদেহ সমাধিস্থ করলেন।



সকলে কাঁদতে কাঁদতে বীরযোদ্ধাকে শেষ প্রণতি জানালে।

মৃতদেহ সমাধিস্থ করে স্যার উইলিয়াম লুসি চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, আমি এমন সৌধ নির্মাণ করব যা দেখে ফরাসীবাসী চিরদিন ভীত সন্ত্রস্ত হবে।

এদিকে বহু আকাঙ্ক্ষিত কার্যসিদ্ধি হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে চার্লস বললেন, জোয়ান, তোমার দ্বারাই এ কাজ সুষ্ঠভাবে হয়েছে। আমি এখন সোজা প্যারিসে ফিরে যাব। সেখানে ঘটা করে বিজয়োৎসব পালনের ব্যবস্থা করব। আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু আজ পরপারে, কম কথা! বিরাট একটি পাথর যেন ফরাসীবাসীর বুক থেকে বহুদিন পরে নেমে গেল। আজ ফরাসীরা আনন্দে আত্মহারা।

লন্ডনের সুরম্য রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদের এক বিশালায়তন ঘরে পরিষদ-গৃহে রাজা, একজিটারের ডিউক এবং রাজার অন্য এক খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউক গভীর মন্ত্রণায় লিপ্ত।

কথা প্রসঙ্গে রাজা গ্লস্টারের ডিউককে বললেন, কাকা, আপনি কি পোপ, সম্রাট আর আর্মাশাক-এর পাঠানো পত্রগুলি পড়ে দেখেছেন কি?

হ্যাঁ, প্রভু পড়েছি।

চিঠির বক্তব্য কী? রাজা তার খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউককে বললেন, তিনজনেই মোটামুটি একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

হ্যাঁ, আমি তো সেরকমই বুঝলাম।

কী সে বক্তব্য, কাকা?

তাঁদের সবার বক্তব্য মোটামুটি এরকম, ঈশ্বরের নামে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি যেন নেমে আসে।

এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

আমার মতামত? অর্থাৎ তাদের দেওয়া প্রস্তাব সম্পর্কে আমি কি ভাবনা চিন্তা করেছি একথাই তো মহারাজ জানতে চাইছেন?

হ্যাঁ, পত্র তিনটি পড়ে আপনি কী বুঝলেন?

গ্লস্টারের ডিউক নির্দ্বিধায় বললেন, উদ্দেশ্য মহৎ, তা পত্র পড়ে বোঝা যায়। দুই খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করে উভয়ের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপন করতে হলে এছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। এটাই একমাত্র উপায়।

ঠিকই, আমারও তা-ই বিশ্বাস, আমি বহুবারই ভেবেছি।

রাজার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গ্লস্টারের ডিউক বললেন, কেবলমাত্র



আপনি কেন, যে-কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই একথা বলবেন। এছাড়া উপায়ও নেই।

রাজা বললেন, ভাবা যায়! একই ধর্মাবলম্বী দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেদের শক্তি দুর্বল করে তোলা। দেশকে শ্মশানে পরিণত করা।

মহারাজ একটি ব্যপার লক্ষ্য করেছেন কি?

কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন কাকা?

লক্ষ্য করেছেন কি, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি পুনঃস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চার্লস-এর আত্মীয় আর্ল অব এ্যাথমানাক তার মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দিতে আগ্রহী।

রাজা নির্বাক থেকে কথাটি না শোনার ভান করলে গ্লস্টারের ডিউক বলে চলেন, শুধুমাত্র মেয়েটিকেই নয় মহারাজ, মেয়েটির সঙ্গে বহুমূল্য দানসামগ্রী, মানে যৌতুকও মেয়েটির বাপ দেবেন সেটাও মনে রাখার মত।

কাকা, আপনি এ কী আজেবাজে কথা বলছেন?

কেন? অসঙ্গত কিছু বলেছি তো মনে হয় না?

আমার এই তো অল্প বয়স, এখনই বিয়ে করব কি? বিয়ে করার মত বয়স ও মানসিকতা কিছুই এখনও আমার তৈরি হয়নি। এখন তো আমার বিদ্যাভাস ও অস্ত্রশিক্ষার উপযুক্ত সময়। আমার মাথার ওপরে যে গুরুদায়িত্ব চেপে রয়েছে রাজ্য রক্ষা আর প্রজা-পালনের ব্যাপারে যা কিছু শিক্ষালাভ করা দরকার তাই বর্তমানে আমার একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। তারপরও যদি আমাকে একই উপদেশ দেন তবে রাষ্ট্রদূতকে খবর দিয়ে নিয়ে আসুন। তাকে উপযুক্ত জবাব দিন। দেশের স্বার্থ এবং ঈশ্বরের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে যা কিছু করা দরকার সবই আমি করতে সম্মত আছি।

তাদের আলোচনা চলাকালীন কার্ডিনাল বোফোর্ট বেশী উইঞ্চেস্টার পোপের প্রতিনিধি এবং দুজন রাষ্ট্রদূতকে মন্ত্রণাকক্ষের দরজায় উপস্থিত হতে দেখে গ্লস্টারের ডিউক আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে বসতে দিলেন মন্ত্রণাসভার আসনে।

একজিটারের ডিউক বললেন, কী? লর্ড উইঞ্চেস্টারের পদোন্নতি হয়েছে বুঝি?

কার্ডিনালের পদ লাভ করেছেন, তাই না? কারো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে আবার বললেন, রাজা পঞ্চম হেনরির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আশা করি



আমাদের সবারই মনে আছে। সে কথা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে ভুলে যাননি?

গ্লস্টারের ডিউক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালে একজিটারের ডিউক বলেন, তিনি বলেছিলেন একদিন বিশপ উইঞ্চেস্টার তাঁর মাথার টুপিকে রাজমুকুটের সমান মর্যাদা সম্পন্ন করে তুলবেন।

রাজা এবার বললেন, হে রাষ্ট্রদূতগণ, আপনাদের আবেদনের কথা আমরা এই মাত্রই আলোচনা করছিলাম।

আপনার অভিমত কী? একজন রাষ্ট্রদূত সবিনয়ে জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ, আমরা বহুভাবে সকলে পর্যালোচনা করে দেখেছি। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ এতে সন্দেহ নেই। যুক্তিসঙ্গতও বটে।

আমরা শুনতে চাই আপনাদের অভিমত, দয়া করে বলবেন কী মহারাজ?

আমরা শান্তি স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী।

আর?

আর সন্ধির শর্তাবলী নির্ণয় ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার জন্য যতশীঘ্র সম্ভব উইঞ্চেস্টারকে ফ্রান্সে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

গ্লস্টারের ডিউক বললেন, আর একটি কথা, আপনারা যে কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন সে কথা বিস্তারিতভাবে রাজার সঙ্গে আলোচনা করেছি এইমাত্র। অতি উত্তম প্রস্তাব।

রাজা কন্যার রূপ ও গুণের কথা শুনে এবং যৌতুকের বিবরণ জানতে পেরে তিনি ইংল্যান্ডের রানির আসনে তাঁকে বসাতে সম্মত হয়েছেন।

হ্যাঁ, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ খুল্লতাত এবং গ্লস্টারের ডিউক ঠিক কথাই বলেছেন। তাহলে আমরা কি আমাদের পক্ষ থেকে অগ্রসর হতে পারি?

হ্যাঁ, পারেন, অবশ্যই পারেন। আর বিয়ের সম্মতির যৌতুক স্বরূপ আমার মুক্তোর হারটিও সঙ্গে করে ফ্রান্সে নিয়ে যান মেয়ের জন্য।

হে রাজপ্রতিনিধিগণ। ওঁদের নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করে দিন। ওঁদের সমুদ্রযাত্রা যেন শুভ হয়।

রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফরাসী রাষ্ট্রদূত দুজন চলে গেলে উইঞ্চেস্টার এবার পোপের প্রতিনিধি দুজনকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ধর্ম প্রতিনিধিগণ? কথা দিচ্ছি, আমার পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপনাদের যা কিছু প্রাপ্য অবশ্যই পাবেন। সেজন্য চিন্তার কোন কারণ নেই।

উইঞ্চেস্টার এবার গ্লস্টারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন



আত্মম্ভরী লর্ড গ্লস্টার-এর কাছে আর কোনদিন ভুলেও মাথা নত করব না। বিশপ তোমার থেকে পদমর্যাদায় কম নয় বুঝতে পারবে। আমার পায়ের তলায় তোমাকে ফেলবই। আর তা যদি না পারি তবে দেশের বুকে জ্বালিয়ে দেব লেলিহান অগ্নিশিখা। বিদ্রোহের আগুনে দেশ জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আজ থেকে শুরু হল আমার নির্মম খেলা। সাবধান গ্লস্টার!

ফরাসীরাজ চার্লস কিছুটা আশ্বাম্বিত হলেন এই কথা জানতে পেরে যে প্যারিসের নাগরিকরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। তারা নাকি সর্বতোভাবে ফরাসীদের সমর্থন করতে শুরু করেছে। এটা সত্যিই একটা আশার কথা।

জোয়ান-এর মত, প্যারিসবাসী যদি ফরাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে তবে তাদের মঙ্গলই হবে। আর যদি বিরুদ্ধাচারণ করে তবে বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব ধ্বংস করে দেব। প্যারিস নগরীতে বইবে শোকের বন্যা। এটাই হবে তাদের পরিণাম।

এমন সময় এক দূত এসে খবর দিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। চার্লস আকস্মিক এই খবরটির জন্যে তৈরি ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বীরশ্রেষ্ঠ ট্যালবট-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের মনোবল একেবারে ভেঙে গেছে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ইংরেজরা যে আবার হৃত মনোবল ফিরে পাবে এটা তাঁর কাছে যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়কর ঘটনাও বটে। মনে মনে ভাবলেন, এরা কী জাত রে বাবা!

জোয়ান তাঁকে সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে বিজয় গৌরব অর্জন করে নেবার জন্য নানাভাবে প্রেরণা দিয়ে তাঁর হৃত মনোবল চাঙা করে তুলতে চেষ্টা করলেন।

চার্লস ইংরেজদের আচরণে বাস্তবিকই মূহ্যমান, স্তম্ভিত। মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ জাতি যে এমন অভাবনীয় শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। শুধু কি এই, ইংরেজ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে রীতিমত অপ্রত্যাশিত কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে চলেছেন। তাদের মুহূর্মুহু আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ফরাসী সৈন্যরা শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। এ কী রে বাবা! আশাহত ও অস্থিরচিত্ত জোয়ান আকাশের দিকে দু-বাহু উত্থিত করে কাতরস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে স্বর্গবাসী দেবগণ! কেন আমাকে এমন হতাশায় জর্জরিত করছেন। আমার এই



চরমতম দুঃসময়ে আপনারা আমার পাশে এসে দাঁড়ান। সাহায্য করুন আমাকে। মুহূর্ত পরে আবার বলতে লাগলেন, হে ভৌতিক প্রেতাত্মাগণ! তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য কর। জয়মাল্য পরিয়ে দাও ফরাসীদের গলায়। আমাকে উপকার করার প্রতিদানস্বরূপ যদি আমার রক্ত চাও তবে আমার বাহু ছেদন করে তোমাদের রক্ততৃষ্ণা মেটাতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। এ অসময়ে আমাদের বাঁচাও। আমার স্বদেশবাসীকেও বাঁচাও।

এমন সময় এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। ছায়ামূর্তির মত একদল শয়তান জোয়ানের সামনে এসে হাজির হলো। তাদের মাথাগুলো নীচের দিক দিয়ে শূন্যে ঝুলে রইল।

জোয়ান আবির্ভূত শয়তানগুলোর কাছে কাতর মিনতি করে বললেন, তোমরা যখন কৃপা করে দেখাই দিলে তখন আমার প্রতি আজ সদয় হও। আমাকে সাহায্য কর। আমি যে ইংরেজ নিধন যজ্ঞ শুরু করেছি তাতে সাফল্য লাভ করলে তোমরা যা চাও সবই পাবে। যদি আমাকে দেহ পর্যন্ত দান করতে হয় তবুও কুণ্ঠিত হব না। আমার বুকের রক্তে তোমাদের রক্ততৃষ্ণা নিবৃত্ত করব। তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

শয়তানগুলো মাথা নাড়লে জোয়ান অধিকতর করুণ স্বরে বললেন, আমার জীবন থাকতে ইংল্যান্ডের হাতে ফ্রান্সের পরাজয় চোখের সামনে দেখতে পারব না। আজ অভিশাপ আমাকে চারদিক থেকে গ্রাস করতে বসেছে। নরক ছাড়া আজ আর আমার জন্য অন্য কোন দরজাই খোলা নেই। আর আমার অদৃষ্টে এ কী হতে চলেছে? আমার চোখের সামনে ফরাসীদেশের গৌরব এমন করে ধূলোতে লুটোবে? অসহ্য, আমি তা সহ্য করতে পারব না।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ইংরাজ সৈন্যরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাকে বাধা দেবার শক্তি ফরাসীদের নেই।

চার্লসের কানে একের পর এক দুঃসংবাদ আসতে লাগল।

এক দূত এসে জানালো, জোয়ান ইংরেজ সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছে। জোয়ানের কোনও মন্ত্র আজ আর কাজ করলো না।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য প্রান্তেও ঘটে চলেছে আর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সাফোকের আর্ল রেনিয়োর রাজার কুমারী কন্যা মার্গারেটকেও বন্দী করেছেন। সাফোকের ডিউক মার্গারেট-এর রূপ ও সৌন্দর্যে একেবারে মাতোয়ারা। তাঁর বাঁধন খুলে দেবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। মন কিছুতেই



রাজি হচ্ছে না। এমন এক রূপ-সৌন্দর্যের আকরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিতে কোনও পুরুষেরই মনের দিক থেকে উৎসাহ পাবার কথা নয়। তিনিও তাই বাঁধন খুলে দিতে পারছেন না।

মার্গারেট করুণস্বরে বললেন, সাফোকের আর্ল, দয়া করে আপনি বলুন, কী উপঢৌকন আপনার সন্তোষ উৎপাদন করতে পারে। আপনি যা চাইবেন আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার বাবা তাই দিতে রাজি হবেন। মুখ ফুটে একবারটি শুধু দয়া করে বলুন, কোন উপঢৌকনের প্রত্যাশী আপনি।

সাফোকের আর্ল আপন মনে বললেন, হে সুন্দরী! যে উপঢৌকন আমি মনে মনে প্রত্যাশা করছি তাকেই তো শৃঙ্খলাবদ্ধ করে চোখের সামনেই ধরে রেখে দিয়েছি। এখন তোমার প্রতি সদয় হওয়ার অর্থ নিজের প্রতি চরম নির্দয়তা প্রকাশ করা।

মার্গারেট অস্থিরভাবে আবার বললেন, কী সাফোকের আর্ল, মুখে কলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বলুন, কী চান আপনি? আমার মুক্তির বিনিময়ে কী প্রত্যাশা করছেন আপনি?

সাফোকের আর্ল এবারও আপন মনে চিন্তা করে বললেন, আর্ল, এ তুমি কী করছ। তুমি কি ভুলে যাচ্ছ ঘরে তোমার স্ত্রী রয়েছে। আবার তবে মার্গারেট-এর প্রতি আসক্ত হচ্ছে কেন? তোমার একথা ভাবা উচিত নয়।

মুহূর্তে নিজের মনকে শক্ত করে আবার স্বগতোক্তি করলেন, তা হোকগে। থাক না স্ত্রী। বয়েই গেছে আমার। তাই বলে মার্গারেট-এর মতন এক রূপসীকে হাতছাড়া করে শেষ পর্যন্ত পস্তাব নাকি! তারচেয়ে বরং ছলে-বলে-কৌশলে এর মন জয় করার চেষ্টা করি। না হয় তো তরুণ রাজাকেই এ অমূল্য রতন উপহার দেব। সারা বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি যার অঙ্গে এমন করে পুঞ্জীভূত হয়েছে তাকে পেলে তরুণ রাজা আমার ওপর প্রসন্ন হবেন। আর যদি একবার সুন্দরীটিকে রাজার গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারি তবে আমার বহুদিনের স্বপ্ন সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতেও পারে। দুই রাজ্যের বিবাদ মিটে যাবে। স্থাপিত হবে উভয় দেশের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক। হেনরি বয়সে তরুণ। এমন রূপসীকে স্ত্রীরূপে পেলে ধন্য হয়ে যাবেন। দেশবাসীরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে।

সাফোকের আর্ল এবার মুখ খুললেন, শোন সুন্দরী কুমারী রাজকন্যা, তুমি যদি রাজরানি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ কর তবে কি তুমি তা প্রত্যাখান করবে?

মার্গারেট বিতৃষ্ণার সঙ্গে জবাব দিলেন, রাজরানি, আমি মনে করি ক্রীতদাসীর চেয়ে বন্দিনী কুমারীর রাজরানি হওয়া অনেক বেশি অগৌরবের।



তবে হ্যাঁ, আপনার কথায় সম্মত হব কী না পরে ভেবে দেখব। কিন্তু সবার আগে আমাকে মুক্তি দিতে হবে। এটাই আমার প্রার্থনা।

মুক্তি? হ্যাঁ, মুক্তি তুমি অবশ্যই পাবে। কিন্তু তার আগে ইংল্যান্ডের রাজার মুক্তির ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। বুঝতেই পারছ, আমি তোমাকে ইংল্যান্ডের রাজা হেনরির রানি করতে চাই। বল, আমার প্রস্তাবে তুমি সম্মত কি না?

রানি, মানে হেনরির স্ত্রী? তাঁর স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আমার একেবারেই নেই। তবে আমার পিতা যদি আগ্রহী হন তবে আমি আপত্তি করব না। সে কথা আগেভাগে বলে রাখছি।

ঠিক আছে, তোমার দেশের ক্যাপ্টেনকে দিয়ে তোমার বাবাকে খবর পাঠাচ্ছি। দুর্গ প্রাকারে তার সঙ্গে আলোচনা হবে। শুনে দেখি, তাঁর অভিপ্রায় কী। দেখি যদি ভালো হয় তবে ভাল। সাফোকের আর্ল-এর হাতে কন্যা মার্গারেট বন্দী হয়েছেন খবর পাওয়া মাত্র রেনিয়োর ছুটে এলেন কন্যার কাছে।

আর্ল তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে রেনিয়োর হাসিমুখে আর্লের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বললেন, আমি মেইন ও আঞ্জু অঞ্চলের জমিদারী যেন নিরাপদে ভোগ দখল করতে পারি একটু লক্ষ্য রাখবেন। ব্যস, এটুকুই আমার মেয়ের বিনিময়ে আপনার কাছে প্রত্যাশা করছি। তবে হ্যাঁ, হেনরি যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করে রানির সম্মান দিতে আগ্রহী থাকেন—

আমি কথা দিচ্ছি, রাজা আপনার প্রত্যাশা পুরণ করবেন। আর আপনাকে আমি রাজকীয় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজার উপযুক্ত কাজই আপনি করেছেন। এতে দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

বিদায় মুহূর্তে সাফোকের আর্ল মার্গারেটকে বললেন, দয়া করে আংটিটি যত্ন করে রাখবেন। আর আপনার পক্ষ থেকে রাজার কাছে কী নিবেদন করব তা বলুন।

হ্যাঁ, একজন কুমারী মেয়ের আর দাসীর পক্ষে যা জানানো উচিত তা-ই বলবেন। আমার হৃদয় এর আগে কলুষিত হয়নি সেই আমার নিষ্কলুষ পবিত্র হৃদয় রাজাকে দিলাম, বিদায়। মহান আর্ল, বিদায়।

আঞ্জুও, ইয়র্কের ডিউকের শিবির। ইয়র্কের এবং ওয়ারউইকের আর্ল যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। এমন সময় প্রহরীবেষ্টিত হয়ে জোয়ান এবং এক মেষপালক এল। জোয়ানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার দণ্ড দেওয়া হল।



মৃত্যুদণ্ডাদেশের কথা শুনে জোয়ান বললেন, আপনারা জানেন না কাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছেন। আমি কোনদিন মেষপালকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিনি। যুদ্ধবিদ্যা ও যাদুবিদ্যার সাহায্যে অত্যাশ্চর্য সব কাণ্ড সম্পাদনের জন্য ঈশ্বর আমাকে মর্ত্যভূমিতে পাঠিয়েছেন আপনাদের মত শয়তানদেরকে শায়েস্তা করতে মানব বেশ দান করে। শয়তান দ্বারা সর্বদা পরিচালিত হচ্ছেন আপনারা। অবিশ্বাস্য কোন ব্যাপার-স্যাপার দেখলেই আপনাদের বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় শয়তান তখন যেন আপনাদের ঘাড়ে চেপে বসে। আমি আজ সন্তানসম্ভবা। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। মৃত্যুদণ্ড দান করে আমার গর্ভের সন্তানকে কী হত্যা করতে পারেন? অবশ্যই তা পারেন না।

ইয়র্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কুমারী জোয়ান সন্তানসম্ভবা। একি সম্ভব! কী কথা শুনছি! তবে কি চার্লস ডফিন-এর কীর্তির ফসল এ অবৈধ সন্তান। কারণ ওরা যে দুজন দুজনকে এক মুহূর্ত ছাড়তে পারত না।

ওয়ারউইক বললেন, বিয়ে তো করেনি, তবে সে যার দ্বারাই হোক না কেন, অবৈধ কোন সন্তানকে আমরা জীবিত থাকতে কিছুতেই দেব না। চার্লসের সন্তানকে তো অবশ্যই না। ওর মৃত্যুদণ্ডই বহাল থাকবে।

জোয়ান তাদের কথায় আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, না। আপনারা এমন কাজও করবেন না। আমার গর্ভের সন্তানের সঙ্গে চার্লস-এর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। তিনি নির্দোষ নেপলসের রাজা আমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা। আর যদি আপনারা আমাকে মুক্তিদানের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড দান করেন তবে আমি আপনাদের অভিশাপ দিচ্ছি আপনারা যখন যে দেশে অবস্থান করবেন সেখানে যেন কোনদিন গৌরবের পতাকা না ওড়ে। সে দেশ যেন ঘন অন্ধকার আর মৃত্যুর হাহাকার দিয়ে গ্রাস করে। আর নিরবচ্ছিন্ন হতাশা আর হতাশার মধ্য দিয়ে যেন আপনাদের জীবনাবসান ঘটে। এই অভিসাপই আমি দিয়ে যাচ্ছি।

ইয়র্ক গর্জে উঠলেন ঘৃণ্য নরকের কীট! আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে তোমাকে। তোমার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

তার মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিনাল বেডফোর্ড সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের ও ফরাসী দেশের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে তাতে খ্রীষ্টান জগত আতঙ্কিত। তা নিরসনের জন্য চার্লস ডফিন অ্যালেঙ্কন, আর্লিয়াঙ্গ, রেনিয়োর ও অন্যান্য সহ এখানে উপস্থিত হচ্ছেন।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, সে কী কথা! তবে এত রক্তক্ষয়, হাজার হাজার


যুবক সৈনিকের রক্তদানের পরিণতি শেষ পর্যন্ত এই হল। ওয়ারউইকের আর্ল, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি এত রক্তের বিনিময়ে আমরা ফ্রান্সের যেসব অঞ্চল অধিকার করেছি সবই এক কথায় ছেড়ে দিতে হবে। এ অসহ্য—যন্ত্রণা সহ্য করা যাবে না।

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, নিঃশর্তে কি আমরা বিজিত অঞ্চলগুলোর অধিকার ছেড়ে দেব, অবশ্যই তা ছেড়ে দিচ্ছি না। তাই—

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই চার্লস ডফিন এসে সেখানে উপস্থিত হয়ে ওয়ারউইকের আর্লের কথার জের টেনে বললেন, আপনাদের বাঞ্ছিত শর্তগুলোর কথা জানার জন্যই আমাদের এখানে আসা। বলুন, সে কী শর্ত? আমরা শুনতে চাই।

কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন, আমিই বলছি শুনুন চার্লস, উভয়পক্ষে যে শান্তিপূর্ণ সন্ধি স্থাপিত হয়েছে তা হল চার্লস রাজা হেনরির অধীনে এ-ফরাসী দেশকে করদ রাজ্যরূপে ভোগ করার অধিকার লাভ করেছেন। তাঁকে নিয়মিত কর দান করে গেলে কোন সমস্যাই থাকবে না। আর কোনদিন আপনাদের সৈন্যসামন্তরা যুদ্ধ বিগ্রহ করতে পারবে না।

চার্লস বললেন, আমি ফরাসীদেশের অর্ধেকের ওপর রাজ্য জয় করেছি। সে সব রাজ্যের মানুষ আমাকেই বৈধ রাজা হিসাবে মনে করে। বাকি রাজ্যের অধিকার নিতে গিয়ে আমি রাজা হেনরির বশ্যতা স্বীকার করতে যাব কেন? এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, চার্লস সন্ধির জন্যে উৎসাহী হয়েও আপনি এখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে চাইছেন কেন? আপনি সন্ধির শর্ত মানতে যদি নেহাতই অপরাগ, যদি সম্মত না হন তবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মাধ্যমে আপনার এই দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেব, মনে রাখবেন এ কথার নড়চড় হবে না।

রেনিয়ার কাতর স্বরে চার্লসকে বললেন, এমন সুযোগ হাতছাড়া করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারবেন না। সুযোগ কিন্তু বারবার আসে না।

চার্লস ভেবেচিন্তে বললেন, আচ্ছা আমি সম্মত হতে পারি যদি আমাদের সেনা নিবাসগুলোর ওপর কোন কর ধার্য না হয়।

চমৎকার, ইয়র্কের ডিউক বললেন। তবে আমাদের রাজা হেনরির বশ্যতা স্বীকার করুন। ভবিষ্যতে ভুলেও কোনদিন আপনি বা আপনার অমাত্যগণ ইংল্যান্ডের রাজার বিরুদ্ধে কোনরকম প্ররোচনামূলক কাজ এবং যুদ্ধ বিদ্রোহ



করবেন না। যদি সম্মত থাকেন মনে করব, আমরা যথার্থই দুটো দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারলাম।

চার্লস ডফিন নির্দ্বিধায় শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে সকলে প্রস্থান করলেন।

লন্ডনের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে রাজা, একজিটারের ডিউক, রাজার খুল্লতাত ও রাজপ্রতিনিধি গ্লস্টারের ডিউক সাফোক, রূপসী যুবতী মার্গারেটকে নিয়ে আলোচনায় রত। যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডেও নেমে এসেছে শান্তি। খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক সাফোকের মুখে মার্গারেট-এর রূপ-সৌন্দর্যের কথা শুনে একেবারে মুগ্ধ। আর রাজা নিজে যখন তাঁকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে রানির মর্যাদা দিতে আগ্রহী তবে আর তাঁর খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক কেনই বা এরকম একটি আনন্দের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতায় হেয় হতে যাবেন। নামমাত্র হলেও রেনিয়ার রাজাও তো বটে। তাঁর মেয়ে মার্গারেট বংশ মর্যাদার দিক থেকে বুদ্ধি-ধৈর্য্য কোনটাতেই তেমন পিছিয়ে নেই। অতএব রাজা সকলের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পেয়ে গেছেন, রাজা এতে মনে মনে খুব খুশীও।

সাফোকের ডিউক বললেন, মার্গারেট-এর সৌন্দর্য প্রশংসনীয় তো বটেই। এঁদের উভয়ে যে সন্তান হবে সে-ও বিজেতা বীর হিসাবেই একদিন ইংল্যান্ডের বুকে নিজের স্বাক্ষর রাখবে। অতএব মহারাজ মার্গারেটকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। শুভকাজে বিলম্ব করা মোটেই সমীচিন নয়। রাজা বললেন, সাফোকের আর্ল আপনি আজই জাহাজ নিয়ে যাত্রা করুন। ফরাসী দেশে গিয়ে রেনিয়ার ও তাঁর কন্যা মার্গারেটকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। আর আমরা এদিকে শুভকাজের দিন ধার্য ও আয়োজন শুরু করি।

সাফোকের আর্ল স্বগতোক্তি করলেন, আমার কথাই তবে বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে দেখছি। যুবক প্যারিস যেমন গ্রামে গিয়ে তাঁর প্রেমিকার দেখা পেয়েছিলেন তেমনি রাজা হেনরি ফরাসীদেশে গিয়ে রূপসী মার্গারেট-এর সন্ধান পেলেন। মার্গারেট এবার থেকে রাজাকে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। আর আমি? রাজা, রানি ও রাজ্য সবকিছুর ওপর আমার কর্তৃত্ব চালিয়ে যাব। পরম করুণাময় ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই করেন। ওনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। মার্গারেট রানি হয়ে রাজ্যচালনা করবে আর রাজার উপর প্রভুত্ব করব আমি। তাহলেই সমস্তই আমার করায়ত্ব হবে।



কিং হেনরি দ্য সিক্সথ (২য় পর্ব)

ইংরেজদের মতিগতি বুঝতে না চাওয়াটাই ছিল সাফোকের প্রধান ভুল। তিনি যখন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় সম্মান গচ্ছিত রাখতে চাইলেন দেশের জনসাধারণ তাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। এই বিক্ষোভ সামলাতে সাফোকের আর্ল মার্গারেটকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, আপনার অনুমতি অনুসারে আমি ফরাসী দেশের তুরে নগরীতে উপস্থিত হয়ে ফরাসীরাজ, বারোজন সামন্তরাজ এবং সাতজন আর্ল এবং কুড়িজন বিশপের উপস্থিতিতে বিধিসম্মতভাবে কর্ম সম্পাদন করেছি। সেই শুভকর্মের মাধ্যমে সুন্দরী মার্গারেটকে আপনার জন্য সাদরে গ্রহণ করে তাকে নিয়ে জাহাজে এসেছি। তিনি আমার সঙ্গেই রয়েছেন। আমি নতজানু হয়ে পারিষদবর্গের উপস্থিতিতে তাঁকে মহারাজের হাতে তুলে দিতে আগ্রহান্বিত। এবার পাশে অবস্থানরতা মার্গারেট-এর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন আপনাদের কাছে যে অপরূপার কথা বলেছিলাম ইনিই সেই মহামান্য রেনিয়োর-এর কন্যা সৌভগ্যবতী মার্গারেট। সৌন্দর্যের বিচারে তিনি বাস্তবিকই অনন্যা। ইংল্যান্ডে আজ পর্যন্ত যত রানি হয়েছেন এর মধ্যে ইনিই সকলের চেয়ে সুন্দরী।

রাজা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, মাননীয় আর্ল, আজ আপনি যথার্থই আমার হিতাকাঙ্ক্ষীর যোগ্য কাজই সম্পাদন করেছেন। আপনি আমার মৃতপ্রায় দেহে আজ প্রাণসঞ্চার করলেন। এই প্রেমের ডোরে আমরা উভয়ে যেন উভয়কে বেঁধে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখময় করে গড়ে তুলতে পারি। ওর ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলের মধ্যে পার্থিব জগতের এক অমিত আশীর্বাদ আমি খুঁজে পেয়েছি।

মার্গারেট বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে বললেন, হে মহারাজ, ইংল্যান্ড অধিপতি আমার স্বামী, আমি কল্পনায় শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায় আর জাগরণে কেবলমাত্র



আপনাকেই মনে মনে বারবার স্মরণ করেছি। আমৃত্যু আপনিই যেন আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ রূপে অবস্থান করছেন। আজ আমার কল্পনার বহুবাঞ্ছিত স্বামীকে কাছে পেয়ে নারীজন্মের সার্থকতা পরিপূর্ণ করে তুলতে পেরেছি বলে আমি ধন্য।

রাজা আবেগ মধুর স্বরে বললেন, মাননীয় পারিষদগণ আমার এই মধুনিষ্যন্দী বাক্যের রানিকে, আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে আপনারা প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করে নিন।

রাজার কথা শেষ হতে না হতেই সবাই সমবেত কণ্ঠে রাজা ও রানির জয়ধ্বনি দিয়ে বললেন, রাজা ও রানি দীর্ঘজীবী হোন।

সাফোকের আর্ল একটি চুক্তিপত্র সবার সামনে মেলে ধরে বললেন, মাননীয় সভাসদগণ, এটি একটি চুক্তিপত্র। এতে কিছু চুক্তি লেখা আছে পড়ুন আপনারা।

রাজার খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউক সাফোকের আর্লের হাত থেকে চুক্তিপত্রটি নিয়ে পাঠ করতে লাগলেন, ইংল্যান্ডরাজ হেনরির রাষ্ট্র। রাজপ্রতিনিধি মার্কুইস সব সাফোক এবং ফরাসী রাজা চার্লস ডফিন-এর মধ্যে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল তার শর্তগুলোর কথা এই চুক্তিপত্রে আছে। সিসিলিয়া ও নেপলেসের রাজা রেনিয়ার রূপবতী ও গুণবতী কন্যা কুমারী মার্গারেটকে বিয়ে করে রানির মর্যাদা দান করবেন। আর লেখা রয়েছে, আগামী তের-ই মে প্রত্যুষে রাজা ষষ্ঠ হেনরি মার্গারেটকে বিয়ে করে তাঁকে ইংল্যান্ডের রানির পদে বরণ করে নেবেন।

শর্তটি এরকম —ফরাসীদেশের অন্তর্গত মেইন এবং আঞ্জুর জমিদারী দুটোকে এক সঙ্গে মিলিত করে মার্গারেট-এর পিতা রেনিয়োরকে দান করতে হবে। কথা কটি উচ্চারণ করা মাত্র বৃদ্ধের হাত থেকে চুক্তিপত্রটি মেঝেতে পড়ে গেল। তিনি চুক্তিপত্রটির দিকে হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

রাজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খুল্লতাতের দিকে তাকালে অপ্রতিভ গ্লস্টার মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, ক্ষমা করবেন রাজা, ও কিছু না। হঠাৎ বুকের ভেতরে কেমন যেন চিনচিনিয়ে উঠল। আর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। যাক্, এখন ঠিক হয়ে গেছে।

রাজা বললেন, পিতামহ উইঞ্চেস্টার, চুক্তিপত্রটি আপনিই না হয় পড়ুন।

কার্ডিনাল উইঞ্চেস্টার চুক্তিপত্রটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন। চুক্তি অনুযায়ী স্থির হল যে, মেইন ও আঞ্জুও নামক অঞ্চল ইংরেজ অধিকার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হল। আর তা অর্পণ করা হল রেনিয়োরকে। তাঁর কন্যা মার্গারেটকে ইংল্যান্ডের রাজার খরচে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা



হবে। আর এ-ও স্থির হল যে, এ বিয়েতে রাজা ও কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ কিছু দেওয়া হবে না।

চুক্তিপত্র পড়া শেষ হলে রাজা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বললেন, বাঃ চমৎকার। চুক্তিপত্রে বর্ণিত তথ্যাদি সবই আমাদের মনোমত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লর্ড মার্কুইস, আপনার কাজ দেখছি খুবই সন্তোষজনক। আমি সন্তুষ্ট হয়ে আজ থেকে আপনাকে সাফোকের প্রথম ডিউকের পদে বহাল করলাম। এবার ইয়র্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাজও আমার আস্থা উৎপাদন করেছে। আঠারো মাস পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ফ্রান্সে তুমি ইংল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধির ভূমিকা পালন করবে। এবার আপনারা রানির অভিষেকের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করুন। আপনাদের সকলকেই রানির প্রতি রাজকীয় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্লস্টারের ডিউক এবার বললেন, উপস্থিত ইংল্যান্ডের বীর সুধীবৃন্দ, আমি রাজার খুল্লতাত। রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ আপনাদের কাছে আমার মনের দুঃখের কাহিনী কিছু তুলে ধরছি এবং সকল দেশবাসীও মনে করতে পারেন, এটা আপনাদেরও সবারই দুঃখের কাহিনী। আমার ভাই হেনরি কি যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়নি? ফ্রান্সে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে কী অবর্ণনীয় কষ্টই না বারবার সে করে গেছে। আমারই ভাই বেডফোর্ড তার কূটবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়ে হেনরির বিজিত ফ্রান্সের রাজ্যগুলিতে ইংল্যান্ডের আধিপত্য যাতে অব্যাবত রাখতে পারে তার জন্য কম নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য ব্যয় করেনি। বারবার অস্ত্রের আঘাত কম সহ্য করেনি। আর আমি এই বুড়ো বয়সেও আমার খুল্লতাত বেডফোর্ডকে নিয়ে রাজ্যের সুষ্ঠ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কম চিন্তা-ভাবনা করি না। আর বর্তমান রাজাকে কি তার বাল্যাবস্থাতেই রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়নি? আমাদের এতগুলি লোকের শ্রম, সম্মান, প্রভাব কি মুহূর্তেই ম্লান হয়ে যাবে? আপনারা একবারটি বেশ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন তো, এ সন্ধি কি আমাদের সকলের কাছে লজ্জার ব্যাপার না? আর এ বিয়ে হলেই ইংল্যান্ডের প্রভূত ক্ষতিসাধন হবে বলেই আমি অন্তত মনে করছি। এর মাধ্যমে আপনাদের বীরত্ব ও কীর্তিও মুহূর্তের মধ্যে ম্লান হয়ে যাবে বলে মনে করি। ইংল্যান্ড ফরাসী দেশের যা কিছু জয় করেছে, সবই এর মাধ্যমে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এ এখনই আপনারা খতিয়ে দেখুন। এ বিয়েতে আপনাদের সকলের চরিত্র ম্লান হয়ে যাবে। এর একটা বিহিত করুন।

রাজার পিতার খুল্লতাত এবং কার্ডিনালের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, ওহে



ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি এসব কি বলছ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। ফরাসীদেশের অধিকার তো আমাদেরই আছে থাকবেও ভবিষ্যতে।

থাকবে! কিন্তু যদি রাখা সম্ভব হয়! কিন্তু নতুন ডিউক কর্তৃত্ব শুরু করলে তা কতখানি সম্ভব হবে জানি না। সামন্তরাজ রেনিয়োরকে মেইন ও আঞ্জুর অধিকার দান করা হল। তার জন্য যা ব্যয় সে তুলনায় আয় কিন্তু খুবই সামান্য।

ওয়ারউইকের ডিউক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মেইন আর আঞ্জু শহর দুটো অনেক আঘাত অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক ঘাম ঝরিয়ে আমিই অধিকার করেছিলাম। কিন্তু সে দুটোকে হাসিমুখে বিলিয়ে দেওয়া হল। এ আঘাত কী করে সহ্য করব আমি।

ইয়র্কের ডিউকও সন্ধিকে হাসিমুখে সমর্থন করতে পারলেন না। আর ইংল্যান্ডের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাজারা বিয়ের সময় প্রচুর অর্থ ও যৌতুক হিসাবে কন্যার পিতার কাছ থেকে লাভ করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান রাজা তা ত্যাগ করে সবদিক থেকে লোকসানের দায় ঘাড়ে তুলে নিলেন। এতে ইংল্যান্ডের যে কত ক্ষতি হল তা কি ভাবা যায়?

রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, এসব কি হতে চলেছে বুঝছি না! ফরাসী দেশ থেকে রানিকে কেবল জাহাজে করে ইংল্যান্ডে আনার জন্য ব্যয় করেছেন পনের শ' স্বর্ণমুদ্রা। এর চেয়ে রানির কি ফরাসীদেশে শুকিয়ে বা পচে মরাই অনেক ভাল ছিল না?

কার্ডিনালের ডিউক বললেন, রাজার ইচ্ছা, এতে আমাদের আপত্তি করার কি-ই থাকতে পারে?

গ্লস্টারের ডিউক একটু উত্তেজিত স্বরেই বললেন, আপনার ব্যাপারে স্যাপারে আমাদের ঘৃণা ধরে গেছে, আপনার মতলব সব আমি জানি। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন। দেখবেন অচিরেই ফরাসী দেশে আমাদের অধিকার আর থাকবে না। বলে উত্তেজিত হয়ে তিনি সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন

কার্ডিনাল ডিউক গ্লস্টারের ডিউকের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বললেন। কী তেজ দেখেছেন ওর? ও শুধুমাত্র আমারই নয় রাজারও শত্রু। উত্তরাধিকারীসূত্রে বর্তমান রাজার পরে ওর স্থান। বিয়েতে যৌতুক হিসাবে একটি বিশাল রাজ্য যদি রাজা লাভ করতেন তবুও খুশী হত না। এ বিয়েতে গ্লস্টারের ডিউকের আপত্তি থাকতই। অতএব আপনারা ওর মায়া কান্নায় ভুলবেন না।



তবে একটি কথা মনে রাখবেন, এ রাজ্যের জনগণের ওপর ওর খুবই প্রভাব। অতএব এ ঘটনার পর ওকে ওর পদে রাখা সম্ভব কিনা ভেবে দেখুন। ওকে জনগণ সকলে যীশুর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

বাকিংহাম বললেন, আমাদের রাজা এখন স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে সবদিক থেকে তিনি নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন। অতএব রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউককে আর তাঁর অভিভাবক করে রাখার কোন যুক্তি নেই বা কিছুমাত্র দরকার আছে বলে মনে করি না। নইলে তিনি তলে তলে রাজা ও রাজার উভয়েরই অহিত সাধনে ব্রতী হবেন। তাই সমারসেট ও অন্যান্য লর্ডগণ ওকে পদ থেকে সরাবার জন্য আমাদের সহযোগিতা করুন।

রাজার খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউকই বর্তমনে সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তিনি যে রাজ্য বা রাজা কারোরই মঙ্গল চিন্তা করেন না তা বাকিংহামের ডিউক থেকে শুরু করে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ড পর্যন্ত কারোরই এখন দ্বিমত নেই। আবার সাফোকের আর্লের ব্যাপারেও সবাই একমত। শেষ পর্যন্ত বহু আলোচনা-বিবেচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, তাদের ক্ষমতা সমস্ত খর্ব করা হবে। আর সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রত্যেকই কিছু না কিছু দেশের জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তাদের অভাব পূর্ণ করে রাজার হাত দৃঢ়তার সঙ্গে শক্ত করবেন।

ওয়ারউইকের ডিউক কিন্তু মেইন আর আঞ্জু শহর দুটো বেহাত হয়ে যাওয়ার শোক কোন মতে ভুলতে পারলেন না। তিনি বললেন, প্রয়োজনে আমি আবার যুদ্ধ করে শহর দুটোর দখল নেব আমার নিজের জন্য। তা না হলে প্রাণ দেব।

ইর্য়কের ডিউকও হাসিমুখে সন্ধির শর্ত মেনে নিতে পারলেন না। ডিউকের কন্যাকে লাভ করার জন্য অপরের দ্বারা অধিকৃত শহর দুটো রেনিয়োর হাতে তুলে দেবার জন্য তিনিও রীতিমত ক্ষুব্ধ। আর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং আয়ারল্যান্ডকে তিনি নিজের হৃদপিণ্ডের মতোই মনে করেন। রাজা শুধু রানির সুন্দর মুখ দেখেই রাজ্য দুটি ছেড়ে দিলেন। রাজা তো! যুদ্ধ জয় করে অনেক রক্ত ঝরিয়ে যারা রাজ্য জয় করেছে তারা কি এসব কথা মেনে নেবেন? এতে এমন একদিন আসতে পারে যেদিন ইয়র্কও ইংল্যান্ডের ওপর দাবি করে বসতে পারেন। তাই তিনি এখন থেকে ডেভিল-এর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। আজ থেকে চেষ্টায় থাকবেন সুযোগ পেলেই রাজমুকুটের দিকে হাত বাড়াবেন। এমনকি ল্যাঙ্কাস্টারকেও তিনি গ্রাহ্য করবেন না। এখন থেকে তিনি কেবল সুয়োগের অপেক্ষায় থাকবেন। রাজা যখন সদ্য বিবাহিতা



স্ত্রীকে নিয়ে প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, মত্ত থাকবেন স্ত্রীকে নিয়ে তখন তিনি গোপনে গোপনে অভিযান চালিয়ে যাবেন ল্যাঙ্কাস্টার বংশের বিরুদ্ধে। বলপূর্বক রাজদণ্ড ও রাজমুকুট ষষ্ঠ হেনরির মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করবেন ইয়র্ক। এটাই তার একমাত্র প্রতিজ্ঞা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক হামফ্রের সুরম্য বাসভবন।

গ্লস্টারের ডিউক তাঁর বাসভবনে স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন।

ডিউককে বিষণ্নমুখে বসে থাকতে দেখে তাঁর স্ত্রী এলিনর বললেন, তোমাকে ক'দিন ধরেই কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে যে বড়? বিশ্বজনবন্দিত মহান ডিউক হামফ্রে কেন সমস্ত মান-সম্মান উপেক্ষা করে ভ্রুকুঞ্চিত করছে এমন করে, কি ভাবছ এমন করে? সিংহাসন আর রাজমুকুটের লোভই কি তোমার মন-প্রাণের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে? বেশ তো, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পা বাড়াও। গোমড়া মুখে শুধু ঘরে বসে থাকলেই কি আর হীরকখচিত রাজমুকুট উড়ে এসে জুড়ে বসবে নাকি তোমার মাথায়? চাই সুযোগের সদ্ব্যবহার। আর এই জন্য চাই ধৈর্য্য, নিষ্ঠা আর উপস্থিত বুদ্ধি। তুমি যদি সত্যসত্যই এর জন্যে উৎসাহী হও তবে আমি তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে পারি। তোমার হাতের সঙ্গে আমার হাত জুড়ে দিলে তা লম্বা হয়ে যাবে, তখন নাগাল পেতে অসুবিধা হবে না।

গ্লস্টারের ডিউক সবিস্ময়ে বললেন, সে কী কথা গিন্নি! কাল রাত্রে এমনই এক দুঃস্বপ্ন দেখে আমি একেবারে মিইয়ে রয়েছি। তোমার মন থেকে আজ কুটিল আর লিপ্সার কাঁটাগুলোকে দূর করে টেনে দাও। আমি কিছুতেই আমার ভাইপো হেনরির অনিষ্টের কথা ভাবতেও পারি না। ওরা যে আমার প্রাণের চেয়ে বড়, তুমি আমাকে এইসব কথা বলে ছোট করে দিও না।

কিন্তু আমিও তো কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি স্বামী। দেখছি আমি ওয়েস্টমিনিস্টার চার্চে রানির আসনে বসে। সেখানেই তো রাজা আর রানির অভিষেক হয়। আর দেখলাম হেনরি আর মার্গারেট নিজ হাতে নতজানু হয়ে আমার মাথায় রানির মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে। যাতে আমি রানি হতে পারি তার ব্যবস্থা নিতে হবে না?

আমি কিন্তু এর জন্যে উদ্ধত, কুৎসিত মনোভাবাপন্ন ভর্ৎসনার পরিবর্তে সোহাগ করতে পারব না। তুমি সম্মানের দিক থেকে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় মহিলা।


বাস, এতেই সন্তুষ্ট থাক। কেন তোমার স্বামীকে সম্মানের সুউচ্চ আসন থেকে নীচে নামাতে চাইছ। উচ্চাভিলাষ আর হীন-চক্রান্তের মাধ্যমে স্বামীকে উচ্চাসনে বসাবার চিন্তা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল। এতে বরং শান্তি সুখ সবই পাবে মনে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

এলিনর তখনকার মত ব্যাপারটিকে মেনে নিলেও তার মধ্যে উচ্চভিলাষ এবং কূটবুদ্ধি দুই-ই রয়ে গেল। পুরোহিত জন হিউম এলিনর-এর কূটবুদ্ধির সহায়ক হলেন। তিনি সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং গোপনে মন্ত্রণা দেন কী করে হেনরিকে সিংহাসনচ্যুত করে হামফ্রের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই হিউম হচ্ছেন কার্ডিনাল ও সাফোকের দালাল।

এলিনরকে পুরোহিত গোপনে বললেন, আমি মহাতান্ত্রিক রোজা বোলিংব্রেক এবং যাদুকর মার্গারি জোর্ডেন-এর সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছি। তারা বলেছে পাতাল থেকে ভৌতিক আত্মা আনয়ন করে রাজার খুল্লতাত হামফ্রের মাথায় হীরকখচিত রাজমুকুট পরিয়ে দেবেন। এতে কি আপনি আনন্দিত হবেন?

পুরোহিত হিউম রঙিন স্বপ্নের জাল বুনে এলিনর-এর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা বারবার প্রণামী স্বরূপ নিয়ে যেতে লাগলেন। আসলে সাফোকের ডিউক এবং রাজার পিতার খুল্লতাত ও উইঞ্চেস্টারের বিশপই ষড়যন্ত্র করে এলিনর-এর মাথায় দুর্বুদ্ধিটি ঢুকিয়ে দিতে চলেছেন। যেন তেন প্রকারেণ রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউকের পতনকে অবশ্যম্ভাবী ও ত্বরান্বিত করে তোলাই তাঁর একমাত্র কাজ। কারণ সৎ হামফ্রেকে তাড়াতে না পারলে কোন কাজই হবে না।

এদিকে লন্ডনের রাজপ্রাসাদেও ঘটে চলেছে অন্য আর এক দৃশ্য। রানি রাজ্যশাসনের ব্যাপারে রাজার খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউক হামফ্রের প্রভাবকে কিছুতেই সুস্থ মনে বরদাস্ত করতে পারছেন না। রাজা যতদিন নাবালক ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কর্তৃত্ব করতেন। এখন আর সব ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়া যায় না। রাজা আজও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও প্রজাদের কাছে ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হচ্ছেন। প্রজাদের যার যা কিছু আবদার অভিযোগ সবই গ্লস্টারের ডিউকের কাছে, রাজা যেন কাঠের পুতুল—যেন যেদিকে নড়াও সেদিকেই নড়েন। একদিন রানি কথা প্রসঙ্গে রাজাকে বললেন, কোনদিন দেখবে, তোমার কাকা রাজমুকুট তোমার মাথা থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় চাপিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসে



পড়েছেন। তোমাকে তখন গীর্জায় গিয়ে ধর্মকর্ম নিয়ে দিন কাটাতে হবে। এসব কিন্তু ঠিক না, তুমি এর একটা কিছু কর যাতে প্রজারা তোমাকে ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ না বলে।

রাজা অবশ্য কথাটিকে আমল না দিয়ে মুচকি হেসে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এসব কথা বলা ঠিক নয়।

একদিন সাফোকের ডিউকের কাছে রানি দুঃখ করে রাজার সিংহাসন রক্ষা করার ব্যাপারে ঔদাসিন্যের কথা জানালে সাফোকের ডিউক তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি যখন আপনাকে ফরাসী দেশ থেকে এনে রানির সিংহাসনে বসাতে পেরেছি তখন আপনার অভিলাষ আমি পূরণ করতে পারবই। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন।

রানি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চারদিকে শত্রুরা ওঁৎ পেতে বসে আছে। কজনকে শান্ত করবেন আপনি? গ্লস্টারের ডিউক, রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ড, লর্ড ইয়র্ক, বার্কিংহামের ডিউক আর সমারসেটের ডিউক প্রত্যেকেই এক একজন যেন মূর্তিমান শয়তান। কাকে সামলাবেন? রাজমুকুট আর সিংহাসনের দিকে রসনা মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে এরা তো আছেনই। কখন কি হবে সে তারাই জানে। আমার কাছে আরোও সবচেয়ে বেশি অসহ্য গ্লস্টারের স্ত্রী এলিনর। সব সময় এমন এক হাব-ভাব দেখান যে, তিনিই যেন এ রাজ্যের রাজরানি। আর আমি যেন তার স্বামীর অধস্তন কোন কর্মচারীর স্ত্রী। আমার মনের অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে, শীঘ্র এর প্রতিশোধ নিতে না পারলে বেঁচে থাকাই দুষ্কর। ওর রানির আচরণ আমার সহ্য হয় না। এর একটা বিহিত করা উচিত বলে মনে করি।

ক্রুর হাসি হেসে সাফোক বললেন, এত সহজে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? আমি উপযুক্ত ফাঁদ পাতছি। এক এক করে সবাইকে সেই জালে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। শুনুন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউককে ফাঁদে ফেলতে হবে। রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনালকে কাজে লাগাতে হবে। ইয়র্কের ডিউক কিন্তু কার্ডিনালকে সাহায্য করতে কোনদিন রাজি হবেন না। একে একে সব শত্রু নিপাত করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনিই এ রাজ্যের রানি সেজে যাবতীয় কর্তৃত্ব করতে পারছেন।

এদিকে রানির কর্তৃত্ব নিয়ে গ্লস্টারের ডিউকের সঙ্গে রানির একটু মন কষাকষি হয়ে গেল। হামফ্রে বেশ রাগান্বিত ও বিরক্তিভরেই রানিকে বললেন, রাজকার্য চালানোর মত এখন যথেষ্ট বয়স রাজার হয়েছে। আর তার বুদ্ধিশুদ্ধিও



নেহাত কম নয়। অতএব রানিকে রাজকার্যের ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে। এটা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। এসব থেকে রানির দূরে দূরে থাকাই সবচেয়ে ভাল। রানিও উত্তরে বললেন যে, রাজার যদি এখন প্রকৃতই উপযুক্ত বয়স ও জ্ঞানবুদ্ধি হয়ে থাকে তবে রাজ্যরক্ষক হিসাবে আর আপনার থাকারও তো কোন প্রয়োজন দেখছি না বলে মনে করি। এবার রাজাকেই তার বিবেক-বিবেচনা দিয়ে কাজকর্ম করতে দিলে ভাল হয় না কি?

বেশ তো রাজা যদি আমার পরামর্শ না চান তবে আমি আজই এই মুহূর্তে পদত্যাগ করব। সে কথার নড়চড় হবে না।

ঠিক তখনই সাফোক সেখানে হাজির হয়ে সবকিছু শুনে গ্লস্টারের ডিউক হামফ্রেকে বললেন, আপনার তবে পদত্যাগই করা উচিত। আর সেই সঙ্গে আপনার দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য আর আস্ফালন ত্যাগ করে শান্ত হয়ে এরাজ্যে বসবাস করুন। ইংল্যান্ডের রাজা আপনাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। সমুদ্রের ওপারে রাজা ডফিন আপনারই আদেশে ওঠাবসা করেন। প্রজাদের কাছ থেকেও অসৎ উপায়ে পয়সা সংগ্রহ করে আমোদ-আহ্লাদ করছেন! রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক রাগে-দুঃখে আর অপমানে জর্জরিত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ রাজা থেকেও কোন কিছুর উত্তর দিচ্ছেন না।

গ্লস্টারের স্ত্রী এলিনর এসব দেখে গুলি খাওয়া বাঘিনীর মত গর্জে উঠে বললেন, রাজা, এখন তুমি মুখ বুজে আছ বটে। নতুন বিয়ে করা স্ত্রীকে মাথার মণি করে রেখেছ বটে। কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন ও তোমাকেই নাকে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরাবে। আর কে কি বলছে আমার এখন দেখার দরকার মনে করি না। আমি একদিন এর প্রতিশোধ নেবই।

এলিনর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই বার্কিংহামের ডিউক বললেন, উনি দেখছি নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছেন। কী ভয়ঙ্কর এই ভদ্রমহিলা। রাজার বিয়ের আগে পর্যন্ত কিন্তু খোলসের আড়ালে ঘাপটি মেরে চুপচাপ ছিলেন।

এরপর রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক আবার ফিরে এসে বললেন, মাননীয় লর্ডগণ, আমি ইংল্যান্ডকে হৃদয় দিয়ে কতখানি ভালবাসি তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। যাকগে, আমি এই রাজকার্য থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাচ্ছি। তবে আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বলব ইয়র্কের ডিউক এ কাজের জন্য একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

সবচেয়ে অযোগ্য ব্যক্তি ইয়র্কের ডিউক, সাফোকের আর্ল বলে উঠলেন সরোষে।



ইয়র্কের ডিউক এবার বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আমি সত্যই অযোগ্য। কারণ, আমি অন্যদের মত আপনার শ্রীপাদপদ্মে সর্বদা তৈল মর্দন করি না। আর আমিই প্যারিস অবরোধ করে সমগ্র ফরাসীদেশকে বেকায়দায় ফেলেছিলাম। আমি তো অযোগ্য হবই।

সাফোকের আর্ল মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ইয়র্কের ডিউক একটি চরম বিশ্বাসঘাতক। তিনি একবার তাঁর নিজের প্রভুর বিরুদ্ধেই চরম রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে দাবি করেছিলেন, তিনিই ইংল্যান্ডের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী।

এই কথায় ইয়র্কের ডিউকের ভৃত্য বলল, সত্য কথা মহারাজ। খুবই সত্য কথা। একদিন আমি ছাদে বসে বর্ম তৈরি করছিলাম। তখন তিনি আমার কাছে একথা বলেছিলেন। আমি ঈশ্বরের নামে দিব্যি কেটে বলতে পারি সে সব সত্যি কথা। এ কথা লুকাবার কিছু নেই। রাজা সব শুনে খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক হামফ্রেকে বললেন, এ রাজদ্রোহীর কী শাস্তি প্রাপ্য বলুন!

এখন আর এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। সমারসেটের ডিউককে ইংল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করুন। প্রয়োজন পড়লে উনিই আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে মুশকিল আসান করে দেবেন। উনিই পরামর্শ দেওয়ার মত উপযুক্ত ব্যক্তি।

একথায় রাজা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এদিকে পুরোহিত হিউম আর এলিনর গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলতে লাগলেন। হিউম ডাইনি মার্গারি জোর্ডন নামে এক প্রেত সাধিকাকে ধরে নিয়ে এলেন। সে নাকি পাতাল থেকে প্রেতাত্মাকে ডেকে নিয়ে এসে রাজা ও রানির সর্বনাশ করতে পারবে। গভীর রাতে ট্রয় নগরীতে যখন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, শেয়াল, পেঁচা আর কুকুর যখন ডাকাডাকি করে, প্রেতাত্মারা কবর ছেড়ে উঠে এসে পৃথিবীতে তাণ্ডব শুরু করবে তখনই ডাইনি তার কাজ শুরু করে। এটাই তার সিদ্ধান্ত।

যখন গীর্জা থেকে মধ্য রাত্রির ঘন্টা বেজে উঠল মার্গারি তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করে এক প্রেতাত্মাকে আহ্বান করল।

মার্গারির সঙ্গে বোলিংব্রোক নামে এক সহকারীও এসেছে।

বোলিংব্রোক প্রেতাত্মার কাছে জানতে চাইল বলত, ইংল্যান্ডের রাজপরিবারে কী কী বিপদ ঘটতে চলেছে বা ঘটবে।



উত্তরে নাকি স্বরে প্রেতাত্মা বলল, যে রাজা তাঁর কাকাকে পদচ্যুত করবেন। তাঁর কাকা ডিউকের থেকে রাজা অনেক বেশিদিন বেঁচে থাকবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁর মৃত্যু হবে। সাফোকের আর্ল-এর সলিল-সমাধি হবে, সমারসেটের ডিউক রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে মরুপ্রান্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাবে।

শয়তান কোথাকার! ডাইনি মার্গারি গর্জে উঠল। যত সব মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিস। দূর হ আমার সামনে থেকে, তোকে আমি...

এই সময় ইয়র্কের ডিউক এসে পড়ায় সবাই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তার নির্দেশে প্রহরীরা রাজার কাকি ছাড়া অন্যান্যদের বেঁধে নিয়ে চলে গেল। ইয়র্কের ডিউক স্বয়ং রাজার কাকিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

ইয়র্কের ডিউক রাজার কাকি গ্লস্টারের ডিউকের স্ত্রীর গোপন ও ঘৃণ্য জাল চক্রান্তের কথা রাজাকে জানিয়ে দেবে বলল।

এদিকে সেন্ট আলবান্স রাজা, রানি, খুল্লতাত, গ্লস্টারের ডিউক, রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ড, সাফোকের আর্ল পাখি ওড়ানো দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানেও রাজার খুল্লতাতের সঙ্গে সাফোকের আর্লের সঙ্গে ভীষণ বচসা হয়। রানি সাফোকের পক্ষ নিয়ে গ্লস্টারকে অনেক কথা শুনিয়ে দেন।

পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ায় যে, রাজার পক্ষে তাদের শান্ত করা ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাক্‌বিতণ্ডার বিষয় সাফোকের আর্ল গ্লস্টারের ডিউককে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন। আর রানি তাঁকে সমর্থন করেছেন! রানি সব সময় সাফোকের আর্লকে তোয়াজ করে চলেন।

এমন সময় সিম্পকক্স নামে এক জন্মান্ধ তাঁর স্ত্রীকে রাজার কাছে নিয়ে আসে। সিম্পকক্স নাকি ইন্দ্রজালের দৌলতে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।

সব কিছু শুনে রাজা সিম্পকক্সকে বললেন, ঈশ্বরের পরম করুণার জন্যই জন্মান্ধ হয়েও আজ তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছ। কিন্তু কী করে এমন অবিশ্বাস্য একটি কাণ্ড ঘটল খুলে বল তো শুনি?

সিম্পকক্স রাজাকে জানায়, প্রভু, এক রাত্রে সেন্ট আলবান্স আমাকে ডেকে বললেন, আমার বেদীমূলে এসে কায়মনোবাক্যে আমার প্রার্থনা কর তাহলে তোমার যা ইচছা তা পূরণ করব। আর তাতেই আজ আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। আমি খোঁড়া, প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি সেন্ট আল্‌বানস-এর কৃপায় পা দুটোও হয়ত একদিন সেরে যাবে।

রাজার কাকা গ্লস্টারের ডিউকের মনে ব্যাপারটা পুরোপুরি সন্দেহজনক বলে



মনে হওয়ায় একজন বেত্রাঘাতককে ডেকে বললেন, একে জোরে জোরে বেত মার। দেখি এ কতখানি সত্য কথা বলছে জানা যাবে।

ঘা কতক বেত মারতেই লোকটি দৌড়ে গ্রামের দিকে পালাল। পরে ধূর্ত সিম্পকক্সকে মারতে মারতে গ্রামের মধ্যে ঘোরান হল।

এমন সময় বার্কিংহামের ডিউক এসে রাজাকে বললেন, আপনার কাকি এলিনর-এর সামনে এবং তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে তান্ত্রিক ডাইনির সাহায্যে রাজার যাতে অমঙ্গল হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা হেনরির জীবননাশ করা এবং তাঁর পারিষদগণের জীবনহানির চেষ্টাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমি জানতে পেরে সবগুলিকে বন্দী করে রেখে এসেছি প্রাসাদে।

সব কিছু শুনে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল গ্লস্টারকে বললেন, এরপরও তুমি তোমার বর্তমান পদে বহাল থাকবে মনে ভেবেছ? আজ থেকে তুমি কিন্তু আর নিজপদে আসীন থাকতে পারবে না।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে রানি গ্লস্টারের ডিউককে বললেন, কাকা, আপনি সৎ ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কাকিমার অধৈর্যের জন্য আপনাকে আজ হেনস্থা হতে হলে। আপনার নামকে কলুষিত করল।

গ্লস্টারের ডিউক বললেন, আমি তোমাদের ভালবাসি বলে এখানে তোমাদের সঙ্গে পড়ে রয়েছি। সত্য কি মিথ্যা কি করে বলব? আমার স্ত্রী যে উচ্চভিলাষিণী পরশ্রীকাতরা ও স্বার্থগৃধ্নু আমার তা আজানা নয়। সে উচ্চ বংশের মেয়ে হয়েও কেন এমন সব আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে ঈশ্বর জানেন। তবে আজ থেকে আমি তাকে পরিত্যাগ করব।

রাজা চিন্তিত মুখে বললেন, এখানে এসব আলোচনা করে কিছু লাভ নেই। এর মীমাংসা কিছুই হবে না শুধু তিক্ততাই বাড়বে। তার চেয়ে প্রসঙ্গটা এখন চাপা থাক। প্রাসাদে ফিরে দোষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবে। চলুন এবার সকলে প্রাসাদে ফিরে যাই।

এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে ইয়র্কের ডিউকের বাগানে নৈশভোজ শেষে ইয়র্কের ডিউক বললেন, আমার প্রিয় লর্ডগণ, আমার একটা বক্তব্য আছে, ধৈর্য্য ধরে শুনুন। সবকিছু শুনে এ রাজ্যের ওপর আমার দাবি ন্যায়সঙ্গত কিনা আপনারা বিচার করে দেখুন।

ইয়র্কের ডিউক বলতে আরম্ভ করলেন, রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড সাত পুত্রের জনক ছিলেন। প্রথম পুত্র এডোয়ার্ড ব্ল্যাকপ্রিন্স যৌবরাজ্য অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র ছিল উইলিয়াম অফ হ্যাটফিল্ড।

তৃতীয় পুত্র লাওনল, ক্লারেন্সের ডিউক।

চতুর্থ পুত্র জন গন্ট। ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক।

পঞ্চম পুত্র এডমন্ড ল্যাঙ্‌লে। ইয়র্কের ডিউক।

ষষ্ঠ পুত্র গ্লস্টারের ডিউক।

সপ্তম পুত্র উইণ্ডসরের উইলিয়াম ছিলেন।

ব্ল্যাকপ্রিন্স একমাত্র পুত্র রিচার্ডকে রেখে মারা যান।

তৃতীয় এডয়ার্ডের মৃত্যুর পর ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনে বসেন ব্ল্যাকপ্রিন্স।

ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের প্রথম পুত্র হেনরি বোলিংব্রোক চতুর্থ হেনরি নামধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি বৈধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসনে বসেছিলেন কৌশলে রাজা-রানিকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। রিচার্ড পমফ্রেটে বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। আশা করি আপনাদের সেব কথা অজনা নয়।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে ইয়র্কের ডিউক আবার বলতে শুরু করলেন, এবার কী বলছি শুনুন। রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ক্লারেন্সের ডিউকের পক্ষ থেকে আমি ইংল্যান্ডের উত্তরাধিকারিণী। কেমব্রিজের আর্লের সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। আমার মায়ের দিক থেকে আমি এ রাজ্যের ওপর আমার ন্যায্য দাবি জানাচ্ছি।

ওয়ারউইকের ডিউক ও স্যালিসবেরির ডিউক ইয়র্ক-এর ডিউক রিচার্ড-এর দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করে বললেন, আসুন আমরা নতজানু হয়ে আমাদের বৈধ রাজাকে অভিবাদন জানাই। ইয়র্কের ডিউক বললেন এখন রাজা নই তবে আপনাদের পূর্ণ সমর্থন পেলে অচিরেই আমার শিরা-উপশিরায় ল্যাঙ্কাস্টার বংশের রক্ত চাগাড় দিয়ে উঠবে। তবে খুব ধীরে সুস্থে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আপনাদের সহযোগিতায় খুবই গোপনে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আপনাদের কাছে এখন আমার শুধু একটাই অনুরোধ বেডফোর্ড, সাফোক, সমারসেট আর বার্কিংহামের ডিউকের ওপর কড়া নজর রাখবেন।

একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই বুঝতে পারবেন বেডফোর্ড-এর সহযোগীরা রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউককে ধ্বংস করার জন্য ফাঁদ তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন তাতে সবাই সাফ হয়ে যাবে আমার মনে হয়। তারপর আমিও নিষ্কণ্টক হয়ে যাব। তখন রাজা হতে আমার অসুবিধা হবে না।

এবার ওয়ারউইক ও স্যালিসবেরির ডিউক সমস্বরে বললেন, আমরা কথা



দিলাম আপনি আমাদের সার্বিক সাহায্য অবশ্যই পাবেন। তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইয়র্কের ডিউক উল্লসিত হয়ে উঠে বললেন, আমি সিংহাসনে বসতে পারলে আপনাদের স্থান হবে রাজার ঠিক পরেই। আমি কথা দিলাম। ইংল্যান্ডের বিচারালয়ে রাজার খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউক-এর পত্নী এলিনর-এর বিচারসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, এলিনর গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা রাজার প্রাণনাশের চেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত দণ্ড কিছুটা হ্রাস করে নির্বাসন দণ্ডই বহাল করা হল। কিন্তু তিনদিন জেল খাটার পর। আর বাকি সবার আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হল।

গ্লস্টারের ডিউক বললেন, আমার স্ত্রী অন্যায় কাজ করেছে। এর জন্য আমি চোখের জল ফেললেও তার অপরাধ সমর্থন করি না। তবে মহারাজের কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে এবার যেতে দিন। এই নিন আপনার শাসন দণ্ড। যে দণ্ড একদিন আপনার পিতা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমি আজ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছি।

রাজা হেনরি আজ থেকে দেশের রক্ষক হলেন। রাজা বললেন, আজ থেকে ঈশ্বর আর আমি পরস্পরের সহযোগিতায় রাজ্য শাসন করব। এবার থেকে মার্গারেট রানি হলেন।

রাজ্যের কর্তৃত্ব ঝেড়ে ফেলে ডিউক বিচারকক্ষ ত্যাগ করলে রানি মার্গারেট নিজ মনে বললেন, আজ থেকে আমি সত্যিকারের রানি হলাম। হেনরি হল রাজা আর আমি রানি। এবার আমার সাধ পূর্ণ হল।

লন্ডন নগরীর কেন্দ্রস্থলের এক রাজপথ।

অপরাহ্নবেলায় রাজপথ লোকে লোকারণ্য। কৌতূহলী প্রজাদের ভিড়।

রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক দাঁড়িয়ে আছেন। এই পথ দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে নির্বাসিত এলিনরকে খালি পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সে দৃশ্য দেখার জন্য উৎসাহী প্রজারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অথচ এমন একদিন ছিল যখন এলিনর রথে তাঁর স্বামীর সঙ্গে এপথ দিয়ে যেতেন তখন প্রজারা পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করে পথ ছেড়ে দাঁড়াত। আর আজ তাদের চোখে-মুখে বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ছবি দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরীবেষ্টিত হয়ে এলিনর এলেন। শেরিফ স্যার জন স্ট্যানলিও-এর সঙ্গে। এলিনর সামনে আসতেই গ্লস্টারের ডিউক ভিড় ঠেলে



কাছে এগিয়ে এলে এলিনর ছলছল চোখে বললেন, এ কিসর হয়ে গেল স্বামী। দুষ্ট বুদ্ধির জন্য কী লজ্জা! কী অপমানের বোঝা আমার ঘাড়ের উপর চাপল, ওই দেখ সবাই ঠোঁট টিপে টিপে হেসে আমাকে উপহাস করছে। এর থেকে প্রাণদণ্ড অনেক অনেক ভাল ছিল।

একটু থেমে এলিনর আবার বললেন, মনে রেখো তোমার মাথার ওপরও আমার মত খড়্গ ঝুলছে। আজ রানির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছেন সাফোকের আর্ল। তিনি রাজার কথায় ওঠেন বসেন। এও মনে রেখো ইয়র্কের ডিউক, সাফোকের ডিউক আর রাজার পিতার কাকা কার্ডিনাল বেডফোর্ড তোমার অনিষ্ট সাধনে লিপ্ত। যে কোন সময়ে তারা তোমাকে যে কোন উপায়ে ফাঁদে ফেলে দিয়ে নিজেদের অভিষ্ট সিদ্ধ করবে। সর্বদা চোখকান খুলে কাজ কর।

—আমার জন্যে ভেবে দুঃখ কর না এলিনর। ধৈর্য্য ধরে বর্তমান দুঃখকে মাথা পেতে নাও। একদিন না একদিন আমাদের মাথার ওপর থেকে বিপদের মেঘ কেটে যাবেই। তখন দেখবে কী আনন্দ!

এবার রাজার খুল্লতাত শেরিফের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখবেন, ওকে যেন প্রাপ্য শাস্তির বেশি কিছু ভোগ করতে বাধ্য না করা হয়।

শেরিফ বললেন, আমার কর্তব্য এখানেই শেষ হয়ে গেছে। এরপর জন স্টানলির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে আমি বিদায় নেব। আপনার হয়ে আমি অবশ্যই তাঁকে বলে দেব যেন ওর কোন অমর্যাদা না করা হয়। তবে মনে হয় রাজার আদেশে উনি ডিউক পত্নী হিসাবেই উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে নির্বাসন জীবনযাপন করবেন।

শেরিফের নির্দেশে প্রহরীরা এলিনরকে নিয়ে এগিয়ে গেলে গ্লস্টারের ডিউক সেই ফেলে যাওয়া পথের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকেন। এমন সময় একজন দূত এসে বলল, রাজা কর্তৃক আহূত পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

পার্লামেন্টের অধিবেশন বেরি সেন্ট এডমণ্ডেরের এক বিশালায়তন কক্ষে পার্লামেন্টের অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে।

রাজা ও রানির রথ এসে মঠের সদর দরজায় থামলে মঠাধ্যক্ষ গিয়ে রাজা রাণীকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলেন।



এরপর এক এক করে কার্ডিনাল, ইয়র্ক, বার্কিংহাম, ওয়ার্কউইক প্রমুখ যাদের আসার কথা ছিল তারা সবাই অধিবেশন কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু গ্লস্টারের ডিউক না আসায় সবাইকে ভাবিত দেখা গেল।

অধিবেশনে গ্লস্টারের ডিউকের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করে রাণি রাজাকে বললেন, তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে বোঝনি যে তাঁর মধ্যে কেমন যেমন বিষণ্ণতামিশ্রিত দাম্ভিকতা ফুটে উঠেছে। দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ঔদ্ধত্যের ছাপ। একটা কথা মনে রেখো আমি বলছি ইংল্যান্ডে তিনি একজন প্রভাবান্বিত ব্যক্তি। তাকে যদি তুচ্ছ জ্ঞান কর তাহলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। যে কোন উপায়ে তোমাকে সিংহাসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে রাজমুকুট মাথায় পরে সিংহাসনে বসে পড়বেন। কেবল উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় শিকারী নেকড়ের মত ওঁৎ পেতে বসে রয়েছেন। সুযোগ পেলেই হয়।

রাজা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে রানির মুখের দিকে তাকাল। রানি আবার রেগে বললেন, তোমার কাকাকে আর কোনদিন পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ না করতে দেওয়াই উচিত। প্রজাদের মনের মধ্যে নিজের তিলমাত্র প্রভাবও যাতে ফেলতে না পারেন উনি, তার দিকে আমাদের সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত মনে করি।

সাফোকের ডিউক রানির এই বক্তব্যকে সমর্থন করে সকলকে উদ্দেশ্য করে একটু রোষের সঙ্গেই বললেন, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন ওনার স্ত্রী যা করছেন তার পিছনে তাঁর কোন সম্মতি ছিল না। তা যদি বেবে থাকো ভুল বুঝবেন। তাই যদি হয় তবে তাঁর মুখ দিয়ে কি করে বেরোয় যে ইংল্যাণ্ডে রাজার পরেই তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে?

কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন, যদি গ্লসেস্টারের ডিউক মনে করেন যে ওর স্ত্রীর অপরাধের তুলনায় শাস্তির পরিমাণ মাত্রারিক্ত হয়েছে সেটা ওর ভুল দারণা হবে। এর চেয়ে সামান্য লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড সে বহু প্রজাকে ইতিমধ্যে দিয়েছেন। সে কথা তাঁর মনে রাখা দরকার। কথাটি ইয়র্কের ডিউক সমর্থন করে বললেন, অবশ্যই একথা সত্য। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে প্রজদারা বহুবার বিদ্রোহ করেছে। একথা সকলের জানা আছে।

রাজা বললেন, মাননীয় লর্ডগণ আমার নিরাপত্তার জন্য আপনারা যে বিশেষ ভাবিত এটা আমার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক সত্যই নির্দোষ ব্যক্তি। মহাধার্মিকও উনি।



আমার অহিত সাধনে কিছুতেই লিপ্ত হতে পারেন না। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, আপনারা ওর জন্য ভেবে ভেবে মন খারাপ না করলেও চলে।

রাজার কথায় রানি বিতৃষ্ণা মুখে বলে উঠলেন তাঁর প্রতি তোমার এরকম অন্ধ বিশ্বাসই মনে রেখো একদিন তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাঁর আসল রূপের তুলনা একমাত্র নেকড়ের সঙ্গে চলতে পারে। সুযোগের অধীর প্রতীক্ষায় আসলে সে এক ভয়ঙ্কর নেকড়ে যার সবটাই প্রতারণায় ভরা।

এমন সময় সমারসেটের ডিউক এসে রাজাকে দুঃসংবাদ জানালেন। ফরাসী দেশে সব রাজ্যই শত্রুর কবলে চলে গেছে। সবই আমাদের একে একে খোয়াতে হয়েছে। ফরাসী দেশে আমাদের আর কিছু নেই।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলায় ইয়র্কের ডিউক বিষণ্ণ মুখে স্বগতোক্তি করলেন, হায় সব চলে গেল। আমি ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সেও রাজত্ব করতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি অচিরেই এর উপযুক্ত বিহিত আমাকে করতে হবে।

এমন সময় রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক রাজকক্ষে এলেন। সাফোকের আর্ল এগিয়ে গিয়ে বললেন, কক্ষের অভ্যন্তরে যাবার কোনরূপ চেষ্টা করবেন না। রাজদ্রোহিতার অপরাধে আপনাকে আমি বন্দী করছি।

গ্লসেস্টারের ডিউক স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, এর জন্য আমি মোটেই লজ্জিত বা দুঃখিত নই। কারণ, আমি জ্ঞানত রাজা বা রাজ্যের বিরুদ্ধে এমন কোন কাজই করিনি যার জন্য আমাকে হাতকড়া পরতে হবে?

—আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি ফরাসীদেশের কাছ থেকে ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ সাধনের জন্য প্রচুর ঘুষ নিয়েছেন। দীর্ঘদিন সৈন্যদের বেতন দেননি। তাদের শৈথিল্যের জন্য সেখানে আমাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। সৈন্যরা বেতন না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে এমনভাবে আমাদের বিপক্ষে চলে গেছে।

—মিথ্যা! সবই মিথ্যার প্ররোচনা! ফরাসীদেশ থেকে ঘুষ নেওয়া বা সৈন্যদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া কোনটিই আমি করি নি। কেউ মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে, আমি প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে আত্মসাৎ করেছি। এমনকি প্রয়োজনে নিজের গাঁটের টাকা দিয়েও সৈন্যদের বেতন মিটিয়েছি। সে টাকা আমি রাজ্য থেকে আদায়ও করিনি।

ইয়র্কের ডিউক এবার উঠে এসে বললেন, আপনি প্রজাদের ওপর অত্যাচার অবিচারের স্টীম রোলার চালিয়েছেন। যার ফলে অন্য পাশাপাশি রাজ্যগুলোতে ইংল্যান্ডের যশ, খ্যাতি, সম্মান নষ্ট হয়েছে। রাজার নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে আপনি যা খুশি তাই করেছেন। এটা একটা বিরাট অপরাধ।



এবার সাফোকের ডিউক বেশ রাগতস্বরেই বললেন, আপনার বিরুদ্ধে অসংখ্য গুরুতর অভিযোগ আছে। আপনাকে বন্দী করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সময় মত আপনার বিচারসভা ডাকা হবে। বিচারে যা রায় দেওয়া হবে সেই মতই কাজ হবে। যদি অন্যায় না করে থাকেন রেহাই পাবেন।

—কাকা আমার বিশ্বাস আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিচারকালে আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করে অবশ্যই মুক্তি পেয়ে যাবেন। আপনাকে বিচারে কেউ দোষী সাব্যস্ত করলে পারবে না। এই বলে রাজা চলে গেলেন। সাফোকের ডিউক সকলাকে লক্ষ্য করে বললেন, তিনি মহারানি নামে এমন সব মিথ্যা অভিযোগ করেছেন যে অভিযোগের সাহায্য নিয়ে তাঁর রাজার রক্ষকের পদ কেড়ে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এও কি অপরাধ নয়? এও কি মিথ্যা কথা?

—প্রহরী, বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও—কড়া প্রহরায় রাখবে। যেন পালিয়ে যেতে না—পারে কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন।

গ্লস্টারের ডিউক চলে গেলে কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন, বিচার অবশ্যই হবে। শেষে কি হবে বলা যায় না।

শুধু বিচার না, রানি বলেন, যেন ওনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়নি। তার কুটবুদ্ধি রাজাকে প্রতারণা করেছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।

তাই বলে আইনের বিধান লঙ্ঘিত করে অবশ্যই নয়! আইনের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েই তার শাস্তি বিধান করতে হবে। না হলে হিতে বিপরীত হবে। প্রজারা ওকে দেবতার স্থানে ভালবাসে। প্রজারা শুনলে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। ওর জন্য যা করা হবে ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে। রাজাও ওনাকে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

ইয়র্কের ডিউক নিজ মনে বলেন, আর কেউ না চাক, আমি মনে-প্রাণে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কামনা করি। উনি থাকলে আমি কিছু করতে পারবো না।

সাফোকের আর্ল বলেন, আমাদের রাজার যে শত্রু সে আমাদের সকলেরই শত্রু। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই কালসাপকে দুধ-কলা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং ডিউককে মরতে হবেই, এটাই শেষ সিদ্ধান্ত।

এই কথা শুনে রানিকে খুবই পুলকিত দেখায়। কার্ডিনাল বেডফোর্ড এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে চলেন, সবার আগে আমাদের সকলকে দেখতে হবে রাজার স্বার্থ। রাজার নিরাপত্তার তাগিদে আমি বিচারের আগেই গ্লস্টারের



ডিউককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাই। আপনাদের মত কি?

সাফোকের আর্ল বললেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমার ওপর ঘাতকের দায়িত্ব দিন না, দেখবেন কেউ টেরও পাবে না। চুপচাপ কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

রানি বললেন, এতে আমারও পূর্ণ সমর্থন আছে। আমিও চাই রাজা ও রাজ্যের শত্রু যত তাড়াতাড়ি নিপাত যায় ততই রাজ্যের মঙ্গল। আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন।

এমন সময় দূত এসে জানাল যে আয়ারল্যান্ডের প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা ইংরাজদের নাস্তানাবুদ করেছে। যদি আপনারা বিহিত করতে পারেন একবার শেষ চেষ্টা করতে পারেন।

ইয়র্কের ডিউক ব্যস্ত হয়ে বললেন, তবে তো সর্বনাশ! সমারসেটের ডিউককে এখনই আয়ারল্যাণ্ডে রাজপ্রতিনিধি করে পাঠালে আশা করি বিদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

সমারসেটের ডিউক বললেন, আমি চাই আপনি নিজে আয়ারল্যাণ্ডে গিয়ে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব নিন ইয়র্কের ডিউক। কার্ডিনাল বেডফোর্ড আরও একটা কথা জুড়ে দিয়ে বললেন, আর এরই মধ্যে দিয়ে আপনার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে তুলুন।

ইয়র্ক বললেন, এই যদি মহারাজের অভিপ্রায় হয় তবে আমি অবশ্যই যেতে রাজী আছি। আমাকে যদি যেতেই হয় সাফোকের আর্ল মশাই, আপনি সৈন্য সংগ্রহ করে রাজার অনুমতি এনে দিন। আমি যত শীঘ্র পারি যাত্রা করব আয়ারল্যান্ডে।

ইয়র্কের ডিউক এবার মনে মনে বললেন, আমার হাতের মুঠোয় এবার অপূর্ব সুযোগ এসে গেছে। এতেও যদি নিজের ভাগ্যকে না ফেরাতে না পারি তবে আর আমার জীবদ্দশায় কিছুই হবে না। শীঘ্রই গ্লস্টারের ডিউক-এর মাথাটি পাকা আপেলের মত তার ধড় থেকে নিঘাত খসে পড়বে কেউ জানতেও পারবে না যে তার মৃত্যুর কলকাঠি আমিই নেড়ে চলেছি। আর কয়েকটি দিন অপেক্ষা করে আর মাত্র কয়েকজনকে পরপারে পাঠাতে পারলেই রাজমুকুট আমার মাথায় উঠে আসতে বাধ্য। দেখি ঈশ্বরের কি করুণা।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্লস্টারের ডিউককে হত্যা করার জন্য যে তিনজন ঘাতককে নিযুক্ত করা



হয়েছিল তারা নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করেছে। এর জন্য সাফোকের আর্ল তাদেরকে প্রচুর টাকা পুরস্কার দিয়ে বিদায় করেছেন।

এদিকে রাজা জানতে পেরে গিয়েছেন সাফোকের আর্লের ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় গ্লসেস্টারের ডিউককে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। কার্ডিনাল বেডফোর্ড হত্যার আদেশ নিজে দিয়েছিলেন তাও জানতে পারা গেছে।

কার্ডিনাল বেডফোর্ডের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কথাও যে সত্যি রাজা বুঝতে পারলেন।

এমন সময় একদল উত্তেজিত নাগরিককে নিয়ে স্যালিসবেরি ও ওয়ারউইকের আর্ল রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

ওয়ার উইকের আর্ল বললেন, মহারাজ, প্রজারা ক্ষুব্ধ। তারা জানতে পেরে গেছে গ্লস্টারের ডিউককে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এও জানতে পেরেছে, এ হত্যার ষড়যন্ত্র সাফোকের আর্ল আর কার্ডিনাল বেডফোর্ড যুক্ত ছিলেন। প্রজারা তাদের মাননীয় নেতার পূর্ণ বিবরণ জানতে এসেছে।

সব শুনে রাজা বিষণ্ণমুখে জানালেন, গ্লস্টারের ডিউক মৃত। কথাটি সত্য। কিন্তু কিভাবে এবং কার নির্দেশে এটা ঘটেছে তা আমি এখনও পরিষ্কারভাবে জানতে পারিনি। তদন্ত হবে. বিচারে অপরাধীকে খুঁজে বের করে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। ওয়ার উইকের আর্ল, আমার কথা তো সব শুনলেন। এবার প্রজাদের বুঝিয়ে বলে শান্ত করুন। প্রজাদের কাছে যেমনি মানীয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা, আমার কাছেও প্রজাদের মতই শ্রদ্ধেয়। ওদের বুঝিয়ে বলুন আমার যেন আজ ডান হাত চলে গেল। সুবিচার অবশ্যই হবে। এর জন্য চিন্তার কারণ নেই।

রাজার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রজারা বিষণ্ণ চিত্তে চলে গেলেন। ওয়ার-উইক ও স্যালিসবেরির আর্ল নিঃসন্দেহ যে, সাফোকের আর্ল হত্যার ষড়যন্ত্রের নায়ক।

বিচারসভা বসল। বিচারে সাফোকের আর্ল দোষী সাব্যস্ত হলেন, তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হল।

এও বলা হল এই মুহূর্তে ইংলন্ড ছেড়ে না গেলে মৃত্যু অনিবার্য—এই বলে রাজা চলে গেলেন। রানির ঠোঁটে চুম্বন দিয়ে, রানিকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে রানি সাফোকের আর্ল গভীর দুঃখে মুষড়ে পড়লেন এবং কোনও উপায় নেই ভেবে রানিকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন ফরাসী দেশের দিকে।



এদিকে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ডেরও উন্মাদ অবস্থা। অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গ্লস্টারের ডিউকের মৃত্যুর অপরাধে প্রেতাত্মাদের জ্বালায় তিনি দগ্ধে মরছেন। কয়েকদিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কেন্টর সমুদ্র উপকূলে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে তুমুল নৌ-যুদ্ধ চলছে। ইংরাজ সৈন্যরা আজ ফরাসীদের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না।

এদিকে সাফোকের ডিউক ফরাসীদের পক্ষে পেশ দিয়েছেন। তবে মাত্র কয়েকঘন্টা যুদ্ধ করেই সাফোকের ডিউক বেশ কিছু সংখ্যক অনুচর সহ সৈন্যাদের হাতে বন্দী হলেন।

সৈনাধ্যক্ষ ওয়ালটার হুইটমোর নামক এক অনুচরকে বললেন, সাফোকের ডিউককে নিয়ে যাও। এর শিরচ্ছেদ করা হবে। তারপর সাফোকের ডিউককে বললেন, তুমি নীচ, শয়তান। তোমার চরিত্র আমার আর আজ জানতে বাকি নেই। ইংল্যাণ্ডের এক মহান নেতাকে হত্যা করেই ইংল্যাণ্ডের জল-বাতাস সব দূষিত করে দিয়েছ তুমি। ইংল্যাণ্ডের যত অর্থ তুমি গ্রাস করেছ তা আজ কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলব তোমার শিরচ্ছেদ করে। যে ওষ্ঠ দিয়ে তুমি ইংল্যাণ্ডের রানি মার্গারেটের ওষ্ঠ দূষিত ও কলঙ্কিত করছে তা এখন পথের ধূলায় মিশিয়ে যাবে।

নির্বাক সাফোকের ডিউককে লক্ষ্য করে সৈন্যাধ্যক্ষ বলে চলেন, তুমি বহুভাবে ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। তোমার ষড়যন্ত্রে ইংল্যাণ্ডের রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউককে হত্যা করেছ। রাজা দণ্ড না দিলেও আমি সেই দণ্ড তোমাকে দিচ্ছি।

সাফোকের ডিউক অপরাধীর দৃষ্টিতে সৈন্যাধক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলে তিনি আবার বলেন, তোমার অপরাধের বিবরণ দিতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে শয়তান। কৌশলে বিনা যৌতুকে রাজার গলায় একটি একটি আজে বাজে মেয়েকে ঝুলিয়ে দিয়ে রাজা ও রাজ্যের তুমি যে পরিমাণ ক্ষতি সর্বনাশ করেছ, অস্বীকার করতে পার? জবাব দাও এর।

সাফোকের ডিউক চমকে উঠে কিছু বলতে গেলেন, পারলেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ বলেন, এই-ই নয়, আরও অনেক অনেক আছে। তোমার অপকীর্তির কথা শেষ হবার নয়। মেনই আর আঞ্জুও রাজা দুটো ফরাসীদের হাতে তুমিই তুলে দিয়েছিল। আর তোমার জন্যই নরমানরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

শোন—আরও বলছি শয়তান! ইয়র্কবংশীয় ইয়র্কের ডিউক আজ বিদ্রোহ করেছে কার উস্কানি পেয়ে, বল? হ্যাঁ, তুই তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিস। সে



রাজ্যলাভের জন্য রাজার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আজ রাজকোষ শূন্য হয়েছে কেন? এর মূল কারণ কি তুমি নও? তোমার সঙ্গে মিছে বকে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। তবু মৃত্যুর আগে তোমাকে যেটুকু অন্তত শুনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তা শুনিয়ে কর্তব্য পালন করলাম। নইলে নিজেকে অপরাধী মনে হত। তোর অপকীর্তির কথা দেশবাসী সব জানুক এটাই আমার কর্তব্য।

—তুমিও শুনে রাখ সৈন্যাধ্যক্ষ। সাফোকের জিহ্বা এতদিন কেবল আদেশদানই করতে শিখেছে। কারো কাছে ক্ষমা ভিক্ষা বা অনুশোচনা প্রকাশ করতে শেখেনি। আজও আমি প্রাণভিক্ষা না করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতেই উৎসাহী। তোর কাছে আমি ভিক্ষা চাইব না।

সৈন্যাধক্ষের আদেশে সৈন্যরা বন্দী সাফোকের আর্লের ছিন্ন মুণ্ড রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিল। ছিন্ন মুন্ড দেখে রানির কী কান্না! পরে দেখা গেল তা কোলে নিয়ে বসে আছেন রানি মার্গারেট। তার দু'চোখের কোণে জল।

এমন সময় রাজা, লর্ডস এবং বার্কিংহামের ডিউক কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন। রাজার হাতে একটি আবেদন পত্র।

রানি চোখ মুছতে মুছতে নিজ মনে বললেন, এমন মর্মান্তিক দৃশ্য চোখের সামনে দেখে কার না দু'চোখ জলে ভিজে উঠবে? তার কেবল মাত্র ছিন্ন মুণ্ডটাই আমি উপহার পেলাম। দেহটা কোথায় পড়ে আছে জানতে পারলে শেষবারের মত বুকে জড়িয়ে ধরে একটু শান্তি পেতাম মনে।

রাজা রানির কথায় কর্ণপাত না করে বার্কিংহামের ডিউককে লক্ষ্য করে বললেন, বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্য কোন এক বিশ্বস্ত বিশপকে আমি পাঠিয়ে দেব ভাবছি। আপনার কি মত? বিদ্রোহীদের নেতা জ্যাক ফেড যদি চায় তো আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলতেও রাজী আছি। লর্ডস, তুমি শুনেছ কি। জ্যাক ফেড তোমার মাথা নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

রাজা এবার রানির দিকে ফিরে বললেন, তোমার ভাব সাব দেখে মনে হচ্ছে, আমি মরলেও তুমি এমন করে শোকে ভেঙে পড়তে না, বা এত দুঃখ করতে না। তুমি এত অসভ্য জানতাম না আগে। তোমার জন্যই আজ এইসব ঘটনা ঘটছে।

রানি কিছু বলার আগেই এক দূত ব্যস্ত ভাবে এসে বলল, মহারাজ, এক ভীষণ বিপদের সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছি। বিদ্রোহীরা সাউথওয়ার্কের কাছে এসে গেছে। প্রাণে বাঁচতে চাইলে রানিমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে পালিয়ে যান এখান থেকে।



সাউথওয়ার্ক!

হ্যাঁ, মহারাজ। জ্যাক ফেড নিজেকে লর্ড মার্টিমার বলে ঘোষণা করে বলছেন, তিনি ক্লারেন্সের ডিউকের একমাত্র বংশধর। এখনও সময় আছে পালিয়ে যাওয়ার।

দূতের মুখের কথা শেষ হবার আগেই রাজা আর্তনাদ করে উঠে বললেন, হায় অজ্ঞ আমার প্রজারা! তোরা কি করছিস, ভেবে দেখেছিস কি? নিজেরাই জানিস না।

বার্কিংহামের ডিউক উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, মহারাজ, তবে তো শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের চূড়ান্ত হতে চলেছে দেখছি। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব এখানে থেকে কিলিংওয়ার্থে পালিয়ে যান। যতদিন না সৈন্য সংগ্রহ করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে না পারি ততদিন সেখানেই থাকবেন। দেরি করবেন না মহারাজ, শীঘ্র পালান—সময় অতি অল্প।

রাজা লর্ডসকে বললেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে পালিয়ে চল। বিদ্রোহীরা তোমার ওপরও কম ক্ষেপে নেই। হাতের কাছে তোমাকে পেলে মুণ্ডচ্ছেদ করে তবে ছাড়বে!

রানি আপনভাবে বিভোর হয়ে স্বগতোক্তি করলেন, আজ যদি সাফোকের আর্ল বেঁচে থাকত তবে বিদ্রোহ দমন করা তার কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। এখনও রানির মনে হিংসা। বুঝেও বুঝতে পারছেন না যেন।

লর্ডস বললেন, মহারাজ! আপনার সঙ্গে আমার যাওয়া মোটেই উচিত কাজ হবে না।

—কেন? ঠিক হবে না কেন বলছ? বিদ্রোহীরা তোমার ওপর—

আমার ওপর খুবই ক্ষেপে রয়েছে আমার অজানা নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাকে দেখলে আপনার বিপদ আরো ত্বরান্বিত হবে। আমি বরং এ শহরেই কোথাও গোপন স্থানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারব।

পর মুহূর্তেই অপর এক দূত এসে খবর দিল যে জ্যাক ফেড এই মাত্র লন্ডন সেতুর দখল নিয়ে নিয়েছে। তাদের মুখে একই ধ্বনি, শহর ধ্বংস কর। রাজসভা ধ্বংস কর আর রাজা রানির মুণ্ড আমাদের চাই। এই ধ্বনি বারবার দিচ্ছে।

বার্কিংহামের ডিউক ব্যস্ত হয়ে বললেন, আর দেরী করলে সর্বনাশ ঘটে যাবে। গাড়ী নিয়ে পালিয়ে যান। সময় থাকতে কাজ শেষ করুন।

রাজা রানিকে নিয়ে গাড়ী শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে এক দূত এসে বলল, বিদ্রোহীরা টাওয়ার আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। রাজকর্মচারীরা বা গ্রামবাসী



যাকেই সামনে পাচ্ছে নির্বিচারে হত্যা করছে। কাকেও তোয়াক্কা করছে না। মরিয়া হয়ে রাজার সৈন্যরা রাজা ও রাজ্যের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে।

লর্ড মার্টিমার এখন লন্ডনের ভাগ্যবিধাতা।

জ্যাক কেড বিদ্রোহীদের বললেন, তোমরা যত শীঘ্র সম্ভব টাওয়ার ও লন্ডন সেতুতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংসে পরিণত করে দাও। লন্ডন সেতু ধ্বংস হলে তারা কোথাও পালিয়ে বাঁচার সুযোগ-সুবিধা পাবে না। যাও যাও শীঘ্র যাও।

বিদ্রোহীদের একজন এসে জানাল লন্ডন সেতু অনেক আগেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে মহাশয়। আর একদল টাওয়ারের দিকে ছুটে চলে গেছে। টাওয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।

জ্যাক কেড এবার একদল বিদ্রোহীকে বললেন, তোমরা স্যাভয় শহরে গিয়ে আদালতগুলো সব অগুনে পুড়িয়ে দাও। আর শহরটিকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে শেষ করে দাও যেন কেউ এ শহরকে চিনতে না পারে।

* * *

কিলিংওয়ার্থের প্রাসাদ শীর্ষে রাজা ও রানি বসে রয়েছেন।

এমন সময় বার্কিংহামের ডিউক বৃদ্ধ লর্ড ক্লিফোর্ড এলেন।

বাকিংহামের ডিউক বললেন, মহারাজ, শুভ সংবাদ আছে।

শুভ সংবাদ? কি সে সংবাদ? রাষ্ট্রদ্রোহী, জ্যাক কেডকে বন্দী করা হয়েছে নাকি হত্যা—

জ্যাক কেড পলাতক। তার বিদ্রোহীরা, সমর্থকরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তাদের মরণ-বাঁচা আপনার আদেশের পর নির্ভর করছে মহারাজ আপনি এখন ওদের বিচার করুন।

আজ তোমরা স্বদেশ ও রাজার প্রতি নতুন করে আনুগত্য জ্ঞাপন করেছ। রাজা হেনরি অদৃষ্ট বিড়ম্বিত হলেও কথা দিচ্ছে তোমাদের প্রতি কখনও নির্দয় নিষ্ঠুর হবে না। তোমরা খুশি মনে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পার। এবং যাতে দেশে শান্তি ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করতে পার।

রাজার কথা শেষ না হতেই এক দূত এসে বলল, ইয়র্কের ডিউক আয়ারল্যাণ্ড থেকে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করেছেন। বিশ্বাসঘাতক সমারসেটের ডিউককে রাজ্য থেকে তাড়ানোই তার নাকি একমাত্র উদ্দেশ্য।



রাজা উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, আমাদের রাজ্য তবে একদিকে জ্যাক ফেড আর একদিকে ইয়র্কের ডিউক দ্বারা আক্রান্ত।

তিনি আবার বলেন, প্রয়োজনে আমি সমারসেটের ডিউক এবং এডমণ্ডের ডিউককে নিয়ে টাওয়ারের দূর্গকারায় কাটিয়ে যেতে পারব। আমার কাছে নিজের সুখের চেয়ে দেশের ও রাজার স্বার্থ বড়। আমার জন্য কোন চিন্তার কারণ নেই।

রাজা এবার বার্কিংহামের ডিউককে বললেন, তোমরা ইয়র্কের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, একেবারে রূঢ় আচরণ করবে না। এমনিতেই তিনি উত্তেজিত। তার ওপর যদি তাকে তাতিয়ে দেওয়া যায় তবে কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে পারে।

রাজা এবার রানিকে বললেন, চল রানি ঘরে যাওয়া যাক্। জানিনা অদৃষ্টে আরও কত কি লেখা আছে। ঈশ্বর করুণাময়। ওনার ইচ্ছাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এদিকে কেণ্টের ইডেন উদ্যানে পলাতক জ্যাক্ ফেড অনাহারে আর অনিদ্রায় ইডেন উদ্যানের মালিক ইডেনের হাতে মৃত্যুবরণ করল।

ইয়র্কের ডিউক আর্য়াল্যাণ্ড থেকে সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হলে রাজার দূত হয়ে বার্কিংহামের ডিউক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন, রাজা জানতে চেয়েছেন, দেশে সবেমাত্র শান্তি নেমে এসেছে আর হঠাৎ আপনি আবার কেন অশান্তির আগুন জ্বালাতে এসেছেন? সৈন্য নিয়ে রাজপ্রাসাদের এত নিকটে আসা আপনার উচিত হয়নি।

আমার যুদ্ধ অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক সমারসেটকে রাজ্য থেকে দূর করা। তার বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শিক্ষা দেওয়া—

সমাসেটকে তো রাজা অনেক আগেই টাওয়ারের দূর্গকারায় বন্দী করেছেন। তাঁকে শায়েস্তা করতে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

অপ্রতিভ মুখে ইয়র্কের ডিউক বললেন, একথা জানা ছিল না। যদি আপনার কথা সত্যি হয় তবে আমি নিজের কাজের জন্য লজ্জিত। আমি এখনই সৈন্য তুলে নিয়ে যাচ্ছি। সমারসেটের ডিউকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ওর মৃত্যুতেই আমি বেশ সুখী হব।

এরপর ইয়র্কের ডিউক রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি রাজাকে বললেন,



মহারাজ, বিশ্বসঘাতক রাষ্ট্রদ্রোহী সমারসেটকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আমি সসৈন্যে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। এতে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তবে আশা করি নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। আর আমি আত্মম্ভরী জ্যাক ফের্ডকে দমন করতেও চেয়েছিলাম। এখানে এসে শুনলাম সে প্রাণ ত্যাগ করেছে। আমার উদ্দেশ্য অনেকখানিই সার্থক হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

এমন সময় রাজা বহুদূরে সমারসেট ও রানিকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ইয়র্কের ডিউকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে বার্কিংহামের ডিউককে ডেকে বললেন, ওই দেখুন, সমারসেট রানির সঙ্গে এদিকেই আসছেন। ইয়র্কের ডিউক দেখতে পেলেও আমরা তার কাছে মিথ্যাবাদী ও হেয় প্রমাণিত হব। আর সঙ্গে সঙ্গে এক্ষুণি এখানে তুমুল লড়াই বেঁধে যাবে। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে সাবধান করে দিন।

বার্কিংহামের ডিউক যাত্রা করার পূর্বেই দু'জনে অন্য দরজা দিয়ে রাজার ঘরে প্রবেশ করলেন।

সমারসেটের ডিউককে দেখে ইয়র্কের ডিউক বললেন, এ কি অসম্ভব কথা মহারাজ! আমি যে শুনলাম একে টাওয়ারের দূর্গকারায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে সশরীরে এখানে হাজির। আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বললেন। প্রতারাণা করলেন কেন আমার সঙ্গে? দেশ শাসন বা রাজমুকুট ধারণ করার কোনও ক্ষমতাই আপনার নেই। রাজদণ্ড আপনার হাতে শোভা পায় না। আর ও-ও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মত যারা অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে পৃথিবীতে, তাদের শাসন করা আপনার কম্ম নয়।

ইয়র্কের ডিউকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমারসেটের ডিউক বললেন, ইয়র্কের ডিউক, রাজদ্রোহী। কৃতকর্মের জন্য তোমাকে বন্দী করা হল।

আমাকে বন্দী করে রাখবে তোমরা। আমাকে কারাগারে পাঠাবে? অসম্ভব! আমাকে কারাগারে পাঠাবার আগেই আমার অনুচরেরা ও পুত্ররা আমাকে মুক্ত করে নেবে। এটুকু বিশ্বাস আমার আছে। সময় হলেই দেখতে পারবে।

রাজা বললেন, উচ্চাভিলাষী মনই এর মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে।

ইয়র্ক বললেন, রাজা! কে রাজা? আমিই রাজা। আমিই দেশের ও তোমার রাজা আর তুমি রাজদ্রোহী।

ইয়র্কের ডিউক বন্দী হয়েছেন, খবর পেয়ে তার পুত্রদ্বয় লর্ড ক্লিফোর্ড ও রিচার্ড ছুটে এলেন বাবাকে মুক্ত করতে!



লর্ড ক্লিফোর্ড উত্তেজিত স্বরে বললেন, আমার মনে হয় ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারীকেই সিংহাসন দান করা উচিত।

রাজা এই কথার কোন জবাব না দিয়ে বার্কিংহামের ডিউককে বললেন, সৈন্যদের তৈরী হতে বলুন। বুঝেছি, যুদ্ধ ছাড়া এর মীমাংসা করা যাবে না। যুদ্ধই এর একমাত্র সমাপ্তি।

সেন্ট আলবানসের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাজার সৈন্যদল ইয়র্কের মুখোমুখি হতে বাধ্য হল। উভয় পক্ষের তুমুল লড়াই হল। যুদ্ধ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না।

যুদ্ধ শুরুর তৃতীয় দিনেই ইয়র্কের ডিউকের অনুচররা তুমুল লড়াই করে রাজা ষষ্ঠ হেনরির সৈন্যদের পরাজিত করেছিল।

নিরুপায় রাজা রানির হাত ধরে বাধ্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে প্রাণরক্ষা করলেন।

ইয়র্কের ডিউকের অনুগামী সৈন্যরা এবং স্যালিসবেরির আর্ল বিজয়োৎসবে মেতে উঠলেন।

ইয়র্কের ডিউক স্যালিসবেরির আর্লকে বললেন, আমাদের এই বিজয় উৎসবের আনন্দে মেতে থাকলে চলবে না। রাজা রানিকে নিয়ে লন্ডনে পালিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকবেন। তাঁর আবেদন সবার কাছে ব্যক্ত করার আগে আমাদের লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছতে হবে। আমাদের আরও অনেক কাজ বাকী আরও অনেক যুদ্ধও করতে হবে। অনেক রক্ত দিতে হবে। কারণ ইংলান্ডের প্রজারা রাজাকে ভালবাসে। যদি আগে না পৌঁছতে পারি তবে হিতে বিপরীত হবে। হেনরি ও মার্গারেট দ্রুত ছুটলেন লণ্ডনের দিকে, তাদের অনুসরণ করলেন ইয়র্ক। লন্ডনে বসেই তাকে পরবর্তী ধাপের অগ্রগতি বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।



কিং হেনরি দ্য সিক্সথ (৩য় পর্ব)

চারজনের গর্বিত পিতা ইয়র্কের ডিউক। বড় ছেলে মার্চের আর্ল এডোয়ার্ড। মেজ ছেলে এডমণ্ড। জর্জ মিথ্যাচারী ও অস্থির চিত্তের মানুষও পরে ক্লারেন্সের ডিউক। সর্ব কনিষ্ঠ রিচার্ড। রিচার্ড ছিল দেখতে কদাকার ও কুঁজো। কিন্তু সে ছিল নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক, প্রতিভাধর পরবর্তী সময়ে ছলে-বলে-কৌশলে তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করনে। তরুণ বয়সে তিনি ঈশ্বর--বা শয়তান কাউকেই ভয় করতেন না। পিতাকে খুশী করার জন্য তিনি সমারসেটকে হত্যা করে তারপর তার ছিন্ন মস্তক পৌঁছে দিল তার বাবার কাছে, সেই গর্বিত পিতা ইয়র্কের ডিউক উপস্থিত হয়েছেন লণ্ডনের পার্লামেন্ট ভবনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করে সেখানে উপস্থিত হলে সাফোকের ডিউক, রিচার্ড, মার্কুইয়ের মন্তেগু, ওয়া উইকের আর্ল এবং রুতল্যাণ্ড।

এরপরই পার্লামেন্ট ভবনে একদল সৈন্য প্রবেশ করে। তাদের প্রত্যেকের মাথার টুপিতে শ্বেত গোলাপ গোঁজা।

ইয়র্কের অনুগামীরা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে রাজার পক্ষ অবলম্বনকারী বীরযোদ্ধাদের পরাজিত করে যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে সেই সময় রাজা দল ছেড়ে রানিকে নিয়ে পালিয়ে যান। ইয়র্কের ডিউকের অনুগামীরা বহু খুঁজেও তার সন্ধান পেলেন না।

বার্কিংহামের ডিউক যুদ্ধে ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

উইণ্ডসায়ারের আর্লের অবস্থাও শোচনীয়। তিনি এখনও জীবিত আছেন বলে সন্দেহ আছে।

যুদ্ধে রিচমণ্ডের আর্ল ইয়র্কের ডিউকের সবচেয়ে বড় শত্রু সমারসেটের ডিউকের শিরচ্ছেদ করে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃতিত্বের

স্বাক্ষরস্বরূপ কাটা মাথাটিকে নিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে প্রমাণ স্বরূপ সবার চোখের সামনে মেজেতে সেটি রাখলেন।

জন অব গন্টের বংশের সবাইকে প্রণ দিতে হবে বলে ইয়র্কের ডিউক ঘোষণা করলেন।

যুদ্ধজয়ী রাজকুমার ইয়র্ক, ল্যাঙ্কাস্টার বংশের রাজা হেনরি সিংহাসন দখল করে রেখেছেন। বলপূর্বক দখল করে রাখা সিংহাসনে তোমাকে অধিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত আমি এতটুকুও স্বস্তি পাব না। এবার সিংহাসনের দিকে দেখিয়ে ওয়ার উইকের আর্ল বললেন, ওই যে সিংহাসন। ওটি তোমার প্রাপ্য। তুমি অধিকার কর। হেনরি ওর উত্তরাধিকারী নয়। তোমার প্রাপ্য। সিংহাসন তুমি অধিকার কর। হেনরি ওর উত্তরাধিকারী নয়। তোমার প্রাপ্য সিংহাসন তুমি অধিকার এবং আশা পূর্ণ কর।

হে বীর যোদ্ধাগণ! তোমরা সকলে যদি আমাকে এভাবে সাহায্য করে যাও তবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে কতক্ষণ। কারণ, আজ আমার তো পার্লামেন্ট ভবনে বলপূর্বক প্রবেশ করেছি। এটাতো অন্যায় কাজ না হলেও অন্যায় ধরতে হবে।

ওয়ার উইকের ডিউকের সকল লর্ডদের বললেন, তোমাদের আগে থেকেই ভালভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি না করলে ভুলেও যেন তাঁর গায়ে কেউ আঘাত না করে। এটাই আমার আদেশ বল অনুরোধ বল মনে থাকে যেন।

ইয়র্কের ডিউক মুচকি হেসে বললেন, হেনরি ডেকেছেন পার্লামেন্টের অধিবেশন। আর আমরা অগেভাগেই এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভাবা কি যায়, তাও আবার সদস্যরূপে। সত্যি ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যের কথা ভাবতে হবে।

রিচমণ্ড বললেন, আমরা এমনই সশস্ত্র অবস্থাতেই থাকতে পারবো তো?

ওয়ার উইক দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমার সাফ কথা সবাই শুনুন। হেনরি যদি আজ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ না করেন আর পার্লামেন্টের ইয়র্কের ডিউক যদি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হন তবে আজ এখানে রক্তের নদী বয়ে যাবে। ইতিহাসে আজকের অধিবেশনে রক্তাক্ত পার্লামেন্টের অধিবেশন নামে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

ওয়ার উইক-এর কথা শুনে ইয়র্কের ডিউক বললেন, তবে আমি মনে করতে পারি যত বিপদই আসুক না কেন আপনারা আমাকে ত্যাগ করে কেউ চলে যাবেন না। হে মহাযোদ্ধারা, আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতাই আমার প্রাপ্য সিংহাসন বুঝে পাবার একমাত্র পথ। বিপদ যে পথে, যে-কোন রূপ ধরেই



অগ্রসর হোক না কেন আজ রাজাকে বিতাড়িত করে আপনাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবোই আমরা কথা দিচ্ছি। ওয়ার উইকের আর্ল আরো বললেন, আপনি নিজের মনকে শকতে করুন। ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুট আজ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথায় ....

তার কথা শেষ হবার আগেই রাজা ষষ্ঠ হেনরি পার্লামেন্টে ভবনে প্রবেশ করলেন। .

রাজার পিছনে পিছনে ক্লিফোর্ড, নর্দামবারল্যাণ্ড, একজিচারের ডিউক, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের ডিউক এবং লাল গোলাপ পরিহিত কয়েকজন রাজার অনুচর প্রবেশ করলেন।

রাজা হেনরি পার্লামেন্ট কক্ষের দরজায় পা দিয়ে যেন ভূত দেখার মত চমকিয়ে উঠে অনুগামীদের লক্ষ্য করে বললেন, মাননীয় বীরযোদ্ধা লর্ডগণ, আপনারা সচক্ষে দেখুন, বিদ্রোহীরা রাজাসনে বসে আছে। ওরা প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী। ওয়ার উইকের সাহায্য ও সহযোগিতায় গায়ের জোরে সিংহাসন অধিকার করে রাজত্ব করার স্বপ্নে বিভোর। আপনারা শপথ করেছেন, ইয়র্কের ডিউককে দিয়ে তাঁর পুত্রদের বিচারের ব্যবস্থা করুন। একথা আমি ঠিক বলছি কিনা ভেবে দেখুন একবার।

ক্লিফোর্ড গর্জে উঠে বললেন, প্রয়োজন হলে আমি অস্ত্রের মাধ্যমেই এর বিচার করতে বাধ্য হব।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড রাজার অনুগত লাল গোলাপধারীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমর চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ কি? জোর করে ইয়র্কের ডিউককে সিংহাসন থেকে নীচে নামিয়ে দাও।

ক্লিফোর্ডের ডিউক গর্জে ওঠে আবার বললেন, চলুন মহাযোদ্ধারা, দাম্ভিক ইয়র্কের ডিউক এবং তাঁর অনুগামীদের ওপর আমরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অস্ত্রই এর একমাত্র পথ।

তাঁকে কথাটি শেষ করতে না দিয়েই রাজা হেনরি বলে উঠলেন, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন মহাশয়রা? মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করুন। নাগরিকবৃন্দ অনেকেই ওকে চায়। আর সৈন্যসামন্ত রয়েছে ওর অনেক। দেখছেন না ওরা সবাই সশস্ত্র।

একজিটারের ডিউক বললেন, আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন মহারাজ। ইয়র্কের ডিউকের ধড় থেকে মাথাটি খসে পড়লেই দেখবেন, তাদের যতই সৈন্যসামন্ত থাক না কেন লেজ তুলে ভয়ে কোথায় পালাবে বুঝতে পারবেন না।



এই মহান পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে রক্তাক্ত কোন ঘটনার চিন্তা না করাই সবচেয়ে ভাল। এবার ইয়র্কের ডিউকের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, রাজাসন ছেড়ে দাও। কৃতকর্মের জন্য আমার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমর রাজা। ভুলে গেলে চলবে না তোমার।

রাজার কথার জবাবে ইয়র্কের ডিউক বললেন, ঠিক তার বিপরীত। আমিই আজ থেকে তোমার রাজা। আর যদি ডিউকের পদের কথা বল এটিও আমি উত্তরাধিকার সূত্রে একদিন সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

একজিটারের ডিউক বললেন, তোমার পিতা রাজদ্রোহী ছিলেন, সেটা ভেবে দেখেছ কি? ওয়ার উইক বললেন, হেনরির পক্ষ অবলম্বন করে তুমিও নিজে রাজদ্রোহী। রিচার্ড, ইয়র্কের ডিউকই তোমার প্রকৃত রাজা। তুমি ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের পদ লাভ করে সন্তুষ্ট হয়েই থাক আর ওকে রাজা হতে দাও। তাহলেই হবে। যুদ্ধে আমরা তোমাদের তাড়িয়ে তোমাদের পিতাদের যে হত্যা করেছি একথা ভুলে গেছ কি?

এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্জন গর্জন সমানে চলতে থাকলে রাজা বললেন, ইয়র্কের ডিউক, তুমি রাজদ্রোহী। তুমি যে সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী তার কি প্রমাণ আছে? আমি রাজা পঞ্চম হেনরির পুত্র। সেজন্য সিংহাসনের অধিকার। আর তুমি ইয়র্কের ডিউকের পুত্র। আর তোমার পিতামহ ছিলেন রোজার মার্টিনার, মার্চের আর্ল। এই তো তোমার প্রমাণ। আমার বাবা পঞ্চম হেনরি ফ্রান্সের ডফিনকে পরাজিত করে জয় করেছিলেন সে দেশের বহু রাজ্য। তিনি ছিলেন সেখানকার রাজা।

ফ্রান্সের কথা আর বলো না। ওয়ার উইকের ডিউক বললেন, সেখানে ইংল্যাণ্ডের অধিকার আর একেবারেই নেই।

সে অধিকার হারাবার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপানোর মতলব কেন? রাজা বললেন, সে সময়ে আমি মাত্র নয় বছরের বালক। আমি তখন নামে রাজা হলেও আমার রাজপ্রতিনিধিই প্রকৃতপক্ষে রাজা ছিলেন, সেকথা ভুলে গেলে চলবে না।

রিচার্ড বললেন, রাজপ্রতিনিধি ফ্রান্সের অধিকার হারিয়ে ছিলেন আর তুমি এখন হারাচ্ছ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন।

ইয়র্কের ডিউকের পুত্র এডওয়ার্ড বললেন, পিতা ওঁর মাথা থেকে জোর করে মুকুটটি খুলে নিয়ে যাও এবং নিজের মাথায় পরে সিংহাসনে বস।



এবার ওয়ার উইকের ডিউক গর্জে ওঠে বললেন, লর্ডগণ শান্ত হয়ে কথা বলুন। নইলে কারো রেহাই থাকবে না বলে দিচ্ছি।

রাজা এবার বললেন, এ সিংহাসনে আমার পিতা ও মাতামহ বসেছিলেন এই সূত্রে ইংলণ্ডের ইয়র্কের ডিউকের চেয়ে অনেক অনেক বেশী অধিকার আমার আছে। রাজা চতুর্থ হেনরি যুদ্ধে এ রাজ্য জয় করে সিংহাসনে বসেছিলেন নিজ বাহুবলে।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, চতুর্থ হেনরি রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করে তবেই নিজে সিংহাসনে বসেছিলেন।

রাজা চুপ হয়ে গেলে ইয়র্কের ডিউক বললেন, চতুর্থ হেনরি বলপূর্বক রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন।

একজিটারের ডিউক বললেন, রাজমুকুট কেউ কাউকে দান করলেনও উত্তরাধিকার সূত্রের শর্তরূপে তা বংশানুক্রমে চলে আসতে পারে না। যিনি দান করেছিলেন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী তার দাবীদার হবে কেন? যা সত্যি কথা তাই বললেন একজিটারের ডিউক।

রাজা আপন মনে বলে উঠলেন, এ কি রকম হল? একে একে আমার পক্ষের লোক হয়েও যে আমার বিপক্ষে কথা বলছে। এখন আমি কোন দিকে যাব।

ইয়র্কের ডিউক বললেন, ওহে ল্যাঙ্কাস্টার বংশীভূত হেনরি। আমি এখনও সোজা কথায় বলছি, মানে মানে তোমার এই রাজমুকুট আমার হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দাও।

তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওয়ার উইকের ডিউক বললেন, তুমি যুবরাজের প্রতি সুবিচার কর নইলে আমি কিন্তু সৈন্য দিয়ে পার্লমেন্ট ভবন জয় করে নেব। আমি তোমার মত অবৈধ রাজার রক্ত দিয়ে সেই রক্তে ইয়র্কের ডিউকের দাবী লিখে দেবো একথা মনে রাখা উচিত।

রাজা বললেন, আমি অন্ততঃ যতদিন জীবিত থাকব ততদিন আমাকে ইংলণ্ডের রাজত্ব করতে দিন। আমার মৃত্যুর পর ইয়র্কের ডিউক রিচার্ড সিংহাসনে যাতে বসে এ শর্তে আপনারা রাজী হোন।

এ কী সর্বনাশ করতে চলেছেন আপনি। ক্লিফোর্ডের ডিউক বললেন, আপনার পুত্রের সিংহাসনে বসার আশা চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ ভুল করতে যাচ্ছেন কেন?

রাজার এরকম আকস্মিক শর্তের কথা শুনে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের ডিউক এবং নর্দামবারল্যাণ্ডের ডিউকও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পার্লামেন্ট ভবন ত্যাগ করে চলে গেলে



রাজা ইয়র্কের ডিউককে বললেন, আমি চিরদিনের মত তোমার পুত্রদের রাজমুকুট দান করছি। আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তুমি সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াতে যেতে পারবে না। এটাই আমার শর্ত।

ইয়র্কের ডিউক সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে হেসে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। আজ সত্যই ইয়র্ক এবং ল্যাঙ্কাস্টার বংশের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটল। বিদায় রাজা, আমি দলবল নিয়ে অঅমার প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি তুমি সুখে রাজত্ব কর। পার্লামেন্ট গৃহ থেকে ইয়র্কের ডিউক অনুচরসহ চলে গেলে রাজা বিষণ্ণ মনে বললেন, আমাকেও এবার রাজসভায় ফিরে যেতে হবে।

কথা শেষ না হতেই রানি মার্গারেট ও যুবরাজ পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে। রানি রাজার পথ রোধ করে বলেন, কোথায় যাচ্ছ? তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না। যেখানেই যাবে আমি তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে তোমাকে জ্বালাব। তোমার মত আহম্মককে বিয়ে করে তোমার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে যে অর্ন্তজ্বালায় আমি দগ্ধে মরছি ওর যেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল ছিল। তোমরাই সামান্য খামখেয়ালি ও অপদার্থতার জন্য তোমার পুত্র বংশগত অধিকার থেকে আজ এভাবে বঞ্চিত হবে? কেন আমি একে গর্ভে ধারণের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি তার অর্ধেকও যদি তুমি ভোগ করতে তবে তুমি নিজের পুত্রকে বঞ্চিত করে ইয়র্কের ডিউককে সন্তুষ্ট করতে এতখানি উৎসাহী হতে পারতে না। তুমি মানুষ না পশু।

যুবরাজ বলে আমাকে তোমার উত্তরাধিকার থেকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পার না। তোমার পরে আমি কেন সিংহাসনের দাবী থেকে বঞ্চিত হব? এ শর্ত তুমি কেন করতে গেলে।

রাজা ক্ষীণকণ্ঠে কোন রকমে বললেন, আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী মার্গারেট। বিশ্বাস কর ডিউক ও ওয়ার উইকের আর্ল আমাকে এরকম শর্ত করাতে বাধ্য করেছেন। এর আর উপায় নেই।

এই না তুমি রাজা। আর তোমাকেই বাধ্য করেছেন এরকম ভয়ঙ্কর একটি শপথ করতে।

এরপর পুত্রকে লক্ষ্য করে রানি বললেন, এখানে মিছে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা ছাড়া কিছুই লাভ নেই। এসো, আমরা সৈন্য নিয়ে শত্রু সৈন্যের পশ্চাৎধাবন করি। দেখি যদি কোন উপায় হয়।

রাজা যুবরাজ এডোয়ার্ডকে নিজের কাছে রাখতে চাইলে রানি রাজী না হয়ে



যুবরাজকে নিয়ে সেখান থেকে ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন। যুবরাজ যাওয়ার সময় বলে গেল যদি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরতে পারি তবে দেখা হবে না হলে এই শেষ দেখা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইয়র্কের প্রাসাদ—ইয়র্কের ডিউকের পুত্ররা ডিউকের শপথের কথার কোন মূল্য দিতে রাজী নয়। ওরা ছলে বলে কৌশলে রাজমুকুট চায়।

ইয়র্কের ডিউকের পুত্র এডওয়ার্ড মনে করে রাজ্যের স্বার্থে প্রজাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে, যে কোন শর্তই ভঙ্গ করা যায়। এতে শপথ ভঙ্গের কোন পাপ গায়ে লাগে না। আর শপথ যদি কোন যদি কোন বৈধ প্রশাসকের সামনে না করা হয় তবে তো অবশ্যই মূল্যহীন বিবেচিত হয়। হেনরি তো অবৈধ তিনি। বলপূর্বক সিংহাসনে বসেছেন। অতএব তাঁর শপথ এমনিতেই মূল্যহীন। তাছাড়া রাজমুকুট পরা কি এক ভাগ্যের জিনিস।

ডিউকের অন্য এক পুত্র রিচার্ড বললেন, পিতা কেন মিছে অপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থকে দূরে ঠেলে রাখবার মতলব করছ। আমাদের অনুমতি দাও এখনি আমরা হেনরির হৃদপিণ্ডটাকে ক্ষত বিক্ষত করে দিই।

পুত্রের উস্কানিতে ইয়র্কের ডিউকের পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হল না। ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে হেনরির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ঠিক মনে করলেন। তিনি তাঁর নতুনতর পরিকল্পনার কথা ওয়ার উইকের ডিউককে লণ্ডনে দূত মারফত পাঠিয়ে দিলেন। এক পুত্র রিচার্ডকে নরফোকের ডিউক এবং আর এক পুত্র এডোয়ার্ডকে কেণ্টে লর্ড কচহ্যাম-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধই এখন একমাত্র লক্ষ্য।

এমন সময় দূত এসে খবর দিল, রানি ও যুবরাজ কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়র্কের ডিউকের প্রাসাদ অবরুদ্ধ করবার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছেন।

এই খবর পেয়ে ইয়র্কের ডিউক তাঁর প্রাসাদটি সাধ্যমত সুরক্ষা করার ব্যবস্থা করে তার পক্ষীয় বীরযোদ্ধাদের আদেশ দিয়ে বললেন, তোরা হেনরির শপথের কিছুমাত্র মূল্য না দিয়ে শত্রু সৈন্যকে প্রতিহত করবার জন্য উদ্যোগী হও।

এদিকে ইয়র্কের ডিউকের প্রেরিত দূত মারফত খবর পেয়ে তাঁর অনুগত সমস্ত ডিউক ও লর্ডেরা সুসজ্জিত সৈন্যদল নিয়ে তাঁর সাহায্যার্থে রওনা হলেন।

এদিকে আবার রানি সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে ইয়র্কের ডিউকের প্রাসাদ ও ওয়েকফিল্ডের মধ্যবর্তী প্রান্তরে এসে জড়ো হয়েছেন।



সকাল হলে রানি সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে ইয়র্কের ডিউকের সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিলেন।

দিনের শেষে ইয়র্কের ডিউক-এর দুই খুল্লতাত স্যার জন মার্টিমার ও স্যার লুগো মার্টিমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

ইয়র্কের ডিউক প্রথম দিনের যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন পুত্র রিচার্ডই এই সবের জন্য দায়ী। রিচার্ড বার বার আমাকে উস্কানি দিয়ে বলেছে সাহস অবলম্বন কর। বীরভোগ্য বসুন্ধরা প্রভৃতি বল কত কি ভাল ভাল কথা বলেছে। সে আরও বলেছিল হয় রাজমুকুট না হয় কবর। যে কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। এখন দেখছি কবরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সব শেষ প্রায়।

এদিকে এই সময় রানির সৈন্য হুরমুড় করে প্রাসাদে ঢুকে পড়লে ইয়র্কের ডিউক বজ্র নির্ঘোষ স্বরে বললেন, মৃত্যু ভয়ে আমি কোনদিন ভীত নই। যে কোন বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মত মানসিক দৃঢ়তা আমার আছে। আর মনে রেখো, আমার অস্থি থেকে ফেনিক্সের মত এমন এক পাখি জন্মলাভ করবে যা নিমেষে ভষ্মীভূত করে প্রতিশোধ নেবে। সেই কথা ভেবে স্বর্গের পানে তাকিয়ে তোমাদের যে কোন পীড়ন তুচ্ছ জ্ঞান করে উড়িয়ে দিতে পারব।

ক্রোধোন্মত্ত ক্লিফোর্ড ডিউককে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করলে রানি আচমকা লর্ড-এর সমানে এসে তাঁকে বাঁধা দিয়ে বলেন, একে এত সহজে নিস্তার দাওয়া যেতে পারে না।

নর্দামবারল্যাণ্ডের ডিউক বললেন, তবে? এঁকে এখন কি করতে চাইছেন আপনি—

একে নিয়ে গিয়ে বাইরে যে উইঢিপি দেখা যাচ্ছে ওই ঢিপির ওপর দাঁড় করিয়ে দাও। ওটাই হোক ওর রাজসিংহাসন। রাজমুকুট পরার খুব সখ হয়েছিল এর। এবার রানি ক্লিফোর্ডের লর্ড-এর দিকে ফিরে বললেন, এক কাজ করুন। মাথায় কর্তাজেয় টুপি পরিয়ে এবার এর যে মাথায় রাজমুকুট পরার সখ হয়েছিল তাকে বরং কেটে ধড় থেকে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

লর্ড ক্লিফোর্ডের মুখে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে রানি বললেন, এর শিরচ্ছেদের অধিকার মনে হয় অন্য সবার চেয়ে আপনারই বেশী প্রয়োজন তাই না?

হ্যাঁ, আমার অধিকার সবার আগে, কারণ এই নরপশু শয়তানটা আমার পিতাকে যখন নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তখনই আমি পিতার আত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। প্রতিশোধ আমি যে কোন উপায়ে নেবই।



হ্যাঁ, তা-ই করুন।

কথা শেষ হতেই লর্ড ক্লিফোর্ড চোখের পলকে হাতের তরবারিটা ইয়র্কের ডিউকের বুকে গেঁথে দিয়ে বললেন, নরপশু শয়তান। তোর বুকের রক্ত নিয়ে আজ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করলাম।

রানি ও ইয়র্কের ডিউকের বুকে ছুরি আমূল গেঁথে দিয়ে বললেন, এক সরল রাজার অধিকার হরণের পাপের প্রয়শ্চিত্ত তোমার বুকের রক্ত দিয়ে করতে হল নরাধম পশু। তারপর ইয়র্কের মাথা কেটে ইয়র্ক প্রাসাদে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে আর্লের মার্চ এডোয়ার্ড, জর্জ এবং রিচার্ড প্রভৃতি ইয়র্কের ডিউকের পুত্ররা যথা সময়েই পিতার মৃত্যুর সংবাদ দূত মারফৎ জানতে পারলেন।

ডিউকের পুত্ররা এবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন তাঁদের গোয়ার্তুমির ও ভুলের জন্যই বীর পিতাকে অকালে প্রাণ দিতে হল।

শেষ পর্যন্ত ডিউকের পুত্ররা এ-ও জানতে পারলেন যে, লর্ড ক্লিফোর্ড তাদের পিতাকে হত্যা করলেন।

ওয়ার উইকের আর্ল ডিউকের পুত্রদের বললেন, নীচ কুলোদ্ভূতা রানি, যুবরাজ নর্দামবারল্যাণ্ড ও ক্লিফোর্ডের আর্ল প্রভৃতির সহায়তায় মোমের মত রাজাকে গলিয়ে দিয়ে কতর্বচ্যুত বিভিন্নভাবে প্রয়াস চালাচ্ছেন। শপথকে বাতিল করে পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে রানি বদ্ধপরিকর।

ওয়ার উইকের আর্ল এডোয়ার্ড বললেন, তুমি ভবিষ্যতে কেবলমাত্র মার্চের আর্ল হয়েই থাকবে নাকি? আমরা তোমার পিছনে রয়েছি। পিতৃহন্তার ওপর প্রতিশোধ নিতেই হবে। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনকে পাকাপাকিভাবে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রানির সৈন্যসংখ্যা জানতে পেরেছি ত্রিশ হাজার। আমাদের সার্কুলে মাত্র ২৫ হাজার সৈন্যসংখ্যা দেখে পিছিয়ে পড়া চলবে না। যুদ্ধ আমরা করবই।

আর্ল আরো বললেন, এডোয়ার্ড, তুমি পিতার জ্যৈষ্ঠ সন্তান। পিতার অবর্তমানে তুমিই উত্তরাধিকার সূত্রে ইয়র্কের ডিউক। তুমি এখন সম্মানীয় ইয়র্কের ডিউক পদের অধিকারী।

কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য কি বুঝে উঠতে পারছি না।

আমরা এখান থেকে সোজা সসৈন্যে লণ্ডনে যাব। কিন্তু যে পথ দিয়ে যাব সে পথের নাগরিকরা যদি টুপি খুলে আমাদের সে অভিবাদন না করে তবে



সেই মুহূর্তেই তার শিরচ্ছেদ করব। আর পুরোহিত সেন্ট জর্জ আমাদের সাথে সাথী হবেন।

এমন সময় এক দূত এসে বলল, রানি আর যুবরাজ সসৈন্যে এদিকেই আসছেন।

ইয়র্ক নগরীতে রাজা হেনরির সঙ্গে রানি মার্গারেট, যুবরাজ, নর্দামবারল্যাণ্ডের ডিউক এবং লর্ড ক্লিফোর্ড উপস্থিত হয়েছেন।

নগরীর দ্বারে নিহত ইয়র্কের ডিউক-এর মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ছেলেকে সিংহাসন পাইয়ে দেওয়ার জন্য রানি সেজন্য উল্লসিত হলেও রাজার মনে কিন্তু কোন আনন্দ নেই। তিনি ভেতরে ভেতরে অনুশোচনায় দগ্ধে মরছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যই তাঁর মনে মনে এই হাহকার।

রাজাকে রানি সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করেন সিংহাসনের ওপর যুবরাজের অধিকার লোপ পাচ্ছিল শপথের মাধ্যমে। অস্ত্রের মাধ্যমে সে অধিকারকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি। রানি বলেন, পুত্রের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা মানুষ কেন, দশটা মানুষকে হত্যা করা পাপ নয়। তুমি ঐ বিষয়ে এত ভাবছ কেন?

লর্ড ক্লিফোর্ডও রাজাকে বললেন, যুবরাজের স্বার্থের কথা ভেবেই এসব করা হচ্ছে। এরজন্য এত চিন্তা ভাবনা করার কি আছে?

রানি বললেন, রাজা শত্রু সৈন্য দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে। এখন এসব কথা ভেবে নিজেদের বিপদকে ত্বরান্বিত করা উচিত হচ্ছে কি? মনকে শক্ত করে আর একটা কথা তুমি বলেছিলে আমাদের পুত্রকে নাইট উপাধি দান করে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। এয়ওয়ার্ড নতজানু হও।

প্রথা অনুযায়ী রাজা যুবরাজকে বললেন, ওহে তুমি নাইট উপাধি গ্রহণ করো। এই শিক্ষা মনে রেখো যেন সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে তোমার তরবারি ঝলসে ওঠে—

যুবরাজ বললেন, আপনার একথা মনে থাকবে।

এমন সময় এক দূত হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, ইয়র্কে নতুন ডিউকের সহায়তায় ওয়ারউইকের আর্ল প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। আর প্রতিটি নগরগুলিতে ইয়র্কের ডিউক এডোয়ার্ডকে ইংল্যাণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করছেন। কিংসফোর্ড বললেন, রাজার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু এই খবর শুনে রাজা হেনরি হাতে অস্ত্র তুলে নিলে রানি বিস্মিত হলেন। সকলের ধারণা ছিল রাজা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করবেন।



কিছুক্ষণের মধ্যে ইয়কের ডিউক এডোয়ার্ড সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজা হেনরির সামনে এসে বললেন, আপনি শপথ ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত। আপনি স্বেচ্ছায় আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন, না হয় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ কর।

রানি গর্জে উঠে বললেন, তোমার ঔদ্ধত্য আমাদের বিস্মিত করেছে। বৈধ রাজার সামনে এমন কথা বলা সাজে না।

কি সাজে আর কি সাজে না এসব কথা ভাবার সময় নয় এটা। রাজা শপথ ভঙ্গ করে পার্লামেন্টে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আমাকে বঞ্চিত করে নিজের পুত্রকে অন্যায়ভাবে রাজা করার চেষ্টা করছেন। এত বড় একটা অন্যায়কে আমরা কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না।

লর্ড ক্লিফোর্ড স্বাভাবিক স্বরে বললেন, ব্যাপারটা তো খুবই স্বাভাবিক। রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসার অধিকার যুবরাজ ছাড়া আর কার আছে, বল হে যুবক?

রিচার্ড বললেন, আপনি চুপ করুন গোলাম মশাই। গোলামের মত হয়ে থাকাই গোলামের উচিত। আপনিই তরুণ শিশু রুতল্যাণ্ডকে হত্যা করেছিলেন। সে কথা ভুলে যাইনি। এর শোধ নিতে চাই।

কেন? কেবল রুতল্যাণ্ডের কথা বলছ কেন? তোমার পিতা আমার পিতাকে হত্যা করেছিল। আমি সেই আত্মম্ভরী তোমার পিতা ইয়র্কের ডিউকেও আমি হত্যা করেছি। এখন বুঝছি আরও অনেকের বুকের রক্তই আমাকে নিতে হবে।

রিচার্ড গর্জে উঠে বললেন, আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক রাজার দালাল শিশুহন্তা শয়তান ক্লিফোর্ডের আর্লের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে আমার তরবারিটিকে রাঙিয়ে তুলি। এও মনে রেখো, আজ সূর্যাস্তের আগেই সেটা করতে চাই।

কেবল শিশুহন্তা—শিশুহন্তা বলে চেঁচাচ্ছ কেন? তোমার পিতাকেও তো হত্যা করেছি। তবে কি তিনিও শিশু ছিলেন?

রাজা কিছু বলতে গেলে রানি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ, এদের যে দাবী সে দাবী সরাসরি অস্বীকার করতে না পার তবে মুখ খোল না। মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকাই তোমার উচিত।

রানি আরো বললেন, প্রতারকদের সঙ্গে কি করে মোকাবিলা করা দরকার তা আমাদের ভালই জানা আছে।

এডোয়ার্ড গর্জে উঠে রানিকে বললেন, প্রতারক! হে নেপলসের লৌহ হৃদয় কলাহপ্রিয় নারী! আপনি গ্রীসদেশের হেলেনের চেয়েও সুন্দরী বটে। কিন্তু

হেলেন যেভাবে তাঁর স্বামী মেনেনাসকে প্রতারিত করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশী প্রতারণা আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে করছেন। প্রতারণার বিচারে আপনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। একথা যে শুনবে সেই বলবে আজ ইংল্যাণ্ডের বুকে যে অশান্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, সে কেবলমাত্র আপনার জন্যে। নইলে আমাদের দাবী হয়ত আরও এক যুগ পরে উত্থাপন করতাম। রাজা এক ভিখারিনীকে বিয়ে করে দেশের মধ্যে আজ অশান্তি ডেকে এনেছেন। আপনি আজ ইংলণ্ডের বুকে এক শয়তানী হিসাবে গণ্য।

. রাজাকে নির্বাক দেখে এডোয়ার্ড বললেন, ভাল কথা। রাজা যখন মুখ খুললেনই না অর্থাৎ তিনি চাইলেও আপনারা তাকে কিছু বলতে দিলেন না তখন মনে হচ্ছে রক্তপাতই আপনাদের কাম্য। তা যুদ্ধ অনিবার্য। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আপনারাও উপযুক্ত, প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসুন, তবে যুদ্ধক্ষেত্রেই আবার দেখা হবে বলে এডোয়ার্ড তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বীরদর্পে ঘর ছেড়ে দ্রুতপদে চলে গেলেন।

ইয়র্কশায়াদের অন্তর্গত সেক্সটন এবং টাউনের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হল।

কিছুক্ষণ বাদে ইয়র্কের ডিউকের ভাই জর্জ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে এসে জানাল,জয়ের কিছুমাত্র আশা নেই। সৈন্যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া উপায় নেই।

এমন সময় রিচার্ড ছুটে এসে ওয়ার উইকের আর্লকে বললেন ছিঃ! আপনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এলেন। ভুলে গেছেন, আপনার ভাই মৃত্যুকালে কাতর স্বরে বলেছিল, আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ছেড়ো না।

পালাব না। মৃত্যুই আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেবে। অবশ্যই পালাব না। শোধ নেবই নেব—

এডোয়ার্ড বললেন, বন্ধুগণ, আমার অন্তরের সঙ্গে তো তোমাদের অন্তরকে বেঁধেই নিচ্ছি। পালাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। হয় আমরা জয়ী হব নতুবা মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করব। তোমরা যে যার জায়গায় গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর। মন-প্রাণ সঁপে দাও কর্তব্য পালনে। জয়ের আশা শেষ হয়নি এখনো। যাও, যুদ্ধ কর।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রেই অন্য দিকে রিচার্ড ক্লিফোর্ডকে একা পেয়ে বললেন, আজ সবকিছুর বদলা নিয়েই ছাড়ব।



উভয়ে তুমুল অসিযুদ্ধ করতে লাগলেন।

সারাদিন তুমুল লড়াই হলেও কোন মীমাংসা হল না।

পরদিন সকালে আবার যুদ্ধ শুরু হল।

যুদ্ধ চলাকালীন কিছু সময় বাদে যুবরাজ রাজা হেনরিকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, পিতা এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও। তোমার হিতাকাঙ্খী বন্ধুরা সবাই পালিয়ে গেছেন। মৃত্যু আমাদের পিছু নিয়েছে। পালিয়ে জীবন রক্ষা করুন।

রানিও হেনরিকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজা নিরুপায় হয়ে একডিটারের ডিউকের সঙ্গে রানি ও যুবরাজকে নিয়ে পালিয়ে যান।

ক্লিফোর্ড যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হতে চলেছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন, আমার সব আশা বিফল হল। পালাবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। হে ইয়র্ক, রিচার্ড, তোমাদের পিতাকে আমি নিজ হাতে হত্যা করেছিলাম। কিন্তু কি লাভ হল তাতে? তোমরা এখন কোথায়? এসো, আমার বুকে আঘাত করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও। কৃতকর্মের জ্বালা বুকে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেন বীরযোদ্ধা ক্লিফোর্ড।

ওয়ার উইকের ডিউক বললেন, এডওয়ার্ড, তোমার পিতৃহত্যা এবার পরপারে পাড়ি দিয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকের মাথাটা কেটে তোমার পিতার মাথার জায়গায় ঝুলিয়ে দাওনা। তারপর বিজয় গৌরবের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে লেডী বোনকে বিয়ে কর। এর ফলে ফ্রান্স তোমার মিত্র রাজ্যে পরিণত হবে।

তারপর বললেন, আমি এখন ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি তোমার রাজ্য অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখব। তুমি উপস্থিত হতে চেষ্টা করবে যথা সময়ে তারপর আড়ম্বরের সঙ্গে অভিষেক পর্ব সম্পন্ন করা হবে।

এডোয়ার্ড বললেন, বন্ধু উইক তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন দিন কোন কাজ করব না এটাই আমার শেষ কথা।

লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ। রাজা এডোয়ার্ড, ক্লারেন্স, গ্লসেস্টার ডিউক এবং লেডী গ্রে রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন।

সেণ্ট আলবান্সের যুদ্ধে লেডী গ্রে-র স্বামী নিহত হয়েছেন। বিজেতারা তার



সমস্তা সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। তাঁর সম্পত্তি ফ্রি পাবার আশায় আবেদন জানাতে তিনি এডোয়ার্ডের শরণাপন্ন হয়েছেন।

এরপর রাজা এডোয়ার্ড লেডী গ্রেকে বললেন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। কয়জন সন্তানের মা হয়ে তুমি বৈধব্য বরণ করেছ?

লর্ডগণ চলে গেলে রাজা বললেন, এবার তুমি সত্যি করে বল তো, তুমি কি তোমার সন্তান তিনটির মঙ্গল কামনা কর না? বা তাদেরকে কি প্রচণ্ড . ভালবাসা? তাদের ভালবাসি ও তাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই তো মহারাজের শরণাপন্ন হয়েছি।

তোমার ভূসম্পত্তি ফিরে পাবার জন্য আমি তোমাকে যা যা করতে বলব তা তুমি পারবে বলে আমার মন সায় দিচ্ছে না।

লেডী গ্রে নীরব চোখে তাকালে এডোয়ার্ড আবার বলেন, যদি বলি এক রাজাকে ভালবাসতে হবে তোমাকে । পারবে কি?

রাজাকে? খুবই সহজ কাজ, কারণ আমি তো তাঁর প্রজা। কেন পারব না?

আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী। কি ধরনের প্রেম বলতো?

যে প্রেম আমার প্রার্থনার সঙ্গে আমৃত্যু জড়িয়ে থাকবে।

না, সেরকম প্রেমে আমি উৎসাহী নই। সে প্রেম হচ্ছে শয্যাসঙ্গিনী।

মহারাজ, আপনার কথার অর্থ যেটুকু আমি উপলব্ধি করছি তা যদি সত্যি হয় তবে সে প্রেম দান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে কারাশয্যায় শয়ন করা আমার পক্ষে অনেক ভাল।

রাজা রাগত স্বরে বললেন, যদি তা-ই হয় তবে তো তোমার স্বামীর সম্পত্তি ফিরে পাবার আশা নেই সুন্দরী। তোমার সততা রক্ষা করার নামে তুমি কি তোমার সন্তানদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করছ না?

মহারাজ, আমার প্রার্থনা ও আপনার আকঙ্খার মধ্যে সে অনেক বেশী ফেরাক! তা পূরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার হ্যাঁ বা না বলা কিন্তু তোমার সম্মতি বা অসম্মতির ওপরই নির্ভর করছে। ভাল করে ভেবে দেখ। কোন পথ তুমি বেছে নেবে সুন্দরী?

মুহূর্তকাল ভেবে রাজা এডোয়ার্ড এবার বললেন, সুন্দরী তোমার সততা এবং বুদ্ধিমত্তা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। তুমি কি মনে করতে পার না রাজা এডোয়ার্ড তোমাকে রানির মর্যাদা দিয়ে তার পাশে তোমার আসন স্থাপন করতে আগ্রহী। সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না।



কিন্তু আমার ছেলেরা যদি আপনাকে পিতা বলে ডাকে তাতে আপনার অপমান বা দুঃখ হবে না মহারাজ?

আমার ও যদি একটি মেয়ে থাকত আর সে যদি তোমাকে মা বলে ডাকত, তাতে কি তোমার দুঃখ বা অপমান হত? অতএব তুমি আমার রানি হবে। এরপর আর কোন কথা শুনতে চাই না। একটু ভেবে আমাকে জানাবে। এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।

এমন সময় এক দূত এসে খবর দিল, হেনরি বন্দী হয়েছেন।

রাজা এডোয়ার্ড হেনরিকে টাওয়ারের দুর্গকারায় বন্দী করে রাখতে আদেশ দিলেন।

লেডী গ্রে তখনকার মত বিদায় নিলে রাজা এডোয়ার্ড হেনরিকে যে সৈনিকটি বন্দী করেছে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

রাজা বিদায় নিলে গ্লসেস্টার ডিউক চুপি চুপি সভাকক্ষে প্রবেশ করে আপন মনে বলতে লাগলেন বাধা! বিস্তর অসংখ্য বাধা আমার কামনা বাসনা পূরণের পথে। রাজা এডোয়ার্ড তারপর ক্লারেন্স, হেনরি, হেনরি-র পুত্র। যত কঠিন কাজই হোক সব পথের কাঁটা এক একে করে দূর করতে হবে।

আমার বিচক্ষণতা ও কর্মশক্তি দ্বারা পথের কাঁটা সরাতেই হবে। গ্লসেস্টারের ডিউক যদি সিংহাসনে না বসতেও পারে তবে আমৃত্যু সে তার তৎপরতা চালিয়ে যাবেই। আর প্রেমের দেবতার কাছে আমার একমাত্র কামনা আমি যেন ভুলেও কোনদিন প্রেম-ভালোবাসার প্রতি কখনও আসক্ত না হই।

সিংহাসন লাভ করতে যদি প্রয়োজন হয় নরহত্যা, রক্তের বন্যা বইয়ে দিতেও আমি মনে কোন দ্বিধা করব না। রাজমুকুট যতদূরে থাক পাতালের ভেতরে লুকিয়ে রাখলেও আমি তা ছিনিয়ে আনবই। সে অমূল্য সম্পদ আমার চাই-ই। হে রাজমুকুট। তুমি যেন আমার মাথায় স্থান পাও।

* * *

ফ্রান্স রাজপ্রাসাদ।

এদিকে ফরাসীরাজ লুই-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন যুবরাজ, রানি মার্গারেট ও আর্ল-এর অক্সফোর্ড। ফরাসীরাজ লুই, ভগিনী বোনা, নৌ-অধ্যক্ষ বুর্বনও উপস্থিত।

লুইকে যথোচিত সম্ভাষণ করে বললেন, রাজা আপনি তো জানেন এক



ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আমি সর্বস্ব খুইয়ে আপনার দারস্থ হয়েছি। সে সব দুঃখের কথা বলতে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে।

রানি মার্গরেটকে সান্ত্বনা জানিয়ে লুই বললেন, দঃখ জীবনে আসতেই পারে। তাই বলে আত্মমর্যাদাবোধ হারাবেন কেন? আপনি নির্দ্বিধায় আপনার প্রয়োজনের কথা খুলে বলুন। কথা দিচ্ছি, আমি সাধ্যমত আপনার সঙ্কচ মোচনের চেষ্টা করতে। চেষ্টা করব উপায় থাকলে।

আজ আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ রাজা হেনরি নির্বাসিত। ইংল্যাণ্ডের বৈধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ইয়র্কের ডিউক রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারীকে নিয়ে কোন উপায় না দেখে আপনার সাহায্যের প্রত্যাশায় ছুটে এসেছি এবং শরাণাপন্ন হয়েছি। আমাকে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার করুন।

মুহূর্তকাল নীরব থেকে রাজা লুই বললেন, রানি ধৈর্য ধরুন, আমরা ভেবে দেখি কিভাবে আপনাকে সঙ্কটমুক্ত করতে পারি।

এমন সময় রাজা এডোয়ার্ড-এর ডানহাত, সবচেয়ে বড় সহায়ক ওয়ার উইকের আর্ল রাজসভায় প্রবেশ করে রাজাকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আমি ইংলণ্ডের বৈধ রাজা এডোয়ার্ড-এর পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী দেশের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার আশায় সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আর আমরা মনে করি তার প্রকৃত পন্থা হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। গ্রহণ করলে খুব খুশী হব। রাজা লুই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওয়ার উইকের আর্লের দিকে চাইলে তিনি বলে চলেন মহারাজ, যদি কিছু মনে না করেন একটি প্রস্তাব দিতে চাই। আপনার পরমা সুন্দরী বোন লেডী বোন'কে আমাদের রাজা এডোয়ার্ড-এর হাতে তুলে দিলে আপনাদের এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে এবং দুই দেশের মহামিলন হয়।

রানি মার্গরেট সচকিত হয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, তবে কি হেনরির আশা আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের মত ব্যর্থ হবে।

এবার রানি মার্গরেট বললেন, রাজা লুই এবং লেডী বোনা, ওয়ারউইকের আর্লের প্রস্তাবের উপর জবাব দেবার আগে আমার কথা মন দিয়ে শুনবার চেষ্টা করুন। কারণ এ প্রস্তাবের সঙ্গে এডোয়ার্ড-এর ভালবাসা বা সততার কোনই সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে যা জড়িয়ে রয়েছে তা হচ্ছে একমাত্র স্বার্থসিদ্ধির সংকেত। আর এ-ও জেনে রাখা ভাল যে, অবৈধভাবে সিংহাসনকে কোনদিন আঁকড়ে থাকতে সমর্থন হবে না এডোয়ার্ড।



রাজা লুই সচকিত হয়ে মার্গারেট-এর মুখের দিকে তাকালে তিনি আবার বলেন, আমি একথা ঠিকই বলেছি। এডোয়ার্ড-এর হাতে কোন মেয়েকে তুলে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে জেনে শুনে আপনার নিষ্পাপ বোনকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না।

আর্ল অব অক্সফোর্ড এবার মুখ খুললেন। তিনি ওয়ারউইকের আর্লকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা তাহলে জন অব গণ্ট একসময় স্পেনের অধিকাংশ জয় করে নিয়ে অধিকারভুক্ত করেছিলেন। তারপর সিংহাসনে বসলেন রাজা চতুর্থ হেনরি। তারপর বসেন পঞ্চম হেনরি। তিনি ফরাসী দেশের প্রায় সবই জয় করেছিলেন। তারপর পঞ্চম হেনরির পুত্র ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনে বসেন রাজা ষষ্ঠ হেনরি। এখন পঞ্চম-রই বংশধর রাজা হবেন। মান্যবর অক্সফোর্ড, রাজা ষষ্ঠ হেনরি কেন তাঁর অধিকৃত ফরাসী দেশের সমস্ত অঞ্চল হারান, একথা তো বললেন না? এখন ফরাসী দেশ তাঁর হাত ছাড়া।

অক্সফোর্ড গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আপনি আজ যে রাজদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়েছেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে মাফ্ চাওয়া উচিত। ওয়ারউইকের আর্ল রীতিমত ধমকের সুরে জবাব দেন আমি মনে করি আমার আনুগত্য কেবলমাত্র রাজা এডোয়ার্ড-এর প্রতিই হওয়া উচিত আর কারো প্রতি নয়।

রাজা লুই এবার বললেন, ওয়ারউইকের আর্ল, আপনার বিবেককে এবার যাচাই করুন তো, আপনার মতে এডোয়ার্ড-ই সত্যিকার ইংল্যাণ্ডের বৈধ রাজা?

হ্যাঁ, অন্য সকল রাজার মত তিনিও বৈধ ও সম্মানীয়।

এবার মন খুলে বলুন, আমার বোনের প্রতি আপনাদের ও মানে রাজারও ভালবাসা কি সত্যি নিখাদ?

হ্যাঁ রাজা। আমি শপথ করে বলতে পারি, আমাদের রাজা এডোয়ার্ড-এর ভালবাসা ফুলের মত পবিত্র। তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই

রাজা লুই এবার ভগিনী বোনার উদ্দেশ্যে বললেন, বোনা, তোমার মনের কথা নির্দ্বিদায় ব্যক্ত কর। তোমার মতামতই হবে আমার সম্মতি বা অসম্মাতি। তুমি বড় হয়েছ। তোমার মত চাই সর্বাগ্রে।

রাজা এডোয়ার্ড-এর বীরত্বের কথা আমি আগেই শুনেছি। তাই বিয়ের প্রস্তাবটি শোনামাত্রই আমি তাঁকে মন-প্রাণ সঁপে বসে আছি মহারাজ। বীরত্বই মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ।

রাজা বললেন, ওয়ারউইকের আর্ল, রাজা এডোয়ার্ড-এর হাতে আমার বোন বোনা'কে সমপর্ণ করতে আমি প্রস্তুত। সে-ই হবে ইংল্যাণ্ডের রানি।



রানি মার্গরেট ক্রোধে গর্জে উঠে বললেন, ভণ্ড প্রতারক ওয়ারউইকের আর্ল। এটিও সব তোমার অন্য প্রতারণার মতই নতুন এক সংযোজন মাত্র। তুমি এখনও চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে যাচ্ছ। এর শেষ কোথায় ভাবতে পারো।

এমন সময় এক দূত এসে রাজার হাতে একটি পত্র দিল। রাজা এডোয়ার্ড রাজা·লুইকে লিখেছেন। ওয়ারউইকের একখানা পত্র দিল।

দূত রানি মার্গারেটকেও একটি পত্র দিল। পত্রটি পড়ে রানির চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠছে যেন। ভ্রাতা মন্তেগু আপনাকে এই পুত্র দিয়েছে।

পত্র পড়ে রাজা লুই ওয়ারউইকের আর্লকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের রাজা লেডীগ্রে'কে বিবাহ করছেন। আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ জানতে পারি কি মাননীয় মহাশয়? এক নিঃশ্বাসে পত্র পড়ে ওয়ারউইকের আর্লের মুখ বিষাদে কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন, বিশ্বাস করুন রাজা, আগে এসবের তিলমাত্রও আমার জানা ছিল না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ইয়র্ক বংশের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য আমার পিতাকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। আমার তৎপরতার জন্যই হেনরিকে সিংহাসনচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হতে হয় রাজ্য থেকে। ঈশ্বর এ আমি কি পাপ করেছি। তুমি আমাকে এত শাস্তি দিলে।

ওয়ারউইকের আর্ল এবার রানি মার্গারেট-এর দিকে ফিরে বললেন, হে মহিয়সী রানি! আজ এ-মুহূর্ত থেকে আমি আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত সেবা করে যাব। শপথ করছি, হেনরিকে পুনরায় ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই এবার একমাত্র কাজ। হেনরির মাথায় তুলে দেব আবার রাজমুকুট। এটাই আমার প্রতিজ্ঞা।

ওয়ারউইকের আর্লের কথায় রানি মার্গারেট মুগ্ধ এবং আশান্বিত হলেন। ওয়ারউইককে আবার বন্ধুভাবে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন।

এদিকে রাজা লুইও দুতকে বললেন, তুমি তোমার ভণ্ড রাজাকে গিয়ে বলো, অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি অচিরেই সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি। সে যেন প্রস্তুত থাকে, রানিকে বললেন আপনি যান আপনাকে সৈন্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তবে আপনারা আপনাদের আনুগত্যের এক শপথ করে যান আমার সামনে।

ওয়ারউইক বললেন, আমার আনুগত্য এই যে, যদি রানি ও যুবরাজ সম্মত হন তবে আমি কনিষ্ঠ কন্যাকে যুবরাজের হস্তে সমর্পণ করতে পারি। রানি ও



এডোয়ার্ড এ কথায় বললেন হ্যাঁ আমি সম্মত কারণ আপনার মেয়ে শুনেছি খুব রূপবতী ও গুণবতীও বটে।

দূতের মুখে ফরাসীরাজের যুদ্ধের হুঙ্কার শুনে এবং ওয়ারউইকের আর্ল, ফরাসীরাজ ও রানি মার্গারেট জোট বেঁধেছেন শুনে রাজা এডোয়ার্ড ভীত হলেন।

এদিকে ফরাসীরাজের ও ওয়ারউইকের আর্লের ফরাসীর পক্ষে যোগদানের কথা শুনে গ্লসেস্টারের ডিউকের মন খুশীতে ভরপুর। তিনি মনে মনে হেসে ভাবলেন একটা বড় ধরনের যুদ্ধ হলে রাজা এডোয়ার্ড-এর মৃত্যু বা নির্বাসন কিছু হয়ে যেতে পারে। তাহলেই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন আর মুকুট আমার হস্তগত হতে বাধা থাকবে না। ব্যস, তবেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা-বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ারউইকশায়ারের অন্তর্গত যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী সৈন্যসহ ওয়ারউইকের আর্ল এবং অক্সফোর্ড যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন।

ক্লারেন্স এবং সমারসেটের ডিউক ও তাদের পক্ষে যোগদান করেছেন।

এদিকে ওয়ারউইকশায়ারের লর্ড হেস্টিংস সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন। রাজার ভাই রিচার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য এক প্রান্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। তার অধীনেও বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য রয়েছে। রাজা এডোয়ার্ড শিবিরে কিছু সৈন্যসহ অবস্থান করেছিলেন। হঠাৎ, ওয়ারউইক ও অন্যান্যরা এসে এডোয়ার্ডকে বন্দী করলেন। ভয়ে গ্লসেস্টার ও হেস্টিংস পালিয়ে বাঁচল।

ওয়ারউইকের আর্ল প্রচণ্ড বিদ্বেষের সঙ্গে রাজা এডোয়ার্ডকে বললেন, আপনি বিশ্বাসঘাতক। সেজন্য আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। বিনা কারণে আপনার জন্য ফরাসীরাজ লুই-এর কাছে আমি অপমানিত অপদস্থ হয়েছি। এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না বলেই আপনি নিজেই নিজের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। আপনি আপনার ভাইদের ভালবাসতে জানেন না। দেশবাসীকেও ভালবাসতে জানেন না। আপনি এখন সকলের শত্রু। আপনি এখন রাজা নন। আপনি এখন ডিউক অব ইয়র্ক।

ওয়ারউইকের আর্ল এবং ক্লারেন্স আপনারা জেনে রাখুন, আপনাদের শত বিরোধিতার সত্ত্বেও আমিই ইংল্যাণ্ডের রাজা রয়ে যাব। আমি ডিউক হতে

কখনও যাব না। ভাগ্য বন্দী করেছে। আপনারা আমার ভবিষ্যতের পথে কাঁটা হয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে পারবেন কি?

ওয়ারউইকের আর্ল এডোয়ার্ড-এর মাথা থেকে রাজমুকুট খুলতে খুলতে বললেন, খুবই ভাল কথা, আপনি কারাগারে বন্দী জীবনযাপন করে মনে মনে নিজেকে রাজা বলে মনে করতে থাকুন। আপনি রাজা হওয়ার সময় বলেছিলেন আমার পরামর্শ ছাড়া চলবেন না। এই কি তার নমুনা।

রাজমুকুটটি এডোয়ার্ড-এর সামনে তুলে ধরে আবার বললেন, এ রাজমুকুট আবার রাজা হেনরির মাথায় উঠবে।

ওয়ারউইকের আর্ল নির্দেশে সেন্যরা এডোয়ার্ডকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে চলে গেল।

ওয়ারউইকের আর্ল এবং অক্সফোর্ড সবাইকে নিয়ে লণ্ডনের পথে যাত্রা করলেন কারাগার থেকে রাজা হেনরিকে মুক্ত করার জন্য।

পঞ্চম অধ্যায়

এদিকে স্যার উইলিয়াম-এর সাহায্যে এডোয়ার্ড সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

রাজা এডোয়ার্ড সিংহাসচ্যুত ও পলাতক।

হেনরি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আবার ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি ওয়ারউইককে রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে নিজে ধর্মকর্ম নিয়ে কাটাবেন বলে ওয়ারউইককে বললেন।

ফরাসী দেশ থেকে রানি মার্গারেট ও যুবরাজকে নিয়ে আসার জন্য ক্লারেন্স বিশ্বস্ত অনুচর পাঠালেন।

এমন সময় দূত এসে বলল, স্যার স্ট্যানলির সহায়তায় এডোয়ার্ড কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন। দূত ওয়ারউইকের আর্লকে আরও বললেন, শোনা গেছে এডোয়ার্ডবার্গাণ্ডির পথে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে গ্লসেস্টারের ডিউক ও লর্ড হেস্টিংস রয়েছেন।

সমারসেটের ডিউক একথা শুনে চিন্তিত হয়ে পরে ভাবলেন বার্গাণ্ডির রাজা হেনরির ভীষণ শত্রু। এডোয়ার্ড তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।

তিনি এও ভাবলেন, এডোয়ার্ড যদি রাজ্য ফিরে পান তবে রিচমণ্ড-এর



রাজ্যলাভের আশা চিরদিনের মত নির্মূল হয়ে যাবে। রিচমণ্ডকে এখনি ব্রিটানিতে রেখে আসা যাক্।

এদিকে রাজা এডোয়ার্ড বন্ধু হেস্টিংস ও গ্লসেস্টারের ডিউককে সঙ্গে নিয়ে ইয়র্কে অবস্থান করতে লাগলেন।

রাজা এডোয়ার্ড সমুদ্রের ওপর থেকে বার্গাণ্ডির সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

রাজা এডোয়ার্ড ইয়র্কে স্যার জন মণ্ট গোমারির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

এদিকে গ্লসেস্টারের ডিউক নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে এডোয়ার্ড-এর হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। এতে এডোয়ার্ড অনেকটা মনোবল ফিরে পেলেন।

রাজা এডোয়ার্ড আবার বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করা অসম্ভব নয়। তিনি ভাবলেন তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপর আমার অধিকার রয়েছে। হেনরি বলপূর্বক আমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজে রাজা সেজে বসে আছেন।

এদিকে রাজা হেনরি রাজপ্রাসাদে ওয়ারউইক, মন্তেগু, অক্সফোর্ড আপনারা সৈন্য সংগ্রহ করুন। এই বলে সকলে চলে গেলেন সৈন্য সংগ্রহ করতে।

রাজা এডোয়ার্ড বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেললেন। রাজার সৈন্যরা এডোয়ার্ড-এর সৈন্যদের বাধা দিতে পারল না। সকলে যে যার কাজে যাওয়ার জন্য সৈন্যরা বাধা দিতে সক্ষম হল না।

কয়েকজন সৈন্য নিয়ে এডোয়ার্ড রাজপ্রাসাদে হেনরি কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে বন্দী করলেন।

অদৃষ্ট বিড়ম্বিত হেনরিকে নিয়ে সৈন্যরা চলে গেলে এডোয়ার্ড জানতে পারলেন, ওয়ারউইক-এর ডিউক কসডন্ট্রিতে রয়েছেন। এডোয়ার্ড সৈন্য নিয়ে কভেন্ট্রির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

এডোয়ার্ড তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ওয়ারউইকের ডিউককে শায়েস্তা করার জন্য কভেন্ট্রি পৌঁছে গেলেন।

তিনি জানতে পারলেন, ওয়ারউইক প্রাচীন শীর্ষে আছেন। এদিকে যুদ্ধ চলাকালীন বেগতিক দেখে ওয়ারউইকের ডিউক পালাতে গিয়ে এডোয়ার্ড-এর সৈন্যদের হাতে ধার পড়ে গেলেন। তাকে বন্দী করা হল।

ওয়ারউইকের ডিউক গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। ক্ষতস্থান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁকে কারাগারে নিয়ে যেতে না যেতেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।



যুদ্ধ শেষে রাজা এডোয়ার্ড, গ্লসেস্টারের ডিউক ও ক্লারেন্স-এর সঙ্গে শিবিরে ফিরে এলেন।

সৈন্যরা রাজা এডোয়ার্ড-এর জয়ধ্বনি দিচ্ছে শুনতে পেয়ে গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন, আমাদের এখনও আনন্দ করার সময় আসে নি। দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ওয়ারউইকের ডিউক যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু এখনও একজন শত্রু রয়েছে।

রাজা এডোয়ার্ড সমারসেটের ডিউক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে গ্লস্টারের ডিউক বলেন, রানি কথা বলতে চাইছি, জানতে পেরেছি তিনি ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। আমি খবর পেয়েছি, তারা টেক্সহেরির পথে অগ্রসর হচ্ছে। রাজা এডোয়ার্ড বললেন, আমার বিশ্বাস আমার বার্নেট রণক্ষেত্রে তাঁর মোকাবিলা করতে পারব। সেদিকে এগোনো যাক, সকলে চলুন।

টেক্সবেরির অদূরবর্তী রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

রানি মার্গারেট লর্ডগণকে লক্ষ্য করে বললেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনও ক্ষয়ক্ষতির কথা ভেবে শোক করেন না। কর্তব্য কর্মই বড় তাদের কাছে। ওয়ারউইকের ডিউক এবং মন্তেগু ইহলোক ত্যাগ করেছেন বলে দুঃখ করার কিছু নেই। যারা আজও রয়েছেন তাদের নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তবে হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দেন তবে কিন্তু তাঁর নিস্তার নেই। তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

যুবরাজ রানির কথা ধরে বলেন, কোন নারীর এরকম উক্তিতে মৃতের মনেও প্রাণের সঞ্চার হবে। যদি আমাদের মধ্যে কোন কাপুরুষ থাকেন তবে এখনই অনুগ্রহ করে দলত্যাগ করে চলে যান। এটাই আমার আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ।

অক্সফোর্ড বললেন, কোন নারী বা শিশুর মধ্যে সচরাচর এমন তেজস্বিতা দর্শন করে কোন যোদ্ধা কোনদিন যুদ্ধকে ভয় করে না।

এমন সময় দূত এসে বলল, এডোয়ার্ড সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে কাছাকাছি চলে এসেছেন, আপনারা সকলে প্রস্তুত হন।

এই কথা শুনে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে রানি মার্গারেট বললেন, হে বীরগণ, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে দেশ-মাতার স্বার্থে ন্যায় ও সততা রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের পাশে পাশে থাকেন। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা দেন।



যুদ্ধ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে এডোয়ার্ড-এর সৈন্যরা শত্রুসৈন্যের ওপর ঘনঘন আঘাত হেনে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে তারাও বন্দী হলেন।

বন্দী অবস্থায় সৈন্যরা যুবরাজকে রাজা এডোয়ার্ড-এর কাছে ধরে নিয়ে এলো। গম্ভীর স্বরে এডোয়ার্ড বললেন, তুমি নাকি প্রচার করে বেড়িয়েছ, আমাকে জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কৃত করা হবে। আমার প্রজাদের উত্তেজিত করার কি অধিকার তোমার আছে। আমি রাজা তোমরা কে? যুবরাজও গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন অত্যাচারী, বিশ্বসঘাতক ও দর্পী এডোয়ার্ড প্রজার মত মাথা নীচু করে কথা বলতে ভুল করো না। কারণ ভুলে যেও না আমি বর্তমান ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজা।

চুপ কর স্পর্ধিত বালক। আর নিজে থেকে যদি চুপ না কর তবে কিভাবে চুপ করাতে হয় তা আমার বেশ ভাল জানা আছে।

চুপ করব? কেন? আমি কার ভয়ে চুপ করব? যে আমার পিতার সিংহাসন আর রাজমুকুট বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে, তার ভয়ে চুপ করব নাকি? বিশ্বাসঘাতক নরপশু এডোয়ার্ড। তুমি যদি ভেবে থাক রাজা—

যুবরাজকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এডোয়ার্ড তার বুকে ছুরি গেঁথে দিলেন। আর্তনাদ করে যুবরাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বন্দী অবস্থায় রানিও উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজের অবস্থা দেখে রানি মার্গারেট পুত্রশোকে একেবারে ভেঙে পড়ে। রানি চিৎকার করে বললেন, পাষাণ্ড এডোয়ার্ড আমাকেও হত্যা কর। তোমার অত্যাচারের যাত্রা বলে মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

রানি মার্গারেটকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গ্লসেস্টারের ডিউক তরবারি উদ্যত করে তাঁর দিকে এগোলো এডোয়ার্ড বাধা দিয়ে বলেন ওই দেখুন ওর সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। আগে ওকে মাটি থেকে তুলে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করুন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে রানি বিলাপ করতে করতে বললেন, তোমাদের যেন এভাবে প্রাণ দিতে হয়। এ-যে সীজার-এর মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। ঈশ্বর যেন তোমাদের কোনদিন ক্ষমা না করেন।

রাজা এডোয়ার্ড দুজন সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন বন্দিনী রানি মার্গারেটকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে।

রাজা এডোয়ার্ড অনুচরগণকে নিয়ে লণ্ডনে ফিরে গেলেন রাজা হেনরির বিচারের জন্য।

এদিকে রাজা হেনরি টাওয়ারের দুর্গকারায় ধুঁকছেন। গ্লসেস্টারের ডিউক সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তার ওপর হেনরিকে হত্যা করার দায়িত্ব পড়েছে।

বিচক্ষণ গ্লসেস্টারের ডিউক রাজাকে দেখে মন দুর্বল হতে পারে ভেবে অহেতুক সময় নষ্ট না করে কোমর থেকে হেঁচকা টানে ছুরি বার করে রাজার বুকে আমূল বসিয়ে দিলেন। যাতে এডোয়ার্ডের রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়।

রাজা এডোয়ার্ড সকল শত্রুকে শেষ করে রাজসিংহাসনটিকে সুদৃঢ় করে নিয়ে নিশ্চিন্তে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে চেপে বসলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন রাজা এডোয়ার্ড একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। সকলে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে স্বাগত জানালেন।

রাজা এডোয়ার্ড রানি মার্গারেটকে হত্যা না করে ফরাসীদেশে নিজ পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলেন যাতে তিলে তিলে মরতে পারেন।

দুঃখ ও বিষাদগ্রস্ত ইংল্যাণ্ডবাসীদের জীবনে নেমে এল এক অনাবিল আনন্দ। এডোয়ার্ডের পুত্রই হবে পরবর্তী রাজা। তাই এই আনন্দোৎসবে ভাইপোকে চুম্বন কবার জন্য এডোয়ার্ড তার দুই ভাইকে ডাকলেন। ক্লারেন্স ও রিচার্ড পালা করে চুম্বন করলেন এডোয়ার্ডের শিশুপুত্র-- ভবিষ্যতের রাজাকে।



কিং রিচার্ড দ্য থার্ড

রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ডের ছোটভাই রিচার্ডের রাজকীয় উপাধি ডিউক অফ গ্লস্টার। রিচার্ডকে দেখতে খুবই কুৎসিত, শরীরের গড়নটাই তাঁর ত্যাড়াবাঁকা, বিকৃত, প্রায় বিকলাঙ্গ। কমবয়সী ছেলেছোকরারা যেমন তাঁর চেহারা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, তেমনই রাস্তায় কুকুরগুলোও যে তাঁকে দেখলে তেড়ে আসে তা জানেন রিচার্ড। রিচার্ড শুধু দেখতে কুৎসিত নন, তাঁর স্বভাবও অত্যন্ত কুটিল ও ভয়ানক, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনেরও চরম সর্বনাশ করতে পিছু হটেন না তিনি। পাশাপাশি রিচার্ড এক অসীম সাহসী যোদ্ধা, ইয়র্কগোষ্ঠীর হয়ে প্রচণ্ড লড়াই করে তিনি রাজা হেনরি আর তাঁর ছেলে এডোয়ার্ডকে বধ করেছিলেন। এই রিচার্ডের মনে যে ইংল্যান্ডের রাজা হবার প্রবল বাসনা লুকিয়ে আছে সে খোঁজ কেউ রাখেন না। রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ড তাঁর ছোটভাইকে খুবই ভালবাসেন, তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে রিচার্ডের পক্ষে সিংহাসন দখল করা সম্ভব নয় বলেই মনে করেন তিনি। রিচার্ডকে ভালবাসেন বলেই রাজ্য ও রাজকার্য পরিচালনার বেলায় রাজা তাঁর এই ছোট ভাই-এর সঙ্গে একেক সময় আলোচনা করেন, প্রয়োজনে তাঁর সাহায্যও নেন। কুৎসিত ও কদাকার রিচার্ড প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী রাজা তা জানেন বলেই একেক সময় তাঁর ওপর নির্ভর করেন। আবার এ নিয়ে রাজপরিবারে যে প্রায়ই অশান্তি হচ্ছে তাও জেনেছেন রাজা। রাজপরিবারের সদস্যদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, রিচার্ড নিজের স্বার্থসিদ্ধির মতলবে রাজা আর রানির মধ্যে ঝগড়া বাঁধাতে উঠে পড়ে লেগেছেন তা রাজা নিজে না জানলেও তাঁদের অজানা নয়। তাই রিচার্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।



লর্ড হেস্টিংস রিচার্ডের বিশ্বস্ত বন্ধু আর তাঁর যাবতীয় কুকর্মের সহযোগী। রাজার ক্ষতি করতে লর্ড হেস্টিংস-এর মত এক কুচক্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ছিল রিচার্ড। ওদিকে রানির ভাই আর্ল রিভার্স-এর সঙ্গে লর্ড হেস্টিংস-এর অনেকদিনের ঝগড়া, সেই কারণে রানির কথায় প্রভাবিত হয়ে রাজা এডোয়ার্ড লর্ড হেস্টিংসকে গ্রেপ্তার করে কারাদুর্গ টাওয়ার অফ লন্ডনে আটকে রাখলেন। কিন্তু লর্ড হেস্টিংসকে বেশিদিন আটকে রাখা গেল না, রাজার ওপরে পাল্টা প্রভাব বিস্তার করে রিচার্ড তাঁকে কারাদুর্গ থেকে খালাস করে আনলেন।

লর্ড হেস্টিংসকে কারাদুর্গ থেকে খালাস করে এনে তাঁর ওপর এক কাজের দায়িত্ব দিলেন রিচার্ড, ডিউক অফ ক্লারেন্স তাঁর আপন মেজো ভাই, তাঁর বিরুদ্ধে রাজার মন বিষিয়ে তোলার দায়িত্ব তাঁকে দিলেন তিনি। রিচার্ডের দেওয়া দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করতে গিয়ে লর্ড হেস্টিংস ডিউক অফ ক্লারেন্স-এর ওপরে রাজার মন দিলেন বিষিয়ে। ক'দিন বাদে রাজার আদেশে ডিউক অফ ক্লারেন্স গ্রেপ্তার হলেন, রাজা তাঁকে টাওয়ার অফ লন্ডন কারাদুর্গে আটকে রাখার নির্দেশ দিলেন। রিচার্ডের শয়তানির শেষ নেই, বন্দি ডিউক অফ ক্লারেন্স-এর সঙ্গে দেখা করে তিনি বোঝালেন অসুস্থতার জন্য রাজা রোজ রাজসভায় যেতে পারছেন না। এই সুযোগে ডিউক সিংহাসন দখল করুক এই ভয়ে রানি আর তাঁর ভাই আর্ল রিভার্স চক্রান্ত করে তাঁকে কারাদুর্গে আটকে রাখতে রাজাকে বাধ্য করেছেন। রিচার্ডের মুখে এসব কথা শুনে অবাক হলেন তাঁর মেজোভাই ডিউক অফ ক্লারেনস, রিচার্ড যা বলছেন সব সত্যি ধরে নিয়ে তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এর ক'দিন পরে রাজা রানির অজান্তে বিশ্বস্ত ঘাতক কারাদুর্গে গিয়ে রক্ষিদের সামনে ডিউক অফ ক্লারেন্সকে হত্যা করল। এবারে রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ডকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার মতলব আঁটতে লাগলেন রিচার্ড।

অসুস্থতার জন্য রাজা এডোয়ার্ড রোজ রাজসভায় যেতে পারেন না, প্রাসাদে বিছানায় শুয়েই যতদূর সম্ভব রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না। তাই অমাত্যদের ডেকে রাজা তাঁর ছোট ভাই রিচার্ডকে গ্লস্টারের ডিউক থেকে রাজ্যপালের পদে উন্নীত করলেন, রাজ্য পরিচালনার সব দায়িত্ব সঁপে দিলেন তাঁর হাতে। সে খবর পয়ে রিচার্ড ছুটে এলেন প্রাসাদে। রাজাকে অভিবাদন করে জানালেন ক'দিন আগে সবার অজান্তে কারাদুর্গে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন তাঁর মেজোভাই ডিউক অফ ক্লারেনস। মেজো ভাই-এর



মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রচণ্ড উত্তেজনায় রাজার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া গেল থেমে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হল।

রাজা মারা গেলেও তাঁর দুই ছেলে এডোয়ার্ড আর রিচার্ড তখনও বেঁচে— যুবরাজ এডোয়ার্ড লন্ডন থেকে বহুদূরে লাডলোর মঠে সন্ন্যাসীর জীবন কাটাতেন। যুবরাজকে সেখান থেকে লন্ডনে ফিরিয়ে আনতে রাজ্যপাল রিচার্ড কয়েকজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে তখনই রওনা হলেন, রানির ভাই আর্ল রিভার্স আর পরলোকগত রাজার প্রথম স্ত্রীর ছেলে লর্ডগ্রে-ও তাঁদের সঙ্গি হলেন। কিন্তু লন্ডন থেকে কিছুদূরে গিয়েই মাঝখানে রিচার্ডের রক্ষিরা আচমকা আর্ল রিভার্স আর লর্ড গ্রে-কে গ্রেপ্তার করল, রিচার্ডের নির্দেশে তাঁদের আটকে রাখা হল পমফ্রেট দুর্গে। এখবর লন্ডনে প্রাসাদে পৌঁছোতে সদ্যবিধবা রানি ভয়ে সিউড়ে উঠলেন, পাষণ্ড রিচার্ড এবারে তাঁর ছেলে দু'টিকেও একে একে হত্যা করবেন এবিষয়ে সন্দেহ রইল না তাঁর মনে। ছোট ছেলে রিচার্ড ডিউক অফ ইয়র্ক, প্রাণভয়ে রানি তাকে নিয়ে গির্জায় আশ্রয় নিলেন। ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী তাঁদের সেখান থেকে বের করে আনার ক্ষমতা রিচার্ডের নেই রানি তা জানেন। লন্ডনের মঠ থেকে যুবরাজ এডোয়ার্ডকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে ফিরে রানির খবর শুনে তাঁর ওপর ভীষণ রেগে গেলেন রিচার্ড। রানি আর তাঁর ছোট ছেলেকে গির্জার বাইরে বের করে আনতে এবারে রিচার্ড ক্যান্টাবেরির আর্চবিশপের স্মরণ নিলেন। আর্চবিশপ অনেক বুঝিয়ে রানি আর তাঁর ছোট ছেলেকে গির্জার বাইরে বের করে নিয়ে এলেন। রানি গির্জার বাইরে বেরিয়ে এসেছেন শুনে রিচার্ড এবার যুবরাজ এডোয়ার্ড আর তাঁর ছোট ভাই ডিউক অফ ইয়র্ক দু'জনকে একই সঙ্গে বন্দি করে আটকে রাখলেন কারাদুর্গে। রিচার্ড রানিকে বোঝালেন টাওয়ার অফ লন্ডন সবদিক থেকে সুরক্ষিত, যতদিন না যুবরাজের অভিষেক হচ্ছে ততদিন তাঁর পক্ষে সেখানে থাকাই সবদিক থেকে নিরাপদ, বাইরের কোনও শত্রু সেখানে এসে তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না। রিচার্ডের কথায় আশ্বস্ত হলেন রানি। ক'দিন বাদে কারাদুর্গে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কিন্তু সেখানকার রক্ষিরা তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিল না, কাঁদতে কাঁদতে রানি ফিরে গেলেন প্রাসাদে। এর কিছুদিন বাদে রিচার্ডের ঘাতক পেমফ্রেট দুর্গে গিয়ে রানির ভাই আর্ল রিভার্স আর রাজার প্রথম স্ত্রী-র ছেলে লর্ড গ্রে-কে হত্যা করল। একইভাবে লর্ড হেস্টিংসও প্রাণ দিলেন রিচার্ডের ঘাতকের হাতে।

অমাত্যদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ডিউক অফ বাকিংহ্যাম, রিচার্ডের



কাজকর্ম দেখে ভয় করেছেন, নিজের খুঁটি শক্ত করতে তিনি আগেভাগেই এসে হাজির হলেন রিচার্ডের কাছে। তাঁকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসাতে অমাত্য আর জমিদারদের ডিউক প্রভাবিত করবেন এবং তার বিনিময়ে রিচার্ড হিয়ারফোর্ডের জমিদারি তাঁকে পাইয়ে দেবেন—এই মর্মে রিচার্ডের সঙ্গে তাঁর এক মৌখিক চুক্তিও হল। এবারে বিভিন্ন জায়গায় অমাত্য, জমিদার আর অভিজাত মানুষদের নিয়ে একাধিক সভা করলেন ডিউক অফ বাকিংহ্যাম, তাঁর পরামর্শে রিচার্ড দিনরাত ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। যুবরাজ এডোয়ার্ড আর তাঁর ছোট ভাই ডিউক অফ ইয়র্ক দু'জনেই এখনও নাবালক, তাঁদের তুলনায় রাজ্যপাল রিচার্ড রাজকার্য পরিচালনায় অভিজ্ঞ, তাই তিনি রাজা হলে সবদিক থেকেই মঙ্গল হতে প্রত্যেকটি সভায় এই যুক্তিই তুলে ধরলেন ডিউক অফ বাকিংহ্যাম। তাঁর অনুগত লোকেরা ভাষণের শেষে রাজা 'রিচার্ডের জয় হোক!' বলে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। রিচার্ডের সিংহাসনে বসার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে ডিউক অফ বাকিংহ্যাম এবারে অন্যান্য অমাত্য আর জমিদারদের নিয়ে এলেন রিচার্ডের কাছে, তাঁকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ করলেন। রিচার্ড এমনই পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলেন, ডিউক অফ বাকিংহ্যাম যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন হুবহু সেভাবে তিনি গোড়ায় এমন হাবভাব করলেন যেন ধর্মকর্ম ছেড়ে সিংহাসনে বসার কোনও সাধ তাঁর নেই। রিচার্ড বললেন রাজা হবার উচ্চাশা তাঁর নেই ঠিকই তবে সবাই যখন চাইছেন তখন তাঁদের মুখ চেয়েই তিনি সিংহাসনে বসছেন। রাজ্যপাল রিচার্ড রাজা হতে শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছেন জেনে অমাত্যরা খুশি হলেন। এবারে তাঁরা ধুমধাম করে তাঁর অভিষেকের আয়োজন করলেন। অভিষেকপর্ব সম্পন্ন হলে রাজ্যপাল রিচার্ড রাজা তৃতীয় রিচার্ড নাম নিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন। তারপরে ডিউক বাকিংহ্যামকে ডেকে কারাদুর্গে বন্দি যুবরাজ আর তাঁর ছোট ভাই ডিউক অফ ইয়র্ককে বধ করায় হুকুম দিলেন। টাইয়েল নামে এক পাষণ্ডকে ডিউক আর বাকিংহ্যাম এই কাজের দায়িত্ব দিলেন। রাজার সই করা হুকুমনামা নিয়ে টাইয়েল গভীর রাতে এল কারাদুর্গে, রক্ষিরা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেই কক্ষে যেখানে যুবরাজ এডোয়ার্ড আর তাঁর ছোট ভাই অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ঘুমন্ত দুই রাজপুত্রের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করল ঘাতক টাইয়েল।

কারাদুর্গে বন্দি রাজপুত্রদের বধ করার খবর ডিউক অফ বাকিংহ্যাম নিজে এসে রিচার্ডকে শোনালেন, রাজা হলে রিচার্ড তাঁকে যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি



দিয়েছিলেন সেই হিয়ারফোর্ডের জমিদারি তাঁর কাছে দাবি করলেন। কিন্তু রিচার্ড তাঁর পুরোনো প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। ডিউকের দাবি শুনে তিনি উল্টে তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। এবার হয়ত রিচার্ডের ঘাতকের হাতে তাঁরও প্রাণ যাবে এই ভয় পেয়ে বসল ডিউক অফ বাকিংহ্যামকে, সেই ভয়ের তাড়নায় তিনি সবার নজর এড়িয়ে গোপনে ইংল্যান্ড ছেড়ে পালিয়ে গেলেন ফ্রান্সে। ফ্রান্সের মাটিতে পা রেখে রাজা তৃতীয় রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করায় সংকল্প নিলেন ধুরন্ধর কূটনীতিক ডিউক অফ বাকিংহ্যাম। রাজা তৃতীয় রিচার্ড ইয়র্কবংশের সন্তান, তাঁদের প্রবল শত্রু ল্যাংকস্টারবংশের সন্তান রিচমন্ডের সঙ্গে তিনি হাত মেলালেন। এই রিচমন্ডেরই একসময় ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসা প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল, শুধু রাজা হেনরির জন্য শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। রাজা চতুর্থ হেনরি তাঁকে হত্যা করতে চান জেনে রিচমন্ড ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। রাজা চতুর্থ হেনরির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার কথা ভাবছিলেন রিচমন্ড। রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ড মারা যাবার পরে তাঁর ছোট ভাই গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ড রাজা তৃতীয় রিচার্ড নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন আর তারপর থেকেই দেশে শুরু হয়েছে অরাজকতা, যখন যাকে খুশি তাকেই বধ করছেন রাজা তৃতীয় রিচার্ড, বধ করেছেন যুবরাজ আর তাঁর ছোট ভাইকে। এসব খবর কিছুই তাঁর জানতে বাকি নেই। রাজা তৃতীয় রিচার্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে রিচমন্ডকে সাধ্যমত সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন ডিউক অফ বাকিংহ্যাম।

ওদিকে যুবরাজ আর তাঁর ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করায় ইংল্যান্ডের অমাত্য আর জমিদারেরা সবাই রাজা তৃতীয় রিচার্ডের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁরাও স্বৈরাচারী তৃতীয় রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য সম্মিলিতভাবে চিঠি লিখে আহ্বান জানালেন প্রবাসী রিচমন্ডকে। অল্প কিছুদিন পরেই প্রচুর সৈন্য নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন রিচমন্ড। বসওয়ার্নের বিশাল প্রান্তরে দুই প্রবল শত্রু একে অপরের মুখোমুখি হলেন। সারাদিন প্রচন্ড লড়াই করলেন রাজা তৃতীয় রিচার্ড, বিকেল হবার আগেই রিচমন্ডের তলোয়ারের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হল।

সপ্তম হেনরি নাম নিয়ে এবারে রিচমন্ড বসলেন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে।



কিং হেনরি দ্য এইটথ্

লন্ডনের রাজপ্রসাদের এক নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে ডিউক অফ বাকিংহাম আর তাঁর জামাই লর্ড অ্যাবারগেভিনির সঙ্গে কথা বলছেন ডিউক অফ নরফোক। তাঁদের আলোচনার যিনি কেন্দ্রবিন্দু, ইংল্যান্ডের সম্রাট অষ্টম হেনরির ডানহাত সেই কার্ডিনাল ওলসেকে দেশের বেশিরভাগ মানুষ শয়তানের সহচর বলেই জানে, রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে সম্রাটের পরেই তাঁর স্থান। খানিক বাদে কার্ডিনাল ওলসে নিজে এলেন সেই কক্ষে, চলে যাবার সময় দু'চোখ পাকিয়ে তাকালেন বাকিংহ্যামের ডিউকের দিকে, তাঁর সম্পর্কে এঁদের বিরুদ্ধ সমালোচনার কিছু কিছু যে তাঁর কানে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কার্ডিন্যাল ওলসে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন সেই কক্ষ থেকে, তারও কিছুক্ষণ পরে ব্র্যান্ডন নামে একজন সার্জেন্ট এসে বাকিংহ্যামের ডিউক, হেরফোর্ড ও নর্দাম্পটনের আর্লকে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করলেন।

কাউন্সিলের সভায় কার্ডিন্যাল ওলসের কাঁধে ভর দিয়ে ঢুকলেন সম্রাট অষ্টম হেনরি, তাঁদের পেছনে পেছনে এলেন অন্যান্য ডিউক, আর্ল আর সভাসদেরা। ডিউক অফ বাকিংহ্যাম-এর বিচার শুরু হবার আগে নরফোক ও সাফোকের ডিউকের হাত ধরে ভেতরে ঢুকলেন সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন, সম্রাট তাঁকে হাত ধরে নিজের পাশে বসালেন। তিনি কেন এসেছেন সম্রাট জানতে চাইলে রানি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের অনেক অভিযোগ আছে। সমাজের নিচের তলার মানুষ করভারে জর্জরিত, তাদের থেকে রাজসভায় প্রেরিত প্রতিনিধিরা কেউ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারেননি। আর এসব কিছুর জন্য তারা কার্ডিন্যাল ওলসেকে দায়ী করছে। এভাবে চললে দেশের সাধারণ মানুষ যে বিপ্লবের পথে এগোতে বাধ্য হবে সে বিষয়ে সম্রাটকে হুঁশিয়ার করে দিলেন সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন।



কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাজ্ঞীর অভিযোগ অস্বীকার করলেন কার্ডিন্যাল ওলসে। যে কাজে তিনি হাত দেন দেশের একশ্রেণীর মানুষ তারই প্রতিবাদ করেন, তার মধ্যে কিছু না কিছু খুঁত ধরেন তার—এটাই তিনি সম্রাটকে বোঝাতে চাইলেন।

"কার্ডিন্যালের বক্তব্যের একশো ভাগই মিথ্যে", সম্রাজ্ঞী মন্তব্য করলেন, "সবার মতে দেশের যেখানে যত নির্যাতন আর উৎপীড়ন হচ্ছে সে সবের মূলে আপনি নিজে সম্রাট।"

"উৎপীড়ন আর নির্যাতন!" সম্রাজ্ঞীর কথায় উত্তেজিত হয়ে হেনরি বললেন, "কোথায় কি ধরনের নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা আমায় স্পষ্টভাবে জানানো হোক।"

"প্রজাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদের দু'ভাগের একভাগ কর হিসাবে জোর করে আদায় করা হচ্ছে কার্ডিন্যালের নির্দেশে," 'সম্রাজ্ঞী বললেন', 'বলা হচ্ছে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্যই এ কর বাধ্য হয়ে আদায় করা হচ্ছে। এসব কারণে দেশের মানুষের ভেতর ক্ষোভ জমছে, যে কোন সময় তা ফেটে পড়তে পারে।"

"প্রজাদের সবসময় খুশি করা সম্ভব নয় সম্রাট" সম্রাজ্ঞী চুপ করতেই বলে উঠলেন কার্ডিন্যাল ওলসে, 'তারা আমাদের প্রত্যেকটি কাজের নিন্দা করে, সব পরিকল্পনার খুঁত ধরে।

'সবকিছু ভেবে না দেখে নতুন কোনও নীতি চালু করাও ঠিক নয়", "সম্রাট বললেন", জোর করে প্রজাদের ওপরে আমরা করের বোঝা চাপাতে পারিনা। নতুন যে কর আপনি চালু করছেন তা রেহাই-এর খবর রাজ্যের সব জায়গায় পাঠিয়ে দিন।"

"বাকিংহ্যামের ডিউকের বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ আছে, সম্রাট।" একটি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে কার্ডিন্যাল ওলসে বললেন, "তোমার কি বলার আছে বলো।"

"মহামান্য সম্রাট", লোকটি বলল, "বাকিংহামের ডিউক অনেকের কাছেই বলেন, সম্রাটের কোনও পুত্রসন্তান নেই, এই অবস্থায় সম্রাট মারা গেলে তিনিই বসবেন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে, এছাড়া কার্ডিন্যাল ওলসের ওপরে উনি প্রতিশোধ নেবেন একথাও অনেকের সামনে ওঁকে বলতে শুনেছি। সার্তরের এক সন্ন্যাসীও বাকিংহামের ডিউককে সম্রাটের সিংহাসনে বসার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।"

"আপনি ত বাকিংহামের ডিউকের অধীনে জরীপের কাজ করতেন তাই না?" লোকটিকে প্রশ্ন করলেন সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন।



"আজ্ঞে হ্যাঁ।' লোকটি জবাব দিল।"

"প্রজারা বারেবারে আপনার নামে নালিশ করায় আপনার চাকরি গিয়েছিল, তাই আজ পুরোনো মনিবের নামে মিথ্যে অভিযোগ করতে এসেছেন। আপনার কি লজ্জা আর বিবেক বলে কিছু নেই?"

জবাব না দিয়ে লোকটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ডিউক অফ বাকিংহ্যাম সম্পর্কে আরও কিছু অভিযোগ সম্রাটের কাছে সে পেশ করল।

"এ লোকটাকে কারাগারে নিয়ে যাও!" ডিউক অফ বাকিংহ্যামকে ইশারা দেখিয়ে সম্রাট রক্ষিদের নির্দেশ দিলেন, 'যথাসময় ওর বিচার হবে। বিচারে সাজা হলে ও যেন প্রাণভিক্ষা চাইতে আমার কাছে না আসে।"

আদালতের বিচারে ডিউক অফ বাকিংহ্যামের প্রাণদণ্ড হল।

এর কিছুদিন পরে রোমের পোপের কাছ থেকে সম্মতি জোগাড় করে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনকে পরিত্যাগ করলেন সম্রাট অষ্টম হেনরি, ফরাসি রাজার বোন অ্যানি কেলনকে বিয়ে করলেন তিনি। একসময় কার্ডিন্যাল ওলসের সব ক্ষমতাও সম্রাট খর্ব করলেন, তাঁর কাছ থেকে নিজের সীলমোহর কেড়ে নিলেন। এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে মারা গেলেন কার্ডিন্যাল ওলসে।

এত কাণ্ডের পরেও সম্রাট অষ্টম হেনরির পুত্রসন্তান হল না। কালক্রমে তাঁর স্ত্রী এক কন্যাসন্তান জন্ম দিলেন। ইংল্যাণ্ড তথা সমগ্র ইওরোপের নবযুগের ইতিহাসে সেই কন্যার নাম কালের এক বিশেষ গতিকে তার জন্মমুহূর্তেই সূচিত করল। সেই কন্যার নাম প্রথম এলিজাবেথ।



ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা

ট্রয় নগরী। প্রাসাদের বাইরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রাজপুত্র ট্রয়লাস রূপসী ক্রেসিডার কাকা প্যান্ডারাসের সঙ্গে কথা বলছেন। গ্রিকদের পক্ষ নিয়েছেন ট্রয়ের পুরোহিত ক্যালচাস, তাঁরই মেয়ে ক্রেসিডা। ক্রেসিডার প্রেমে পড়েছেন রাজপুত্র ট্রয়লাস।

ট্রয়ের আজ বড় দুঃসময়। ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের পাঁচটি ছেলে, তাদের নাম হেক্টর, ট্রয়লাস, প্যারিস, ডিফোবাস আর হেলেনাস। এই পাঁচজন ছাড়া প্রায়ামের এক অবৈধ পুত্রও আছে নাম তার মারগারেলন। ছ'বছর আগে রাজার সেজো ছেলে প্যারিসের প্রেমে পড়েছিলেন গ্রিক সেনাপতি আগামেমননের ভাই মিনিলাসের রূপসী স্ত্রী হেলেন। প্যারিস তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে তুলেছিলেন ট্রয়ের প্রাসাদে। সেই থেকে প্যারিসের সঙ্গেই হেলেনের দিন কাটছে। এরপরেই গ্রিসের রাজারা একজোট হয়ে ট্রয় আক্রমণ করেছেন। হেলেনকে ট্রয়ের রাজপ্রাসাদ থেকে উদ্ধার করে গ্রিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। জলে স্থলে চারদিক থেকে গ্রিক বাহিনী বারবার ট্রয়ের ওপর আঘাত হেনে চলেছে।

রাজপুত্র ট্রয়লাস যোদ্ধা হিসেবে একসময় যথেষ্ট সুনাম ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ঠিকই, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করার উৎসাহ তিনি ততই হারিয়ে ফেলছেন। ট্রয়লাসের মনোভাব আঁচ করে প্যান্ডারাস বললেন, "তোমার কি সত্যিই যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে নেই, ট্রয়লাস?"

"না," চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন ট্রয়লাস, "মন থেকে যুদ্ধে যাবার সাড়া আমি পাচ্ছি না।"



"কিন্তু তোমার মত বীরের মুখে একথা মানায় না, ট্রয়লাস," প্যান্ডারাস বললেন, "তোমার মনের অবস্থা কেন এমন হয়েছে বলতে পারো?"

"হৃদয় মন যার নিজের অধীনে থাকে," ট্রয়লাস বললেন, "একমাত্র তার পক্ষেই যুদ্ধ করা সম্ভব। কিন্তু আমার মন আজ আর আমার অধীনে নেই। সত্যি বলতে কি, যখন আমি রাজসভায় থাকি তখন সুন্দরী ক্রেসিডা আমার মনপ্রাণ পুরোপুরি অধিকার করে, মনের ওপর তখন আমার আর কোনও ক্ষমতাই থাকে না।"

"আমি ক্রেসিডার কাকা" প্যান্ডারাস বললেন, 'ক্রেসিডা যতই রূপসী হোক না কেন, তাকে হেলেনের চেয়ে সুন্দরী কোনমতেই বলা চলে না। ক্রেসিডা কেন যে তার বাবার সঙ্গে গ্রিক শিবিরে যায়নি তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমার মতে তার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। ভবিষ্যতে ক্রেসিডার সঙ্গে দেখা হলে একথা আমি তাকে বলব,"—বলে প্যান্ডারাস অন্যদিকে পা বাড়ালেন। ক্রেসিডার কথা ভাবতে ভাবতে ট্রয়লাস এগিয়ে চললেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

এদিকে ক্রেসিডা তখন রাজপ্রাসাদের লাগোয়া পথ ধরে হাঁটছে এমন সময় ভৃত্য আলেকজান্ডার এসে বলল, "যুবরাজ হেক্টর আজ ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগেই যুদ্ধ করতে রওনা হয়েছেন।"

"তাই নাকি?" আলেকজান্ডারের কথা শুনে অবাক হল ক্রেসিডা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ," আলেকজান্ডার বলল, "আজ হেক্টরের মা হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখবেন শুনেছি। গ্রিক বীর অ্যাজাকসের সঙ্গে হেক্টরের আজ তুমুল লড়াই হবে। তবে হেক্টর একা লড়বেন না। এ যুদ্ধে তাঁর পরের ভাই ট্রয়লাসও থাকবেন তাঁর পাশে। ট্রয়লাস হেক্টরের চেয়ে কম বড় যোদ্ধা নন তা সবাই জানে।"

"কিন্তু আমার তো ট্রয়লাসকে তেমন বীর যোদ্ধা বলে মনে হয় না," ট্রয়লাসকে হেক্টরের চেয়ে বড় যোদ্ধা বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই।"

"আপনি না বললেও ট্রয়ের মানুষ জানে ট্রয়লাসের মত বীর যোদ্ধা ট্রয়ে আর একজনও নেই" আলেকজান্ডার বলল, 'এমনকি রাজপুত্র প্যারিস যে গ্রিক সুন্দরীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে সেই হেলেন পর্যন্ত স্বীকার করেন যে ট্রয়লাস হেক্টরের চেয়ে ঢের ভাল লড়াই করে। আমার তো মনে হয় হেলেন প্যারিসের চেয়ে ট্রয়লাসকেই বেশি পছন্দ করেন।"



"কেন," ক্রেসিডা অবাক হওয়ার ভাব দেখিয়ে বলল, "তোর এমন কথা মনে হল কেন শুনি?"

"ক'দিন আগে হেলেনকে লুকিয়ে ট্রয়লাসের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি," আলেকজান্ডার গলা নামিয়ে বলল, 'ট্রয়লাসের চিবুকে হাত বুলিয়ে হেলেনকে আদর করতেও দেখেছি। হেলেন যে প্যারিসের চেয়ে ট্রয়লাসকে বেশি ভালবাসেন তার আরও প্রমাণ আছে আমার কাছে।"

খানিক বাদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ট্রয়ের বীর যোদ্ধারা ফিরে আসতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্যান্ডারাস, ক্রেসিডাকে দেখতে পেয়ে তিনি তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, ট্রয়ের বীর যোদ্ধাদের তিনি চিনিয়ে দিতে লাগলেন। বীরদের মধ্যে ছিলেন রাজপুত্র ট্রয়লাস, প্যান্ডারাস ইচ্ছে করেই ক্রেসিডার কাছে তার সাহস আর বীরত্বের প্রশংসা করতে লাগলেন। এর মধ্যে ট্রয়লাসের ভৃত্য এসে হাজির হল, প্যান্ডারাসকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, ''আমার প্রভু রাজপুত্র ট্রয়লাস আপনাকে ডেকেছেন।" ক্রেসিডাকে বাড়ি যাবার নির্দেশ দিয়ে প্যান্ডারাস ট্রয়লাসের ভৃত্যের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন।

* * *

পরপর দু'টি বছর কেটে যাবার পরেও কেন তাঁরা ট্রয় নগরী ধ্বংস করতে পারলেন না—শিবিরে বসে গ্রিক সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে সে বিষয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় ট্রয় সেনাপতি ইনিস এসে হাজির হলেন সেখানে। গ্রিক সেনাপতি আগামেমননকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'ট্রয়ের শ্রেষ্ঠ বীর রাজপুত্র হেক্টর গ্রিক পক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন।"

"এ তো উত্তম প্রস্তাব' আগামেমনন বললেন, "আমাদের শ্রেষ্ঠ বীর অ্যাকিলিস পাশের শিবিরে আছেন, চলুন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই।" আগামেমনন ইনিসকে নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে যাবার পরে ইউলিসিস বললেন, 'হেক্টরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অ্যাকিলিস জিতলে যেমন উদ্ধত তেমনই অহংকারী হয়ে উঠবেন, আবার তিনি হেরে গেলেও গ্রিক সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে যাবে। তার চেয়ে হাতের কাছে আছেন অ্যাজাক্স, ওঁকেই হেক্টরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। অ্যাজাক্স জিতলে আমরা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেব। আর হেরে গেলে বলব, অ্যাজাক্স-এর চেয়েও বড় বীর গ্রিকবাহিনীতে আছেন।"



একই সময়ে ট্রয়ের রাজপ্রাসাদে রাজা প্রায়ামও তাঁর ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন।

"আমি নিশ্চিত হেলেনকে ছেড়ে দেবার জন্য গ্রিক শিবির থেকে আবার প্রস্তাব আসবে," বললেন রাজা প্রায়াম, "হেলেনকে গ্রিকদের হাতে ফিরিয়ে দিলেই তারা যুদ্ধ থামিয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের দেশে ফিরে যাবে। বলো হেক্টর, হেলেনকে গ্রিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

"হ্যাঁ, পিতা," হেক্টর বললেন, "যার জন্য ট্রয়ের হাজার হাজার মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে আজ আমাদের কাছে তার কোনও দাম নেই। আমার মতো যত শীগগির সম্ভব হেলেনকে গ্রিকদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।"

"হেক্টর, তুমি ভুলে যাচ্ছো আমাদের বংশের এক বয়স্ক মহিলাকে গ্রিকরা তাদের দেশে বন্দি করে রেখেছে, যিনি সম্পর্কে আমাদের পিসি হন," রাজপুত্র ট্রয়লাস প্রতিবাদের গলায় বললেন, "গ্রিকদের সেই আচরণের প্রতিশোধ নিতে প্যারিস যখন হেলেনকে গ্রিস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল তখন স্বয়ং মহারাজ থেকে শুরু করে তোমরা সবাই ধন্য ধন্য করেছিলে। তাহলে কি বলতে হবে হেলেনকে আমাদের কাছে রাখার যোগ্যতা আজ আর আমাদের নেই?"

"সেদিন আমার কাজে আপনারা সবাই আমার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন মহারাজ," রাজা প্রায়ামের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজপুত্র প্যারিস বললেন, "শুধু আমার নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে আমি হেলেনকে নিয়ে আসিনি, হেলেনকে এখানে রেখে দেওয়া আমাদের গোটা জাতির পক্ষে এক গৌরবের বিষয়। গোটা পৃথিবীতে যার রূপের তুলনা নেই সেই হেলেনকে ট্রয়ে রেখে দিতে আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।"

"হেলেনের সঙ্গে এখন গোটা ট্রয়ের খ্যাতি, সম্মান আর মর্যাদা জড়িত' বললেন ট্রয়লাস, "দুনিয়ায় যত সম্পদ আছে তার বিনিময়েও এখন হেলেনকে আমরা গ্রিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি না।"

* * *

ভাইঝি ক্রেসিডার সঙ্গে রাজপুত্র ট্রয়লাসের পরিচয় করিয়ে দিতে এক সন্ধ্যায় প্যান্ডারাস ট্রয়লাসকে নিয়ে এলেন তাঁর বাগানবাড়িতে। বাগানের এক উইলো গাছের নীচে ক্রেসিডাকে দু'হাতের আলিঙ্গনে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলেন ট্রয়লাস, মাথার ওপরে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে গভীর চুম্বনের



রেখা আঁকলেন তাঁর গালে, কপালে। রাতে খাওয়া-দাওয়া সারবার পরে এক সুসজ্জিত ঘরে নরম গদির বিছানায় প্যান্ডারাস তাঁদের শোবার ব্যবস্থা করলেন। এদিকে ট্রয়ের বীর অ্যান্টিনর বন্দি হয়েছেন গ্রিক বাহিনীর হাতে, তাঁর মুক্তির বিনিময়ে ট্রয়ের পুরোহিত ক্যালচাস তাঁর একমাত্র মেয়ে ক্রেসিডাকে তাঁদের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব দিলেন। গ্রিক সেনাপতি আগামেমনন তাঁর এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। বলাবাহুল্য, ক্রেসিডা বা ট্রয়লাস দু'জনের কেউই তখনও পর্যন্ত এসবের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি।

"আমি চিরকাল তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব," জোছনার আলোয় উদ্‌ভাসিত ক্রেসিডার মুখের দিকে তাকিয়ে আবেগ জড়ানো গলায় বললেন ট্রয়লাস, "প্রেমের বিশ্বস্ততার নাম হবে ট্রয়লাস।"

ওদিকে হেক্টরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছেন গ্রিক বীর অ্যাজাক্স। কিন্তু অ্যাজাক্স সম্পর্কে তাঁর নিকটাত্মীয় জেনে হেক্টর অল্প কিছুক্ষণ লড়াই করেই যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন।

অন্যদিকে ট্রয়-এর সেনাপতি ইনিস ক্রেসিডাকে গ্রিক শিবিরে নিয়ে যাবার জন্য গ্রিক বীর ডায়োমিডিসকে সঙ্গে নিয়ে এলেন প্যান্ডারাসের বাগানবাড়িতে, কাকার মুখে সব শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্রেসিডা, কাঁদতে কাঁদতেই ট্রয়লাসের কাছে সে বিদায় নিল। ক্রেসিডাকে পেয়ে গ্রিকবাহিনী তাদের হাতে বন্দি ট্রয়ের বীর সেনানায়ক অ্যান্টিনরকে ছেড়ে দিল।

পরদিন বেলা শেষে হেক্টরকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করলেন গ্রিক বীর অ্যাকিলিস। গ্রিক বাহিনীর মনোবল বাড়াতে মহাশত্রু হেক্টরের রক্তাক্ত মৃতদেহ রথের সঙ্গে বেঁধে গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেড়ালেন অ্যাকিলিস।

সেদিনই গভীর রাতে ক্রেসিডার সঙ্গে দেখা করতে ট্রয়লাস গোপনে এসে হাজির হলেন গ্রিক শিবিরে, সেখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে ডায়ো-মিডিসের সঙ্গে ক্রেসিডার প্রেমালাপ শুনে তাঁর মাথায় জ্বলে উঠল ক্রোধের আগুন। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে ডায়োমিডিসকে হত্যা করার সংকল্প নিলেন ট্রয়লাস।



টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস

রোমের সম্রাট মারা যাবার পর সিংহাসনে কে বসবেন তাই নিয়ে বিরোধ বেঁধেছে সম্রাটের দুই ছেলের মধ্যে। বড় ছেলে স্যাটার্নিনাস বললেন; "আমি সম্রাটের বড় ছেলে, সিংহাসনে বসার অধিকার একা আমারই আছে।"

প্রতিবাদ করে ছোট ছেলে ব্যাসিয়ানাস বললেন, "রোমের অধিবাসীবৃন্দ! যদি অতীতে কখনও আপনাদের মন জয় করে থাকি তাহলে সিংহাসনে আমার বসার পথ প্রশস্ত করুন।" কিন্তু দু'ভাই-এর কারো যুক্তি কানে না তুলে রাজপ্রতিনিধি. মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস বীর যোদ্ধা টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাসকে রোমের পরবর্তী সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। সেনেট সদস্যরা তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেন। তাঁর ঘোষণা শেষ হবার কিছুক্ষণ পরে গথবাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে রোমে ফিরে এলেন টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস। তাঁর পেছন পেছন দু'জন সৈনিক একখানা কফিন বয়ে নিয়ে এল। এরপরে রোমান সৈনিকরা পরাজিত গথদের রানি ট্যামোরা আর তাঁর তিন ছেলে অ্যালার্বাস, চিরন আর ডিমেট্রিয়াসকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে এল।

"এর মধ্যে আছে আমার বাইশতম সন্তানের মৃতদেহ", ইশারায় কফিনটি দেখিয়ে বললেন টাইটাস। মৃত সন্তানের আত্মার শান্তির জন্য বন্দিনী গথ রানির বড় ছেলে অ্যালবার্সকে আগুনে আহুতি দিলেন টাইটাসের বড়ছেলে সুসিয়াস।

"আমি একজন সাধারণ সৈনিক," সেনেটরদের লক্ষ করে বললেন টাইটাস, "জীবনের বাকি দিনগুলো রোম আর তার বাসিন্দাদের সেবা করেই কাটাব, আমার মতে সম্রাটের বড় ছেলেরই সিংহাসনে বসা উচিত।"

"বেশ, আপনি যখন চাইছেন তখন তাই-ই হবে," মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস সেনেটরদের বললেন, "স্যাটার্নিনাসই তাহলে রোমের সিংহাসনে বসুন।"



"আপনি সত্যিই রোমের খাঁটি সেবক," খুশিখুশি গলায় বললেন স্যাটার্নিনাস, "আপনার মেয়ে ল্যাভিনিয়াকে আমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব, সে হবে রোমের সম্রাজ্ঞী।"

"তা কি করে হবে,," প্রতিবাদ করে বললেন ছোট রাজকুমার ব্যাসিয়ানাস, "ল্যাভিনিয়া আমার বাগদত্তা পাত্রী, আমি ছাড়া ওর ওপরে আর কারও দাবী থাকতে পারে না, বলে ল্যাভিনিয়ার হাত ধরে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

"ব্যাসিয়ানাসের এ আচরণ রীতিমত রাজদ্রোহিতা", বললেন টাইটাস অ্যান্ড্রেনিকাস, "আমি বেঁচে থাকতে এসব হতে দেব না!" বলে টাইটাস ব্যাসিয়ানাসের পিছু নিতে যাবেন এমন সময় ছোট ছেলে মিউটিয়াস তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "ল্যাভিনিয়া ব্যাসিয়ানাসের বাগদত্তা, ব্যাসিয়ানাস তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ঠিকই করেছে।" বাধা পেয়ে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন টাইটাস, তলোয়ারের আঘাতে তিনি মিউটিয়াসকে হত্যা করলেন।

"একি করলেন, টাইটাস!" মার্কাস অ্যান্ড্রেনিকাস বললেন, "স্যাটার্নিনাসের স্বার্থে নিজের ছেলেকে হত্যা করলেন! আপনার কি মাথা খারাপ হল?"

"এত কাণ্ডের পরে আর ল্যাভিনিয়াকে আমার দরকার নেই," সেনেটরদের লক্ষ করে বললেন সম্রাট স্যাটার্নিনাস, "এর চেয়ে বন্দিনী গথ রানি ট্যামোরাকেই আমি আমার সম্রাজ্ঞীর আসনে বসা, তারপরে টাইটাস অ্যান্ড্রেনিকাস আর ওঁর ছেলেদের ঘাড় ধরে রোম থেকে তাড়িয়ে দেব!" রোমের সম্রাজ্ঞী হবার আনন্দে গথ রানি। ট্যামোরার উথলে ওঠা পুত্রশোক নিমেযে দূর হয়ে গেল, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি স্যাটার্নিনাসকে বলেন তিনি যেন ব্যাসিয়ানাসকে ক্ষমা করেন। এরপরে ট্যামোরা আর নিজের পারিষদদের নিয়ে স্যার্টার্নিনাস জঙ্গলে শিকার করতে গেলেন, সম্রাট তাঁকে ক্ষমা করেছেন জেনে ল্যাভিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাসিয়ানাসও গেলেন তাঁদের সঙ্গে। অ্যারন নামে ট্যামোরার এক মূর প্রেমিক তাঁর সঙ্গে বন্দি হয়ে এসেছে রোমে। ট্যামোরার বড়ছেলে অ্যালারবাসকে আগুনে আহুতি দিয়ে যেভাবে পুড়িয়ে মেরেছেন টাইটাস, সে দেখল তার প্রতিশোধ নেবার এটাই সুযোগ। ট্যামোরাকে সেকথা বলে প্রতিশোধের চক্রান্ত করল অ্যারন।

গভীর জঙ্গলের ভেতরে এক নির্জন জায়গায় অ্যারনের সঙ্গে বলছেন, তাঁদের দেখতে পেয়ে ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে এগিয়ে এলেন ব্যাসিয়ানাস, অ্যারনের মত এক সাধারণ পার্শ্বচরের সঙ্গে এভাবে গোপনে কথাবার্তা তাঁর মত সম্রাজ্ঞীর



পক্ষে অমর্যাদাকর একথা ব্যাসিয়ানাস তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, ল্যাভিনিয়াও তাঁর বক্তব্যে সায় দিলেন। ঠিক তখনই ট্যামোরার দুই ছেলে চিরন আর ডিমিট্রিয়াস এসে হাজির হল সেখানে। তাদের দেখেই অ্যারন ট্যামোরাকে ইশারা করল, সঙ্গে সঙ্গে ট্যামোরা বাসিয়ানাস আর ল্যাভিনিয়াকে দেখিয়ে নিজের ছেলেদের বললেন, "এরা দু'জনে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমায় এখানে নিয়ে এসেছে, তারপরে আমি যথা বলে যা নয় তাই বলে গালিগালাজ করছে! এখন বলছে আমায় হাত-পা বেঁধে এই জঙ্গলে ফেলে রাখবে যাতে হিংস্র জানোয়ারেরা আমায় খেয়ে পেট ভরায়!"

ট্যামোরার কথা শুনে তার ছেলেরা ক্ষেপে গিয়ে ব্যাসিয়ানাসকে হত্যা করে একটা গর্তে ফেলে দিল, তারপরে টানতে টানতে ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাসের দুই ছেলে কুইন্টাস আর আর্টিয়াসকে জঙ্গলের ভেতরে দেখতে পেয়ে আবার বদ মতলব চাপল অ্যারনের মাথায়, ব্যাসিয়ানাসের মৃতদেহ যে গর্তে পড়ে আছে চিতাবাঘ শিকারের লোভ দেখিয়ে সে তাদের নিয়ে এল সেখানে, মার্টিয়াস পা হড়কে সেই গর্তে পড়ে যেতে অ্যারন পা টিপে সরে পড়ল সেখান থেকে। সম্রাট স্যাটার্নিনাসকে সে ডেকে নিয়ে এল সেখানে, ততক্ষণে সম্রাজ্ঞী ট্যামোরাও এসে হাজির হয়েছেন সেখানে গর্তের ভেতর থেকে মার্টিয়াসকে টেনে তোলার পরে স্যাটার্নিনাস জানতে পারলেন তাঁর ছোটভাই ব্যাসিয়ানাসের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে ঐ গর্তের ভেতরে।

"এ নিশ্চয়ই ওদের কাজ", বলে ইশারায় কুইন্টাস আর মার্টিয়াসকে দেখালেন ট্যামোরা, সেইসঙ্গে একটা চিঠি তুলে দিলেন সম্রাট স্যাটার্নিনাসের হাতে। চিঠি খুলে সম্রাট দেখলেন তাতে লেখা "ব্যাসিয়ানাসকে হত্যা করে বনের ভেতরে কোনও গর্তে ফেলে দেবে।"

"এ চিঠি টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস লিখেছেন তাঁর এই দুই ছেলেকে," বললেন ট্যামোরা, "কায়দা করে আমি চিঠিটা এদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছি।" এবারে সম্রাটের আদেশে রক্ষিরা কুইন্টাস আর মার্টিয়াসকে বেঁধে ফেলল। রক্ষিরা এরপরে ল্যাভিনিয়াকে বনের ভেতরে খুঁজে পেল, তার দু'হাত আর জিভ কেটে ফেলা হয়েছে। রাজ প্রতিনিধি মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস আহত ল্যাভিনিয়াকে এনে পৌঁছে দিলেন তার প্রাসাদে। আদুরে মেয়ের ঐ অবস্থা দেখে প্রৌঢ় যোদ্ধা টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।



এরই মাঝে বনের ভেতরে ব্যাসিয়ানাসকে হত্যার অপরাধে সম্রাট স্যাটার্নিনাস কুইন্টাস আর মার্টিয়াসকে প্রাণদণ্ড দিলেন। নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলে টাইটাস কাতরভাবে ছেলেদের প্রাণভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু সম্রাট তাতে কান দিলেন না। খানিক বাদে অ্যারণ এসে টাইটাসকে বলল, "সম্রাট বলেছেন টাইটাস যদি তাঁর নিজের একটি হাত কেটে সম্রাটকে পাঠান তাহলে তিনি তাঁর ছেলেদের প্রাণদণ্ড মকুব করবেন।" অ্যারনের কথা বিশ্বাস করে টাইটাস তাঁর নিজের একটি হাত কেটে দিলেন অ্যারনকে সে তা নিয়ে রওনা হল সম্রাটের প্রাসাদের দিকে। এর কিছুক্ষণ পরে একজন জল্লাদ কুইন্টাস আর মার্টিয়াসের কাটা মাথা একটি থালায় সাজিয়ে এনে হাজির করল টাইটাসের সামনে টাইটাস দেখলেন তাঁর কাটা হাতটিও দুই ছেলের কাটা মাথার পাশে রাখা। জল্লাদ টাইটাসকে বলল, সম্রাট এগুলো তাঁকে উপহার পাঠিয়েছেন।

সম্রাটের আচরণে এবারে ঘাবড়ে গেলেন টাইটাস, বড় ছেলে লুসিয়াসকে ডেকে বললেন, "হাতে আর সময় নেই লুসিয়াস, প্রাণে বাঁচতে হলে এই মুহূর্তে রোম ছেড়ে পালাও! গথদের দেশে যাও, সেখান থেকে সৈন্য নিয়ে এসে রোম আক্রমণ করে প্রতিশোধ নাও!" তাঁর নির্দেশ মেনে লুসিয়াস তখনই ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গেলেন রোম ছেড়ে, যাবার আগে নিজের ছেলেকে রেখে গেলেন টাইটাসের কাছে।

ল্যাভিনিয়ার দুটো হাত আর জিভ কাটা, কথা বলার ক্ষমতা তার নেই। টাইটাসের কথামত সে দাঁতে কাঠি কামড়ে ধরে ভেজা মাটিতে লিখল সম্রাজ্ঞী ট্যামোরার দুই ছেলে চিরন আর ডিমিট্রিয়াস তার দু'হাত আর জিভ কেটে নিয়েছে। তার স্বামি ব্যাসিয়ানাসকেও তারাই ট্যামোরার প্ররোচনায় জঙ্গলের ভেতরে খুন করেছে।

ওদিকে গথবাহিনী নিয়ে টাইটাসের ছেলে সুসিয়াস রোম আক্রমণ করতে আসছে--গুপ্তচরের মুখে এখবর পেয়ে সম্রাট স্যাটার্নিনাস আর সম্রাজ্ঞী ট্যামোরা ভয় পেলেন। লুসিয়াস সম্পর্কে টাইটাসের পেট থেকে কথা বার করতে চিরন আর ডিমিট্রিয়াসকে মন্ত্রী সাজিয়ে ট্যামোরা এলেন টাইটাসের কাছে, টাইটাসকে খুশি করতে তাঁর অত্যাচারীদের উচিত শাস্তি দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। টাইটাস তার অগেই নিজের কর্তব্য স্থির করে রেখেছেন। ট্যামোরা বিদায় নিতে চাইলে তিনি বিশেষ কাজের অজুহাত দেখিয়ে মন্ত্রীর ছদ্মবেশধারী তাঁর দুই ছেলেকে তাঁর কাছে রাখতে বললেন, সেইসঙ্গে রাতের বেলা তাঁর



প্রাসাদে নৈশভোজে সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

টাইটাসের ভরসায় দুই ছেলেকে রেখে ট্যামোরা ফিরে গেলেন। এরপরে রাজপ্রতিনিধি মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস এলেন টাইটাসের প্রাসাদে, ট্যামেরায় ছেলে দু'টিকে দেখেই তিনি তাদের চিরন আর ডিমিট্রিয়াস বলে শনাক্ত করলেন। মার্কাসের কথা শুনে খুশি হলেন টাইটাস, ল্যাভিনিয়াকে ডাকিয়ে এনে তার চোখের সামনে ট্যামোরার দুই ছেলেকে ছুরি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তিনি হত্যা করলেন। তারপরে নিজে হাতে তাদের মাংস রান্না করলেন। রাতের বেলা সম্রাট স্যাটার্নিনাসকে নিয়ে টাইটাসের প্রাসাদে সম্রাজ্ঞী ট্যামোরা এসে পৌঁছোনোর পরে চিরণ আর ডিমিট্রিয়াসের মাংস তাঁদের খাওয়ালেন টাইটাস, তাঁদের সমানে নিজের হাতে খুন করলেন নিজের মেয়ে ল্যাভিনিয়াকে। ট্যামোরা প্রতিবাদ করতে তাঁকেও হত্যা করলেন টাইটাস। পরমুহূর্তে সম্রাট স্যাটার্নিনাস হত্যা করলেন টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাসকে। ভোজসভায় তখন রক্তগঙ্গা বইছে, প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। এই তাণ্ডবের মধ্যে গথবাহিনী নিয়ে এসে হাজির হলেন টাইটাসের বড় ছেলে লুসিয়াস। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে তিনি বসিয়ে দিলেন সম্রাট স্যাটার্নিনাসের বুকে।

এরপরে রোমের মানুষ লুসিয়াসকেই বসাল রোমের সিংহাসনে।



টাইমন অফ এথেন্স

টাইমন হলেন এথেন্সের এক শ্রদ্ধেয় নামী মানুষ। ধনী হলেও উদার ও বন্ধুবৎসল স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে চেনে। টাইমনের কাছে কিছু চাইলে কাউকে কখনও নিরাশ হতে হয় না বলে প্রচুর লোক রোজই তাঁর বাড়িতে এসে ভিড় জমায়। টাইমনের বন্ধুবৎসল স্বভাবের সুযোগ নিয়ে এদের অনেকে নিছক তোযামোদ করে তাঁর কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করে। তা সত্ত্বেও টাইমন বাড়িতে প্রায়ই ভোজসভার আয়োজন করেন। আর এদের নেমতন্ন করে খাওয়ান। এমনই এক ভোজসভায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এসে জড়ো হয়েছে যাদের মধ্যে আছেন এথেনসের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনানী অ্যালসিবিয়াস, আছেন দুঃখ ও নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক এপিমেন্টাস সমেত সমাজের অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ। এঁদের পাশাপাশি এই ভোজসভায় ভেন্টিভিয়াস নামে টাইমনের এক কপট বন্ধুও এসে জুটেছে। কিছুদিন আগে এই ভেন্টিভিয়াস দেনার দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। খবর পেয়ে টাইমন জরিমানার টাকা পাঁচ ট্যালেন্ট মিটিয়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে ছিলেন কারাদণ্ড থেকে। ভোজসভায় সেই প্রসঙ্গ তুলে ভেন্টিভিয়াস টাইমনকে নিজের জন্মদাতা পিতার সঙ্গে তুলনা করে বলল তাঁর প্রতি সে কৃতজ্ঞ, কারাবাস থেকে বাঁচাতে তিনি যে টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা সে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চায়। শুনে টাইমন বললেন, প্রতিদানের আশা না করে শুধুই ভালবেসে তিনি ঐ টাকা দিয়েছিলেন, তাই এতদিন পরে সে টাকা তিনি কিছুতেই তার কাছ থেকে হাত পেতে ফেরত নিতে পারবেন না।

“আপনি মহান, টাইমন!” গদগদ গলায় বলল ভেন্টিভিয়াস, “আপনার তুলনা হয় না!”



"প্রিয় বন্ধুরা," ভোজসভায় আমন্ত্রিতদের লক্ষ করে টাইমন বললেন, "আজ আপনাদের সঙ্গে যখন আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গভীর আর দৃঢ় হয়ে উঠেছে তখন লোক দেখানো অভ্যর্থনার কোনও দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার যাবতীয় ধনসম্পত্তির চেয়েও আপনারা আমার কাছে অনেক বেশি দামি।"

"আপনার মুখ থেকে এমন কিছু শুনব এটাই আশা করেছিলাম।" খেতে খেতে তোযামুদে গলায় আমন্ত্রিতদের একজন বলে উঠলেন, "এমন কথা আপনার মতো মানুষের মুখেই শোভা পায়!"

"আমায় তুমি স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ো না, টাইমন।" নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক এপিমেন্টাস বললেন, "তোমার বিপদের দিনে আমি যেন চিরকাল তোমার পাশে থাকতে পারি। জেনে রাখো, আমি এখানে খেতে আসিনি, এসেছি সবকিছু দেখতে আর সেইসঙ্গে তোমায় হুঁশিয়ার করতে।"

"থামো!" এপিমেন্টাসের মন্তব্য শুনে টাইমন রেগে গিয়ে বললেন, "এখানে আজ যারা এসেছে তাঁদের সবার মতো তুমিও এথেনসের একজন নাগরিক। আজ আমার প্রাসাদের এই ভোজসভায় আমি এথেনসবাসীদের আমন্ত্রণ করেছি। সেই সঙ্গে তোমাকেও সবার মতো স্বাগত জানাচ্ছি। আমার রাঁধুনিরা প্রচুর সুস্বাদু খাবার-দাবার তৈরি করেছে, সেসব খেয়ে আমায় এভাবে উপদেশ দেওয়া বন্ধ কর।"

"তোমার রাঁধুনিদের তৈরি করা সুস্বাদু খাবার আমার দরকার নেই!" ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন দার্শনিক এপিমেন্টাস, "তোমায় তোযামোদ করার দরকার আমার কখনও হয়নি! আজ যারা বন্ধু সেজে এখানে হাজির হয়েছে তাদের অনেকেই যে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খুবলে খাচ্ছে তা স্বর্গের দেবতাদের অজানা নয়। অথচ তাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও তুমি তাদের নিয়ে দিব্যি আনন্দ করছ, ডেকে এনে ভোজ খাওয়াচ্ছ! আমি জানি যে লোকটা টাইমনের পাশে বসে হাসিমুখে খাচ্ছে আর মুখে বন্ধুত্বের বড়াই করছে, সে পরে সুযোগ পেলেই তাকে খুন করতে পারে। টাইমনের মতো ধনী হলে আমি কখনোই এসব বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতাম না। এরা কতদূর নীচ আর জঘন্য স্বভাবের লোক তা টাইমন নিজে না জানলেও আমি ঠিকই জানি। মানুষ কি করে মানুষকে এতটা বিশ্বাস করে একেক সময় তাই ভেবে পাই না!"

এপিমেন্টাসের আক্ষেপের মধ্যে মুখে মুখোশ আঁটা কয়েকজন নাচিয়ে



যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে কিউপিড নামে এক শিল্পী ভোজসভায় ঢুকে নাচগান শুরু করল। কিন্তু তাদের নাচগান টাইমনকে খুশি করতে পারল না, তিনি হাসিমুখে তাদের বিদায় দিলেন। তারা চলে যাবার পরে টাইমন কর্মচারী ফ্লেবিয়াসকে ডেকে তাঁর উপহার সামগ্রীর বাক্স নিয়ে আসতে বললেন। প্রভুর আদেশ শুনে মনে মনে প্রমাদ গুণল ফ্লেবিয়াস। প্রভু টাইমনের দিলদরিয়া মেজাজের খোঁজ সে রাখে, ভোজসভায় যারা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে তিনি এবারে তাদের সবাইকে ধরে ধরে উপহার দিয়ে পুরো বাক্সটা খালি করে তবে শান্ত হবেন, তা সে জানে। টাইমনকে হুঁশিয়ার করে ফ্লেবিয়াস বলল, "হুজুর, দার্শনিক এপিমেন্টাস আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিতে বলেছেন বলেই বলছি, দয়া করে একটু বুঝে খরচ করুন। এভাবে ইচ্ছেমত খরচ করলে পরে মুশকিলে পড়বেন। আপনাকে অনুরোধ করছি এখন থেকে একটু বুঝে চলুন, হিসেব করে খরচাপাতি করুন।"

"হুজুর," একজন ভৃত্য এসে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "মহামান্য লুসিয়াস আগামীকাল আপনাকে তাঁর সঙ্গে শিকারে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সেইসঙ্গে দু'টি বড় শিকারী কুকুর উনি আপনাকে উপহারও পাঠিয়েছেন।"

"মহামান্য লুসিয়াসকেও আমার তরফ থেকে কিছু উপহার পাঠানোর ব্যবস্থা কর। আর সেইসঙ্গে ওঁকে খবর পাঠাও আগামীকাল আমি ওঁর সঙ্গে শিকারে যাব," টাইমন ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেম।

ইচ্ছে না থাকলেও প্রভুর নির্দেশ পালন করতে কর্মচারী ফ্লেবিয়াস প্রাসাদের ভেতর থেকে উপহারের বাক্সখানা এনে তুলে দিল প্রভু টাইমনের হাতে, টাইমন বাক্স খুলে একেকটি দামি উপহার অতিথিদের মধ্যে বিলোতে লাগলেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে একজন কিছুদিন আগে টাইমনের নিজের ঘোড়াটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। শুনে টাইমন বুঝেছিলেন ঘোড়াটি অতিথির খুব পছন্দ হয়েছে। এবারে ভোজসভায় সেই অতিথিকে তাঁর পছন্দের সেই ঘোড়াটি দান করলেন টাইমন। টাইমনের উপহার দেবার এই অভূতপূর্ব উদাহরণ দেখে উপস্থিত অভ্যাগতেরা সবাই তাঁর উদারতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

"আমি নিশ্চিত টাইমন যাদের এসব উপহার বিলোলেন তারা আদৌ এসব পাবার যোগ্য নয়," গলা অল্প চড়িয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন এপিমেন্টাস, "যারা নিতান্ত নির্বোধ শুধু তারাই এভাবে অপাত্রে দান করে।"

"এপিমেন্টাস!" দার্শনিকের মন্তব্যে রেগে গিয়ে টাইমন বললেন, "লক্ষ

করছি সেই সন্ধে থেকে তুমি সবার সামনে শুধু আমার সমালোচনা আর নিন্দাই করে চলেছো। ভবিষ্যতে যদি অন্য কিছু বলতে পারো তবেই এসো আমার এখানে। আজকের মত এসো তাহলে!"

"অযোগ্য আর অপদার্থদের মুখে দিনরাত শুধু তোষামোদ শুনে শুনে তুমি ক্ষেপে উঠেছো তাই আমার মুখের কোনও কথাই এখন তোমার শুনতে ভাল লাগবে না। দুঃখের ব্যাপার হল যেদিন সবকিছু বোঝার মত অবস্থা তোমার মনে হবে সেদিন আর আমার দেখা তুমি পাবে না," বলে নিজের মনে আক্ষেপ করতে করতে দার্শনিক এপিমেন্টাস টাইমনের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন।

* * *

কিন্তু ক্ষুব্ধ হিতৈষী এপিমেন্টাসের উপদেশে কান না দিয়ে টাইমন তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আগর মতই মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। অনেকগুলো বছর এভাবে কেটে গেল। যখন তখন বাড়িতে ভোজসভা বসিয়ে রাজ্যের লোককে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে আর দামি দামি উপহার দিতে দিতে টাইমনের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল, পাওনা টাকা আদায় করতে পাওনাদারেরা ঘন ঘন লোক পাঠাতে লাগল তাঁর বাড়িতে।

পাওনাদারদের তাড়ায় অস্থির হয়ে টাইমন নিজের কর্মচারি ফ্লেবিয়াসকে ডেকে তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। ফ্লেবিয়াস জানাল, তাঁর কোষাগার প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। শুনে টাইমন ফ্লেবিয়াসকে বললেন, সে কেন তাঁকে আগে সর্তক করেননি। ফ্লেবিয়াস জানাল, সে আগে অনেকবার তাঁকে সতর্ক করতে চেয়েছে, কিন্তু টাইমন তাঁর কথা কানে তোলেননি, এমনকি তার দেয়া হিসেবপত্রও রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে আনতে টাইমন তাঁর কাজের লোকদের পাঠালেন তাঁদের কাছে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না, টাইমনের বন্ধুরা সবাই জানাল এখন তাঁদের নিজেদেরই আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাই টাইমনকে টাকা ধার দেয়া তাঁদের পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব নয়। পাশাপাশি টাইমনের স্বভাবেরও সমালোচনা করলেন তাঁরা।

এর মাঝে ঘটল আরেক ঘটনা—আত্মরক্ষা করতে গিয়ে একটি লোক তার আক্রমণকারীকে হত্যা করেছিল। সেই অপরাধে তার প্রাণদণ্ড হয়। টাইমনের পুরোনো দিনের বন্ধু সেনানী অ্যালসিবিয়াস বিচারের এই রায়ের সমালোচনা করেন। অন্যায়কে সমর্থন করার অপরাধে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হলেন



অ্যালসিবিয়াস। এথেনস ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে অ্যালসিবিয়াস তাঁর দুই উপপত্নী ফ্রিনিয়া আর টিমাড্রাকে নিয়ে এথেনস ত্যাগ করলেন।

বন্ধুদের একজনও টাকা দেননি উল্টে তাঁর চরিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন! কাজের লোকেদের মুখ থেকে একথা শুনে রেগে আগুন হলেন টাইমন। পুরোনো বন্ধুদের আবার তিনি তাঁর বাড়িতে খাবার নেমন্তন্ন করলেন। যথাসময় বন্ধুরা এসে হাজির হল, কিন্তু খেতে বসে খাবার পাত্রগুলো ঢাকা দেয়া দেখে অবাক হল সবাই। এবারে টাইমন ঢাকনা খুলতে সবাই দেখল খাবারের বদলে প্রত্যেকটি পাত্রে গরমজলে ভর্তি। প্রত্যেকটি পাত্রে রাখা সেই গরমজল এবারে তাঁর অকৃতজ্ঞ বন্ধুদের মুখে ছিটিয়ে দিয়ে টাইমন সেইদিনই একা এথেনস ছেড়ে চলে গেলেন।

* * *

এথেনস ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে নিঃসঙ্গ টাইমন এসে পৌছোলেন সমুদ্রের ধারে এক গভীর জঙ্গলে, সেখানে আত্মহত্যা করবেন ভেবে বিষাক্ত শেকড় খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলেন এক তাল সোনা। খানিক বাদে দুই উপপত্নী ফ্রিনিয়া আর টিমাণ্ড্রাকে নিয়ে সেখানে এলেন নির্বাসিত সেনানী অ্যালসিবিয়াস, টাইমনকে তিনি পুরোনো বন্ধু হিসেবে কিছু টাকা দিতে চাইলেন কিন্তু টাইমন তা নিতে রাজি হলেন না। টাইমন জানেন অ্যালসিবিয়াস এথেনেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তাই যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি তাঁকে কিছু সোনা দিলেন। জঙ্গলের মধ্যে সোনা দেখে ফ্রিনিয়া আর টিমাণ্ড্রা উৎসাহিত হল, তারাও টাইমনের কাছে সোনা চাইল। কিন্তু সোনা না দিয়ে টাইমন তাদের প্রচুর গালি দিলেন। 'যুদ্ধে জিতলে আবার দেখা হবে' বলে এবারে বিদায় নিলেন সেনানী অ্যালসিবিয়াস।

টাইমনের হিতৈষী ও পুরোনো বন্ধু নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক এপিমেন্টাসও একদিন টাইমনকে খুঁজতে খুঁজতে চলে এলেন সেই জঙ্গলে, টাইমনের সঙ্গে দেখা হতে খুশি হলেন তিনি। এথেনসে ফিরে গিয়ে ধনীদের তোষামোদ করে প্রচুর টাকা রোজগার করার বুদ্ধি টাইমনকে দিলেন এপিমেন্টাস, কিন্তু টাইমন তাতে রাজি হলেন না। উল্টে এপিমেন্টাসকে দেখালেন একতাল সোনা আছে তাঁর কাছে। পুরোনো বন্ধুকে খুব সাবধানে থাকতে বলে বিদায় নিলেন এপিমেন্টাস।



এরপরে এথেনসের দু'জন পারিষদকে সঙ্গে নিয়ে টাইমনের পুরোনো কর্মচারি ফ্লেবিয়াস জঙ্গলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। সেনানী অ্যালসিবিয়াস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এথেনস আক্রমণ করতে আসছেন শুনে সেখানকার পারিষদরা ভয় পেয়েছেন, টাইমন তাঁর পুরোনো বন্ধু জেনে তাঁরা সসম্মানে তাঁকে এথেনসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সেই সঙ্গে এথেনসের এক উঁচু সরকারী পদেও বসানোর প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রস্তাবে রাজী হলেন না টাইমন, অ্যালসিবিয়াস এথেনস আক্রমণ করতে এলে তাঁকে রোখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—একথা পারিষদদের সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন টাইমন। পুরোনো কর্মচারী ফ্লেবিয়াসকে পুরস্কার হিসেবে কিছু সোনাও দিলেন।

টাইমনের জবাব শুনে হাল ছেড়ে দিয়ে পারিষদেরা ফিরে গেলেন। এর কিছুদিন পরে সেনানী অ্যালসিবিয়াস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এথেনস আক্রমণ করতে এলে ঐ পারিষদেরা শান্তি স্থাপনের শেষ চেষ্টা করতে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে, যারা তাঁর ও তাঁর পুরোনো বন্ধু টাইমনের সঙ্গে শত্রুতা করেছে শুধু তাদের শাস্তি দিয়ে এথেনস নগরীকে বাঁচানোর অনুরোধ করলেন তাঁরা। অ্যালসিবিয়াডেস তাঁদের এই অনুরোধ রাখতে রাজি হলেন। কিছুদিন পরে দূতের মুখে অ্যালসিবিয়াস খবর পেলেন টাইমনের মৃত্যু হয়েছে, সমুদ্রতীরে তাঁর সমাধিও তৈরি হয়েছে। সমাধিফলকে যা লেখা ছিল দূত তার ছাপ তুলে নিয়ে এসেছে। সেই ছাপ নিলেন অ্যালসিবিয়াস, টাইমনের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন নগরীর দিকে।



সিম্‌বেলিন

দু'হাজার বছরেরও আগের দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক, আজকের ইংল্যান্ড সেযুগে ছোট বড় অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের সাগরতীরের বড় রাজ্যটির নাম ছিল ব্রিটেন। ঐসময় ইওরোপের বেশিরভাগ দেশই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীন, ব্রিটেন সীমান্তেও রোমান বাহিনী এসে ঘাঁটি করেছে। জুলিয়াস সিজার তখনও সম্রাট হননি। যে সময়ের কথা সেই সময় তিনি রোমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেলেন ব্রিটেনের রাজা কেসিবেলান। রোমের সম্রাটের কাছে রাজকর পাঠিয়ে তিনি রোমের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। এর কিছুদিন পরে জুলিয়াস সিজার দেশে ফিরে গেলেন। পরে রোমান সেনেটের সদস্যদের হাতে তিনি নিহত হলেন। জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রোমান শাসকদের মধ্যে শুরু হল ক্ষমতার লড়াই। এর ফলে রোমান রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। ব্রিটেনের রাজা কেসিবেলান ততদিনে মারা গেছেন। সিংহাসনে বসেছেন তাঁরই ভাইপো সিম্‌বেলিন। রোমান রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে দেখে রাজা সিম্‌বেলিন রোমান সম্রাটকে রাজকর দেওয়া বন্ধ করলেন।

বেলারিয়াস ছিলেন রাজা সিম্‌বেলিনের প্রধান সেনাপতি। বহু যুদ্ধে বীরত্বের প্রমাণ রেখে তিনি তাঁর খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে রাজসভার অমাত্য আর সভাসদদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা সেনাপতি বেলারিয়াসকে মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর সৌভাগ্য আর বাড়-বাড়ন্ত দেখে তাঁরা ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতেন। সেনাপতি বেলারিয়াসের বিরুদ্ধে ঐ সভাসদ আর অমাত্যেরা ষড়যন্ত্র করলেন। রাজাকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসার জন্য সেনাপতি বেলারিয়াস গোপনে রোমানদের সঙ্গে চক্রান্ত



করছেন বলে তাঁরা বেলারিয়াসের বিরুদ্ধে রাজার কাছে মিথ্যা অভিযোগ আনলেন। আর অভিযোগ যে সত্যি তা প্রমাণ করতে কিছু জাল সাক্ষ্যপ্রমাণও দাখিল করলেন। রাজা সিম্‌বেলিন সেই অভিযোগ সত্যি বলে ধরে নিলেন। বেলারিয়াসের সেনাপতির পদ, জমিদারি, দুর্গ, টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সব কেড়ে নিয়ে রাজা তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। নিরপরাধ বেলারিয়াস সবকিছু খুইয়ে রাতারাতি পথের ভিখিরি হলেন ঠিকই—তবে একদিন সময় এলে রাজার অন্যায়-অবিচারের চরম প্রতিশোধ নেবেন এই শপথ নিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সিম্‌বেলিনের রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ওয়েলসের জঙ্গলে তিনি নতুন নামে আস্তানা বাঁধলেন।

রাজা সিম্‌বেলিনের দুই ছেলে গিভেরিয়াস আর আরভিরেগাস। বড় গিভেরিয়াসের বয়স তিন, আরভিরেগাসের এক। ইউরিদাইল নামে এক যুবতী ধাই তাদের দেখাশোনা করত।

বেলারিয়াস চুপ করে রইলেন না। সবার নজর এড়িয়ে গোপনে তিনি ইউরিদাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, নানারকম লোভ দেখিয়ে তাকে হাতও করলেন। বেলারিয়াসের নির্দেশে ইউরিদাইল রাজার ছেলে দু'টিকে প্রাসাদ থেকে চুরি করে নিয়ে এল ওয়েলসের জঙ্গলে বেলারিয়াসের আস্তানায়। এরপরে বেলারিয়াস রাজবাড়ির ধাই ইউরিদাইলকে বিয়ে করলেন, নিজেদের ছেলের মতই তাঁরা রাজার ছেলে দুটিকে ওয়েলসের পাহাড় ঘেরা জঙ্গলে বড় করে তুলতে লাগলেন। তাদের নতুন নাম দিলেন পলিডোর আর কডওয়াল।

রাজা সিম্‌বেলিন তাঁর হারানো দুই ছেলের অনেক খোঁজ করলেন কিন্তু কোথাও তাদের হদিশ পেলেন না। কিছুদিন বাদে তাঁর একটি মেয়ে হল। রাজা মেয়ের নাম রাখলেন আইমোজেন। মেয়ে জন্মানোর কিছুদিন বাদে রাজা সিম্‌বেলিনের স্ত্রী মারা গেলেন।

* * *

এরপরে এক এক করে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। ওয়েলসের জঙ্গলে সেই দুই রাজপুত্র ততদিনে হয়ে উঠেছে পূর্ণ যুবক। তাদের ধাইমা ইউরিদাইল অনেকদিন আগেই মারা গেছে বটে, কিন্তু নিজের সন্তানের মত যিনি তাদের বড় করে তুলেছেন। সেই বেলারিয়াস এখনও বেঁচে আছেন। তবে ওয়েলসের জঙ্গলে আস্তানা বাঁধার সময় থেকে তিনি নতুন নাম নিয়েছেন

মর্গান। পালিত পুত্ররাও সেই নামেই তাঁকে চেনে। তারা তাঁকে জন্মদাতা পিতার মতই মানে, ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তিনিও তাদের নিজের ছেলের মতই স্নেহ করেন। তারা যে রাজার ছেলে একথা গোপন রেখেও তিনি তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে আদর্শ রাজার মত তারা রাজ্যশাসন করতে পারে। অন্যদিকে রাজা সিম্‌বেলিনের মেয়ে রাজকুমারী আইমোজেনও এতদিনে পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠেছে। তাকে দেখতে যেমন রূপসী, তেমনই বিনীত আর নম্র তার স্বভাব। মর্যাদাবোধও তার প্রবল। রাজ্যের সবাই জানে রাজা সিম্‌বেলিনের অবর্তমানে আইমোজেনই বসবে সিংহাসনে।

বুড়ো বয়সে কি যে খেয়াল চাপল রাজা সিমবেলিনের মাথায়, আচমকা তিনি এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে বসলেন! বিধবা মহিলার আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে, নাম তার ক্লোটেন। বয়সে যুবক। ক্লোটেন এক বিবেকহীন, লোভী, পাজির পা-ঝাড়া ছেলে। পৃথিবীতে এমন কোনও অপরাধ নেই এই অল্প বয়সেই যা সে করেনি। ক্লোটেনের সঙ্গে আইমোজেনের বিয়ে হলে ভবিষ্যতে ক্লোটেন ব্রিটেনের সিংহাসনে বসবে এই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই তার বিধবা সৎমা রাজা সিম্‌বেলিনের সঙ্গে এতটাই প্রেম-ভালবাসার অভিনয় করেছিলেন যাতে তিনি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন।

বিয়ের পরে রাজপ্রাসাদে এসে নতুন রানি আইমোজেনকে নিজের বশে আনতে মিষ্টি ব্যবহারে তার মন জয় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আবার একইসঙ্গে কায়দা করে আইমোজেনের নামে রাজার কাছে দিনরাত এমন সব মিথ্যা অভিযোগ করতে লাগলেন যাতে রাজা তাঁর মেয়ের ওপর মনে মনে চটে যান, সেইসঙ্গে ভাবেন নতুন রানি তাঁর মেয়েকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করেন। আবার এর পাশাপাশি রাজা যখন আইমোজেনকে বকাঝকা করেন তখন মিষ্টি মিষ্টি বুলি শুনিয়ে তাকে নতুন রানি এমনভাবে সান্ত্বনা দেন যাতে সৎমার ওপর তার ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়ে ওঠে।

কিন্তু এত করেও নতুন রানির পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না—নতুন রানির আগের পক্ষের ছেলে ক্লোটেন যে এক আস্ত বদমাস তা আইমোজেনের বুঝতে বাকি নেই। ক্লোটেনকে তো বটেই, সেইসঙ্গে তার মা নতুন রানিকেও আইমোজেন এতটুকু বিশ্বাস করে না। তারা মা আর ছেলে দু'জনেই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ঘৃণার পাত্র। নতুন রানি এদিকে রাজা সিম্‌বেলিনকে এতটাই নিজের বশে এনেছেন যে এখন তিনিও চান



আইমোজেনের সঙ্গে ক্লোটেনের বিয়ে হোক। কিন্তু আইমোজেন তার বাবাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে সে বরং সারাজীবন কুমারী থাকবে, তবু ক্লোটেনকে কিছুতেই বিয়ে করবে না। আইমোজেনের মুখে তার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে নতুন রানি আর রাজা সিম্‌বেলিন দু'জনেই তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাহলেও তাঁরা এখনও হাল ছাড়েননি। আইমোজেনের মন জয় করতে, তাকে খুশি করতে তার সঙ্গে সবসময় ভাল বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন ক্লোটেনকে।

ওদিকে রাজকুমারী আইমোজেন যে তার মনের মত প্রেমিককে অনেকদিন আগেই খুঁজে পেয়েছেন তা রাজা সিম্‌বেলিন, নতুন রানি আর ক্লোটেন কেউই তখনও জানতে পারেনি। প্রেমিকপ্রবরের নাম পসথুমাস। একসময় পসথুমাসের বাবা বীর লিওনেটাস ছিলেন সিম্‌বেলিনের সেনাপতি। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে করতে লিওনেটাস মারা যান। লিওনেটাসের স্ত্রী একটি ছেলের জন্ম দিয়ে অনেকদিন আগেই মারা যান। সেই ছেলেই হল পসথুমাস। যুদ্ধে লিওনেটাস মারা যাবার পর তাঁর অনাথ পুত্র পসথুমাসেব লালনপালনের দায়িত্ব নেন রাজা সিম্‌বেলিন। তাঁর মেয়ে আইমোজেনের সঙ্গে একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে সে বড় হয়ে উঠল। যৌবনে পা দিয়ে পসথুমাস যুদ্ধবিদ্যাও আয়ত্ত করল। তার ব্যক্তিত্ব, সততা, আর অধ্যবসায় ছোটবেলা থেকেই আইমোজেনকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যৌবনে পা দেবার পরে তারা একে অপরকে ভালবাসল, তারপর কাউকে না জানিয়ে একদিন দু'জনে লুকিয়ে বিয়ে করল। কিন্তু আইমোজেন বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার বিয়ের খবর নতুন রানির কাছে চাপা রইল না। সুযোগ বুঝে তিনি খবরটা রাজার কানে তুললেন।

রাজকুমারী গোপনে লিওনেটাসের ছেলে পসথুমাসকে বিয়ে করেছে শুনে রেগে আগুন হলেন রাজা সিম্‌বেলিন। পসথুমাসকে সভায় ডাকিয়ে এনে তিনি নির্বাসন দণ্ড দিলেন। বাঁচতে হলে তাকে এইমুহূর্তে ব্রিটেন ছেড়ে চলে যেতে হবে, এবং ভবিষ্যতে কখনও ব্রিটেনে ফিরে এলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে, একথা পসথুমাসকে তিনি শুনিয়ে দিলেন।

বেচারি আইমোজেনের কিছু করার ছিল না তাই মুখ বুঁজে তার বাবার এই অমানবিক আচরণ সে সহ্য করল। নতুন রানি এই পরিবেশে ভাল মানুষ সাজতে চাইলেন। আইমোজেনের জন্য দুঃখে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে এটা প্রমাণ করতে পসথুমাস নির্বাসনে যাবার আগে আইমোজেনের সঙ্গে তার গোপনে দেখা হবার ব্যবস্থা করলেন।



পসথুমাসকে বিদায় দেবার সময় আইমোজেন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের আঙ্গুল থেকে একটি আংটি খুলে পরিয়ে দিল তার হাতের আঙ্গুলে। পসথুমাস নিজেও এবার একজোড়া বালা বের করে স্ত্রী-র হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, "নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, কোনওদিনই তোমায় ভুলতে পারব না। এই বালাজোড়া আমার মায়ের স্মৃতি, দেখো কখনও যেন হারিয়ো না।" এইটুকু বলে পসথুমাস আইমোজেনের কাছ থেকে বিদায় নিল। নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে সে রওনা হল রোমে। আইমোজেন থেকে গেল তার বাবার প্রাসাদেই।

পসথুমাস ব্রিটেনের সীমান্ত ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর রানি ক্লোটেনকে ডেকে পাঠালেন, ধৈর্য ধরে আইমোজেনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বললেন তাকে। রাজা আর রানি বোঝাতে চাইলেন, শুধু এইভাবে মেলামেশা করলে তবেই আইমোজেনের মন পাল্টাবে। পসথুমাসের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তাই তার অনুপস্থিতিতে ক্লোটেনকেই এবার ভালবাসতে শুরু করবে আইমোজেন, আর তাকে বিয়ে করতেও রাজি হবে। রাজা আর রানির এসব যুক্তি ক্লোটেনের মনে ধরল। আইমোজেনের মতিগতি শেষ পর্যন্ত পাল্টাবে এই আশায় সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে রাজি হল।

রোমে এসে পসথুমাস তার বাবার এক পুরনো বন্ধুর কাছে আশ্রয় নিল। তিনি তাকে রোমের অভিজাত আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের তরুণ যুবকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সব যুগে সব দেশে যা হয়ে আসছে সেই নিয়ম মেনে তরুণ যুবকেরা নারীর প্রেম-ভালবাসা নিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। একদিন আয়াকিমো নামে এক তরুণ যুবক বলল, সে পৃথিবীর যেকোনও নারীর সঙ্গে সে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। সেকথা শুনেই পসথুমাস প্রতিবাদ করে বলল, এদিক থেকে তার স্ত্রী আইমোজেন ব্যতিক্রম। যুবতী হলেও স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সে কখনোই প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলবে না। শুনে আয়াকিমো বাজি ধরে বলল যে সে ব্রিটেনে গিয়ে পসথুমাসের স্ত্রী আইমোজেনের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি করবে আর তার প্রমাণ নিয়ে এসে দেখাবে পসথুমাসকে। এই প্রমাণ দেখাতে পারলে তবেই সে বাজি জিতবে, নইলে হারবে। আইমোজেনের ওপর পসথুমাসের অগাধ বিশ্বাস, তাই আয়াকিমোর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে সে তার সঙ্গে বাজি ধরল।

সত্যিই আয়াকিমো অল্প কিছুদিনের ভেতর ব্রিটেনে এসে দেখা করল রাজা



সিম্‌বেলিনের সঙ্গে। রাজা সিম্‌বেলিন অনেকদিন হল রোমকে রাজকর দেওয়া বন্ধ করেছেন, তবু রোমের সম্মানের কথা ভেবে আয়াকিমোকে রাজসভায় সম্মান সহকারে গ্রহণ করলেন। পসথুমাসের স্ত্রী আইমোজেনের সঙ্গেও আয়াকিমোর আলাপ পরিচয় হল।

আয়াকিমো পসথুমাসের বন্ধু শুনে আইমোজেন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্বামীর খোঁজখবরও নিল।

আইমোজেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই আয়াকিমো বুঝতে পারল অচেনা পুরুষের মুখ থেকে খোসামোদ করা হালকা প্রেমের কথা শুনলে যেসব মেয়ে নিজেদের মনপ্রাণ সঁপে দেয়, সেই জাতের মেয়ে আইমোজেন নয়। কিন্তু তার প্রেমেব কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ না নিয়ে গেলে বাজিতে হেরে তাকে প্রচুর টাকা দিতে হবে, সেইসঙ্গে সবার উপহাস মুখ বুজে সইতে হবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে আয়াকিমো ঠিক করল আইমোজেনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়ে সে বাজি জিতবে। রোমে ফিরে যাবার আগের দিন আয়াকিমো আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে বলল, দেশে ফিরে সম্রাটকে উপহার দেবে বলে সে প্রচুর দামি হীরে-চুনি -পান্না কিনেছে, কিন্তু চুরি যাবার ভয়ে রাতে ওসব সরাইখানায় নিজের কাছে রাখতে সে ভরসা পাচ্ছে না। এই বলে সে একরাতের জন্য তার রত্নবোঝাই বাক্স আইমোজেনের শোবার ঘরে রাখার অনুরোধ করল। আয়াকিমো বলল, শুধু একটি রাত, পরদিন ভোরবেলা সে ঐ বাক্স নিয়ে জাহাজে চাপবে। আয়াকিমো তার স্বামী পসথুমাসের বন্ধু শুধু এই কারণেই তার অনুরোধ রাখতে রাজি হল আইমোজেন। আইমোজেন তার অনুরোধ রাখতে রাজি জেনে মুখে তাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিল আয়াকিমো, তারপরে মনে মনে হাসতে হাসতে সে ফিরে গেল সরাইখানায়।

খানিক বাদে সরাইখানার লোকেরা একটা বড়সড় বাক্স এনে হাজির করল আইমোজেনের শোবার ঘরে। আইমোজেনের নির্দেশমত বাক্সটা ঘরের এককোণে নামিয়ে রাখল তারা তারপর তার কাছ থেকে বকশিস নিয়ে চলে গেল।

গভীর রাতে আইমোজেন যখন গভীর ঘুমে বেহুঁশ সেইসময় বাক্সের ঢাকনা খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আয়াকিমো। ভাল করে চারপাশে তাকিয়ে সে শোবার ঘর তার দেয়ালের রং, জানালার পর্দার রং, কী কী আসবাব আছে সেখানে সব খুঁটিয়ে দেখল, তারপর খুব সাবধানে ঘুমন্ত আইমোজেনের হাত থেকে পসথুমাসের পরিয়ে দেওয়া সেই বালাজোড়া খুলে নিল। এরপরে



আয়াকিমো আবার বাক্সে ঢুকে ভেতর থেকে ঢাকনা বন্ধ করে দিল।

সরাইখানার লোকেদের প্রচুর বখশিস দিয়ে আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিল আয়াকিমো, পরদিন খুব ভোরবেলা তারা এসে আবার হাজির হল। আইমোজেনের শোবার ঘরে ঢুকে সেই বাক্সটা তারা কাঁধে তুলে নিয়ে গেল সরাইখানায়। খানিক বাদে আয়াকিমো এসে ধন্যবাদ জানাল আইমোজেনকে।

যথাসময়ে রোমে পৌঁছে ঘুমন্ত আইমোজেনের হাত থেকে খুলে নেওয়া সেই বালাজোড়া পসথুমাসকে দেখাল আয়াকিমো। সবার সামনে মিথ্যে করে বলল যে আইমোজেনের শোবার ঘরে তার পাশে শুয়ে সে রাত কাটিয়ে এসেছে। পসথুমাসের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে আইমোজেনের শোবার ঘরে কোথায় কি আছে সেই বিবরণও দিল আয়াকিমো। শুনে অবাক হল পসথুমাস, তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তার মায়ের হাতের বালাজোড়া যা সে নিজের হাতে তাকে পরিয়ে দিয়ে এসেছিল তা আইমোজেন কি করে হাত থেকে খুলে আয়াকিমোকে দিল তা ভেবে পেল না পসথুমাস। আইমোজেন অসতী, অসচ্চিরত্র—আর এবিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না। বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী আইমোজেনকে কি শাস্তি দেওয়া যায় তাই ভাবতে লাগল পসথুমাস।

* * *

জুলিয়াস সিজার নিহত হবার পর রোমের শাসকদের মধ্যে শুরু হয়েছিল ক্ষমতার লড়াই। সে লড়াই একদিন মিটেও গেল। ঘরোয়া বিবাদের অবসানের পরে রোমের সিংহাসনে বসলেন জুলিয়াস সিজারের ভাগ্নে অক্টেভিয়াস বা অগাস্টাস সিজার। সিংহাসনে বসে অগাস্টাস সব দেশে রোমের শাসন স্থায়ীভাবে চালু করতে লাগলেন। রোমান আমলে ফ্রান্সের নাম ছিল গল। রোমান সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস রোমসম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে সে দেশ শাসন করতেন। ব্রিটেন বহুবছর ধরে রোমে রাজকর পাঠায়নি শুনে সম্রাট অগাস্টাস তাঁর দূত হিসেবে কেইয়াস লুসিয়াসকে ব্রিটেনে পাঠালেন।

সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস ব্রিটেনে এসে রাজা সিম্‌বেলিনের সঙ্গে দেখা করলেন। রোমের সম্রাটকে আগের মতই রাজকর দিতে বললেন তিনি। সেইসঙ্গে পুরনো যত রাজকর পাওনা হয়ে আছে সেসব মিটিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু রাজা সিম্‌বেলিন সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন রোমের সম্রাটকে ব্রিটেন



আর রাজকর দেবে না।

"তাহলে যুদ্ধের জন্য তৈরি হোন, রাজা সিম্‌বেলিন," বলে সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস ফিরে গেলেন গল-এ, ব্রিটেনকে আক্রমণ করার জন্য তিনি তৈরি হতে লাগলেন।

* * *

পসথুমাসের বিশ্বস্ত ভৃত্য পিসানিও ব্রিটেনে তার প্রভুর বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করে। একদিন প্রভুর পাঠানো একটি মুখবন্ধ খাম এসে পৌঁছোল তার কাছে। খাম খুলে পিসানিও দেখল ভেতরে দুটো চিঠি, একটি তার নামে অন্যটি আইমোজেনের নামে। তার নামে লেখা চিঠিখানা খুঁঠিয়ে পড়ল পিসানিও, তাতে লেখা, "...পিসানিও, আমার স্ত্রী আইমোজেন যে অসতী আর ব্যভিচারিণী তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আলাদাভাবে আইমোজেনকেও একটি চিঠি এইসঙ্গে দিলাম। তুমি সে চিঠি অবশ্যই তাকে দেবে। ঐ চিঠিতে তাকে ওয়েলসের জঙ্গলে আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করার কথা লিখেছি।

"এবার তোমায় কি করতে হবে বলছি। আইমোজেনকে আলাদাভাবে লেখা চিঠিখানা তাকে দেবে তারপরে বলবে যে আমি তার সঙ্গে দেখা করব বলে রোম থেকে সবার নজর এড়িয়ে ওয়েলসের জঙ্গলে এসে লুকিয়ে আছি। কিন্তু আমি সত্যিসত্যি ওখানে যাব না। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করানোর অছিলায় আইমোজেনকে ঐ জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে হত্যা করবে। আর তার রক্তমাখা জামাকাপড় আমায় পাঠাবে। মনে রেখো এটা আমার আদেশ, এর যেন অন্যথা না হয়..."।

খামের ভেতরে আইমোজেনকে লেখা ছোট একটি চিঠি ছিল, পিসানিও দেখল তাতে লেখা, "...প্রিয়তমা আইমোজেন, তোমায় দেখতে না পেয়ে আমি ভেতরে ভেতরে কি সাংঘাতিক অস্থির হয়ে উঠেছি তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। শুধু তোমায় দেখব বলে নির্বাসন দণ্ড উপেক্ষা করে আমি গোপনে রোম থেকে পালিয়ে ওয়েলসের জঙ্গলে মিলফোর্ডের কাছাকাছি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি পিসানিওকে সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই আমার সঙ্গে এসে দেখা করে যেয়ো...।"

মনিব পসথুমাসের চিঠির বয়ান পড়ে আকাশ ভেঙে পড়ল পিসানিওর মাথায়। আইমোজেন অসতী? ব্যভিচারিণী? একি অসম্ভব কথা? পিসানিও



দিনরাত আইমোজেনের ওপর নজর রাখছে, যত দিন যাচ্ছে পসথুমাসের ওপর তার টান যে তার আরও বেড়ে যাচ্ছে তা নিজের চোখে দেখছে সে। তাহলে? কোন্ বিচারে আইমোজেন পসথুমাসের চোখে অসতী হল, হল ব্যভিচারিণী? নিশ্চয়ই স্ত্রীকে কোনও কারণে তার মনিব ভুল বুঝেছেন, আর নিশ্চয়ই কোনও মতলববাজ লোক নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে তাঁকে ভুল বুঝিয়েছে, এসম্পর্কে নিশ্চিত হল পিসানিও।

কিন্তু মনিব যখন চিঠি লিখে তাকে এমন একটা নির্মম কাজ করতে হুকুম দিয়েছেন তখন চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, মাথা খাটিয়ে এমন কিছু করতে হবে যাতে দু'দিকই রক্ষা হয়—মনিবের হুকুম তামিল করা হয় আবার আইমোজেনও নিরাপদে থাকে। আইমোজেনকে লেখা মনিবের চিঠিখানা পিসানিও তুলে দিল তার হাতে।

চিঠি পড়ে হাসি ফুটল আইমোজেনের মুখে, শুধু তার সঙ্গে দেখা করতে রোম থেকে পালিয়ে ওয়েলসের জঙ্গলে এসে সে লুকিয়ে আছে চিঠিতে একথা পড়ে খুশিতে ভরে উঠল তার মনপ্রাণ। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে সেদিন গভীর রাতে পিসানিওকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে ওয়েলসের জঙ্গলের দিকে রওনা হল আইমোজেন।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকক্ষণ পরে ওয়েলসের জঙ্গলের সীমানায় এসে পৌঁছল দু'জনে, আইমোজেনকে লেখা চিঠিতে যে জায়গার উল্লেখ রয়েছে সেই মিলফোর্ডে খানিকবাদে তারা এসে পৌঁছল। আর ঠিক তখনই আইমোজেন লক্ষ্য করল পিসানিওর হাবভাব কেমন যেন অন্যরকম ঠেকছে। কোনও অজানা কারণে সে মাথা নিচু করে আছে, মুখ তুলে কথা বলতে পারছে না তার সঙ্গে। কিছু বুঝতে না পেরে আইমোজেন এর কারণ জানতে চাইল।

তখন পিসানিও তাকে লেখা পসথুমাসের সেই চিঠি বের করে দেখাল, যে চিঠিতে পসথুমাস তাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছে পিসানিওকে। শুধু হত্যা করার হুকুমই নয়, পসথুমাস তাকে অসতী ব্যভিচারিণী বলেছে শুনে আইমোজেনের শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, সে অসতী! ব্যভিচারিণী! পিসানিও দিনরাত নিজের চোখে দেখছে স্বামী ছাড়া আর কোনও পুরুষের ধারেকাছে সে ঘেঁষে না, নির্বাসনে দণ্ডিত স্বামীর কথা ভেবে সারারাত চোখের জলে যে বালিশ ভেজায়, সে হল অসতী, ব্যভিচারিণী? আইমোজেনের আর সহ্য হল না, কাঁদতে কাঁদতে বলল, "পসথুমাস যখন আমায় অসতী আর ব্যভিচারিণী বলে মনে করে তখন আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, এভাবে

বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। পিসানিও, তুমি আমায় হত্যা কর, তোমার মনিবের হুকুম তামিল কর।"

"মনিব বলে তো আমি তাঁর অন্যায় হুকুম তামিল করব না," পিসানিও বলল "পসথুমাস যে আপনাকে মিছিমিছি সন্দেহ করছেন তাতে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। সেই যে ক'দিন আগে আয়াকিমো নামে একটা লোক ওঁর বন্ধু সেজে এসেছিল রোম থেকে, এখন মনে হচ্ছে ঐ ব্যাটাই এখান থেকে ফিরে গিয়ে আপনার নামে যা তা বলে আমার মনিবের মনে মিথ্যে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন, আর তাই আপনার ওপর ওঁর মন বিষিয়ে উঠেছে। মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন, ধৈর্য ধরে তাঁর ওপর ভরসা রাখুন, দেখবেন যা সত্যি তা একদিন ঠিকই প্রকাশ পাবে। ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে শান্তভাবে অপেক্ষা করা উচিত। আমার কথা শুনুন, আপনি যদি পুরুষের ছদ্মবেশে রোমে চলে যান তাহলে সেখানে আপনার স্বামীর অজান্তে ওঁর পাশে পাশে থেকে তাঁর গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখতে পারবেন। তারপর সুযোগ বুঝে ওঁর ভুল ধারণা ঘুচিয়ে আবার ওঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।

পিসানিওর এই পরামর্শ আইমোজেনের পছন্দ হল। মুশকিল হল পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে। রাতারাতি এমন ছদ্মবেশ কোথায় পাবে সে? পিসানিও জানে। এই সমস্যা দেখা দেবে তাই পুরুষের ছদ্মবেশ সে আগেভাগেই নিয়ে এসেছে। জঙ্গলের ভেতরে মশালের আলোয় সেই ছদ্মবেশে আইমোজেনকে সে পুরুষ সাজিয়ে দিল। এবার বন্দরে গিয়ে আইমোজেন জাহাজে চেপে পাড়ি দেবে রোমে। পিসানিও ফিরে যাবে তার প্রভু পসথুমাসের প্রাসাদে।

আইমোজেনকে পুরুষের সাজে সাজিয়ে পিসানিও একটা ওষুধের পুরিয়া দিল তার হাতে। রাজার প্রধান চিকিৎসক কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে জোগাড় করে রানি পিসানিওকে দিয়ে বলেছিলেন, "এই ওষুধ খেলে সবরকম অসুখ সেরে যায়। আইমোজেন কখনও অসুস্থ হলে তাকে এই ওষুধ খাইয়ে দিও, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অসুখ সেরে যাবে।"

রানির কথায় বিশ্বাস করে পিসানিও সেটা নিয়েছিল বটে, কিন্তু ওটা যে বিষ তা সে জানতে পারেনি। রানি ভেবেছিলেন আইমোজেন কখনও অসুস্থ হয়ে পড়লে পিসানিও নিশ্চয়ই ঐ পুরিয়াটা তাকে খাইয়ে দেবে। আর তার ফলে সে মারা যাবে। আর তখন তাঁর ছেলে ক্লোটেনের সিংহাসনে বসার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। কিন্তু ঐ পুরিয়ায় ওষুধ বিষ হলেও তা যে খুব



কমজোরি তা রানি জানতেন না। ঐ বিষের পুরিয়া দেবার সময় রাজার চিকিৎসক কর্নেলিয়াস তাঁকে বলেননি যে ঐ ওষুধ পেটে গেলে দেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠবে ঠিকই কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই লক্ষণ কেটে গিয়ে রোগী আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। ওষুধের গুণের এই ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই তিনি রানিকে বলেননি।

পিসানিও বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে বন্দরে যাবে বলে পা বাড়াল আইমোজেন। কিন্তু কিছুদুর গিয়েই সে পথ হারিয়ে ফেলল, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল গভীর জঙ্গলে। প্রাসাদ থেকে রওনা হবার সময় আইমোজেন সঙ্গে যে খাবার এনেছিল তা আগেই খাওয়া হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ হল সে না খেয়ে আছে। এখন কিছু খাবার পেটে না পড়লে আর একটি পা-ও সে চলতে পারবে না। ঠিক এমনই সময় পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখতে পেল আইমোজেন, কৌতূহলের বশে পায়ে এগিয়ে গেল সেখানে। গিয়ে দেখল— গুহার ভেতরে মানুষের থাকার চিহ্ন আছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ সেখানে একজনও নেই। না থাকলেও প্রচুর খাবার মজুত আছে সেখানে। বেচারী আইমোজেন খিদেয় এত কাতর হয়ে পড়েছে যে গুহার বাসিন্দারা ফিরে আসা পর্যন্ত সে আর অপেক্ষা করতে পারল না, হাতের কাছে খাবারদাবার যা পেল তাই সে খেয়ে ফেলল। আর তার খানিকবাদেই ফিরে এল গুহার বাসিন্দারা— এক বুড়ো আর দু'জন কমবয়সী যুবক। আইমোজেন তাদের কাছে নিজের নাম বলল ফাইডেল। অনুমতি না নিয়ে তাদের খাবার খেয়ে ফেলেছে বলে সে মাফ চাইল, খাবারের দামও দিতে চাইল। বুড়ো আর সেই দু'জন যুবক আইমোজেনের কথা শুনে অবাক হল। তারা নিজেরা জঙ্গলের হরিণ আর অন্যান্য জানোয়ার মেরে খায়, তাদের মাংস দাম দিয়ে তাদের কিনতে হয় না। ফাইডেলের আরও যদি খেতে ইচ্ছে হয় তো খাক, তাতে ওরা খুশিই হবে। কমবয়সী পুরুষের ছদ্মবেশে আইমোজেনকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে আর তার কথাবার্তাও এত ভদ্র আর বিনীত যে তাকে যুবক দু'জনের খুব ভাল লাগল, মনে হল সে যেন তাদের খুব স্নেহের পাত্র।

আসলে ঐ দুই যুবক হল রাজা সিম্‌বেলিনের দুই হারানো ছেলে গিভেরিয়াস আর আরভিরেগাস, ওরা সম্পর্কে আইমোজেনের দুই সহোদর ভাই। আর তাদের সঙ্গী বুড়ো লোকটি হল বিখ্যাত বীর বেলারিয়াস। একসময় যিনি ছিলেন রাজা সিম্‌বেলিনের সেনাপতি, মর্গান নাম নিয়ে তিনি ওয়েলসের জঙ্গলের এই গুহায় বহুদিন হল আছেন, বুনো জানোয়ার শিকার করে তাদের মাংস আগুনে সেঁকে খেয়ে তিনি নিজের আর তাঁর ছেলে দু'টির পেট ভরান।



আইমোজেন অসুস্থ বোধ করছিল, সেকথা শুনে গুহাবাসীরা তাকে বিশ্রাম করতে বলে নিজেরা শিকারে বেরোল। তখনই আইমোজেনের মনে পড়ল তার কাছে তো ওষুধের পুরিয়া আছে, খানিক আগে পিসানিও ঐ পুরিয়া তাকে দিয়ে বলেছে ঐ পুরিয়ার ওষুধ খেলে যেকোন অসুখ ভাল হয়ে যাবে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবে পুরিয়া খুলে সবটুকু ওষুধ সে খেয়ে ফেলল। ওষুধ খাবার কিছুক্ষণ পরে তার দেহে ফুটে উঠল মৃত্যুর লক্ষণ। আরভিরেগাস আর গিভেরিয়াস শিকার ছেড়ে গুহায় যখন ফিরে এল তখন ফাইডেলবেশী আইমোজেনের দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। নিজের লোক মারা গেলে লোকে যেমন দুঃখ পায় তারাও ঠিক তেমনই দুঃখ পেল, চিৎকার করে তারা কাঁদতে লাগল।

*　　*　　*

আইমোজেন পালিয়েছে শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠল রানির আগের পক্ষের ছেলে ক্লোটেন, আইমোজেনকে খুঁজতে খুঁজতে সে এসে হাজির হল পসথুমাসের প্রাসাদে। পসথুমাসের ভৃত্য পিসানিও তখন প্রাসাদেই ছিল, তাকে দেখে ক্লোটেন জানতে চাইল, "আইমোজেন কোথায়?"

আইমোজেনকে নিয়ে জাহাজ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ আগে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে এটাই ধরে নিল পিসানিও, ফলাফলের কথা কিছু না ভেবে বলল, "উনি মিলফোর্ডের জঙ্গলে গেছেন।"

"কেন, সেখানে কি?" জানতে চাইল ক্লোটেন।

"তিনি সেখানে তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে গেছেন," জবাব দিল পিসানিও।

"পসথুমাসের একটা পোশাক আমায় এনে দাও," ক্লোটেন বলল, "সেই পোশাক পরে আমি যাব মিলফোর্ডের বনে। দূর থেকে ঐ পোশাকে আমাকে দেখলে আইমোজেন নিজে এসে হাজির হবে।"

পিসানিও কোনও প্রতিবাদ না করে তার মনিব পসথুমাসের একটা পোশাক এনে ক্লোটেনকে দিল। সেই পোশাক গায়ে চাপিয়ে ক্লোটেন তখনই রওনা হল মিলফোর্ডের জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলে পৌঁছে ক্লোটেন পসথুমাস বা আইমোজেন দু'জনের কাউকে দেখতে পেল না। ওদিকে বেলারিয়াসের দুই পালিত পুত্র গিভেরিয়াস আর আরভিরেগাস তখন শিকারে বেরিয়েছে। বনের ভেতরে অচেনা এক মানুষকে দেখে কৌতূহলী হয়ে তারা এগিয়ে এল।



ক্লোটেন বরাবরই অভদ্র আর অহংকারী, তার মা রাজা সিম্‌বেলিনের রানি বলে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

"অ্যাই, তোরা কে?" শিকারী দু'ভাইকে দেখে ধমকে উঠল ক্লোটেন, "কি নাম তোদের?"

"আমাদের নাম গিভেরিয়াস আর আরভিরেগাস," বিনীতভাবে জবাব দিল গিভেরিয়াস।

"জানিস, আমি রানির ছেলে?" আবার ধমকে উঠল ক্লোটেন, "এত সাহস তোদের যে ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন না করেই আমার সঙ্গে কথা বলছিস? তোরা দু'জনেই দেখছি বড্ড অসভ্য আর জংলি।"

দূর থেকে ক্লোটেনের সঙ্গে পালিত পুত্রদের কথা বলতে দেখে বেলারিয়াস নিজেও কৌতূহলী হয়ে ছুটে এসেছেন। "আমি রানির ছেলে," ক্লোটেনের বলা এই কথাগুলো তাঁর কানে গেল। বেলারিয়াস ভাবলেন তিনি যে এই বনে লুকিয়ে আছেন সেকথা জানাজানি হয়ে গেছে বলে রাজা সিম্‌বেলিন তাঁকে ধরে আনার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন। ক্লোটেনকে তিনি রাজার সেনাপতি বলে ধরে নিলেন। লড়াই-এর জন্য তৈরি ছিলেন বেলারিয়াস, অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি ছুটে এলেন। সেই বনের ভেতরে ক্লোটেনের সঙ্গে তাঁর লড়াই বাঁধল। গিভেরিয়াস আর আরভিরেগাসও নিজেদের অস্ত্র নিয়ে এসে ক্লোটেনকে আক্রমণ করল। তিনজনের সঙ্গে একা যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে মারা গেল ক্লোটেন। তখন গিভেরিয়াস তার মাথাটা কেটে নিয়ে কাছেই এক নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অন্যদিকে আইমোজেন রানির দেওয়া যে বিষ খেয়েছিল তার ক্ষমতা ততক্ষণে কেটে গেছে, তাই তার জ্ঞান এবারে ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল সে। বাইরে এসেই আইমোজেন দেখল চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে আর সেই রক্তের মধ্যে পড়ে আছে এমন একটা মৃতদেহ যার মাথাটা কেটে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের পরণে যে তার স্বামী পসথুমাসের পোশাক, তা আইমোজেনের নজর এড়াল না। আইমোজেন ভাবল, ঐ মৃতদেহ তার স্বামী পসথুমাসের। পসথুমাস তার সঙ্গে ঠিকই জঙ্গলে দেখা করতে এসেছিল, তারপর কোনও গুপ্ত শত্রুর হতে নিহত হয়েছে, এটাই সে ধরে নিল। সেই মুণ্ডহীন মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে পসথুমাসের নাম ধরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল আইমোজেন।

ব্রিটেন আক্রমণ করতে রোমান সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস গল থেকে



রোমান সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঐ বনের ভেতর দিয়েই এগিয়ে আসছিলেন কান্নার আওয়াজ লক্ষ্য করে তিনি এসে দাঁড়ালেন আইমোজেনের কাছে। এদিকে দূর থেকে এত সৈন্য দেখে দুই পালিত পুত্র সমেত বেলারিয়াস গেলেন ঘাবড়ে, এত সৈন্য কাদের বুঝতে না পেরে তাঁরা লুকিয়ে পড়লেন। কান্নার আওয়াজ লক্ষ্য করে সেনাপতি লুসিয়াস এসে একটি মুণ্ডহীন মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছে একজন. পুরুষ। লুসিয়ান সেই পুরুষটির পরিচয় জানতে চাইলেন, সেইসঙ্গে জানতে চাইলেন মুণ্ডহীন মৃতদেহটি কার, ওটা জড়িয়ে ধরে সে এভাবে কাঁদছে কেন?

তাঁর প্রশ্নের জবাবে পুরুষবেশী আইমোজেন জানাল তার নাম ফাইডেল, ওটা তার মনিবের মৃতদেহ। তার মনিব এই বনের ভেতরে একদল ডাকাতের হাতে খুন হয়েছেন।

ফাইডেলকে তার মৃত মনিবের জন্য এভাবে কাঁদতে দেখে মুগ্ধ হলেন সেনাপতি লুসিয়াস, তিনি তাকে নিজের চাকর হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলেন। এরপরে ফাইডেলের অনুরোধে মুণ্ডহীন মৃতদেহটি সেই বনের ভেতরে মাটি খুঁড়ে কবর দিল সেনাপতি লুসিয়াসের সৈন্যরা। লুসিয়াসের প্রস্তাবে রাজি হয়ে ফাইডেলবেশী আইমোজেন তাঁর সঙ্গে চলল। না গিয়েই বা কি করবে? একা সেই বনের ভেতরে সে কি করবে? স্বামি যখন বেঁচে নেই তখন তার রোমে যাবারও আর দরকার নেই।

রোমান বাহিনী ব্রিটেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুই দেশের মধ্যে বাঁধল সাংঘাতিক যুদ্ধ। রাজা সিমবেলিন বসে রইলেন না। তিনিও লড়াই করার জন্য নিজের সৈন্যদের সাজালেন রাণির ছেলে ক্লোটেন দুর্জন আর অসৎ হলেও যুদ্ধবিদ্যাটা সে ভালই আয়ত্ত করেছিল। তার বাহুবলের ওপর রাজা সিমবেলিনের যথেষ্ট ভরসা ছিল। এমন সংকটের সময় সে এভাবে উধাও হয়ে যেতে রাজা সিমবেলিন কি করবেন ভেবে পেলেন না।

কিন্তু ক্লোটেনের অভাব পূরণ করল রাজা সিমবেলিনেরই দুই পালিত পুত্র গিভেরিয়াস আর আরভিরেগাস। তারা যে রাজা সিমবেলিনেরই ছেলে না জেনেও সাধারণ সৈনিক হিসেবে তারা এসে রাজা সিমবেলিনের সৈন্যদলে যোগ দিল। পালকপিতা বেলারিয়াসের নির্দেশেই তারা রাজার সৈন্যদলে যোগ দিল। শত্রুসৈন্য যখন দেশ আক্রমণ করেছে তখন নিজের স্বার্থ আর ক্ষয়ক্ষতির কথা মনে ঠাঁই না দিয়ে সবারই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া কর্তব্য—একথা বেলারিয়াসই তাদের বুঝিয়েছিলেন।



সেনাপতি লুসিয়াসের সৈন্যদের মধ্যে আছে পসথুমাস আর আয়াকিমো, ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তারাও যে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে তা কেউ জানে না। কিন্তু পসথুমাসের মনের যথেষ্ট পরিবর্তন এর মধ্যে ঘটেছে। আইমোজেনকে তার নির্দেশ মেনে পিসানিও হত্যা করেছে এখবর সে পেয়েছে। সেই থেকে প্রচণ্ড অনুতাপের দহনে জ্বলেপুড়ে মরছে সে। আইমোজেনকে এভাবে হত্যা করে সে খুবই অন্যায় করেছে তা এতদিনে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে পসথুমাস। সে ঠিক করল ব্রিটেনের হয়ে রোমান সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দেবে। একরাতে তাই সবার চোখ এড়িয়ে গরীব চাষী সেজে পথথুমাস ব্রিটিশ সৈন্য শিবিরে গিয়ে তাদের দলে যোগ দিল।

পরদিন সকালে শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। কিছুক্ষণ লড়াই-এর পরে রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দি হলেন রাজা সিমবেলিন। কিন্তু খানিক বাদে বেলারিয়াস—গিভেরিয়াস, আরভিরেগাস আর চাষীর বেশে পসথুমাস—এই চার সৈনিক শত্রুসৈন্যের হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করল। এই চার সৈনিকের প্রাণপণ লড়াই-এর ফলে যুদ্ধের চাকা গেল ঘুরে, শেষপর্যন্ত রোমান সৈন্যরা হেরে গেল। তাদের সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস বন্দি হলেন। তাঁর সঙ্গে বন্দি হল তাঁর চাকর ফাইডেল, আর আয়াকিমো।

বন্দি হবার পরে রোমান সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস রাজা সিমবেলিনের কাছে তাঁর ভৃত্য ফাইডেলের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। সেই মুহূর্তে ফাইডেলের দিকে রাজা সিমবেলিনের নজর পড়ল, ফাইডেলের মুখের সঙ্গে তাঁর নিজের মেয়ে আইমোজেনের মুখের অদ্ভুত মিল আছে দেখে তার ওপর রাজার মায়া পড়ে গেল। ফাইডেলকে তিনি মুক্তি দিলেন, সেইসঙ্গে জানতে চাইলেন তার কোনও প্রার্থনা আছে কিনা, থাকলে তিনি সাধ্যমত তা পূরণ করবেন।

"বলো, ফাইডেল", রাজা সিমবেলিন বললেন, "তোমার কোনও প্রার্থনা থাকলে কোনও সংকোচ না করে তা বলতে পার।"

বন্দি রোমান সৈনিকদের মধ্যে ছিল আয়াকিমো, ইশারায় তাকে দেখিয়ে ফাইডেল বলল, "মহারাজ ঐ রোমান যুবককে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। পসথুমাস লিওনেটাস সম্পর্কে ও যা যা জানে সব আমায় খুলে বলার আদেশ দয়া করে আপনি ওকে দিন। সত্যি কথা না বললে অত্যাচার করে সত্যিসত্যি যা ঘটেছে তা ওকে বলতে বাধ্য করুন।"

"শুনলে ত এর কথা?" রাজা সিমবেলিন তাকালেন বন্দি আয়াকিমোর



দিকে, "ভালো চাও ত এর প্রশ্নের উত্তর দাও। নয়ত তোমার ওপর অত্যাচার করতে আমার সৈন্যরা বাধ্য হবে।"

অত্যাচার করা হবে শুনে ভয় পেয়ে আয়াকিমো রাজা সিমবেলিনের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করল, আইমোজেনর বিশ্বাস অর্জন করে কিভাবে বাক্সের ভেতরে ঢুকে হাজির হয়েছিল তার শোবার ঘরে রাতের বেলা ঘুমন্ত আইমোজেনের হাত থেকে কিভাবে তার স্বামির পরিয়ে দেওয়া বালা খুলে নিয়েছিল—সব সে খুলে বলল। চাষীর ছদ্মবেষে পসথুমাস নিজে সেখানে উপস্থিত ছিল। আয়াকিমোর মুখ থেকে সব শুনে দুঃখে আর অনুতাপে সে এমন বিচলিত হয়ে পড়ল যে নিজের পরিচয় আর গোপন রাখতে পারল না। নিজের স্ত্রী আইমোজেনের নাম করে পসথুমাস হায় হায় করতে লাগল। সেইসঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগল। চাষীর বেশে এই যোদ্ধাই পথথুমাস জেনে খুশি হলেন রাজা সিমবেলিন। যুদ্ধ জয় আর নিজের মুক্তির জন্য এর বীরত্বের কাছে তিনি ঋণী। কিন্তু একে পুরস্কার দিতে হলে এর হাতে আইমোজেনকে তুলে দেয়া দরকার। কিন্তু কোথায় গেল তাঁর মেয়ে আইমোজেন? ওদিকে চাষার বেশে এই যোদ্ধাই তার স্বামী পসথুমাস জানতে পেরে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল আইমোজেন। একইসঙ্গে নিজের চোখে বনের ভেতরে দেখা সেই মুণ্ডহীন মৃতদেহের কথা তার মনে পড়ল—যার পরনে ছিল তার স্বামী পসথুমাসের পোষাক। সেকথা খুলে বলল আইমোজেন জানতে চাইল, বনের ভেতরে সেই মুণ্ডহীন মৃতদেহ তবে কার?

সে মৃতদেহ রানির ছেলে ক্লোটেনের—উত্তর দিল বেলারিয়াসের পালিত ছেলে গিভেরিয়াস। ক্লোটেন মারা যাবার পরে সে নিজেই তার মাথা কেটে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল নদীর জলে। কি? রানির ছেলে ক্লোটনের মৃতদেহ? গিভেরিয়াসের জবাব শুনে রেগে গেলেন রাজা সিমবেলিন, জানতে চাইলেন কে বধ করেছে ক্লোটেনকে?

"আমি বধ করেছি", বুক ফুলিয়ে জবাব দিল গিভেরিয়াস।

"তুমি বধ করেছো ক্লোটেনকে?" রাজা সিমবেলিন দুচোখ পাকিয়ে তাকালেন গিভেরিয়াসের দিকে, গলা চড়িয়ে বললেন, "আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারব না?"

"কিন্তু মহারাজ," বেলারিয়াস এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন, 'রানির ছেলেকে যে বধ করেছে সে যদি আপনার নিজের ছেলে হয় তাহলেও তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না?"



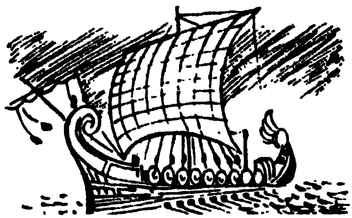
"নিজের ছেলে? তার মানে আমার ছেলে?" অবাক হলেন রাজা সিমবেলিন, "কি বলতে চাইছেন আপনি? আপনিই বা কে?"

বেলারিয়াস এবারে নিজের পরিচয় দিলেন, সেইসঙ্গে তাঁর দুই পালিত পুত্র গিভেরিয়াস ও আরভিরেগাস যে রাজার দুই হারিয়ে যাওয়া ছেলে তা বললেন। বেলারিয়াসের মুখ থেকে সব শুনে আনন্দে অধীর হলেন রাজা সিমবেলিন। আনন্দের আবেগে বেলারিয়াসকে তিনি ক্ষমা করলেন, তাঁর যেসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন সেসবও ফিরিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে তাঁকে আবার নিজের প্রধান সেনাপতির কাজে নতুন করে বহাল করলেন। এরপরে রাজা পসথুমাসকে কাছে টেনে নিলেন। আইমোজেনের হাত তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এবারে খুশি মনে তিনি তার হাতে নিজে মেয়েকে সঁপে দিচ্ছেন।

"তোমার দুই ভাই ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল।" আইমোজেনের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, "এতদিন বাদে আবার তাদের ফিরে পেয়েছি। তাই আমার রাজ্য আর তোমার পাওয়া হবে না।"

"চাই না আপনার রাজ্য", রাজাকে হেসে জবাব দিল আইমোজেন "রাজ্যের বদলে দুই ভাইকে ফিরে পেয়েছি, তাদের স্নেহ-ভালবাসা আমার কাছে রাজ্য পাওয়ার সমান। ফাইডেল সেজে যেদিন বনের ভেতরে ভাইদের গুহায় আশ্রয় পেয়েছিলাম, সেদিনই ওদের স্নেহ-ভালবাসা আমি পেয়েছি।"

সবাইকে হারিয়ে আবার ফিরে পাবার আনন্দে রাজা সিমবেলিন রোমান বন্দিদের সবাইকে মুক্তি দিলেন। সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াসের উদ্যোগে রোমের সঙ্গে ব্রিটেনের সন্ধি হল। এর মধ্যে রাজা সিমবেলিন খবর পেলেন, তাঁর রানি হঠাৎই মারা গেছেন।



পেরিক্লিস, দ্য প্রিন্স অফ টায়ার

চারপাশে সারি সারি সারি পাহাড়, তার মাঝখানে ছোট্ট একটি রাজ্য অ্যান্টিওক। রাজ্যের রাজার নাম অ্যান্টিওকাস। রাজা অ্যান্টিওকাস তাঁর রূপবতী মেয়ের বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। আসাধারণ রূপবতী সেই মেয়েকে বিয়ে করতে দূর দূরে দেশ থেকে রাজা আর রাজপুত্রেরা এসে হাজির হলেন। এসে তাঁরা শোনেন এক অদ্ভুত শর্তের কথা—রাজকন্যার ধাঁধার সঠিক জবাব যিনি দিতে পারবেন রাজকন্যা তাঁকেই বিয়ে করবেন, কিন্তু ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পারলে হবে প্রাণদণ্ড। রাজকন্যাকে বিয়ে করতে কত রাজা আর রাজপুত্র যে এপর্যন্ত এসেছেন তার হিসেব নেই, কিন্তু ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পারার ফলে তাঁদের সবাইকেই প্রাণ দিতে হয়েছে।

রাজ্য অ্যান্টিওকাসের সেই রূপলাবণ্যবতী মেয়েকে বিয়ে করতে এবার এলেন টায়ারের রাজা পেরিক্লিস। রাজকন্যার ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পারলে প্রাণ যাবে—একথা রাজা অ্যান্টিওকাস নিজে খুলে বললেন তাঁকে। মরতে ভয় পান না পেরিক্লিস, তাই সেই ভয়ানক শর্তের কথা শুনেও তিনি রাজকন্যার মুখোমুখি হতে রাজী হলেন। এরপরে আর কিছু বলার থাকে না তাই অন্দরমহলের প্রহরীরা রাজকন্যাকে এনে হাজির করল তাঁর সামনে। রাজকন্যার অসামান্য রূপ লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন পেরিক্লিস। রক্তমাংস দিয়ে তৈরি মেয়েমানুষ এত সুন্দরী হয় তা তাঁর জানা ছিল না, এমন রূপলাবণ্যবতী যুবতী আগে কখনও দেখেননি তিনি।

"মহারাজ", রাজকন্যার সহচরীদের একজন বলল, "এবার আমাদের রাজকন্যা একটি ধাঁধা বলবেন, তার সঠিক জবাব দিতে হবে আপনাকে। জবাব সঠিক না হলে ফল কি হবে তা আশা করি জানেন। প্রহরীরা আপনাকে নিয়ে

যাবে বধ্যভূমিতে; সেখানে ঘাতক তলোয়ারের একটি কোপে আপনার মাথাটি নামিয়ে দেবে ধড় থেকে। বলুন, ধাঁধাটি শোনার জন্য আপনি তৈরি আছেন?"

"একই শর্ত বারবার শুনিয়ে কি লাভ তা ত বুঝতে পারছি না।" পেরিক্লিস বললেন, "তৈরি হয়েই আমি এসেছি, এবার তোমাদের রাজকন্যাকে তাঁর ধাঁধাটি বলতে বলো।"

এবারে রাজকন্যা সেই ধাঁধাটি বললেন। ধাঁধাটি শুনে বুদ্ধিমান পেরিক্লিস মাথা খাটিয়ে তার অর্থ বের করে ফেললেন। কিন্তু সে অর্থ এত নোংরা যে কথায় তা ব্যাখ্যা করা যায় না—রাজা অ্যান্টিওকাস তাঁর রূপবতী মেয়ের সঙ্গে গোপনে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এটাই ধাঁধার সঠিক জবাব। অসামান্য রূপলাবণ্যবতী সেই রাজকন্যা যে আসলে এক কলঙ্কিনী ব্যভিচারী তা বুঝতে পেরিক্লিসের বাকি রইল না।

পেরিক্লিস ধাঁধার সঠিক অর্থ বুঝতে পেরেছেন টের পেয়ে ভয় পেলেন রাজা অ্যান্টিওকাস। তাঁদের বাপ-বেটির কুকর্মের কথা জানার পরে পেরিক্লিস রাজকন্যাকে বিয়ে করবেন না, উল্টে তাঁর চরিত্রহীনতার কথা রটিয়ে দেবেন চারদিকে—এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হলেন। তার আগেই তিনি পেরিক্লিসকে বধ করবেন স্থির করলেন। অ্যান্টিওকাস যে তাঁকে বাঁচতে দেবেন না—ধাঁধার সঠিক অর্থ বের করার পরেই তা-বুঝতে পেরেছিলেন পেরিক্লিস। তাই অ্যান্টিওকাস টের পাবার আগেই তিনি অ্যান্টিওক ছেড়ে তাঁর নিজের রাজ্য টায়ারে পালিয়ে এলেন। পেরিক্লিস পালিয়ে গেছেন জেনে রেগে আগুন হলেন, রাজা অ্যান্টিওকাস, পেরিক্লিস রটিয়ে দেবার আগেই তিনি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন। সভাসদ থেলিয়ার্ডকে ডেকে অ্যান্টিওকাস বললেন, "যত শীগগির পারেন টায়ারে চলে যান। সেখানে পৌঁছে পেরিক্লিসকে সবার নজর এড়িয়ে বিষপ্রয়োগে হত্যা করুন। কাজটা ঠিক ঠিক মত করে আসতে না পারলে আপনি নিজেও প্রাণে বাঁচবেন না, দেশে ফিরে এলেই আপনার গর্দান যাবে!"

ওদিকে রাজা অ্যান্টিওকাসের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে টায়ারে ফিরে এসেও এতটুকু শান্তি নেই রাজা পেরিক্লিসের মনে। টায়ারের চেয়ে অ্যান্টিওক রাজ্যটি অনেক বেশি শক্তিশালী। সেখানকার রাজা অ্যান্টিওকাস ইচ্ছে করলেই বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন। তেমন কিছু সত্যিই ঘটলে টায়ার আর তাঁর বাসিন্দাদের তিনি রক্ষা করতে পারবেন না তা জানেন পেরিক্লিস। কারণ অ্যান্টিওকাসের আক্রমণ ঠেকানোর মত সৈন্যবল তাঁর নেই। প্রবীণ অমাত্য হেলিকেনাসকে ডেকে পেরিক্লিস বললেন, "এক্ষুণি বন্দরে



সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করুন, কোনও যুদ্ধ জাহাজের মাস্তুল দূর থেকে দেখতে পেলেই আমায় খবর দেবেন। আর হ্যাঁ, সেনাপতিকে একবার এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দিন!" রাজার আদেশ শুনে চমকে উঠলেন হেলিকেনাস, কোনও কারণে যুদ্ধের আশংকা রাজার মনে দানা বেঁধেছে তিনি বুঝতে পারলেন। ব্যাপার কি জানার কৌতূহল জাগল হেলিকেনাসের মনে, তিনি রাজার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাঁর মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন।

"কি হল, আমায় কথা কি আপনার কানে গেল না?" উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন পেরিক্লিস, "সেনাপতিকে এখনই এখানে ডেকে আনতে বললাম, তা না করে আপনি আমায় মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখেছেন?"

"মহারাজ, আমি আপনার অমাত্য", হেলিকেনাস বললেন, "রাজকার্য পরিচালনার কাজে আপনাকে সাধ্যমত সাহায্য করাই আমার কাজ। অ্যান্টিওক থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আপনি যে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কাটাচ্ছেন আপনি নিজে না বললেও তা কিন্তু আমার চোখে ধরা পড়েছে। বেশ বুঝতে পারছি কোনও কারণে আপনি ভয় পেয়েছেন। আতংকে দিনরাত তটস্থ হয়ে আছেন। আবার বলছি মহারাজ, আমি আপনার অমাত্য, যদি বিশ্বাস করে আমায় সব কথা খুলে বলেন তাহলে আমি মাথা খাটিয়ে আপনাকে সংকটমুক্ত করার চেষ্টা করতে পারি।"

হেলিকেন্যাসের কথায় রাজা ভরসা পেলেন, অ্যান্টিওকে যা যা ঘটেছে সব তাঁকে খুলে বললেন। পেরিক্লিস বললেন, "নিজের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যভিচারের কথা আমি চারপাশে রটিয়ে দেব এমন একটা ধারণা দানা বেঁধেছে অ্যান্টিওকাসের মনে! আমি যতদূর জানি উনি চুপ করে বসে থাকবার লোক নন, কোনও না কোনওভাবে টায়ারের ওপর ঠিকই আঘাত হানবেন। এসব কথা ভেবেই আমি ভয় পাচ্ছি হেলিকেনাস। আপনিই বলুন এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত।"

"আমার মতে আপনার এই ভয়ের কারণ খুবই সঙ্গত, মহারাজ।" হেলিকেনাস বললেন, 'টায়ার আক্রমণ করতে না এলেও অ্যান্টিওকাস আপনার জীবননাশ করতে অন্তত একবার চেষ্টা ঠিকই করবেন। এক্ষেত্রে যদি আমার বুদ্ধি নেন তাহলে বলব, আপনি কিছুদিনের জন্য এরাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিন। আপনি টায়ার ছেড়ে চলে গেছেন জানলে আপনার ওপর অ্যান্টিওকাসের যে রাগ জমে আছে তা পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া



আপনার অনুপস্থিতিতে ওঁর মত দাম্ভিক অত্যাচারী ব্যভিচারী রাজার মৃত্যুটাও অস্বাভাবিক নয়। কোনও যোগ্য লোকের হাতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে আপনি কিছুদিনের জন্য টায়ার ছেড়ে চলে যান। কথা দিচ্ছি দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে টায়ার-এর স্বাধীনতা রক্ষা করব।"

"বেশ", পেরিক্লিস বললেন, "আপনি যে বুদ্ধি দিলেন আমি সেইমত টায়ার ছেড়ে কিছুদিনের জন্য চলে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনার সব দায়িত্ব আমি আপনার হাতেই সঁপে দিলাম। যেখানেই যাই, আমি নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।"

হেলিকেনাসকে টায়ার-এর শাসকের পদে বসিয়ে রাজা পেরিক্লিস কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর, প্রচুর খাবার-দাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিসিষপত্র নিয়ে জাহাজে চড়ে অজানার পথে পাড়ি দিলেন। পরদিন নতুন দায়িত্ব নিয়ে রাজসভায় এলেন হেলিকেনাস, অন্যান্য অমাত্য আর সভাসদদের উদ্দেশে বললেন, "কোনও বিশেষ কারণে আমাদের রাজা পেরিক্লিস নিজের অজান্তে অ্যান্টিওকের রাজা অ্যান্টিওকাসের প্রতি কিছু অন্যায় আচরণ করে ফেলেছেন। না জেনে এমন গুরুতর অন্যায় করার জন্য রাজা পেরিক্লিস নিজে অনুতাপের জ্বালায় জ্বলছেন, এই অন্যায়ের শাস্তি নিজেই মাথা পেতে নিতে তিনি জাহাজের খালাসি হয়ে সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। বুঝতেই পারছেন এই অবস্থায় তাঁর জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। সহযোগী বন্ধুরা! আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ রাজার অন্যায় আচরণ বা তাঁর অনুতাপের কারণ জানতে চেয়ে আপনারা আমায় কোনও প্রশ্ন করবেন না। রওনা হবার আগে রাজা তাঁর অনুপস্থিতিতে আমারই হাতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর হাতে সময় ছিল না, তাই এ সম্পর্কে আপনাদের সবাইকে আলাদাভাবে কিছুই তিনি বলে যেতে পারেননি।"

হেলিকেনাস যখন এসব বলছেন ঠিক সেইসময় বিষপ্রয়োগ করে পেরিক্লিসকে হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে হাজির হলেন রাজা অ্যান্টিওকাসের প্রবীণ মন্ত্রী থেলিয়ার্ড। পেরিক্লিস রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন শুনে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অ্যান্টিওকে ফিরে গিয়ে পেরিক্লিসের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা বললে তাঁর প্রভু রাজা অ্যান্টিওকাস নিশ্চয়ই তাঁর গর্দান নেবেন না—একথা ভেবে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

"আমি এসেছি অ্যান্টিওক থেকে", এগিয়ে এসে সভাসদদের অভিবাদন

জানিয়ে বললেন থেলিয়ার্ড, "রাজা অ্যান্টিওকাসের দূত হিসেবে আমি রাজা পেরিক্লিসের জন্য এক বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে শুনছি পেরিক্লিস নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন, ফিরে গিয়ে আমার প্রভুকে একথাই জানাব।"

"রাজার জন্য যে বিশেষ বার্তা আপনি এনেছেন তা জানার কোনও কৌতূহল আমাদের নেই।" হেলিকেনাস বললেন, "তবে আপনি আমাদের সম্মানিত.অতিথি, তাই আজকের দিনটা আমাদের অতিথি হলে আমরা সবাই বাধিত হব।"

তাঁর কথা রাখতে থেলিয়ার্ড রাতটুকু অতিথি হিসেবে টায়ারের অতিথি ভবনে কাটালেন, পরদিন সকালেই তিনি ফিরে গেলেন অ্যান্টিওকে।

টায়ারের অন্তর্গত থার্সাস নগরী একসময় এতই সমৃদ্ধশালী ছিল যে সেখানে কখনও খাদ্যাভাব ঘটেনি, সেখানকার বাসিন্দা যারা তাদের দিন সুখে স্বচ্ছন্দেই কেটেছে। নাগরিকদের প্রয়োজন মেটানোর পরে থার্সাসের মাটিতে উৎপন্ন ফসল রপ্তানী করা হত আশপাশের অনেক নগরে। কিন্তু এর কিছুদিন পরে থার্সাসে দেখা দিল অনাবৃষ্টি। চাষের সময় বৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষেতে ফসল ফলল না, তার ফলে দেখা দিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। খাবার জোগাড় করতে থার্সাসের মানুষ এবারে ঘরবাড়ি গোরুভেড়া বিক্রি করতে শুরু করল। কিন্তু এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়! নগরীর মানুষের দুঃখদুর্দশা চরমে উঠল। শেষকালে অবস্থা এমন দাঁড়াল যখন ভিক্ষে দেবার মত লোকও রইল না থার্সাসে। খিদের তাড়নায় লোকে অখাদ্য কুখাদ্য খেতে শুরু করল। আর তার ফলে দেখা দিল মহামারী, শহরের মানুষ বিনা চিকিৎসায় কুকুর বেড়ালের মত মরতে লাগল।

থার্সাস আর তার মানুষদের এই নিদারুণ দুর্দশা দেখে সেখানকার শাসক ক্লিওন জীবনের ওপর হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কিভাবে এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবেন অনেক ভেবেও তার হদিশ পাচ্ছিলেন না।

থার্সাসের এই চরম দুঃসময়ে অল্প কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে জাহাজে চেপে রাজা পেরিক্লিস সেখানে এসে হাজির হলেন, রাজা ক্লিওনের সভায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "মহারাজ, থার্সাসের দুর্ভিক্ষের খবর আমি আগেই পেয়েছি, সেই কারণেই আমি তাদের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য জাহাজে করে নিয়ে এসেছি। এর ফলে তাদের খাদ্যাভাব কিছুদিনের জন্য মিটবে। তবে মহারাজ এর বিনিময়ে আপনার কাছে আমারও কিছু চাইবার আছে।"



"খেতে না পেয়ে আমার প্রজারা যখন কুকুর বেড়ালের মত মরছে তখন আপনি তাদের জন্য জাহাজভর্তি খাদ্য নিয়ে এসেছেন", রাজা ক্লিওন বললেন, "এর বিনিময়ে যদি আপনার জন্য আমার কিছু করার থাকে তাহলে আমি তা করতে ত্রুটি করব না। আপনি কি চান, নিঃসঙ্কোচে বলুন।

"তেমন কিছু নয়, মহারাজ" রাজা পেরিক্লিস বললেন, "আমার এই ক'জন অনুচরকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য আপনার রাজ্যে থাকতে চাই।"

"শুধু এইটুকু?" হাসলেন রাজা ক্লিওন, "আপনি আপনার অনুচরদের নিয়ে আমার রাজ্যে যতদিন ইচ্ছা কাটিয়ে যান, তাতে আমরা সবাই খুশি হব। তাছাড়াও, আপনাকে যে কোনরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি।"

থার্সাসের রাজা ক্লিওনের প্রাসাদে কিছুদিন কাটালেন পেরিক্লিস, অবশ্যই অমাত্য হেলিকেনাসের সঙ্গে তিনি চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। টায়ার রাজ্যের সবরকম খবর হেলিকেনাসও চিঠি লিখে তাঁকে জানাতেন। হেলিকেনাসের লেখা একটি চিঠি পড়ে পেরিক্লিস জানতে পারলেন, বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করতে রাজা অ্যান্টিওকাস তাঁর মন্ত্রী থেলিয়ার্ডকে কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিলেন টায়ারে। তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন শুনে থেলিয়ার্ড ফিরে গেছেন অ্যান্টিওকে। খবরটা ভাবিয়ে তুলল পেরিক্লিসকে, তিনি এখানে আছেন জানতে পারলে অ্যান্টিওকাস তাঁকে হত্যা করার জন্য আবার গুপ্তঘাতক পাঠাবেন আঁচ করলেন পেরিক্লিস, তাই রাজা ক্লিওনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরদিনই তিনি জাহাজে চেপে আবার পাড়ি দিলেন অজানার উজানে।

থার্সাস থেকে রওনা হবার প্রথম দুটো দিন স্বাভাবিকভাবেই কাটল। কিন্তু তৃতীয় দিন দুপুরবেলা ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, খানিক বাদে শুরু হল তুমুল ঝড়বৃষ্টি। হাওয়ার দাপটে সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উত্তাল হয়ে উঠল। সেই ঝড়ের তাণ্ডবে জাহাজের মাস্তুল ভেঙে পড়ল। পাহাড়ের মত উঁচু একেকটা ঢেউ সেই মাস্তুলভাঙা জাহাজটাকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেলতে লাগল। একটানা অনেকক্ষণ অশান্ত সাগরের সঙ্গে পাল্লা দেবার পরে একসময় জাহাজটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভাঙা জাহাজের একটা বড় টুকরো আঁকড়ে ধরে রাজা পেরিক্লিস উত্তাল সমুদ্রে অসহায়ভাবে ভাসতে লাগলেন। অনেকক্ষণ এভাবে কাটাবার পরে অশান্ত ঢেউ তাঁকে আছড়ে ফেলল কূলে। দুপুর থেকে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে সারারাত একটানা লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিলেন পেরিক্লিস, কূলে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারালেন। তাঁর জ্ঞান যখন এল তখন ঝড়বৃষ্টি গেছে থেমে, রাতের আঁধার কেটে গিয়ে আকাশে ফুটছে ভোরের আলো। ভাঙা জাহাজের সঙ্গে তাঁর অনুচররাও নিশ্চয়ই গেছে তলিয়ে, ঢেউ-এর তাণ্ডবে কোথায় এসে পড়েছেন তা এখনও তিনি জানেন না। কিন্তু এভাবে হাত-পা ছড়িয়ে জলের ধারে পড়ে থাকা যায় না। এছাড়া তাঁর বেশ. খিদে পেয়েছে, তেষ্টায় গলাও শুকিয়ে কাঠ। তাই সব ক্লান্তি ভুলে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পেরিক্লিস। বাঁচতে হবে একথা মাথায় রেখেই তিনি এগিয়ে চললেন। একপাশে সমুদ্র আরেক পাশে পাহাড়ী জঙ্গলকে রেখে দৃঢ় পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন পেরিক্লিস। বেলা যত বাড়ছে সূর্যের তেজও ততই বেড়ে চলেছে। একটানা হেঁটেও লোকালয়ের হদিশ পেলেন না পেরিক্লিস। সূর্য মাথার ওপরে উঠে আসার কিছুক্ষণ পরে একদল জেলের দেখা পেলেন পেরিক্লিস। ঝড়বৃষ্টি থেমে যাবার পরে জেলেরা মাছ ধরতে রওনা হয়েছিল, বড় বড় জাল আর মাছ নিয়ে এখন ঘরে ফিরছে তারা। ভেজা জামাকাপড় পরা পেরিক্লিসকে পথের মাঝে দেখে তারা থমকে দাঁড়াল, জানতে চাইল তাঁর পরিচয়। ইচ্ছে করেই নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখলেন পেরিক্লিস। বললেন। তিনি এক বণিক। সমুদ্রে জাহাজডুবির ফলে সবকিছু হারিয়ে এসে পড়েছেন নাম না জানা এই নির্জন দ্বীপে। তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে জেলেরা সহানুভূতি জানাল। নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য তারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চলল। যেতে যেতে পেরিক্লিস ঐ জেলেদের মুখ থেকে শুনলেন এই শহরের নাম পেন্টাপোলিস, শহরটি গ্রিসের অধীন। পেন্টাপোলিসের রাজার নাম সাইমোনাইডিস, সুশাসন আর বিচক্ষণতার জন্য প্রজারা তাঁকে মহান সাইমোনাইডিস নামে সম্বোধন করে তাঁর মেয়ে থাইসা দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনই অশেষ গুণবতী।

জেলেদের কথাবার্তা থেকে পেরিক্লিস জানতে পারলেন, পরদিন রাজকন্যা থাইসার জন্মদিন, সেই উপলক্ষে রাজা উৎসবের আয়োজন করেছেন। রাজা, রাজপুত্র আর নাইটেরা আসবেন দূরের নানা দেশ থেকে। তাঁদের মধ্যে অস্ত্রবিদ্যার কৌশল যাঁরা দেখাবেন তাঁরা রাজকন্যার কাছ থেকে পুরস্কার পাবেন। শুনে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পেরিক্লিস, এই চরম ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটলে তিনিও রাজকন্যার জন্মদিনের উৎসবে নিমন্ত্রিত হতেন, বারবার একথাই তাঁর মনে হতে লাগল।

খানিক বাদে জেলেদের একজন তার জালের ভেতর থেকে একটা জংধরা



লোহার মজবুত বর্ম বের করল, সঙ্গিদের সেটা দেখিয়ে বলল সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ওটা তার জালে উঠে এসেছে। জিনিসটা চোখে পড়তে চমকে উঠলেন পেরিক্লিস, ভালভাবে নেড়েচেড়ে দেখে মনে মনে বললেন, 'এটা আমার বাবার ব্যবহার করা বর্ম, মারা যাবার আগে এটা আমার হাতে দিয়ে বাবা বলেছিলেন, বাবা পেরিক্লিস, মারা যাবার আগে এই বর্ম তোমার দিয়ে গেলাম। এই বর্ম বহুবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তুমি সবসময় এই বর্ম পরবে তাহলে আমার মত এটা তোমার প্রাণও একাধিকবার বাঁচাবে। বাবার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী এই বর্ম আমি সবসময় ব্যবহার করতাম। কিন্তু বিক্ষুব্ধ সমুদ্র এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। এখন দেখছি সমুদ্র আবার এটা আমায় ফিরিয়ে দিল।' বলে যে জেলের জালে ঐ বর্ম উঠে এসেছে তার কাছে পেরিক্লিস সেটা ভিক্ষে চাইলেন। জেলেকে তিনি বললেন, "ভাই, সমুদ্র যখন বর্মটা ফিরিয়ে দিল, তখন তুমি এটা আমায় ভিক্ষে দাও। একসময় এটা কোনও এক রাজার ছিল। তাই এটা পরে থাকলে আমায় সম্ভ্রান্ত বলে মনে হবে। তোমরা আমায় রাজপ্রাসাদে যাবার পথটা দয়া করে দেখিয়ে দাও। কথা দিচ্ছি। সৌভাগ্য এলে তোমাদের আজকের এই দানের উপযুক্ত প্রতিদান আমি ঠিকই দেব।"

"রাজবাড়িতে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা হবে তুমি কি তাতে যোগ দেবে ঠিক করেছো?" জানতে চাইল সেই জেলে।

"ঠিকই ধরেছো," সায় দিয়ে বললেন পেরিক্লিস, "অস্ত্রবিদ্যায় আমি আমায় পারদর্শিতা ওখানে দেখাব।"

"শোনো বন্ধু," জেলে বলল, "সমুদ্রের অতল থেকে এই বর্ম আমরাই উদ্ধার করে এনেছি। এর সাহায্যে যদি তোমার কপাল ফেরে তাহলে আমাদের যেন ভুলো না।"

"বিশ্বাস করো", বললেন পেরিক্লিস, "আবার বলছি, তেমন দিন জীবনে এলে তোমাদের কথা কখনোই ভুলব না, এর প্রতিদান তোমরা নিশ্চয়ই পাবে। তবে শুধু বর্ম হলেও হবে না, রাজপ্রাসাদের অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য একটা তেজী ঘোড়াও যে আমার দরকার।"

"সেজন্য চিন্তা কোর না, জেলেরা আশ্বাস দিয়ে বলল, "একটা তেজী ঘোড়া আর রাজবাড়ির অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার উপযোগী পোষাক আমরা তোমায় জোগাড় করে দেব। তুমি এবারে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য তৈরি হও!"



"তোমাদের ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই, ভাই", পেরিক্লিস জেলেদের বললেন, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

জেলেদের দেওয়া পোষাকের ওপরে তাঁর পরলোকগত পিতার মরচে ধরা লোহার বর্ম পরলেন পেরিক্লিস, এরপরে জেলেদেরই জোগাড় করা এক তেজী ঘোড়ায় চেপে তিনি যথাসময় এসে হাজির হলেন পেন্টাপোলিসের রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে। রাজার একমাত্র মেয়ে থাইসার জন্মদিন উপলক্ষে ঘটা করে রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণ সাহাজানো হয়েছে। রাজকন্যার জন্মদিনে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে তাতে যোগ দিতে দেশ-বিদেশের অনেক রাজা, রাজপুত্র আর নাইটেরা এসেছেন। প্রাঙ্গণের একদিকে তাঁরা বসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে সহিসরা তাঁদের ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র সামলাচ্ছে। এত সব ব্যবস্থা আর জোগাড়যন্ত্র দেখে পেরিক্লিস মনে ভরসা আর প্রেরণা পেলেন। প্রাঙ্গণের বাইরে একটি খুঁটির সঙ্গে নিজের ঘোড়া বেঁধে তিনিও অভ্যাগতদের পাশে বসলেন। খানিক বাদে চড়া সুরে বাজনা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে থাইসার হাত ধরে রাজা সাইমোনাইডিস ধীরপায়ে এসে ঢুকলেন প্রাসাদ প্রাঙ্গণে, তাঁদের সম্মান জানাতে অভ্যাগতরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রাঙ্গণের একপাশে তৈরি মঞ্চের ওপর রাখা পাশাপাশি দু'টি আসনে বসলেন রাজা সাইমোনাইডিস আর তাঁর মেয়ে রাজকন্যা থাইসা। রূপসী, স্বাস্থ্যবতী থাইসার পরনে রেশমের ঢোলা পোষাক, মাথায়-কানে-গলায় দুর্লভ হিরে মুক্তো চুনি পান্নার জড়োয়া গয়না। রাজা তাঁর আসনে বসে সৌজন্য সহকারে হাত নাড়তে অভ্যাগতরা যে যার আসনে বসলেন।

এরপর রাজার নির্দেশে শুরু হল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রথমে প্রাঙ্গণে এলেন স্পার্টা থেকে আগত একজন নাইট, কিভাবে একজন ইথিওপিয়াবাসী সূর্যের কাছে পৌঁছোয় তাঁর ঢালের গায়ে আঁকা ছবি আর উদ্ধৃতিতে আছে তারই উল্লেখ। রাজা সাইমোনাইডিস ঢালের গায়ে লেখা সেই উদ্ধৃতির বয়ান তাঁর মেয়েকে পড়ে শোনালেন—'সেই-ই তোমাকে প্রকৃত ভালবাসে যে তোমার জন্য তার নিজের জীবন দিতে পারে।'

এরপরে এলেন দ্বিতীয় নাইট—যিনি আসলে ম্যাসিডনের রাজপুত্র। কিভাবে একজন নাইট এক নারীর কাছে হেরে গেলেন তিনি তাই দেখালেন।

এভাবে পরপর আরও কয়েকজন নাইট প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নিজেদের খেলা দেখালেন। সবার শেষে আসন ছেড়ে উঠে এলেন পেরিক্লিস—ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এদিন তিনি ষষ্ঠ নাইট। চিনতে না পারলেও তাঁর গম্ভীর ব্যক্তিত্ব



রাজা সাইমোনাইডিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"এই অপরিচিত নাইটকে দেখে শুকিয়ে যাওয়া গাছের মত", পেরিক্লিসকে দেখে মন্তব্য করলেন রাজকন্যা থাইসা, "যে গাছের মাথায় কিছু সবুজ পাতা এখনও টিকে আছে।"

"বেশ বুঝতে পারছি ইনি খুবই দুরবস্থায় আছেন", রাজকন্যার কথা কানে যেতে মন্তব্য করলেন রাজা সাইমোনাইডিস, "চরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে ইনি টিঁকে আছেন। তবু তোমার সাহায্যেই তিনি দুর্ভাগ্যকে জয় করবেন—এই আশায় বুক বেঁধেই ইনি আজকের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছেন।"

"একটি মরচে পড়া বর্ম পরে ইনি আর সব নাইটদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছেন!" পেরিক্লিসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একজন সভাসদ ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন, "জীবনে কোনও যুদ্ধে গেছেন বলে ত মনে হচ্ছে না। লোকটার কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছুই নেই দেখছি।"

"বাইরের চেহারা আর সাজসজ্জা দেখে কাউকে বিচার করা ঠিক নয়।" সভাসদের কথা কানে যেতে মন্তব্য করলেন রাজা সাইমোনাইডিস, "কারণ এভাবে কাউকে বিচার করা নিছক বোকামি ছাড়া কিছু নয়। যাক নাইটেরা সবাই এসে গেছেন, এবারে আপনারা অনুগ্রহ করে সংযত হোন্। আসুন আমরা গ্যালারিতে যাই।"

রাজা সাইমোনাইডিস তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। রাজকন্যা থাইসা বসলেন তাঁর পাশে। অভ্যাগত নাইটেরা যে যাঁর আসনে বসলেন। এবারে রাজা অভ্যাগতদের খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন, খানিক বাদে পেরিক্লিসকে তাঁর চোখে পড়ল। দুর্ভাগ্যের চাপে পেরিক্লিসকে ভীষণ ক্লান্ত আর মনমরা দেখালেও তাঁর রাজার মত সুন্দর মুখশ্রী আর বীরপুরুষের উপযোগী ব্যক্তিত্ব রাজা সাইমোনাইডিসকে আকৃষ্ট করল।

রাজকন্যা থাইসাকে ডেকে দূরে থেকে ইশারায় পেরিক্লিসকে দেখালেন তিনি, চাপা গলায় বললেন, "আমার বেশ মনে আছে আজকের অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ঐ যুবকও অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এত আনন্দের মাঝখানে ওঁকে কেন এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। হয়ত আমাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সমাদর পাননি বলে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এক কাজ করো ত থাইসা, একপাত্র মিষ্টি সুরা নিয়ে গিয়ে তুমি নিজে হাতে ওঁকে পরিবেশন করো, সেইসঙ্গে জেনে নাও ওঁর পরিচয়, কোথা থেকে এসেছেন।"



রাজার নির্দেশে একপাত্র মিষ্টি সুরা নিয়ে রাজকন্যা থাইসা এসে দাঁড়ালেন পেরিক্লিসের সামনে, নিজের হাতে সেই সুরা পরিবেশন করে জানতে চাইলেন তাঁর পরিচয়, কোথা থেকে এসেছেন। রাজকন্যা থাইসার পরিবেশন করা সুরা হাসিমুখে গ্রহণ করলেন পেরিক্লিস, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "আমি টায়ার রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, নাম পেরিক্লিস। অস্ত্র ও সবরকম কলাবিদ্যা আমি শিখেছি। একদল যাত্রি নিয়ে জাহাজে চেপে এক দুঃসাহসিক অভিযানে পাড়ি দিয়েছিলাম, কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে আমার জাহাজ যাত্রিদের নিয়ে তলিয়ে গেছে সাগরের অতলে, ঈশ্বরের কৃপায় শুধু আমিই ভাসতে ভাসতে এই উপকূলে এসে পৌঁছেছি।

পেরিক্লিসের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনে দুঃখ পেলেন রাজকন্যা থাইসা। ফিরে এসে তিনি রাজাকে বললেন, "বাবা উনি টায়ারের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, নাম পেরিক্লিস। অস্ত্র ও কলাবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে যাত্রিসমেত ওঁর জাহাজ সাগরের অতলে তলিয়ে গেছে। উনি একা ভাসতে ভাসতে কূলে এসে উঠেছেন।" রাজকন্যা থাইসার মতই দুঃখ পেলেন রাজা সাইমোনাইডিস নিজেও, দুর্ভাগ্যের কবল থেকে পেরিক্লিসকে উদ্ধার করবেন বলে মেয়েকে তিনি কথাও দিলেন। অতিথিদের আনন্দ দিতে এরপরে রাজা সাইমোনাইডিস নাচগানের আসর বসালেন,। তাঁর অনুরোধে অতিথিরা মহিলাদের নিয়ে শুরু করলেন সৈনিক নৃত্য, সেই নাচে সবার সঙ্গে রাজা নিজেও যোগ দিলেন। খানিক বাদে পেরিক্লিসের সামনে এসে রাজা বললেন, "টায়ারের লোকেরা মহিলাদের নিয়ে ভাল নাচতে পারে তা আমি জানি, তাই আপনিও আমাদের সঙ্গে নাচে অংশ নিলে আনন্দ পাব।" রাজার অনুরোধ ফেলতে না পেরে এবারে পেরিক্লিসও অন্যান্য অতিথিদের মত মহিলাদের সঙ্গে নাচতে শুরু করলেন। অনুষ্ঠান শেষে হলে পেরিক্লিস সবার চেয়ে ভাল নেচেছেন বলে রাজা তাঁর প্রশংসা করলেন, তারপরে অতিথিদের সবাইকে বিশ্রাম নিতে বলে সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

* * *

এবারে পেরিক্লিসের রাজ্য টায়ারের ঘটনাবলীর দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক। রাজা পেরিক্লিস রাজ্য ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি দেবার আগে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব তাঁর মন্ত্রী হেলিকেনাসের কাঁধে সঁপে দিয়েছিলেন সেকথা



আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যশাসনের দায়িত্ব হেলিকেনাস নিখুঁতভাবে পালন করেছেন ঠিকই কিন্তু রাজা পেরিক্লিস কোথায় আছেন, আর কতদিন তিনি এবাবে জীবন কাটাবেন, সভাসদদের এইসব প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায়ই হতে হচ্ছে তাঁকে। টায়ারের রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদের সভাকক্ষে একদিন এসকেন নামে জনৈক সভাসদ ঐসব প্রশ্ন করলেন তাঁকে। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কথায় কথায় আরও অনেক প্রসঙ্গ উঠল। সভাসদ এসকেনকে মন্ত্রী ও রাজপ্রতিনিধি হেলিকেনাস জানালেন, তিনি খবর পেয়েছেন নিজের মেয়ের সঙ্গে একসময় যিনি নির্লজ্জ পশুর মত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন অ্যান্টিওকের সেই রাজা অ্যান্টিওকাস আর তাঁর মেয়ে দু'জনেই বাজ পড়ে মারা গেছেন। কিছুদিন আগে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রথে চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন অ্যান্টিওকাস এমন সময় আচমকা বাজ পড়ে তাঁদের ওপরে। তার ফলে রাজা আর তাঁর মেয়ে দু'জনেরই দেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ঈশ্বরের রোষে নিজেদের পাপের প্রতিফল এইভাবে পেতে হল তাঁদের দু'জনকে। হেলিকেনাসের কথা শুনে অবাক হলেন সভাসদ এসকেন। ঈশ্বর যে পাপিষ্ঠ রাজা অ্যান্টিওকাসকে এভাবে চরম শাস্তি দেবেন তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এরপরেই অন্যান্য সভাসদেরা আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন তুললেন, রাজা পেরিক্লিস বেঁচে আছেন কিনা, বেঁচে থাকলে কোথায় আছেন, কবে নাগাদ রাজ্যে ফিরে আসবেন, এসব প্রশ্ন করে তাঁরা হেলিকেনাসকে ব্যতিবস্ত করে তুললেন। অনেকে এও বললেন যে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজা পেরিক্লিস আর বেঁচে নেই আর সে খবর হেলিকেনাস ইচ্ছে করেই তাঁদের জানাননি। সেক্ষেত্রে হেলিকেনাস নিজেই এবারে টায়ারের রাজসিংহাসনে বসে রাজ্যশাসনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিন। সভাসদেরা এমন আশ্বাসও দিলেন যে রাজার অনুপস্থিতিতে হেলিকেনাস যে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করতে পারেন তা তাঁরা দেখেছেন, তাই তিনি টায়ারের সিংহাসনে বসলে তাঁর আনুগত্য তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন।

কিন্তু সিংহাসনে বসার কোনও বাসনা হেলিকেনাসের আদৌ নেই। সভাসদদের প্রস্তাবের উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, রাজা পেরিক্লিসকে যদি তাঁরা সত্যিই ভালবেসে থাকেন তাহলে তাঁর স্বার্থে, সমগ্র টায়ার রাজ্যের স্বার্থে আরও কিছুদিন তাঁদের কষ্ট করতেই বসে। আরও একটা বছর ধৈর্য ধরে হেলিকেনাস তাঁদের অপেক্ষা করতে বললেন। হেলিকেনাস বললেন, এই সময়ের মধ্যে পেরিক্লিস ফিরে না এলে এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁদের ইচ্ছামত তিনি



নিজেই সিংহাসনে বসে টায়ারের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেবেন। হেলিকেনাস এ-ও বললেন যে তাঁর অনুরোধ যদি সভাসদেরা রাখতে না চান তবে তাঁরা টায়ার শাসন করার মত নিজেদের মনের মত শাসক অনায়াসে বেছে নিতে পারেন। একইসঙ্গে হেলিকেনাস এও বললেন যে তাঁদের প্রিয় রাজা পেরিক্লিস মারা গেছেন বলে তাঁরা যা অনুমান করছেন তা ভুল, এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর জানা নেই।

হেলিকেনাসের কথা শেষ হতে সভাসদেরা একসঙ্গে জানালেন, তাঁরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলতে একমত, তাঁর মতো তাঁরাও তাঁদের রাজাকে অন্তর থেকে ভালবাসেন। সভাসদদের মনোভাব জেনে খুশি হলেন হেলিকেনাস, তাঁর প্রতি তাঁদের আস্থা যে আগের মতই অটুট আছে তা জেনে তিনি সত্যিই আশ্বস্ত হলেন।

* * *

পেন্টাপোলিসের রাজপ্রাসাদ। রাজা সাইমোনাইডিসের আমন্ত্রণে দেশবিদেশ থেকে যেসব নাইটেরা সেখানে এসেছেন তাঁরা জানেন রাজা তাঁর একমাত্র মেয়ে থাইসার সঙ্গে তাঁদের মধ্যে কোনও একজনের বিয়ে দিতে চান। রাজার পরিকল্পনা ঠিক পথেই চলছিল। কিন্তু রাজকন্যা থাইসা আচমকা তাঁর বাবাকে চিঠি লিখে জানালেন তাঁর ইচ্ছে মতন তাঁদের কাউকে এইমুহূর্তে তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। এর পাশাপাশি বিয়ের প্রসঙ্গে রাজকন্যা থাইসা তাঁর নিজের মনোবাসনাও ঐ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। রাজকন্যা থাইসার নিজের হাতে লেখা ঐ চিঠিখানা রাজাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে।

সকালেবেলা প্রাসাদের সভাকক্ষে নিজের সিংহাসনে বসে রাজকন্যার লেখা সেই চিঠিখানা খুঁটিয়ে পড়ছেন রাজা সাইমোনাইডিস, এমন সময় থাইসাকে যারা বিয়ে করতে চান সেই নাইটেরা একে একে এসে হাজির হলেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে চিঠি থেকে মুখ তুলে রাজা বললেন, "মাননীয় নাইটেরা! আমায় মেয়ে থাইসা বিয়ের ব্যাপারে আচমকা মত পাল্টেছে, আজ থেকে এক বছরের মধ্যে সে কাউকে বিয়ে করবে না বলে আমায় জানিয়েছে। এভাবে তার মত পাল্টানোর কি কারণ তা অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি।"

"আমরা কি রাজকন্যার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে পারি?" নাইটদের মধ্যে একজন জানতে চাইলেন।

"দুঃখিত মাননীয় নাইট," রাজা সাইমোনাইডিস গম্ভীর গলায় বললেন,



"থাইসা তার নিজের মহলে নিজেকে এমনভাবে আবদ্ধ রেখেছে যে সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা আপনাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। দেবী সিনথিয়ার নামে থাইসা এই বলে শপথ করেছে যে আগামী একবছর সে ডায়ানার মত কুমারী জীবন কাটাবে এবং দেহ ও মনের সব শক্তি দিয়ে এই শপথ পালন করবে।"

রাজার কথা শুনে অতিথি নাইটেরা মুখ কালো করে বিষণ্ণ মনে ফিরে গেলেন যে যার দেশে। সবাই চলে যাবার পরে রাজা সাইমোনাইডিস আবার চিঠিখানা মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন—চিঠির শেষে রাজকন্যা থাইসা গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছেন, বিয়ে যদি করতে হয় তাহলে টায়ার থেকে পেরিক্লিস নামে যে নাইট এসেছেন তাকেই করবেন। নয়ত চোখে কালো কাপড় বেঁধে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবেন যাতে দিনের আলো বা অন্য কোনও পুরুষের মুখ তাঁকে দেখতে না হয়।

রাজা সাইমোনাডিস দেখলেন রাজকন্যা থাইসা তাঁর পছন্দের মানুষটিকেই বিয়ে করতে চায়। সত্যি বলতে কি, আগের দিন রাতে পেরিক্লিস-এর গান শুনে আর তাঁর নাচ দেখে তিনি নিজেও নিজের অজান্তে তাকে ভাবী জামাতা হিসেবে পছন্দ করে ফেলেছেন। রাজকন্যা থাইসা আর পেরিক্লিস, দু'জনে যে একে অপরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে তা রাজা সাইমোনাইডিসের বুঝতে বাকি রইল না। তবু সে ভালবাসা কতটা খাঁটি তা একবার তিনি বাজিয়ে দেখতে চাইলেন। আর ঠিক এর খানিক বাদে পেরিক্লিস নিজে এসে হাজির হলেন সেখানে। রাজা সাইমোনাইডিস প্রথমে পেরিক্লিসের গানের প্রশংসা করলেন তারপরে জানতে চাইলেন রাজকন্যা থাইসা সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি। পেরিক্লিস থাইসার রূপ আর গুণ দু-এরই প্রশংসা করলেন। তখন রাজা সাইমোনাইডিস রাজকন্যার লেখা চিঠিখানা তাঁকে দেখালেন।

থাইসার লেখা সেই চিঠি পড়ে অবাক হলেন পেরিক্লিস, রাজকন্যা থাইসা আর সব নাইটদের বাদ দিয়ে কেন তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। একইসঙ্গে তাঁর মনে হল তিনি হয়ত কোনও কারণে রাজা সাইমোনাইডিস-এর কুনজরে পড়েছেন। রাজা তাই তাঁর প্রাণ নিতে উদ্যত হয়েছেন। রাজকন্যার লেখা চিঠিটাকে পেরিক্লিস সেই চক্রান্তের অঙ্গ বলে ধরে নিলেন। পেরিক্লিস মুখ বুঁজে রইলেন না, খোলাখুলিভাবে রাজাকে বললেন, তাঁর মেয়েকে তিনি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে ভালবাসার মত উচ্চাশা নেই তাঁর মনে। রাজা বেশ বুঝলেন, পেরিক্লিস



রাজকন্যার লেখা ঐ চিঠি দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছেন। পেরিক্লিসকে আরেকটু বাজিয়ে দেখতে রাজা তাঁকে শয়তান বললেন। এ-ও বললেন যে তিনি শয়তানী বিদ্যা প্রয়োগ করে তাঁর মেয়েকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন। রাজার অভিযোগের জবাবে ঈশ্বরের নামে শপথ করে পেরিক্লিস বললেন, এ অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা, তেমন কিছুই তিনি আদৌ করেননি।

পেরিক্লিস প্রতিবাদ করলেও রাজা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বললেন। সেইসঙ্গে বললেন, নিজের স্বপক্ষে তিনি যা কিছু বলছেন সে সবই মিথ্যে। রাজা তাঁকে মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক বলে গালিগালাজ করায় রেগে আগুন হলেন পেরিক্লিস। সাইমোনাইডিস রাজা না হলে ঐসব গালিগালাজ ফিরিয়ে নিতে তাঁকে বাধ্য করতেন এমন কথাও বললেন।

সাইমোনাইডিস দেখলেন তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে, পেরিক্লিস যে সৎসাহসী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের মনোভাব বাইরে প্রকাশ করলেন না রাজা। লোক পাঠিয়ে মেয়েকে ডাকিয়ে আনলেন। রাজকন্যা থাইসা রাজার সামনে এসে দাঁড়াতে রাজা তাঁর মনও যাচাই করতে চাইলেন। কঠিন গলায় মেয়েকে বললেন, তাঁর মত না নিয়ে পেরিক্লিসের মত এক অজানা অচেনা বিদেশী যুবককে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে সে ভুল করেছে, এজন্য তিনি তার ওপর খুবই রেগে গেছেন।

পেরিক্লিসের সামনে বাপের বকুনি খেয়ে লজ্জা পেলেন থাইসা। কোনও জবাব না দিয়ে তিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর অবস্থা দেখে পেরিক্লিস আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, রাজার সামনেই থাইসার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি একাধারে রূপসী ও গুণবতী, নিজে মুখে আমি যে একদিনও তোমার প্রেম নিবেদন করিনি, এই কথাটা তুমি তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলো।"

"কেন, এতে সংকোচের কি আছে", থাইসা জবাব দিতে গিয়ে পেরিক্লিসকে বললেন, "যদি আপনি কোনওভাবে আমায় প্রেম নিবেদন করে থাকেন, আর যদি তার ফলে আমি আনন্দ পেয়ে থাকি, তাতে কার কি বলার থাকতে পারে? আর কেই-বা তাকে অন্যায় বলতে পারে?"

রাজকন্যা থাইসার জবাব শুনে চমকে গেলেন পেরিক্লিস। রাজা সাইমোনাইডিস বুঝলেন তাঁর মেয়ে মন থেকে সত্যিই ভালবাসে পেরিক্লিসকে। এই অবস্থায় তাকে বাধা দেয়া বৃথা। মেয়ের জবাব শুনে মনে মনে তিনি তাঁর ওপরে খুবই খুশি হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করলেন না, যেন খুব রেগে



গেছেন এমনভাবে পেরিক্লিস আর রাজকন্যা থাইসার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এবারে তোমাদের বিয়ে দিয়ে তোমাদের মনের আশা পূরণ করব। কেমন তোমরা বিয়ে করতে রাজী ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ", পেরিক্লিস আর থাইসা একসঙ্গে বললেন, "আমরা দু'জনেই রাজী, এবারে আপনি খুশি হলেই হয়।"

"আমি খুব খুশি হয়েছি", বললেন রাজা সাইমোনাইডিস, "তাই বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। তারপরে তোমরা দম্পতি হিসেবে রাত কাটাও এটাই আমি চাই।"

অল্প ক'দিনের ভেতরে রাজা সাইমোনাইডিসের উদ্যোগে পেরিক্লিসের সঙ্গে রাজকন্যা থাইসার বিয়ে হল, বিয়ের পরে রাজা সাইমোনাইডিসের ইচ্ছেয় তাঁরা দু'জনে তাঁর প্রাসাদেই দাম্পত্য জীবন কাটাতে লাগলেন। একবছর পূর্ণ হবার আগেই থাইসা গর্ভবতী হলেন।

* * *

ওদিকে পেরিক্লিসের নিজের রাজ্য টায়ারের পরিস্থিতি সুবিধের নয়—রাজ্যের মন্ত্রী, অমাত্য আর সভাসদদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ আর হতাশা ক্রমেই দানা বাঁধছে। দীর্ঘকাল রাজার অনুপস্থিতি আর সেই অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী হেলিকেনাসের যথার্থ সদুত্তরের বদলে কোনও একটা গা বাঁচানো অজুহাত দেখানো—এসব তাঁদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই নানারকম সন্দেহের বীজ দানা বাধতে লাগল তাঁদের মনে। এইভাবে কিছুদিন কাটাবার পরে যা হবার হবে ভেবে তাঁরা এসে হাজির হলেন হেলিকেনাসের কাছে, পেরিক্লিস সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করে সবাই তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সবাই একবাক্যে বললেন, পেরিক্লিস কোথায় আছেন তা তাঁরা জানতে চান, তাঁর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা শান্ত হবেন না। সবাই এ-ও বললেন যে রাজসিংহাসন শূন্য রেখে এভাবে রাজ্য চালানো তাঁরা আর মেনে নিতে রাজী নন।

"সভাসদদের মানসিক অবস্থা আঁচ করে হেলিকেনাস বললেন, "আপনাদের ক্ষোভের সঙ্গত কারণ আছে, আমি জানি। আপনারা শুনে রাখুন আমাদের রাজাকে ফিরিয়ে আনার সময় এবারে হয়েছে। তিনি পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকুন না কেন, টায়ারে ফিরিয়ে এনে তাঁর শূন্য সিংহাসনে আবার তাঁকে বসাতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেইসঙ্গে এ-ও জেনে রাখুন কোনও কারণে যদি আমরা



তাঁর খোঁজ না পাই তাহলে আপনারা নিজেরা পরামর্শ করে যে কোনও সভাসদকে রাজার শূন্য সিংহাসনে বসাতে পারেন।" হেলিকেনাসের মুখ থেকে ঐ আশ্বাস পেয়ে মন্ত্রী আর সভাসদেরা তখনকার মত শান্ত হলেন। আর অপেক্ষা করার সময় নেই, পেরিক্লিসকে এবারে সব কথা বলে পরিস্থিতি বুঝিয়ে যেভাবে হোক ফিরিয়ে নিয়ে আসতেই হবে বুঝে হেলিকেনাস সবকিছু উল্লেখ করে পেরিক্লিসের নামে একটি চিঠি লিখলেন, তারপরে দূতের হাতে সেই চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন পেন্টাপোলিসে।

টায়ারের দূত এসে হাজির হলেন পেন্টাপোলিসের রাজপ্রাসাদে, রাজা সাইমোনাইডিসের সঙ্গে দেখা করে জানালেন তাঁদের প্রিয় রাজা পেরিক্লিসের জন্য তিনি কিছু খবর এনেছেন। দূতকে সম্মান সহকারে বসতে বললেন সাইমোনাইডিস, তারপরে পেরিক্লিসকে সভায় আসার জন্য খবর পাঠালেন। পেরিক্লিস তখন প্রাসাদের অন্তঃপুরে তাঁর স্ত্রী থাইসার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন, টায়ারের রাজপ্রতিনিধি হেলিকেনাসের দূত তাঁর খোঁজে এসেছেন শুনে তিনি তখনই রাজসভায় এসে হাজির হলেন। পেরিক্লিসকে দেখে টায়ারের দূত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, প্রথা অনুযায়ী অভিবাদন জানিয়ে হেলিকেনাসের লেখা চিঠিখানা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। চিঠি পড়ে পেরিক্লিস জানতে পারলেন, রথের ওপর বাজ পড়ে অ্যান্টিওকের রাজা পাপিষ্ঠ অ্যান্টিওকাস আর তাঁর মেয়ে, দুজনেই মারা গেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে টায়ারের সিংহাসন দিনের পর দিন খালি পড়ে থাকবে। টায়ারের মন্ত্রী আর সভাসদেরা যে তা আর মানতে চাইছেন না, এবং তাঁর খোঁজ না পেলে হেলিকেনাস শেষপর্যন্ত সভাসদদেরই কাউকে শূন্য সিংহাসনে বসাতে বাধ্য হবেন—চিঠি পড়ে তাও তিনি জানতে পারলেন। রাজ্য আর রাজসিংহাসন রক্ষা করতে হলে এবারে তাকে দেশে ফিরতেই হবে—হেলিকেনাসের চিঠি পড়ে এটা বেশ বুঝতে পারলেন পেরিক্লিস। তিনি শীগগিরই টায়ারে ফিরে যাবেন উল্লেখ করে হেলিকেনাসের চিঠির উত্তর লিখলেন পেরিক্লিস, আর রাজা সাইমোনাইডিসকে বিদায় জানিয়ে টায়ারের দূত ফিরে গেলেন তাঁর রাজ্যে।

দূত বিদায় নেবার পরে পেরিক্লিস টায়ারের সংকটজনক পরিস্থিতির বিবরণ সংক্ষেপে শুনিয়ে রাজা সাইমোনাইডিসকে বললেন, রাজ্য আর সিংহাসন রক্ষার স্বার্থে এবারে তাঁকে রাজ্যে ফিরে যেতেই হবে। এতদিনে পেরিক্লিসের দুঃসময়ের অবসান ঘটেছে ধরে নিয়ে রাজা সাইমোনাইডিস নিজেও খুশি হলেন, মেয়ে থাইসা গর্ভবতী জেনেও তাকে জামাই পেরিক্লিসের সঙ্গে পাঠাতে তিনি আপত্তি

করলেন না। পরদিন এক শুভমুহূর্তে থাইসা পেরিক্লিসের সঙ্গে জাহাজে চেপে টায়ারে রওনা হলেন। রাজা সাইমোনাইডিসের নির্দেশে গর্ভবতী থাইসার সেবাযত্ন করার জন্য ধাত্রী লাইকরিডা তাঁর সঙ্গি হল।

পেরিক্লিসের জাহাজ পাল তুলে পেন্টাপোলিস বন্দর ছেড়ে পড়ল মাঝসমুদ্রে। খানিক বাদে উত্তর পূর্বে ঈশাণ কোণে দেখা দিল এক চিলতে ঘন কালো মেঘ। দেখেই জাহাজের মাঝি-মাল্লাদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সেই কালো মেঘ দুপুরবেলার ঝকঝকে আকাশটা পুরো ছেয়ে ফেলল, দুপুরের উজ্বল সূর্য চাপা পড়ল সেই কালোমেঘের আড়ালে, শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। প্রকৃতির এই তাণ্ডবের মধ্যে জাহাজের এক কেবিনে গর্ভবতী থাইসার একটি মেয়ে হল। মেয়েটিকে ধাত্রী লাইকরিডা দেখানোর জন্য নিয়ে এল তার বাবা পেরিক্লিসের কাছে, আর তখনই লাইকরিডার মুখ থেকে তিনি শুনলেন, মেয়ের জন্ম দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছেন থাইসা। ধাত্রী জানাল গর্ভবতী হবার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন থাইসা, এর মধ্যে ঝড়ের দাপটে জাহাজের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি তিনি সহ্য করতে পারেননি।

থাইসা সত্যিই বেঁচে নেই! ধাত্রীর মুখে স্ত্রী-র মৃত্যুসংবাদ শুনে ভেঙে পড়লেন পেরিক্লিস। থাইসার মত সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী তাঁকে উপহার দিয়ে ঈশ্বর আবার কেন কেড়ে নিলেন মনে মনে নিজেকে এই প্রশ্ন করলেন তিনি। থাইসার সদ্যোজাত শিশুকন্যার মুখখানা ফুলের মত সুন্দর, কে--ই বা একে বড় করে তুলবে নিজের বুকের দুধ দিয়ে? গভীর সমুদ্রে জন্মেছে বলে পেরিক্লিস মেয়ের নাম রাখলেন মেরিনা।

ঝড়ের দাপট তখনও সমানভাবে চলছে। এর মাঝে দু'জন নাবিক এসে পেরিক্লিসকে বলল, জাহাজে মৃতদেহ আছে বলেই সমুদ্রের আক্রোশ এখনও অব্যাহত আছে, ঐ মৃতদেহ জলে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত সমুদ্র শান্ত হবে না। পেরিক্লিস বোঝাতে চাইলেন, এ তাদের কুসংস্কার। জাহাজ তীরে ভিড়লেই তিনি মাটি খুঁড়ে তাঁর মৃত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করবেন, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকার জন্য তিনি তাদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধে কাজ হল না।

নাবিকেরা দল বেঁধে এসে বারবার বলতে লাগল, মাঝসমুদ্রে ঝড় ওঠার পরে জাহাজের কোনও যাত্রি বা নাবিক মারা গেলে তার মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়, এটাই তাদের প্রচলিত রীতি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রানির মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দিলে ঝড় থেমে যাবে। পেরিক্লিস বুঝলেন, হাজার চেষ্টা করেও



তি নি এদের বোঝাতে পারবেন না, তাঁর প্রিয়তমা থাইসার মৃতদেহ তাঁরই চোখের সামনে এরা জলে ফেলে দেবে, আর হিংস্র হাঙরের পাল ধারালো দাঁত দিয়ে সে মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে খেয়ে পেট ভরাবে! 'হায় নিয়তি!' নিজের মনে আক্ষেপ করলেন পেরিক্লিস, 'এমনই নিষ্ঠুর তুমি যে স্ত্রীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করার মত একটু জমিও তুমি আমায় দিতে রাজি নও!' যাই হোক, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে পেরিক্লিস শেষপর্যন্ত তাঁর স্ত্রী থাইসার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ফেলে দেবার অনুমতি দিলেন। নাবিকেরা এবারে একটি বড় বাক্সের ভেতরে বিছানা পেতে তার ওপরে থাইসার মৃতদেহ শোয়ালো, ধাত্রী লাইকরিডা থাইসার প্রিয় সুগন্ধী ছিটিয়ে দিল বাক্সের ভেতরে। এরপরে বাক্সের মুখ পুরু কর্ক দিয়ে এঁটে নাবিকেরা ফেলে দিল উত্তাল সাগরের জলে। চোখের সামনে সে দৃশ্য দেখে দুঃখে পেরিক্লিসের বুক ভেঙে গেল, মনের দুঃখ মনে চেপে বিষণ্ন মুখে তিনি সরে গেলেন অন্যদিকে।

থাইসার বাক্সবন্দী মৃতদেহ জলে ফেলে দেবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই ঝড়বৃষ্টি থেমে গিয়ে সমুদ্র শান্ত হল। আরও কিছুক্ষণ পড়ে একজন নাবিকের মুখ থেকে পেরিক্লিস শুনলেন জাহাজ থার্সাসের উপকূলে পৌঁছেছে। থার্সাসের নাম শুনে উৎসাহিত হলেন পেরিক্লিস, তিনি স্থির করলেন মাতৃহারা মেরিনাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব দিয়ে যাবেন থার্সাসের শাসক ক্লিওনের হাতে। একসময় জাহাজভর্তি খাদ্যশস্য সরবরাহ করে তিনি থার্সাসের বাসিন্দাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আজ তাঁর এমন সংকটে থার্সাসের শাসক কি তাঁর পাশে দাঁড়াবেন না? পেরিক্লিস জাহাজের ক্যাপ্টেনকে থার্সাস বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

খানিক বাদে পেরিক্লিসের জাহাজ এসে নোঙর ফেলল থার্সাস বন্দরে। একটা ছোট্ট নৌকায় চেপে ধাত্রী লাইকরিডা আর মাতৃহারা কন্যা মেরিনাকে নিয়ে পেরিক্লিস এসে উঠলেন ঘাটে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছোলেন থার্সাসের শাসক ক্লিওনের প্রাসাদে। উপকারী বন্ধু পেরিক্লিসকে এতদিন পরে পেয়ে ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রী ডাইওনিজা দু'জনে যেমন খুশি হলেন তেমনই পেরিক্লিসের মুখে তাঁর স্ত্রী থাইসার অভাবিত মৃত্যুসংবাদ শুনে তাঁরা ভারি দুঃখ পেলেন। জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের বিধান। এর ওপরে মানুষের কোনও হাত নেই। তাই যা ঘটেছে তাকে মেনে নিয়ে সদ্যোজাত কন্যা মেরিনাকে বড় করে তুলতে হবে তাঁরা পেরিক্লিসকে সান্ত্বনা দিলেন। তখন পেরিক্লিস



বললেন—বহুদিন পরে তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন, রাজকার্য পরিচালনার পাশাপাশি মেয়ের দিকে নজর দেয়া তাঁর পক্ষে এখন সম্ভব হবে না। পেরিক্লিস বললেন, মেরিনাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব তিনি তাঁদের অর্থাৎ ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রী ডাইওনিজার হাতে দিতে চান।

"এ ত খুব ভাল কথা", আশ্বাস দিয়ে বললেন ক্লিওন, "আমার স্ত্রী ডাইওনিজার অল্প কিছুদিন আগে একটি মেয়ে হয়েছে। আমরা তার নাম রেখেছি ফিলোটিনা। আপনার মেয়ে আমার মেয়েরই সমবয়সী। আমাদের কাছে থাকলে মেরিনাকে যেমন আমার স্ত্রী-র কাছে মাতৃস্নেহ পাবে, তেমনই নিজের বোনের মত আমার মেয়ের সঙ্গ আর ভালোবাসাও সে পাবে। আমার নিজের মেয়ের মত একইরকম শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে আপনার মেয়েকেও আমরা বড় করে তুলব। মেরিনা এখন কিছুদিন আমাদের কাছেই থাকুক, একটু বড় হলে তখন না হয় আপনি ওকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। আশা করছি, ততদিনে লেখাপড়া, নাচগান, শিল্পকলা এসবও ওর অনেকখানি শেখা হয়ে যাবে। আমার স্ত্রী-র কাছে থাকলে মাতৃহারা হয়েও মেরিনা, মায়ের অভাব অনুভব করবে না। মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে আপনি নিশ্চিন্ত মনে টায়ারে দিয়ে যান, পেরিক্লিস! সেখানকার সবাই আপনার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে, রাজ্যের সিংহাসনও আপনার অনুপস্থিতিতে খালি পড়ে আছে।"

ক্লিওনের কথায় মনে ভরসা পেলেন পেরিক্লিস। মেয়ে মেরিনাকে ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। কচি মেরিনাকে ছেড়ে ধাত্রী লাইকরিডা থাকতে রাজি হল না, তাই সে-ও রয়ে গেলে থার্সাসে।

* * *

ওদিকে থাইসা কিন্তু সত্যিসত্যি মারা যাননি, সন্তান প্রসব করায় পরে এমনিতেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আর সেইসঙ্গে ঘনঘন বাজ পড়ার আওয়াজে মানসিক স্থিতি হারিয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। একটানা অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকতে দেখে জাহাজের মাঝি-মাল্লারা ধরে নিয়েছিল তিনি মারা গেছেন। তাই সমুদ্রের প্রথা মেনে তাঁকে একটি বাক্সে পুরে তারা ফেলে দিয়েছিল জলে। জলের মধ্যে অনেকক্ষণ কাটানোর ফলে শেষরাতের দিকে থাইসার অচেতন অবস্থা কেটে গেল, তিনি স্বাভাবিক মানুষের মত ঘুমোতে লাগলেন। ঘুমন্ত থাইসাকে নিয়ে সাগরের জলে ভাসতে ভাসতে কাঠের বাক্সটি এসে ঠেকল এফিসাসের

উপকূলে। রাত থাকতে স্থানীয় কিছু জেলে নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল, কাঠের বাক্সটি জলে ভাসতে দেখে তারা তুলে নিল নৌকোয়। কৌতূহল বশে ঢাকনা তুলে ভেতরে উঁকি দিতে তারা ঘুমন্ত থাইসাকে দেখতে পেল, নাকের কাছে হাত নিয়ে আসতে তারা দেখল শ্বাস বইছে। সেরিমন নামে এফিসাসের এক জ্ঞানী সভাসদ উপকূলের কাছেই থাকেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর ভাল দখল আছে। অসুখ-বিসুখ করলে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই ছুটে আসে তাঁর কাছে, পরোপকারী সেরিমন সাধ্যমত চিকিৎসা করে তাদের সুস্থ করে তোলেন। কাঠের বাক্সটি জেলেরা নিয়ে এল সেরিমনের কাছে। জেলেদের কাছে সব শুনে বাক্সের ঢাকনা খুলে ঘুমন্ত থাইসাকে বাইরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন সেরিমন। থাইসার পরনে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পোষাক আর বাক্সের ভেতরে নানারকম সুগন্ধী শেকড়বাকড় দেখতে পেয়ে সেরিমন বুঝলেন, এই যুবতী নিশ্চয়ই জাহাজে চেপে কোথাও যাচ্ছিল। পথে কোনও কারণে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারায়। সম্ভবত অনেকক্ষণ জ্ঞান ফিরে না আসায় জাহাজের মাঝি-মাল্লারা সমুদ্রের রীতি মেনে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় সমাধিস্থ করার পোষাক পরিয়ে ঐ বাক্সে পুরে ফেলে দিয়েছে জলে। বাক্সের ভেতরে একটি কোটো দেখতে পেয়ে সেরিমন কৌতূহলী হয়ে তা বাইরে বের করে আনলেন, কৌটোয় মুখ খুলতে ভেতরে একটি গোটানো কাগজ আর একটি হিরের আংটি তাঁরে চোখে পড়ল। গোটানো কাগজটি খুলতে তিনি দেখলেন ছোট গোটা গোটা অক্ষরে তাতে চিঠির মত কিছু লেখা আছে। কাগজটা চোখের কাছে নিয়ে এলেন সেরিমন, দেখলেন তাতে লেখা—

'...এই মৃতদেহ যাঁর চোখে পড়বে তাঁর উদ্দেশে আমি টায়ারের রাজা পেরিক্লিস লিখছি, এই মৃতদেহ আমার স্ত্রী রানি থাইসার। সমুদ্রযাত্রার সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে জাহাজে মৃত্যু ঘটেছে। তাই সমুদ্রের রীতি মেনে মাঝি-মাল্লারা রানির মৃতদেহ এই বাক্সে পুরে জলে ফেলে দেয়। এই কৌটোর ভেতরে একটি হিরের আংটি আছে। রানির মৃতদেহ যিনি খুঁজে পাবেন, আমার অনুরোধ, ঐ হিরের আংটি বিক্রি করে সেই অর্থ তিনি রানির মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে ব্যয় করবেন...'

সেরিমন নিজে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করেন, দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁর প্রখর জ্ঞান আছে। তাঁর সেবাযত্নে সুস্থবোধ করে চোখ মেললেন থাইসা। সেরিমনের দেয়া ওষুধ খেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। থাইসাকে



হালকা কিছু খাবার খাওয়ালেন সেরিমন, তারপরে পেরিক্লিসের লেখা চিঠি আর হিরের আংটি দেখিয়ে বললেন, "এই চিঠি পড়ে আপনার পরিচয় জেনেছি। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে হলে আপনাকে এখন কিছুদিন আমার এখানে থেকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে। চিন্তাভাবনা সব ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন। আপনি এখন এফিসাসে আছেন। আমার নাম সেরিমন। আমি এখানকার রাজসভার অন্যতম সভাসদ। চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করেছি, তাই সাধ্যমত চিকিৎসা করে আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পারব—এ বিশ্বাস আমার আছে। যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছেন আমার অনুরোধ ততদিন আপনি আমার কাছেই থাকুন।"

"আপনার মত মহৎ আর পরোপকারী মানুষের মুখেই এসব কথা মানায়," বলে থাইসা হিরের আংটিটি দেখিয়ে বললেন, "বিয়ের কিছুদিন পরে স্বামির সঙ্গে তাঁর রাজ্যে যাবার জন্য জাহাজে চেপে রওনা হলাম। এটুকু মনে আছে মাঝপথে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। আর সেই ঝড়ের মাঝে আমার একটি মেয়ে হল। তারপরেই আমি জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরে আসার পরে দেখছি আমি এখানে আপনার বাড়িতে শুয়ে আছি। আমার জামা জলে ভিজে শপশপ করছে। আমার স্বামির লেখা এই চিঠি পড়ে এখন বুঝতে পারছি, মারা গেছি ধরে নিয়ে জাহাজের মাঝি-মাল্লারা আমায় একটা বাক্সে পুরে সাগরের জলে ফেলে দিয়েছিল। ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণে বেঁচে আপনার কাছে আমি আশ্রয় পেয়েছি। কিন্তু আমার স্বামি আর সদ্যোজাত কচি মেয়েটি—তাদের কি হল, তা আমি এখনও জানি না। ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব থেকে তাঁরা উদ্ধার পেয়েছেন কিনা তা-ও জানি না। এখন আপনিই বলুন সেরিমন, এভাবে জীবন ফিরে পেয়ে আমার কি লাভ হল? স্বামি আর একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে কিভাবে আমার দিন কাটবে? শুধু চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস সম্বল করেই যে আমার জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে হবে তা বেশ বুঝতে পারছি।"

"আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি রানি থাইসা।" সান্ত্বনা দিয়ে বললেন সেরিমন, "কিন্তু নিয়তি ত ঈশ্বরেরই বিধান, তার ওপরে আমাদের মত সাধারণ মানুষের ত কোনও হাত নেই। এখানে কাছেই দেবী ডায়নার মন্দির আছে। যদি আপনার মন চায় তাহলে ঐ মন্দিরে থেকে জীবনের বাকি দিনগুলো দেবী ডায়নার আরাধনা করে আপনি কাটাতে পারেন। দিনরাত সাধন-ভজনে তন্ময় হয়ে থাকলে দেখবেন মনের সব দুঃখ আপনিই ঘুচে যাবে,



মনও শান্ত হবে। আমার ভাইঝি সেখানে আপনার দেখাশোনা করবে।”

“সেরিমন” থাইসা বললেন, “আন্তরিক ধন্যবাদ ছাড়া আপনাকে দেবার মত আজ আর কিছুই আমায় নেই। তবে এই প্রতিদান খুব সামান্য হলেও আপনার প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা রইল তা ঢের বড়। আমি ডায়ানার মন্দিরেই যাব, তাঁর আরাধনা করে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।”

এরপরে সেরিমনের অনুরোধ রাখতে থাইসা কিছুদিন তাঁর বাড়িতে থেকে তাঁর দেয়া ওষুধপত্র খেয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নিলেন। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার পড়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি রওনা হলেন দেবী ডায়নার মন্দিরের দিকে, সেরিমনের ভাইঝি তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

* * *

পেরিক্লিসের জাহাজ এসে নোঙর করল টায়ার বন্দরে। খবর পেয়ে সভাসদদের সবাইকে নিয়ে মন্ত্রী হেলিকেনাস এলেন জাহাজ ঘাটে। রাজকীয় অভিবাদন জানিয়ে পেরিক্লিসকে তাঁরা নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। এতবছর পর রাজাকে ফিরে পেয়ে টায়ারের প্রজারা আনন্দে মেতে উঠল, সিংহাসন আর খালি থাকবে না জেনে তারা নিশ্চিন্ত হল। মন্ত্রী, অমাত্য আর প্রজাদের মধ্যে ফিরে আসতে পেরে খুশি হলেন পেরিক্লিস নিজেও। সিংহাসনে বসে তিনি আগের মতই মন দিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু রাজকার্য পরিচালনা করার অবসরে স্ত্রী থাইসা আর মেয়ে মেরিনার মুখ যখন মনে পড়ে তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না পেরিক্লিস। কাজকর্ম সরিয়ে রেখে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখের জল সামলে মাথা নিচু করে শুধু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাঁর স্ত্রী থাইসা যে বেঁচে আছেন, এফিসাসে দেবী ডায়নার মন্দিরে তাঁর আরাধনা করে দিন কাটাচ্ছেন, তা এখনও জানেন না পেরিক্লিস। ওদিকে থার্সাসে পেরিক্লিসের মেয়ে মেরিনা সেখানকার শাসক ক্লিওনের মেয়ে ফিলোটিনার সঙ্গে সমান স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে বড় হচ্ছে। দিন কাটতে লাগল, শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বেড়ে উঠতে লাগল পেরিক্লিসের মেয়ে মেরিনা। ফিলোটিনা আর মেরিনা দু'জনের একই বয়স, কিন্তু শাসক ক্লিওনের মেয়ে ফিলোটিনা রূপ ও গুণ কোনওদিক দিয়েই মেরিনার পাশে দাঁড়াতে পারে না। একইসঙ্গে লেখাপড়া শেখে দু'জনে, শেখে নাচগান আর শিল্পকলা। কিন্তু



সেখানেও প্রতিটি ক্ষেত্রে মেরিনা নিজের মেধার জোরে ছাপিয়ে যেতে লাগল ফিলোটিনাকে।

স্বভাবের দিক থেকেও তারা দ'জনে দু'রকম। থার্সাসের শাসকের বাড়িতে থেকে তাঁর মেয়ের আদরে বড় হয়ে উঠলেও তা নিয়ে মেরিনার এতটুকু দম্ভ বা অহংকার নেই। ছোট-বড়, উঁচু-নিচু সবার সঙ্গে একই রকম বিনীতভাবে গলা নামিয়ে কথা বলে মেরিনা। সহজভাবে মেলামেশা করে, চেষ্টা করে সাধ্যমত সবার মন রাখতে। এর ফলে থার্সাসের মানুষ ফিলোটিনার চেয়ে মেরিনার প্রশংসা বেশি করে করতে লাগল। আর এইভাবে মেরিনা থার্সাসের মানুষের মন জয় করল।

মেরিনার পাশে তাঁর নিজের মেয়ে ফিলোটিনা দাঁড়াতে পারছে না, প্রতিপদে মেরিনা তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে—এই ব্যাপারটা থার্সাসের শাসক ক্লিওন লক্ষ না করলেও তাঁর স্ত্রী ডায়োনিজা সহজভাবে তা মেনে নিতে পারলেন না।

মেরিনা রূপ, গুণ, স্বভাব, মেধা, সবদিক থেকেই ফিলোটিনার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। যতদিন মেরিনা তাঁদের কাছে থাকবে ততদিন ফিলোটিনা। তার পাশে দাঁড়াতে পারবে না—এটা বুঝতে পেরে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল ডায়োনিজার বুকে, পথের কাঁটা দূর করতে শেষপর্যন্ত তিনি গুপ্তঘাতক দিয়ে মেরিনাকে হত্যা করার এক চক্রান্ত করলেন। প্রচুর টাকার বিনিময়ে লিওনাইন নামে এক গুপ্তঘাতক মেরিনাকে হত্যা করতে রাজি হল। মেরিনাকে সাগরতীরে নিয়ে গিয়ে সবার চোখ এড়িয়ে খুন করতে। তারপরে গলায় পাথর বেঁধে তার মৃতদেহ সমুদ্রে জলে ফেলে দেবার নির্দেশ ঘাতক লিওনাইনকে দিলেন ডায়োনিজা। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা ঘটল অন্যরকম। মেরিনাকে সবার নজর এড়িয়ে হত্যা করতে সাগরতীরে নিয়ে এল লিওনাইন। খুন করার আগে তাকে শেষবারের মত প্রার্থনা সেরে নিতে বলল। লিওনাইনের মুখ থেকে সেকথা শুনে মেরিনা বুঝল তাকে হত্যা করায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লোকটিকে। মেরিনার সরাসরি প্রশ্নের লিওনাইন সেকথা স্বীকারও করল। সেই কোন ছোটবেলা থেকে মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে যিনি তাকে বড় করে তুলেছেন সেই ডায়োনিজাই তাকে হত্যা করার দায়িত্ব এই লোকটিকে দিয়েছেন জেনে অবাক হল মেরিনা। গুপ্তঘাতক লিওনাইনের কাছে সে বাঁচার জন্য আকুল হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইল। ঠিক তখনই একদল জলদস্যু এসে হাজির হল সেখানে, ঘাতক লিওনাইন মেরিনাকে হত্যা করার জন্য যখন তৈরি হচ্ছে, সেইসময়



মেরিনাকে তারা আর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে জাহাজে চাপল। মেরিনাকে নিয়ে জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জলদস্যুরা পাল তুলে জাহাজ ছেড়ে দিল। জলদস্যুরা কিন্তু মেরিনাকে বাঁচাতে আসেনি, জাহাজ নোঙর করে তাদের কয়েকজন ডাঙায় নেমে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঠিক তখনই পরমাসুন্দরী মেরিনাকে তাদের চোখে পড়ে। দেখতে পেয়েই তাকে চড়া দরে কোনও দাস বাজারে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করার বুদ্ধি এসেছিল তাদের মাথায়।

জলদস্যুদের সর্দার ভ্যালভেজ দাসবাজারের বদলে মিটিলেনের এক পতিতালয়ে প্রচুর টাকার বিনিময়ে বিক্রি করল মেরিনাকে। যেসব নতুন কমবয়সী মেয়ে পতিতালয়ে আসে খদ্দেরদের মন জয় করার নানারকম ছলাকলা আর কায়দাকানুন তাদের শেখা মাথায় সেখানকার কোনও বয়স্ক পতিতা—সবাই যাকে ডাকে 'মাসি' বলে। মিটিলেনের পতিতালয়েও আছে এমনই এক মাসি, রাতের খদ্দেরদের মন জয় করার হরেক কায়দা মেরিনাকে শেখাতে সে উঠেপড়ে লাগল। এক মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে সে যে আরেক মৃত্যুর খপ্পরে পড়েছে—এই নিদারুণ সত্য তওদিনে বেশ বুঝতে পেরেছে মেরিনা। মাসি সুখী জীবনযাপনের হাজার লোভ দেখানো সত্ত্বেও সে পতিতা হতে চায় না, মাসি চাবুক মারবে বলে ভয় দেখানো সত্ত্বেও নিজের দেহ কোনও খদ্দেরকে ভোগ করতে দিতে সে রাজি হয় না। পরমাসুন্দরী এই মেয়েটি যে এমন অবাধ্য আর অনমনীয় হবে পতিতালয়ের মালিক বা মাসি তা স্বপ্নেও ভাবেনি, কিভাবে তাকে সবদিক থেকে পতিতা করে তোলা সম্ভব হবে তা ভেবে পায় না সে। এদিকে পতিতালয়ের দালালের মুখ থেকে কিশোরী মেরিনার রূপের কথা রাতের খদ্দেরদের অনেকেই শুনেছে। তার সঙ্গে কাটাতে, তার শরীরের স্বাদ পেতে তারা পাগল হয়ে উঠেছে। পতিতালয়ের দালাল আর মাসি ইচ্ছে করে এসব কথা মেরিনাকে শুনিয়ে বলাবলি করল, খদ্দেরদের কেউ না কেউ রাতের বেলায় আসবে মেরিনার কাছে, মাসিকে এ-ও বলল দালাল। কিন্তু মেরিনা তার নিজের যুক্তিতে অটল—'জ্বলন্ত আগুন, ধারালো ছুরি বা গভীর জল, এসব একত্রে মিলিত হয়ে যদি মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখায়, তা তাতেও ভয় না পেয়ে আমি নিজের সতীত্ব রক্ষা করব, দেবী ডায়না সংকল্প রক্ষা করতে আমায় সাহায্য করবেন!'

* * *

ওদিকে পেরিক্লিসের মেয়ে মেরিনার আচমকা নিখোঁজ হওয়ায় অস্থির হয়ে



উঠছেন থার্সাসের শাসক ক্লিওন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর চরেরা মেরিনার হদিশ পেল না। এই অবস্থায় কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না ক্লিওন, এমন সময় প্রাসাদের এক বিশ্বস্ত চরের মুখে শুনলেন তাঁর স্ত্রী ডায়োনিজা কিছুদিন ধরে মেরিনাকে সবার চোখ এড়িয়ে গোপনে হত্যা করার চক্রান্ত করেছেন, পেশাদার গুপ্তঘাতক লিওনাইনের সঙ্গে ডায়োনিজাকে প্রাসাদের বাইরে একাধিকবার কথা বলতে দেখা গেছে।

'হায় ডায়োনিজা!' আক্ষেপের গলায় নিজের মনে বলে উঠলেন ক্লিওন, 'এ তুমি কি করলে! মেরিনাকে এখন আমি কোথায় কি করে খুঁজে পাব?'

ক্লিওনকে তাঁর বিশ্বস্ত চর যে গোপনে কিছু বলেছে দেখতে পেয়েছেন ডায়োনিজা। তাঁর আক্ষেপ্ শুনে পা চালিয়ে এসে বললেন, "বোকার মত কি সব বলছ? যা গেছে তা কি কখনও ফেরে? শুনে রাখো, মেরিনার জন্য কেউ মুখ তুলে আমাদের মেয়ের দিকে তাকাত না, সবাই শুধু মেরিনার রূপ-গুণ দেখেই মুগ্ধ হত। আমাদের একমাত্র মেয়ের কথা ভেবেই আমি একাজ করেছি।'

"কিন্তু এর ফল কি দাঁড়াবে তা একবারও ভেবেছো?" অসহায়ভাবে বললেন ক্লিওন, "পেরিক্লিস যদি কখনও এসে ওঁর মেয়েকে দেখতে চান তখন কি বলবে?"

"বলব যে সে ক'দিন আগে রোগে ভুগে মারা গেছে।" বললেন ডায়োনিজা, "আগেভাগে মেরিনার নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিয়ে রাখবে, পেরিক্লিস মেয়েকে খুঁজতে এলে তাঁর সামনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজেহাতে ঐ স্তম্ভে ফুল দেবে। তার আগে মেরিনার প্রশংসার কথা ঐ স্তম্ভের গায়ে খোদাই করিয়ে রাখবে।"

"দেখতে সুন্দর হলেও তুমি যে এমন মতলববাজ স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর তা আগে জানতে পারিনি", বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্লিওন।

কিন্তু মুখে স্ত্রীকে গালাগালি দিলেও শেষপর্যন্ত ডায়োনিজার পরিকল্পনাকেই বাস্তবে রূপ দিতে বাধ্য হলেন ক্লিওন। সাগরতীরে পেরিক্লিসের মেয়ে মেরিনার সমাধি গড়ে তার ওপরে সুন্দর একটি স্তম্ভ তিনি তৈরি করালেন। ভাস্করদের দিয়ে মেরিনার স্বভাবের প্রশংসা করে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা সেই স্তম্ভের গায়ে তিনি খোদাই করালেন।

এদিকে অনেকদিন মেয়ের খবর না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন পেরিক্লিস। ক্লিওনকে কতগুলো চিঠিও লিখলেন, কিন্তু একটিরও উত্তর পেলেন না। শেষকালে নিজেই মেয়েকে দেখে আসবেন স্থির করে একদিন তিনি মন্ত্রী


হেলিকেনাসকে নিয়ে জাহাজে চেপে এসে হাজির হলেন থার্সাসে। খবর পেয়ে স্ত্রী ডায়োনিজাকে সঙ্গে নিয়ে থার্সাসের শাসক ক্লিওন জাহাজঘাটে এলেন। জাহাজ থেকে নামার পরে ডায়োনিজা যেভাবে বলেছিলেন হুবহু সেভাবে কাঁদতে কাঁদতে মেরিনার মৃত্যুসংবাদ পেরিক্লিসকে দিলেন ক্লিওন। মেরিনা বেঁচে নেই? মৃতা স্ত্রী থাইসার একমাত্র স্মৃতি মেরিনা, ঐ একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে এতদিন থাইসাকে হারানোর শোক ভুলে ছিলেন তিনি। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির সহ্য হল না! তাঁর বেঁচে থাকবার একমাত্র অবলম্বন মেয়েকেও সে অকালে কেড়ে নিল? মেরিনার মৃত্যুর কথা শুনে শোকে পাথর হয়ে গেলেন পেরিক্লিস, বলার মত কিছু খুঁজে পেলেন না তিনি।

ডায়োনিজা ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন, মেয়ের শোকে পেরিক্লিস বিহ্বল হয়ে পড়েছেন দেখে তিনি এবারে চাপা গলায় তাঁর স্বামিকে এরপরে কি করতে হবে সেই নির্দেশ দিলেন। স্ত্রীর নির্দেশে ক্লিওন পেরিক্লিসকে নিয়ে এলেন সাগরতীরে মেরিনার নামে তৈরি সমাধিস্থানে, সেখানে ধরাগলায় মেরিনার স্বভাবের প্রশংসা করলেন। ডায়োনিজা আগেই কিছু সাদা ফুল নিয়ে এসেছেন, স্ত্রী-র হাত থেকে সেই সাদা ফুল নিয়ে ক্লিওন ছড়িয়ে দিলেন স্মৃতিস্তম্ভের গোড়ায়। তাঁর দেখাদেখি পেরিক্লিস নিজেও কিছু ফুল ছড়িয়ে দিলেন সেখানে। তারপরে চোখের জল মুছতে মুছতে ক্লিওনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেলিকেনাসকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে থেকেই জাহাজে চেপে ফিরে গেলেন টায়ারে।

* * *

অন্যদিকে মিটিলেনে পতিতালয়ের মালিক মোটা টাকায় মেরিনাকে কিনে পড়েছে ভীষণ মুশকিলে—পতিতালয়ের যারা রোজ রাতের খদ্দের, মেরিনার অগাধ রূপযৌবনের কথা শুনে তাদের অনেকেই এল তার সঙ্গে রাত কাটাতে। কিন্তু মেরিনা তাদের সবার বেলায় নিজের জেদ বজায় রাখল—রাত কাটানো দূরে থাক, তাদের একজনকেও সে নিজের দেহ ছুঁতে দিল না। যে খদ্দের আসে তাকেই ধর্মকথা শোনায় মেরিনা, চরিত্র বজায় রাখার সদুপদেশ দেয়। তার মুখ থেকে এসব তত্ত্বকথা শুনে রাতের খদ্দেররা মুখ কালো করে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। মেরিনাকে কিছুতেই বশে আনতে না পেরে খদ্দেরদের অনেকে পতিতালয়ে আসাই ছেড়ে দিল। এইসব ঘটনায় পতিতালয়ের মালিক মেরিনার ওপর ভীষণ রেগে গেল। লোকটি নিজে যৌনরোগী, মেরিনাকে শিক্ষা



দিতে জোর করে সতীত্ব নষ্ট করে তার দেহে ঐ কুৎসিত ব্যাধি সে ঢুকিয়ে দেবার মতলব আঁটল।

মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস নতুন নারীর খোঁজে একদিন এলেন সেই পতিতালয়ে। তাঁকে দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। পতিতালয়ের দালাল মেরিনাকে নিয়ে এল তাঁর ঘরে। পতিতালয়ের মাসিও এল তাদের সঙ্গে। মেরিনাকে আড়ালে নিয়ে গেল ম্যাসি, লাইসিমেকাসকে ইশারায় দেখিয়ে বলল, "ইনি হলেন এই রাজ্যের শাসক, আমাদের সবার হাত পা ওঁর কাছে বাঁধা। ইচ্ছে করলে উনি আমাদের যা খুশি করতে পারেন। বুঝতেই পারছো ইনি কতবড় ক্ষমতাবান মানী লোক! সারারাত ধরে ওঁকে তুমি খুশি করতে পারো তাহলে তোমার আর চিন্তাভাবনা করতে হবে না, উনি সোনা-দানা হিরে-জহরতের গয়না দিয়ে তোমার মাথা থেকে পা মুড়ে দেবেন।"

মাসি কি বলতে চায় তা এবারে বুঝতে পারল মেরিনা। আগের মতই নিজের জেদ বজায় রেখে সে বলল, "উনি যদি ভালবেসে আমায় কিছু দেন তাহলে সে দান আমি মাথা পেতে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব।"

"কই, তোমাদের কথাবার্তা শেষ হল?" অধৈর্য লাইসিমেকাস মেরিনার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বললেন, "বলি ও মেয়ে, আর কতক্ষণ আমার এভাবে একা বসিয়ে রাখবে?"

"হুজুর, কিছু মনে করবেন না", মাসি ছুটে এসে লাইসিমেকাসকে সেলাম করে বলল, "সুন্দরী হলেও মেয়েটা এখনও আনকোরা রয়ে গেছে, অনেক কসরৎ করেও আমরা এখনও ওকে পোষ মানাতে পারিনি। তবে হুজুর আপনি নিজে যখন এসে পড়েছেন তখন মনে হচ্ছে আপনার কাছে ও ঠিক পোষ মানবে। অ্যাই, তোরা সব চলে আয়!" বলে হাত ধরে টানতে টানতে মেরিনাকে লাইসিমোকাসের ঘরে জোর করে ঢুকিয়ে দিল মাসি, তারপরে দালালকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। এর আগে অনেক মেয়ে ঘেঁটেছেন লাইসিমেকাস, দেখেছেন তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পাবার পরে একইরকম হয় তাদের সবার চেহারায়। চোখের চাউনি আর ভাবভঙ্গি পাল্টে যায়। তখন কিভাবে তাঁকে খুশি করতে পারবে সেই চেষ্টাই একনাগাড়ে করে যায় তারা। কিন্তু এ মেয়েটা তাদের মত নয়। পুরোপুরি অন্যরকম। শিরদাঁড়া সোজা রেখে এমনভাবে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন তাঁকে খুশি করার কোনও আগ্রহই তার নেই। অথচ একইসঙ্গে ওর চোখের চাউনি কেমন নম্র আর বিনীত, এতটুকু ঔদ্ধত্য সেখানে ফোটেনি। মেরিনাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তার সম্পর্কে লাইসিমেকাসের



কৌতূহল বেড়েই চলল। একসময় মুখ ফুটে তিনি বলেই ফেললেন, "কি গো মেয়ে তোমার নামটি কি?"

"আজ্ঞে মেরিনা।"

"মেরিনা! তা বেশ। আচ্ছা এবারে বলো ত দেখি এই ব্যবসায় তুমি কতদিন এসেছো?"

"কোন ব্যবসার কথা আপনি বলছেন?" লাইসিমেকাসের প্রশ্ন শুনে থতমত খেল মেরিনা।"

"কি বলছ তুমি!" লাইসিমেকাস বললেন, "আমি নিজে কি এই ব্যবসার নাম মুখে আনতে পারি?

"দোহাই আপনার" মিনতি করল মেরিনা, "দয়া করে বলুন আপনি কোন ব্যবসার কথা বলছেন?"

"কতদিন এসেছো এই পেশায়?" জানতে চাইলেন লাইসেমেকাস।

"আজ্ঞে যতদিনের কথা আমার মনে আছে ঠিক ততদিন," জবাব দিল মেরিনা।

"হুঁম্!" তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন লাইসিমেকাস, "তাহলে তুমি খুব কম বয়সেই এই পেশায় এসেছো—এটাই ধরে নিতে হবে আমায়? তখন কত ছিল তোমার বয়স, পাঁচ, না সাত?"

"যদি সত্যিই আমি এই পেশায় এসে থাকি তাহলে তখন আমার বয়স ছিল আরও কম।"

"যে বাড়িতে তুমি আছো সেখানে সবাই যে তোমায় বিক্রি করার মাল বলে ভাবে তা ত জানো?" বললেন লাইসিমেকাস।

"এই জায়গাটা যদি এতই খারাপ তাহলে আপনি এখানে এলেন কেন?" লাইসিমেকাসের দিকে তাকিয়ে বলল মেরিনা, "শুনেছি আপনি এখানকার শাসক! মানী লোক, প্রচুর ক্ষমতা আছে আপনার হাতে।"

"আমার কথা কে বলল তোমায়, বললেন লাইসিমেকাস, "তোমার গুরুঠাকুরণ?"

"গুরুঠাকুরণ?" অবাক হল মেরিনা, "কার কথা বলছেন আপনি?"

"ঐ যে মেয়েটা তোমাদের নানারকম ছলাকলা কায়দাকানুন শেখায়। বললেন লাইসিমেকাস, "খানিক আগে যে তোমায় এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছি আমার আসল পরিচয় আর ক্ষমতার কথা জেনে এখন আমার মুখ থেকে প্রেম-পীরিতের কথা আরও বেশি করে শুনতে চাইছো।



নাও, ঢের হয়েছে, এবারে আমায় একটু নিরিবিলিতে নিয়ে চলো। কি হল, চলো।"

"যদি আপনি সত্যিই কোনও সদবংশে জন্মে থাকেন তাহলে তার উপযুক্ত প্রমাণ দিন, গম্ভীর গলায় বলল মেরিনা. "আপনি এখানকার শাসক তাই আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা করছি। আপনার বিচার আপনার বংশ আর পদমর্যাদার উপযুক্ত হবে বলেই আশা করব।"

"এসব তুমি কি বলছ?" মেরিনার কথা শুনে অস্বস্তিতে পড়লেন লাইসিমেকাস, এক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে এক রাতের মজা লুটতে এসে যে এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হতে তা স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি।

"শান্ত হও মেরিনা" বললেন লাইসিমেকাস, "অন্য কিছু চাও।"

"তাহলে জেনে রাখুন, আমি এক কুমারী মেয়ে-যে দুর্ভাগ্যের কোপে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে," বলল মেরিনা, 'খানিক আগে এই বাড়িটার কথা বলছিলেন না? এটা এমন এক জঘন্য নরক যেখানকার প্রত্যেকটি বাসিন্দা কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই নরককুণ্ড থেকে একমাত্র ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করতে পারেন। এখানে আসার পরে আমি হয়েছি এক ডানা ভাঙা পাখি। ডানা মেলে উড়ে যাবার কোনও ক্ষমতা যার এখন নেই।"

"বাঃ,.তুমি ত ভারি সুন্দর কথা বলতে পারো, মেরিনা!" বললেন লাইসিমেকাস, "যে কোনও পতিতা মেয়ে তোমার কথা শুনলে যে ভাল হয়ে ওঠার প্রেরণা পাবে সে বিষয়ে এখন আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। যাক, তুমি এই টাকাগুলো রাখো, এগুলো নিয়ে তুমি এই নরক থেকে পালিয়ে যেতে পারো। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।"

"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন", লাইসিমেকাসের দেয়া টাকাগুলো নিয়ে বলল মেরিনা।

"আমি আজ যাচ্ছি," লাইসিমেকাস উঠে পড়লেন, দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, "যদি কখনও তোমায় কোনও খবর পাঠাই জানবে তা ভাল খবর, তাতে তোমার ভালই হবে। এই নাও। আরও কিছু টাকা দিয়ে গেলাম, এগুলো তুলে রাখো, দরকার মত কাজে লাগিয়ে—বলে লাইসিমেকাস আরও কিছু টাকা তুলে দিলেন মেরিনার হাতে।

লাইসিমেকাসের দেওয়া টাকাগুলো সত্যিই মেরিনার কাজে লাগল। পতিতালয়ের মালিকের চাকর বোল্টকে কিছু টাকা দিয়ে সে বশ করল। এই লোকটির সাহায্যে একদিন সেই পতিতালয় থেকে পালিয়ে গেল মেরিনা।


বোল্টের সাহায্যে এক সচ্চরিত্র বয়স্ক ভদ্রলোকের কাছে সে আশ্রয় পেল। যে ভদ্রলোক মেরিনাকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়ে শুয়ে-বসে সময় কাটায় না মেরিনা। নাচগান শিল্পকলা এসব সে থার্সাসে থাকতেই আয়ত্ত করেছিল। নরক থেকে উদ্ধার পেয়ে এবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এসব বিদ্যে শিখিয়ে উপার্জন করতে লাগল। মেরিনা, উপার্জনের টাকা বোল্টের হাত দিয়ে সে পতিতালয়ের মাসিকে সাহায্য হিসেবে পাঠায়।

*   *   *

এর মধ্যে থার্সাসে নিজের মেয়ে মেরিনার সমাধিতে ফুল দিয়ে পেরিক্লিস বিষণ্ণ মনে ফিরে আসছিলেন টায়ারে। মাঝপথে তাঁর জাহাজ নোঙর করেছে মিটিলেন বন্দরে। টায়ারের জাহাজটিকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হলেন মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস। জাহাজটি কোন দেশের, তাতে কে আছে—এসব জানতে দু'জন সভাসদকে সঙ্গে নিয়ে বড় নৌকোয় চেপে তিনি এলেন টায়ারের জাহাজের কাছে। রাজা পেরিক্লিস জাহাজের ডেকে চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় মিটিলেনের এক সভাসদ টায়ারের এক নাবিককে সঙ্গে নিয়ে উঠে এল জাহাজের ডেকে। মন্ত্রী হেলিকেনাস তাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। টায়ারের নাবিক তাঁকে বলল, "প্রভু হেলিকেনাস, মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস নিচে নৌকোয় অপেক্ষা করছেন, তিনি আমাদের জাহাজে আসতে চান।"

"বেশ ত," মন্ত্রী হেলিকেনাস দু'জন সভাসদকে ডেকে বললেন। "মিটিলেনের শাসনকর্তা আমাদের জাহাজে আসতে চান, ওঁকে অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে আসুন।"

হেলিকেনাসের নির্দেশে টায়ারের সভাসদদের নিয়ে নাবিক দু'জন নিচে গেলে খানিক বাদে লাইসিমেকাসকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এলে তারা। মন্ত্রী হেলিকেনাস লাইসিমেকাসকে অভিবাদন জানালেন। খানিক তফাতে বিশ্রামরত পেরিক্লিসকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন হেলিকেনাস, "ইনিই আমাদের প্রভু টায়ারের রাজা পেরিক্লিস। শোকে দুঃখে এমনই স্তব্ধ হয়ে গেছেন যে গত তিনমাস ধরে একরম না খেয়েই আছেন। কারও সঙ্গে কথাও বলছেন না।"

"আমি কি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি?" বললেন লাইসিমেকাস।

"অবশ্যই পারেন", বললেন হেলিকেনাস, "তবে দেখা করে লাভ হবে



না। কারণ উনি আপনার সঙ্গে একটি কথাও বলবেন না। স্ত্রী আর একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে এরকম হয়ে গেছেন।”

লাইসিমেকাস এগিয়ে এসে পেরিক্লিসকে অভিবাদন জানালেন, পেরিক্লিস কোনও জবাব না দিয়ে বিষণ্ণ মুখে চুপ করে রইলেন।

“আপনাকে একটা কথা বলব” হেলিকেনাস একপাশে সরিয়ে নিয়ে এসে লাইসিমেকাস বললেন, “আমদের মিটিলেনে এক অল্পবয়সী মেয়ে আছে। রূপ গুণ কোনওদিকে থেকেই তার তুলনা হয় না। মেয়েটি এখনও কুমারী, চমৎকার তার গানের গলা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার গান শুনলে রাজা পেরিক্লিস আবার আগের মত কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পাবেন। আপনি অনুমতি দিলে আমি সেই মেয়েটিকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারি।”

“নিয়ে আসুন” হতাশ ভঙ্গিতে বললেন হেলিকেনাস “কিন্তু আপনার এই প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমার মনে হয় না, তবু বলছেন যখন তখন চেষ্টা করে দেখতে পারেন।”

লাইসিমেকাসের নির্দেশে তাঁর সঙ্গি এক সভাসদ বড় নৌকোয় চেপে রওনা হলেন। খানিক বাদে ফিয়ে এলেন মেরিনাকে নিয়ে। রাজা পেরিক্লিস ডেক থেকে তার আগেই উঠে তাঁর কামরায় ঢুকেছেন। হেলিকেনাস মেরিনাকে সেখানে পৌছে দিলেন।

“মহারাজ!” পেরিক্লিসকে অভিবাদন জানিয়ে মেরিনা বলল, “আমিও আপনার মত একরাশ দুঃখ আর যন্ত্রণা অনেক কষ্টে বুকের ভেতরে চেপে রেখেছি। শুনেছি আমার বাবাও রাজা ছিলেন। সমুদ্রে জাহাজ দুর্ঘটনায় আমি আমার বাবা-মা দু'জনের কাছ থেকেই বিছিন্ন হয়েছি।”

‘আমার প্রিয়তমা পত্নী আর মেয়েকেও এই মেয়েটির মতই দেখতে ছিল।’ কথাগুলো পেরিক্লিস নিজের মনে বললেও তা মেরিনার কানে ঠিকই পৌঁছল।

“তোমার নাম কি?” মেরিনার দিকে তাকিয়ে বললেন পেরিক্লিস।

“আমার নাম মেরিনা।”

“মেরিনা!” মেয়েটির নাম শুনে চমকে উঠলেন পেরিক্লিস। বললেন, “তোমার এই নাম শুনে আমি কতটা চমকে গেছি তা বলে বোঝাতে পারব না। কে তোমার এই নাম রেখেছিলেন?”

“ধাত্রী লাইকারিডা মারা যাবার আগে নিজে মুখে আমায় বলেছে, আমার বাবা ছিলেন এক শক্তিশালী রাজা। আমার মা-ও ছিলেন রাজার মেয়ে। সমুদ্রে



জন্মেছিলাম বলে বাবা জাহাজের মধ্যে আমার নাম রাখেন মেরিনা! এ-ও শুনেছিলাম সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়-জলের তাণ্ডব সহ্য করতে না পেরে আমার মা আমায় জন্ম দিয়েই মারা যান।' মেরিনার কথা শুনে চাপা উত্তেজনায় পেরিক্লিসের ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি চাপাগলায় নিজের মনে বলে উঠলেন, 'বলছে এর বাবা ছিলেন এক রাজা, মা-ও ছিলেন রাজার মেয়ে, সমুদ্রে জন্মেছে বলে বাবা নাম রেখেছিল মেরিনা। আচ্ছা, আমি কি স্বপ্ন দেখছি! আমায় মেয়ে ত কবে মরে গেছে, এই ত ক'দিন আগে আমি নিজে তার সমাধিতে ফুল ছড়িয়ে এলাম। তবু আরেকবার বাজিয়ে দেখা যাক।' বলে মেরিনার দিকে তাকিয়ে পেরিক্লিস বললেন, "আমি তোমার জীবনকাহিনী পুরো শুনতে চাই। জন্মের পরে তোমার কি হল, কি করে এখানে এলে—সব আমায় খুলে বলো।"

"আমার জন্ম দিয়েই আমার মা মারা যান," মেরিনা বলতে লাগল, "শুনেছি তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে আমার বাবা আমায় থার্সাসের শাসক ক্লিওনের কাছে রেখে আসেন। ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রী আমায় খাইয়ে-পরিয়ে বড় করে তোলেন। তারপরে একদিন ক্লিওনের স্ত্রী আমায় কেন জানিনা গোপনে হত্যা করার দায়িত্ব দেন একটি লোককে। ধাত্রী লাইকারিডার সমাধিতে ফুল দেব বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, মাঝপথে ভুলিয়ে ভালিয়ে সে আমায় নিয়ে এল সাগরতীরে। আমায় হত্যা করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে জেনে আমি সে লোকটার কাছে কাতর হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলাম। এমন সময় একদল জলদস্যু আমায় তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের জাহাজে তোলে। তারপরে একদিন নিয়ে আসে এখানে। মিটিলেনে"...

এটুকু বলে বলে মেরিনা দেখতে পেল তার শ্রোতা শিশুর মত কাঁদছেন।

"আপনি কাঁদছেন কেন", মেরিনা বলল, "আমার জীবনকাহিনী শুনে আপনি কি ব্যথা পেয়েছেন? বিশ্বাস করুন। আমি রাজা পেরিক্লিসের মেয়ে। যদিও তিনি বেঁচে আছেন কিনা তা আমি এখনও জানি না।"

"হেলিকেনাস! আমার প্রিয়তম মন্ত্রী!" গলা চড়িয়ে ডাকলেন পেরিক্লিস। শুনতে পেয়ে হেলিকেনাস এসে ঢুকলেন তাঁর ঘরে। এতদিন পরে রাজার মুখে বুলি ফুটেছে দেখে মনে মনে খুশি হলেন তিনি।

"হেলিকেনাস", পেরিক্লিস বললেন, "এ মেয়েটি বলছে ওর নাম মেরিনা সমুদ্রে জন্মেছিল বলে ওর বাবা নাকি ওর এই নাম রেখেছিলেন! মা,



দেবতাদের লীলা বোঝার সাধ্য আমার নেই, তবে দেখছি একদিন সমুদ্রে তোমার জন্ম হয়েছিল, আবার সমুদ্রই এতদিন বাদে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। শোনো মেরিনা এতক্ষণ তুমি যা বলেছো সবই সত্যি তবু সংশয় এখনও কিছুটা রয়ে গেছে। তুমি যদি সত্যিই পেরিক্লিসের মেয়ে হয়ে থাকো তাহলে বলো তোমার মা কে ছিলেন, তাঁর নাম কি?"

"নিশ্চয়ই বলব," মেরিনা বলল, "কিন্তু তার আগে আপনার নিজের নাম বলুন।"

"আমিই টায়ারের রাজা পেরিক্লিস"।

চাপা উত্তেজনা দমন করে মেরিনা বলল, "আমার মায়ের নাম ছিল থাইসা।"

"কি বললে, থাইসা! তুমি থাইসার মেয়ে?" এগিয়ে এসে পেরিক্লিস মেরিনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি যে সত্যিই আমায় মেয়ে তাতে আর সন্দেহ নেই! হেলিকেনাস, জীবনের সবটাই দুঃখে ভরা নয়, আজ কতবছর পরে হারানো মেয়েকে ফিরে পেলাম। এখুনি আমার মেয়ের জন্য নতুন পোষাক নিয়ে এসো।" বলতে বলতে ঘরে থেকে বেরিয়ে ডেকে এসে দাঁড়ালেন পেরিক্লিস। লাইসিমেকাসেক দেখে বললেন "এঁকে ত ঠিক চিনতে পারছি না, হেলিকেনাস, ইনি কে?"

"প্রভু, ইনি মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস," বললেন হেলিকেনাস, "এঁর জন্যই আজ আপনি এতদিন পরে ফিরে পেলেন আপনার হারানো মেয়েকে।"

আনন্দে লাইসিমেকাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পেরিক্লিস।

"কেন জানি না, আপনাকে আমার পরমাত্মীয় বলে মনে হচ্ছে," লাইসিমেকাসকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধরে বললেন পেরিক্লিস, "ঈশ্বর আমার মেয়ে আর আপনার মঙ্গল করুন।" বলে হেলিকেনাসের দিকে কঠিন চোখে তাকালেন তিনি। বললেন, "বেশ বুঝতে পারছি মেরিনা সত্যিই আমার মেয়ে কিনা তা নিয়ে এখনও তোমার সন্দেহ ঘোচেনি।" হেলিকেনাস কোনও জবাব দিলেন না।

এদিকে অনেকক্ষণ ধরে পেরিক্লিসের এক সূক্ষ্ম অনুভূতি হচ্ছে,। মিষ্টি এক গানের সুর কোথা থেকে ভেসে আসছে তাঁর কানে। অথচ আর কেউ সেই



সুর শুনতে পাচ্ছেন না। সেই সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন পেরিক্লিস। ঘুমের মধ্যে দৈবস্বপ্ন দেখলেন তিনি। তাঁর মনে হল দেবী ডায়ানা তাঁকে বলছেন, 'এফিসাসে চলে যাও, সেখানে আমার মন্দিরে তোমার স্ত্রী আমারই আরাধনা করে দিন কাটাচ্ছে। তাকে গ্রহণ করো।'

ঘুম ভাঙার পরে পেরিক্লিসের নির্দেশে জাহাজ এসে পৌঁছল এফিসাসে। মেরিনা, হেলিকেনাস আর কয়েকজন সভাসদকে নিয়ে পেরিক্লিস এলেন দেবী ডায়নার মন্দিরে। যাঁর নির্দেশে থাইসা একদিন এই মন্দিরে বাকি জীবন কাটাতে এসেছিলেন এফিসাসের সেই সভাসদ সেরিমনও ঘটনাচক্রে সেখান এসে হাজির হয়েছেন। দেবী ডায়নায় বেদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন পেরিক্লিস, নিজের জীবনের ইতিহাস জোরগলায় উপস্থিত সবাইকে শোনালেন। থাইসা কাছে ছিলেন। গলা শুনে আর পেরিক্লিসকে এতদিন পরে দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে জ্ঞান হারালেন। সেরিমনের পরিচর্যায় খানিক বাদেই জ্ঞান দিয়ে পেলেন থাইসা। তখন সেরিমন থাইসাকে দেখিয়ে পেরিক্লিসকে বললেন, যার খোঁজে তিনি এফিসাসে এসেছেন ইনিই তাঁর সেই হারানো স্ত্রী থাইসা।

এতদিন পরে স্বামি আর মেয়েকে ফিরে পেয়ে থাইসা বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি কি করবেন। সেরিমন এরপর তাঁদের সবাইকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে, যে বাক্সে পুরে থাইসাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই বাক্স আর তার ভেতরের সবকিছু তিনি রেখে দিয়েছেন যত্ন করে, পেরিক্লিসকে সেসব দেখালেন তিনি। বিয়ের রাতে স্বামির দেওয়া উপহার হিরের আংটিটি রেখে দিয়েছিলেন থাইসা, এতদিন পরে আংটিটি পেরিক্লিসকে তিনি দেখালেন। একবার দেখেই পেরিক্লিস সেই আংটিটি চিনতে পারলেন। যে মেয়েকে জন্ম দেবার পরে আর দেখতে পাননি সে আজ এত বড় হয়েছে দেখে খুশি হলেন থাইসা। মেরিনা মাকে পেয়ে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল সশ্রদ্ধ ভঙ্গি তে, থাইসা তাকে দু'হাতে তুলে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

সেরিমনকে দেখিয়ে থাইসা পেরিক্লিসকে বললেন, "ইনি যে পথ দেখিয়েছিলেন সেই পথ ধরেই আমি এতদিন দেবী ডায়নায় আরাধনা করে এসেছি, দেবী ডায়নার কৃপাতেই তোমাদের দু'জনকে হারিয়ে এতবছর পরে আবার ফিরে পেলাম।"



''এবারে এর দিকে একবার তাকাও থাইসা,'' ইশারায় লাইসিমেকাসকে দেখালেন পেরিক্লিস, 'ইনি মিটিলেনের শাসক, আমি স্থির করেছি এঁরই হাতে আমাদের মেয়ে মেরিনাকে সম্প্রদান কর।''

''তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হোক,'' বলে মেরিনার হাত লাইসিমেকাসের হাতে তুলে দিলেন থাইসা। এরপর তাঁরা সবাই একসঙ্গে দেবী ডায়নার মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন।

এরপরেও পেরিক্লিসের কাহিনীর কিছু অবশিষ্ট আছে। ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রী মেরিনাকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিলেন একথা জানতে পেরে থার্সাসের প্রজারা তাঁদের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রী ডায়োনিজাকে এই জঘন্য পাপের প্রতিফল দিতে তারা একদিন তাঁদের প্রাসাদ পুড়িয়ে ছাই করে দিল। প্রাসাদ পুড়ে ছাই হলেও ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রী প্রাণে বেঁচে গেলেন, হয়ত আরও বড় শাস্তি তাঁদের পাওনা ছিল, সেই কারণেই।



ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস

রাতের আঁধার কেটে সবে হল ভোর। জলভরা চোখে উষা বিদায় জানাল তরুণ সূর্যকে। ওদিকে ঘোড়ায় চেপে প্রেম-ভালোবাসার খেলা খেলতে অ্যাডোনিস প্রেমিকা ভেনাসের সঙ্গে। প্রেমকে অবজ্ঞা আর উপহাসে তুচ্ছ করে অ্যাডোনিস, তবু তাকে কাছে পেতে, তার বুকে প্রেমকে জাগাতে ভেনাস অনুরোধ করে তাকে। মধুঝরা স্তুতি বাক্যে প্রেমিককে বলল ভেনাস, ''তুমি আমার চেয়েও তিনগুণ বেশি সুন্দর আর সুষমায় ভরা। তোমার মৃত্যুতে গোটা ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবে। এসো, আমার কাছে এসে বোস। এখানে ঈর্ষা নেই, নেই হিংস্রতা, আছে শুধু আপনার অফুরন্ত প্রেম। আমার চুম্বনে সেই প্রেমের ধারায় সিক্ত হবে তুমি। বারবার চুম্বনেও ঘৃণা জাগবে না তোমার অধরে বরং তারা আরও তৃষিত আরও অতৃপ্ত হবে, তাদের মনে হবে এত অসংখ্য চুম্বন যেন এক গোটা দিন, একটা ঘন্টা।'' কিন্তু ভেনাসের এত আর্তি শুনেও ঘোড়া থেকে নামলনা অ্যাডোনিস, তখন ভেনাস তার হাত ধরে জোর করে টেনে নামাল মাটিতে, একহাতে ধরল ঘোড়ার লাগাম, আর অন্যহাতে অ্যাডোনিসকে জড়িয়ে ধরল বুকে। কিন্তু তার বুকে তখনও জাগেনি কামনা, সেখানে শুধু ছিল ভেনাসের প্রতি নিরাসক্ত ঘৃণা। তবু হার মানলা না ভেনাস, ঘোড়াটা গাছের সঙ্গে বেঁধে অ্যাডোনিসকে বাঁধল কঠোর বাঁধনে যাতে সে পালাতে না পারে। এইভাবে মন না পেলেও তার দেহটা জয় করল ভেনাস, আদর করে অ্যাডোনিসের গালে টোকা দিতে সে দু'চোখ পাকিয়ে তাকাল। ঠিক তখনই নিজের ঠোঁট চেপে ধরে বলল ভেনাস, ''আমায় বকলে তোমার ঠোঁট আর খুলতে দেব না, চিরকাল এভাবে ঠোঁট চেপে ধরে থাকব। ঘৃণা আর ব্যর্থতায় লাল হয়ে ওঠে অ্যাডোনিস, চোখের জলে গাল লবণাক্ত হয়। সোনালি চুলের



গুছি আর দীর্ঘশ্বাস দিয়ে তার ভেজা গাল মোছায় ভেনাস। 'ভেনাস, সুন্দরী তুমি', বলে অ্যাডোনিস, ক্ষুধার্ত ঈগল হয়ে নখ আর ঠোঁট দিয়ে ফাঁদে পড়া শিকারকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাও!'' কিন্তু সেই বাক্যবাণ না শুনে ভেনাস তার ভুরু গাল আর চিবুকে চুম্বনের রেখা আঁকে। এর ফলে অ্যাডোনিস ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে ভেনাসের পাশে। অ্যাডোনিসের নিঃশ্বাসের গরম হল্‌কাকে নিমেষে শুষে নেয় ভেনাস, বলে, স্বর্গীয় সুষমায় সিক্ত এই নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় আমি তৃপ্ত সঞ্জীবীত হই। অ্যাডোনিসের গাল দু'টি ফুলের বাগান হলে আমায় অবিরাম চোখের জলের বর্ষায় তা সিক্ত হত''। খাঁচার পাখির মত দু'হাতের বাঁধনে বন্দি অ্যাডোনিস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেই উত্তাপ তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। কখনও প্রেমের করুণ কাহিনী শুনিয়ে, কখনও অনুনয় করে ভেনাস তার প্রেমহীন শুকনো হৃদয়ে দু'কূল ছাপানো বাঁধভাঙ্গা প্রেমের বন্যা আনার চেষ্টায় মেতে ওঠে।

অ্যাডোনিসের ভালবাসা আদায় না করে ছাড়বে না ভেনাস। শেষকালে তা দিতে রাজি হল অ্যাডোনিস, ভেনাসকে সে একটি চুম্বনের প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু ভেনাস তা নেবার জন্য তৈরি হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল অ্যাডোনিস। তার এই অনীহায় ক্ষুণ্ণ হল ভেনাস, ক্ষুব্ধ গলায় বলল, ''শুধু একটি চুম্বন ভিক্ষে চাইছি! কিন্তু তুমি তাও দিতে রাজি নও? কেন তুমি এত নিষ্ঠুর? আমায় একটি চুম্বন দিতে কিসের তোমার এত সংকোচ? আমার একটু ভালবাসা পেতে রণদেবতা নিজে একদিন আমায় প্রেম নিবেদন করেছিলেন, আমার একটু ভালবাসা তিনিও ভিক্ষে চেয়েছিলেন যা আজ আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। অনন্ত বিজয়ের অহংকার বিসর্জন দিয়ে বনদেবতা সেদিন তাঁর সব হাতিয়ার সঙ্গে দিয়েছিলেন আমার পায়ে। রণদেবতার সব ঔদ্ধত্য যে চূর্ণ করেছে তাকে হাতের মুঠোয় আনার জন্য অহংকার কোর না। তোমার সুন্দর ঠোঁটে স্পর্শ করো, সে চুম্বন হবে তোমার আমার। আমাদের দেহ আর মনের মিলনেই হবে জেনো প্রেমের সার্থকতা। আমি নিজে কুশ্রী, জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হলে মানতাম তোমার এ দ্বিধা। কিন্তু আমার এ দেহে মনে কোনও দোষ নেই, তাই নিছক ঘৃণাভরে আমায় দূরে সরিয়ে দিও না। চেয়ে দ্যাখো আমার চামড়া এখনও টানটান, মুখে পড়েনি বলিরেখা, আমার চোখের দৃষ্টি এখনও উজ্জ্বল। আমার মধুঝরা কথায় মুগ্ধ হতেই হবে গো তোমায়। আমায় চুম্বন দাও, প্রতিমূর্তির মত নিস্প্রাণ দাঁড়িয়ে থেকো না।'' বলতে বলতে ভেনাসের গলা ধরে এল, চোখ হল ছলছল। বলল, ''আমার এ দেহের গহন অরণ্যে মুক্ত হরিণের মত স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াও না কেন! দেখতে এ দেহে আছে কত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পর্বত,



গুহা আর চপলা স্রোতস্বিনী।" শুনে অবজ্ঞার হাসি হাসল অ্যাডোনিস, সেই হাসি গ্রাস করল ভেনাসের প্রেমোচ্ছ্বাস।

প্রেম-অনুরাগহীন অ্যাডোনিস ভেনাসকে উপেক্ষা করে পা বাড়াল তার ঘোড়ার দিকে। ঠিক তখনই বন থেকে ছুটে এল এক যুবতী ঘোড়া, মিলনের ইচ্ছা জানাল দড়িবাঁধা অ্যাডোনিসের পুরুষ ঘোড়াকে। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ঘোড়া তার ধেয়ে গেল সঙ্গিনীর দিকে। কিন্তু তাকে অবজ্ঞা দেখিয়ে তার প্রেম ফিরিয়ে দিল সেই যুবতী ঘোড়াটি, কিন্তু অ্যাডোনিস কাছে যেতে সঙ্গিনীকে নিয়ে গহন অরণ্যে ছুটে পালিয়ে গেল তারা দু'টিতে। হতাশায় অবসাদে মাটিতে বসে পড়ে অ্যাডোনিস। ভেনাস এগিয়ে এল তার কাছে, তাকে দেখে মাথা হেঁট করল অ্যাডোনিস। ভেনাস আদর করে আঙ্গুল বোলাল তার গালে। "দূর হও"! চেঁচিয়ে বলল অ্যাডোনিস, তোমার দোষেই এটা হল, আমার ঘোড়া গেল পালিয়ে, জানিনা কিভাবে তাকে ফিরে পাব।

ভুল কোর না, বলল ভেনাস, "প্রেম ত আগুন", তৃপ্ত না হলে তা কেবলই বাড়িয়ে তোলে কামনার জ্বালা, সে জ্বালায় অন্তর ছাই হয়ে যায়। সঙ্গিনীর নগ্ন দেহ দেখে মিলনের বাসনায় ক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়েছে তোমার সাধের ঘোড়াটি, ইন্দ্রিয় তৃপ্ত না হলে সেই ঘোড়া ফিরে আসবে না। তোমার এ ঘোড়াটির কাছ থেকে শিক্ষা নাও।"

"প্রেম কাকে বলে তা জানি না, বলে অ্যাডোনিস, যদি সে ব্যস্ত হয় তাহলে হতে পারে আমার শিকার। প্রেম ও জীবন ঝড়ে পড়ে না ফোটা ফুলের মত। তাই বলছি, হাত ছাড়ো, তুলে নাও আমার অন্তরের অবরোধ, তোমার শত আর্ত নিবেদনে গলবে না সে অন্তরের ধারা। যদি কানে শুনতে না পেতাম" বলল ভেনাস, "যদি না থাকত স্পর্শবোধ—তাহলে তোমার প্রেমের সুবাস আমি পেতাম।" শুনে মুখ তুলল অ্যাডোনিস, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ভেনাসের দিকে, সে দৃষ্টির তীব্রতা সইতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল ভেনাস, নিহত হল তার প্রেম।

ভেনাসকে মৃত ভেবে বিব্রত হল অ্যাডোনিস, অনুতপ্ত মনে সে আদর করতে লাগল প্রেমিককে, গালে হাত বুলিয়ে চুম্বনে ভরিয়ে দিল তাকে। সেই ভালবাসার স্পর্শে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে চোখ মেলে বলল ভেনাস, "খানিক আগে বেঁচে থেকেও কাতর হয়েছিলাম মৃত্যুযন্ত্রণায়। কিন্তু এখন মরে গিয়ে প্রাণ দিয়ে পেলাম জীবনের আনন্দ। ওগো, তুমি আমায় আবার মেরে এমনি করে বাঁচিয়ে তোল।" "দ্যাখো সন্ধ্যা হয়ে এল", বলল অ্যাডোনিস, "মেষপাল নিয়ে যাচ্ছে, সূর্য ডুববে একটু পড়ে, ওপারে আকাশে জমেছে ঘন কালো মেঘ, একটি চুম্বন নিয়ে এবারে



বিদায় দাও।" অ্যাডোনিসের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ভেনাস, এক হল দু'টি দেহ, শেষকালে তার কাছে নিজেকে সঁপে দিল অ্যাডোনিস।

কালকেও আমরা আবার মিলিত হব ত? জানতে চাইল ভেনাস। কাল যে আমার বন্য শূকর শিকারের দিন", বলল অ্যাডোনিস। শুনে তীব্র হতাশায় মাটিতে পড়ে গেল ভেনাস, তার বুকের ওপর শুয়ে পড়ল অ্যাডোনিস। দেহ মিলনের স্বাদ পেতে চাইল ভেনাস, কিন্তু প্রেমিকের দেহে কামনা পূরণের সে উত্তাপ ছিল না। "কেন বন্য শূকর শিকারের কথা বললে?" বলল ভেনাস, "এতে যে বিপদের ঝুঁকি আছে। ভালবাসি বলেই ত তোমার বিপদের ভয় আমায় ছেয়ে ফেলে।"

"যা ঘটে ঘটবে, যা হবার হবে", বলে বিদায় নিল অ্যাডোনিস। পরদিন রাত্রি শেষে সূর্য উঠে এলো অ্যাডোনিসের শিকারের শব্দ শোনার আশায় কান পেতে রইল ভেনাস, এগিয়ে যেতে লাগল দুর্গম বনপথে। হঠাৎ শিকারী কুকুরের ভীত চিৎকার কানে যেতে ভয়ে কেঁপে উঠল ভেনাস, কিছুদূরে গিয়ে এক বন্য শূকরের মৃতদেহ দেখে দাঁড়াল সে, দেখল শূকরের রক্তাক্ত মুখে ফেণা ঝরছে। সে দৃশ্য আবার এক নতুন ভয় জাগাল তার মনে, ভাবল সে শিকারী কই যার অস্ত্রে নিহত হয়েছে এক বন্য শূকর? আরও কিছুক্ষণ পরে অন্য এক বন্য শূকর আর অ্যাডোনিসের রক্তঝরা মৃতদেহ দেখে থমকে দাঁড়াল সে। "আমি আমার এ দুঃখ প্রকাশ করতে পারবনা", নিজেকে বলল ভেনাস। নিজেকে বোঝাল অ্যাডোনিসের রূপে মুগ্ধ হয়ে এই বন্য শূকর হয়ত তাকে চুম্বন করতে গিয়ে না বুঝে হত্যা করেছে, অ্যাডোনিসও তখনই বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলেছে তাকে। "আমিও এমনি করে চুম্বন করতে গিয়ে তার প্রাণশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম", বলতে বলতে মাটিতে পড়ে গেল ভেনাস, মৃত প্রেমিকের রক্ত মুখে মেখে নিল। দেখল প্রেমিকের চোখে জ্যোতি নেই, দেহ তাপহীন। "হে অ্যাডোনিস", বলল ভেনাস, "তুমি এইভাবে অকালে চলে গেলে! তাই বলে রাখছি ভবিষ্যতে যেকোন প্রেমই হবে দুঃখময়, মানুষের দৃষ্টিকে চিরকাল ছলনা করবে প্রেম। শক্তিমানকে প্রেম করবে দুর্বল, ধনীকে নির্ধন, আর জ্ঞানীকে নির্বোধ। আবার বিপরীতে প্রেম দুর্বলকে করবে শক্তিমান, নির্বোধকে জ্ঞানী, নিঃস্বকে ধনী। একই সঙ্গে প্রেম হবে দয়ালু ও নির্মম।"

প্রেমিককে অকালে হারিয়ে পৃথিবীর ওপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আকাশে নক্ষত্রলোকে চলে গেল ভেনাস, আর সে কখনও ফিরে আসেনি, আর কাউকে কখনও ভালবাসেনি।



দ্য রেপ অব লুক্রেসি

রোমের উদ্ধত রাজা লুসিয়াস টারকুইনাসের জন্যই তাঁর শ্বশুর সার্ভিয়াস টুলিয়াসের মৃত্যু ঘটল, শ্বশুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে রাজা লুসিয়াস অন্যান্য বীরদের সঙ্গে নিয়ে আরভিয়া অবরোধে যাত্রা করলেন। যুদ্ধে যাবার আগে রোমের জনসাধারণের সমর্থন নেবার যে আইন চালু ছিল তা তিনি লঙ্ঘন করলেন। লুসিয়াসের ছেলেরাও তাঁর সঙ্গী হল।

যুদ্ধ শেষ হলে পানাহারের জন্য রোমান বীররা রাজা লুসিয়াসের সঙ্গে মিলিত হলেন। খেতে বসে সবাই যে যার নিজের নিজের স্ত্রী-র গুণের বর্ণনা শুরু করলেন। বীরদের অন্যতম কোলাটিনাস বললেন তাঁর যুবতী স্ত্রী লুক্রেশি যেমন রূপসী তেমনই পতিব্রতা সতীসাধ্বী, স্বামী ছাড়া আর কোনও পুরুষের চিন্তা ভুলেও সে মনে ঠাঁই দেয় না। কোলাটিনাসের কথা শুনে সবাই ধরে নিল নিজের স্ত্রী-র গুণের কথা তিনি কিছু বাড়িয়ে বলছেন। সত্যি সত্যি তাঁদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রী-রা কি করছেন যাচাই করতে রোমান বীররা শিবির থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে চুপিচুপি এসে হাজির হলেন রোমে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁদের স্ত্রীরা গৃহস্থলী কাজকর্ম ফেলে নানারকম আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাচ্ছেন। সবশেষে তাঁরা এলেন কোলাটিনাসের বাড়িতে, আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁরা দেখলেন কোলাটিনাসের যুবতী স্ত্রী লুক্রেশি বিছানায় বসে একমনে সেলাই করছেন, বাড়ির কাজের মেয়েরা বসে আছে তাঁর চারপাশে। কোলাটিনাস যে তাঁর স্ত্রী-র গুণের কথা এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সবাই ঘোড়ায় চেপে ফিরে এলেন রোমান শিবিরে। রোমান বীর জায়ারা কে কি করছেন তা দেখার কৌতূহল নিয়ে রাজা লুসিয়াসও দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে, লুক্রেশিকে দেখার পরে তাঁকে ভোগ করার পঙ্কিল বাসনা জাগল তাঁর মনে।



রাত ক্রমশ বাড়ছে, রোমান শিবিরে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুম নেই শুধু শিবিরের সীমানার শেষে প্রহরারত শান্ত্রীর চোখে, অস্ত্র হাতে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে পায়চারি করার ফাঁকে সে চারপাশে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

ঘুম নেই রোমান শিবিরে আরও একজনের চোখে, তিনি স্বয়ং রাজা লুসিয়াস টারকুইনিয়াস। বীর কোলাটিনাসের রূপসী যুবতী স্ত্রী লুক্রেশির সঙ্গে একটি রাত কাটাতে তিনি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছেন। ধারেকাছে কেউ জেগে নেই বুঝে একসময় রাজা লুসিয়াস কোমরের খাপে তলোয়ার গুঁজে চোরের মত পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন শিবিরের বাইরে, ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা হলেন রোমের দিকে।

* * *

রোমে পৌঁছে বীর কোলাটিনাসের বাড়ি খুঁজে বের করতে রাজাকে বেগ পেতে হল না। লুক্রেশি তখনও জেগে আছেন, বাড়ির বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনে তিনি চমকে উঠলেন। যুদ্ধ শেষে স্বামী বাড়ি ফিরে এসেছেন ভেবে লুক্রেশি এগিয়ে এলেন সদর দরজার কাছে, দরজার পাল্লায় আওয়াজ হতে স্বামীকে দেখতে পাবার আনন্দে তাঁর হৃৎপিণ্ড নেচে উঠল। কিন্তু সদর দরজার পাল্লা খুলে অবাক হলেন লুক্রেশি, কোলাটিনাস নন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রোমের রাজা লুসিয়াস টারকুইনিয়াস। রাজাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলেন লুক্রেশি, খাবার-দাবার যা ছিল তাই দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। আপ্যায়নের পালা শেষ হলে লুক্রেশি অতিথির রাত কাটানোর জন্য আলাদা ঘরে সুন্দর পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিলেন, রাজাকে শুয়ে পড়তে বললেন। কিন্তু রাজার দু'চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই, রাত অনেক হয়েছে জেনেও তিনি তাঁর সঙ্গে গল্প করার জন্য বললেন লুক্রেশিকে। রাজার অনুরোধ রাখতে লুক্রেশি তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলেন, খানিকক্ষণ পরে ঘুমে দু'চোখের পাতা ভারি হয়ে আসতে রাজার কাছে বিদায় নিয়ে শুতে চলে গেলেন।

কিন্তু ঘুম নেই রাজার লুসিয়াসের চোখে, কামনার আগুনে তিনি জ্বলে পুড়ে মরছেন। লুক্রেশি শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপরে পা টিপে টিপে এসে ঢুকলেন শোবার ঘরে। লুক্রেশি তখনও ঘুমোন নি, পায়ের আওয়াজ শুনে তিনি চোখ মেলে তাকান, দেখলেন তাঁর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরই অতিথি স্বয়ং রাজা লুসিয়াস



টারকুইনিয়াস। ভয়ে ভয়ে রাজার মুখের দিকে তাকালেন লুক্রেশি, কিন্তু বলার আগেই রাজা তাঁর উরুতে হাত রেখে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কাছে তিনি কি চান। লুক্রেশি হাতজোড় করে তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য মিনতি করলেন। রাজা তাঁর পিতৃতুল্য কাজেই তিনি যা পেতে চান তা নিজের মেয়েকে কলংকিত করার সমান হবে বলে ধর্মের ভয় দেখালেন। কিন্তু এসব কথায় রাজা ভুললেন না, তিনি লুক্রেশির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে রাত কাটাতে চাইলেন। এবারে লুক্রেশি বললেন, রাজা তাঁর সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন এখবর জানাজানি হলে প্রজারা ক্ষিপ্ত হবে, জনতার আদালতে বিচার করে তারা তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে। কিন্তু এসব বলে পাষণ্ড রাজা লুসিয়াসকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না লুক্রেশি। লোভী লুসিয়াস পশুর মত তাঁর সতীত্ব হরণ করলেন, তারপরে রাতের আঁধারে ঘোড়ার পিঠে চেপে তিনি ফিরে এলেন রোমান শিবিরে। রোমান বীরেরা তখনও যে যার শিবিরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে রাজা লুসিয়াস নিজেও ঘুমিয়ে পড়লেন।

কালরাত্রি একসময় ভোর হল। প্রতিশোধের তীব্র জ্বালা বুকে নিয়ে বিছানা থেকে নামলেন লুক্রেশি, নিজে হাতে আলাদাভাবে রাতের ঘটনা উল্লেখ করে দু'টি চিঠি লিখলেন। তারপরে কাজের লোক জুলিয়াস ব্রুটাসের হাতে একটি চিঠি দিয়ে পাঠালেন তাঁর বাবার কাছে, অন্য চিঠিটি কাজের লোক পাবলিয়াস ভ্যালেরিয়াসের হাতে দিয়ে পাঠালেন তাঁর স্বামী কোলাটিনাসের কাছে। লুক্রেশির চিঠি পড়ে অবাক হলেন কোলাটিনাস, রাজা লুসিয়াসকে বধ করার সংকল্প নিলেন। কিন্তু তার আগে স্ত্রী-র পাশে ছুটে যাবার জন্য ব্যাকুল হলেন তিনি, ঘোড়ার পিঠে চেপে দ্রুত রোমে নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছোলেন, ততক্ষণে লুক্রেশির বাবাও মেয়ের চিঠি পড়ে ছুটে এসেছেন তার কাছে। কিন্তু তাঁরা কেউ লুক্রেশির দেখা পেলেন না, তাঁরা এসে পৌঁছোনোর আগেই ধারালো ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে আত্মহত্যা করেছেন লুক্রেশি।

রাজা তাঁর সতীত্ব নাশ করেছেন এই ক্ষোভেই লুক্রেশি আত্মহত্যা করেছেন এখবর জানাজানি হতে রোমের প্রজারা ক্ষিপ্ত হল, রাজার কঠিন শাস্তি দাবী করে তারা বিক্ষোভ দেখাতে লাগল। শেষপর্যন্ত রাজা লুসিয়াস টারকুইনাসকে গ্রেপ্তার করে তারা আদালতে হাজির করল, বিচারক তাঁকে আজীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলেন।



এ লাভার্স কমপ্লেইন্ট

শূন্য এক পাহাড়ের গুহামুখে যেখানে পাশের উপত্যকার এক করুণ কাহিনী ধ্বনিত হয়েছিল তা শুনতে শুনতে শুয়ে পড়লাম।

বহুকাল আগে এক চপলা কিশোরী জীর্ণ মলিন বেশে ঘুরে বেড়াত এই পাহাড়ে। নির্মম মহাকাল তার সুন্দর মুখশ্রী কাড়তে পারেনি, একদা সৌন্দর্যের রেশ তার তখনও রয়ে গেছে বিবর্ণ চামড়ার ভাঁজে।

পুঞ্জীভূত দুঃখ তার হৃদয়ে মোচড় দিলে মেয়েটি না কেঁদে বারবার ময়লা রুমালে চোখ মুছত। কখনও মুখ তুলে তাকাত আকাশের দিকে, জীর্ণ খড়ের টুপির ফাঁক দিয়ে তার অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলের দু'একটি গুছি লতিয়ে পড়ত গালে। রঙিন পুঁতি নয়, স্ফটিকের মালা কুড়িয়ে আনত সে ঘুরে ঘুরে তারপরে, ফলের বাসনাশূন্য দাতার মতই সেসব ছুঁড়ে ফেলে দিত নদী জলে। এইভাবে সে তার সোনার আংটিও ভেঙে ভাসিয়ে দিয়েছিল নদীতে কিন্তু তা পাঁকে আটকে গিয়েছিল। আর ছিঁড়ে ফেলে দেবার পরেও ফিরে পেয়েছিল রক্ত লাল হরফে লেখা একগোছা চিঠি। কখনও আদর করে মেয়েটি সে চিঠির গোছায় চুমু খেত, কখনও দুঃখী চোখের জলে তা ভেজাত, আবার কখনও নিঃসীম ঘৃণায় ছিঁড়ে কুটিকুটি করত সেগুলো আর চেঁচিয়ে বলত, "মিছে! সব মিছে! রক্ত লালের চেয়ে কালো কালি দিয়ে এ চিঠি লিখলেই ভাল হত?" উপত্যকায় গোরু চরাতে এসে এক ধর্মপরায়ণ গ্রাম্য লোক মেয়েটিকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল। সহানুভূতির সুরে একদিন জানতে চেয়েছিল তার দুঃখের কাহিনী। লোকটি বয়স্ক তার মনে পাপবোধ ছিল না, দুঃখিনী মেয়েটিকে শুধু সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল।

"বাবা" বলে ডেকে তাকে মেয়েটি বলল, "দেখো যত মনে হয় তত বয়স আমার এখনও হয়নি। দিনরাত মনোকষ্টে ভুগে ভুগে এত বুড়িয়ে গিয়েছি।



আর কাউকে না ভেবে দিনরাত নিজেকে নিয়ে থাকলে আমার রঙ ঠিকই বজায় থাকত। কিন্তু আমি তা পারিনি, এক মিছে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল আমার কুমারী মন। প্রথম দেখাতেই একজনকে ভালো লেগে গিয়েছিল। রেশম কোমল তার লালচে বাদামি চুলের গুছি এসে পড়েছিল লাল ঠোঁটে, অপার মাধুর্য আর স্বর্গীয় সুষমাভরা সে মুখ একবার দেখলে কেউ কি ভাল না বেসে পারে? চিবুক ছিল তার কঠিন দৃঢ়তা, ভস্ম থেকে নবজাত ফিনিক্স পাখির পালকের মতই নরম ছিল গায়ের চামড়া। তার গলার আওয়াজ ছিল একই সঙ্গে পৌরুষ ও মাধুর্য ভরা। একটা সুন্দর আরবী ঘোড়া ছিল তার। তার পিঠে চাপলে প্রচুর গর্বে গর্বিত হয়ে পা ফেলত সে। বলিয়ে-কইয়েও সে ছিল ভাল, মজার কথা বলে যে কোন গম্ভীর পুরুষকে হাসাত সে, তেমনই বিষাদবিধুর কাহিনী শুনিয়ে পারত কাঁদাতে। এলাকার সবার মুখে মুখে ঘুরত শুধু তার কথা। এইভাবে সে হয়ে উঠেছিল সবার শ্রদ্ধার পাত্র। অনেক মেয়েই তার দেয়া উপহার সাজিয়ে রাখত ঘরে, তার ছবি টাঙাত দেয়ালে। নির্বোধের মত নিজেদের তার মনের প্রেয়সী ভেবে সুখ পেত। গোড়ায় আমি নিজে ঐসব মেয়েদের মত হার মেনে নিজেকে তার কাছে ধরা দিইনি। কিন্তু এভাবে বেশি দিন থাকতে পারলাম না। যৌবনের ছলাকলা দেখিয়ে মুগ্ধ করে সে আমায় জিতে নিল, একবার অনুরোধে ঢলে পড়লাম তার বুকে। তার মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে রক্ষা করলাম আমার সতীত্ব, কুমারীত্ব। তার আচরণে মনে সন্দেহ জেগেছিল, আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম প্রেম খেলার কথা জানতে পেরেছিলাম। মিষ্টি কথা বলে, হেসে তার কুমারী মেয়েদের মন জয়ের ক্ষমতা বুঝতে পেরে তার আসল চেহারা দেখতে পেয়েছিলাম।

"এইসব জানাজানির ফলেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলছিলাম। আর সে তা টের পেয়েই একদিন আমার প্রতিরোধ ভাঙতে এসে দাঁড়াল সে আমার হৃদয় দুয়ারে। বলল, 'যা আজ বলব তোমাকে তা আগে কাউকে বলনি। দুঃখে ম্রিয়মান আমার জীবন যৌবনের দিকে তুমি হাসিমুখে তাকাও, ভয় পেয়ে দূরে চলে যেয়ো না। জানি আমার সম্পর্কে অনেক কথা তুমিও শুনেছো। কিন্তু জেনো সেসব আমার রক্তের ভুল, আমার ভালবাসার ভুল নয়, না কোনও মনের ভুল। এ ভুলের জন্য আমি লজ্জিত। যেসব মেয়েরা এর আগে আমার কাছাকাছি এসেছে তোমার মত আগে তাদের কাছে রূপে উত্তপ্ত হইনি আমি। এতদিন শুধু ফুর্তিই মেরেছি তাদের নিয়ে, মনের দেয়ানেয়া হয়নি। সেইসব আশাহত প্রেমিকারা



চুনি-পান্না-হীরের মত দামী কতসব রত্ন উপহার পাঠিয়েছে দ্যাখো। প্রতিটি রত্নে লেগে আছে তাদের একমুখী প্রেমের উত্তাপ, তেমনই বেদনার ছোঁয়া। এসব তোমারই জন্য রক্ষা করেছি। তুমি আমার উপাস্য দেবী হও, আমি হব তোমার অনুগত দাসানুদাস, দেহ ও মনের সর্বশক্তি দিয়ে পালন করব তোমার সকল আদেশ। কোনও এক যুবতীকে কামনা করেছিল অনেকেই, কিন্তু তাদের দিকে ফিরে না তাকিয়ে সে এমন কাউকে চেয়েছিল যে তার ডাকে সাড়া দেয়নি। সেই দুঃখে সংসার ছেড়ে যুবতী হয়েছিল মঠাধ্যক্ষা সন্ন্যাসিনী। প্রেম নিবেদনের এই রীতি তার কাছেই আমি শিখেছি। কিন্তু বলো সুন্দরী প্রিয়া, বহু প্রার্থিত বস্তুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও আরও না করে ছেড়ে দেয়া কত না দুঃখের। যুদ্ধ না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া যেমন লজ্জার, এ ঠিক তেমনই। আমায় ক্ষমা করো তুমি, জানি তোমার ক্ষমা আমি ঠিকই পাব। তোমার চোখের দিকে তাকালে আমি জানি তুমি দুর্বল হও। মানছি আমার থেকে তোমার শক্তি ঢের বেশি। কিন্তু আমার শক্তিও কম নয়, আমার প্রেমের দুর্বার পাহাড়ি প্রপাত তোমার হৃদয়ের সাগরে মিলিত হয়েছে। মনে রেখো, প্রেম সব ব্যথা-বেদনার মহৌষধ। এও জেনো, আমার এই প্রেমের শক্তি দিয়ে একদিন এক সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ের কাঠিন্যকে গলিয়ে জল করেছিলাম, বাধ্য করেছিলাম তার ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত জীবনকে ফিরিয়ে নিতে। আজ আমি মনে প্রাণে তোমার প্রতি যে প্রেম অনুভব করছি তা তখনই সার্থক হবে যখন আমার অন্তরের ব্যথা আর গ্লানি তুমি বুঝতে পারবে, আমার বেদনার্ত হৃদয়ের চিৎকার যখন শুনতে পাবে।

"এইটুকু বলে ছলছল চোখে সে তাকাল আমার দিকে। চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল তার দু'গাল বেয়ে। আমার মনে হল তা দু'গাল বেয়ে দু'টো নদী বয়ে যাচ্ছে। বাবা গো! এক ফোঁটা চোখের জলে যে এত যাদু লুকোনো আছে তা আগে বুঝিনি। চোখের জলের জোয়ারে ভেসে যাবে যে কোন কঠিন শৈলশিলা। কিন্তু আমি জানি তার এ আবেগ ছিল নিছকই ছলাকলা, তবু তাতেই বিগলিত হয়েছিল আমার সব যুক্তি বুদ্ধি নীতিবোধ, আর তার সেদিনের চোখের জলের ছোঁয়াতেই ভেঙে খানখান হয়ে ছিল আমার ভয়ভীতি সংকোচ আর সতীত্ব। আমিও তার সঙ্গে কেঁদেছিলাম, তবে আমার চোখের জল ছিল পবিত্র, তার মত বিষ তাতে ছিল না। আসলে তার সবই ছিল এক বিশাল ছলনা। তার লজ্জা, শিহরণ, চোখের—জল এ সবই মিছে! সব মিছে! যখন যে নারী



তার জীবনে এসেছে, তার কুটিল লালসা থেকে কেউ বাঁচেনি। তেজি ওষুধের বড়ির গায়ে যেমন মিষ্টি প্রলেপ থাকে তেমনই এক চালাকির মিষ্টি আবরণে সে তার ভেতরের শয়তানি চেহারাটা ঢেকে রাখত, অন্তরে বিষাদ পুষে বাইরে আনন্দ করত সে-ও তার ছলনা। কোনও নারীর সতীত্ব হরণের মতলব এঁটে মুখে সে নারীর সতীত্বের গুণ গাইত। বাবা গো, আমার মত এক সরল গ্রাম্য মেয়ে ঐ কচি বয়সে এমন এক পাকা শয়তানের প্রেমের ছলনা থেকে কিভাবে বাঁচাবে নিজেকে? তাই আরও অনেকের মত বাধ্য হয়েছি তার ফাঁদে ধরা দিতে। কিন্তু এই ফাঁদ থেকে বেরোনোর পথ ত জানি না, তাই জানি না এখন কি করব। ছলনামাখা আবেগের বুলি শুনিয়ে সেকি আবারও আমার সঙ্গে ছলনা করবে? আমি কি আবার ধরা দেব তার ফাঁদে?"



দ্য প্যাসিয়োনেট পিলগ্রিম

প্রেমিকা যখন শপথ করে বলে তার প্রেম সম্পূর্ণ সত্য, তখন সে মিছে কথা বলছে জেনেও তা বিশ্বাস না করে পারি না। তার মিছে কথা ধরার ক্ষমতা আমার নেই। প্রতারণা, ছলনা আর বাকচাতুর্য ভরা এই জগৎসংসারে বুদ্ধিহীন ছাড়া আমি আব কিছুই নই। যৌবন কবে পেরিয়ে এসেছি তবু প্রেমিকা এখনও যেন আমায় যুবক ভাবে—একথা বারবার মনে হয়। কিন্তু আমি জানি শুধু নিজের কথা ছাড়া সে আমার সম্পর্কে কিছুই ভাবে না। নিজেকে সে পূর্ণযৌবনা বলে জাহির করে, কিন্তু আমি যে যৌবনকে পেছনে ফেলে এসেছি একবারও তা বলে না। তবু তার সব মিছে কথায় নীরব হেসে আমি সায় দিই। কারণ ছলনাময় এক বাকচাতুর্যই ত আসলে প্রেম। জানি আমি সেই তরুণীকে যার কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। আবার প্রেমিকার মত আমিও তার কাছে দেদার মিছে কথা বলি। বেশি বয়সেও মানুষের ভালবাসা মরে না, শুধু নিজের বয়সের কথাটা সে কাউকে চায় না শোনাতে। এইভাবে আমার বয়স ছলনার খেলা চলে আমার সঙ্গে আর আমার প্রেমের সঙ্গে অবিরত, তাই আর কারও বদলে শেষ পর্যন্ত আমি শুধু নিজেকেই ভালবেসে চলেছি।

(২)

পাশাপাশি বহমান দু'টি নদীর মতই যেন আমার মধ্যে বিরাজিত দু'টি প্রেমসত্তা—আশা ও হতাশা যারা আমার সব ইচ্ছা, কামনা-বাসনাকে চালিত করে আমায় বাঁচিয়ে রাখে। এই দ্বৈত সত্তার একটি এক সত্যানুসন্ধী পুরুষ, অন্যজন এক নারী মায়াবিনী—যে তার রূপের গর্ব আর ছলনা দিয়ে সেই সত্যানুসন্ধী পুরুষকে সর্বদা লোভ দেখাচ্ছে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার



সত্যানুসন্ধী পুরুষ সত্তা কখনও শয়তান হল কিনা তা আমি জানি না। আর তাই এ সন্দেহ আমার যাবে না ততদিন যতদিন আমার ছলনাময়ী সত্তা সেই সত্যানুসন্ধী পুরুষকে পুরোপুরি গ্রাস করবে।

(৩)

তোমার দু'নয়নের দিব্যমহিমামণ্ডিত যে আভরণ দেখে বিস্ময়ে পৃথিবী ভাষা হারিয়ে নির্বাক হয়ে যায়, সেই আভরণের গৌরবই আমায় মিথ্যা শপথের প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। সে শপথ আমি কিন্তু রাখতে পারিনি। কিন্তু সেজন্য কোনও দণ্ড দিওনা, যেহেতু আমার ঐহিক শপথ তোমার ভেতরে সেই ঐহিক মানবীসত্তার জন্য। দিব্য প্রেমময় যে দৈবী মহিমা তোমার সত্ত্বাকে জড়িয়ে আছে আমার শপথ ভাঙার ভুল তাকে ছুঁতেও পারেনি। সূর্য পৃথিবীর সব বাষ্প শুষে নেয়, আমার সব শপথের বাষ্পও তেমনি গ্রাস করেছো তুমি। তবে এ শপথ ভঙ্গে দোষ কি, পাপ কোথায়? আমার শপথের তরল বায়বীয় রূপের সাহায্যে আমি পৌঁছোব, তোমার দিব্যলোকে তোমার সূর্যসঞ্জাত প্রেমের দিব্য আলোকে আমি সঞ্জীবিত হব।

(৪)

রূপ গরবিনী অনন্যা সাইথিরিয়া, যৌবনে ভরপুর প্রাণবন্ত সুন্দর অ্যাডোনিসকে নিয়ে বসেছিলে সেই অনন্ত প্রবহমান নদীকূলে। মোহিনী চাহনি দিয়ে তার মন ছুঁতে চাইছিলো। অলীক রূপকথা শুনিয়ে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল তার শ্রবণেন্দ্রিয়। অপরূপ ভঙ্গিমায় জয় করতে চেয়েছিলে তার চোখ। হাতের নরম ছোঁয়ায় জয় করতে চেয়েছিল তার উদাসী মন। কিন্তু অপরিণত যৌবনের উদ্ধত অহংকারে সেদিন সে তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিল, উপহাস আর অবজ্ঞার হাসি ছুঁড়ে দিয়েছিল তোমার দিকে। তার দেহ মন কেড়ে নিতে শেষকালে তুমি দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলে বুকে। কিন্তু সেই বন্ধনকে অবহেলা করে তাকে দু'পায়ে দলে পিষে, কিছু না দিয়েই সে চলে গেল।

(৫)

যদি আমার প্রিয়া আমায় অস্বীকার করে, যদি সে শপথ করে আমায় ছেড়ে চলে যায়—তাহলে কার কাছে প্রেমের শপথ করব? তার সৌন্দর্যে রূপমাধুরীতে ছিল আমার অগাধ বিশ্বাস, তবু কেন কে জানে আমার ওপর বিশ্বাস সে হারিয়ে



ফেলেছিল? আমায় ছেড়ে চলে গেলেও আমি অনন্তকাল তোমারই প্রেমের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। তোমার চোখের চাহনিতে আমি চিরকাল আমার আনন্দকে খুঁজে বেড়িয়েছি। আমার জ্ঞানের আলোয় অনুভব করতে চেয়েছি তোমার প্রেমের চিরন্তন সত্যকে। তোমার চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে উঠেছে দেবরাজ 'যৌভ'-এর বিজলি কণ্ঠে বেজেছে বজ্রধ্বনি। কিন্তু বিজলিতে আগুনের বদলে ছিল এক শান্ত মায়াময়ী আলো, বজ্রধ্বনিতে ছিল দিব্যসঙ্গীত। কারণ তুমি নিজেই ত দৈবী মহিমা। আমার মত এক সামান্য প্রেমিককে ভালোবেসো না, তোমার দিব্যপ্রেমকে আমি কখনও বুঝে উঠতে পারব না।

(৬)

নদীকূলে নির্জন ছায়ায় প্রত্যাখ্যাতা সাইথিরিয়া তার প্রেমিক অ্যাডোনিসের জন্য বিলাপ করছিল। গ্রীষ্মের সেই অসহ্য উত্তাপে ভোরের শিশিরকণা তখনও বাষ্প হয়নি সূর্যতাপে, গোরু বা ভেড়ার পাল একটু ছায়ার খোঁজে তখনও লুকোয়নি ঝোপের আড়ালে। এমনই সময় অ্যাডোনিস স্নান করতে নগ্ন দেহে এসে দাঁড়াল সে নদীকূলে। আড়চোখে সে শুধু দেখল সাইথিরিয়াকে, কোনও কথা বললনা, দিলনা সান্ত্বনা। "ওগো প্রিয়!" বলল সাইথিরিয়া, "আমি এই নদীজল হলে তোমার বুকের পরশে ধন্য হতাম!"

(৭)

আমার প্রিয়াটি রূপসী হলেও বড় চঞ্চলা, কপোতের মত হলেও তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলা চলে না। আয়নার চেয়ে উজ্জ্বল হলেও সে ঠুন্‌কো কাঁচের মত, আবার মোমের মত নরম হলেও পুরোনো লোহার মত জং ধরা। ছিটেফোঁটা বুদ্ধিশুদ্ধিও তার নেই। তার মত রূপবতী খুব কমই দেখা যায় তেমনই তার মত মিথ্যাবাদীও খুব কমই চোখে পড়ে। বহুবার আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শপথ করেছে সে, আমায় খুশি করতে শুনিয়েছে বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনী। কিন্তু পরে দেখা গেছে তার সব বিশ্বাস, শপথ আর আঁখিজল পুরোপুরি মিথ্যাচার।

(৮)

যদি সুর আর বাণী জোট বাঁধে সহোদর ভাইবোন হয়ে যা একান্ত দরকার, তাহলে একইভাবে তোমার আমার বন্ধুও হবে, দৈবী ও অবিচ্ছেদ্য, কারণ তুমি



ভালবাসো সুর আর আমি বাঁশী। তাই ওগো রূপসী প্রেয়সী সুর ও বাণী দিয়ে গড়া হোক তোমার মূরতিখানি।

(৯)

খাড়া পাহাড়ের এক বিজন চূড়ায় এক সুন্দর প্রভাতে এসে দাঁড়ালেন প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। এমন সময় শিকারী কুকুর আর সিঙা নিয়ে সেখানে এল তার প্রেমাস্পদ অ্যাডোনিস। প্রেমের দেবী তাকে ঐদিকে শিকারে আসতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন এক সুন্দর যুবক বর্শা হাতে এখানে শিকার করতে এসে এক শূকরের জানুতে করেছিল গভীর ক্ষত। বলে নিজের উরু অনাবৃত করে অ্যাডোনিসকে বললেন, ঠিক এখানেই সে গভীর ক্ষত করেছিল। দেবীর উরুতে সত্যিই শুকনো ক্ষত দেখে অবিন্যস্ত হল অ্যাডোনিস, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় ম্লান হল তার মুখ। প্রেমের দেবীকে একা রেখে একটি কথাও না বলে সেই পাহাড়ি অরণ্য থেকে সে দ্রুত মিলিয়ে গেল।

(১০)

হে সুন্দর গোলাপ! বসন্ত শেষ না হতেই কেন তুমি শুকিয়ে বৃন্ত থেকে খসে পড়ো? হে নিহত গোলাপ! তোমার সৌন্দর্যের এই অকালমৃত্যুর জন্য আমি কেঁদে চলেছি। আমার কাছ থেকে জীবনের কিছুই ত চাওনি কখনও, অথচ দিয়েছো অনেক কিছু যা আমি আশাও করিনি। আমায় মার্জনা কোর হে নিহত সুন্দর গোলাপ! তোমার স্বল্পকালের জীবনের অসীম অতৃপ্তিটুকু দিয়ে যেও আমাকেই যাতে অনন্তকাল, জন্ম জন্ম ধরে জীবনের সব মৃত্যুর হিমশীতলতাকে আমি জয় করতে পারি।

(১১)

গাছের ছায়ায় বসেছে দু'জনে—ভেনাস আর অ্যাডোনিস। রণদেবতা মার্স প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে কিভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল দেখাতে গিয়ে ভেনাস দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অ্যাডোনিসকে। রণদেবতা কিভাবে তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিল দেখাতে গিয়ে অ্যাডোনিসের ঠোঁটদুটো নিজের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল ভেনাস। কিন্তু তার প্রেম নিতে ব্যর্থ করে তাকে একা রেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল অ্যাডোনিস।

(১২)



যৌবন চির আনন্দময়। আর বার্ধক্য চির দুশ্চিন্তামময়, তাই তারা একসঙ্গে কিছুতেই থাকতে পারে না। গ্রীষ্মের সকালের মত যৌবন সদা উত্তপ্ত আর বার্ধক্য হল দুঃসহ শীত। যৌবন অশান্ত, দুর্বার, দুঃসাহসী। আর বার্ধক্য দুর্বল, শান্ত, সহজে হার মানে। হে আমার প্রেম, বার্ধক্য যেন কখনও তোমায় ছুঁতে না পারে! বার্ধক্যকে আমি ঘৃণা করি, যৌবনকে পূজা করি। অতএব বিদায় হে কালের রাখাল! আমার যৌবনের ওপর ভুলেও কখনও নজর দিতে এসো না।

(১৩)

সব সৌন্দর্যই হতে পারে ব্যর্থ ও ক্ষণস্থায়ী। যেকোনও সৌন্দর্যের বাইরের উজ্জ্বলতা হঠাৎ বিবর্ণ হয় ঠুনকো কাচের মত, ফোটার আগে ফুল যেমন কুঁড়িতে যায় শুকিয়ে। সৌন্দর্য একবার ম্লান হয়ে গেলে পুরোনো গৌরবের রাজ্যে আর তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

(১৪)

কোনও এক রাতে আমায় বিদায় দিয়ে সে বলল, বিশ্রাম করো। কিন্তু আমার মনে তখন কোনও বিশ্রাম ছিল না। একটা কেবিনে ঢুকে আমরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। সে আমায় বলল, কাল আবার এস। তারপরে সে আমার পানে চেয়ে একটু মিষ্টি হাসল, সে হাসিতে ঘৃণা কি ভালবাসা ছিল বুঝতে পারিনি। একসময় রাত্রি শেষে পূর্ব দিগন্ত আলোকে উদ্ভাসিত হল। ফিলোমেন পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। মনে হল কোন বদ মতলব থাকলে সে কেন আগামীকাল আবার আসতে বলল আমায়? একথা মনে হতে তার সম্পর্কে আমার সব দুঃখ পরিণত হল সান্ত্বনায়। যে সূর্যের আলো গাছের ডালে ফুল ফোটায়, গান আনে পাখির গলায় সে সূর্যের আলো আমার সব দুঃখ দূর করুক। হে রাত তুমি শীগগির দূর হও, উজ্জ্বল দিনের আলোয় তুমি মিলিয়ে যাও।

(১৫)

এক সুন্দর সুপুরুষ ইংরাজ যুবকের প্রতি আসক্ত হয়েছিল এক অভিজাত



লর্ডের তিনটি মেয়ের একজন। মেয়েটি অহংকারী আর ছেলেটি মনের দিক থেকে দুর্বল। প্রেমে পড়বে কি পড়বে না তাই নিয়ে সংগ্রাম শুরু হল দু'জনেরই মনে। কিন্তু কেউ কাউকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারছিল না। শেষকালে যুদ্ধে জয়ী হল সেই লর্ডের মেয়েটিই, কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝে মেয়েটির কাছ থেকে ছেলেটি বিদায় নিল। মেয়েটির কোনও মূল্য নেই। এই সত্য হঠাৎই উদ্ভাসিত হল তার চোখে। তাদের প্রেমকথা এখানেই শেষ হল।

(১৬)

বসন্তের সোনালি উজ্জ্বল দিনই ত প্রেমের শ্রেষ্ঠ সময়। এমনই এক বসন্তের সোনালি উজ্জ্বল দিনে প্রেমের এক সুন্দর কুঁড়ি ফুটেছিল। সেই প্রেমের ফুলগাছের নরম পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল অদৃশ্য বাতাস। মরণের ভয়ে ভীত প্রেমিক অনন্ত স্বর্গসুখ কামনা করেছিল, তার প্রেমকে চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছিল। শেষকালে প্রেমিক তার প্রেমকে বলল, আহা আমিও যদি খেয়ালী দামাল বাতাস হতাম! হাত বোলাতে পারতাম তোমার ও দু'টো গালে যদি নিষ্ঠুর যৌবনের মত তোমার সৌন্দর্যকে পান করতে পারতাম। কিন্তু আমি যে শপথ করেছি তাই আমি তা পারব না। যে প্রেমের নামে দেবরাজ 'জোভ' পৃথিবীর মানুষ হতে পারতেন, সুন্দরী দেবী জুনো হতে পারতেন ইথিওপিয়ার কালো আদমি, সেই প্রেমের নামে আমিও শপথ করছি, পার্থিব ভোগের মোহে আমি তোমাকে কখনও বৃন্তচ্যুত করব না। দূর থেকে এক ব্যবধানের এপার থেকে অনুভব করে যাব তোমার প্রেমের মহিমাকে।

(১৭)

আমার ভেড়াগুলো পেটপুরে খাচ্ছে, আমার ভেড়াগুলো বাচ্চা দিচ্ছে না, আমার ভেড়াগুলো দৌড়ঝাঁপ করছে না, সব থেকেও কিছুই নেই তাই আমার প্রেম আর বাঁচছে না। প্রেমেতে ভরসা রাখতে পারছি না। কিন্তু এর যথার্থ কারণও খুঁজে পাচ্ছি না। সত্যিই আমি এক মন্দভাগ্য, অতীতের সুখস্মৃতি ভুলতে বসেছি, প্রেমিকার প্রেম আমি হারিয়ে ফেলেছি যে প্রেম তার ছিল দৃঢ়বদ্ধ, যে প্রেমে ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস সেখানে সে প্রেমে টেনে এনেছে সে এক অপ্রতিরোধ্য



ইতি। স্থানুবৎ অটল অনড় আর অপরিবর্তনীয় সেই ইতি। এখন আমি খুব ভালভাবেই বুঝছি, পুরুষের চেয়ে প্রেমে অবিশ্বস্ত নারীরাই বেশি। আমার শোকস্তব্ধ আঁধার হৃদয়ে আলো নেই, ভয়কে ঘৃণা করি, প্রেম আমায় ফেলে পালিয়েছে একথা ভাবতে গিয়ে রক্ত ঝরছে হৃদয়ের ক্ষত থেকে, জগৎ ও জীবন যেন বিষিয়ে উঠছে, থেমে যাচ্ছে জীবনের গতি। রাখালের বাঁশিতে সুর বাজছে না শীতের ঘণ্টার কানে আসছে অসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি। আমার এ দশা দেখে প্রিয় কুকুরের পাল যারা আনন্দে খেলা করত তারা বুকফাটা আর্তনাদ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। রক্তাক্ত আহত সৈনিকের মত তাদের আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কূপ থেকে বেরোচ্ছে না জলের ফোয়ারা, মিষ্টি সুরে গান আর গাইছে না পাখিরা, গাছের সজীব পাতাগুলোকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে পালের গাইগুলো কাঁদছে পোষা ভেড়াগুলো ঝিমোচ্ছে, মাছগুলো পুকুরে আগের মত লাফাচ্ছে না। যেসব নির্মল আনন্দ আমাদের মত দরিদ্র চাষীদের ছিল নিত্যসঙ্গী, আরও যেসব সান্ধ্য বিনোদন আমাদের আনন্দ দিত আজ সেসব থেমে গেছে। আমি আমার প্রেমিকাকে হারিয়েছি, আমার জীবনে প্রেম আজ পুরোপুরি মৃত। হে রূপসী, তোমায় বিদায় দিচ্ছি। আসলে যা সত্যি, তা হল, অল্পে সুখ-শান্তিতে মন কখনও ভরেনি তোমার আর এটাই ত আমাদের বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ।

বেচারী কোরিডন, এবারে বাকি জীবন একা কাটাতে হবে তোমায়, আর কোনও সাহায্যের আশা কোর না তোমার এই নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনে।

(১৮)

হরিণীকে আচমকা তীর ছুঁড়ে গাঁথবার মতই দৃষ্টিবাণে প্রেমিকাকে গাঁথবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিকে কল্পনার চেয়ে গুরুত্ব দেবে। বিবাহিত যৌবন পেরিয়ে আসা কোনও বিচক্ষণ লোকের পরামর্শ মত কাজ করবে। প্রেমিকাকে প্রেমের বুলি শোনাতে গিয়ে অযথা কূটকচালি দিয়ে জিবটাকে ধারালো কোর না, নয়ত তোমার চাতুর্য আর ছলনার গল্প সে পেয়ে যাবে যা—মোটেই বাঞ্ছিত নয়। প্রেমিকাকে সরাসরি বলবে যে তুমি তাকে ভালবাসো আর প্রতিদানে তুমিও চাও তার ভালবাসা। নিজের জীবনকে চালাবে তার মর্জিমত, তার রূপ আর গুণের প্রশংসা করার সুযোগ পেলে কখনোই ছাড়বে না। একটি বুলেট যেমন ধ্বংস করতে পারে কত প্রাসাদ, ভবন, নগরী, তেমনি একটি কথাও জয় করতে



পারে কঠিন উদ্ধত হৃদয়। কথায় ও আচরণে প্রেমিকের বিশ্বাস বজায় রাখতে, তোমার আবেদন-নিবেদনে যেন ঝরে পড়ে হৃদয়ের নম্রতা, সততা। প্রেমিকার অন্যায় না দেখলে তার প্রেমে চিরকাল অবিচল থেকো। সে তোমাকে কখনও কিছু না দিলেও তুমি তাকে কিছু দিতে অস্বীকার করবে না কখনও। যদি কখনও তার দু'চোখের চাহনিতে ঝরে পড়ে ঘৃণা, তা দেখে ভীত হয়ে যেন পালিয়ে যেয়ো না, কারণ তার এ ঘৃণার ভাব বেশীক্ষণ থাকবেনা। দিন কেটে রাত নামার আগেই তার দু'চোখে ফুটবে স্নিগ্ধ অনুশোচনা, যা তোমাদের মিলনের আনন্দকে করবে দ্বিগুণ। পরে তোমরা কথা না মেনে যদি সে শুধুই ঝগড়া করে তাহলেও ভয় কোরো না, মনে রেখো, একদিন সে ঠিকই নিজেকে সঁপে দেবে তোমার কাছে। পুরুষের মত শক্তিমান হলে নারী কখনোই আত্মসমর্পণ করতনা। নারীর যা কিছু কঠিন কঠোর, সব তার বাইরের আচরণে। যা কিছু ছলনা, ভেতরে সে বড়ই দুর্বল। সকলকেই বলে, তারা অনমনীয়তায় অটল থাকে না, পুণ্য নয়, ন্যায় নয়, পাপ আর অন্যায়ের পথেই নারীর সমকক্ষ হতে পারে পুরুষেরা। দাম্পত্য জীবন মধুর সার্থক হলেও নিজের স্বামীকে ছেড়ে নারী অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু ঢের হয়েছে থামো, অনেক বেশী বলা হয়ে গেল, আমার প্রেমিকা এসব শুনলে রেগে যাবে, তার মনের দুর্বলতার কথা জানাজানি হল বলে রাঙা হয়ে উঠবে লজ্জায়।

(১৯)

আমার প্রিয়তমা হয়ে
আমার অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজ করো,
তুমি সঙ্গে থাকলে আমরা দুনিয়াকে
জয় করব; সমুদ্র, প্রান্তর, শ্যামলিমা
আমাদের বশ্যতা মেনে নেবে।
তখন আমরা পাহাড়ের মাথায় বসে
দেখব রাখালদের ভেড়া চরানো,
কখনও বা গিয়ে বসব ঐ ছোট নদীটির ধারে,
যার প্রপাতের ধারাবর্ষণের তালে পাখিরা
মনের আনন্দে শিস দেয়, গান গায়।
ঐখানে গাছতলায় গোলাপ ফুলের বিছানা পাতব আমরা,

ফুলের সুগন্ধে তা হয়ে উঠবে পরম রমণীয়।
নানান রঙিন ফুল আর পাতা দিয়ে
গয়না গড়িয়ে নিজে হাতে তোমায় পরাব।
প্রবাল, আইভি আর মার্টেল পাতা নিয়ে
খেলা করব দু'জনে। অবশ্য যদি তুমি সত্যিই ভালোবাসো,
এই আনন্দে, আর সহজ সরল জীবন
যদি সত্যিই চাও তাহলে
আমার প্রিয়া হয়ে থেকে যাও তুমি
আমারই কাছে, আমায় ছেড়ে আর
কোথাও যেও না, প্রিয়তমা।

প্রেমিকার জবাব ঃ
যদি প্রেম ও পৃথিবী আরও কচি হত,
যদিটি প্রতিটি চাষী সত্যি কথা বলত,
শুধু তাহলেই এ সরল আনন্দ মুগ্ধ করত আমায়
তখন তোমার প্রিয়া হয়ে তোমার অন্তরের
অন্তঃস্থল থেকে
তোমার জীবনে যুক্ত হতে পারতাম।

(২০)

বসন্তের এক আনন্দময় দিনে গাছের শীতল ছায়ায় বনের পশুরা নাচছে আর পাখিরা গান গাইছে। প্রকৃতির এই রাজ্যে যখন অবাধ আনন্দ ঝরে পড়ছে তখন নিঃসঙ্গ এক নাইটিঙ্গেল পাখি এক বড় করুণ সুরে গান গেয়ে চলেছে। তার গানের সুরে ফুটে উঠছে ব্যর্থ প্রেমের অভিযোগ তা শুনে কেউ ব্যথিত না হয়ে পারে না। তার গান শুনে আমার অন্তর্বেদনার কথা মনে পড়ে গেল। তাকে বললাম, মিছেই বিলাপ করছ, কারও কানে তোমার এ ব্যথার কথা পৌঁছোলো। গাছের চেতনা নেই। তারা জানবে না তোমার ব্যথা, নির্দয় ভালুক তোমায় সহানুভূতি জানাবে না। রাজা প্যান্ডিয়ন মৃত, আর নিজেদের গানে মত্ত পাখিরা তোমার গানের বেদনার ভাষা আর মর্ম বুঝবে না। তবে এসো, এক প্রগাঢ় বেদনাবোধে দু'জনে মিলিত হই, দু'জনে বুঝি দু'জনের কথা। ভাগ্যের বিরুদ্ধে এসো একজোট হয়ে আমৃত্যু তুমুল লড়াই-এ নেমে পড়ি। হালকা কথার

পশরা সাজিয়ে যারা তোমার তোষামোদ করে তারা তোমার আসল বন্ধু নয়। ওড়ানোর মত দেদার টাকা যতদিন তোমার থাকবে শুধু ততদিনই তারা তোমার বন্ধু সেজে থাকবে। কিন্তু দুর্দিনে দুঃসময়ে একটি পয়সা দিয়েও তারা সাহায্য করবে না। যদি উড়নচণ্ডী হও তাহলে ওরা বলবে রাজার মত দরাজ হাত। ঈশ্বর তোমায় কেন রাজা করলেন না বলে তোষামোদের সুরে আক্ষেপ করবে। তুমি অন্যায় করলে তারা তাতে আরও তলিয়ে যেতে উৎসাহ দেবে তোমায়। কোনও নারীর প্রতি আসক্ত হলে নিজেদের যুক্তি দিয়ে সে সম্পর্ক অবৈধ হলেও বজায় রাখতে প্রলুব্ধ করবে। কিন্তু একবার নিয়তি মুখ ঘুরিয়ে নিলে তারা আর তোমায় তোষামোদ করবে না, তোমার ধারেকাছে তারা ঘেঁষবে না। তোমার দুঃসময়ে যে পাশে দাঁড়াবে, সে হবে তোমার দুঃখে দুঃখী, সেই-ই হবে তোমার প্রকৃত বন্ধু। তুমি জেগে থাকলে সে ভুলে যাবে আরামে ঘুমোনো কাকে বলে। তোমার অভাবে অসময়ে সে-ইত দাঁড়াবে পাশে তোমার দুঃখে সেই-ত দেখাবে অশ্রুজল। এভাবেই চিনবে কে আসল বন্ধু এভাবেই দেখবে কে আসল বন্ধু, মিষ্টি তোষামোদ করে সে পরে শত্রুতা তা করে না, তোমার সব দুঃখে সে পাশে দাঁড়াবে দুঃখে দুঃখী হবে, সুখে হবে সুখী।



সনেট



❒ — ১ — ❒

বাসনা সদাই দেখি সেরা সুন্দরের দিকে ধায়
গোলাপের বাহারের না হোক কভু অসম্মান,
যদিও এটাই সত্যি ফল পাকলেই ঝরে যায়,
আগামীকালের চোখে সুন্দর না হোক ম্রিয়মান।
কিন্তু তুমি সুগঠিত নয়নের অগ্নিবর্ষী তেজে
যে তেজ সদাই নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে,
দৈন্যের হীনতা আনো সম্পদের প্রাচুর্যের মাঝে
আত্মবৈরিতা কেন করে চলো কি নেশার ঘোরে?
তোমাকে সবাই মানে জগতের শ্রেষ্ঠ রতন
বসন্তের দূত হয়ে চির নতুনের দাও ডাক;
আপন মুকুলে ঢাকো শোভা সব পরম যতন,
কৃপণের ধনটুকু দিচ্ছ বিলিয়ে যা যাবার যাক।
চোখের সামনে দেখি যা কিছু অতুল সুন্দর
একদিন হবে শেষ, যেদিন হারাবে সব দর।

❒ — ২ — ❒

যখন চল্লিশা শীত দখল করবে তোমার কপাল
গভীর পরিখা সে খুঁড়বে সুন্দর ক্ষেত্রে,
যৌবন হারাবে তার উদ্ধত মহিমা বিশাল
সৌন্দর্য পাবেনা খুঁজে কোঁচকানো ও দু'টি নেত্রে।
কোথায় গেল সে রূপ এ প্রশ্ন জাগবেই মনে,
কামনা সিক্ত কাল হারালো কোথায়,
উত্তর মিলবে না যতই শুধোও জনে জনে
বসা চোখ মেলে, লজ্জা হাঁ করে গিলবে তোমায়।
তোমার রূপ পেত কত না প্রশংসা সম্মান
যদি বা জবাব দিতে এ সুন্দর পুত্রটি আমার,
শোধ করবে জরা ব্যাধি মরণের সব অপমান,
প্রমাণ করবে রূপের অমর উত্তরাধিকার।
জরাগ্রস্ত তুমি তার রক্তে পাবে হারানো উত্তাপ,
নতুন যৌবন দূর করে দেবে অকাল শীতের অনুতাপ।

□ — ৩ — □

বলো আয়নার বুকে ফোটা প্রতিচ্ছবিকে
বারতা এনেছে কাল গড়তে নবীন,
যদি সৃষ্টি করতে না পারো পুত্রটিকে
হতাশা হবে এ ধরা, শোধ হবেনা কোনও গর্ভিণীর ঋণ।
সৌন্দর্যে বিভোর সে কোন বা যুবতী
সৃষ্টিকামী পুরুষকে ঠেলে দেয় অসীম ঘৃণায়
কোন সে বেহায়া শেষ করে আত্মরতি,
সন্তান সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে পৌরুষ মহিমায়।
তুমি তব জননীর মায়াদর্পণ আর সেও তব মাঝে
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে হারানো বসন্তের দিন
প্রৌঢ়ত্বে হয়ত কোনও অবলা শীতের সাঁঝে
মুকুরে দেখার সে বসন্ত চির অমলিন।
কিন্তু যদি বেঁচে থাকো অতীতকে ভুলে
তোমার মৃত্যুর সঙ্গে এ সৌন্দর্য যাবে গো বিফলে।

□ — ৪ — □

ওগো রূপ, কেন তব এমন করুণা
নিজের রূপের শোভা কেন করো এতখানি ক্ষয়
প্রকৃতি যা কিছু দিচ্ছে জমা হচ্ছে শুধু তার দেনা,
প্রকৃতি তারেই দেয় যে পুরোপুরি নির্ভয়।
কৃপণ ধনীর মত আগলাও সব সম্পদ
মুখে নেই করো যেমন করে ঠগ মহাজন
দেয়া থোওয়া বন্ধ করো সব উদারতা করো রদ
তবু কেন এত ছোট স্বল্প হবে তোমার জীবন?
নিজের সত্তার সঙ্গে দিনরাত করছ ছলনা,
ধারদেনা মেটাতে প্রকৃতি ডাকছে যখন
মরণে বিলীন হও, হিসেব কিছুই রাখোনা,
বংশধরের কথা তার আগে ভেবো দিয়ে মন।
তোমার না ছোঁয়া রূপ তোমার কবরে না ঢুকে
বংশধরের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাক সুখে।

□ — ৫ — □

সেই সব ক্ষণে তৈরী এ অপার সৌন্দর্য প্রতিমা
অতুল যে মূরতিকে সবার নয়ন ছুঁয়ে যায়
নিয়তির নির্দেশে সেইসব নিঠুর ক্ষণেরা
অপবিত্র করে তাকে রাক্ষসী গরিমায়।
সময়ের স্রোতধারা সোজা পথ ছেড়ে য়াবে বেঁকে
ফলন্তগাছের পাতা একে একে পড়ে যায় ঝরে
কালের ইশারায় বসন্ত যায় হিমে ঢেকে
অকাল সৈত্যে ক্লান্ত দেহমন কেঁদে কেঁদে ফেরে।
সে সময় যদি এই বসন্তের সুরভির সার
ফোঁটায় ফোঁটায় কেউ কাচের শিশিতে ধরে রাখে
নাসা হবে সুন্দরের সত্ত্বায় সৌন্দর্য অপার
সৌন্দর্য মূরতি যদি চিরকাল অমর না থাকে।
সুগন্ধী ফুল যদি শুকায় শীতের ছোঁয়ায়
দেহাতীত রূপ তার অমর হয়ে ত টিকে যায়।

□ — ৬ — □

শীতের নির্মম স্পর্শ যেন শেষ না করে তোমাকে
বসন্ত নির্যাস যেন তোমাকে বঞ্চনা না করে
তোমার আত্মদান যেন না ঢাকে আত্মার সূর্যকে
আপন প্রাচুর্য যেন জমা হয় তোমার ভাণ্ডারে।
যথাবিধি ব্যয় করো রূপতা নিষিদ্ধ না কভু
এ ব্যয়ে আনন্দ আছে দাতা আর গ্রতীতা সবার
নিজের ভাঙ্গাগড়া এ খেলায় তুমিই ত আপন প্রভু
ব্যয় বাড়ালেও কেউ নেই তাকে রোধ করবার।
যদি বা তোমার সৃষ্টি বংশধরের হাতে দশগুণ বাড়ে
লাভ করো দশগুণ আর পাও আনন্দ প্রগাঢ়,
ঘন্টা না বাজিয়ে যদি মরণ একান্ত এসে পড়ে
ভয় কি তোমার তুমি ধার ধারবে না কারও।
সন্তানের মাঝে রবে চিরকাল হয়ে অজর, অমর
তোমার ধ্বংসের তরে কেউ হানবে না প্রাণঘাতী শর।

□ — ৭ — □

রক্তিমালোকে মোড়া সূর্যের উদয়ে দিকচক্রবালে
মাটির মানুষেরা পবিত্র দৃষ্টিতে তাকে
পূজা করে দেব জ্ঞানে, অনুগত্য জানায় সকলে
নির্নিমেষ চেয়ে থাকে যেভাবে বিগ্রহের মুখ দেখে।
বেলা হলে সেই সূর্য উঠে পড়ে আকাশের খাঁজে
বয়স বাড়লেও তেজ তার নেইকো তুলনা
বয়সের ছাপ তার পড়ে নাকো বলিরেখা ভাঁজে
মাটির মানুষ ভয়ে করে চলে তার আরাধনা।
দিবাশেষে দিবাকর একা যবে যায় অস্তাচলে
কালের নিয়মেই দিন তার হয় অবসান
মাটির মানুষেরা দেখেনা তখন চোখ তুলে
বার্ধক্য অমিততেজা সূর্যকেও করে হতমান।
সূর্যের মতই যদি শেষ হও সন্তান না রেখে
সময়ের ধূলিকণা তোমার কীর্তি দেবে ঢেকে।

□ — ৮ — □

সুরের কাজ যদি অবাধে বিলিয়ে দেয়া আনন্দ নির্যাস
কেন তবে ভাল লাগে বিষাদ রাগের যত গান
সুর মাধুরীতে আছে সুখ নেই দীর্ঘশ্বাস
সঙ্গীত কি সত্যিই ব্যথা বেদনার সেরা দান ?
মনকাড়া যত সুর রাগিণীর সাথে মিলেমিশে।
যদি না মনকে কাড়ে একঘেয়ে লেগে থাকে কানে
রসিকের মনে হবে সেই সুর জন্মেছে বিষে
রসের দায়িত্ব কিছু তারও আছে রসিক তা জানে
সুরেরা আলাদা সব, সবাই স্বাধীন জেনো তবু
আঙ্গুলের ঘায়ে তারা নিমেষে একসুরে বাজে
বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী-স্ত্রী দাস-দাসী প্রভু
একই মূর্চ্ছনায় তারা নিমেষে সাজে একই সাজে।
ব্যঞ্জনাহীন সেই সুর এক হয়ে বহুমুখী
ঝংকারে বুঝিয়ে দেয় রসের জগতে সে দুঃখী।



□ — ৯ — □

আজীবন একলা কাটানোর ভয়ে
যদি কোনও পতিহারা ভাসে আঁখিজলে
যদি মরে যেতে হয় অপুত্রক হয়ে
বিধবা পৃথিবী শুধু আঁখিজল ফেলে।
তোমার অভাবে ধরা সত্যিই কি বিধবা হবে,
কেমন দেখতে ছিলে সন্তান তা জানে না
সন্তানের মুখ ফেলে পতিহারা শোক ভুলে যাবে
বিধবা মাকে সন্তান একাই ত দেয় সান্ত্বনা।
চারপাশে শুধু ক্ষয় আসার মতই আছে যাওয়া
কেউ চলে গেলে তার ঠাঁই নিয়ে নেয় অন্যলোক,
সুন্দরের অবসানে সব শেষ নেই কিছু পাওয়া,
ভোগে যদি নাই লাগে তা হয় সুন্দরের শোক।
কারও ভোগে না লেগে যে সুন্দর আত্মঘাতী হয়
ছলে বলে কারও মন সে যেন না করে কভু জয়।

□ — ১০ — □

অন্যকে ভালবেসো নিজেকে বঞ্চিত করে
তোমায় ধিক! নিজেকে কেন কষ্ট দাও?
জানি বহু হৃদয়ের ভালবাসা জমে আছে তোমারই তরে
তবে কাউকে বাসোনা ভালো আমার জানা আছে তাও।
তীব্র ঘৃণার বিষে ক্লিষ্ট কেন নিজের জীবন নিজে নাও
স্বভাব শোধরানোর কথা কখনও ভাবোনা,
তোমার সৌন্দর্য ধ্বংসে কি আনন্দ তুমি নিজে পাও
স্বভাব শোধরানো যায় তুমি কি তাও জানোনা?
তোমার স্বভাব তুমি বদলে নাও তাড়াতাড়ি
আমিও আমার মন বদলাব আজই
ঘৃণার সঙ্গে আজ চির তরে করো ছাড়াছাড়ি
প্রেমের ধরলে হাত জিতবেই তুমি সেরা বাজি।
আমাকে জেতার জন্য নতুন সত্ত্বা হয়ে জাগো
সুন্দর হবার তরে সুন্দরের কাছে বর মাগো।

□ — ১১ — □

ক্ষয় হও যত শীঘ্র ততই দ্রুত ওঠো বেড়ে
ছেড়ে যেতে হবে যাকে সেই কাছের মানুষটিকে
সে যৌবন যাকে নিজ রক্তমাংসে তোল গড়ে
জীবনের শেষ দিনে নিজের করেই পাবে তাকে।
সৌন্দর্য, জ্ঞান আর উন্নতি এতেই ত আছে
জীবনের বাকিটুকু মূঢ়তা, মরণ, ব্যাধি, জরা
থেমে যাবে ধীরগতি সবাই নাগাল পায় পাছে
ষাট বছরেই শেষ হয়ে যেত নয়ত এ ধরা।
একচোখো প্রকৃতি যাদের রূপসী করেনি
বাঁজা সেই নারীদের বেঁচে থাকা কতনা দুঃখের
সে পায় দু'হাত ভরে দিতে যে হিসেব কষেনি,
তার মত দাতা হয়ে গড়ে তোল জীবন সুখের।
প্রকৃতি তোমার, তুমি প্রকৃতির এক নিজ স্বাক্ষর,
তোমার কীর্তি তোমাকে করবে অজর অমর।

□ — ১২ — □

ক'টা বাজে দেখতে তাকাই ঘড়ির দিকে
সোনালী উজ্জ্বল দিন ম্লান হয় প্রগাঢ় আঁধারে
বেগুনী ফুলের রং ক্রমেই হয়ে আসে ফিকে
যুবতী পাঁপড়িগুলো জৌলুষ হারায় ধীরে ধীরে।
শিরদাঁড়া টান টান বট অশ্বত্থের পাতা ঝরে
যার ছায়াতলে শুয়ে গা জুড়োয় ভেড়াদের পাল
গ্রীষ্মের দাহে তার পাতাদের রস যায় মরে
মৃতদেহ হয়ে ঝোলে ফুরিয়ে গিয়েছে যার কাল।
তোমার রূপের প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় মনে
কালের জঞ্জাল হয়ে শেষ হয়ে যাবে একদিন
সময়ের সাথে রূপ শেষ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অপরে বাড়বে যত নিজে তত হবে গো বিলীন।
কালের উদ্যত ঘড়গ পরিত্রাণ দেবে না তোমাকে
পরিত্রাণ হয়ত বা পেতে পারো সন্তানের থেকে।



□ — ১৩ — □

যদি থেকে যেতে অনন্তকাল ওগো রূপসী
কিন্তু হবে না সে'ত, যেতে যে হবেই চিরতরে,
দেবতা বিদায় নিলে মন্দির জঞ্জালের রাশি।
তোমার প্রতিচ্ছবি রেখে দিও অন্য দেহাধারে।
রূপ মাধুরিমা তব থকে অল্পক্ষণ
ভাঙ্গচুর হয়ে রূপ আগাপাশতলা পাল্টাবে
প্রকৃতির রাজ্যে তার নিয়ম বড়ই ভীষণ
তোমার রূপের ধারা তোমার সন্তান ঠিক পাবে।
দেহ ত মন্দিরগৃহ যাতে তার না হয় বিনাশ
প্রভুর অতন্দ্র দৃষ্টি সদাই সতত জেগে থাকে
রুখতে শীত আর মরণের নিঠুর নিঃশ্বাস
মৃত্যুভয় হয় হলে বাঁচবে মৃত্যুর হাত থেকে।
সঞ্চয়ী যে হয় শুধু সেই ত বাঁচে এ ধরায়
মা-বাপের বংশধারা সদাই সন্তানে বর্তায়।

□ — ১৪ — □

কোষ্ঠি বিচার করে হাত দেখে করি না ভাগ্য যাচাই
প্রশ্ন জাগে জ্যোতিষে কি সবার ভাগ্যের কথা থাকে
যাই থাক নিয়তির শুভাশুভ কি পাই না পাই
বিচার করি নাকো মড়ক আকাল কে বা কাকে রাখে।
সে শাস্ত্র দিয়ে কার দশায় কি হবে বলিনা,
দুঃসময়, সুসময় গ্রহদের কখন কেমন হবে দৃষ্টি
কে রাজা কে কোটিপতি হবে বলে আশা ত দিই না
জানিনা কে জন্মেছে ঘাড়ে নিয়ে কত ফাঁড়া বিষ্টি।
তোমার চোখে যে আলোক দেখি তাই ছায়াপথ মম
ব্রহ্মাণ্ডের সহ জ্ঞান সঞ্চিত আছে সে আলোক মাঝে
সে আলোকে তুমি মোর অজ্ঞতা অপরাধ সব ক্ষম
সে আলোকে তুমি আমি এক হই বড়ই সহজে।
তোমার ভবিষ্যৎ যা দেখেছি শোন দিয়ে মন,
তোমার দেহাবসানে সত্য সুন্দরের হবে গো মরণ।

□ — ১৫ — □

ধরায় যা কিছু জন্ম নেয়
তা পূর্ণ হয়ে বাঁচে অল্পদিন
সময় হলেই বিধি তার ওপর ছুঁড়ে দেয়
নিঠুর মৃত্যুফাঁদ পূর্ণতার কাল করে ক্ষীণ।
আমি ত দেখতে পাই মানুষ গাছের মত বাড়ে
আকাশের ইশারায় কভু সুখী আবার কখনও সে দুঃখী
যৌবন আনন্দরস নেয় কেউ তার থেকে কেড়ে
যা হারিয়ে গাছ পড়ে যায় হয়ে নিম্নমুখী।
স্বল্পস্থায়ী জীবনের এই দ্রুতগামী প্রেক্ষাপটে
তব প্রাণমন প্রাচুর্যের পূর্ণতায় ফোটে অবিরত
কালের মায়া জরা হয়ে তোমাকেও ধরে নেবে বটে
উজ্জ্বল সূর্যের দিন তার চক্রান্তে হবে যে নিহত।
তোমারই পক্ষ নিয়ে কালের সঙ্গে সদা লড়ি
কাল যা ছিনিয়ে নেয় তা আমি সদা পূর্ণকরি।

□ — ১৬ — □

কেন তুমি অন্য কোনও কৌশলে ছলে বলে
নিঠুর বিধির সঙ্গে রত হও না সমরে
আত্মরক্ষার বৃহে তৈরি করোনা তার আক্রামকালে
যার উল্লেখ নেই মোর পদ্যের পংক্তিতে ছাত্র।
দাঁড়াও তুমি এসে সে সুখের ক্ষণে
এবং অলীক এক ফুলহীন বাগানে
না ফোটা আশার ফুল হয়ত ফুটবে সেখানে
অঙ্কিত কৃত্রিম ছবি নিয়ে যাবে নতুন জীবনে।
লাভ ক্ষতি জীবনের সব লেখা হবে বাঁধাধরা গাতে
সময়ের ছুরিকা বা আমার কলম যা পারে না
সরে গেলে একবার সবার আঁখিপট হতে
যতই গুণী হও ভক্তেরা তোমায় বাঁচাবে না।
নিজেকে ছাড়বে যত বিলোবে হবে আপনার প্রিয়
আপন সত্ত্বা তব বলবে তত যুগ যুগ জিও!

□ — ১৭ — □

আগামীকালে কার বিশ্বাস হবে এ কবিতা
যদি এতে থাকে শুধু তোমার রূপ গুণ কথা,
রবে ততটুকু যাহা কবরে পড়ে মাটিচাপা
ঈশ্বর জানে সহ কথাটুকু লেখা নেই সেথা।
তোমার চোখে দেখি দিব্য আলো. যদি এই কথা লিখি
শুধু চোখের রূপেরই যদি দিইগো বর্ণনা,
আগামীকালের লোক বলবে এ কবি ছিল মেকি,
দিব্য সৌন্দর্যের কভু করেনি অর্চনা।
কালের হাওয়ার স্পর্শে এ কবিতা যবে পাংশু হবে
নির্বোধ অক্ষম বৃদ্ধ দেবে ধিক্কার
তোমার রূপের প্রভা সত্য কিনা এ প্রশ্ন তারাই তুলবে
ধ্রুপদী গায়ক সেজে করবে শৃগাল চিৎকার
কিন্তু সন্তান তব যদি কোন মতে বেঁচে রয়.
তার মধ্যে কবিতায় করবে মরণে তুমি জয়।

□ — ১৮ — □

বসন্ত দিনের সঙ্গে তোমার কি হয়গো তুলনা
আরও ত সুন্দর তুমি নয়নাভিরাম
বসন্তের রূপও ত স্বল্পায়ু হে প্রিয় ললনা,
দুরন্ত বাতাস সাথে বসন্ত মুকুল যত ঝরে অবিরাম।
কভু সে অমিততেজা দিবাকর সম
কভু সে ম্লান মুখে মেঘেতে লুকায়
কালের করাল গ্রাসে হয়না সে কভু হতোদ্যম,
প্রকৃতির অট্টহাস্যে অথবা দৈবী মায়ায়।
তোমার অনন্তরূপ যৌবন কভু হারাবেনা
সৌন্দর্যজ্যোতি তবে রবে চিরদিন
মরণ তোমার সঙ্গে কখনোই এঁটে উঠবে না
যতদিন সৃষ্টি রবে ততদিন রবে অমলিন।
জরা ব্যাধি মৃত্যু নেই কালের বাধ্য নও প্রিয় মধুবন
সন্তান না হলে ব্যর্থ জেনো জীবন যৌবন।

□ — ১৯ — □

কালের করাল গ্রাসে ধার কমে সিংহ থাবায়
কালের শাস্তি জলে লোকে দুঃখ ভোলে
দীর্ঘায়ু ফিনিক্স রক্তে কাল নিজে আগুন লাগায়
বাঘের মুখ থেকে হিংস্র দাঁত নেয় তুলে।
আশ্চর্য তোমার গতি দুঃখ নিশায় জ্বালো সুখের সূর্য
আপন ইচ্ছায় চলে যা খুশি তাই করো তুমি
সুন্দরকে ধ্বংস করে বাজাও মহাকাল তূর্য,
অনুরোধ রাখো এক বলি গো তোমায় প্রণমি।
আমার প্রেমিকে যেন হেনো না কুদৃষ্টি তোমার
কালের ভয়াল রেখা ফুটিয়োনা তার চোখে মুখে
অকলঙ্ক রূপখানি বজায় রেখো গো আমরণ তার
ও রূপের ধারা যেন রেখে যেতে পারে মহাসুখে।
নিষ্ঠুর কাল তুমি ধ্বংস করো যত চাও তত
প্রেমিকের রূপ মোর পদ্যে শুধু রেখো অবিকৃত।

□ — ২০ — □

নারীর মুখ প্রকৃতি গড়েছে নিজ হাতে
আমারই আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে যে সে মুখ
যুবতী হৃদয় মন নয় তা গো ভরা চাপল্যে
সীমার এপারে থেকে না জানি কি পাও তুমি সুখ
ক্ষিপ্ত ক্রোধের দুটা দেখিনা কো তোমার নয়নে
ধরার সকল বস্তু উজ্জ্বল হয় তব চোখের আলোকে
পুরুষের চেয়ে তুমি শক্তিমান জানে সর্বজনে
যুবক যুবতী মুগ্ধ চোখে গো তোমায় অপলকে
আদর্শ নারী করে গড়েছিল কাল তোমাকে
পাশাপাশি করেছিল ভুল সে দারুণ
তোমার সঙ্গ কভু সাফল্য দেয় নি আমাকে
কর্ম, লক্ষ্য ব্যর্থ হল তুমি সেথা বড় অকরুণ।
রমণীর মত তুমি রমণীর সুখ দাও চায় যে প্রকৃতি
অমৃতের পথে নিয়ে গিয়ে করো অগতির গতি।

❐ — ২১ — ❐

আমার মধ্যে নয়, আছে সে কাব্যের ছন্দে
ছবি হয়ে কখনও কবিকে জোগায় প্রেরণা
আকাশ তুলনা দেয় কভু ভাল কভু বা মন্দে
তারই সৌন্দর্য প্রেম প্রাণপণে করে সে রচনা।
জল মাটি চন্দ্র সূর্য সাগরের অমূল্য রতন
প্রথম বসন্তের নবজাত ফুল আর দ্রব্য মনোহর
জল স্থল নীলাকাশ প্রকৃতি যাদের করে পরম যতন
তুমি সহজেই হও তাদের চেয়েও সুন্দর।
সেই প্রেমেরই শক্তিতে মোরে করে শক্তিমান
আমায় লিখতে দাও বিশ্বাস না হারানোর কথা
মানুষের প্রতি, প্রিয়তমা মোর শিশুর সমান
নতুন নক্ষত্রসম যার মধ্যে নেই কৃত্রিমতা।
তাদের বলতে দাও অলীক গল্প যারা ভালবাসে
মনরাখা কথা কভু বলব না তাদের উদ্দেশ্যে।

❐ — ২২ — ❐

আয়নার কাচে মোর বয়স ধরা পড়বেনা
যতদিন অজর থাকবে তব জীবন যৌবন
অবাধ্য সময় যত পার হবে যৌবন সীমানা
তোমার প্রৌঢ়ত্ব দেখে চাইব নিজের মরণ।
যে রূপ আধারে ঢাকা তোমার ও দেহ প্রতিমা
সে আমারই হৃদয়ের সেরা সৌরভ,
বয়সে তোমার চেয়ে বড় আমি নই প্রিয়তমা
তোমার হৃদয় যেত আমারই হৃদয় গৌরব।
নিজের সম্পর্কে তবে এইবার হও সচেতন,
সব ভুলে যেরকম তোমার কথা আমি ভাবি
আমার হৃদয়ে করি তোমার হৃদয় সেবা অতি সঙ্গোপন
মায়ের কোলে শুয়ে নিশ্চিন্ত শিশু করে সবকিছু দাবী।
যা দিয়েছো যদি তা ফ্রি না পেতে চাও
আমার দেহাবসানে নিজের হৃদয় রক্ষা করে যাও।

❒ — ২৩ — ❒

অপটু শিল্পী যেমন মঞ্চের ওপরে
নিজের অভিনয় ব্যর্থ করে ভয়ে,
উন্মাদ পশু সে ত নিজেকেই দুর্বল করে
শক্তি ঝরায় তার তৃপ্ত হয় শুধু শক্তি ক্ষয়ে।
যদি কাপুরুষ হই আমাকে ধিক্কার দিও,
হৃদয়ের কথা কভু ব্যক্ত করিনা,
অসহ্য যদি হয় প্রেমভার তুমি তাহা নিও,
প্রেমের করতে ক্ষয় হিসেবের ধার ত ধারি না।
প্রেমের শপথ সদা গভীর গোপনই থাকে
দু'চোখের আয়নায় চিরকাল সে ত পড়ে ধরা
মুখে যা যায় না বলা চোখ তুলে দেখায় গো তাকে
নিঃশব্দ হলেও মনে মনে তাকে যায় ঠিকই পড়া।
নিখাদ প্রেমিক যদি তুমি কখনও হতে চাও
নীরব প্রেমের কথা চোখের ভাষায় পড়ে নাও।

❒ — ২৪ — ❒

আমার নয়ন যেন শিল্পীর তুলিকা হয়ে
আমার মনের পটে তোমার রূপ এঁকে চলে
শরীর মাঝে সে রূপ জোয়ারের মত যায় বয়ে
সময় নয়নকেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে।
শিল্পসৃষ্টির মাঝে শিল্পীর মহিমা
অঙ্গের শোভা যেথা ফুটে ওঠে চেহারায়
সে ছবি ফুটিয়ে তোলে শিল্পীর আপন গরিমা
গৌরব তার করো আপন চোখের ভাষায়।
কি পেয়েছো, পাওনি কি সে হিসেব আজ যদি করো,
বলব তোমার ছবি এঁকেছি আমার চোখ দিয়ে
তোমার আঁখিপটে তুমি আমাকেই তুলে ধরো
চিরকাল দেখেছি তা চোখ রেখে তোমার হৃদয়ে।
চেয়ে থাকা সার নেই তাতে কোনও ভাবের মহিমা
নয়ন পায়না খুঁজে মনের সীমা পরিসীমা।

— ২৫ —

অনেক বরাত জোরে টিকে আছে
সৌভাগ্যের অহংকারে মত্ত তারা,
আমার বরাত মন্দ তাই কোন মতে আছি বেঁচে
মান, যশ, খ্যাতি কভু দেয়নিকো মোর হাতে ধরা।
তোষামোদ করে যারা বরাত ফেরায় তারা মরে
সময়ের কালোমেঘ গ্রাস করে তাদের বরাত,
নৃপতি বিরূপ হলে বরাত তাদের উল্টোদিকে ঘোরে,
অহংকারের ঘোড়া করে দেয় তাদের চিৎপাত।
সময় নিপুণ যোদ্ধা বিশ্বে যাকে সকলেই চেনে
যশের প্রাসাদ তার নিমেষেই হয় ভূপাতিত
দুঃসময় যদি কভু তার দিকে তীক্ষ্নবান হানে
যদি কোন যুদ্ধে সে হয় পরাজিত।
বরাত মন্দ তবু ভালবাসা পেয়ে আমি সুখী
এ সুখ ছিনিয়ে কাল করবেনা আমায় দুঃখী।

— ২৬ —

আমার প্রেমের প্রভু তোমাতে সঁপেছি প্রাণমন
আমার কর্মফল সদা আকর্ষণ করে চলে।
আমার তনুমন তোমারই কর্তব্যে করি সমর্পণ,
আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমিই শেষ কথা বলো।
কর্তব্যে সুমহান, বুদ্ধি তুচ্ছ তার কাছে
মেধা আর শব্দরাজি যদি তারে কভু না সাজায়,
আমার কর্তব্যবোধ সদাই জাগ্রত আছে,
তোমার আত্মার চিন্তা হোক আমার সহায়।
যে নিয়তি নিরন্তর সুখে দুঃখে আমাকে চালায়
যখন দয়ায় তার সময় আমার পাল্টাবে
মোর ছিন্ন প্রেম ঢাকা পড়বে মহার্ঘ সজ্জায়
এ ব্যর্থ প্রেমের ধরা তখনই ওল্টাবে।
তুমি মোর কত প্রিয় তখনই ত বলব গো আমি,
তার আগে দেখাবনা এই মুখ জানেন তা অন্তর্যামী।

❒ — ২৭ — ❒

ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যখন শুই বিছানায়
শ্রান্ত দেহমন তখনই ত পায় বিশ্রাম,
মাথায় শান্তি নেই ব্যস্ত সে তোমার ভাবনায়
দেহ ক্লান্ত তবু মন চায় না বিশ্রাম।
নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিব্যি তোমায় থাকি ভুলে
আমার অজান্তে মন শুধু খুঁজে বেড়ায় তোমায়
নয়ন সুমুখে মোর আঁধার দুয়ার যায় খুলে,
আলোয় তোমার মূরতি কে যেন দেখায় আমায়।
আলোক কল্পনা মোর নিঃসীম আঁধারে সব ঘেরা,
অন্ধ নয়ন তার মাঝে দেখে তোমারই ছায়া
সে ছায়া উজল হয় শুরু হয় আলোয় ফেরা
তোমার চেনা মুখ ঘোচায় আঁধারের মায়া।
আলোতে যা তনু থাকে আঁধারে তা হয়ে ওঠে মন,
আমরা দু'জনে মিলে একাকার হয়ে যাই যে তখন।

❒ — ২৮ — ❒

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে কেবা শান্তি দেবে গো আমায়
দিনে রাতে এতটুকু পাইনা বিরাম
মোর শ্রমে ব্যপ্ত কাল গায়ের ঘাম ঝরায়
শ্রান্তির ভার বই ভুলে গিয়ে সকল আরাম।
দিন আর রাত তারা চিরশত্রু একে অপরের,
আমায় কষ্ট দিতে দু'জনে মেলায় তারা হাত,
যখন কষ্ট করি তুমি হও মানবী দূরের,
দিনে দেহ ব্যস্ত থাকে মন ব্যস্ত থাকে সারারাত।
দিনকে করতে খুশি বলি আমি তুমি ঝলমলে
মেঘকালো দিনকেও একভাবে বলি খুশি করে
রাতকে করতে খুশি বলি মুখ তব ঢলঢলে
তারা মুখ লুকোলেও তুমি ধাও উষার দুয়ারে।
নিষ্ঠুর দিন মোর পরিশ্রম দিচ্ছে বাড়িয়ে
ধূর্ত রাত মোর সব সুখ বেড়ায় তাড়িয়ে।

□ — ২৯ — □

নিয়তির চক্রান্তে লোক চক্ষে হই সদা হেয়
ব্যর্থতার লাজে মোর সর্বাঙ্গ কাঁপে থরথর
আমার নিবেদন না শুনে বলেন প্রভু এটাই বিধেয়,
ভাগ্যকে গালি দিই, দুঃখ বেদনায় হই জরজর।
আশা নদীকূলে বসে তবু স্বপ্ন দেখি একমনে
মরা ধরিত্রীর ছবি তখনই সহসা বদলায়,
আমিও ত কখনই মনে হয় সম্পদে স্বজনে,
নিয়রি সাধ্য কি বারবার আমাকে হারায়।
গালি অভিশাপ দিই যখনই নিজেকে বারেবারে
তখনই তোমার মুখ দেখি যেন ধ্যানে,
আত্মা মোর চলে যায় সাফল্য ব্যর্থতার ধরা ছেড়ে
সুদূর স্বর্গে যেথা ভরেছে আকাশ দিব্য নাম গানে।
যে প্রেম ভালবাসা দিয়েছো আমায় তার নেইকো তুলনা
স্মৃতি তার মুছে দেয় ব্যর্থতার সকল যন্ত্রণা।

□ — ৩০ — □

মধুর স্মৃতিভরা সুদূর নির্জন কোন দ্বীপে
যখন নিজের মুখোমুখি থাকি বসে,
হারানো অতীত যেন উঠে আসে পা টিপে টিপে
না পাবার ব্যর্থতায় হৃদিমন আঁখিজলে ভাসে।
প্রেমিকা আর প্রিয় বন্ধুরা কত আগে গেছে সব চলে
তাদের কথা ভেবে মনে আজ জাগে হাহাকার,
হারানো প্রেমের স্মৃতি আজও একই কথা তার বলে,
ছবির মতই সব জেগে ওঠে হৃদয়ে আমার।
পুরোনো ব্যথাগুলো তখনই ঘুম ভেঙ্গে ওঠে
দুঃখ থেকে চলে যাই আরেক দুঃখের স্মৃতিমূলে
ভুলে যাওয়া দুঃখ সব সাঁঝের ফুলের মত ফোটে
হারিয়ে পাবার সুখে সে দুঃখের নিই বুকে তুলে।
তোমার কথা যত মনে পড়ে হে বন্ধু হে প্রিয় সখা,
সব দুঃখ শেষ হয়, জানি আর হবে নাকো দেখা।

□ — ৩১ — □

সব হৃদয়ের চেয়ে কত বড় তোমার হৃদয়
যারা কবে চলে গেছে তারা সব আছে ওইখানে,
যে প্রেম ভালবাসা ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়
উৎস তার ওইখানে একথা ক'জনে জানে!
তোমার প্রিয়জন ফেলেছে কত না আঁখিজল
একদানা জেনে কত দিয়েছো প্রেমের প্রেরণা,
তোমার পরশে প্রেম অশ্রু হয় পবিত্র, অমল,
নতুন জীবন দাও তুমি মোরে ভুলিয়ে যাতনা।
তুমি নেই তবু আজও তোমার প্রেম আছে বেঁচে
যারা আগে চলে গেছে তাদের স্মৃতি গায়ে মেখে,
কথা যা বলার ছিল সব তারা তোমাকে বলেছে
দেবার যেটুকু ছিল ঢেলে দিয়েছে তোমাকে।
তাদের সবার সুখ তোমার হৃদয়ে ফুটে ওঠে
মোদের অধরা প্রেম ফুল হয়ে তার মাঝে ফোটে।

□ — ৩২ — □

তুমি যদি বাঁচো প্রিয় আমার মৃত্যুর পরে
আমার হাড়গোড় ধুলোয় ঢেকে দেবে মরণ যখন,
জীবনের মন্দভাল দেখবে সবই নতুন করে,
হতভাগ্য প্রেমিককে প্রতিপলে ভাবতে তখন।
তুলনা কোরনা তখন তার কাজ সুদিনের সঙ্গে
তার সব কাজ অপরের কাছে ম্লান হতে পারে
কবিতা না, মনে রেখো, কেবল ভালবাসার ঢং-এ.
অন্যের চেয়ে ছোট এলাজের কথা বোল তারে।
প্রতিজ্ঞা করো এই ভাবনার কথা সদা ভাববে
তোমার সখাটি যদি কভু আরও বড় কবি হয়,
অপরূপ ছন্দে প্রেম ভালবাসার কথা সে লেখে কাব্যে
সার্থক কাব্য কভু সার্থক প্রেমের চেয়ে বড় নয়।
সাধারণ কাব্যে মোরা সদা ছন্দরীতি বিচার করি,
বন্ধু কাব্যে প্রেমরসের সাগরে ডুবে মরি।



□ — ৩৩ — □

ভোরবেলা তাকিয়ে দেখেছি পাহাড়ের দিকে
দিব্য সোনালী আলো রাজকীয় গরিমায়
ছুঁয়ে যায় প্রান্তর আর পাহাড়ের চূড়াটিকে
উজ্জ্বল করে স্রোতস্বিনীকে পরম মহিমায়।
নীচ, স্বার্থপর মেঘ কোথা থেকে আসে কে জানে
সূর্যের মুখ ঢেকে ধরাকে আঁধার করে দেয়
অসহায় সূর্য ক্রমে ধেয়ে যায় পশ্চিম গগনে,
মেঘের কাছে হেরে আঁধারকে সঙ্গি করে নেয়।
আমারও একদিন গৌরবের সূর্যকরোজ্জ্বল দিন ছিল
বিজয়ীর অহংকারে সদা উজ্জ্বল ছিল ভ্রূযুগল
কালো মেঘে ঢেকে গিয়ে সে গৌরব সূর্য মিললো
আঁধারে, আর ভ্রূযুগল রইল না অমল।
তবু সে সূর্যকে কখনও ঘৃণা ত করি না,
মেঘাবৃত সূর্যকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরি না।

□ — ৩৪ — □

দিনটা ভালই যাবে এই কথা কেন দিয়ে ছিলে?
আর তাই বাড়ি থেকে বেরোলাম না নিয়ে বর্ষাতি
আমায় হেনস্থা করল নীচ মেঘ তার বৃষ্টির জলে
তার নোংরা কুয়াশায় ঢাকল তোমার খ্যাতি।
হয়ত মেঘের আড়াল থেকে তুমি
শুকিয়ে দেবে আমার জলেভেজা মুখ
কে আছে সে লোক এই দুনিয়ায় জানি নাকো আমি
ঘা-এ যে মলম দেবে, অপমানে পাবে মহাসুখ।
কিংবা আমার দুঃখে যদি লজ্জা পাও
নিজেকে ধিক্কার দাও হয়ে ব্যথাহত,
আমার দুঃখের তাতে হবেনা আসান জেনে নাও
ক্ষত-দাগ মেলায় না, মেরে করো অনুতাপ যত।
তবু মুক্তোবিন্দু হয়ে তোমার আঁখিজল যবে
ঝরে, দুর্ব্যবহার তোমার ভুলিয়ে দেয় সবে।

— ৩৫ —

কবে কি করেছো সেজন্য দুঃখ কোরনা
গোলাপেও কাঁটা থাকে ঝর্ণার জলে থাকে কাদা
ফুলের কুঁড়িতে যে কীট তাকে ভুলেও ধোর না
মেঘ ঢাকে চাঁদ আর সূর্যকে জানে বোকা হাঁদা।
সবার মত আমি নিজেও কতবার ভুল করি
তোমার ভুলকে নিজের ভুলের সঙ্গে করে তুলনা
কত পাপ করেছো সে হিসেব কখনও না ধরি
জানিনা ভুল বলে করেছো গো কত ছলনা।
যে ভুল পড়েগো চোখে তোমার তা করেছি ত. ক্ষমা
সে ভুলের হয়ে আমি নিজে কত কথা বলি
সেজন্য কত নিন্দা সই যার নেইকো উপমা
প্রেম ও ঘৃণার মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে আমি হেঁটে চলি।
দরকারে বারবার ধরা দিই আমি তার হাতে
মিষ্টি নিঠুর সে চোর, আমার প্রেম তারই সাথে।

— ৩৬ —

তুমি আর আমি যেন দু'জনে যমজ ছেলেমেয়ে
এক ও অভিন্ন যদিও মোদের হৃদয়
কিন্তু কলঙ্ক যত সব আমি একা যাব বয়ে
তুমি হাত না ধরলে হবে নাকো সে পাপের ক্ষয়।
জীবনে আলাদা মোরা দুই জনে আছি দুই দেহে
যদিও মোদের হৃদয়ের একই গুণ একই দাম
গুণের প্রকাশ নেই ভরপুর অপার স্নেহে
একে অপরের প্রতি মিলনে মেতেছি অবিরাম।
হয়ত তোমায় আমি নাও দিতে পারি স্বীকৃতি
পাছে তুমি লজ্জা পাও মোর পাপে
দেখবে না দয়া মায়া করিনা যতই মুখ বিকৃতি
সম্মান দেবে না মোরে অসম্মান চাপে।
তুমি ত আমার তাই কোর না তেমন যেন কিছু
তোমায় ভালবেসে এ শির না হোক কভু নিচু।



❐ — ৩৭ — ❐

জরাগ্রস্ত পিতা যবে পায় সুখ
সক্ষম পুত্রের অমিত কর্মবল দেখে
ভাগ্যের ঘৃণায় অথর্ব আমার ভরে ওঠে বুক
আনন্দে তেমনই যবে কর্মচঞ্চল দেখি তোমাকে।
রূপ, বিদ্যা, অর্থ, বংশকৌলিন্যে
সর্বগুণে গুণান্বিত পেয়েছি তোমায় ওগো প্রিয়া
গুণের বাড়তি কিছু কভু দয়াদাক্ষিণ্যে
মহিমামণ্ডিত হয়ে ভরেছো এ অধমের হিয়া।
অথর্ব হয়েও তখনই শক্তি পাই
যেন এক যাদুবলে হই বলবান,
তোমা হেন ধন যার বিকল্প নাই
যখন ভাবি সে ধন আমায় করেছে বিত্তবান।
তোমার মধ্যে খুঁজি জীবনের যত কিছু সেরা
বাসনা পূরণ কি বস্তু কখনও বোঝে না অন্যেরা।

❐ — ৩৮ — ❐

শোনাবার মত কথা হাতে তব রয়েছে প্রচুর
বিষয় তখন মিছে খোঁজে কেন আমার কবিতা?
নেইকো অভাব তাতে কাহিনী বা অন্য কিছুর
কালে ফিরবে সবার মুখে আমার কবিতার কথা।
আমার অক্ষমতায় নিজেকেই দাও ধন্যবাদ
জানিনা বিচারে তুমি নিরপেক্ষ কিনা
অকৃতজ্ঞ যে জন তাঁকে নিমেষে করো বরবাদ
তোমার বক্তব্য সে কখনও তুলে ধরবে না।
প্রেমের কাব্য তোমার দশগুণ হোক অপরূপ
প্রচলিত ধাঁচ ভেঙ্গে হোক তা মিলন বিধুর
ছন্দ নির্যাস তার কালে হোক প্রেমের পূজার ধূপ
গন্ধ যার চিরকাল জাগাবে স্মৃতিকে মধুর।
আমার কবিতা পড়ে যদি সকলেই খুশি হয়
প্রশংসা তার জন্য একা তুমি পাবে গো নিশ্চয়।

□ — ৩৯ — □

তোমার ক্ষমতার কথা কি করে যে বলি বড়মুখে
আমার সর্বসত্তা তোমারই গুণে গুণান্বিত
আমার আত্মা বড় একথা কে বলে কোন সুখে
আমার সকল পাওয়া তুমিই করেছো মহিমান্বিত।
প্রেমের অদ্বৈত সত্তা হয় যদি দুই ভাগে হোক
অখণ্ড নিবিড় প্রেম দু'ভাগ হয়েনিক দু'টি নাম
মেটাব তোমার প্রাপ্য পাছে বদনাম দেয় লোক
বিরহে তোমারই নাম নেব অবিরাম।
বিরহ কতই না তীব্র তিক্ত হত
মিলন যদি না হত প্রেমের আনন্দে মধুময়
কল্পনার দিবা স্বপ্ন তখন থাকত না অক্ষত
আনন্দই করে সব বিরহ বিচ্ছেদের ক্ষয়।
এক থেকে দুই কিসে হয় সে ত তুমিই শিখিয়েছো,
মরণ কি করে আনে অমরত্ব তুমিই তা বলেছো।

□ — ৪০ — □

নাও গো আমার সব মনপ্রাণ ওগো প্রিয়তম
যা কিছু আছে সব উজাড় করে নাও
যত কিছু অপরাধ ভুলচুক সব তুমি ক্ষম
এই অন্তরের সেরা উপহারটুকু তুমি পাও।
এই প্রেম ভালবাসা শুধুই আমার মুখ চেয়ে
যদি বা লাগাও কাজে তোমায় কিছু বলবনা
আমায় কিছু না দিয়ে যদি সবই নাও ওগো মেয়ে
ঠকাবে তাহলে নিজেকেই ওগো ললনা।
প্রতারণা যদি করো করছি তোমায় আমি ক্ষমা
যা নিয়েছো তা আসলে আমারই প্রেমের দীনতা
তুমি নেবে বলেই ত তা ছিল আমার কাছে জমা
হয়ত অযোগ্য বলে হয়েছে এর অন্যথা।
অসীম ক্ষমতায় খারাপকে ভাল করো নিমেষে
ঘৃণা করলেও জেনো মরব না তোমায় ভালবেসে।

❐ — ৪১ — ❐

যখন আমার কথা ভুলে গিয়ে তুমি
স্বাধীনতার নামে ভুল পথে চলো
তোমার রূপের মোহে সে ভুল ক্ষমা করি আমি
জানি লোভের খপ্পরে পড়ে যা খুশি তাই তুমি বলো।
বিনীত তোমার বুলি সবাইকে মোহিত করে
রূপে মুগ্ধ সকলেই দু'হাতে তোমাকে ছুঁতে চায়
কামনাতুরের হাতে রূপবতী বিলায় নিজেরে
ভবিষ্যতের দিকে সে পুরুষ কদাপি নাহি ফিরে চায়।
কি কথা বলতে চাই দোহাই বোঝার চেষ্টা করো
শাসনের সংযমে বাঁধো উদ্ধত তোমার যৌবন
পদস্খলন ছাড়া করেছো কি কভু ভাল কারও
অভিশাপে পুড়ে গেছে তোমার নিরীহ জীবন।
যে রূপ তোমার ওগো লোভের খপ্পরে ধরা দেয়
বিলিয়ে না দিয়ে মেকি সে দু'হাতে শুধুই কেড়ে নেয়।

❐ — ৪২ — ❐

তুমি তাকে পেয়েছো তাতে ত আমার দুঃখ নেই
সে তোমারই জেনে তাকে ভালবাসি আজও
পরাজয় মেনে বলি সে যেন পায় তোমাকেই
ক্ষতির মধ্যেই মোর ভালবাসা হয়ে বিরাজো।
হে প্রেমিক অপরাধী তোমাকে করব হে ক্ষমা
আমি ভালবাসি জেনেও তুমি ভালবাসো তাকে
অপরাধী প্রিয়া মোর এ প্রেমের নেইকো উপমা
আমারই জন্য ফাঁস উঠেছে বন্ধুর গলেতে।
তোমায় বাসলে ভাল ক্ষতি হবে লাভ
আর বন্ধুর লাভ নেবে ক্ষতির চেহারা,
দুটোকে হারালেও মিলে যাবে আমার হিসাব,
লাভ ও ক্ষতির দ্বন্দ্বে হব নাকো আর দিশাহারা।
যেখানে তুমি আমি এক সেখানেই আমার আনন্দ,
তোমাকে সে ভালবাসে এতে নেই কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

□ — ৪৩ — □

চোখ বুঁজলেই দেখি তোমার মুখের ছবি
দিনের আলোয় কত কি-ই না দেখি
স্বপ্নে দেখা দিয়ে শোনাও তোমার দাবি
আঁধারে উজ্জ্বল হও সে তোমারই মহিমা গো সখী।
যে ছায়া তোমার আলো হয়ে ফোটে রাতের আঁধারে
কি করে আমায় সুখী করবে সে দিনের বেলায়?
টাকা কামানোর ধান্দা শত শত মানুষের ভিড়ে
কামনা বাসনা মোর এর মাঝে কি করে মেটায়?
কি করে বলব তবে আমার দু'চোখ সার্থক?
দিনের আলোয় পোষাকি তোমার ও রূপ দেখে
তোমার রূপের বর্ণনা দেয়া পুরোপুরি নিরর্থক
স্বপ্নে যা রোজ দেখি এতটুকু না রেখে ঢেকে।
তোমায় না দেখলে দিনকেই মনে হয় রাত
স্বপ্নে দিলে দেখা রাতের আঁধার ঘুচে যায় গো হঠাৎ।

□ — ৪৪ — □

অদৃশ্য ভাবনা দিয়ে যদি গড়া হত এই দেহ
থাকত না তখন দূরত্ব বলে কোনও শব্দ
পৌঁছোতে তোমার কাছে পথ মোর রুখত না কেহ
ব্যবধান যারা রচে তখন তারা হত জব্দ।
থাকতে যদি বা তুমি আমার কাছ থেকে দূরে
দূরত্ব অগ্রাহ্য করে তোমার মুখখানা ভেবে
দিতাম নিজেকে আমি নিমেষে তোমার কাছে ছুঁড়ে
মন মোর বলত কি আমায় তোমার সঙ্গে নেবে?
কিন্তু তোমায় নিয়ে ভাবনার কথা যত ভাবি
মন আমার চায় নাকো দূরের পথ পাড়ি দিতে
অনুভব করো নাকো ভাবো আমি ভাবি হাবিজাবি
দুঃখে বসে থাকি তাই পারি না তোমায় সঙ্গ দিতে।
কমজোরি তুমি তাই দেয়া নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না,
আঁখি জল ফেলা ছাড়া ঠোঁটে কোনও শব্দ ফোটে না।

□ — ৪৫ — □

সর্বত্র তোমার সঙ্গি আগুন আর হাওয়া
আমার পেছনে ধেয়ে চলে তোমার সত্তা নিয়ে
হাওয়া ত ভাবনা আর কামনার আগুনের ছোঁয়া
নিমেষে উধাও হয় আমায় একটু ছুঁয়ে দিয়ে।
তারা চলে গেলে ফের এইখান থেকে
আমার প্রেমকে ভরিয়ে তুমি দেখা দাও
মাটি জল গ্রাস করে আমায় কিছু না বাকি রেখে
জানিনা অস্তিত্ব তোমার কোথায় হয় উধাও।
তোমার রূপ, স্বাস্থ্য যৌবনের স্বাদ গন্ধ মেখে
তোমার জীবন থেকে হাওয়া ও আগুন ফিরে এলে
আমার কথায় তারা তোমার সত্তায় পড়ে ঢুকে
সঙ্গিরা এভাবেই তোমার কাছে যায় চলে।
জীবনে আনন্দের শেষ কথা এটুকুই বলি,
তোমাকে সুখ দিয়ে আমি বিপদের দিকে চলি।

□ — ৪৬ — □

হৃদয় ও চোখ দিনরাত করে চলে দ্বন্দ্ব
তোমার অধিকার নিয়েই তাদের ঝগড়া
তুমি তার বলে চোখ হৃদয়ের দাবি অতি মন্দ
হৃদয় বলে ও রূপ যায় নাকো চোখ দিয়ে গড়া।
হৃদয় বলে তার ভেতরের গোপন গুহায়
বিরাজো সদাই তুমি চোখ যার পায়না ঠিকানা,
তোমার রূপলাবণ্য চোখ বলে থাকেনা সেথায়
হৃদয় যা খুশি বললেই চোখ তা কভু মানবে না।
দ্বন্দ্ব বেড়েই যায় বিচারও একসাথে চলে
হৃদয়ের অধীন ভাবনারাও নিজেদের মাথা ঘামায়
চোখ আর হৃদয়ের দৌড় তারা খুঁটিয়ে দেখে সকলে
তারপরে ভেবে চিন্তে যে যার দেয় নিজ রায়—
তোমার বাইরের রূপ আমার দু'চোখে ধরা পড়ে,
ভেতরের রূপ তব আমার হৃদয় চলে গড়ে।

□ — ৪৭ — □

যখন তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি খোঁজে আমার দু'চোখ
নয়ত বুক নিংড়ে উঠে আসে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস,
একে অপরের সেবা করে চলি ভুলে রোগশোক,
দু'জনকে তখনই ছুঁয়ে যায় দু'জনার মিলনের আশ্বাস।
তোমার রূপরাশি দেখে তখন মন প্রাণ ভরে
তোমার আঁকা ছবি দেখে জুড়ায় হৃদয়,
উপযাচকের মত চোখ যায় হৃদয় দুয়ারে
প্রেমের প্রসঙ্গে তারা দু'জনেই নিশ্চিত হয়।
এমনই করে তুমি ছবি নয় ত প্রেমে
মিলেমিশে এক হও আমার সত্তার সঙ্গে
আনন্দ রসাস্বাদ থেকে ফেলো নাকো বাসনায়, কামে
হৃদয় হৃদয়ে মেশে, প্রতি অঙ্গ মেলে প্রতি অঙ্গে।
তোমার ছবি দেখি স্বপ্নে অবিকল গভীর তন্দ্রায়,
হৃদয় তোমায় খোঁজে সারাদিন সূর্যের দৈবী মায়ায়।

□ — ৪৮ — □

কত হুঁশিয়ার হয়ে এপথে হাঁটতে শুরু করেছি
দুর্বোধ্য তোমার কথা আমায় দেখিয়েছে পথ,
কি বলতে চাও না বুঝে সে সব আঁকড়ে থেকেছি
বিশ্বাসে আশ্বাস দিয়েছে সেসব মিথ্যা শপথ।
তবুও তোমার পাশে মোর ধনরত্ন সবই তুচ্ছ
এই যে দুঃখ মোর এতো ছিল তোমারই দেয়া শাস্তি
সবার প্রিয় হয়ে আমায় কেবল দুঃখই দিচ্ছ,
দস্যুর শিকারের মত তুমি আজ এতে নেই ভুলভ্রান্তি।
সেই কারণেই তুলে রেখেছি তোমায় মোর বুকের গহনে
জানি সেখানে ছাড়া তোমার মেলেনা সাড়া অন্য কোথাও
টের পাই তুমি সেথা আছ স্বপ্নে ও জাগরণে
সাধ যদি হয় চ[illegible]ল যেতে কোনখানে তবে যাও।
ভয়ে মরি অযোগ্য কেউ পাছে ছিনিয়ে নেয় গো তোমায়,
বামন ত চিরকাল চাঁদকে ধরতেই চায়।

❒ — ৪৯ — ❒

এমন মুহূর্ত যদি এ জীবনে কখনও বা আসে
সেদিন রেগে আমায় যা তা বলে
যেদিন তোমার ভালবাসা সব ধার দেনা শেষে
মাথা উচুঁ করে অন্য কারও ঘরে যাবে চলে।
অবহেলা করে যাবে আমারই সামনে দিয়ে
যেতে যেতে একবারও তাকাবে না হেসে
উপযুক্ত পাত্র ছিলাম কিনা তা নিয়ে
করবে কত না চর্চা, বলবে মরেছো আমায় ভালবেসে।
সেদিন যাতে না আসে তাই খুব সাবধানে
আমি হুঁশিয়ার থাকি জীবনের ছোট ঘেরাটোপে
আমার ভালবাসা মন প্রাণ তোমার যুক্তিকে মেনে
নিজেকে অস্বীকার করার যুদ্ধে এগোয় ধাপে ধাপে।
যে কোন যুক্তিতে আমায় ভিখারি করে দিতে পারো
রুখে দাঁড়াব না জেনে যত খুশি আমাকে মারো।

❒ — ৫০ — ❒

কত পথ ঘুরি আমি গায়ের ঘাম ঝরিয়ে
দিনরাত চলি ভেবে শেষ হবে কবে এই পথ
থামতে পারিনা কারণ তোমায় রেখেছে সরিয়ে
পথ চলা শেষ হলে পূরণ হবেই মনোরথ।
আমার ঘোড়াটি যেন আমার মনের কথা বোঝে
বেচারা ক্লান্ত হয় হৃদয়হীন এ দেহের ভারে
সে পথের শেষ চাই তোমায় সরিয়ে রেখেছে যে
আমার কাছ থেকে, যাবনা কোথাও তোমার প্রেমে পড়ে।
ঘোড়াটি উত্তেজিত হয় নাকো চাবুকের ঘা খেয়ে
চাপা রাগে তার আক্রোশ বেড়ে চলে
আর্তনাদের মানে তার না বুঝে উঠি ঘেমে নেয়ে
রাগের আবেগে অবোলা জীবটি কত কি-ইনা বলে।
ভালই বুঝি তার চিৎকার শুনে
পিছিয়ে পড়ছে সুখ, দুঃখ এগোচ্ছে কাল গুণে।

□ — ৫১ — □

যখন তোমায় ছেড়ে দূরে চলে যাই ওগো প্রিয়া
জোরে আমার এ ঘোড়া ছোটানো ক্ষমা কোর,
রুখতে পারে না তখন আমায় তোমার ও হিয়া
তোমায় না দেখে কেন হই এত দুঃখে জরজর?
দূর থেকে সহজেই তোমার কাছে ত যেতে পারি
মনের সে রথের সঙ্গে ঘোড়া কখনোই এঁটে উঠবে না
বাতাসের চেয়ে বেগে সওয়ার হই পিঠে চেপে তারই
নিমেষে ছুঁয়ে দিই তোমাকে যা ভাবতেও পারবে না।
ঘোড়া হার মানবেই মনরূপী রথের কাছে
নিষ্কাম প্রেম তাই মনে মনে শুধুই সফল
কামনা বাসনা আর সকাম প্রেম থাকে তার নীচে
প্রেমের কথা ভেবে প্রেম করে ঘোড়াকে সবল।
দূরে যেতে হলে মন বলে, ধীরে ধীরে যাও,
ফেরাবার পথে ঘোড়াটিকে জিরোনোর অবকাশ দাও।

□ — ৫২ — □

কি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী আমি আজ ধন্য
সে ঐশ্বর্য সবই আজ মোর হাতের মুঠোয়
এ ধনের পরিমাণ করেছে আমায় বরেণ্য
প্রাপ্তির এ আনন্দ সাধ্যে কি আর কেউ ছোঁয়!
এ বিপুল ও বিরল ঐশ্বর্যের আনন্দ উৎসব
বছরে খুব কমই হয়ে থাকে
চুনি, হিরে, পান্না, দামী রত্ন আছে আরও কত্রসব
বসানো হয় যাদের দামী পোষাকে আশাকে।
তেমনই শোভা পাও তুমি মোর হৃদয় কন্দরে
দামী পোষাক যেমন শোভে আলমারী গহ্বরে
মোর গর্বের কারাগারে রেখেছি তোমায় বন্দী করে
আমার প্রেমের গয়নায় সাজিয়েছো তুমি নিজেরে।
ধন্য তুমিও, গুণের তোমার সীমা নেই,
যেখানে কমজোরি আমি সেখানে ভাবি তোমাকেই।

□ — ৫৩ — □

কি দিয়ে কোন মালমশলায় গড়া তুমি
ছড়ানো কতনা রূপের মায়া তোমার অঙ্গে
প্রতিটি অঙ্গের শুধু একটি তুলনা দিই আমি
তুলনা তোমারই তুমি ছড়িয়ে আছে বিশ্বে নানা ঢং-এ।
তোমার রূপের কাছে অ্যাডনিস হার মানে
ট্রয়ের হেলেন হয় একইভাবে পরাজিত
তুলনা তুমি শ্রেষ্ঠ একথা রূপ বোদ্ধা জানে
গ্রীসের সৌন্দর্যে তুমি হও ভিন্নরূপে প্রকাশিত।
কি শীতে, কি বসন্তে তোমার রূপ পড়ে ছড়িয়ে
একেক ঋতুতে তুমি একেক রূপে হও উদভাসিত
যা কিছু সুন্দর আছে তুমি তাকে তোল ভরিয়ে
সুন্দরতর করে তাকে করে তোল সুসজ্জিত।
বাইরে যেটুকু তোমার দেখে মুগ্ধ হই তা অতি সামান্য
বাসতে যে জানে ভাল সে তোমার জহুরী অনন্য।

□ — ৫৪ — □

মহত্ত্ব ছাড়াও সৌন্দর্য বিশেষ গৌরব পায়
সত্যরূপী অলংকার যদি তাকে বৈশিষ্ট্য দেয়
গোলাপ দেখতে ভাল তবু যখন তার সুবাস ছড়ায়
এক আলাদা বৈশিষ্ট্যে তাকে সকলের কাছে টেনে নেয়।
আরও কত সুন্দর ফুল আছে গোলাপের চেয়ে
কাঁটাগাছে ফুটলেও রূপে বর্ণে কত না উজ্জ্বল
তাদের কুঁড়ি ফোটে বসন্ত বাতাস এলে ধেয়ে
তার সাথে মাতামাতি করে তারা অতীব চপল।
কিন্তু বৈশিষ্ট্য তাদের কেবল রূপেই ধরা থাকে
তাদের ভালবাসা শস্তা বড় মেলে সহজেই
গোলাপ ফুলের রাণি হয়ে সাজে বিবাহে ও শোকে
মরে গেলেও সুবাস তার পায় সকলেই।
তেমনই তোমার অন্তরের সত্য যদিবা বিকৃত হয়
আমার কাব্যে তোমার গোলাপের মত রূপ রবে অক্ষয়।

— ৫৫ —

রাজার বাড়িতে যেসব পাথরের থাম আছে
এ কাব্যের চেয়ে তারা কভু বেশীদিন বাঁচবে না
তোমার রূপে একাব্য সাজবে গৌরবের সাজে
মহাকাল তাকে ক্ষয় করতে পারবে না।
বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ সুন্দর মূর্তিগুলো সব
গুঁড়িয়ে করবে ধুলো নিষ্ঠুরভাবে
তোমার স্মৃতি রবে অক্ষয় হবে তা সম্ভব
আগুন বা মারণাস্ত্র যদি বা তোমায় গিলে খাবে।
কখনও মরণ কিংবা অকাল বিস্মৃতি
পারবে না কেড়ে নিতে তোমার অমূল্য এ প্রাণ,
তোমায় গড়েছে যে যদিও সে না হয় কোনও কৃতী,
সৃষ্টি ধ্বংস হলেও তুমি কভু হবে নাকো ম্লান।
মহাকালের বিচার তোমার যতদিন শেষ না হবে
প্রিয়তমের চোখে তুমি ততদিন ঠিক বেঁচে রবে।

— ৫৬ —

ওগো প্রেম নব বলে তুমি হও বলীয়ান
প্রাণের ধার ভোঁতা হোক তৃপ্তি ফুরোলে
ক্ষুধায় তৃপ্তি আলো কোনদিন হবে নাকো ম্লান
ধার বাড়বে তোমার নব শক্তি জোগালে।
তাই ওগো প্রেম কভু কৃপণ হয়ো না
তোমার চোখের খিদে যেন না মেটে কখনও,
আজ যা দেখবে কাল যেন তাকে পুরোন বোল না
মনের খিদেকে অনিচ্ছা তোমার আঘাত না করে যেন।
আমাদের দু'জনের প্রেম যেন সাগরের ঢেউ
বালুকাবেলায় আছড়ে পড়ে সে ত ফেরে বারবার
নবশক্তি ও উদ্যমে তুলনা যার দিতে পারবে না কেউ
যাওয়া আসা এ প্রেমের নেই কেউ থামিয়ে দেবার।
শীতের হাওয়ার মতই গো মোদের এই বিরহ
বসন্তের কথা ভেবে গড়ি মোরা মোদের স্বপ্নের গৃহ।

❒ — ৫৭ — ❒

তোমারাই দাসত্বে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি
তোমার হুকুমের অপেক্ষায় দিনরাত বসে থাকি
দামী সময়ের সঙ্গে তোমারই হাতে নিজেও বিকিয়েছি
হাতে কাজ নেই কোনও, দিতে পারিনা তোমায় কোনও ফাঁকি
সীমাহীন কুঁড়েমিকে দোষ কোনও দিতে ত পারি না
তোমারই হুকুম খুঁজি ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে
তোমার অদর্শনে কোনও তিক্ততার ধার ত ধারি না
একরাশ বিরক্তিতে একা আমি ঘেমে উঠি নেয়ে।
হিংসেকে কখনও মনে পারি নাকো ঠাঁই দিতে
জানতে চাইনা মোরে ছেড়ে যাবে কোনখানে
দাসানুদাসের মত চাই শুধুই বলতে
সুখে থাকো যেথা হোক সুখ ত ঘর বাঁধে মনে।
প্রেমের দেবতা অন্ধ, অন্যায় চোখে তাঁর পড়ে না,
বলবে করছ যা তাঁরই কাজ যদিও মন তাতে ভরে না।

❒ — ৫৮ — ❒

ঈশ্বরের কৃপায় যেন না হই তোমাব কেনা গোলাম
তোমার দুঃখ বেদনা যেন থাকে মোর হাতের মুঠোয়
আমার সঙ্গে সময় কাটিয়ে যেন পাও আরাম
বিরহ বিচ্ছেদের যাতনা কভু যেন আমাকে না ছোঁয়।
তোমারই তরে যে কোন দুঃখকে বরণ করব
ধৈর্য ধরে হাজারও দুখঃকে নেব বুক পেতে
বাসনাকে বলি দিয়ে তোমারই জন্য প্রয়োজনে মরব,
অন্যায় হলেও সায় দেবগো সদাই তোমারই মতে।
স্বাধীনতা অবাধ তাই যাও মন চায় যখন যেখানে
তোমার মুক্ত সময়ের তুমি ছাড়া নেই দাবীদার,
সময় তোমার পায়ে নিজেকে বিকিয়েছে তা সবাই জানে
ক্ষমতা তোমারই আছে সব পাপ ক্ষমা করবার।
নরকে গিয়েও আমি তোমারই অপেক্ষায় জীবন কাটাব,
ভালমন্দ যাই হোক, দু'হাতে আনন্দ বিলোব।

□ — ৫৯ — □

নতুন কিছুই নয়, পুরোনো যা কিছু ফেরে নতুন মোড়কে
হারানো অতীত যদি এভাবে ফেরে বর্তমানে নবরূপে
যতই করি গর্ব, নতুন বোতল থেকে ঢেলে খাই পুরোনো আরকে
সে গর্ব হয় খর্ব নতুন কিছুই নেই বলি চুপেচুপে।
চেয়ে দেখ একবার সুদূর অতীতের পানে
সৃষ্টির শুরু থেকে সূর্যের অসংখ্য ঘূর্ণনে
কতবার যাওয়া আসা করেছো ধরায় কে তা জানে
পৃথিবীর জন্মের পরে কেবল ভালবাসার টানে।
অতীত ইতিহাসের প্রতিটি পাতায়
তোমার অতুলনীয় রূপের ব্যাখ্যা পড়েছি
বদলাইনি মোবা কেউ কালের হিসেব খাতায়
তোমায় দেখি একই চোখে যেমন আগেও দেখেছি।
আমি মূর্খ তাই খামোখা অতীতকে আঁকড়ে থাকি
কল্পনা বিলাসে যা অযোগ্য তাকে ঢেকে রাখি।

□ — ৬০ — □

ঢেউ যে রকম আসে তীর বেগে ধেয়ে উপকূলপানে
তেমনই একে একে মুহূর্তরা ধায় অনন্তাভিমুখে
কালপ্রবাহের এ যাওয়া আসার কে জানে কি আছে মানে
কে জানে এ অবিরাম গতি করছে তারা কোন মহাসুখে।
আলোর মাঝে যে বস্তু একদা সৃষ্টি হয়
কালের নিয়মেই অর্জন করে সে যৌবন
বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জ একদিন তাকে করে ক্ষয়
নিষ্ঠুর কাল তার গুণগান গায়না তখন।
মহাকাল যৌবনকে সাজায় অপূর্ব বাহারে
সৌন্দর্যের উপাচারে সাজায় তাকে নিজে হাতে
প্রকৃতির সেরা উপাদানে কোনও কার্পণ্য না করে
আবার সময় হলে সেই কাল ধ্বংসলীলায় মাতে।
তোমারই গুণ গেয়ে কবিতা গো আমি লিখে চলি
কালের ধ্বংস তুমি দেবে ফাঁকি হবে না কখনও তার বলি।

□ — ৬১ — □

রাত ভর তোমার কথাই ভাবি তুমি তাই চাও?
চাও নাকি ঘুমিয়ে আমার চোখ একটু জুড়োয়?
সারারাত ঘুমোতে না দিয়ে কোন মজা তুমি ওগো পাও?
রূপেরও শেষ আছে, প্রকৃতির নিয়মেই সেও ত ফুরোয়।
আমার কাজকর্মের ওপর সদা রাখতে নজর
আপন সত্তাকে কি কখনও দাও লেলিয়ে
লজ্জায়, বিপাকে কিছু করি কিনা নিতে সে খবর
সন্দেহগ্রস্ত মনে দিনরাত চলেছো আমায় খেলিয়ে।
মহৎ না হলেও তোমার প্রেম পরিমাণে বেশি
প্রেমিক হিসেবে আমি তোমার প্রতি সদাই বিশ্বস্ত
মনপ্রাণ মোর প্রতি অবিচল রেখে চলো দিবানিশি
আমার প্রেমের পথ যাতে থাকে নিয়ত প্রশস্ত।
কখন আসবে কাছে তাই ভেবে জেগে থাকি বসে
জানিনা আসবে কিনা আছে কি কপালে অপেক্ষার শেষে

□ — ৬২ — □

নিজেকে অহরহ শেষ করবার এই অপরাধবোধ
আমার চেতনাকে করে তুলেছে জর্জরিত
পরিত্রাণ নেই এ পাপ প্রবাহ জানিনা কে করবে রোধ
উদ্ধারের আশা সব যেখানে হয়েছে অন্তর্হিত।
এমন অপরূপ সুন্দরী পৃথিবীর কোনও দেশে নেই
তনুশ্রী তুলনাহীনা সদাই যে সাহসী নিলাজ,
বর্ণনা এরূপের দিতে কবিবর হারাবেন খেই,
তার পাশে দাঁড়াতে জানিনা সাজব কি সাজ।
কিন্তু আয়নার কাচ যখন অন্য কথা বলে
কাঁচাপাকা চুল আর কোঁচকানো চামড়ার ছবি
সময়ের রথচক্র তার নিজ গতিবেগে চলে
তখন অস্ত যায় আমার যৌবনের রবি।
হে অমর আত্মা করে চলেছি তোমার তোষামোদ
তোমার রূপশ্রীতে সুখ দেখা আমার নিজস্ব প্রমোদ।

□ — ৬৩ — □

সময় রাক্ষসী যেদিন তোমার রূপ গিলে খাবে
সেদিনও ভালবাসব তোমায়, ওগো প্রিয়তমা,
রক্ত জুড়িয়ে যাবে, আঁটো চামড়া যেদিন ঝুলে পড়বে
ভাবব তোমায় দেখে একি সেই রূপের প্রতিমা?
পড়ন্ত সূর্যের মত ক্রমেই তমি হবে ম্লান
যেমন অতৃপ্তি নিয়ে কেটে যায় বসন্তের রাত
তেমনই ঝরবে রূপ তোমার যা ঈশ্বরের দান
ডুব দিয়ে যে রূপে ভেবেছি করেছি বাজিমাত।
তেমনি দিন কভু এলো না আমার এ জীবনে
রাক্ষসীর দাঁত যেন না বসে তোমার চামড়ায়
তোমার রূপের স্মৃতি অক্ষত থাক মোর মনে,
রাক্ষসী সময় যেন তোমার নাগাল না পায়।
তোমার রূপরাশি অফুরান থাক অমলিন
ভালবাসা তোমার অক্ষয় হোক চিরদিন।

□ — ৬৪ — □

কাল যে শুধুই মানুষকে খায় তা ত নয়
অতীতকালের যত সৃষ্টি আর কীর্তি গৌরব
প্রসাদ, গম্বুজ আর স্পর্ধিত স্তম্ভেরও হয় ক্ষয়,
হারায় যখন তারা অতীতের শ্রেষ্ঠত্ব সৌরভ।
যে জল তৃষ্ণা মেটায় সে-ই গ্রাস করে মাটি
আবার তারই পরে পড়ে ওঠে চড়া, উপকূল
দুরন্ত জলকে দমাতে পারে না মোড়লের লাঠি
প্রশ্ন করি, একি ঈশ্বরের অন্যতম ভুল?
ভাঙা ও গড়ার এই খেলা মনে জাগায় বিস্ময়
যা ধ্বংস হবার নয় তাও দেখি ভেঙ্গেচুরে যায়
অতীতের ধ্বংস স্তূপ মনেতে জাগায় সদা ভয়
প্রেয়সীর খোঁজ কি সময়ের পেটে পাওয়া যায়?
কি লাভ জানিনা হবে ছুটে অসহ্য চিন্তার পিছে
পাবনা ফিরে যাকে তার ভাবনা ভাবাটাই মিছে।

□ — ৬৫ — □

মাটি ধাতু ও পাথর যত হোক না কঠিন
জল বা আগুনকে মরণ দমাতে পারে না
সেরা সৌন্দর্যও হয় মরণের হাতে ম্রিয়মান, ক্ষীণ,
সুন্দর মাত্রেই নরম, দুর্বল নিজে কাউকে মারে না।
বাসন্তী ফুলের মধু কি কালের ঘা খেয়ে বাঁচে
পাহাড়ি পাথর যত হোকনা কঠোর কঠিন
সব মধু শেষ হয় করাল সময়ের নাচে
পাথর ক্ষয়ে যায় সময়ের পাশে সে-ও দীন।
কালের গ্রাস থেকে লুকোতে দামি সেরা রত্ন
কবে কোথা কোনকালে পেরেছে কে বলো দেখি মন,
সুন্দরের মৃত্যুরোধ কে করেছে হাজার করেও যত্ন
পৃথিবীর গতি থেমে গিয়ে ফল ঘটবে ভীষণ।
কেউ তা পারেনি কভু জানে না কেউ সেই জাদু
প্রেমের কবিতা থেকে চিরকাল ঝরে যৌবনের মধু।

□ — ৬৬ — □

যখন ঐশ্বর্যের মধ্যে দেখি রাজাও নিদে এক ভিখিরি
তখনই মৃত্যুর ইচ্ছা আমায় গ্রাস করে
পরমানন্দের মধ্যে কে ভয় দেখায় তুলে তরবারি
অসত্যের কাছে পবিত্র সততা যায় হেরে।
অপমানে লজ্জায় ভুয়ো সম্মান তার মুখ ঢাকে
সতীত্ব নারীর শোভা রূপ নেয় কলংকিত ব্যভিচারে
সততা ন্যায় হয়ে পড়াভূত কালি মুখে মাখে
অক্ষমতার পাশে শক্তি ব্যর্থ হয় কালের বিচারে।
একগুঁয়ে রাষ্ট্রশক্তি শিল্পীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়
জ্ঞানীরা ভাবতে শেখেন মাথামোটা মন্ত্রির নিয়মে
যে সত্য সরল শ্বাশ্বত তাকে এরা সব 'দুয়ো' দেয়
প্রতিবাদে ভয় পায় পাছে তুলে নিয়ে যায় যমে।
কালের এই গতি করে তোলে মোরে সংসার বিমুখ
প্রিয়াকে রেখে যদি মরে যাই পাব মহাসুখ।

— ৬৭ —

মিছে নকলনবিসী করে সে কেন জীবন কাটাবে
কেন বাঁচতে হবে অসত্য অন্যায়কে মেনে
প্রতি পলে পাপকে গর্ভে ধারণ করতেই হবে
খুশি হবে পাপ সব সহচারী হয়েছে সে জেনে।
ফাঁকি দিয়ে আঁকা তার ছবিতে কি ফোটে মুখের লাবণ্য
জীবন্ত রূপকে তাব ছবিতে মনে হয় মৃত,
স্বর্গের দেবদেবী সৌন্দর্য গোলাপ পেয়ে হন ধন্য
জেনেও কেন সে চায় গোলাপ যা হয়ে আছে ছায়াবৃত?
ফাঁপা, নিঃস্ব প্রকৃতির মাঝে সে বাঁচবে কোন সুখে?
ফ্যাকাসে মুখ তাব লজ্জায় কভু রাঙা হবে না
স্বজন নেইকো একজন বাদে যে আছে ঘোর দুঃখে
তাকে ভালবেসেই ত সে কিনেছে নাম 'চরিত্রহীনা'।
বাঁচবার হলে তাকে বাঁচাবে সেই প্রণয়ী সুজন,
বাঁচবে হারিয়ে জীবন যৌবন রূপী মূলধন।

— ৬৮ —

ভাঁজ পড়া গাল আর কপালের বেখা তার করায় স্মরণ
অতুল রূপলাবণ্যবতী সে নিজে একদিন ছিল
শুকনো ফুলের মত ঝরে গিয়ে সে জীবন যৌবন
শুকনো ফুলের মত মেখে চলে সর্বাঙ্গে পথেব ধুলো।
রূপ সৌন্দর্যের দেবী চঞ্চলা বড় সে ধরা দেয় না
মৃতের কেশরাশি মাথায় কখনও কেউ লাগায় না
একের রূপ ঠাঁই নিতে অন্য দেহে অনুমতি নেয় না
মৃতের আত্মা কভু ঘুমন্ত মানুষকে জাগায় না।
বিগত যৌবনার দেহে ফোটে অতীতের সব চিহ্ন
গয়না না থাকলেও নেই তাতে এতটুকু খাদ
এরূপকে করতে পারে না কেউ ছিন্নবিচ্ছিন্ন
সাজে সে আপন শ্রী-তে অপরকে না করে বরবাদ।
রূপের এধরায় সে পুরুষ প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া
জীবন্ত সৌন্দর্য সে নিজেই, আর সব মড়া।

□ — ৬৯ — □

পথেঘাটে রোজ দেখে সবাই তোমার যে অঙ্গ
কোনও খুঁত তাতে কভু পড়ে না ত কারও চোখে ধরা
সবার মুখেই শুনি অপূর্ব তোমার রূপরঙ্গ
স্বাভাবিক শত্রু-মিত্র সবার ও রূপের গুণগান করা।
অনেকে তোমার রূপের প্রশংসার পঞ্চমুখ
আবার কেউ কেউ ভাল মনে মেনে তা নেয় না
তোমার চরিত্রে কাদা ছিটিয়ে পায় তারা বড় সুখ
তোমার মাথায় তারা সৃষ্টির শিরোপা পরায় না।
দিনরাত ভাবে তারা লুকিয়ে কোথায় কিবা করো
বিচার সে কাজের নিজেরাই অনুমানে সারে
যায় না তাদের কিছু, আসেও না তুমি বাঁচো কিংবা মরো
মোহেতে আকৃষ্ট তারা, মুগ্ধ নয় তোমার রূপের বাহার।
কেন তোমায় নিয়ে তারা করে অনুমান এত যা নয় সঙ্গত
বলুক যে যার খুশি তোমার রূপ তাতে রবেগো অক্ষত।

□ — ৭০ — □

করুক যে যত পারে নিন্দা তোমার তুমি নও মোটে দায়ী
হাজার নিন্দাতেও ঘোচেনি তোমার সেরা রূপ
প্রশংসার পাশে নিন্দা আপনিই হয় ধরাশায়ী
মূক প্রতিবাদ তব নিন্দুককে বলে 'করো চুপ!'
নিন্দাকে উপেক্ষা করে তুমি সুন্দরতর হও
হাতড়ে বেড়াক নিন্দা তোমার গুণের গরিমা
বিষাক্ত কীটকে বলে মিষ্ট ফল, 'মোর অন্তরে রও',
এতে বেড়ে যায় সে ফলের মিষ্টত্ব মহিমা।
যৌবনকালের পাপরাশি বুঝি ছোঁয়নি তোমাকে
অথবা আক্রান্ত হয়ে ও মুক্তি পেয়েছে সহজেই
গুণগান গাইবার পাশাপাশি তাই কিছু লোকে
ঈর্ষার হাঁড়িকাঠে বলি দেয় রোজ তোমাকেই।
কুসুমে কীটের মত অমৃতে গরল আছে জীবনেও বিষ
সুন্দরের পাশে অসুন্দর থাকবেই কানে কেউ করে ফিসফিস।

□ — ৭১ — □

আমি আর নেই শুনে কেঁদোনা বুক চাপড়ে তুমি
কবর দেবার আগে ঘন্টাধ্বনি শুনে শোক যাবে ভুলে
সবাইকে বোল এ দুনিয়া ছেড়ে ফেরারি হয়েছি আমি
পাপে ভরা ধরা ছেড়ে ভিড়েছি পাপী পোকাদের দলে।
আমার অবর্তমানে আমার কবিতা পড়ো যদি
আমার কথা ভুলেও ঠাঁই দিও নাকো মনে
প্রেমের স্মৃতি যেন চোখে না ঝরায় ব্যর্থ অশ্রুনদী
আমার কথা ভেবে দুঃখ পেয়োনা সেই ক্ষণে।
নয়ত যদি বা বলি আমার কবিতা সব পড়ো মন দিয়ে
ফিরব মাটির বুকে তাই নিষ্ঠা সততার সঙ্গে পড়ো
আমার কথা না ভেবে প্রেমের সম্পর্ক দিও চুকিয়ে
আমার মরার সঙ্গে সব সম্পর্কের অবসান কোর।
এসব না শুনে যদি নীরবে চোখের জল ফ্যালো
হেসে বলবে সবাই, 'মেয়েটা বড় বোকা ছিল'।

□ — ৭২ — □

আমার গুণের কথা শোনাতেই হবে সবাইকে
আমার মরণ হলে কেন ভালবাসবে গো আমায়
আমার কবরে মাটি দিয়ে তখনই ভুলে যেও আমাকে
কি গুণ আমার ছিল কেউ তা ত বলবেনা তোমায়।
যে গুণ ছিল না তার কথা শুরু কোরনা কো বলা
যে গুণ ছিল না তার কথা বলে পাওকি এমন সুখ
যা নেই, ছিল না কেন তার জন্য এত ছলাকলা
সে গুণ নেই বলে কবরে পাব না আমি কোনও দুখ।
যে প্রেম তোমার খাঁটি এতে তাকে মিছে মনে হবে
সে প্রেম ধরতে তুলে যদি করো মিছে গুণগান
তোমার মিথ্যাচারে আমার নাম মুছে যাবে
তোমার কাণ্ড দেখে হব লজ্জায় ম্রিয়মান।
আমার কারণে যে দুঃখ তাতে আমি লজ্জা পাই বড়
সে প্রেম করুণ বড় নির্গুণে যাহা দান করো।

—৭৩—

বছরের সেই দিনটিতে দেখো গো আমায়
যে দিন শুকনো হলদে পাতা ঝুলবে পাতাহীন ডালে
শুঁটকো শীতকাতুরে বুড়ো গাছ দিন গুণবে আশায়
যে দিন পাখিরা গেয়ে শেষ গান সে ডাল ছেড়ে যাবে চলে।
বসন্তের শেষ দিনটির মত সেদিন আমায় দেখো
পশ্চিম গগনে যেমন দিনের আলো যায় মিলিয়ে,
রাতের আঁধারে লীন আভার মত আমায় জ্বালিয়ে রেখো
মৃত্যুর সত্তা এ আঁধারে নিজেকে দেয় বিলিয়ে।
সেদিন আমার মধ্যে উত্তাপহীন এক অগ্নিশিখা পাবে
যৌবনের সে আগুন ঠাণ্ডা ছাইয়ের চাদরে মোড়া,
সামনে যাকেই পাবে আগুন তাকে ছাই করবে
যৌবনের সে আগুনে বার্ধক্যে যায় না কিছু পোড়া।
তোমার প্রেম বাড়ে যত হয় এ সত্য উপলব্ধি
করতে রাজি হও তখনই যে কোনও শর্তে সন্ধি।

— ৭৪ —

যেদিন মরণ এসে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাবে
সেদিনও থাকব বেঁচে অন্য কোনও রূপে এ ধরায়
একথা ভেবেই তুমি মনে মনে সান্ত্বনা পাবে
থাকব বাঁধা তোমার স্মৃতির সোনার খাঁচায়।
যখন পড়বে মনে তখন একটিবার ভেবো
আমার সত্তা তোমার সত্তার সঙ্গে এক হয়ে আছে
আমার আত্মায় তোমার আত্মার অধিকার মেনে নেব
এ স্বীকৃতির পরে মাটি মোরে টেনে নেবে কাছে।
আমার মরণে এ নশ্বর জীবন যৌবনেরও হবে শেষ
পোকা মাকড়ের দল এই দেহ কুরে কুরে খাবে
কীটদষ্ট এই দেহে তোমার দরকার হবে না বিশেষ
স্মরণ করার মত কি-ই বা মনে তাই হবে গো অমর
সে ত আমাদের আত্মা, আর সব জেনো নশ্বর।

— ৭৫ —

শুকনো মাটির বুকে ঝরে পড়া শীতল বৃষ্টিধারা
অজন্মার সম্ভাবনা যেমন সরিয়ে দেয় দূরে
আমার চিন্তার খাদ্যরূপে তেমনই দাও তুমি ধরা
তোমার শান্তির জন্য দ্বন্দ্বে মাতি সব মিছে করে।
ভোগহীন গর্বে মত্ত কৃপণ ধনীর মন ধনলাভে হয় শান্ত
নেই নেই ভাবনায় বয়স দেখতে দেখতে চলে যায়
তুমিই আমার ধন, তোমায় পাবার গর্বে অনন্ত
পূর্ণ আমি, তোমার সঙ্গ সুখ পার্থিব সুখকে হারায়।
ক্ষুধায় কাতর আমার দু'চোখে শান্ত করি
তোমার নয়নের দৃষ্টিসুধা পান করে
পৃথিবীর কোনও কাম্যবস্তু কখনও আমি না ধরি
শুধু সে আনন্দ খুঁজি যা আছে তোমার অন্তরে।
দিনরাত শুধু এই কামনাই করি মনপ্রাণ ভরে
তোমার মুখের ছবি স্মৃতি যেন চিরকাল রাখে ধরে।

— ৭৬ —

আমার কবিতাগুলো কেন লাগে এত একঘেয়ে
কেন নেই তাতে নতুন সব ছন্দ
পিছিয়ে পড়ছি কেন নতুন কালের কবিদের চেয়ে
কেন পারিনা মিসোল দিতে কাম আর নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব?
নতুন রীতিতে না লিখে নতুন কথা না শুনিয়ে
কবিতায় বারবার একই কথা কেন গো শোনাই
বৈচিত্রহীন সেই কবিতায় দু'চোখ বুলিয়ে
সবাই বোঝে এসেই একই ধানাই পানাই।
যে যাই বলুক আমার কবিতায় আছে শুধু প্রেম,
আমার কাব্য তনুর তুমিই কেবল সারাৎসার
পুরোনো কথায় তুমিই আমার নিকষিত হেম
নতুন রীতির কাছেও তুমি বিনা গতি নেই আর।
রোজই ওঠে যে সূর্য, অস্ত যায় সেও ত নুতন
আমাব প্রেমও তার মত শাশ্বত, নয় পুরাতন।

— ৭৭ —

তোমার দু'চোখে ফুটে উঠবে সৌন্দর্যের অবক্ষয়
কত নীতি শিক্ষা লেখা হবে তোমার মনের শিলাপটে
দেখবে আমরা মিছে ক্ষয় করি কত না দামি সময়
শিখবে বৃথা কাল হরণ কিভাবে গো ঘটে।
কাকের পায়ের মত যে ভাঁজ পড়বে দু'চোখের পাশে
কত না ফুটবে স্মৃতি তোমার সে দু'চোখের খাঁজে
সৃষ্টি স্থিতির পরে সময় চিরকাল সবকিছু নাশে
তারপরে গড়ে নব সৃষ্টি আবার স্রষ্টার সাজে।
যে কথাটি ভুলে গেছো আছে তা ধরা চামড়ার ভাঁজে
তাকালে আয়নার দিকে হয়ত পড়তে পারে মনে
বলোনি কদা যা মুখে ফুটে পারো না বলতে আজও তা যে
অনেক কথাই বলা হয়নি, হবে না কোনও ক্ষণে।
আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে বারবার যত তাকাবে
না বলা পুরোনো কথা ততই মনে ভেসে উঠবে।

— ৭৮ —

এ কাব্য লেখার আগে তোমায় কত না ডেকেছি
কত ভাব এসেছো নিয়ে ভুলব না সে দান উদার
তুমি ছিলে বলেই ত এ কাব্য লিখতে পেরেছি
যেটুকু করেছি সবই দয়ায় তোমার।
তোমারই অনুগ্রহ পাখির গলায় আনে সুর
আবার তুমিই তাকে উড়তে দিয়েছো গো পাখা
বিজ্ঞান কল্পনা থেকে মোটেও নয় গো বেশি দূর
মানুষের গুণের মহিমায় তুমি দাও চিরকাল দেখা।
আমার লেখার জন্য তুমি গর্ব অনুভব করো
সে সব তোমারই প্রসাদে লেখা, তুমিই করেছো কিনারা
নতুন রীতির প্রেম হেরে যায় সে কেবল বলে মরো! মরে
আমার লেখায় কেউ মরে না জানি তা তোমারই ইসারা।
ওগো প্রেম, তুমিই আমার সৃষ্টি রাণি,
আজও তোমার কথা আমি কত অল্পই না জানি!

□ — ৭৯ — □

আমার সাহায্যের আবেদনে একা তুমি দিয়েছো গো সাড়া
কাব্য রচনা মোর পূর্ণ হয়েছে তোমারই দয়ায়,
কিন্তু সময় অপমান করেছে দিয়ে ভয়ানক নাড়া
হারিয়ে গৌরব সে কাব্য পরিণত আজ ব্যর্থতায়।
এ কথা মুখ ফুটে বলতে বাধা নেই ওগো প্রিয়া
এ কাব্য লেখার জন্য আরও বড় কবি ছিল দরকার,
আমার কাব্যের ভাষাকে লালন করেছে তোমার হিয়া
তোমারই স্তব স্তুতি মূলকথা মোর কবিতার।
তোমার যে গুণ ফুটে উঠেছে তোমার আচরণে
যে লাবণ্য দেখেছি তোমার গালের লালিমায়
অমর রবে সে কথা এ কবির জীবনে মরণে
সে রূপের কথা ফুটিয়েছি আমার সাধ্য সীমায়।
ধন্যবাদ দিওনা এজন্য যে কথা লিখেছি
তোমারই দেয়া ঋণ এভাবে আমি শোধ করেছি।

□ — ৮০ — □

কবিতায় তোমার কথা লিখে মনে বড় দুঃখ পাই
হয়ত তোমার আরও ভাল গুণ গাইবে অন্য কোনও কবি
কবিতা লেখা ছাড়া প্রতিভার ক্ষেত্র মোর আর কিছু নাই
সাধ্যমত ফোটালাম তোমার রূপগুণ ছবি।
কিন্তু তোমার গুণ সাগরের মত বিশাল, উদার
যে সাগর পার হয় যাত্রীভরা বিশাল তরী
আমার কাব্যরূপ ছোট তরী পারেনা সে সাগর হতে পার
তবুও করতে হবে একাজ বাঁচি কিংবা মরি।
তবুও সাহায্য যদি করো এই তরীকে আমার
সাহসে বুক বেঁধে তরীটি ভাসাবো সাগরের জলে
বিশাল তরীর মত আমার তরীও হবে পার
তোমার সাহায্য পেলে আমার সময় যাবে অনুকূলে।
কিন্তু বদলে তার তরী নিয়ে যদি ডুবে যাই,
প্রেমে অবিশ্বাসই হবে দায়ী তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

□ — ৮১ — □

তোমার সমাধিলিপি আমাকে দিয়েই কিগো লেখাবে?
যেদিন রবেনা তুমি একা আমিই কি থাকব সেদিন
জানি আমার শরীর মাটির সঙ্গে মিশে যাবে
ভুলবে সবাই মোরে কিন্তু তোমার স্মৃতি হবে নাকো ক্ষীণ।
মৃত্যুর ওপারে যে অনন্ত জীবন আছে তুমি তাই পাবে·
কিন্তু আমার মৃত্যুর সঙ্গে পৃথিবী আমায় যাবে ভুলে
মাটিতে মিশতে পৃথিবী বড়জোর একটু মাটি মোরে দেবে
অথচ তোমার কথা ভুলবে না কেউ কোনকালে।
এমন কবিতা এক লিখব গো তোমর মরণে
অতুলনীয় সে কবিতা কোথাও শোনেনি ত কেউ
পৃথিবী ধ্বংস হলেও মহাকাল রাখবে সে কবিতা স্মরণে
গ্রাস করবেনা তাকে কোনও মহাসাগরের ঢেউ।
সমাধিলিপির চেয়ে ঢের বেশি বলশালী আমার কবিতা
তোমায় অমর করতে সে-ই ত শোনাবে শেষ কথা।

□ — ৮২ — □

যে কাব্য দেবীকে পূজি তার সঙ্গে নেই তব পরিচয়
এড়িয়ে গেছো তাই কবিতা প্রসঙ্গ করে অবহেলা
যে কথার নকশায় কবিরা সাজিয়ে বিষয়
কাব্যদেবীর গলায় পরায় সযত্নে তার মালা।
রূপে গুণে তুমি এত উঁচু নারী যার
তোষামোদ আমার কখনও পায় না নাগাল
মুখ তুলে ভাল করো আমার কবিতা শোনার
আরও বড় কবির আসায় গোণ দিনকাল।
তোমার এ প্রচেষ্টায় আমার দুঃখ এতটুকু নেই
দিন গুণে মনে মনে আহ্বান তুমি করো যারে
কবিতার গয়না সে পরাবে তোমায় হোক না সে যেই,
শ্রদ্ধায় দাঁড়াব তার সামনে আমি নতশিরে।
সুন্দরী তোমার ছবি আঁকতে অনেকেই পারে
ফ্যাকাশে সে ছবিতে শোনা যাবেনা কোনও কথারে।

□ — ৮৩ — □

মনে হয়নি কভু তব রূপের চাও প্রতিফলন
হয়নি কভু মনে রূপের চাও কোনও সমর্থন
তোমার রূপের কথা বলবে কোথায় সে কবি সুজন
ছবি এঁকে তোমার রূপ বোঝানোর বিধাতার নেই প্রয়োজন।
তাই তোমার রূপের কথা মেনে নিই বিনা প্রতিবাদে
পরিণত আত্মা হয়ে দেহে মনে পেয়েছো পূর্ণতা
তুলনাহীনা তুমি কিবা হরষে কিবা বিষাদে
তোমার আত্মার রূপ ফোটায় না কোনও কবির কবিতা।
এই পূর্ণতায় তুমি সার্থক সুন্দর শান্ত হয়ে থাকো
তোমার রূপের কথা বলতে গিয়ে যদি স্তব্ধ হই
রূপের যাবেনা কিছু আসবেনা মুগ্ধ মায়ায় ঘিরে রাখো।
মৃত্যুর পরে ও রূপের বিবরণ দিতে কেউ পাবেনা কো থই।
যে জীবন মূর্ত করে রেখেছে তোমার নয়ন
কবির কলমে তার কভু হবেনা কোনও সৃজন।

□ — ৮৪ — □

ঠিক মত কথা পারে সে বলতে একথা কে বলে
প্রশংসা ফোটে দেহে মনে কোন পণ্ডিতে বলে একথা
রূপের আগারে তুমি বন্দিনী একথা শুনেছে কে কোনকালে
কোথায় মিলবে তোমার প্রতিমূর্তি অবিকল যথা?
অমর কবির যে কলম গৌরব বয়ে আনে
সে কলম লিখতে তোমার কথা থেমে যাবে
সাহসী হলে সে জিতবে ধনে, নয় কভু মানে
তার লেখা কেচ্ছা সব ভাল বাজার পাবে।
তোমার রূপকে সে নিজের কলমে যদি করে মহিমান্বিত
বিকৃত যদিনা করে নিজের কলমে তোমার অনিন্দ্য রূপ
প্রমাণ হবে তার কলম বিলোয় সুমিষ্ট অমৃত
সেরা নিন্দুকের ঘরে জ্বালাবে তার কীর্তির ধূপ।
কিন্তু বেশি নাম ডাক যদি চাও ও রূপ দেখিয়ে
মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে তার অভিশাপে আসবে সে নিয়ে।

□ — ৮৫ — □

কাব্য স্তব্ধ মোর তবু তোমার রূপে আমি মুগ্ধ
ঢাক ঢোল পেটায় যে স্তাবকেরা করুক চিৎকার
শব্দের আছে যে রূপ প্রশংসাকে করুক তা স্তব্ধ
স্তবকের চেয়ে বড় রূপের খাঁটি সমঝদার।
চিৎকার, ধ্বনি নয়, শব্দ খোঁজার সাধনাই চাই
মূর্খ পুরুতের মত ভক্তি আড়ম্বরে জানা নেই নামগান
জোরালো কলম নাই, শব্দচয়নের গুণও যে নাই
শুধু অন্তরের ভক্তি দেখে দেবতা কি করবে বর দান?
তবু তোমার প্রশংসা কেউ করলে আমি খুশিহই
নিজের শুভেচ্ছাটুকু তার সঙ্গে দিই আমি জুড়ে
শুভেচ্ছাটুকুই সব, নয়ত আমি নিজে কেউ নই
কথার চেয়ে বড় ভাবনা না জেনে সবে চিৎকার করে।
কথাকে বড় ভেবে যারা শ্রদ্ধা করার করুক
আমি বলি কথা, চিন্তা একে অপরের দু'হাত ধরুক।

□ — ৮৬ — □

কবিতার নাও বেয়ে তোমার পানেতে ধায় কোন সে নাবিক
দেহ, মন, নাকি শুধু সত্তা সে তোমার পেতে চায়
আমার চিন্তা সেও অভিজ্ঞতার নাও খোঁজে নানা দিক
বুঝেছি দেহ নয়, মোর নাও তোমাকেই পেতে চায়।
তবে কি সেই নাবিকের আত্মা আমায় কবি করে তুলেছে
মানসিক মৃত্যু ঘটিয়ে বাঁচায় আমায় নবরূপে?
আমার কবিতা তাদের অবাক করেছে
আমি চলে যাই একথাই বলে তারা চুপে চুপে?
নাকি আমার এই না থাকার সুযোগ নিয়ে
প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী বীরের মত সে বুক ফোলায়
আমি নির্ভীক, পরাজয় ঢাকি না অভিযোগ দিয়ে
কল্পনায় হার মেনে দুলিনা আশা নিরাশার দোলায়
কিন্তু তার প্রেম ছায়া যখন ফোটে তোমার ও ঠোঁটে
শিরায় তখনই মোর আগুনের মত রক্তধারা ছোটে।

❑ — ৮৭ — ❑

বিদায় দাও গো প্রিয়া, বুঝেছি তোমার পাওয়া হবেনা আমার
তোমার দাম যে কত তুমি তা জানো নিশ্চয়
দাঁড়াতে পারিনা যখন যোগ্যতায় পাসে গো তোমার
তখন মোদের পুরোনো বন্ধন অবশ্যই হবে ক্ষয়।
তুমি না রাজি হলে তোমায় পাওয়া কি সম্ভব
যোগ্যতা নেই যে আমার তোমার গুণের সমান
আমার কবিতার জন্য তোমার যত প্রেম অনুভব
সে কথা মনে আমার নতুন সাহস করে দান।
যাচাই না করে দর একদা আমার প্রেম দিয়ে ছিলে
অথবা ভুল করে আমিই তা নিয়ে ছিলাম
পরে সে দান ভুল তাও তুমি নিজে বুঝেছিলে
চাওনা আমায় শুনে সঙ্গ তোমার ছেড়েছিলাম।
তোমায় ক্ষণিক পাবার সে স্বপ্ন চাইনা হারাতে
ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাই তোমার কথাই ভাবি শেষরাতে।

❑ — ৮৮ — ❑

হেলাভরে যখন পাত্ত দেবে না আমায়
তুচ্ছ ঘটনা তুলে যখন করবে আমায় ঘৃণা
লড়ে নিজের সঙ্গে তখনও সমর্থন করব তোমায়
আমায় যদি বা ছাড়ো তোমাকে আমি ছাড়বনা।
নিজের দোষ-গুণ বলো কোন সে মানুষ না জানে
নিজের অজান্তে আমার কোনও দোষ পড়বেনা চাপা
আমি সায় দিলে যুক্তি সার্থক হবে তা কি মন মানে
বিজয়িনী হতে চাও জোরে চলো, সময় যে মাপা।
তোমার বিজয়ে মোর নিজের হবে না কম লাভ
ভাবনা আমার যত তোমার প্রেমে মিলেমিশে গেছে
হারানোর নেই ভয় ত্যাগের গৌরব সে মহাভাব
আমার পাওয়া না পাওয়া তোমার সুখের অংশ পেয়েছে।
আমার প্রেমকে যাচাই করো বিশ্বাসের কষ্টি পাথরে ঘষে
যদি দেখো সোনা তা হলেই শুধু যেও মিলেমিশে।

□ — ৮৯ — □

কি দোষ করেছি বলো যে তুমি আমায় দিলে ফিরিয়ে
মুখ বুঁজে সে দোষ নিমেষে নেব আমি মেনে
খোঁড়া যদি বলো সব গতি এখনই দেব থামিয়ে
যুক্তি তোমার ঠিক বা বেঠিক তা না জেনে।
নিজের কি ক্ষতি করতে পারি ভাবতে পারো না
সক্ষম এ দেহকে নিজে হাতে করব বিকৃত,
যদি মন চায় তবে নিজে হাতে আমায় মারোনা
তোমার সুখের জন্য হতে পারি আত্মঘাতী, মৃত।
তোমার পিছু আর নেব না, দেখলেও বলবনা কথা,
মন যদি বা চায় নেব না তোমার নাম এ মুখে,
হারানো সুখের স্মৃতি কথা তুলে দেবনা তোমায় ব্যথা
দুঃখ পাইত পাব, তুমিই থাকো মহাসুখে।
চেষ্টা করব যাতে মুখোমুখি কখনও না হই
ভাবব যে তোমার প্রিয় ছিল সে আমি নই।

□ — ৯০ — □

মন যদি চায় তবে এখনই করো মোরে ঘৃণা
কবে কি করেছি তার হিসেব করছ যখন
নিয়তির হাত ধরে যদি মারো বাধা ত দেবনা
কিন্তু তাতে ক্ষতি হলে কাঁদতে বোসনা তখন।
দুঃখবোধ জয় করে যখন আমার মন
দুখেরই ওপর নিজের সিংহাসন পাতবে
ফেলোনা দীর্ঘশ্বাস, কোরনা অশ্রুবর্ষণ,
ভয় কি নিয়তি যখন মারণ নেশায় মাতবে।
অসহ্য লাগলে মোরে এখনই চলে যেতে পারো
বাকি দুঃখের আগে যদি চাও তুমি দুঃখ দিও,
সব দুঃখ হালকা হবে, যদি তুমি আগে মোরে মারো
চাইলে দুঃখের ভাগ অর্ধেক ভাগ করে নিও।
নিয়তির দেয়া দুঃখ দাঁতে দাঁত চেপে সয়ে যাই
কিন্তু তুমি দিলে দুঃখ সে সহ্যশক্তি আমি হারাই।

□ — ৯১ — □

বংশ গৌরবে মাতে কেউ, কেউ দক্ষতার গর্ব করে
টাকার গরমেও কেউ মত্ত ক্ষমতার নেশায়
পোষাকের গর্বে কেউ গর্বিত, মানায় যা ছোটলোকেরে
পোষা কুকুরের গর্বে কেউ মত্ত, কেউ পোষা ঘোড়ার হ্রেষায়।
তুচ্ছ এসব গর্বে আনন্দের বন্যা বয় তাদের মনে
আহা কি পেয়েছি ভেবে ফোলে ফাঁপে তাদের গৌরব
পার্থিব বস্তুতে সুখ নেই আমার মন ঠিক জানে
আনন্দ সে দিন পাব পরম বস্তু যেদিন হবে অনুভব।
আমি জানি বংশ গৌরবের চেয়ে প্রেম ঢের বেশি বড়
টাকাকড়ি সম্পদের গর্ব হয় তার পাশে ব্যর্থ
পারে না দাঁড়াতে গর্ব যতই দামি বস্ত্র তুমি পরো
পোষা জানোয়ার নিয়ে গর্বেরও নেই কোনও অর্থ।
সব গর্ব কেড়ে নিয়ে যদি করোগো আমায় নিঃস্ব
বেদনার মাঝেও আনন্দ পাবে মোর বিশ্ব।

□ — ৯২ — □

নিজের আত্মা তুমি কেড়ে নিলে তা হবে ঘোর অন্যায়
যে আত্মা জড়িয়ে আছে আমার জীবনের সঙ্গে
যে জীবন জড়িয়ে তোমার প্রেমে তাকে কোরনা এভাবে ব্যয়
তোমার বিচ্ছেদের ঘায়ে রক্ত ঝরবে তার প্রতি অঙ্গে।
তোমার অন্যায় আঘাতকে ভয় ত আর আমি পাইনা
জানি অন্যায় আঘাতে পারো আমাকে মেরে ফেলতে
তোমার খুশি মত বাঁচতে আর আমি মোটেও চাইনা
তোমার খুশিতে এ জীবন পারে না পাখা মেলতে।
চঞ্চল তেমার মন আঘাত পারবেনা মোরে দিতে
তোমার বিক্ষোভ শেষ করে দিতে পারে এ জীবন
ডুবব আনন্দে যদি পারি তোমাকে এ বুকে নিতে
কি ভয় তোমার রূপে যদি আসে গো কখনও মরণ?
যার মধ্যে ভয় নেই এমন সে কোন সৌন্দর্য আছে
বিশ্বস্ত না হলেও খাঁটি সদা সে আমার কাছে।

— ৯৩ —

এই ভেবে কাটাব জীবন তুমি সদা সত্য ও বিশ্বস্ত
ঠকে যাওয়া স্বামীর প্রেমের ছবি ও মুখে দেখব
ধরতে পারবনা সে প্রেম যদিদ বা হয় বিধ্বস্ত
অন্তর্দৃষ্টিকে তোমার আমারই সামনে রাখব।
কারণ তোমার চোখে কখনও ফুটবেনা ঘৃণা
তবে বুঝব কিকরে তোমার মন বদলেছে
মানুষের চোখে তার মনোভাব ফোটে তা জানো না?
কোঁচকানো ভ্রু মনের আসল ভাব সাদা তুলে ধরেছে।
তোমার জন্মকালে নিয়তি হয়ত এই চেয়েছিল,
প্রেমের ছবিটি তোমার মুখ থেকে যাবেনা হারিয়ে
গরল থাকে যদি তোমার ভেতরে তাতে কি এল, গেল
প্রেমের মধু মুখের কখনও যাবেনা ফুরিয়ে।
বাড়ুক তোমার রূপ ঈভের আপেলের মত,
দেহের মতই সেরূপ মনে তব থাকুক অক্ষত।

— ৯৪ —

আঘাত করতে পারে তবু কাউকে আঘাত সে দেয় না
সাহস না থাকলেও আস্ফালনে সব কাজে ফেটে পড়ে
অবিচল থাকলেও কাউকে নিজের দলে নেয়না
অকর্মার ধাড়ি যত পড়ে পড়ে মার খেয়ে মরে।
তবু দয়ালু ঈশ্বর করেন তাদের গুণবান
প্রকৃতি কৃপায় ঐশ্বর্য পায় তুলনাবিহীন
যে গুণ তাদের আছে তা তাদের করেগো মহান
তাদের পাশে আর সকলকে লাগে অতি দীন।
বাসন্তী ফুলের গন্ধ ও মাধুর্য পায় বসন্তের মধু
ফোটার অল্প কিছুক্ষণ পরে যে ফুল যায় ঝরে
পোকায় কাটলে তাকে ছোঁয়না আর নববধূ
হারিয়ে পবিত্রতা আগাছার দলে যায় ভিড়ে।
সৎকাজ যতদিন করে ততদিন ভাল থাকে ভাল
গন্ধহীন কমলকে কেউই বাসে নাকো ভাল।

□ — ৯৫ — □

ক্ষরোনা সুন্দর মধুরতর তব লজ্জা
গোলাপ গন্ধে লজ্জা দুষ্ট বীজানুর মত সাজে
তোমার সুন্দর নামে সে এক কলংক সজ্জা
কতনা পাপ পড়ে চাপা লজ্জার মাধুর্যে।
যে জিভ একদিন তোমার অতীত কথা বলেছে
কি ছিলে কি পেয়েছিলে বলেছে এসব
যে জিভ একদা তোমার শুধু গুণই গেয়েছে
আজ তার নিন্দা হয়ে ওঠে প্রশংসিত কলরব।
পাপের কলংক যত পেয়েছে কি সুন্দর প্রাসাদ
সুন্দর থাকার জায়গা পেয়েছে তোমার হৃদয়ে
পাপেব কলংক স্পর্শে তোমার রূপের আসে অবসাদ
অতৃপ্ত নারী থাকতে চায় আজও তোমাকেই নিয়ে।
ছেড়ো না এ সুযোগ প্রিয়তমা, মিনতি করিগো তোমায়,
অপব্যবহার হলে ছোরার ধার কমে যায়।

□ — ৯৬ — □

কাবও.মতে যৌবন, কেউ নিষ্ঠুরতাকে দায়ী করে
কিছু ভুল, কিছু দোষ যৌবনে সবাই করে বসে
আমোদ প্রিয়তাও বাসা বাঁধে যৌবনের ঘরে
পাপ ও মহিমা পায় যদি মজে যৌবনের রসে।
নকল সোনার গয়না যদি পরে সুন্দরী নারী
পবিত্র ধাতু বলে যে সোনাকে লোকে শ্রদ্ধা করে
তেমনই যে কোনও খুঁত রূপকে বাড়ায় তোমারই
যেমন মিথ্যা সত্য হলে কেউ তা সরাতে না পারে।
যদি বনের হিংস্র নেকড়ে মেষ শাবকের রূপ ধরে
অকালে মেষ শাবক জীবন ধ্বংস করে
তেমনই ঠকাতে পারো কোনও মোহিনী যন্ত্রনা পড়ে
পুরুষকে মায়াকাজল শুধু দু'চোখে পরে।
তোমাকে তোমারই রূপে চাই তাই ওসব কোরনা,
যখন যেমন থাকো আমাকে যেন মেরোনা।

□ — ৯৭ — □

তোমাকে হারিয়ে যেন পড়েছি অকালে শীতের কবলে
সেরা ঋতু বসন্তের সব আনন্দের তুমি ছিলে প্রতিমূর্তি
নরকের আঁধারে তোমার অভাব বুঝি প্রতি পলে পলে
বিধাতার কাছে তোমাকে ফিরে পাবার করে চলি আর্তি।
তবু আশা রাখি শীত চলে গেলে বসন্ত আসবে আবার
ফুল ও ফলের সাজে প্রকৃতি আবারও সাজবে
যেমন অজানা পিতার সৃষ্ট ভ্রূণ বাড়ে পেটে বিধবার
তেমনই শরতের বুকে গেল বসন্তের দান বেড়ে উঠবে।
কেন জানিনা এদান আমার মোটেও ভাল লাগে না
এ যেন অনাথ শিশুর দেখা অসম্ভব স্বপ্ন কোনও
বসন্তের যে আনন্দ তা আসলে তোমার কামনা বাসনা
তোমার অভাবে পাখিদের গান শুনেছো কখনও?
তোমার অভাব পাখিদের গাওয়া গানে নেই কোনও সুখ,
শীতের নিষ্ঠুর হিমে শুকোয় তাদের ছোট ছোট বুক।

□ — ৯৮ — □

তোমার বসন্তে আমি নিজে যেন বহু দূরে আছি
যৌবনোচ্ছল এপ্রিল যেমন নতুন সাজে সেজে ওঠে
আমিও তেমনই নিজের সাধ্যমত সেজেছি
যৌবন ভোগের হাসি বিষণ্ন শনির ঠোঁটে ফোটে
তবু হাজার পাখির গান কিংবা বাহারী ফুলের সুবাস
আনেনা ফিরিয়ে কভু হারানো দিনের লাবণ্য
যে অতীত ডুবে গেছে কালগর্ভে তার কিছু বা আভাস
ফিরিয়ে দিয়ে প্রকৃতি করেনা আমারে ধন্য।
পদ্মের শুভ্রতা আমায় অবাক আর করেনা
গোলাপের লালিমায় হইনা আমি আর মুগ্ধ,
মাধুর্য সৌন্দর্য বিনা ওরা কোনও বৈশিষ্ট্য ধরেনা
কেবল তোমার মহিমায় ওরা হয় সমৃদ্ধ।
শীতের তীক্ষ্ণতা বাড়ে তুমি পাশ থেকে উঠে গেলে,
গোলাপ পদ্মের সঙ্গে জুটি বেঁধে তোমার দুয়া নিয়ে খেলে।

— ৯৯ —

প্রগলভ ভায়োলেটকে দিই জোরসে ধমক
হে মিষ্টি চোর, কোথা থেকে হাতলে এ গন্ধ?
যে রং আঁকা দেখি তোমার কোমল ঐ গালে
আমার প্রিয়ার কাছ থেকে তা নিয়েছো নেই কোনও ধন্দ।
শ্বেত পদ্ম প্রিয়ার হাতের শুভ্রতা নিয়েছে
তার চুলের নীলাভ আভা নিয়েছে নীল করবী
প্রিয়ার ভয়েই গোলাপের বুকে কাঁটারা ফুটেছে
ফুলেদের রূপ, রং গন্ধ, আমার প্রিয়ার সবই।
আমার প্রিয়ার কাছে কেউ নেয় লজ্জার লালিমা
কেউ বা পছন্দ করে তার মৃত ফ্যাকাশে হতাশা
এ নেয়ার মধ্যে কিন্তু নেই কোনও পাপের কালিমা
এ চুরি গৌরবের জেনে কীট বাঁধে ফুলদলে বাসা।
ফুলেরা মুগ্ধ চোখে নিজেদের রূপ যত দেখো,
সবই আমার প্রিয়ার, এইটুকু শুধু মনে রেখো।

— ১০০ —

কিকরে, কেন ভুলে আছো ওগো কাব্যদেবী,
কেন ভুলেছো তাকে যে তোমায় দিল বল?
নির্গুণ গীতকে করো বাঙ্ময় জেনেও তোমাকেই সেবি,
আপন শক্তিকে রেখে আঁধারে, কেন অসারকে করো সচল?
ভুলে যা গেছো সেই গান গেয়ে তুমি এসো ফিরে,
ক্ষমা নেই যা ভোলার ফিরিয়ে দাও তা ক্ষতি পূরিয়ে
ভাসিয়ে দাও মোরে তোমার সুর সুধা নীরে
যে দিল বল তার কথাটুকু লিখো মন দিয়ে।
কৃপা করে দেখো দেবী প্রিয়ার মুখপদ্মখানি
কালের নির্দেশে যদি ঐ মুখে বলিরেখা পড়ে
কালকে খাতির না করে শুনিয়ে বিদ্রূপের বাণী
সবাইকে বোল কাল কিভাবে ঈর্ষার জ্বলে মারে।
কাল মারবার আগে প্রিয়ার রূপের গান গাও।
কালের আক্রমণ এভাবে বিফল করে দাও।

— ১০১ —

বলো কাব্যদেবী তব এ ভুলের ক্ষতি পূরাবে কিকরে
কেন লেখোনি সৌন্দর্যে আঁকা সত্যের কথা
সত্য সৌন্দর্যের আদি যা সাজিয়েছে আমার প্রিয়ারে
মানলে তা তোমার বাড়ে দর এর না হয় অন্যথা।
বলো কোনও রঙে রাঙানোর দরকার কি আছে
রাঙালে সৌন্দর্যকে তাব গৌরব কি বাড়ে
সৌন্দর্য সত্য নাকি, সত্য ত সুন্দরেই বাঁচে
সত্যসুন্দর না হলেও সাজে যোগ্য পুরস্কারে।

প্রশংসার দরকার নেই বলে রবে কি মুখ বুঁজে
ওগো দেবী এভাবে যে কোনো চুপ করে
তোমার প্রশস্তিতে সমাধিস্তম্ভ ওঠে নব সাজে সেজে
দীর্ঘ অনন্ত জীবন সে দেয় তোমারে।
অতএব দেবী তুমি চিরকাল যাও শুধু লিখে
দীর্ঘায়ু করতে অনন্ত জীবন দাও তাকে।

— ১০২ —

কমজোরি দেখালেও প্রেম মোর নয় কম শক্তিমান
কম নয় প্রিয়ার প্রতি মোর ভালবাসা,
বাজারে বিক্রিত পণ্য যেমন হয় মূল্যবান
তেমনই সদা গুণগানে সে প্রেম পায় তার ভাষা।
প্রেমের নতুন দিনে মন রাখা গান গেয়েছিগো কত
লিখেছি প্রেম নিয়ে কত না গান আর কবিতা
কোকিল দিনরাত গান গেয়ে ডেকে আনে বসন্ত
কিন্তু তা রুখে দেয় গ্রাষ্মেব অনল বারতা।
পরিণত বসন্ত দুঃখ ডেকে আনে এত নয় সত্য
নববসন্তের গান গ্রীষ্মের গানের চেয়ে ঢের ভালো,
বৃক্ষশাখার ভার বাড়ে নববসন্তের গানে মদোন্মত্ত
বারবার শুনিয়ে ফর্সা সে সুর হয়ে ওঠে কালো।
সে কথা ভেবেই ঠোঁটকে প্রায়ই দিই থামিয়ে.
তোমায় দেবনা কষ্ট আর এ গান শুনিয়ে।

— ১০৩ —

আহা বলো কি অভাব আছে আমার এই কবিতায়
জানি তার রূপের গুণগানের প্রচুর সুযোগ ছিল
আরও অনেক ছিল লেখার ছন্দের ভাষায়
আমাকে দিওনা দোষ যদি সবকথা লেখা নাই হল।
তাকালে আয়নার পানে দেখবে সুন্দর মুখের ছবি
যার বেলা খাটে না আমার কবিতার কোনও জারিজুরি
অন্যায় হবে কি ভুল যদি শুধরে দিই নিজে সবই
ভাল যা একদা ছিল খারাপ তাকে বলতে না পারি।

তোমার জীবন যদি আমার কবিতায় না ফোটে
গৌরবের সঙ্গে তোমার রূপের কথা আঁকা না হয়
তবে ব্যর্থতাই ফুটে উঠবে আমার কবিতার ঠোঁটে
কৃতিত্ব গৌরব মেসাবে ধুলোয় মনে লাগে ভয়।
তাই যা আছে একবিতায় যদি চাও তার চেয়ে বেশি
দয়া করে আয়নার পানে দেখো ওগো পূর্ণশশী।

— ১০৪ —

হে সুন্দর বন্ধু মোর বুড়িয়ে কখনও তুমি যাবে না
যুবক রয়েছো আজও প্রথম দিনটির মত
শীতের ধারালো দাঁত তোমার যৌবনকে খাবেনা
যৌবন অক্ষয় রবে পেরিয়ে শীত শত শত।
হেমন্তে ম্লান হয় বসন্তের কত রংচং
তোমাকে দেখার পরে কেটে গেছে জীবনের কত ঋতু
প্রথম দেখার মত রয়েছে অম্লান তব ঢং
সাহসী সৌন্দর্য তোমার হয়নি শীতের ভয়ে ভিতু।
তবু সময়ের সঙ্গি তোমার ও রূপলাবণ্য
হাতায় সময়কে চোরের মত পা ফেলে
প্রহরীরর মত মূক, নিস্তব্ধ যদিও অনন্য
তবু সেও যায় ক্ষয়ে, চোখও ঠকে ভুল হলে।
তোমার বার্ধক্যকে যদি না জন্মাতে দিতে
রূপের যৌবন আসত না এই পৃথিবীতে।

□ — ১০৫ — □

আমার প্রেম না হয় কেবল প্রতিমাপূজা
পুতুল না হয় যেন কখনও আমার প্রেমিকা
আমার গান খুলে দিক যৌবনের যত চোখ বোঁজা
প্রেমের মহিমা গান বাড়াক যৌবনের অহমিকা।
এ প্রেম আমার বাতাসের মতই উদ্দাম
ভবিষতে রবে সে সুন্দর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
তেমনই হবে কাব্য মোর বিধি হবে নাকো বাম
সৌন্দর্য অভিন্ন সত্য নয় সে কখনও অযোগ্য।

সৌন্দর্য সত্য উদার হবে একথা চিরকাল বলে যাব
সুন্দর দয়া সত্য—শব্দ বিনা এর মাঝে নাই ভেদ
আমার কাব্যের উপলব্ধিকে খুঁজে এর মাঝে পাব
এরা তিনে মিলে এক তাতে নেই কোনরূপ খেদ।
একা আলাদা হয়েও এরা তিনজন গুণেতে অভিন্ন
দেখতে ভিন্ন তারা অপরূপ তাদের লাবণ্য।

□ — ১০৬ — □

অতীতের পুরা কাহিনীর মাঝে
কত না সুন্দরী নারী ও বীরপুরুষের আছে বর্ণনা
ছন্দ গৌরব পাবে যদি সে ছন্দ ভরে গো সৌন্দর্যে
থাকে যদি সুন্দরী আর বীরপুরুষের অর্চনা।
হাত, পা, ঠোঁট, ভুরু, চোখ, নাক
কাহিনীতে এসবের বর্ণনা যদি গো নিখুঁত হয়
কাব্যকাহিনীর ছন্দে তোমার রূপ করে জাঁক
কালের কিছুই তাতে যায় বা আসে না নিশ্চয়।
সে রূপের গুণগানে ভবিষ্যবাণীরা কাজ করে
তাদের বর্ণনায় ভাসে তোমার রূপের ছবি
নিবদ্ধ ছিল তাদের দূরদৃষ্টি ভবিষ্যৎ 'পরে
তোমার রূপবর্ণনা হয়েছে ব্যর্থ সবই।
অতীতের কথা ভুলে তোমার জীবন্ত রূপ দেখি বর্তমানে
দু'চোখে বিস্ময় জাগে প্রশংসার ভাষা জিভ নাহি জানে।

□ — ১০৭ — □

সর্বব্যাপী আত্মারও বুকে জাগে শংকা
পক্ষীরাজ স্বপ্নের রাশ ধরে টানে
উচ্ছল উদ্দাম প্রেম ধাক্কা খেয়ে ফেরে আচমকা
এগিয়ে চলেছিল যে অনিবার্য ধ্বংসের পানে।
নশ্বর চাঁদ [illegible] মুক্ত হয় গ্রহণের শেষে
মেলে না জ্যোতিষ গণনা, হুঁশিয়ারি যত হয় ব্যর্থ
অস্থায়ী ভবিষ্যৎ ফুলে ফেঁপে ওঠে আশ্বাসে
বলিষ্ঠ চেতনাই শোনায় বাঁচবার অর্থ।
সমৃদ্ধ হয় মোর প্রেম শুনে শান্তি আশীর্বাণী
সে প্রেম বাঁচে সদা মরণকে দূরে তাড়িয়ে
অনন্তজীবন পাব শুনে তার ছন্দ সঞ্জীবনী
ভাষাহীন চিন্তাস্রোত চলবে সে দু'পায়ে মাড়িয়ে।
প্রেমের স্মৃতি মোর চিরকাল অক্ষতই রবে
পরাক্রান্ত বৈরীদের একদিন সবে ভুলে যাবে।

□ — ১০৮ — □

হে সর্বব্যাপী আত্মা কি আছে তোমার অন্তরে
তোমার মধ্যে যা নেই তা আমি নবরূপে
বাঁধতে পারি ছন্দে বলার কি আছে নতুন করে
প্রেমের সুবাস মোর ছড়াবে পুড়ে সময়ের ধূপে।
নেই কিছু তবু বসে রো রোজ প্রার্থনায়
একই পুরোনো কথা বারবার বলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
মোরা একে অপরের বলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
মোরা একে অপরের দু'জনের মন দু'জনায়
রয়েছে বাঁধা ওগো প্রথম দিনের মত প্রিয়ে।
নতুন মোড়কে শাশ্বত প্রেম যদি ধরা থাকে
সতত মুক্ত থাকে কালের ভয়াল গ্রাস থেকে
অনায়াসে অবহেলা করে বার্ধক্যকে
তারপরে নিজের অনুচর করে তাকে।
যখন যেখানে কাল বাইরের রূপকে বধ করবে,
তখনই যেখানে প্রেম নতুন রূপে জন্ম নেবে।

□ — ১০৯ — □

বোলনা আমায় প্রেম ভালবাসা নয় বিশ্বস্ত
তোমায় ছেড়েছিলাম বহুদূরে সত্যি কিছুকাল
মোদের সত্তার মাঝে ঘুচে গেছে বিভেদ সমস্ত
আপন আত্মার সঙ্গে খেলি বিরহের লীলা সে ভয়াল।
আমার প্রেম থাকে তোমারই আত্মার কোঠা ঘরে
কখনও দূরে গেলে আঁখিজলে ভিজে ফিরে আসি
বদল চোখে ধরা পড়েনা বাইরে কিংবা ভেতরে
না দেখার আঁখিজল শুধু বয়ে যায় দিবানিশি।

মানছি অনেক ত্রুটি আমার রক্তে আজও বইছে
বিশ্বাস কোরনা তাদের ধরে নিয়ে শত্রু বা সত্য
মোদের প্রেমের মুখে কালি যারা মাখাতে চাইছে
পারবেনা কভু তারা প্রেমকে করতে বিধ্বস্ত।
বিশাল এ ধরায় আমারহ কিছুই জানা নেই
আমার আত্মা গোলাপফুল হয়ে ফোটে তোমাতেই।

□ — ১১০ — □

ভবঘুরের মত বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি
পরেছি একেক জায়গায় রঙিন পোযাক নানা
লাগামহীন চিন্তাদের নিয়ে কত বিব্রত হয়েছি
বেতে সস্তায় দামি জিনিস কিনতে কেউ করেনিকো মানা।
যত অপরাধ করে মার্জনা নিজ স্নেহগুণে
সত্যকে বারবার করেছি সন্দেহ অকারণে হীনভাবে
তবুও পেয়েছি স্বাদ অন্য যৌবন আস্বাদনে
ভয় হয় কত কষ্টে পেয়েছি তোমায় তা ভেবে।
পেয়েছি অনন্ত প্রেম করে কত না চেষ্টা ও কষ্ট
মনকে করেছে ভেদ কেড়ে নিয়ে ক্ষুধা অনুভূতি
পরীক্ষা প্রমাণের নামে যাবেনা করা তা নষ্ট
দেবীও প্রিয়ারূপে চিরকাল পাবে মোর ভক্তি।
অন্তরের সিংহাসনে দিয়েছি তোমায় ঠাঁই ওগো প্রিয়,
পবিত্র হৃদয়ে তোমার আমার জায়গা রেখে দিও।

— ১১১ —

আমারই জন্য নিয়তির সঙ্গে তোমার বেধেছে সংগ্রাম
যে নিয়তি ক্ষতি ছাড়া কিছুই করেনি আমার
যার জন্য জীবনে লড়তে হচ্ছে আজও অবিরাম।
আর সকলের মত বয়ে চলেছি সাধারণ জীবনের ভার।
কালের বিধানে মোর নিয়তির গায়ে দাগ পড়ে গেছে
ভেতরের অগ্নিশিখা বরাতের ফেরে নিভে গেছে কবে
কাজ করি যন্ত্র সম, জানিনা জীবনের কি বলার আছে
হয়ত ফিরবে ভাগ্য তোমার করুণা পাব যবে,
বাধ্য রুগির মত তেতো ওষুধ যত পারি গিলে যাব
সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু যত করতে দমন
দোষ খুঁজে বের করে স্বভাব চরিত্র শোধরাব
সব ছেড়ে সাধু হয়ে করব বনেতে গমন।
বন্ধুরূপী প্রিয়া মোর তোমার অপার করুণা।
তোমার দয়া বিনা একটি দিনও আমি বাঁচব না।

— ১১২ —

সব নিন্দা পাপ তোমার করুণায় যাবে ঘুচে
মিছে অপবাদ মোর শুনে যে ভুরুদু'টি কোঁচকাবে
তোমার প্রেমে সব মন্দি নিমেষে যাবে মুছে
মন্দ ভালোর যুদ্ধে আমার কি-ইবা যাবে আসবে।
জানি এমন কিছু নেই এ ধরায় যা নেই তোমাতে
প্রশংসা নিন্দা যা শোনার শুধু তুমিই শোনাবে
তুমি ছাড়া কোনও সত্যকে আর মানব না কোনওমতে
শত টানলেও মোর ইস্পাতকঠিন মন অটুটই রবে।
কেউ যদি করে মোর কখনও বিরূপ সমালোচনা
কোনও মোসাহেব যদি মন রাখা কথা বলে
তাদের কথায় মন আমার কখনও কান দেবেনা
স্তব নিন্দা ছাই হবে আমার ঘৃণার অনলে।
আলো করে বসে আছো অমার হৃদয় ওগো প্রিয়
সদাই কামনা করে চলি তুমি যুগ যুগ জিও।

— ১১৩ —

বিদায়বেলা থেকে আমার দু'চোখ শুধু নিজেকেই খোঁজে
চোখ মেলে থাকলেও আসলে সে কিছুই দেখে না
দুঃখের হদিশ পেতে যে চোখের পাতা কভু না বোঁজে
তুমি ছাড়া কারও মুখ সে চোখ কভু মনে রাখেনা।
পশুপাখি ফুলফল এসব রূপ কখনও
লুকিয়ে যদি উঁকি মারে মোর মনে
নিজের আসলরূপ দেখে না যে হোক না কোনও,
অন্য কোনও বস্তুকে সে কখনও নেয়নাকো মেনে।
রূপসী বা কুশ্রী যদি কাউকে সে কখনও বা দেখে
সাগর, পাহাড়, বিকলাঙ্গ অথবা সুশ্রী
পায়না নয়ত কাক, দিন অথবা রাতকে
মোহিনী মায়ায় সব কিছুতে সে দেখে তোমারই রূপশ্রী।
তোমাকে ছাড়া সে আর কিছুই জানেনা,
চেয়ে থাকলেও চোখ আর কিছুই দেখেনা।

— ১১৪ —

তোমারই প্রেমের শিরোপা পরে মনের স্পর্ধা বেড়েছে
মূর্খ রাজার মত শুধুই তোষামোদ চায়
নয়ন আমার চোখ এবারে সত্যকে দেখেছে
অথবা শিখেছে জাদু তোমারই প্রেম করুণায়।
তাই সে দত্যিদানো আর কুরূপা রাক্ষসীকে
সৌন্দর্য তোমার আর আমার লাবণ্য বিলায়
পূর্ণতা দিয়ে চলে অপূর্ণ হীন মানসিকতাকে
প্রেমের উজ্জ্বল গৌরব তার আঁধারকে হারায়।
তোষামোদ মদিরা স্তুতির পানপাত্রে চল্‌কায়
দু'হাত তুলে সে নৃপতির মত ঢকঢক গেলে
সব দেখে দু'টি চোখ তবু চলে সে মনের ইচ্ছায়
সেইমত নিজেকে চালায় মোটেও না টলে।
বিষাক্ত হলেও তাতে পাপ থাকে খুবই অল্প,
চোখ ও মনে মিলনেই গড়ে ওঠে জীবনের গল্প।

❒ — ১১৫ — ❒

আমার এ প্রেমের নিবিড় গভীরতা
হাজারে চেষ্টাতেও কবিতায় ফুটে ওঠেনি।
জানিনা কেন পারিনি বুঝতে হৃদয়ের এমত তা
প্রেমের হীরকদীপ্তি আর কোনও গুণের বরাতে জোটেনি।
তবু নির্মম কালের বিধানে ঘটে কত অনিয়ম
উল্টে নিয়তির পাশা ব্যর্থ করে রাজার শপথ
শতায়ু সন্তানকে নিতে আসে কালান্তক যম
কালের বেখেয়ালে সংকল্প হারায় গতিপথ।
কিন্তু তুচ্ছ করে কালের এ নির্যাতন
কেন বলতে পারবনা অক্ষয় হবে মোর ভালবাসা
হবে কি হবেনার শেষে প্রেমের বন্যা ফের বইবে নুতন
ইচ্ছা প্রবল হলে ফসল ফলাবে মোর আসা।
শুক্লপক্ষের চাঁদ হয়ে যে প্রেম ধীরে বেড়ে ওঠে
বাধা না দিয়ে আদরের চুমু সব দাও তার ঠোঁটে।

❒ — ১১৬ — ❒

দু'টি মনকে যে মিলন একত্রে মিলায়
তার মাঝে মানবনা কভু কোনও বাধা
প্রেম সে নয় প্রেম যা ঘনঘন স্থিরতা হারায়
নয়ত নতুন মনিবের কাছে নিজেকে দেয় বাঁধা।
প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্য স্থির থাকে চিরকাল জেনো
ঝোড়ো হাওয়া বইলেও সে মোটে কাঁপে না
নক্ষত্রমন্ডলী যেমন সরে যায়না কখনও
যোগ্যতা না জানলেও মহিমা কেউ তার মাপেনা।
সময়ের কালগ্রাসে গাল বসে, ঠোঁট পড়ে ঝুলে
তবু প্রেমকে নিয়ে মহাকাল খেলতে পারেনা
কালকে হারায় প্রেম, বলছি সত্যিকথা খুলে
সব ধ্বংস করলেও প্রেমকে সে কখনও মারেনা।
প্রমাণ করতে যদি পারো এ মিথ্যা আর মহাভুল
প্রেম ও কবিতা মোর ঘটাবে ঠিক হুলুস্থূল।

□ — ১১৭ — □

প্রায়শই শোনাও কথা আমার কিছুই নেই বলে
যা দিয়ে শোধ করি তোমার গুণের ঋণ
প্রেমিক তোমার না থেকে এবারে যাব চলে
খোল সে বাঁধন যা বেঁধেছে মোরে চিরদিন।
যখন তখন দূরে দিয়েছি পাড়ি তোমায় ছেড়ে
সঙ্গ আমার পাওনি এটাই নালিস।
গাল দাও যে নিয়েছে মোরে তোমার কাছ থেকে কেড়ে
নিজের স্বপক্ষে আমার এটাই সালিশা।
দুর্বুদ্ধি বা স্বেচ্ছায় যদি করে থাকি কোনও ভুল
সে ভুল সম্পর্কে সব কিছু আগে জেনে নিও
রাগ দেখালেও যেন কখনও হয়োনা প্রতিকূল
যতই দোষ দাও, ঘৃণায় ফিরিয়ে না দিও।
কলঙ্কী চাঁদের কথা মনে করে মেনে নাও মোরে
জানি ক্ষমা পাব গো তোমার অন্ততঃ প্রেমের ব্যাপারে।

□ — ১১৮ — □

ক্ষুধা বাড়াতে খাদ্যকে নানাভাবে তুলি সুস্বাদু করে
এজন্য নানা মশলা তাতে একসঙ্গে মেশাই
যত অদৃশ্য রোগব্যাধি সরিয়ে দেব দূরে
অযথা দুর্বলতকে এনে সুস্থ হতে চাই।
তোমার অনন্ত লাবণ্যে নিজে চিরপরিপূর্ণ হয়ে
তার আধিক্যের লোভে খাদ্যকে অখাদ্য করি
ভালর নির্যাতন চিরকাল একভাবে সয়ে
অসুখ হবার আগে অসুখরে ভযে সদা মরি।
প্রেমের এ এক অদ্ভুত চিরন্তন গতি
বিরহের মিছে দীপ্তি শিউরে ওঠে মহামিলনে
মিছেই ওষুধ আনে অসুস্থ দেহের ভেবে পরিণতি
সব ব্যাধি সারে তার নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে।
মনে রেখো এই কথা হে প্রেমিক মোর
ওষুধ সারায়না তাকে যে তোমার প্রেমে বিভোর।

— ১১৯ —

তোমার অশ্রুজল ওষুধ ভেবে মন করেছে গোপন
নরকের মাটি থেকে হয়ত সে জল উঠে এসেছে
ভীতিতে জাগে আশা, আশা ত ভীতিরই এক দান
যেমন অনেক জয় একাধিক ক্ষতি বয়ে এনেছে।
মন ভাবে অবিরত তোমার প্রেমে আমি ধন্য
প্রেমের কথা ভেবে কি ভুল করেছে সেই স্বার্থপর
কি ভুল করেছে তার দু'টি চোখ অতিশয় বন্য
তার রূপের দিকে চেয়ে থেকে দিনভর।
তুমি যাকে মন্দ বলো তা কখনও হয়ে যায় ভাল
আবার ভাল আরও ভাল হয় এও সত্য বটে
ভাঙ্গা প্রেমের সমাধিস্তম্ভ যদি গড়া হয় করে জমকালো
সে প্রেমের মহিমা বেশি করে রটে।
ব্যথা ও ক্ষোভের শেষে এভাবেই শান্তি পাই মনে
হয়েছি ধনী পেয়ে তোমারই মত সেরা ধনে।

— ১২০ —

একদা নির্মম ছিলে জেনে আজও তুমি মোর প্রিয়
আগে নির্দয় ছিলে জেনে আজও ভালোবাসি তোমাকেই
সেদিন তোমার জন্য যে দুঃখ পেয়েছি তা ফিরিয়ে দিও
মূঢ়তাবশে যে ভুল করেছি অতীতে আজ তা তো নেই।
আমিও তোমার প্রতি অতীতে নিষ্ঠুর হয়েছি
কিন্তু ক্ষুব্ধ সেদিন হওনি আমার মতন
ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর আচরণ তোমার প্রতি করেছি
সে নিষ্ঠুরতার স্মৃতি ভোলেনি আজও মোর মন।
সে দুঃখ নিশির কথা যখন ভাবি আমি মনে
মনে পড়ে কত না দুঃখ আর আঘাতের কথা
তোমার দেয়া দুঃখ আজও ব্যথা দেয় স্বপ্নে ও জাগরণে
বিনিময়ে আমিও দিয়েছি তোমার মনে কত ব্যথা
দু'জনের মনে আজ দু'জনেই জোর করে ঢুকেছি,
বিদ্বেষ যা জমেছিল ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়েছি।

— ১২১ —

অযথা খারাপ বলে দেয় যদি কেউ বদনাম
সত্যি খারাপ হওয়া তার চেয়ে ঢের বেশি ভাল
কে কি বলবে ভেবে মুখ বুঁজে চলি অবিরাম
খারাপ হলে আমি ভাবিনা কার কি এল গেল।
নিন্দুক লম্পট ধারালো তার দৃষ্টিবাণে
বারবার বেঁধে শুধু আমারই প্রিয়তমাকে
যে আমার চোখে বাল তাকে সে খারাপ বলে সাবধানে
আমার ছোট বুল ত্রুটিকে সে বড় করে দেখে।
মিছে বদনাম সয়ে আমি ত যেমন তাই থাকি
বদনাম দেয় যে সেও তা তেমনই থাকে।
আমার আয়নায় তাদের মুখ ফোটে নাকি
তাদের কুচিন্তা ঘেন্না করে আমার আমিকে।
ছিদ্রদর্শী হবার এস্বভাব যারা না ছাড়ে,
খারাপ ঠাঁই নেয় তাদের আহারে বিহারে।

— ১২২ —

যা দিয়েছো সবই আমার মগজে ধরে রেখেছি
চিরকাল অক্ষয় স্মৃতির অঞ্জলি তা পাবে
সে মহান দান তর চিরকাল বয়ে নিয়ে চলেছি
কালগ্রাসকে অনন্তকাল তা বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে।
মাথায় তোমার স্মৃতি বুকেতে হৃদয় যতকাল রবে
যতদিন না দুনিয়া থেকে তারা যাবে মুছে
তোমার সকল স্মৃতি তারা ততকাল ধরে বাঁচাবে
আমার সত্তা থেকে সূক্ষ্ম তুমি কভু যাবে না ঘুচে।
তবু মনে হয় এ স্মৃতি সঞ্চয় বড় দুর্বল
তোমার প্রেমকে এর মাঝে রাখব কিভাবে।
স্মৃতি তোমার যদি রাখে বা আমাকে সচল
জানিনা তোমার সে প্রেম কি সাজে সাজবে।
তোমার স্মৃতির জন্য যদি লাগে কোনও স্মৃতিচিহ্ন
তাই যেন হয়ে ওঠে আমার মৃত্যুর প্রশ্ন।

□ — ১২৩ — □

আমি পাল্টে গেলে কাল কোরনা যেন কোনও গর্ব
নিজের পিরামিড গড়ে তোল যা দিয়ে
বিস্ময়ের নয় তা মানুষের ক্ষমতা করেনা খর্ব
পুরোনোর বাহার বাড়াও নতুন সাজ পরিয়ে।
বড় ছোট এ জীবন তাই মোরা মেনে নিই
যা কিছু গুঁজে দাও মগজে
ছেঁড়াফাটা ভাঙ্গাচোরাকে যতই গাল দিই
মোদের কামনায় সাজাও তাদের নব সাজে।
আমার লাগেনা ভাল তোমার এ হিসাব
সব কিছুতে তোমার বড় অহেতুক তাড়াতাড়ি
ভাল যা কিছুর সঙ্গে ভুলেও করোনা ভাবসাব
ধ্বংস করতে তাকে চিরকাল করো বাড়াবাড়ি।
নিয়ম তোমার ভেঙ্গে আমি চিরকাল বরগো নবীন,
আমার সংকল্পের কথা মনে রাখবে সবাই চিরদিন।

□ — ১২৪ — □

শিকার অবস্থার আমার এ প্রেম যদি হয়
অবৈধ সন্তান যেমন নিয়তির কোলে জন্ম নেয়
কাল করলেও ঘৃণা ভালবাসা হয় অক্ষয়
ঝরা ফুলকে কাল সদা তার বুকে আশ্রয় দেয়।
আমার প্রেমের জন্ম হয়নি অঘটন থেকে
ধনগর্বে নয় স্ফীত ম্লান নয় দুঃখের আঘাতে
নাচেনা ইচ্ছে মতন কালের ছকেতে
ভাঙ্গে না দুঃখে আবার ভাসে না কভু সুখের শ্রোতে।
সাহসী আমার প্রেম ন্যায় নীতিকে কভু ভয় সে করেনা
যে নীতি জীবিত মানুষের পায়ে শিকল পরায়,
সাগরের তীরে গিয়ে সে প্রেম ঢেউকে ডরেনা
জলেতে ডোবেনা সে, প্রখর তাপেও না শুকায়।
কালের দাসদের একে একে নাম ধরে ডাকি
শত অন্যায়ের পরে মরাই তাদের থাকে বাকি।



— ১২৫ —

বাহ্য সম্মানের চাঁদোয়ার তলে ঢুকেছিগো প্রিয়
আঁখিজলে ভেজা ভালবাসা ছড়িয়েছি তোমার ও পথে
সুখদুঃখ অসহ্য হয়েছে বলে যতখুশি অভিসাপ দিও,
অনন্ত স্বাস্থ্যকে থামাতে পারেনি কাল জয়রথে।
আমি ত দেখেছি যারা চায় রূপ আর অনুগ্রহ
হারায় ঢের বেশি ভালবেসে যতটুকু দেয়,
সরল নির্যাস ছেড়ে নকল গন্ধ নিয়ে করে সমারোহ
চোখের নিমেষে কেউ সে রূপ অনুগ্রহ কেড়ে নেয়।
তার চেয়ে আমাকেই টেনে নাও তোমার হৃদয়ে
আত্মা স্বাধীন মোর দরিদ্র হলেও আমি মুক্ত
বিশুদ্ধ সত্তা আমার শান্ত আপন বোধোদয়ে
প্রতারণাহীন সে সত্তা তোমারই প্রতি অনুরক্ত।
বিনাদোষে আত্মা মোর অভিযুক্ত হবে যখন
তখনও থাকবে সে মুক্ত সয়ে হাজার রকম নির্যাতন।

— ১২৬ —

হে কিশোর ধরো শক্ত মুঠোয় জোরে
কালের চঞ্চল মুকুর আর ভয়াল কাস্তেরে
হলে দুর্বল তব নিজ আত্মার মুকুরে
মনের ছবিটি দেখাও দুর্বল প্রেমিকেরে।
চলো প্রকৃতি দেবীর মনমত বুঝেসুঝে

নিজে এগোলেও রাশ টেনে তোমায় নেবেন তিনি খুঁজে
এই ভেবে রাখেন তোমায় তাঁর হাতের নাগালে
কালকে করেন ধ্বংস নিজে অতি সূক্ষ্ম ছলেবলে।
তাই সমঝে চলো তাঁকে যেমন চান চলো সেভাবে
দেরিতে হলেও তাঁর সম্পদ তুমি তাহলেও পাবে
দেরিতে হলেও তাঁর যাকিছু পাওনা শোধ করে যেতে হবে
তাহলেই সবশেষে নিজের পাওনা সব পাবে।



— ১২৭ —

কুশ্রী বলে লোকে কালোকে করত ঘৃণা অতীতে
সুন্দর বলে কালো পেত না কভু কারও স্বীকৃতি
কিন্তু একালে সুন্দর বলে কালো গেছে জিতে
কালোকে কোরনা ঘৃণা এহল সুন্দরেব উক্তি।
প্রকৃতির কত শক্তি রয়েছে মানুষের দু'হাতে
অসুন্দর আছে বলে সুন্দর সত্য হয়ে ওঠে
ধন্য হয কালো মুখ কবির নিপুণ বর্ণনাতে
স্বভাবসুন্দর কালো মুখের রূপ গয়না ছাড়াই ফোটে।
প্রকৃতি তাই প্রিয়ার ভুরু দু'টি কালো রঙ-এ এঁকেছে
এঁকেছে দু'চোখ ঘোরকালো বিষাদের রঙ-এ
রূপসী না হলেও কালো মেয়েটির দেহে সৌন্দর্য ফুটেছে
রূপের বিচার মোদের ব্যর্থ তার কৃষ্ণাঙ্গের ঢং-এ।
প্রেমিকার কালোমুখ রূপদর্শীদের এটাই শেখায
অন্তরের দু'চোখই আসল রূপকে দেখায।

— ১২৮ —

বীণার তারে তোমার আঙ্গুল যতবাব নেচে চলে
সুর মূর্ছনার ততবার মধুর গীত ওঠে বেজে
বুঝি কিবা জাদু আছে তোমার হাতেব ঐ অঙ্গুলে
কত না কষ্টে তাকে তৈরি করেছো ঘষে মেজে।
বীণার তারের সৌভাগ্যে প্রবল ঈর্ষায় পড়ি ফেটে
কি দুঃসাহসে তোমার আঙ্গুলে সে চুমু খায়
তাকে দেখে চুম্বনের সাধ জাগে মোর ঠোঁটে
আশায় থাকে যদি সে-ও তোমার প্রীতি চুম্বন পায়।
তোমার চুম্বনের জন্য আমার ঠোঁট আছে তৈরি
নিষ্প্রাণ বীণায় তারকে আঙ্গুল তোমার জীবন্ত করেছে
তাই সে বীণার তার হয়েছে আমার ঠোঁটের বৈরী,
তোমার ঠোঁটের ছোঁয়া না পেয়ে সে তার বেঁচে মরে আ[illegible]
ছুঁইয়ে আঙ্গুল বীণার তারকে যত খুশি গো নাচাও
কিন্তু উদগ্র আমার ঠোঁটকে শুধু চুম্বনে ভরাও।

— ১২৯ —

মনের কত তেজক্ষয় হয় অযথা লজ্জার আঘাতে
অলস কামনা কত কাজ করে গোপনে লজ্জায়
কর্মহীন কামনারা হন্তারকের নির্মমতায় মাতে
দয়ামায়া ক্ষমাহীন তুলনা তাদের নেই নির্মম বর্বরতায়।
ভোগনা করতেই ঘৃণ্য হয় এসব কামনার ধন
যুক্তিহীনের মত যারা তার পিছে ধায় হয়ে উন্মাদ
লোভের বঁড়শির কাঁটা গিলে শুরু করে নাচন কোঁদন
গোড়ায় যা নিয়ে মাতে পরে তাই ঘটায় প্রমাদ।
সুখ বেবে গোড়ায় আমরা ছুটি যার পিছে
নাগাল এলেই রূপ পাল্টে তা হয়ে ওঠে দুখ
হাতছানিতে ভুলে ছোটাটাই হয়ে যায় মিছে
নাগাল না আসতেই স্বপ্নের মত মোছে তার মুখ।
সে স্বর্গে যাওয়া বাল যা পথ দেকার নরকের দিকে
কথাটা দামি বড় সবাই খাতায় নিও লিখে।

— ১৩০ —

প্রেমিকার মুখ মোর সূর্যের মত উজ্জ্বল নয়
রক্তপ্রবাল তার নিজের ঠোঁটের চেয়ে লাল টকটকে
তুষারও তার বুকের চেয়ে শুভ্র সমুজ্জ্বল
ঘনকালো তারের মতই দেখায় তার কেশরাশিকে।
লাল, সাদা আরও ঢের গোলাপ দেখেছি এজীবনে
কিন্তু তাদের মত সুন্দর নয় প্রেমিকার গাল
গোলাপ গন্ধের সঙ্গে তুলনা করার নেই কোনও মানে
পায়না সে গন্ধ প্রিয়ার নিঃশ্বাসে কোনও মহাকাল।
প্রিয়ার বুলি বাসি ভাল যা জাগায় প্রাণে নেশা
কিন্তু পাইনা তাতে কখনও গানের কোনও মাধুর্য
না থাক মাটিতে ধীর পায়ে তার যাওয়া আর আশা
সে মর্তমানবীকে দেয় করাশ দিব্য ঐশ্বর্য।
বলছি শপথ করে মোদের এপ্রেম সত্যিই বিরল
স্বভাবে দেবীর তুল্য, শুধু রূপই তার নয় সম্বল।

□ — ১৩১ — □

কেন কে জানে গর্বিত নিষ্ঠুর রূপসীর মত
তুমিও আজ বড় নিষ্ঠুর হয়েছো
জানো আমার মনপ্রাণ তোমাকেই নিবেদিত
তবু ওগো রূপসী তুমি অধরাই রয়ে গেছো।
কেউ বলে তোমার মুখে নেই মোহিনী মায়া
নেই সে মায়ার ফাঁদ যা মানুষকে করে প্রেমাতুর
মোহিনী মায়ায় কি প্রেম আছে, নাকি তা শুধুই মায়া
প্রেমকে মায়া করে বরবাদ, জীবন থাকে না সুমধুর।
তবু জানি কালো হল্যে তুমি গো সুন্দরী
ও মুখ দেখলে প্রেমপূজারী অস্থির হয়ে ওঠে
কালোর মধ্যে কোনও রং নেই ওগো রূপসী অপ্সরী
কালের বিচারে রূপশোভা তব শ্রেষ্ঠ হয়ে ফোটে।
রূপ ছাড়া তোমার কাজ আর ভাবনাই কালো হয়
কালিমা বাদ দিয়ে আমার বিশ্বহোক কালোময়।

□ — ১৩২ — □

ভালবাসি তোমায় জেনেই তোমার দু'চোখ
করুণা করে আমায় কিন্তু তারা এও জানে
করতে আমায় ঘৃণা হৃদয়ে তোমার চাপে ঝোঁক
করুণা মুছে দিয়ে ক্রুদ্ধ ঘৃণা তারা অকারণে হানে।
তোমার চোখের পাশে উদিত সূর্যমানায় না কখনও
পূর্ব দিগন্তরূপী গোলাপ লালিমা মাখা গালে
কিংবা যে সাঁঝের নক্ষত্র জ্বলে হীরকদীপ্তিতে যেন
দাঁড়াতে পারেনা সেও তোমার আঁখির পশে কোনকালে।
বিষাদ সুন্দর মাধুর্যে কেন ভরেনি তোমার হৃদয়
শোকস্তব্ধ যে মাধুর্য সুন্দর করেছে দু'টি চোখ
সুন্দর মাধুর্য শুধু এনেছে ও শোক সত্য নয়,
হৃদয়ে জাগেনি তব সুন্দর হবার কোনও রোখ্।
যা কিছু সুন্দর সব কালো চোখের চাউনির মত
বর্ণ, রূপ, গুণ ভাল আর ও যা সম্পদ তব যত।

□ — ১৩৩ — □

কেন তোমার হৃদয় আমাকে দেয় এত ব্যথা
কেন বন্ধু আমার দেয় মোরে এ আঘাত
কেন দুঃখ দাও বলোনা কভু সেই কথা
একাকী চোখের জল ফেলে কেটে যায় মোর রাত।
তোমার চোখের চাউনি মোরে ভিন্ন করে আত্মা থেকে
আমার অন্য আত্মা সেতো অবিচ্ছেদ্য তোমারই মাঝে
বন্ধু ও আত্মা ছেড়ে সদ্য ছুঁতে চাই গো তোমাকে
বিচ্ছেদের ব্যবধান আমার সত্তা মানতে চায় না যে।
আমার হৃদয়কে নিজের হৃদয়ে রেখেছো বেঁধে
আমায় জামিন রেখে আমার বন্ধুকে মুক্তি দাও
মুক্তি আশায় হৃদয় তোমার হৃদয়ে চলে কেঁদে
নির্যাতিত সে হৃদয়ে আবার জীবন এনে দাও।
হৃদয়কে ছাড়লেও সত্তাকে আমার নির্যাতন করবে
লাবণ্য আমার সে কি তোমারই হাতে ওগো মরবে?

□ — ১৩৪ — □

একথা স্বীকার করতে কোনও লজ্জা কিংবা বাধা নেই
যে তোমার খেয়াল খুশির পাশে আমি বাঁধা আছি
যদি সাজা দাও তবে তা আঘাত দেবে তোমাকেই
কারণ আমার সত্তা আছে তোমার সত্তার খুব কাছাকাছি।
জানি আমার সত্তাকে কখনও দেবে না ফিরিয়ে
দয়ালু দুর্বল আমি তাই দেখতে চাও তুমি মজা
দেখতে চাও নিজেকে ছাড়াই আমি কি দিয়ে
বন্ধুকে আটকে রেখে দিয়ে চলেছো অবিরাম সাজা।
খাটিয়ে চলেছো নিজের ইচ্ছেমত কঠোর কানুন
বন্ধুকে ছাড়াতে জামিন হয়েছি নিজে তবু আমাকেও
বেঁধেছো দেখতে বন্ধুর জন্য ঝরাব শরীরের খুন
তোমার কান্ড অবাক করেছে মহাকালকেও।
বন্ধুর জামিন হয়ে তোমার বন্দী হয়েছিগো আমি
হয়েছে ঋণ শোধ তবু তাকে ছাড়োনি ত তুমি।

□ — ১৩৫ — □

অসহায় যে হয় হোক তোমার খুশির শিকার
ছুটিয়ে নিয়ে চলো দুর্দম কামনার রথ
কামনা মোহিনী, দুর্বার নেই তার কোনও বিকার
পড়িনি আকর্ষণে তার দেখায়নি কভু সে বিপথ।
যেমন বিস্তীর্ণ তেমনই উদার তোমার কামনার প্রস্থ
কেন আমার কামনার ঠাঁই হবে না তার একপাশে
দিয়ে স্বীকৃতি বরণ করেছো কামনা সবার সমস্ত
কেন ঠাঁই পাবেনা কামনা মোর তব মনের আকাশে?
সাগরপূর্ণ হলেও বৃষ্টির জলকে সদাই গ্রহণ করে
প্রাচুর্যের মধ্যে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার বাড়ায় নিয়ত
কামনা ঐশ্বর্য পূর্ণ তোমার সঞ্চয় ভাণ্ডারে
কেন ঠাঁই পাবেনা কামনা আমার করি প্রশ্ন সতত।
চাইনা ধন্যবাদ, আমার কামনা কেবল করোগো পূরণ
তার আগে কভু ডেকে এনোনাগো আমার মরণ।

□ — ১৩৬ — □

যদি তোমার আত্মা তোমার কাছেতে অন্ধকার বশে
মোরে আসতে না দেয় বোল তাকে সব কাম্য ধন
তোমার কামনা যক করব পূরণ আমি নিঃশেষে
ঢুকতে দিলে তোমার কানায় বুঝতে তোমা' মন।
তোমার প্রেমভাণ্ডার দেবে পূর্ণ করে সে কামনা
কোনও ফাঁক রাখবেনা তাতে কৃতজ্ঞতার বশে
অনেক তোমার আছে তবু আমাকে নাও সুনয়না
কঠোর অন্তর তব বিগলিত হবে আছি এই আশে।
তোমার ভাণ্ডারে আমার ক্ষুদ্র দান যদি হয় গো স্বীকৃত
তাহলে সে দান তোমার কাছে হবে গো মধুর
আমার কাছে তার মূল্য হবেনা বিকৃত
তোমার সে দান নেবার সম্ভাবনা রয়েছে সুদূর।
এক হয়ে যাক মোর আত্মা তোমার প্রেমে
কামনা তোমার মিলে মিশে যাক আমারই নামে।

□ — ১৩৭ — □

হে নির্বোধ অন্ধ প্রেম কি মায়া অঞ্জন দিয়েছো এ চোখে
পাতা খোলা থাকলেও দেখেনা কিছু তারা আসলে
জানে সৌন্দর্য কাকে বলে আর তা কোনখানে থাকে
তবু বরণ করে মন্দকে একপাশে ভালকে ফেলে।
দুর্নীতির বশে যদি কভু পক্ষপাত্তি করে
এচোখ তা হবে ভুল করে যা বেশিরভাগ লোকে
বুঝব প্রেমস্পর্শে তোমার দৃষ্টির সততা গেছে মরে
মরে গেছে অন্তর মাতব তখন তার শোকে।
কেন ভাবে এ এক চক্রান্তের ফাঁদ আমার অন্তর,
দুনিয়ার সবখানে যে ফাঁদ পাতা রয়েছে?
কেন মোর চোখ ভাবে ও মুখ করলে ভয়ংকর,
ভাবে সৌন্দর্য ও মুখ থেকে বিদায় নিয়েছে?
সত্য করতে যাচাই এ মনের দু'চাখ মহাভুল করেছে
সত্যকে ছেড়ে মিথ্যাকে সে সত্যের সমান ভেবেছে।

□ — ১৩৮ — □

প্রেমে তার খাদ নেই শপথ করে বলে গো প্রেমিকা
বিশ্বাস করার ভাব দেখালেও আমি জানি নয় তা সত্য
ভাবে আমি অনভিজ্ঞ, সামনে যৌবন মরীচিকা
অজ্ঞ এ জগতে যা অসার আর অনিত্য।
সে আমায় শিশুভাবে এমনই অন্যায়ভাবে
যদিও সে এও জানে সে বয়স কবে গেছে চলে
ভালবাসা দেখালেও জানি সে মিথ্যাবাদিনী রয়ে যাবে
এও জানি মেয়েরা চিরকালই মিথ্যাকথা বলে।
কিন্তু মিথ্যে বলার কথা কেন সে চায়নাকো মানতে
কেন বলিনা নিজেও আমার যৌবন কবে চলে গেছে
কি করে তুচ্ছকে গুরুত্বপূর্ণ করে প্রেম পারো কি তা জানতে
বয়স চলে গেলেও প্রেম চলে পিছে পিছে নেচে।
জেনেশুনে দু'জনে দু'নকেই মিথ্যা বলে চলি,
প্রেম সুখ পাই দোঁহে, পরে গায়ে মিথ্যার নামাবলি।

□ — ১৩৯ — □

মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে তুমি ওগো আমায় বলোনা
বলবনা তোমার নিষ্ঠুরতা ব্যথা দেয় আমার অন্তরে
মুখে যা খুশি বোল, ভুরু কুঁচকে আঘাত কখনও দিওনা,
চাওত লড়াই কোর, তবু ঠাঁই দ্যিনা ছলনারে।
প্রেমে পড়েছো আর কারও সেকথা খোলাখুলি বলো·
মনপালগল করা চাউ নিতে তাকিয়োনা আর
এভাবে ছলনা করার খুবই কি দরকার ছিল
যখন জানো মন শক্তিমান নয়কো আমার।
তবু করিগো তোমায় ক্ষমা শুধু এই ভেবে
জানোত আমার মহাশত্র তোমার ও'দুটি চোখ
সেকথা ভেবেই তাদের পাঠিয়েছো দূরে কোনও উৎসবে
সেখানে তারা বেছেনিক আরও পছন্দসই কোনও লোক।
দৃষ্টিবাণ ছুঁড়ে মারো যে আধমরা হয়ে বেঁচে আছে,
মরলে আমার সত্তাকে নিয়ে চলো তোমার খুব কাছে।

□ — ১৪০ — □

সদা বিচক্ষণ থেকো যদিও জানি নিষ্ঠুর তুমি
কষ্ট দিওনা এ ধৈর্যকে যে রয় নীরবে
তবেই খুল মুখ সইতে পারব না দুঃখের নির্যাতন আমি
যাতনার কথা মন আমার তাহলেই বলে দেবে।
আমি শুধু দিতে চাই কিছু শিক্ষা বুদ্ধি প্রসঙ্গে
তোমাকে প্রেমের শিক্ষা দেবার ক্ষমতা আমার নাই
বীজাণু যেমন বাসা বাঁধে মৃতপ্রায় রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে
তেমনই প্রেমের সঙ্গে তেমার বিজ্ঞতাও শেখা চাই।
আজ হতাশা আমায় ছেয়ে ফেললে ঠিক উন্মাদ হব
তখন বলব তোমার সম্পর্কে যত মন্দ কথা
পৃথিবীর জায়গাটা বাজে, কার ওপর ভরসা রাখব
নিন্দা শোনে হাঁকরে যখন গ্রাস করে অজ্ঞতা।
দেখো আমরা ভুলেও যেন তেমন আচরণ না করি
মনের কথা চোখে ফুটে ওঠেনা কখনও তোমারই।

□ — ১৪১ — □

ভাল আমি বাসিনা কখনও এই দু'টি চোখ দিয়ে
সে চোখ তোমার মধ্যে কেবল ক্রটির ছিদ্র দেখে
তোমার জন্য ভালবাসা জমা আছে এ হৃদয়ে
আমার অন্তরের চোখ সেকথা ঠিক মনে রাখে।
বিশ্বাস করিনা কান আনন্দ পায় তোমার বুলিতে
অনুভূতিকেও নয় যে তোমার ছোঁয়া সদা পেতে চায়
নাক আর জিভ বশ হয় নাকো শিল্পীর তুলিতে
ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বসে থাকে উদ্দীপিত হবার আশায়।
কিন্তু এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় আর পঞ্চবুদ্ধি
তোমার নেশা থেকে বিরত করতে পারেনা আমার আত্মাকে
মানেনা তোমার আত্মা আমার প্রেমও পায় শুদ্ধি
সব জেনেশুনে ফিরিয়ে দেয় সে তোমার এ সেবককে।
তারপরেও প্রেমকে তোমার করিনা অস্বীকার
যে প্রেম ভালবাসা দিয়েছি এই তার পুরস্কার।

□ — ১৪২ — □

ঘৃণার কলংকে পুণ্য কুড়িয়েছো আর ভালবেসে পেয়েছি শুধু পাপ
আমার যা কিছু পাপ আছে তোমারই প্রেমের মাঝে
তুলনার তর্কে জানি তুমি রয়ে যাবে নিরুত্তাপ
গুণরাশি আমার কভু তর্কের বিষয় হয় না যে।
কেউ তর্ক তুললেও তুমি তা নিয়ে কোরনা বিচার
শব্দের জুড়োয় গয়না উথলে পড়েছে যে ঠোঁট থেকে
সে ঠোঁটেই মিথ্যা প্রেমের শপথ করেছো কত শতবার
মিথ্যে প্রেমের বুলি আমি নিজে কত বলেছি তোমাকে।
বহু প্রেমিকের প্রিয়া, তোমার মত আমারও এ প্রেম সিদ্ধ
যেভাবে দূর থেকে জেনে দৃষ্টিসার
প্রিয়জনদের একে একে করো বিদ্ধ
সেভাবে আমিও গাঁথি তোমাকে দৃষ্টি রেখে তোমার ওপর।
যা লুকিয়েছো কেন তা বেড়াও মিছে খুঁজে,
মরণের আগে যে কাম্য ধনটিকে খুঁজে পাবে না যে।

□ — ১৪৩ — □

দেখিয়ে খাঁচার পাখি মা যেমন শিশুরে ভোলায়
যে পাখি দিনরান মুক্ত আকাশের স্বপ্ন দেখে চলে
ছাড়া পেয়ে সে পাখি আকাশের পানে উড়ে যায়
অবোধ শিশু তার পিছে ধায় কিছুতে না ভুলে।
পাখিতে ধরতে শিশু আগ্রহে তার পিছে ধায়
চিৎকার করে চলে শোনায় যা রণহুংকার
ভুলে সব খেলা তাকেই নাগালে সে পেতে চায়
কামনা ব্যর্থ হয়ে তার ফুঁশে ওঠে শুধু বারবার।
পাখির মত যে পালায় তুমিও ছোট তার পিছে
ছুটি আমিও তোমার পিছে ভাবি আসব নিয়ে ফিরিয়ে
আমার ওপর রেগে কেন চাও পলাতকে মিছে
অথচ ভোলাতে পারো মোরে মায়ের মতন চুমু খেয়ে।
আমার প্রার্থনায় যদি কভু সাড়া নাহি দাও।
তবু কামনা করব কাম্য পলাতকে তুমি ফিরে পাও।

□ — ১৪৪ — □

দু'টি সত্তা আছে মোর—সান্ত্বনা ও হতাশা.
দু'জনকে ভালবাসি যেমন নিজের আত্মারে
একজন দেবদূত, সত্যনিষ্ঠ. তাকে বাবি আমার দ্বিতীয় আত্মা,
অন্যজন পাপিষ্ঠ, কেবল প্রলোভিত করে আমারে।
আমাকে নরকের পথে নিয়ে যেতে বারবার
মত্যনিষ্ঠ সত্তাকে সে করে প্ররোচিত
পাপিষ্ঠ সত্তার ভয়ে হেবে দেবদূত সান্ত্বনার
ছেড়ে চলে যায় মোরে হয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত।
সে দেবদূতটিকে এখন আমার শয়তান মনে হয়,
তাই দু'জনের মাঝে নকল সততা খুঁজে ফিরি
কিন্তু সেকথা বলতে মুখ ফুটে মনে লাগে ভয়,
শুনি নরকে মৃত্যুর মাঝে বার তা স্বর্গেরই।
সংশয় করিনাকো আর কারও কোনও পাপাকে
যতক্ষণ একজন বের করে নেয় অন্যজনকে।

□ — ১৪৫ — □

নিজের হাতে গড়া যে প্রেমময় ঠোঁট
"তোমাকে ঘৃণা করি" বলেছিল আমায় একথা
সয়েছি প্রচণ্ড বেদনা পেয়ে তার কাছে এতবড় চোট
পারিনি বুঝতে কি করে দিল আমায় সে এমন ব্যথা।
কিন্তু পরে আমার অবস্থা যেদিন দেখেছিল নিজে
দয়ায় ভরে উঠেছিল ঠিকই সেদিন তার প্রাণ
বিবর্ণ হয়েছি সুন্দর মুখখানি লাজে
অন্যায় করেছে বুঝেছিল আমায় এভাবে করে অপমান।
এরপরে মন থেকে তার দূর হয়েছিল ঘৃণার ভাব
রাতের পরে যেমন ফুটে ওঠে দিন
তার প্রেমে হয়ে উঠলাম যেন হঠাৎ নবাব
নরকের কালোরাত ভেদ করে দিব্যস্বর্গের সূর্য উঠল সেদিন
এভাবেই সে আমায় ঘৃণা থেকে মুক্তি দিয়েছিল
আপন স্বভাবে আমার জীবন রক্ষা করেছিল।

□ — ১৪৬ — □

হে আত্মা তুমি আছো গো আমার পাপের কেন্দ্রে
যত অশুভ শক্তি আমার রয়েছে স্থাপিত পাপের জগতে
মন্দভাগ্য হে আত্মা, আমায় বারবার সংহত করো মেঘমন্ত্রে,
অন্তরে বেদনার্ত, কিন্তু বাইরে আছো বেশ আনন্দচিত্তে।
ভাঙ্গাচোরা প্রাসাদে তোমার মহল ভরা বেদনায়
এব্যথা কেন সহ্য করো তার জন্য?
প্রাসাদের মত তুমি নিজেও কি ভাঙ্গা চেতনায়
আনন্দ প্রাচীর চারদিকে থাকলেও আসলে নাওগো অনন্য?
তাই হে আত্মা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করো অন্যভাবে
ধীরে ধীরে অমরত্ব কোনো ভাঙ্গাচোরা মুহূর্ত দিয়ে
এই তোমার পরিণতি হলে ফুটে ওঠো আপন স্বভাবে
বাইরে ঐশ্বর্যময়ী, কেন ভেতরে থাকো ভিখারিণী হয়ে?
আসবে সে মৃত্যু যে একদিন সবাইকে মারে,
তেমার হবেনা মৃত্যু, মরলে সে নিজেই যাবে মরে।



— ১৪৭ —

কামনা উত্তপ্ত এ প্রেম জ্বরগ্রস্ত রোগীর মতই
যা তার বাড়ায় রোগ বারবার তাই খেতে চায়
মেটেনা ক্ষুধা ক্ষতিকর খাদ্য খায় সে যতই
প্রতিমুহূর্ত কাটে অসুস্থ ক্ষুধা তৃপ্তির আশায়।
বিকারগ্রস্ত প্রেমের চিকিৎসক করে
যুক্তিকে সাজাই কিন্তু সে তার কথা শোনেনা
নিষেধবিধি না মানায় চিকিৎসক রাগে ফেটে পড়ে
অতৃপ্ত কামনা নিয়ে আসে মৃত্যু পরোয়ানা।
অসহায় যুক্তি আমার আমি আরোগ্যের অতীত
অতৃপ্ত কামনার ঘায়ে সদাই চঞ্চল
আমার সব কথা চিন্তায় রয়েছে নিহিত
কোনও সত্য তাদের সাথে বাঁধেনি দঙ্গল।
জানি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মতই তুমি কালো:
তবুও সুন্দর, উজ্জ্বল তুমি, উত্তরে তুমি যাই বলো।

— ১৪৮ —

কি আশ্চর্য দৃষ্টি প্রেম দিয়েছো গো আমার দু'চোখে
যা কোনও বস্তুকে যথার্থরূপে দেখতে পারেনা
যদিবা দেখতে পাই বিচারবুদ্ধি কেন পালায় তা দেখে
যা কিছু সঠিক দৃষ্টি তার ও প্রশংসা করেনা।
মোর ভ্রান্ত দৃষ্টি যদি কিছুকে সুন্দর বলে
কি আসে যায় গোটা দুনিয়া যদি মিথ্যা বলে তাকে
প্রেমের দৃষ্টি বিভ্রান্ত বুঝতে হবে তাহলে
কেন প্রেম সুন্দর বলে সবাই কুশ্রী বলে যাবে
কি করে খাঁটি হয় প্রেমের দৃষ্টি
যেমন সূর্যের চোখ থাকে মেঘের ছায়ায়,
তেমনই প্রেমের চাউনি সিক্ত হয় হলে বৃষ্টি
ভেজা সে চাউনি ভুল দেখলে কিবা আসে যায়।
কেন প্রেম অশ্রুরাশি দিয়ে মোরে রাখো বন্ধ করে
এই চোখের তারায় পাছে তোমার দোষ ধরা পড়ে।

— ১৪৯ —

কি করে বলো হে নিষ্ঠুর আমি ভালবাসিনা তোমায়
অথচ নিজের মতের বিরুদ্ধে তোমাকেই ভালবেসে যাই
ভুলে গেলেও কোন তোমারই কথা মনে পড়ে যায়
তোমার জন্য নিজেই নিজের হাতে সাজা পাই
তোমায় যে ঘৃণা করে তাকে কভু বন্ধু বলিনা
দেখতে পারোনা যাকে তার দিকে ভুরু কোঁচকাই
জেনো তাকে ভালবাসা কোনওরূপে কখনও দিইনা
আমারই আমার সঙ্গে বিরূপ হলে মিল হারাই।
গর্বিত আমার যে গুণ করেনা তোমার কোনও সেবা
গুণ বলে তাকে কভু করিনা স্বীকার
তোমার দোষকে গুণ বলে যদি মানে কেউবা
তোমার চাউনি দেখে হয় সে চালিত বারবার।
ঘৃণা করলেও প্রেম তোমার মন আমার জানা হয়েছে
অন্ধ আমি ভাগ্যবান যে তোমায় আগে দেখে নিয়েছে।

— ১৫০ —

কোন শক্তিকে প্রেম তুমি আমাকে বশ করলে
কি শক্তিকে চালনা করো আমার মন
চাউনিকে আমার বিভ্রান্ত করো কি কৌশলে
সুন্দর দিনের আলো অসুন্দর হয় জানে কোন জন?
সব কিছুকেই কেন করে দাও তুমি মন্দ
অথচ সে প্রত্যাখ্যানে থাকে তোমার দৃঢ়তা
ভাল কি মন্দ বুঝেও পাইনা অন্তরে আনন্দ
যা কিছু মন্দ আমার চোখে পায় নির্ভরতা,
কে তোমার শেখাল আমাকে বাসতে এত ভালো
সবাই ঘৃণা করে যাকে তাকে কেন আমি এত ভালবাসি
তোমাকে ঘৃণা করায় কারণ যা হোক সাদাকালো
কোনও কিছু দিতে নিতে কেড়ে নিওনা আমাদের হাসি।
অযোগ্য হয়েও তুমি যদি মোর ভালবাসা পাও
অনন্তকাল ব্যাপী তোমার প্রেম মোরে দাও।

□ — ১৫১ — □

চিরতরুণ হে প্রেম, জানোনা কার নাম বিবেক
জানোনা বিবেকহীনের মধ্যে প্রেম কি করে জন্মায়
প্রতরণা মধ্যে যেন না হয় তোমার অভিষেক
তখনই তোমার মধ্যে আমার দোষ জন্মায়।
আমিও করব তাই করলে আমার সঙ্গে প্রতারণা
নিজের মহত্ত্ব বিকোব বিদ্রোহী দেহের কাছে
মানবেনা রক্ত কোনওরকম যুক্তির মানা
আত্মা যদিও হীন হবে না জেনো প্রেমের কাছে।
পুরস্কাররূপে আজদ সে তোমায় চায় কাছে পেতে
খুশি সে তোমার নামে তোমার গর্বে অনুভব করে গর্ব
উন্নতি যা কিছু করে সবই তোমারই কৃপাতে
তোমার পতনে নিমেষের মাঝে সব হবে খর্ব।
বিবেকের মুখ চেয়ে প্রিয়জন বলি তারে
সয়ে যাই ওঠাপড়া প্রেমের খাতিরে।

□ — ১৫২ — □

শপথ ভেঙ্গেছি কতবার তোমার ভালবাসতে গিয়ে
সেকথা জেনে তুমিও বহুবার শপথ ভেঙ্গেছো
জানি ঘৃণা করেছো তোমায় ভালবাসার বিনিময়ে
আমার প্রেমের সবগুণকে হেলায় অস্বীকার করেছো।
দ্বিগুণ শপথ ভাঙ্গার অভিযোগ কেন আমি করি
কুড়িটি শপথ যখন ভেঙ্গেছি নিজেই
স্বার্থভোগ উদ্দেশ্য ছিল যেসব শপথেরই
আবার অবিশ্বস্ত ভেবে অপমান করেছি তোমাকেই।
একদা তোমার যত দয়ামায়া সম্মান ক্ষমতা
করেছি তাদের নামে কত শপথ, কত সততার,
তোমার প্রেমের খাতিরে অন্ধকে করেছি মমতা
তোমারই জন্য মিথ্যাকে সত্য বলে করেছি স্বীকার।
শপথ ভঙ্গের করেছি অপরাধ তুমি সুন্দর বলে
করেছি বিবাদ সত্যের সঙ্গে মিথ্যা শপথের ফলে।

□ — ১৫৩ — □

জ্বলন্ত মশাল নিয়ে প্রেমের দেবতা ঘুমে পড়ে ঢলে
ডায়েনার দামী তাকে দেখে সেই অবস্থায়
কত প্রাণে প্রেম প্রজ্বলিত হয় যে মশালে
সে মশালই ঝর্ণার জলে নিভে যায়।
এক জীবন্ত উত্তাপ প্রেমের জ্বলন্ত মশাল থেকে
আজও বেঁচে আছে অনন্তকাল ধরে
সে অগ্নির তাপ আজও বলে অনেকে
বহু অসুস্থ ব্যক্তিকে তোলে সুস্থ করে।
দেখেছি প্রিয়ার চোখে প্রেমের মশাল শিখা
আগুনের স্পর্শ দেয় যে মশাল ভাঙ্গা এই বুকে
রুগ্ন আমি আশা চাই যেখানে হতাশার রেখা
চাইনা যাকে পাই কেন এখনও গো তাকে।
অযোগ্যতা আমার যা চিহ্নিত দু'চোখে প্রিয়ার,
প্রেমের দেবতা সেথা দেখা পায় আগুন কামনার।

□ — ১৫৪ — □

প্রেমের তরুণ দেবতা ক্লান্তিতে পড়ছে ঘুমিয়ে
পাশে নামিয়ে রাখে মশাল যা হৃদয় উদ্দীপিত করে
জলপরী কুমারীরা আসে তাদের কৌমার্য দিতে বিলিয়ে
প্রেমের দেবতা তাদের উদ্দেশে অদ্ভুত মায়াজাল গড়ে।
কুমারী জলপরী সে মশাল তুলে নেয় হাত দিয়ে
যে আগুন জ্বলে ওঠে অসংখ্য হৃদয়ে
কামনার দেব প্রেমের দেবতাকে দেখি উত্তাল হয়ে
কুমারী জলপরী দেখি তার পাশে অন্যরূপে আছে শুয়ে।
সে মশালকে ফেলে এক জলাশয়ে
প্রেমের আগুন সে মশালকে দেয় স্থায়ী উত্তাপ
শীতল করে যে জল ঝরে পড়ে অসংখ্য হৃদয়ে
অসুস্থ ব্যক্তির পরে প্রতিকার তরে দেয় চাপা।
প্রেমের আগুনজলে ঠান্ডা না হয়ে জলকে করে উত্তপ্ত,
এ শিক্ষা দিয়েছে সে প্রেমিকা আমি যার অনুরক্ত।



দ্য ফিনিক্স অ্যাণ্ড টার্টল

আরবের দূরপ্রান্তে সাগরের তীরে
নিরালা নির্জনে চেয়ে দেখো বৃক্ষটিরে।
তারই শাখায় এক আছে পক্ষিনীড়
যেবাসা আসলে দু'টি কপোত কপোতীর।
যখন কেহ তাদের করে আহ্বান
পাখা আর আঁখি মেলি করে আনচান।
কহে আর দুঃখের কথা কলকল করি
শুনি সে কথা কাঁদে সবার অন্তরই।
কর্কশ রবে ডাকি হে পক্ষিনন্দন
কিবা অভিলাষ তব করো বর্ণন।
অনিষ্টকারক যেবা আছে দুর্জন
এইভাবে ডাকি তারে করো আনয়ন।
বিদ্যমান আছে জ্বালাময় উত্তাপ
সমাপ্তি সবার ঘোযে কিবা পরিতাপ।
এই জলদূত যেথা অবস্থান করে
ভুলেও যেয়োনা কেহ কভু তার ধারে।
কখনও যেয়োনাকো এইরূপ কাজে
সুন্দর রাজ ঈগল যেথায় বিরাজে।
যত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আছে শাস্ত্র সিদ্ধ

সকলে তাহারে জানে অবশ্য প্রসিদ্ধ।
শ্বেত উত্তরীয় বলি সবে জানে যারে
পুরোহিত নিজ দেহখানি রাখে তারে।
মৃতের উদ্দেশে পূজারী নন্দন
প্রার্থনা সঙ্গীত গায় হয়ে শুদ্ধ মন।
মরাল অমৃত যাকে জানো হে সুজন,
প্রার্থনায় প্রকাশিত তাহা বিলক্ষণ।
বিহঙ্গ অন্যথা ভ্রান্তি যোগ্য প্রার্থনাতে
ত্রিকালগত বয়সে জেনো সেইমতে।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেন হয় প্রবাহন
বিষাদ কালিমা তাহে রহে অনুক্ষণ।
শোকার্ত মোদের তুমি ওহে মহাজন
সদা অনুগামী হবে জানি বিলক্ষণ।
এই বারে শোনাই সে শোকের গাথা
শুনিলে সকলেই মনে পাবে ব্যথা।
ভালবাসা বালি যারে জানেন সুজন
ঐ হেথা তার লাগি করিল মরণ।
সততার মৃত্যু কিসে শুন সর্বজন
ভালবাসা কাঁদি কাঁদি ফিরে অনুক্ষণ।
ফিনিক্স নামে এক কপোত নন্দন
প্রাণের মায়ায় যেবা করে পালায়ন।
ভালবাসা ছিল তার কপোতী সহিত
পতিপত্নী হয় যথা পরস্পরে মিত।
পতিপত্নী ভালবাসা যথা বিদ্যমান
একের তরে অন্যের কাঁদিত পরাণ।
স্বতন্ত্র হয়ে ও তারা ছিল একীভূত
ভালবাসায় পরস্পরে আবৃত রাখিত।
প্রণয় সুবাস যথা সতত প্রাকাশ,
সেইমত তারা নাহি পুরাইত আশা।
পরস্পর দুরে দুরে সদা করিবাস
হৃদয়ে রাখিত তারা প্রেমের প্রকাশ,
এহেন বিস্ময়কর তাদের প্রণয়

অন্যের হৃদয়ে যা ঈর্ষার উদয়।
কপোতের দৃষ্টি যথা ধরে অধিকার
ফিনিক্সে দেখিয়া তাহা চঞ্চল এবার।
একে অপরের বক্ষে মহানন্দে ছিল
আকস্মিক ঝড় সব লোপ করে ছিল।
ফিনিক্স চঞ্চল করে তার প্রাণ ধনে
অস্বীকার তারে করে কোন সে পরাণে।
একাত্ম ছিল একে অপরের সাথে
নিজের স্বতন্ত্র তনু না ভাবিত তাতে।
এক তনু এক মন যারা ধরি ছিল
স্বতন্ত্র হয়েও তারা একই রহিল।
নামে দ্বিধাকৃত হয়ে দুইজনে
একাত্ম ছিল কিন্তু দোঁহাকার মনে।
এরূপ বৈশিষ্ট্য দেখি কপোতের দল
বিস্মিত বিমূঢ় সবে হত অবিকল।
কিন্তু কিরূপ ভাব আছিল দোঁহাতে
তাহার বর্ণনা কভু নাহয় ভাষাতে।
বিশ্লেষণ পথ ধরি চলে দেহমন
একমত এক পথ হয়েও তখন।
সত্য বটে উভয়েই হয় একাকার
স্বতন্ত্র কেমনে তারে ভাবিবে এবার।
সতত রবে যে যুক্তি সেই ভালবাসা
তাহাতেই একীভূত হইব · আশা
যুক্তিহারা যদি এরূ
সর্ব অঙ্গে হয় তবে ে শশন।
সমশানে সঙ্গীত নামে য। প্রকাশিত
ফিনিক্স কু.পাত কথা তাহাতে বর্ণিত।
তাদের উদ্দেশ্য এই সঙ্গীত বচন
যথার্থ প্রণয় কিবা জানে সুধীজন।
প্রেম আশ্রিত গীত হইল প্রকাশ